জ্যোতিরিন্দ্রনাথ

* গ্রন্থাবলী *

[তৃতীয় ভাগ]

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত
বসুমতী-সাহিত্য মন্দির হইতে
শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী বৈদ্যুতিক-রোটারী মেসিনে"
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মুদ্রিত।

[মূল্য ১৲ এক টাকা।

সূচী-পত্র

মৃচ্ছকটিক

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর অনুবাদিত

ভূমিকা

মৃচ্ছকটিক "প্রকরণ"-জাতীয় নাটক। ইহা দশ অঙ্কে বিভক্ত। রাজা শূদ্রক ইহার রচয়িতা। শূদ্রক রাজার রাজত্ব কাল শকারি বিক্রমাদিত্যেরও পূর্ব্ববর্ত্তী—এইরূপ কিম্বদন্তী প্রচলিত। তাহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে, খৃষ্ট-পূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীতে তাঁহার রাজত্বকাল নির্দ্ধারিত করিতে হয়। কিন্তু এদিকে আবার, করনেল্‌ উইল্‌ফোর্ড সাহেব সারগর্ভ যুক্তির দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, মগধের অন্ধ্র রাজবংশের তিনিই প্রথম রাজা। তিনি আনুমানিক ১৯২ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করেন। সে যাহাই হউক, সমস্ত প্রচলিত সংস্কৃত নাটকগুলির মধ্যে "মৃচ্ছকটিক" যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ইহার প্রাচীনত্বের আর একটি প্রমাণ এই, মৃচ্ছকটিক নাটকে "নাণক নামক" একটি মুদ্রার উল্লেখ আছে। এই "নাণক"-মুদ্রা কাশ্মীরাধিপতি শক-বংশীয় রাজা কনিষ্কের সময়ে প্রচলিত ছিল। কনিষ্ক বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী প্রবল-পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। তাঁহার নেতৃত্বাধীনেই বৌদ্ধদিগের চতুর্থ সভার অধিবেশন হয়। তিনি খৃষ্টাব্দের প্রথম শতাব্দীতে রাজত্ব করেন এবং তাঁহার একটি পদবী ছিল—"বাসুদেব"। মৃচ্ছকটিকের একটি পাত্র "শকার," আস্ফালন করিয়া মধ্যে মধ্যে বলেন, "আমি কি কম লোক?—আমি দ্বিতীয় বাসুদেব।" আমার মনে হয়, এই স্থলে কনিষ্ককে মনে করিয়াই এই বাসুদেব-শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। কনিষ্ক খৃষ্টাব্দের প্রথম শতাব্দীতে কাশ্মীর ও সমস্ত উত্তর-ভারতের রাজা ছিলেন। ইহা হইতেই অনুমান হয়, মৃচ্ছকটিক খৃষ্টের প্রথম দুই এক শতাব্দীর মধ্যেই বিরচিত হইয়াছিল।

সেই সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মের বিলক্ষণ প্রভাব ছিল, অথচ বৌদ্ধ ও হিন্দুদিগের মধ্যে কোন প্রকার বিদ্বেষ-ভাব ছিল না। সাধারণ লোকে যদিও প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম-অনুসারেই পূজা-অর্চ্চনা ক্রিয়া-কর্ম্ম সমস্তই করিত, কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিও তাহাদের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা-ভক্তি ছিল এবং তাহাদের আচরণেও বৌদ্ধ-নীতির প্রভাব বিলক্ষণ সংক্রামিত হইয়াছিল। "যে যেমন ধর্ম্ম করে, পরলোকে সেইরূপ তার গতি হয়"—"সৎকুলে জন্মগ্রহণ করিলেই সৎ হয় না, অসৎ-কুলে জন্মগ্রহণ করিলেই অসৎ হয় না"—"ধর্ম্মার্জ্জন উচ্চ নীচ সকল জাতীয় লোকেরই সাধ্যায়ত্ত ও সাধনা-সাপেক্ষ"—"আত্ম-সংযমী হইবে"—"প্রাণ দিয়াও

করিবে"—"সত্য পালন করিবে"—"অপকারীকে উপকারের দ্বারা জয় করিবে" ইত্যাদি বৌদ্ধধর্ম্মের নীতিতত্ত্বগুলি এই নাটকে অতি জীবন্তভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

তাই, বেশ্যাকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও বসন্তসেনা সদ্‌গুণে বিভূষিত, রাজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও "শকার" যার-পর-নাই নীচ-ভাবাপন্ন, "স্থাবরক" দাস হইয়াও ধর্ম্মপরায়ণ এবং "শর্ব্বিলক" ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও চৌর্য্য-বৃত্তি-রত।

এই নাটকে পরস্পর বিসদৃশ দুই শ্রেণীর চরিত্রের চিত্র পাশাপাশি চিত্রিত হইয়াছে। যেমন এক দিকে চারুদত্ত সাধুজনের আদর্শ-চিত্র, তেমনি অন্য দিকে শকার অসাধুজনের আদর্শ-চিত্র। সাধুজনের সমস্ত লক্ষণ চারুদত্তের চরিত্রে এবং অসাধুজনের সমস্ত লক্ষণ শকারের চরিত্রে পূর্ণরূপে বিদ্যমান।

এই নাটক পাঠে জানা যায়, সে সময় দাসত্ব-প্রথা প্রচলিত ছিল এবং গ্রীকদিগের "হিটিরির" ন্যায় এক দল উচ্চ শ্রেণীর বেশ্যাও ছিল। তৎকালে নাগরিক* সমৃদ্ধি ও বিলাসিতা যে চূড়ান্ত বিভবের বর্ণনা পাঠ করিলেই বিলক্ষণ উপলব্ধি হয়।

সে সময়কার সরল বিচার-পদ্ধতিতে যদিও এখনকার ন্যায় ততটা বৈজ্ঞানিক সুসূক্ষতা ছিল না, তবু দেখা যায়, সুবিচারের দিকে বিচারপতির বিশেষ দৃষ্টি ছিল এবং বিশুদ্ধ রীতি-অনুসারেও বিচারকার্য্য সম্পাদিত হইত। তবে দণ্ডবিধানের ক্ষমতা রাজার হস্তে থাকায়, বাস্তবিক সুবিচার হওয়া না হওয়া অনেকটা রাজার উপর নির্ভর করিত।

এই নাটকটি আলঙ্কারিক কৃত্রিমতা হইতে অনেক পরিমাণে মুক্ত। যে যে স্থলে হাস্য-রসের প্রসঙ্গ আছে, তাহা 'বিদূষক"-শ্রেণীর হাস্যরস অপেক্ষা উচ্চদরের—তাহাতে বেশ একটু নূতনত্ব আছে এবং ইহার করুণা-রসের উক্তিগুলিও স্থান-বিশেষে মর্ম্মস্পর্শী—অতীব স্বাভাবিক।

আমাদের নিকট এই নাটকটির আর একটি বিশেষ মূল্য এই—সেই সময়কার আইন-আদালত, পুলিস-চৌকিদার, রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার—এক কথায় সমস্ত নাগরিক জীবনের চিত্র ইহাতে জীবন্তরূপে চিত্রিত দেখিতে পাওয়া যায়। ফল কথা, এই শ্রেণীর নাটক সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে আর দ্বিতীয় নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

* ইংরাজি civilization শব্দের মূল ধরিয়া অনুবাদ করিতে হইলে, উহাকে "নাগরিকতা" অথবা "নাগরিক সভ্যতা" বলা যাইতে পারে।

পাত্রগণ

পুরুষ-বর্গ

চারুদত্ত।—ব্রাহ্মণ বণিক।
রোহসেন।—চারুদত্তের বালক-পুত্র।
মৈত্রেয়।—চারুদত্তের সখা (বিদূষক)।
বর্দ্ধমানক।—চারুদত্তের দাস।
সংস্থানক।—রাজার শ্যালক (শকার)।
বিট।—শকারের পণ্ডিত-পারিষদ্‌।
স্থাবরক।—শকারের দাস।
আর্য্যক।—একজন গোয়ালা—রাজ-বিদ্রোহী—পরে সিংহাসনাধিকারী।
শর্ব্বিলক।—ব্রাহ্মণ-চোর—মদনিকার প্রণয়ী।
সম্বাহক।—গাত্র-মর্দ্দন-ব্যবসায়ী—পরে বৌদ্ধ-ভিক্ষু।
মাথুর।—জুয়ার আড্ডার আড্ডাধারী।
দর্দ্দুরক।—একজন জুয়ারী।
আর একজন জুয়ারি।
কর্ণপূরক।—বসন্তসেনার হস্তিপালক (মাহুত)।
বিচার পতি।
শ্রেষ্ঠী, কায়স্থ }—বিচারপতির সহকারী কর্ম্মচারিদ্বয়।
চন্দনক, বীরক }—নগর-রক্ষকদিগের সর্দ্দার।
কুম্ভীলক।—বসন্তসেনার দাস।
চণ্ডালদ্বয়।—জল্লাদ।
শোধনক।—বিচারালয়ের ভৃত্য।

স্ত্রী-বর্গ

ধুতা।—চারুদত্তের স্ত্রী।
বসন্তসেনা।—বেশ্যা—চারুদত্তের প্রণয়িনী।
বসন্তসেনার মাতা।
মদনিকা।—বসন্তসেনার দাসী—শর্ব্বিলকের প্রণয়িনী।
আর একজন দাসী।
রদনিকা।—চারুদত্তের দাসী।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পালক।—উজ্জয়িনীর রাজা।
রেভিল।—গায়ক।
বসন্তসেনার ভ্রাতা। ইত্যাদি।

ৃসমৃদ্ধ উজ্জয়িনী নগরে আমাদের অবস্থার মত ব্রাহ্মণ এখন কোথায় খুঁজে পাই? এই যে চারুদত্তের ন্ধু মৈত্রেয় এই দিকে আস্‌চেন। আচ্ছা ভাল, ঁকেই জিজ্ঞাসা করি। মৈত্রেয় মহাশয়, সর্ব্বপ্রথমে মাপনি আমাদের গৃহে এসে আজ আহার করুন।

নেপথ্যে।—ওহে, অন্য ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ কর, মামি কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত।

সূত্র।—মহাশয়! ভোজন প্রস্তুত—আর স্থান-ও নিঃশব্দ—আহারের কোন ব্যাঘাত হবে না। া ছাড়া কি দক্ষিণা চান্, বলুন।

নেপথ্যে।—ওহে! প্রথমেই তো আমি তোমার নমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করেছি—তবু বার বার আমাকে জ্ঞাসা করচ কেন?

সূত্র।—ইনি তো আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন ।—আচ্ছা ভাল, অন্য কোন ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করা াক।

[প্রস্থান।

ইতি প্রস্তাবনা।

দৃশ্য—চারুদত্তের গৃহ

(উত্তরীয় হস্তে মৈত্রেয়ের প্রবেশ)

মৈত্রেয়।—"অন্য কোন ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করা ক।" আমি মৈত্রেয়, আমাকে কি না এখন পরের ের নিমন্ত্রণ খেয়ে খেয়ে বেড়াতে হচ্চে। হা! আমার শোচনীয় অবস্থা! কিছু দিন পূর্ব্বে চারুদত্তের ালতে,অহোরাত্র সুগন্ধ মোদক আহার করে' উদ্গার তেম; চতুঃশালা-ঘরের মধ্যে বোসে, নানাবিধ ঞ্জনপাত্রে পরিবৃত হয়ে, চিত্রকরের মত আঙ্গুল দিয়ে চে-পুঁচে সমস্ত শেষ করতেম; নগর-চত্বরের বৃষভের ত বসে' বসে' রোমন্থন করতেম; সেই আমি এখন রিদ্রতার দরুণ,যেখানে সেখানে চরে' বেড়িয়ে ঘোরো ায়রার মত এখন গৃহে ফিরে আস্‌চি। ভাল কথা, ারুদত্তের প্রিয়সখা চূর্ণবৃদ্ধ জাতী-কুসুমবাসিত এই ত্তরীয়টি পাঠিয়েছেন—চারুদত্তের দেবকার্য্য শেষ ল এইটি তাঁকে দিতে বলে' দিয়েছেন। আচ্ছা, বে চারুদত্তকে জিজ্ঞাসা করি—এই যে, চারুদত্ত

(চারুদত্ত ও রদনিকার প্রবেশ)

চারু।—(ঊর্দ্ধে অবলোকন করিয়া উদাসভাবে নিঃশ্বাস ফেলিয়া)

যে গৃহ অঙ্গনে মোর
হংস-সারসকুল বলিদ্রব্য করিত ভক্ষণ
তৃণাচ্ছন্ন সেই স্থানে
কীট-মুখ-দংষ্ট বীজ এবে দেখ হয়েছে পতন।

(ধীরে ধীরে পরিক্রমণ করিয়া উপবেশন)

বিদু।—এই যে চারুদত্ত। ওঁর নিকটে তবে যওয়া যাক। (নিকটে গিয়া) কল্যাণ হোক, শ্রীবৃদ্ধি হোক!

চারু।—এই যে আমার সর্ব্বকালের মিত্র। এসো সখা, এসো—এইখানে বোসো।

বিদু।—এই বস্‌চি। দেখ সখা, তোমার প্রিয়-বয়স্য চূর্ণবৃদ্ধ জাতী-ফুলের গন্ধে ভরপুর এই চাদরটি পাঠিয়েছেন, আর বলে' দিয়েছেন, দেবকার্য্য শেষ হয়ে গেলে চারুদত্তকে এইটি দেবে"। (সমর্পণ)

চারু।—(গ্রহণ করিয়া সচিন্তভাবে অবস্থান)

বিদু।—ওহে! ভাবচ কি?

চারু।—সখা!

ঘন অন্ধকারে যথা দীপের দর্শন
দুঃখ-ভোগ-পরে সুখ তেমনি শোভন।
যে জন সুখের পর ধন-বিরহিত
শরীর ধারণ করি' বাঁচিয়া সে মৃত।

বিদু।—আচ্ছা সখা, মরণ ও দারিদ্র্য এ দুয়ের মধ্যে তোমার কিসে অভিরুচি?

চারু।—সখা! দারিদ্র্য মৃত্যুর মধ্যে
মৃত্যুতেই রুচি মোর জেনো তুমি বেশ।
অল্পই মরণে কষ্ট,
দারিদ্র্যের অবস্থায় যাতনা অশেষ॥

বিদু।—সখা, দুঃখ করে' আর কি হবে? যে ধন-ঐশ্বর্য্য সুহৃজ্জনের মধ্যে সংক্রামিত হয়, তা সুরলোকের পীতশেষ প্রতিপদ চন্দ্রের মত অধিকতর রমণীয়।

চারু।—সখা, অর্থ-দৈন্যে আমার কষ্ট হয় না—কিন্তু:—

মদ-কাল হলে গত
করি-গণ্ডে মদ যবে শুষ্ক হয় অতি,
ভ্রমন্ত ভ্রমরগণ
আর নাহি ইচ্ছা-সুখে কভু যায় তথি।

বিদূ।—দেখ সখা, এই অর্থলোলুপ অতিথি ব্যাটারা গোপাল-বালকের মত যে মাঠে যতক্ষণ সুবিধা পায়, সেই মাঠেই ততক্ষণ গরু চড়িয়ে বেড়ায়।

চারু।—দেখ সখা!
ধননাশ হেতু নহি আকুল চিন্তায়,
ভাগ্যবশে ধন আসে, ভাগ্যে ধন যায়।
শুধু দুঃখ এই মোর—নষ্ট হলে ধন
লোকের শিথিল হয় সৌহার্দ্দ-বন্ধন।

অপিচ:—

দারিদ্র্য হইতে লাজ,
লজ্জিত জনের দেখ তেজ হয় ক্ষয়,
নিস্তেজের অপমান,
অপমানে চিত্ত-মাঝে বৈরাগ্য উদয়।
বৈরাগ্যেতে শোকোৎপত্তি
শোক আক্রমণে বুদ্ধি করয়ে প্রস্থান,
নির্বুদ্ধি বিনাশ পায়,
সর্ব্ব আপদের তাই দারিদ্র্য নিদান।

বিদূ।—দেখ সখা, যাদের কেবল অর্থের সঙ্গে সম্পর্ক, সেই দু দিনের বন্ধুদের কথা ভেবে কেন কষ্ট পাচ্চ?

চারু।—সখা, দারিদ্র্যই পুরুষের:—
চিন্তার আশ্রয়-স্থান
পর-তিরস্কার-ভূমি, শত্রুতা-কারণ,
মিত্রের ঘৃণায় পাত্র
স্বজন-আত্মীয়দের বিদ্বেষ-ভাজন।
বনে যেতে মন যায় দরিদ্র জনের
লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহে নিজ কলত্রের।
না দহে গো একেবারে হৃদি-শোকানল
মর্ম্মে মর্ম্মে দেয় তীব্র সন্তাপ কেবল।

গৃহ-দেবতাদের পূজা আমার শেষ হয়েছে—এখন তুমি রাজপথের চৌমাথায় গিয়ে মাতৃগণের পূজা দিয়ে এস।

বিদূ।—এত পূজা-আর্চ্চা করেও যখন দেবতারা তোমার প্রতি প্রসন্ন হলেন না—তখন দেবতাদের পূজা দিয়ে কি ফল?

চারু। সখা! না না, তা নয়। এটি গৃহস্থের নিত্য-কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

মনোবাক্য তপস্যায়
বলি-উপহারে পূজা দিলে দেবতারে
পরিতুষ্ট হন তাঁরা,
শান্ত-চিত্তজনদের কি ফল বিচারে?

অতএব যাও, মাতৃদের পূজা দিয়ে এসো।

বিদূ।—না হে না, আমি যাচ্ছিনে। আর কেউ গিয়ে পূজা দিয়ে আসুক। আমার মত ব্রাহ্মণের সকলি বিপরীত ফল ফলে।—আর্শির ভিতরকার ছায়ারি মত বাম দিকে দক্ষিণ হয়ে যায়, দক্ষিণ দিক বাম হয়ে যায়। তা ছাড়া, এই সন্ধ্যার সময় রাজপথে বেশ্যা, ধূর্ত্ত, লম্পট, নীচজাতীয় দাস, রাজার প্রিয়-পাত্র এরা সব বেড়িয়ে বেড়ায়। তাই বল্‌ছি, মণ্ডুক-লুব্ধ কালসর্পের মুখে মূষিক পড়লে যেরূপ হয়, এদের হাতে পড়ে' আমার সেইরূপ প্রাণটা যাবে। আচ্ছা, তুমি এখানে বসে' কি করবে বল দিকি?—তুমিই যাও না।

চারু।—আচ্ছা, একটু দাঁড়াও, আমার জপটা শেষ করি।

নেপথ্যে।—দাঁড়াও গো বসন্তসেনা, দাঁড়াও।

দৃশ্য—রাজপথ

(অগ্রে বসন্তসেনা, তৎপশ্চাৎ পণ্ডিত-পারিষদ্‌ "বিট," রাজশ্যালক "শকার" ও নীচ-জাতীয় দাসগণের প্রবেশ)

বিট।—বসন্তসেনা, একটু দাঁড়াও গো দাঁড়াও।
বল দেখি কেন ভয়ে, ত্যজিয়ে মৃদুল গতি
নৃত্যের বিধানে যেন দ্রুতভাবে ফেলিছ চরণ,
উদ্বিগ্ন-চঞ্চল-দৃষ্টে করিয়া কটাক্ষপাত
ব্যাধ-ধৃতা সচকিতা মৃগী সম করিছ গমন।

ভয় নাই ভয় নাই
মাথা খাও, মাথা খাও, দাঁড়াও ললনে!
কামের দহনে দহে হৃদি অসহায়
অঙ্গার-রাশির মাঝে মাংস-খণ্ড-প্রায়॥

একজন দাস।—ঠাকরুণ, একটু দাঁড়াও গো দাঁড়াও।
ওগো দিদি ভয়ে কোথা করিছ গমন
গ্রীষ্ম-ময়ূরীর মত ধরিয়া প্যাখম?
যাচ্ছেন মোদের প্রভু দেখ তোমা কাছে
কুক্কুট-শাবক যেন অরণ্যের মাঝে।

বিট।—ওগো বসন্তসেনা, বলি একটু দাঁড়াও।
কোথা যাও সুন্দরি লো!
বাল-কদলীর সম বিকম্পিত কায়,
রক্তাম্বর পরিধান,
বিলোল অঞ্চল কিবা পবনে দুলায়।
যাইতেছ কমল-মুকুল যেন করি' বিকিরণ
অস্ত্র দিয়া মনঃশিলা-গুহা যেন করি' বিদীরণ॥

শকার।—দাঁড়াও বসন্তসেনা, একটু দাঁড়াও।
মদন-আগুন কেন জ্বালাও দ্বিগুণ?
নিশি-শয্যা কেন কর কণ্টক-দারুণ?
ভয়-ভীতা হয়ে কোথা
যাইতেছ পলাইয়া স্খলিত চরণে,
কুন্তী যথা রাবণের
—আমার হইবে বশ তুমি গো ললনে।

বিট।— আমা চেয়ে দ্রুতপদে চলেছ কোথায়?
খগেন্দ্রের ভয়ে ভীতা ভুজঙ্গিনী-প্রায়?
বায়ুরে করিতে পারি বেগে অতিক্রম
কিন্তু নিগ্রহিতে তোমা নাহি মোর মন।

শকার।—ও পণ্ডিত! ও পণ্ডিত!
তস্কর-প্রেয়সী, নৃত্য-বিলাসিনী, মৎস্যের লোলুপ,
সর্ব্বনাশী, কুলনাশী, অবশিকা কামের সিন্দুক,
বেশ-বধূ, বেশাঙ্গনা, বেশবতা, দশ নামে ডাকি,
তবুও তো চাহে না মোরে বেশ্যা-বেটি
কেন বল দেখি?

বিট।—চলেছ কোথায় ওগো ভয়েতে বিহ্বল,
গণ্ড-পার্শ্ব বরষিয়া দুলিছে কুণ্ডল!
নখাহত বীণা সম বিকম্পিত-কায়,
জলদ-গর্জ্জন-ভীতা সারসীর প্রায়।

শকার।—
বিবিধ ভূষণ অঙ্গে
রাম-ভয়ে কৃষ্ণা যেন
করিতেছ কেন পলায়ন?
এখনি হরিব তোমা
হরিলা গো সবলে যেমনি
হনুমান সুভদ্রায়
—সেই বিশ্বাসুর ভগিনী।

দাস।— রাজার বল্লভে ভজো,
মৎস্য মাংস খাইবে প্রচুর,
তাজা মৎস্য মাংস পেলে
মৃত দেহ না খায় কুক্কুর।

বিট।—ওগো বসন্তসেনা!
কটিতটে নিবেশিয়া
তারা-সম সমুজ্জ্বল চারু চন্দ্র-হার
মনঃশিলা-চূর্ণ-লেপ
মাখিয়া মুখের পরে করিয়া বাহার,
সভয়ে বিস্ময়-ভরে অতি দ্রুত-পায়
নগর-দেবতা সম চলেছ কোথায়?

শকার —
বনে যথা কুক্কুরেরা
মহাবেগে তাড়া করে শৃগাল-পশ্চাতে
মোদের আক্রমণে তুমি
পালাইছ, মন-প্রাণ কাড়ি লয়ে সাথে।

বস।—ও পল্লবক, পল্লবক!—ওলো পরভৃতিকে, পরভৃতিকে!

শকার।—(সভয়ে) ও পণ্ডিত! এখানে লোক-জন আছে দেখচি।

বিট।—ভয় নাই, ভয় নাই।

বস।—মাধবিকে! মাধবিকে!

বিট।—(হাসিয়া) দূর মূর্খ!—ও যে পরিচারিকাদের ডাকচে।

শকার।—কি বলচ পণ্ডিত?—স্ত্রীলোকদের ডাকচে?

বিট।—হাঁ।

শকার।—স্ত্রীলোক একশজন আসুক্ না—এখনি আমি তাদের মেরে তাড়িয়ে দেব।—তারা জানে না, আমি কত বড় বীর।

বস।—(শূন্যপানে তাকাইয়া) কি সর্ব্বনাশ—আমার লোকজনেরাও যে পিছিয়ে পড়েছে—আচ্ছা,

বিট।—ডাকো ডাকো, তোমার লোকজনদের ডাকো।

শকার।—বসন্তসেনা, ডাকো ডাকো—তোমার পল্লবকে ডাকো, তোমার পরভৃতিকাকে ডাকো—সমস্ত বসন্ত ঋতুকে ডাকো না কেন—আমি তোমাকে ছাড়া করে' ধর্‌বই ধর্‌ব, দেখি কে তোমাকে রক্ষা করে।

কোথায় ভীমসেন—জমদগ্নি-পুত্র?
কুন্তীর নন্দন কোথা—দশানন কুত্র?
ডাকো না গো যত আছে তব বীর-কুল,
দুঃশাসন সম দেখ ধরি তব চুল।

এই দেখ—

সুতীক্ষ্ণ অসির ঘায়ে দে[illegible] ধনি
কাটিব রে মুণ্ড তে[illegible] [illegible]খানি।
কি আর হইবে [illegible]য়ন
মুমূর্ষু যে জন তা[illegible] [illegible]ণ।

বস।—মহাশয়—আ[illegible] রমণী।

বিট।—তাই তোমার[illegible]

শকার।—তাই আজ [illegible] [illegible]লে।

বস।—(স্বগত) ওর [illegible] [illegible]স-বাক্যেতেও ভয় হয়। যা হবার, তা হবে। (প্রকাশ্যে) মহাশয়, আপনি কি আমার অলঙ্কারগুলি চান্?

বিট।—ছি ছি—সে কি কথা? উদ্যান-লতা হতে কি ফুল কেউ ছিঁড়তে পারে? তা, তোমার ও অলঙ্কারে আমাদের কি প্রয়োজন?

বস।—তবে এখন কি চান্?

শকার।—আমি দেবপুরুষ, আমি মনুষ্য বাসুদেব, আমি তোমার ভালবাসা চাই।

বস।—(সক্রোধে) থামুন, আর না।

শকার।—(হাতে তালি দিয়া হাসিয়া) "থামুন, আর না"—হা হা হা—ও পণ্ডিত, ও পণ্ডিত, দেখ—আমার উপর মমতা করে' কি বলুচে শোনো—বলুচে "থামো, আর না, এখানে এসো, কত শ্রান্ত হয়েছ, কত ক্লান্ত হয়েচ"—বলি ও ঠাকরুণ, তোমার দিব্যি, আমি গ্রামান্তরেও যাই নি, নগরান্তরেও যাইনি, তোমার পিছনে পিছনে ছুটেই আমি শ্রান্ত-ক্লান্ত হয়েছি।

বিট।—(স্বগত) আশ্চর্য্য। এ [illegible] [illegible]—ওকে বলেছে "তুমি শ্রান্ত হয়েছ—ক্লান্ত হয়েছ"—কত কি। (প্রকাশ্যে) দেখ বসন্তসেনা, তুমি যা বল্লে, ও যে বেশ্যালয়ের বিরুদ্ধ কথা হল।

ভেবে দেখ, যুবার আশ্রয়-স্থান বেশ্যার আলয়,
গণিকা সে মার্গ-জাতা লতা ইহা জানিবে নিশ্চয়।
ধন-ক্রেয় পণ্যসম দেহ তব করিছ ধারণ,
প্রিয় কি অপ্রিয় দুই সমভাবে করিবে সেবন।

অপিচ:— দীর্ঘিকায় করে স্নান
বিজ্ঞ, দ্বিজ, মূর্খ নরাধম।
বিকসিত লতাপরে
শিখী কাক দুয়েরি আসন॥
ব্রহ্ম, ক্ষত্র, বৈশ্য, শূদ্র
তরীতে না পার হয় কে বা?
বাপী লতা তরী-সম
বেশ্যা তুমি, সবে কর সেবা॥

বস।—গুণই অনুরাগের কারণ, বলপ্রয়োগে অনুরাগ জন্মে না।

শকার।—ও পণ্ডিত, দেখ! এই গর্ভদাসীটা যে অবধি কামদেবের মন্দির-উদ্যানে সেই দরিদ্র চারুদত্তকে দেখেছে, সেই অবধি তার প্রতি অনুরক্ত। চারুদত্তের গৃহও খুব নিকটে। দেখো পণ্ডিত, যেন আমাদের হাত-ছাড়া না হয়।

বিট।—(স্বগত) যে কথা চেপে যাওয়া দরকার, সেই কথাই মূর্খ চেঁচিয়ে বলুচে।—চারুদত্তের গৃহ নিকটে, বসন্তসেনাকে জানিয়ে দিলে। বসন্তসেনা চারুদত্ত মহাশয়ের প্রতি অনুরক্তা, কথাটা ঠিকই বলেছে—রত্ন রত্নের সঙ্গেই মেশে। তা বসন্তসেনা, এই বেলা যাও—তা হলে মূর্খটার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে। (প্রকাশ্যে)—দেখ শকার, নিকটেই সেই বণিকের গৃহ।

শকার।—হাঁ, নিকটেই তার গৃহ।

বস।—(স্বগত) আশ্চর্য্য! সত্যই তো নিকটে তাঁর গৃহ! এই দুষ্ট লোকটা মন্দ করতে গিয়েও আমার উপকার করলে—আমার প্রিয়জনের সঙ্গে মিলন ঘটিয়ে দিলে।

শকার।—দেখ পণ্ডিত, মাষকলাইয়ের অপরাশির মধ্যে যেমন একটা মসীর গুটুলি মিশে য[illegible] ব্যাটা এই অন্ধকারের মধ্যে বস[illegible]—চর্জ্জন।—দুর্ব্বুদ্ধা।

বিট।—কি ঘোর অন্ধকার!

বিশাল নয়ন মোর
সহসা তিমিরে পশি, দৃষ্টি-বিরহিত।
এই অন্ধকার-মাঝে
উন্মীলিত নেত্রদ্বয় যেন নিমীলিত॥

অপিচ—অন্ধকারে অঙ্গ লিপ্ত,
অঞ্জন বরিষে নভস্তল!
অসাধুর সেবা সম
দৃষ্টি মোর এবে গো নিষ্ফল॥

শকার।—দেখ পণ্ডিত, আমি বসন্তসেনাকে একবার খুঁজে দেখি।

বিট।—ওগো শকার!—কোন কিছু চিহ্ন কি লক্ষ্য হচ্চে?

শকার।—কি চিহ্ন পণ্ডিত?

বিট।—এই যেমন ভূষণের শব্দ, অঙ্গের সৌরভ, কি মালার গন্ধ?

শকার।—হাঁ হাঁ—আমি মালার গন্ধ স্পষ্ট শুনতে পাচ্চি—অন্ধকারে আমার নাক একেবারে ভরে গেছে—কিন্তু কৈ, ভূষণের শব্দ তো দেখ্‌তে পাচ্চি না।

বিট।—(জনান্তিকে) দেখ বসন্তসেনা!
প্রদোষ-তিমির-মাঝে তোমারে না দেখা যায়,
জলদ-উদরে লীনা তুমি সৌদামিনী-প্রায়।
তোমারে জানায়ে দেয় মাল্যের সৌরভ তব,
আর তব চরণের মুখর নূপুর-রব।

শুনলে বসন্তসেনা?

বস।—(স্বগত) শুনেছি—বুঝেওছি। (নূপুর মাল্য অপসারিত করিয়া, কিঞ্চিৎ পরিক্রমণ [illegible]ক—হস্তের দ্বারা স্পর্শ করিয়া) ও মা! এই যে, [illegible]ালে হাত বুলিয়ে জানতে পারচি, এইটি খিড়কির [illegible]া—কিন্তু এ যে বন্ধ।

গৃহের অভ্যন্তর

[illegible] শেষ হয়েছে। [illegible] উপহার দিয়ে

চারু।—হায়, কি কষ্ট!

দারিদ্র্যে বান্ধব-জন
দরিদ্রের বাক্য নাহি করে গো গ্রহণ,
সুহৃদ বিমুখ হয়,
বিপদ বিপুল ভাব করয়ে ধারণ,
প্রাণ-বল হয় হ্রাস
চরিত্র-শশাঙ্ক-কান্তি হয় পরিম্লান,
অপরে করে যে পাপ
দরিদ্রের কৃত বলি' হয় অনুমান।

অপিচ:—সংসর্গ করে না কেহ দরিদ্রের সনে,
নাহি করে সম্ভাষণ সাদর বচনে।
ধনীর উৎসব-গৃহে
লোকে সবে দেখে তারে অবজ্ঞার সাথে,
স্বল্প পরিচ্ছদ বলি'
বড় লোক হতে রহে লজ্জায় তফাতে।
তাই বলি নির্ধনতা অতীব জঘন্য,
মহাপাতকের মধ্যে ষষ্ঠ বলি' গণ্য।

অপিচ:—হে দারিদ্র্য! তব তরে
সকাতরে শোক আমি করি গো প্রকাশ;
পরম সুহৃদ্ ভাবি'
এতদিন মোর দেহে করিলে নিবাস,
এই হতভাগ্য দেহ যখন করিব বিসর্জ্জন
—এই চিন্তা হয় মোর—তুমি যাবে
কোথায় তখন?

বিদূ।—(অপ্রতিভ হইয়া) আচ্ছা সখা, যদি আমার যেতেই হয়, তবে রদনিকাও আমার সহায় হয়ে আমার সঙ্গে চলুক।

চারু।—রদনিকে! তুমি মৈত্রেয়ের সঙ্গে যাও।

দাসী।—যে আজ্ঞা।

বিদূ।—দেখ রদনিকে, এই বলি-দ্রব্য ও প্রদীপ তুমি ধর, আমি খিড়কির দরজাটা খুলি।—(তথা করণ)

(গৃহের বাহিরে)

বস।—না জানি কে অনুগ্রহ করে' খিড়কির দরজাটা খুলে দিলে—এইবার তবে প্রবেশ করি। এ কি! একটা প্রদীপ যে। [illegible]

(গৃহের অভ্যন্তরে)

চারু।—মৈত্রেয়! এ কি হল?

বিদূ।—খিড়কির দরজাটা খুলে যাওয়ায় একটা দমকা হাওয়া এসে প্রদীপটা নিবে গেল। তুমি খিড়কির দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাও। আমি ভিতর-বাড়ী থেকে প্রদীপটা জ্বেলে নিয়ে আস্‌চি।

[প্রস্থান।

(গৃহের বাহিরে)

শকার।—দেখ পণ্ডিত, আমি বসন্তসেনাকে একবার খুঁজে দেখি।

বিট।—খোঁজো—খোঁজো।

শকার।—(তথা করণ) পণ্ডিত! আমি ধরেচি—ধরেচি।

বিট।—আরে মূর্খ—এ যে আমি।

শকার।—পণ্ডিত, তুমি তবে একটু এখান থেকে সরে' দাঁড়াও। (অন্বেষণ করিতে করিতে দাসকে ধরিয়া) ও পণ্ডিত! ধরেচি, ধরেচি!

দাস।—মশাই, আমি দাস।

শকার।—এই দিকে যাও পণ্ডিত—দাস এই দিকে যাও—ও পণ্ডিত—ও দাস—ও দাস—ও পণ্ডিত—তোমরা পাশে সরে' যাও। (পুনর্ব্বার অন্বেষণ করিতে করিতে রদনিকার কেশ ধরিয়া) দেখ পণ্ডিত, এইবার বসন্তসেনাকে ধরেছি, ধরেচি।

অন্ধকারে পালাচ্ছিলে
মালার গন্ধে জানান্ দিলে
ধরলু কেশ—যাবে কোথা?
চাণক্য দ্রৌপদী যথা।

বিট।—যৌবনের দর্পভরে কুলপুত্র-জন-পিছে
সদা তুমি করহ গমন,
সুসেব্য সুচারু কেশ কুসুম-ভূষিত তব
কে দেখ গো করে আকর্ষণ।

শকার।—ধরিয়াছি এই দেখ ও-চুলের মুঠি
দেখিব কেমনে এবে পালাও গো ছুটি।
গলা ছাড়ি যত পার চ্যাচাও চ্যাচাও,
বল শিব, শঙ্কর, ঈশ্বর—যা চাও।

রদ।—(সভয়ে) মশায়রা করেন কি?

বিট।—ওগো শকার! এ যে আর একজনের

শকার।—দেখ পণ্ডিত, দই-সরের লোভে বেড়াল যেমন গলার স্বর বদলায়, এ বেটিও তেমনি আপনার গলার স্বর বদ্‌লেছে।

বিট।—কি! স্বর পরিবর্ত্তন করেছে? কি আশ্চর্য্য! কিম্বা এতে বিচিত্রই বা কি!

পশি' রঙ্গভূমে ও যে
নানাবিধ নাট্য-কলা করেছে অভ্যাস।
বঞ্চনা-পণ্ডিত তাই
স্বরের নৈপুণ্য এবে করিছে প্রকাশ॥

(বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূ।—হি! হি! হি! ওহে! পশুবধের স্থানে ছাগলকে নিয়ে এলে যেমন তার প্রাণটা ধড়্‌-ফড়্‌ করতে থাকে, এই প্রদীপটাও সেই রকম সন্ধ্যার বাতাসে ফুর্‌-ফুর্‌ কচ্চে। (অগ্রসর হইয়া রদনিকাকে দেখিয়া) ওগো রদনিকে!

শকার।—ও পণ্ডিত! মানুষ, মানুষ।

বিদূ।—(শকারকে দেখিয়া) ওটা ঠিক নয়—এটা উচিত নয় যে, এখন চারুদত্ত গরিব হয়ে গেছে বলে' একজন পরপুরুষ তার গৃহে এসে ঢুকবে।

রদ।—মৈত্রেয়-মশায়! দেখুন, আমাকে এরা কি অপমানটাই করুচে।

বিদূ।—তোমার অপমান—না, আমাদের অপমান?

রদ।—হাঁ, এতে আপনাদেরই অপমান।

বিদূ।—কি?—বলপ্রয়োগ নাকি?

রদ।—হাঁ, মশায়।

বিদূ।—সত্যি?

রদ।—সত্যি বল্‌চি।

বিদূ।—(সক্রোধে লাঠি উঠাইয়া) তা কিছুতেই হবে না। ওহে দেখ, নিজ গৃহে কুকুরটাও রুখে ওঠে, তা আমি তো ব্রাহ্মণ; তা, এই আমার শুকন বাঁশের বাঁকা লাঠি দিয়ে তোর মাথাটা ভেঙ্গে গুঁড়ো করে' দি আয়।

বিট।—ওগো মহাব্রাহ্মণ, মেরো না, মেরো না, ক্ষান্ত হও।

বিদূ।—(বিটকে দেখিয়া) না, এ কোন অপরাধ করেনি—ঐ লোকটাই অপরাধী। ওরে ব্যাটা [illegible]

এখন দরিদ্র হয়েছেন, তবু কি তাঁর গুণে সমস্ত উজ্জয়িনী অলঙ্কৃত নয়? তবে কি সাহসে তুই তাঁর গৃহে প্রবেশ করে' তাঁর পরিজনের এই রকম অপমান করিস?

দুরবস্থা হলে' কারো নাহি অপমান,
দৈবও না করে তার দণ্ডের বিধান।
চারিত্র্য-বিহীন হয়ে যদি হয় ধনী,
তাহারি প্রকৃতপক্ষে দুরবস্থা গণি।

বিট।—(অপ্রতিভ হইয়া) মহাব্রাহ্মণ, ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন। আর একজনকে মনে করে' ভুলক্রমে আমরা এই কাজটা করেছি—

খুঁজিতেছিলাম মোরা
কামাতুরা নারী একজনা—

বিদূ।—কি! এই স্ত্রীলোকটিকে খুঁজছিলে?

বিট।—না না, ছি ছি—উহারে না
—কোন এক স্বাধীন-যৌবনা।
পলাল কোথায় সে গো
তারি ভ্রমে এই বিড়ম্বনা॥

মশায় আমাদের ক্ষমা করুন—আমাদের সর্ব্বস্ব গ্রহণ করুন। (খড়্গ ফেলিয়া দিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া পদতলে পতন)

বিদূ।—তুমি দেখচি ভাল লোক—ওঠো ওঠো। তোমাকে না জেনে তিরস্কার করেছিলেম। এখন জান্‌তে পেরেছি, আমাকে ক্ষমা করবে।

বিট।—আমিই আপনার নিকট অপরাধী—আমিই আপনার ক্ষমার যোগ্য।—একটা যদি কথা দেন, তা হলে আমি উঠি।

বিদূ। কি কথা, বল।

বিট।—এই বৃত্তান্তটা যদি চারুদত্ত মহাশয়কে না বলেন।

বিদূ।—আচ্ছা, আমি বলব না।

বিট।—প্রণয়-বচন তব
শির-পরে ওহে বিপ্র করিলাম ধৃত,
সশস্ত্র যদিও মোরা
তব গুণ-অস্ত্রে মোরা হইনু বিজিত।

শকার।—(অসূয়া-সহকারে) কেন বল দিকি পণ্ডিত, কৃতাঞ্জলি হয়ে এই দুষ্ট বাওনটার পায়ে পড়ে' আছ?

বিট।—আমি বড় ভীত হয়েছি।

শকার।—কার কাছে ভীত?

বিট।—সেই চারুদত্তের গুণের কাছে।

শকার।—যার ঘরে গিয়ে কেউ এক মুঠো অন্ন পায় না, তার আবার গুণ কিসের?

বিট।—না না—ও কথা বলো না।
আমাবিধ জনে তার
ধনক্ষয় করিল গো প্রণয়ের দানে;
ধন যাচি' তার কাছে
কেহ নাহি ফিরিল গো বিষণ্ণ-পরাণে।
নিদাঘকালেতে ছিল পূর্ণ জলাশয়
—লোকতৃষ্ণা নিবারিয়া এবে শুষ্কপ্রায়।

শকার।—(অসহিষ্ণু হইয়া) সে ব্যাটার-ছেলে কে হে?

পাণ্ডব না শ্বেতকেতু কোন্ মহাবীর?
রাধাপুত্র রাবণ সে—না সে যুধিষ্ঠির?
কুন্তীর গরভে আর রামের ঔরসে
জনমিল কি সে বীর?—অশ্বত্থামা কি সে?
জটায়ু—না, ইন্দ্র-দত্ত—বল দেখি কেটা?
কার গুণ গাইতেছ?—কে হে সেই বেটা?

বিট।—আরে মূর্খ! যাঁর কথা বলচি, তিনি মহাত্মা চারুদত্ত।

দীনজন-কল্পতরু,
নিজ-গুণ-ফল-ভারে অবনত বিনীত-অন্তর;
সাধুর আত্মীয় তিনি,
শিক্ষিত-জন-আদর্শ, সুচরিত-নিকষ প্রস্তর।
শীল-সিন্ধু-বেলা তিনি,
সদাচারী, না করেন কারো অপমান,
পুরুষ গুণের নিধি,
দাক্ষিণ্যেতে বিভূষিত উদার-পরাণ।
গুণাধিক্যে হয়ে শ্লাঘ্য
আছেন এ ধরাধামে তিনি গো জীবিত,
অপরে জীবিত শুধু
নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস মাত্র করি' উচ্ছ্বসিত।

এসো এখন, এখান থেকে যাওয়া যাক্।

শকার।—বসন্তসেনাকে না নিয়ে আমি—

বিট।—বসন্তসেনা পালিয়েছে।

শকার।—পালাল কি করে'?

বিট।— অন্ধজন-দৃষ্টি,
আতুরের পুষ্টি,
মূর্খজন-বুদ্ধি,
অলসের সিদ্ধি,
স্বল্প-স্মৃতি ব্যসনীর বিদ্যার অর্জ্জন,
নিজ-শত্রুজন-পরে প্রণয় যেমন,
তোমাতে তাহাতে দেখি তেমতি মিলন;
তোমা হেরি' তাই সে গো করে পলায়ন।

শকার।—বসন্তসেনাকে না নিয়ে আমি যাব না।

বিট।—এ কথাটি কি তুমি কখন শোনোনি?—
স্তম্ভে বাঁধা যায় হাতী, বল্‌গা-রজ্জু দিয়া হয়
অশ্বের বন্ধন,
হৃদে বাঁধা যায় নারী, তা যদি না পার তবে
করহ গমন।

শকার।—যদি যেতে হয় তুমিই যাও—আমি যাচ্ছিনে।

বিট।—আচ্ছা, আমি তবে চল্লেম।

[প্রস্থান।

শকার।—পণ্ডিতটা যে চলে' গেল।

(বিদূষকের প্রতি)

কাক-পদ-টিকি-ওয়ালা ওরে বিট্‌লে বাওন! একটু বোস্—একটু বোস্।

বিদূষক।—আমাদের তো বসিয়েই দিয়েছে—আর বস্‌ব কি?

শকার।—কে বসিয়ে দিলে?

বিদূষক।—দৈব, আবার কে?

শকার।—তবে ওঠ্।

বিদূ।—উঠ্‌ব এক সময়ে।

শকার।—কখন্?

বিদূ।—যখন দৈব আবার অনুকূল হবেন।

শকার।—তবে এখন বসে' বসে' কাঁদ্।

বিদূ।—কাঁদিয়েই তো রেখেছে—আর কাঁদ্‌ব কি?

শকার।—কাঁদালে কে?

বিদূষক।—দারিদ্র্য—আবার কে?

শকার।—তবে হাস্।

বিদূষক।—হাস্‌ব এক সময়ে।

শকার।—কখন্?

বিদূ।—আবার যখন চারুদত্ত-মহাশয়ের ধন-ঐশ্বর্য্য হবে।

শকার।—ওরে দুষ্ট বটু, আমার নাম করে,' দরিদ্র চারুদত্তকে তবে এই কথা বলিস্:—"নব নাটকের সূত্রধারের মত, স্বর্ণ-কাঞ্চনে ভূষিতা বসন্তসেনা নামে একজন বেশ্যা কামদেবের মন্দির-উদ্যানে তোমাকে দেখে অবধি তোমার প্রতি অনুরক্তা—আমরা তার প্রতি বল প্রয়োগ করায়, তোমার ঘরে সে প্রবেশ করেছে; তা এখন যদি তুমি আপনা হতে—বিচারালয়ের বিনা-নালিশে—তাকে আমার হাতে সমর্পণ কর, তা হলে তোমার সঙ্গে আমার প্রীতি-সদ্ভাব থাক্‌বে—নচেৎ আমরণ তোমার সঙ্গে আমার শত্রুতা হবে। ভেবে দেখ:—

যে কুষ্মাণ্ডের বৃন্ত গোময়ে লেপিত,
শুষ্ক শাক, ভাজা মাংস ঘৃতাদি-শোধিত,
যে ভাত হয়েছে সিদ্ধ হেমন্তের রাতে,
বেলা গতে তবু নাহি পূতি-গন্ধ তাতে"।

এই কথাগুলি আমার হয়ে তুই শীঘ্র তাকে বল্ গে যা।—আমি ততক্ষণ আমাদের নূতন প্রাসাদের ছাদে পায়রার টঙের উপর বসে' থাকি গে সেইখান থেকে তোর কথা আমি শুন্‌তে চাই। আর যদি না বলিস্, তা হলে কপাটের তলে ভাঙ্গা কদ্‌বেলের মত মাথাটা তোর মড় মড় করে' ভাঙ্‌ব।

বিদূ।—আচ্ছা, বলব।

শকার।—(চুপি চুপি) হাঁ রে দাস! পণ্ডিত কি সত্যি চলে' গেছে?

দাস।—হাঁ, গেছে।

শকার।—তবে আয়, আমরাও যাই।

দাস।—প্রভু, এই অসিটা নিন্।

শকার।—ওটা তোর হাতেই থাক্।

দাস।—প্রভু, এই নিন্—আপনার অসি।

শকার।—(উল্টো দিকে ধরিয়া)

নিস্ত্বক্ মূলার বর্ণ
অসিটিরে কাঁধে রাখি',
সাবধানে কোষমধ্যে পুরি'
চলিয়াছি গৃহ পানে
শৃগালের মত,
পিছে গরজিছে কুকুর-কুকুরী।

[পরিক্রমণ করিয়া প্রস্থান।

বিদু।—দেখ রদনিকে! তোমার এই অপমানের কথা চারুদত্তের কাছে বোলো না—একে তো তিনি দারিদ্র্য-কষ্ট ভোগ করচেন, এ কথা শুনলে তাঁর দ্বিগুণ কষ্ট হবে।

রদ।—মৈত্রেয় মশায়, আপনি এ বেশ জান্‌বেন, রদনিকার মুখ আল্‌গা নয়।

বিদু।—তা জানি।

(গৃহের অভ্যন্তর)

চারু।—(বসন্তসেনার প্রতি) রদনিকে! এই সন্ধ্যার বাতাসে রোহসেনের ঠাণ্ডা লাগ্‌বে, ওকে ঘরের ভিতরে নিয়ে এসো—আর এই চাদরটা দিয়ে ঢেকে আনো (চাদর প্রদান)

বস।—(স্বগত) আমাকে ওঁর দাসী বলে' মনে করচেন দেখ্‌চি (চাদর লইয়া আঘ্রাণ ও সস্পৃহভাবে স্বগত) ও মা! চাদরটাতে জাতী-ফুলের গন্ধ যে! তবে দেখছি, এখনও যৌবনের সুখে ওঁর ঔদাস্য হয় নি।

(অন্তরালে গমন)

চারু।—শোনো রদনিকে, রোহসেনকে নিয়ে ভিতরে এসো।

বস।—(স্বগত) উনি জানেন না, এই হতভাগিনীই এখন ভিতরে আছে।

চারু।—কি রদনিকে!—উত্তর নেই?—ওঃ, কি কষ্ট!

দৈব-বশে মানবের
ভাগ্য-ক্ষয় হয় গো যখন,
মিত্র সে অমিত্র হয়,
বিরক্ত সে অনুরক্ত জন।

(বিদূষক ও রদনিকার প্রবেশ)

বিদু।—ওহে! এই যে রদনিকা।

চারু।—

ও যদি গো রদনিকা—ও কে তবে পাশে?
—দূষিতা হয়েছে পর-পুরুষের বাসে?

বস।—(স্বগত)

দূষিতা নহে গো তারে ভূষিতাই জেনো।

চারু।—শারদ জলদে ঢাকা চন্দ্র-লেখা যেন। কিন্তু না, পরস্ত্রী দর্শন করা উচিত নয়।

বিদু।—ওহে, পরস্ত্রী দর্শনের ভয় নাই। ইনি বসন্তসেনা, কামদেবের মন্দির-উদ্যানে তোমাকে দেখে অবধি ইনি তোমার প্রতি অনুরক্তা।

চারু। তাই তো, এ যে বসন্তসেনা! (স্বগত)

প্রচুর ঐশ্বর্য্য মোর যখন নিঃশেষ
তখনি উদয় হৃদে প্রেমের আবেশ।
কাপুরুষ-ক্রোধ যথা গাত্রে হয় লয়,
তেমতি এ তৃষ্ণা মোর ক্রমে হবে ক্ষয়।

বিদু।—দেখ সখা, রাজার শালা তোমাকে এই কথা বল্‌তে বলেছে—

চারু।—কি?

বিদু।—"নব নাটকের সূত্রধারের মত, স্বর্ণ-কাঞ্চনে ভূষিতা, বসন্তসেনা নামে একজন বেশ্যা কামদেবের মন্দির-উদ্যানে তোমাকে দেখে অবধি তোমার প্রতি অনুরক্তা। আমরা তাকে পাবার জন্য বলপ্রয়োগ করায় সে তোমার গৃহে প্রবেশ করেছে"।

বস।—(স্বগত) "তাকে পাবার জন্য বল-প্রয়োগ"?—এই কথাগুলিতে আমি আপনাকে সম্মানিত বলে' মনে করচি।

বিদু।—আরও এই কথা বল্‌তে বলেছে—"এখন যদি বিচারালয়ের বিনা নালিশে, আপনা হইতেই আমার হাতে তাকে সমর্পণ কর, তা হলে তোমার সঙ্গে আমার প্রীতি-সম্ভাব থাক্‌বে—নচেৎ আমরণ তোমার সঙ্গে আমার শত্রুতা হবে।"

চারু।—(অবজ্ঞার সহিত) সে নিতান্ত মূর্খ। (স্বগত) আহা! এই যুবতীটি দেবতার মত উপাস্য। যখন রোহসেনকে গৃহাভ্যন্তরে আন্‌তে বল্লেম, সেই সময়ে—

অনুরুধ্য হইয়াও
গৃহে মোর না করে প্রবেশ,
পাছে এ দুরবস্থায়
পাই আমি আতিথ্যের ক্লেশ।
যদিও এমনি সে গো বলে বহু কথা,
পুরুষ-সমক্ষে নাহি করে প্রগল্‌ভতা।

(প্রকাশ্যে) দেখ বসন্তসেনা, আমি তোমায় না চিনতে পেরে, আমার দাসী ভেবে তোমার প্রতি যে আচরণ করেছি, তার জন্য আমি অপরাধী, এখন নত-মস্তকে তোমায় অনুনয় করছি, আমাকে মার্জ্জনা কর।

বস।—আমার মত অযোগ্য লোক যে আপনার গৃহে প্রবেশ করেছে, এতে আমি অপরাধী। আমিই নত-শিরে প্রণাম করে' আপনার ক্ষমা প্রার্থনা করি।

বিদূ।—ওগো তোমরা দুজনে ক্ষেতের ধানের মত পরস্পরে মাথা নোয়ানুয়ি কর—আমিও উষ্ট্র শিশুর হাঁটুর মত নুয়ে তোমাদের দুজনেরই কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করচি।

চারু।—হয়েছে, আর অনুনয়-বিনয়ে কাজ নেই।

বস।—(স্বগত) এঁর বাক্যালাপ কি পরিপাটী ও মধুর। কিন্তু আজ এখানে এরূপ ভাবে এসে বেশিক্ষণ থাকা উচিত নয়। আচ্ছা, এই রকম তবে বলি। (প্রকাশ্যে) দেখুন, মহাশয়, যদি আমার প্রতি এতই অনুগ্রহ হয়ে থাকে, তা হলে আমি এই অলঙ্কারগুলি আপনার গৃহে রেখে যেতে ইচ্ছা করি, এই অলঙ্কারগুলির জন্যই ঐ দুষ্ট লোকগুল আমার পিছনে পিছনে আস্‌চে।

চারু।—এ গৃহ এখন অলঙ্কার রাখবার উপযুক্ত স্থান নয়।

বস।—ও কথা বলবেন না। লোকে যে জিনিস রাখে, সে মানুষের কাছেই রাখে—ঘরের কাছে নয়।

চারু।—মৈত্রেয়! এই অলঙ্কারগুলি রাখো।

বস।—অনুগৃহীত হলেম। (অলঙ্কার অর্পণ)

বিদূ।—(গ্রহণ করিয়া) তোমার কল্যাণ হোক।

চারু—আরে মূর্খ! এ দান নয়—এ গচ্ছিত বস্তু।

বিদূ।—(চুপি চুপি) আচ্ছা, তা যদি হয়, তবে চোরে নিয়ে যাক্ না।

চারু।—কিছু দিনের জন্য এখানে থাকবে।

বিদূ।—এখন তো উনি আমাদের হাতেই এগুলি দিলেন।

চারু।—আবার ফিরিয়ে দিতে হবে।

বস।—মশায়! আমার ইচ্ছে, ইনি আমার সঙ্গে গিয়ে আমার বাড়ী পর্য্যন্ত পৌঁছে দেন।

চারু।—মৈত্রেয়! ওঁর সঙ্গে যাও।

বিদূ।—তুমিই এই কল-হংস-গামিনীর সঙ্গে রাজহংসের মত যাও না কেন—এ তোমাকেই শোভা পায়। আমি গরীব ব্রাহ্মণ, রাস্তার চৌমাথায় গেলে লোকগুল কুকুরের মত আমাকে খেতে আস্‌বে—আমি তা হ'লে মারা যাব।

চারু।—আচ্ছা, আমি তবে নিজেই ওঁর সঙ্গে যাচ্চি। দেখ, রাজপথে যাবার উপযুক্ত মশালগুল জ্বালাও দিকি।

বিদূ।—ও বর্দ্ধমানক! মশালগুল জ্বালাও তো হে।

দাস।—(জনান্তিকে) আরে, বিনা-তেলে কখন মশাল জ্বালানো যায়?

বিদূ।—(জনান্তিকে) ওহে দেখ, আমাদের এই মশালগুল, অপমানিত দরিদ্র নায়কের বেশ্যার মত এখন তৈল-শূন্য ও স্নেহ-শূন্য!

চারু।—মৈত্রেয়!—মশালে আর কাজ নেই।

উদিছে শশাঙ্ক এবে
—রাজমার্গ-দীপ—সাথে লয়ে গ্রহগণ,
বিরহে বিধুরা অতি
কামিনীর গণ্ড সম পাণ্ডুর বরণ।
তমো-মাঝে এই রশ্মি কিবা শুভ্র-পারা,
শুষ্ক পঙ্কোপরি যেন পড়ে ক্ষীরধারা।

(অনুরাগ-সহকারে) ওগো বসন্তসেনা—এই তোমার গৃহ—এখন প্রবেশ কর।

[বসন্তসেনা অনুরাগ দৃষ্টিভরে অবলোকন করিয়া প্রস্থান।

চারু।—সখা! বসন্তসেনা গেলেন—এখন এসো, আমরাও গৃহে ফিরে যাই।

রাজপথ শূন্য হেরি'
রক্ষিগণ চারি দিকে
ইতস্তত করে বিচরণ,
এড়াইতে হবে এবে
চৌর্য্য প্রতারণা, রাত্রি
বহু দোষ করে গো পোষণ।

(পরিক্রমণ করিয়া) এই স্বর্ণ-অলঙ্কারগুলি আজ রাত্রে তোমার কাছে রেখে দাও, কাল দিনের বেলা বর্দ্ধমানকের হাতে দিও।

বিদূ।—যে আজ্ঞা।

[উভয়ের প্রস্থান।

ইতি অলঙ্কারন্যাস নামক প্রথম অঙ্ক।

দ্বিতীয় অঙ্ক

দৃশ্য—বসন্তসেনার গৃহ

(প্রধানা দাসীর প্রবেশ)

প্র-দাসী।—মা একটা কথা বল্‌তে ঠাকুরণের কাছে আমাকে পাঠিয়েছেন। (পরিক্রমণ ও অবলোকন করিয়া) এই যে ঠাকরণ,—মনে মনে কি ভাবচেন। এইবার তবে এগিয়ে যাই।

মদনিকার সহিত বসন্তসেনা আসীনা।

বস।—ওলো, তার পর, তার পর?

মদ।—ঠাকুরণ, কিছু বলচ কি?—"তার পর তার পর" কেন বল্‌চ?

বস।—কি আমি বলেছি?

মদ। বলছিলে "তার পর—তার পর"।

বস।—(সভ্রাক্ষেপে) হাঁ, তাই বটে।

(প্রধানা দাসী অগ্রসর হইয়া)

প্র-দাসী।—ঠাকরণ, মা আজ্ঞা করলেন—স্নান করে' দেবতাদের যেন পুজো করা হয়।

বস।—ওলো! মাকে বল্, আমি আজ স্নান করব না। আর, আমার হয়ে বাওন-ঠাকুরই যেন আজ পূজা করেন।

প্র-দাসী।—যে আজ্ঞে।

মদ।—ঠাকুরণ, ভালবাসি বলেই একটা কথা জিজ্ঞাসা করচি—তোমার আজ এরূপ ভাব কেন বল দিকি?

বস।—মদনিকা, আমাকে তুই কি রকম দেখচিস্?

মদ।—ঠাকরণকে আজ ভারি আন-মনা দেখচি—যেন ঠাকরণের প্রাণের ভিতর কেউ আছে—আর তাকেই পাবার জন্য প্রাণটা অস্থির হয়েছে।

বস।—তুই ঠিক্ বুঝিচিস্। মদনিকা, তুই পরের হৃদয় বুঝতে খুব পণ্ডিত।

মদ।—এ তো খুব সুখের কথা। তা বল দিকি ঠাকরুণ, কোন্ যুবাপুরুষকে অনুগ্রহ করে' তোমার যৌবন-উৎসবে নিমন্ত্রণ করেছ?—কোন রাজা না রাজবল্লভ, কার সেবা করবে বল দিকি?

বস।—ওলো! আমি ভালবাসতে চাই, সেবা করতে চাই নে।

মদ।—কোনও বিদ্যালঙ্কার ব্রাহ্মণ-যুবাকে কি তোমার মনে ধরেছে?

বস।—ব্রাহ্মণ আমার পূজনীয়।

মদ।—অনেক অনেক নগরে গিয়ে যার ধন-ঐশ্বর্য্য খুব বেড়ে গেছে, এমন কোন বণিক-যুবাকে কি মনে ধরেছে?

বস।—ওলো! খুব ভালবাসা হলেও বণিক-যুবা প্রণয়িনীকে পরিত্যাগ করে' দেশান্তরে চলে' যায় বলে', সময়ে সময়ে ভয়ানক বিচ্ছেদ-কষ্ট ভোগ করতে হয়।

মদ।—ঠাকরণ! রাজা নয়—রাজবল্লভ নয়—ব্রাহ্মণ নয়—বণিকও নয়—তবে না জানি ঠাকরণের কাকে মনে ধরেছে।

বস।—ওলো! তুই আমার সঙ্গে কামদেবের মন্দির-উদ্যানে গিয়েছিলি কি?

মদ।—ঠাকরণ, গিয়েছিলেম বৈ কি।

বস।—তবে যেন কিছুই জানিসনে এইরূপ ভাবে জিজ্ঞেস করচিস্ কেন বল্ দিকি?

মদ।—ও, বুঝেছি। ঠাকরণ যাঁর ঘরে আশ্রয় নিয়েছিলে, তিনি বুঝি?

বস।—তাঁর নাম কি?

মদ।—সেই যিনি বণিক-পটিতে থাকেন।

বস।—ওলো, আমি তাঁর নাম জিজ্ঞাসা করচি।

মদ।—ঠাকরণ, তিনি চারুদত্ত মহাশয়।

বস।—(সহর্ষে) বাঃ! মদনিকা, তুই তো ঠিক্ বুঝিচিস্।

মদ।—কিন্তু ঠাকরণ, শুন্‌তে পাই নাকি তিনি দরিদ্র।

বস।—সেই জন্যই তো আমি তাঁকে চাই। বেশ্যারা দরিদ্র পুরুষে আসক্ত হলে লোকে তাদের ভারি নিন্দা করে, আমি তা জানি।

মদ।—ঠাকরণ, সহকার-বৃক্ষ পুষ্পহীন হলে মধুকরেরা কি আর তার সেবা করে?

বস। সেই জন্য পুরুষদেরই তো মধুকর বলে।

মদ।—ঠাকরণ, তাঁকেই যদি আপনার মনে ধরে' থাকে, তবে এখনি কেন তাঁর সঙ্গে দেখা করুন না।

বস।—ওলো, সহসা দেখা করতে গেলে, প্রত্যুপকার করবার ক্ষমতা নেই বলে' পাছে তিনি না দেখা দেন, তাই আমি দেখা করিনে।

মদ।—সেই জন্ত বুঝি আপনার অলঙ্কারগুলি তাঁর কাছে গচ্ছিৎ রেখেছেন ?

বস।—ওলো, তুই তো ঠিক্ বুঝেছিস।

[প্রস্থান।

—

দৃশ্য—রাজপথের ধারে শূন্য মন্দির

(নেপথ্যে কোলাহল)

নেপথ্যে।—দেখুন কর্ত্তারা, ঐ লোকটা জুয়ো-খেলায় দশ-সুবর্ণ হেরেচে—এখন কিছু না দিয়েই পালিয়ে যাচ্ছে—ওকে ধর্—ধর্—দাঁড়া দাঁড়া—ওরে! দূর থেকে তোকে দেখ্‌তে পাচ্ছি।

(ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া সংবাহকের প্রবেশ)

সং।—ওঃ, কি যন্ত্রণা! জুয়ারীদের শেষে এই অবস্থাই ঘটে!—দড়া-ছেঁড়া গাধার মত আমাকে ধরে' প্রহার কর্‌চে—আর অঙ্গরাজ কর্ণের বল্লমে যেমন ঘটোৎকচ মারা গিয়েছিল, আমাকেও দেখচি তেমনি খুঁচিয়ে মারবে।

আড্ডাধারী লেখা-কার্য্যে ছিলেন মগন
এমন সময়ে আমি করি পলায়ন।
এখন তো পথ-মাঝে পড়েছি আসিয়া,
কোথায় আশ্রয় পাই দেখি গো ভাবিয়া।

একজন জুয়ারী ও আড্ডাধারী দুজনেই আমাকে খুঁজতে বেরিয়েছে—এই সময়ে আমি পিছু হেঁটে এই শূন্য দেব-মন্দিরের মধ্যে ঢুকে মন্দিরের দেবতা হয়ে বসি। (নানাপ্রকার নাট্যভঙ্গী করিয়া সেইরূপে অবস্থান)

(মাথুর নামক জুয়া-আড্ডাধারী ও একজন জুয়ারীর প্রবেশ)

মাথুর।—দেখুন মশায়রা, দশ সুবর্ণ হেরে গিয়ে ঐ জুয়ারীটা পালাচে—পালালো—ধর্ ধর্—দাঁড়া দাঁড়া—আমি তোকে এখান থেকে দেখতে পাচ্চি। পালাবি কোথা ?

জুয়ারী।—পাতালে যদি বা যাস,
ইন্দ্রের আশ্রয় যদি করিস গ্রহণ,
এড়াইয়া আড্ডাধারী
রুদ্রও নারিবে তোরে করিতে রক্ষণ।

মাথুর।— সর্ব্ব-অঙ্গ কম্পমান
হতেছিস পদে পদে স্খলিত-চরণ,
কুলমানে কালি দিয়ে
আড্ডাধারী সুজনেরে করি প্রতারণ
কোথায় বল্ রে তুই পালাবি এখন ?

জুয়ারী।—(পদচিহ্ন দেখিয়া) এই পথ দিয়ে চলে, গেছে—এই পর্য্যন্ত পদচিহ্ন আছে, তার পর মিলিয়ে গেছে।

মাথুর।—(দেখিয়া বিচারপূর্ব্বক) এইখান থেকে উল্টো পায়ের চিহ্ন দেখা যাচ্চে—এই দেব-মন্দির প্রতিমা-শূন্য—ধূর্ত্ত জুয়ারীটা উল্টো দিকে মুখ করে' পিছিয়ে পিছিয়ে দেব-মন্দিরে দেখছি প্রবেশ করেছে।

জুয়ারী।—তা, আসুন, আমরা ওর সন্ধানে যাই।

মাথু।—হাঁ, চল।

(উভয়ে দেবগৃহে প্রবেশপূর্ব্বক নিরীক্ষণ করিয়া পরস্পরের প্রতি সঙ্কেত)

জুয়ারী।—এ কি কাঠের প্রতিমা ?

মাথুর।—না হে না, এটা পাথরের প্রতিমা। (বহু প্রকার নাড়া দিয়া সঙ্কেত করণ)—আচ্ছা ভাল —এসো আমরা এইখানে বোসে জুয়া খেলি। (বহু প্রকারে জুয়া-খেলা আরম্ভ করণ)।

সংবা।—(জুয়া-খেলার ইচ্ছা বহুপ্রকারে সম্বরণ করিয়া স্বগত) ওরে!

"কবৃতা-কবৃতা"-রব জুয়ার খেলায়
নির্ধনের হৃদি-মন হরি' লয়ে যায়,
রাজ্যভ্রষ্ট-নৃপ যথা শুনি ঢক্কা-ধ্বনি
উল্লাসে উৎফুল্ল হয়ে উঠেন অমনি।

জানি আমি, খেলিব না,
জুয়া-খেলা—সুমেরুর চূড়া হতে পতন-সমান,
কোকিল-মধুর তবু
জুয়ার "কবৃতা"-রব—জুয়ারীর হরে মনঃপ্রাণ।

জুয়ারী।—আমার "পাঠে"—আমার "পাঠে।"

মাথু।—না হে না, আমার "পাঠে," আমার "পাঠে।"

সংবা।—(অন্য দিক হইতে সহসা অগ্রসর হইয়া) না না—আমার "পাঠে।"

জুয়ারী।—এই সেই লোকটা হে।—ধর ধর।

মাথুর।—(ধরিয়া) পাজি জুয়া-চোর কোথা-কারে, এইবার ধরা পড়েছিস্।—দে এখন সেই দশ সুবর্ণ।

সং।—আজই আমি দেব।

মাথু।—এখনি দে।

সং।—আমি দেবো বলচি—আমাকে অনুগ্রহ করে' ছেড়ে দিন।

মাথু।—ওরে, এখনি দিতে হবে।

সং।—আমার মাথা ঘুরুচে।

(ভূতলে পতন—উভয়ে বহুবিধ তাড়না)

মাথু।—জুয়ারী-দলের কাছে তুই এখন আবদ্ধ রইলি।

সংবা।—(উঠিয়া সবিষাদে) কি?—এইখানে আমাকে আবদ্ধ থাকতে হবে? ওঃ, কি কষ্ট! এই জুয়া-খেলার নিয়ম অলঙ্ঘনীয়—এখন কোথা থেকে দি।

মাথু।—ওরে একটা বন্দোবস্ত কর্—একটা বন্দোবস্ত কর্।

সংবা।—আচ্ছা, তাই কর্‌চি—অর্দ্ধেক তোমাদের দিচ্চি—আর অর্দ্ধেক আমাকে ছেড়ে দেও।

জুয়ারী।—আচ্ছা, তাই হোক্।

সংবা।—(আড্ডাধারীর নিকটে গিয়া) অর্দ্ধেক দিচ্চি—আর অর্দ্ধেক আমাকে ছেড়ে দেওয়া হোক্।

মাথু।—আপত্তি কি—আচ্ছা, তাই হোক্।

সংবা।—(প্রকাশ্যে) মশায়, অর্দ্ধেক কি ছেড়ে দিলেন?

মাথু।—হাঁ, ছেড়ে দিলেম।

সংবা।—(জুয়ারীর প্রতি) অর্দ্ধেক তুমিও ছেড়ে দিলে?

জুয়ারী।—হাঁ, ছেড়ে দিলাম।

সংবা।—এখন তবে আমি বিদায় হই।

মাথু।—দশ সুবর্ণ দিয়ে যাও—এখনি যাচ্চ কোথায়?

সংবা।—দেখুন কর্ত্তারা, এ কি বিপদ! এইমাত্র অর্দ্ধেকের বন্দোবস্ত করলুম—আর বাকি অর্দ্ধেক ছাড়ান পেলুম—তবু এখনও দেখুন, এই নাচার ব্যক্তির কাছ থেকে আবার দাওয়া কচ্চে।

মাথু।—(ধরিয়া) ধূর্ত্ত কোথাকারে! আমি সব বুঝি—আমার নাম মাথুর—আমার কাছে চালাকি না। জুয়াচোর কোথাকারে—সুবর্ণগুলা এখনি দে।

সংবা।—কোথ্ থেকে দেব?

মাথু।—বাপকে বিক্রী করে' দে।

সংবা।—কোথায় আমার বাপ?

মাথু।—মাকে বিক্রী করে' দে।

সংবা।—কোথায় আমার মা?

মাথু।—আপনাকে বিক্রী করে' দে।

সংবা।—অনুগ্রহ করে' আমাকে রাজমার্গে নিয়ে চলুন।

মাথু।—চল্।

সংবা।—আচ্ছা, তাই যাচ্ছি। (পরিক্রমণ) ও মশায়রা! দশ সুবর্ণ দিয়ে এই আড্ডাধারীর হাত থেকে আমাকে কিনে নিন্। (আকাশে দেখিয়া) কি কাজ করব, তাই জিজ্ঞাসা করচ?—তোমার গৃহের কার্য্যকারক হব। কি? উত্তর না দিয়েই চলে গেল?—আচ্ছা ভাল, এই কথা তবে আর কাউকে বলি।—কি!—এও আমাকে তুচ্ছ-তাচ্ছীল্য করে' চলে' গেল?—হায় হায়! চারুদত্ত মহাশয় নির্দ্ধন হওয়াতেই আমার মত হতভাগ্যের এই দশা হয়েছে।

মাথু।—দে বল্‌চি।

সংবা।—কোথ্ থেকে দেবো? (পতন ও মাথুর ধরিয়া টানাটানি)।

সংবা।—মশায়রা আমাকে রক্ষা করুন—রক্ষা করুন।

(দর্দুরকের প্রবেশ)

দর্দু।—দেখ, জুয়া-খেলাতেই পুরুষের বিনা-সিংহাসনে রাজভোগ হয়।

কাহা-হতে পরাভব দ্যূত নাহি করয়ে গণন,
নিত্য অর্থ-রাশি করে নৃপসম দান ও হরণ.
আয়বান নৃপ-সম ধনশালী জন
মন-সাধে জুয়া-খেলা করে গো সেবন।

অপিচ :— দ্রব্য লব্ধ দ্যূতেতেই.
দারা মিত্র দ্যূতেতেই,
দত্ত, ভুক্ত দ্যূতেতেই,
সর্ব্ব নষ্ট দ্যূতেতেই।

অপিচ :—

পড়িলে "তিয়া"র দান সরবস্ব যায়
"দোয়া" দান পড়িলে গো শরীর শুকায়,
"এক্কায়" খেলার মার্গ করে প্রদর্শন
"চারি" দানে বিনিপাত—করে পলায়ন।

(সম্মুখে অবলোকন করিয়া) এই যে আমাদের পূর্ব্ব-আড্ডাধারী এই দিকে আস্‌চে। কি করি, এখন তো আর পালাবার যো নাই। তবে এইখানে মুড়ি-সুড়ি দিয়ে থাকি। (বহুবিধ নাট্যভঙ্গী-সহকারে অবস্থান এবং নিজ উত্তরীয় নিরীক্ষণ করিয়া)

এই চাদরের, হয়ে গেছে, সূত্র-গুলা পাতলা
এই চাদরের স্থানে স্থানে, ছিদ্র আছে ম্যালা,
এই চাদরে গাত্র মোর ঢাকা নাহি যায়,
এই চাদরটা হয়ে গেছে যেন পিণ্ড-প্রায়।

আমি তো নিরুপায়—এখন করি কি? শেষে দেখ্‌চি—

এক-পা গগনে তুলে এক-পা ভূতলে
যাবৎ ভাস্কর রবে, থাক্‌তে হবে ঝুলে।

মাথুর।—দাও দাও, তোমার সেই টাকাটা দাও।

সংবা।—কোথ্‌ থেকে দেব? (মাথুরের টানাটানি)

দর্দু।—এ কি! সম্মুখে এ কি হচ্চে? (আকাশে) কি বল্লেন? আড্ডাধারী এই জুয়ারীর প্রতি অত্যাচার কর্‌চে?—কেউ ছাড়িয়ে দিচ্চে না?—আচ্ছা, আমি দর্দুর, আমিই ছাড়িয়ে দিচ্চি (সম্মুখে অগ্রসর হইয়া)—সরে' যাও—সরে' যাও,—যাবার পথ দেও। (দেখিয়া) এ কি! সেই ধূর্ত্ত মাথুর যে! আর এই যে সেই বেচারা সংবাহক।

সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত যে গো, নাহি থাকে নত-শিরে
সুলম্বিতভাবে,
লোষ্ট্রের ঘর্ষণে যার পৃষ্ঠদেশ নাহি ছায়
কালশিরা-দাগে,
অহরহ জঙ্ঘা যার
জুয়ারী-কুক্কুর সবে না করে চর্ব্বণ,
কোমলাঙ্গ সে জনের
জুয়ার খেলায় বল কিবা প্রয়োজন?

আচ্ছা, মাথুরকে আমি ঠাণ্ডা কর্‌চি। (নিকটে আসিয়া) মাথুর, নমস্কার!

মাথুর।—নমস্কার!

দর্দু।—ব্যাপারটা কি?

মাথু।—এ লোকটা দশ সুবর্ণ আমার ধারে।

দর্দু।—এ তো সামান্য কথা।

মাথু।—(দর্দুরের বগলে পুঁটুলি-পাকানো চাদর টানিয়া) দেখুন মশায়রা, ছেঁড়া-কুটকুটি চাদর পরে' এ লোকটা বলে কি না, দশ সুবর্ণ সামান্য কথা!

দর্দু।—ওরে মূর্খ! আমি দশ সুবর্ণ "কট্" খেলে দেব। যার ধন আছে, সে কি ধন কোলে করে' নিয়ে বসে' লোকদের দেখায়?

অতি হীন জাতি তুই
অধঃপাতে গিয়াছিস ওরে!
দশ সুবর্ণের লাগি
বধিস্ রে পঞ্চেন্দ্রিয় নরে?

মাথু।—মহাশয়, আপনার পক্ষে দশ সুবর্ণ সামান্য কথা, কিন্তু ঐ আমার ঐশ্বর্য্য।

দর্দু।—আচ্ছা, তবে একটা কথা বলি শোনো, আর দশ সুবর্ণ ওকে দেও; ঐ রেস্ত নিয়ে আর একবার ও খেলুক।

মাথু।—তা হলে কি হবে?

দর্দু।—যদি জেতে, তা হলে দেবে।

মাথু।—যদি না জেতে?

দর্দু।—তা হলে দেবে না।

মাথু।—রেখে দে ওসব বাজে কথা ধূর্ত্ত কোথাকারে! তুমি ওকে দেও না। আমি ধূর্ত্ত মাথুর—জুয়াখেলায় অন্যকে ঠকিয়ে বেড়াই—কাউকে আমি ভয় করিনে! আমার কাছে চালাকি?—ধূর্ত্ত পাজি কোথাকারে!

দর্দু।—ওরে, পাজি কে বল্ দিকি?

মাথু।—তুই পাজি।

দর্দু।—তোর বাপ পাজি। (সংবাহককে পলাইতে ইঙ্গিত করণ)

মাথু।—বেশ্যাপুত্র কোথাকারে! তুইও কি জুয়া খেলিস্ নে?

দর্দু।—হাঁ, আমিও জুয়ো খেলি। খেল্‌ব না কেন?

মাথু।—ওরে সংবাহক, দশ সুবর্ণ এখনি দে!

সংবা।—আজ দেব গো, দেবো।

(মাথুর সংবাহককে ধরিয়া টানাটানি)

দর্দু।—মূর্খ, অসাক্ষাতে যাই করিস না কেন, আমার সামনে ওকে ও রকম ক'রে কষ্ট দিতে পারবি নে।

(মাথুর সংবাহককে টানিয়া নাসিকাগ্রে মুষ্টি প্রহার, সংবাহক রক্তাক্ত ও মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতন— দর্দুরক অগ্রসর হইয়া উভয়ের মধ্যে আগমন— মাথুর ও দর্দুরকের মধ্যে মারামারি)

মাথু।—পাজি বেশ্যা-পুত্র কোথাকারে, এর ফল তুই পাবি।

দর্দু।—ওরে মূর্খ, তুই আমাকে আজ রাজপথে মারলি, আচ্ছা, কাল তুই আমাকে রাজবাড়ীতে গিয়ে মারিস্, তখন মজাটা দেখ্‌তে পাবি।

মাথু।—আচ্ছা, তা দেখা যাবে।

দর্দু।—কি রকম করে' দেখ্‌বি বল্ দেখি।

মাথু।—(চক্ষু প্রসারিত করিয়া) এই রকম করে' দেখব।

(দর্দুর মাথুরের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া সংবাহককে পলাইতে সঙ্কেত করণ। মাথুর চক্ষের যাতনায় ভূতলে পতন— সংবাহকের পলায়ন)

দর্দু।—(স্বগত) প্রধান আড্ডাধারী মাথুরের সঙ্গে আমার বিরোধ হ'ল—এখানে আর থাকা উচিত হয় না। আমার প্রিয় সখা শর্বিলক আমাকে বলেছিলেন, আর্য্যক নামে কোন গোয়ালার ছেলে রাজা হবে বলে' একজন সিদ্ধ পুরুষের আদেশ হয়েছে —তাই আমার মত লোক সবাই এখন তার পিছনে ছুটেচে—তা, আমিও কেন তার ওখানে যাই না।

[প্রস্থান।

দৃশ্য—বসন্তসেনার গৃহ

সংবা।—(সত্রাসে পরিক্রমণ পূর্ব্বক দেখিয়া) না জানি এ কার গৃহ—খিড়কির দ্বার খোলা। তা, এই গৃহেই প্রবেশ করা যাক্। (প্রবেশ করিয়া বসন্তসেনাকে অবলোকন) ঠাকরুণ! আমি আপনার শরণাগত হলেম।

বস।—শরণাগত জনকে অভয় দিচ্চি। ওলো! খিড়কির দরজাটা বন্ধ করে' দে। (দাসীর তথা করণ)

বস।—কার ভয়ে পালিয়ে এসেছ?

সংবা।—পাওনাদারের ভয়ে।

বস।—ওলো! এখন খিড়কির দরজাটা বন্ধ করে' রাখ্।

সংবা।—(স্বগত) আমার মত এঁরও দেখচি পাওনাদারের ভয়। এ কথা যে বলেছে, সে ঠিকই বলেচে :—

আত্মবল জানি', পরে তারি উপযুক্ত ভার
নিজ স্কন্ধে যে করে বহন,
না হয় স্খলন কভু, কান্তার-মাঝেও তার
নাহি হয় অনর্থ-ঘটন।

দৃশ্য—গৃহের বাহিরে রাজপথ

মাথু।—(চোখ্ মুছিয়া জুয়ারীর প্রতি) ওরে দে দে।

জুয়ারী।—কর্ত্তা! আমরা যখন দর্দুরের সঙ্গে ঝগড়া করছিলেম, সেই সময়ে সে পালিয়েছে।

মাথু।—আমার মুষ্টি-প্রহারে সেই জুয়ারীটার নাক ভেঙ্গে রক্ত পড়েছিল—এখন এস, সেই রক্ত-পথ ধরে' ধরে' তার সন্ধান করি। (অনুসরণ)

জুয়ারী।—কর্ত্তা! সে বসন্তসেনার বাড়ীতে ঢুকেচে।

মাথু।—তবে আমার দশ স্বর্ণ গেল দেখ্‌চি।

জুয়া।—আসুন, রাজবাড়ীতে গিয়ে নালিশ করি।

মাথু। তা হলে ধূর্ত্তটা এই দিক থেকে বেরিয়ে অন্য দিক দিয়ে পালিয়ে যাবে; এখন তার পালাবার পথ বন্ধ করে' তাকে ধরতে হবে।

বসন্ত-সেনার গৃহ

(বসন্তসেনা মদনিকাকে সঙ্কেত করণ)

মদ। কোথ্ থেকে আস্‌ছেন মশায়? নিবাস কোথায় মশায়? কি কাজ করেন মশায়?—কার ভয়ে পালিয়ে এসেছেন মশায়?

সংবা।—শোনো ঠাকরুণ, বলি। ঠাকরুণ,

পাটলিপুত্র আমার জন্মভূমি, আমি গৃহস্থ-সন্তান, গা টিপে দেওয়া আমার ব্যবসা।

বস।—আপনি তো বেশ একটি সুকুমার কলা শিক্ষা করেছেন দেখ্‌চি।

সংবা। ঠাকরুণ, প্রথমে সখ্ করে' এই বিদ্যেটি শিক্ষা করি, কিন্তু এখন এটি আমার উপজীবিকা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দাসী।—উত্তরটাতে মনের কষ্ট প্রকাশ পাচ্চে। তার পর—তার পর ?

সংবা।—তার পর ঠাকরুণ, ভিক্ষুকদের মুখে শুনে নূতন দেশ দেখবার কৌতূহল হওয়ায় এখানে আমি এলেম। এখানে এসে উজ্জয়িনী নগরে প্রবেশ করে' এক জন বড় লোকের সেবা-শুশ্রূষায় নিযুক্ত হলেম—তিনি এমন প্রিয়দর্শন ও প্রিয়বাদী যে, কি বল্‌ব—তিনি দান করে' প্রকাশ করেন না, ও অপকারের কথা ভুলে যান। অত কথায় কাজ কি, এমনি তাঁর দয়া-দাক্ষিণ্য যে, পরকে তিনি আপনার মত দেখেন; তা ছাড়া, তিনি শরণাগত-বৎসল।

দাসী।—ঠাকরুণের যিনি মনের মানুষ, তাঁরই গুণ চুরি করে' না জানি কে এখন উজ্জয়িনী-নগর অলঙ্কৃত করচেন ?

বস।—ওলো, তুই ঠিক বলেচিস—আমিও তাই মনে মনে ভাবছিলেম।

দাসী।—তার পর মশায়, তার পর ?

সংবা।—ঠাকরুণ, তিনি করুণার বশবর্ত্তী হয়ে দান করে' করে'...

বস।—তাঁর ধন নিঃশেষ হয়ে গেল ?

সংবা।—না বল্‌তেই আপনি কি করে' জান্‌তে পারলেন ?

বস।—এ আর জান্‌তে কি—ধন-ঐশ্বর্য্য দুর্ল্লভ বস্তু—যে পুষ্করিণীর জল কেউ পান করে না, তাতেই অনেক জল থাকে।

দাসী।—মশায়, তাঁর নামটি কি ?

সংবা।—ঠাকরুণ, সেই ধরণীচন্দ্রের নাম কে না জানে ? তাঁর বণিকপটিতে বাস। তাঁর লোকপূজ্য নাম শ্রীযুক্ত চারুদত্ত।

বস।—(সহর্ষে আসন হইতে নামিয়া) তাঁরই কোন আত্মীয়ের এই গৃহ। ওলো, এঁকে বস্‌তে আসন দে। তাল-পাখা নিয়ে আয়। ওঁর অত্যন্ত পরিশ্রম হয়েছে। (দাসীর তথাকরণ)

সংবা।—(স্বগত) কি আশ্চর্য্য! চারুদত্তের নামকীর্ত্তনেই আমার এত আদর ? সাধু আর্য্য চারুদত্ত সাধু। পৃথিবীতে তুমিই জীবিত—আর সকলে শ্বাসপ্রশ্বাস ত্যাগ করে মাত্র (পদতলে পড়িয়া) থাক্ ঠাকরুণ, থাক্—ঠাকরুণ, আপনি আসনে বসুন।

বস।—(আসনে বসিয়া) মহাশয়, সে পাওনাদার কোথায় ?

সংবা।—সদাচারই সাধুর এক ঐশ্বর্য্য-সম্বল,
ধন-অর্থ কার নাহি হয় চলাচল!
যে লোক পূজিতে নাহি জানে একেবারে
সে কি পারে পূজিতে গো বিশেষ প্রকারে ?

বস।—তার পর—তার পর ?

সংবা।—তার পর তিনি আমাকে তাঁর বেতনভুক্ পরিচারক করলেন, তাঁর যখন সমস্ত ধন নিঃশেষ হয়ে শুধু চারিত্র্য মাত্র অবশিষ্ট রইল, তখন আমি জুয়াখেলার ব্যবসায় ধর্‌লেম। তার পর দুর্ভাগ্যক্রমে সেই জুয়া-খেলায় আজ দশ সুবর্ণ হেরেচি।

(গৃহের বাহিরে)

মাথু। আমাকে উচ্ছন্ন দিলে রে—সমস্ত টাকা আমার ঠকিয়ে নিলে রে!

(গৃহের অভ্যন্তরে)

সংবা।—সম্প্রতি ঠাকরুণ আমায় আশ্রয় দিয়েছেন শুনে, আড্ডাধারী ও জুয়ারী দুজনেই আমার সন্ধানে এসেছে দেখচি।

বস।—দেখ্ মদনিকা! বাসা-গাছ ভেঙ্গে গেলে পাখীরাও ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়ায়। ওলো, তুই যা, "উনি দিলেন" এই কথা বলে' সেই আড্ডাধারী ও জুয়ারীকে এই হাতের গহনাটা দিয়ে আয়।

দাসী।—(গ্রহণ করিয়া) যে আজ্ঞে।

[প্রস্থান।

(গৃহের বাহিরে)

মাথু।—উচ্ছন্ন দিলে রে—সব ঠকিয়ে নিলে রে!

দাসী। এরা দুজনেই ঊর্দ্ধদিকে চেয়ে আছে, দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে দুঃখ করুচে, দরজার দিকে চোখ রেখে আপনাদের মধ্যে কথা কচ্চে—তাই মনে হচ্চে, এরাই সেই আড্ডাধারী ও জুয়ারী। মহাশয় নমস্কার।

মাথু।—সুখী হও।

দাসী।—তোমাদের মধ্যে আড্ডাধারী কে?

মাথু।— কৃশোদরি! যার সনে কহিতেছ কথা এবে
মনোহর-বাক্যে
আমি সেই আড্ডাধারী যার পানে চাহিতেছ
মধুর কটাক্ষে।

আমার এখন অর্থ নেই—অন্যত্রে যাও।

দাসী।—এই রকম যখন তোমার কথার ধরণ—তখন তুমি জুয়ারী নও। এমন কেউ আছে কি—যে তোমার ধারে।

মাথু।—একজন দশ সুবর্ণ ধারে বটে—কি তার?

দাসী।—সেই জন্য, ঠাকরণ—না না, সেই লোকটি—এই হাতের গহনাটা তোমাকে দিলেন।

মাথু।—(সহর্ষে গ্রহণ করিয়া) ওগো! কুলের সেই সুপুত্রটিকে বল গে "এ বেশ ব্যবস্থা হয়েছে! এসো, আবার জুয়ো খেলসে"।

[প্রস্থান।

(গৃহের অভ্যন্তরে)

দাসী।—(বসন্তসেনার নিকট আসিয়া) ঠাকরণ, আড্ডাধারী ও জুয়ারী দুজনেই পরিতুষ্ট হয়ে চলে' গেল।

বস।—তবে এখন আপনি যান—গিয়ে আত্মীয়-স্বজনকে সান্ত্বনা করুন গে।

সংবা।—ঠাকরণ, যাবার আগে একবার এ দাসকে অনুমতি দিন, আমার বিদ্যার দ্বারা একটু সেবা করি।

বস।—মহাশয়, যাঁর দরুণ এই বিদ্যা শিক্ষা করেছিলেন ও পূর্ব্বে যাঁর সেবা করেছিলেন, এই বিদ্যার দ্বারা তাঁরই সেবা-শুশ্রূষা করা উচিত।

সংবা।—(স্বগত) ঠাকরণ বেশ সুকৌশলে আমাকে ত্যাগ করলেন যা হোক্। কিন্তু আমি এখন কি করে' ওঁর প্রত্যুপকার করি? (প্রকাশ্যে) ঠাকরণ! আমি এই জুয়াখেলার অপমানের দরুণ বৌদ্ধ পরিব্রাজক হব বোলে স্থির করেছি। তা, এই কথাগুলি ঠাকরণ মনে রাখ্‌বেন যে, "জুয়ারী সংবাহক বৌদ্ধ-পরিব্রাজক হয়েছে।"

বস।—মহাশয়—কেন এরূপ হতাশ হচ্ছেন?

সংবা।—ঠাকরণ, আমি এ বিষয়ে মন ঠিক্ করে' ফেলেচি।

সবার সমক্ষে আমি
হত-মান হইলাম জুয়া-খেলা হতে
মুণ্ডিত-মস্তকে এবে
ভ্রমণ করিব আমি রাজ-পথে পথে।

(নেপথ্যে কলরব)

সংবা।—(শুনিয়া) ওরে! ব্যাপারটা কি? (আকাশে) কি বল্‌চ?—বসন্তসেনার খুটমোড়ক নামে দুষ্ট হাতীটা ছুটে বেড়াচ্ছে?—কি সর্ব্বনাশ! ঠাকরণের মত্ত হাতীটাকে দেখি গিয়ে—কিন্তু না, ও দেখে আমার কি হবে, আমি যা মনে করেছি, তাই করি।

[প্রস্থান।

(তাড়াতাড়ি সহর্ষে বিকট-উজ্জ্বল বেশে কর্ণপূরকের প্রবেশ)

কর্ণ।—কোথায়, ঠাকরণ কোথায়?

দাসী।—আরে মিনষে, তোর এত ভাবনা কিসের?—সম্মুখে ঠাকরণ বসে' আছেন, তবু দেখ্‌তে পাচ্চিস্ নে?

কর্ণ।—(দেখিয়া) ঠাকরণ, প্রণাম।

বস।—কর্ণপূরক! তোকে যে আজ বেশ প্রফুল্ল দেখ্‌ছি—ব্যাপারটা কি?

কর্ণ।—(সবিস্ময়ে) ঠাকরণ! একটা বড় সুযোগ হারালেন, কর্ণপূরকের আজ বিক্রমটা দেখ্‌তে পেলেন না।

বস।—কর্ণপূরক! কি—কি?—ব্যাপারটা কি?

কর্ণ।—ঠাকরণ, শুনুন তবে। ঠাকরণের সেই খুটমোড়ক নামে দুষ্ট হাতীটা বাঁধনের থাম ভেঙ্গে, সর্দ্দার-মাহুতকে বধ করে' সমস্ত স্থান তোলপাড় করে' রাজপথে বেরিয়ে পড়েছে—আর লোকেরা চীৎকার করে' বল্‌চে:—

সরাও বালকজনে,
বৃক্ষ ও প্রাসাদে শীঘ্র কর আরোহণ,
দেখিছ না দুষ্ট হাতী
এই দিকে মত্তভাবে করে আগমন?

অপিচ :—

বাজিছে নূপুর পায়ে,
ছিঁড়িয়া পড়িছে মণি-খচিত মেখলা,
খসি পড়ে নারীদের
রত্নাঙ্কুর-জালবদ্ধ মনোহর বালা।

তার পর সেই দুষ্ট হাতীটা, পা, শুঁড় ও দাঁত দিয়ে, পদ্মফুলটির মত এমন যে উজ্জয়িনী নগর, তাকে তোলপাড় করে'. শুঁড় দিয়ে জল ছিটিয়ে, একজন পরিব্রাজককে ভিজিয়ে, তাকে দুই দাঁতের মাঝে ফেলে দিলে—ভয়ে তার হাত থেকে দণ্ড-কমণ্ডলু পড়ে' গেল—আর রাস্তার লোকেরা তাই দেখে চীৎকার করে' বল্‌তে লাগ্‌ল—"পরিব্রাজককে মেরে ফেল্লে রে মেরে ফেল্লে" !

বস—(ভয়-ব্যাকুল হইয়া) ওঃ! কি বিপদ—কি বিপদ !

কর্ণ।—ভয় নেই ঠাকরণ, শুনুন। তার পর, পরিব্রাজকের শিকলিগুল জড়িয়ে-মড়িয়ে গেছে, হাতীটা তাকে দাঁতের মধ্যে নিয়ে তুলে ধরেছে—কর্ণপূরক—না না,—আমি আপনার অন্ন-দাস—এই ব্যাপারটা দেখেই, বক্র-গতিতে গিয়ে, "ওরে! এ সেই জুয়ারী" এই কথা চীৎকার করে' বল্‌তে বল্‌তে দোকান থেকে একটা লৌহদণ্ড নিয়ে দুষ্ট হাতীটাকে ডাক্ দিলুম।

বস—তার পর—তার পর ?

কর্ণ।—

বিন্ধ্য-শৈল-শিখরাভ
হাতীটারে দণ্ডাঘাতে করিয়া দমন
দন্ত-মধ্য-অবস্থিত
পরিব্রাজকেরে আমি করিনু মোচন।

বস।—ঠিক কাজ করেছ—তার পর—তার পর ?

কর্ণ।—তার পর ঠাকরণ! "সাবাস্ রে কর্ণপূরক! সাবাস্" এই কথা বল্‌তে বল্‌তে, বিষম-বোঝাই নৌকার মত সমস্ত উজ্জয়িনী নগর যেন এক দিকে ঝুঁকে পড়ল। তার পর ঠাকরণ, একজন শূন্য আভরণের স্থানগুলিতে নিজ অঙ্গে হাত বুলিয়ে, উপর-পানে চোখ্ করে' দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে, এই চাদরটা আমার উপর ছুড়ে ফেলে দিলে।

বস।—কর্ণপূরক! চাদরটাতে জাতী-ফুলের গন্ধ আছে কি না বল্‌তে পার ?

কর্ণ।—ঠাকরণ, মদগন্ধে সে গন্ধ ঠিক বুঝ্‌তে পারচি নে।

বস।—কারও নাম কি দেখ্‌তে পাচ্ছ ?

কর্ণ।—এ নাম ঠাকরণই পড়তে পারেন।

(চাদর প্রদান)

বস।—আর্য্য চারুদত্ত। (পাঠ করিয়া আগ্রহ-সহকারে গ্রহণ করিয়া তদ্দারা গাত্র আচ্ছাদন)।

দাসী।—কর্ণপূরক! এই চাদরটিতে ঠাকরণকে বেশ মানিয়েছে।

কর্ণ।—হাঁ, বেশ মানিয়েছে।

বস।—কর্ণপূরক! এই নেও তোমার পারি-তোষিক। (আভরণ প্রদান)

কর্ণ।—(মস্তকে গ্রহণ ও প্রণাম) ঠাকরণকে এখন চাদরটাতে বেশ মানিয়েছে।

বস।—কর্ণপূরক! এই সময়ে চারুদত্ত মহাশয় কোথায় ?

কর্ণ।—এই পথ দিয়ে বাড়ী যাচ্চেন।

বস।—ওলো! আয়, আমরা উপরের অলিন্দে উঠে দত্ত-মশায়কে দেখি।

[সকলের প্রস্থান।

দ্যূতকর-সংবাহক নামক দ্বিতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় অঙ্ক

দৃশ্য—চারুদত্তের গৃহের অভ্যন্তর

(দাসের প্রবেশ)

দাস।— সুজন প্রভুটি মোর
ধনহীন হইয়াও ধরে কত গুণ।
ধনগর্ব্বী দুর্জ্জন যে
দুঃসেব্য প্রভু সেই,—শেষে নিদারুণ॥

অপিচ :— শস্য লুব্ধ বলীবর্দ্দ না মানে বারণ,
পর-স্ত্রী-আসক্ত জন না মানে বারণ,
দ্যূতাসক্ত নর কভু না মানে বারণ,
স্বাভাবিক দোষ কভু না মানে বারণ।

কতক্ষণ হল চারুদত্ত মহাশয় গীত-বাদ্য শুনতে গেছেন —অর্দ্ধরাত্রি হয়ে গেল, তবু এখনও এলেন না। ততক্ষণ আমি তবে বা'র-দরজার দালানে ঘুমুই গে। (তথা করণ)

দৃশ্য—চারুদত্তের গৃহের বাহির

(চারুদত্ত ও বিদূষকের প্রবেশ)

চারু।—ওহো ওহো! "রেভিল" কি চমৎকার গেয়েছিল! আর, তার বীণাযন্ত্রটি অসমুদ্রোৎপন্ন রত্নবিশেষ।

উৎকণ্ঠিত-জন-সখী,
—বীণা হৃদি-বেদনা জুড়ায়,
বিলম্বিলে প্রণয়িনী
—উৎকৃষ্ট বিনোদ উপায়।
প্রেয়সী-বিরহাতুর
প্রণয়ীর সান্ত্বনা-কারণ,
প্রেমিকের প্রেমানল
বীণা করে আরো উদ্দীপন।

বিদূ।—ওহে! এসো, গৃহে যাওয়া যাক্।

চারু।—আহা!—সঙ্গীত-পণ্ডিত রেভিল কি সুন্দর গেয়েছিল!

বিদূ।—আমার এই দুয়েতেই হাসি পায়,—স্ত্রীলোককে সংস্কৃত পাঠ করতে দেখ্‌লে, আর পুরুষকে মিহি সুরে গাইতে দেখলে। স্ত্রীলোক যখন সংস্কৃত পাঠ করে, নূতন-নাকে-দড়ি-দেওয়া গরুর মত ক্রমাগত "সু সু" শব্দ করতে থাকে; আর পুরুষও যখন মিহি সুরে গান করে, তখন শুক্‌নো-মালা-পরা বৃদ্ধ পুরোহিতের মন্ত্র-জপের মত মনে হয়—আদপে ভাল লাগে না।

চারু।—সখা! সঙ্গীত-পণ্ডিত রেভিল কিন্তু আজ অতি সুন্দর গেয়েছিল—তোমার কি ভাল লাগে নি? তাঁর সঙ্গীত?

মধুর সুরাগ-যুক্ত
পরিস্ফুট, পূর্ব্ব-পর সম,
সুললিত, ভাবান্বিত,
তাঁর গান অতি মনোরম।
বহু প্রশংসায় মোর কিবা প্রয়োজন,
—মনে হয়, নর-বেশে নারী কোন জন।

তা ছাড়া,
থামিয়াছে গীত তাঁর,
তবু যেন যাইতেছি শুনিতে শুনিতে
সেই তাঁর স্বরক্রম,
মৃদু বাক্য, যুক্তস্বর বীণাতন্ত্রীটিতে;
মূর্চ্ছনায় উঠে উচ্চে,
গীতধ্বনি—সমাপনে হয় মৃদুতর,
হেলায় সংযম করি'
পুনর্ব্বার ধরে গান—দ্বিরুক্তি সুন্দর।

বিদূ।—দেখ সখা! বাজারের রাস্তার উপর কুকুরগুলও সুখে ঘুমচ্চে। আর ভগবান্ শশাঙ্ক-দেবও অন্ধকারের আবরণ ফাঁক করে' আকাশের প্রাসাদ থেকে নাম্‌চেন।

চারু।—তুমি ঠিক বলেছ।

সমুন্নত-অগ্রভাগ
ইন্দু ওই, তিমিরকে এবে তিনি দিয়া অবকাশ
হতেছেন অস্তগামী
জলমগ্ন করী যথা দন্ত-অগ্র করে গো প্রকাশ।

বিদূ।—ওহে! এই আমাদের গৃহ! বর্দ্ধমানক! বর্দ্ধমানক! দরজা খোলো।

(গৃহের অভ্যন্তর)

দাস।—মৈত্রেয়-মহাশয়ের গলার আওয়াজ শোনা যাচ্চে—বোধ হয় দত্ত-মশায়ও এসেছেন—এইবার তবে দরজাটা খুলে দি। প্রণাম মৈত্রেয় মশায়। আপনাকেও প্রণাম—এই বড় আসনে আপনারা দুজনেই বসুন।

(উভয়ের প্রবেশ করিয়া উপবেশন)

বিদূ।—বর্দ্ধমানক! রদনিকাকে ডাকো—পা ধুইয়ে দেবে।

চারু।—(অনুকম্পা সহকারে) ঘুমন্ত লোককে জাগিয়ে আর কি হবে?

দাস।—মৈত্রেয় মশায়! আমি জল দিচ্চি—আপনি পা ধুইয়ে দিন।

বিদূ।—(সক্রোধে) দেখ সখা! এই দাসের ব্যাটা দাস জল ধরবে, আর আমি ব্রাহ্মণ, আমাকে কি না পা ধোয়াতে বলে।

চারু।—সখা মৈত্রেয়! তুমি জল ধর, বর্দ্ধমানক পা ধুইয়ে দিক্।

দাস।—মৈত্রেয়-মশায়—জল দিন।

[বিদূষক তথাকরণ—দাস চারুদত্তের পদপ্রক্ষালন করিয়া প্রস্থান।

চারু।—ওরে! ব্রাহ্মণকে পাদোদক দে।

বিদূ।—আমার পাদোদকে কি হবে?—আমি মার্-খাওয়া গাধার মত আবার এখনি মাটিতে লোটাব।

দাস।—মৈত্রেয়-মশায়—আপনি ব্রাহ্মণ—

বিদূ।—সকল সাপের মধ্যে যেমন ঢোঁড়া-সাপ—সকল ব্রাহ্মণের মধ্যে আমি তেমনি ব্রাহ্মণ!

দাস।—মৈত্রেয় মহাশয়, তা হোক্, তবু ধুইয়ে দি আসুন। (তথা করিয়া) দেখুন, সোনার গহনাগুলি দিনের বেলায় আমার—আর রাত্রে আপনার জিম্মে। এই নিন্।

[দিয়া প্রস্থান।

বিদূ।—(লইয়া) এখনও পর্য্যন্ত এগুলি রয়েছে দেখ্‌চি। উজ্জয়িনীতে কি কোন চোর নেই যে, আমার এই নিদ্রা-চোরগুলিকে চুরি করে' নিয়ে যায়। দেখ সখা, অন্তঃপুরে এগুলিকে নিয়ে যাই।

চারু।— কি হবে সেথায় লয়ে—নাহি প্রয়োজন,
বেশ্যা-অঙ্গ-পরিধৃত এগুলি যখন।
যাবৎ না তারে পুন করি সমর্পণ
তাবৎ তুমিই বিপ্র করহ ধারণ।

(নিদ্রিত হইয়া "থামিয়াছে গীত তাঁর" ইত্যাদি নিদ্রা-ঘোরে আবৃত্তি)

বিদূ।—ওহে ঘুমচ্চ?

চারু।—হাঁ।

এবে এই নিদ্রা মোর
ললাট হইতে নামি আশ্রিল নয়ন,
অদৃশ্য জরার মত
নর-বল পরাভবি' হয় গো বর্দ্ধন।

বিদূ।—ঘুমোনো যাক্ তবে। (নিদ্রা)

(শর্বিলকের প্রবেশ)

শর্বি।—যাহাতে সহজে দেহ হয় গো প্রবেশ
হেন সিঁধ-পথ গৃহে করিয়া বিশেষ
শিক্ষা-বলে দেহ-বলে, আমি তার পর
ভূ বিবরে ঘষি' পার্শ্ব, যথা বিষধর
পশিব খোলোস ছাড়ি' ঘরের ভিতর।

(আকাশ অবলোকন করিয়া সহর্ষে) কি?—ভগবান্ শশাঙ্কদেব কি অস্ত যাচ্ছেন?—হাঁ, তাই তো,

রাজপুরুষের ভয়ে, সশঙ্কিত প্রসিদ্ধ যে বীর
পরগৃহ লুটিবারে, সাবধানে চলে অতি ধীর;
তম-আবরিণী নিশি জননীর প্রায়
যতনে আবৃত করি রাখেন তাহায়।

বাগানের জমিতে সিঁধ কেটে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করেছি—এইবার ঘরের দেওয়ালে সিঁধ কাটি।

সুবিশ্বস্ত নিদ্রাকালে যার বৃদ্ধি হয়
সেই চৌর্য্য "নীচ অতি"—সাধুজনে কয়,
"বঞ্চনায় বল তার—চৌর্য্য শৌর্য্য নয়।"
স্বাধীন এ চৌর্য্য ভাল আমি কিন্তু বলি,
করিতে না হয় সেবা হয়ে কৃতাঞ্জলি।
অশ্বত্থামা এই পথ করে প্রদর্শন
নরপতি সৌপ্তিকেরে করিয়া নিধন।

এখন সিঁধটা কোথায় কাটি।

কোথা সেই স্থান যাহা শিথিল সলিল-সেকে
—শব্দ যেথা না পশে শ্রবণে,
প্রশস্ত ভিত্তির সন্ধি যেথাকার, সহজে না
পড়ে কভু লোকের নয়নে।
লোণা-ধরা ইট-ধসা হর্ম্ম্যের সে কোন্ অংশ?
কোথা দেখা না যায় রমণী?
হেন স্থান পাই যদি, কাটিলে গো সিঁধ সেথা
কার্য্যসিদ্ধি হইবে তখনি॥

(দেওয়ালের গায়ে হাত বুলাইয়া) এই যে। ক্রমাগত রৌদ্রে পুড়ে ও জলে ভিজে এই জমিটা খারাপ হয়ে গেছে, লোণা ধরেছে, আর এখানে ইঁদুরেও মাটি তুলেছে। ভালো মোর বাপ, এইবারই কার্য্যসিদ্ধি! কার্ত্তিকের শিষ্য চোরদের কার্য্যসিদ্ধির এই প্রথম লক্ষণ। এখন আরম্ভে কিরূপ সিঁধ কাটা যায়?—কার্ত্তিক ঠাকুর তো সিঁধটা কাটিবার চার রকম উপায় দেখিয়ে দিয়েছেন। যেমন, ঝামা ইট টেনে তোলা, আমা-ইট ছেদন করা, মাটির দেওয়ালে জল ঢালা, কাঠের দেওয়াল কেটে ফেলা ইত্যাদি। এ স্থলে ঝামা ইট—কাজেই টেনে তুল্‌তে হবে। এখন কি রকম আকারের ছিদ্র করা যায়?

ফুল্ল পদ্ম, দিবাকর, কিম্বা বাল-শশি,
বড় পুষ্করিণী কিম্বা, স্বস্তিক-কলসি?
কোন্ স্থানে শিল্প নিজ করি প্রকটিত
—কল্য যাহে পৌরজন হবে গো বিস্মিত?

এই ঝামা ইঁটে কলসির আকারের সিঁধই ঠিক খাটবে। তবে এইরূপ সিঁধই কাটা যাক্।

লোণা-ধরা অসমান
অপর ভিত্তির গায়ে সিঁধ আমি কাটিলে গো রাতে,
দুষিয়াছে মোরে, তবু
বাখানেছে গুণপণা প্রতিবেশী আসিয়া প্রভাতে।
নমো নমো বরপ্রদে, কুমার কার্ত্তিক-পদে
হস্তে যার সোনার বল্লম।
দেবব্রত ব্রহ্মণ্যেরে নম।
প্রণমি ভাস্করানন্দে, যোগাচার্য্যে দাস বন্দে
যার শিষ্য আমি গো প্রথম।

তিনিই পরিতুষ্ট হয়ে এই যোগ-রচনার দ্রব্যগুলি আমাকে দান করেন।

এ দ্রব্য করিলে লাভ রক্ষিগণ দেখিতে না পায়
শস্ত্র আঘাতেও ব্যথা কিছুমাত্র নাহি লাগে গায়।

(তথা করণ) হায় হায়! মাপ্‌বার সুতোটা ভুলে এসেছি—(চিন্তা করিয়া) হাঁ, এই যজ্ঞোপবীত-টাই এখন আমার মাপবার সুতো হবে। যজ্ঞোপবীত ব্রাহ্মণের অনেক কাজে লাগে—বিশেষতঃ আমার মত ব্রাহ্মণের।

এই যজ্ঞ-সূত্র দিয়ে
সিঁধ-পথ-মুখ মাপা যায়
পরিহিত অলঙ্কার
টানি' লই ইহারি কৃপায়,
যন্ত্র-বদ্ধ কপাটের
এরি যোগে করি উদ্ঘাটন,
কাল-সর্পে দংশে যদি
অঙ্গ এতে করি গো বেষ্টন।

এইবার মাপ-জোক্ করে' কর্ম্ম আরম্ভ করি। (তথা করিয়া অবলোকন) এই সিঁধে কেবল একটা ইঁট এখন বাকি আছে।

উঃ! আমাকে সাপে কামড়েছে। (যজ্ঞোপবীতে অঙ্গুলী বন্ধন করিয়া বিষ-রোগের অভিনয়। পরে চিকিৎসা করিয়া) যাক্—ভাল হয়ে গেছে। (পুনর্ব্বার কার্য্যারম্ভ ও অবলোকন)

এ কি! একটা প্রদীপ জ্বলছে নাকি?—হাঁ, তাই তো।

প্রদীপ-শিখাটি ওই সুবর্ণ-বরণ,
সিঁধ-মুখ দিয়া আলো হয় নির্গমন।
চারিধার অন্ধকারে রয়েছে বেষ্টিত,
সুবর্ণের রেখা যেন নিকষে স্থাপিত।

(পুনর্ব্বার কার্য্যারম্ভ) যাক্, সিঁধটা শেষ হয়েছে। এইবার তবে প্রবেশ করি। না, এখনও প্রবেশ ক'রে কাজ নেই—একটা মানুষের প্রতিমূর্ত্তি রেখে দি। (চিন্তা করিয়া) কেউ কি নেই? কার্ত্তিক ঠাকুরকে প্রণাম। (প্রবেশ করিয়া দর্শন) এই যে দুজন লোক ঘুমচ্চে। আচ্ছা, পালাবার জন্য বাহিরের দরজাটা খুলে রাখি। আঃ! পুরোনো বাড়ি ব'লে কপাটটায় ক্যাঁচ-কোঁচ শব্দ হচ্চে, তা দেখি যদি কোথাও একটু জল পাই। জল না জানি কোথায় আছে। (ইতস্ততঃ দৃষ্টি করিয়া জল লইয়া ভয়ে ভয়ে কপাটে জল নিক্ষেপ) না, কাজ নেই—জল ভূমিতে পড়ে' শব্দ হচ্চে। এ পর্য্যন্ত তো এক রকম হল। (পৃষ্ঠে ভর দিয়া কপাট উদ্ঘাটন)—এখন তবে পরোখ করে' দেখি, এরা মিছিমিছি ঘুমচ্চে, না সত্যিই ঘুমচ্চে। (নানাপ্রকার ভয় দেখাইয়া ও পরীক্ষা করিয়া) বোধ হয়, সত্যিই ঘুমচ্চে। তাই বটে

নিশ্বাস নিদ্রার মাঝে পড়িছে সমান
তাই বলি, নাহি কোন আশঙ্কার স্থান।
গাঢ়তর নিমীলিত নয়ন-যুগল,
নহেক কৃত্রিম, নহে তারকা চঞ্চল।
শিথিল দেহের সন্ধি,
শয্যা-সীমা অঙ্গগুলি করে অতিক্রম।
সম্মুখে রয়েছে দীপ
মিথ্যা নিদ্রা হলে হ'ত নেত্রের পীড়ন॥

(চারিদিকে অবলোকন করিয়া) এ কি! মৃদঙ্গ যে, এই দর্দ্দুর, এই ভেরী, এই বীণা, এই সব বাঁশী, এই সব পুস্তক, তবে কি এটা নাট্যাচার্য্যের বাড়ী? আমি কি একটা বড় বাড়ী দেখেই প্রবেশ করেছি? তবে লোকটা কি নিতান্ত দরিদ্র? অথবা রাজার ভয়ে, চোরের ভয়ে টাকা-কড়ি মাটির ভিতর পুঁতে

রেখেছে? আমি শর্ব্বিলক শর্ম্মা, মাটিতে-পোঁতা ধন—সে তো আমারি। বীজ ফেলে দেখি (তথা করণ) কৈ—বীজ পড়ে' তো ফুলে উঠল না। লোকটা নিতান্তই দরিদ্র বটে। তবে আর এখানে কি হবে, যাওয়া যাক্।

বিদূ।—(স্বপ্নে কথা কহন) দেখ সখা! সিঁধ দেখা যাচ্চে, চোর এসেছে, এই স্বর্ণ-অলঙ্কারগুলি তুমি রাখো।

শর্ব্বি।—দরিদ্রের বাড়ীতে প্রবেশ করেছি বলে' আমাকে কি উপহাস করচে?—তবে কি একে যম'-লয়ে পাঠাব? অথবা লঘু প্রকৃতি বলেই এইরূপ স্বপ্ন দেখচে? (দেখিয়া) এই যে। ছেঁড়া-খোঁড়া স্নানের গামছায় বাঁধা সত্যই কতকগুলি অলঙ্কার, প্রদীপের আলোয় ঝকমক্ করচে—আচ্ছা, নেওয়া যাক্। কিন্তু না, আমার মত তুল্যাবস্থার ভদ্র সন্তানকে কষ্ট দেওয়া উচিত নয়—আমি তবে যাই।

বিদূ।—(স্বপ্নে) দেখ সখা! তোমার গো-ব্রাহ্মণের দিব্যি, যদি এই অলঙ্কারগুলি তুমি না নেও।

শর্ব্বি।—গোব্রাহ্মণের দিব্যি লঙ্ঘন করা যায় না—তবে নেওয়া যাক্। কিন্তু প্রদীপটা যে জ্বলচে। আমার কাছে প্রদীপ নেবাবার জন্য এক রকম আগুনের পোকা আছে। এইবার পোকাটাকে ছেড়ে দি। (তথা করণ) পোকাটা প্রদীপের উপর নানাভাবে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চে—এইবার ওর পাখার বাতাসে দীপটা নিবে গেল। কি ঘোর অন্ধকার! কিন্তু আমি এই ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করে' অন্ধকারে ঘুরে বেড়াচ্চি? আমি চতুর্ব্বেদবেত্তা অপ্রতিগ্রাহক ব্রাহ্মণের সন্তান শর্ব্বিলক শর্ম্মা—আমি কি না বেশ্যা মদনিকার জন্য এই অকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েছি? যা হোক্, এখন এই ব্রাহ্মণের অনুরোধটা রক্ষা করি! (হাত বুলাইতে বুলাইতে অগ্রসর)

বিদূ।—(স্বপ্ন) দেখ সখা, তোমার হাতটা বড় ঠাণ্ডা।

শর্ব্বি।—কি বিপদ! জল ঘেঁটে আমার হাতটা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে বটে। আচ্ছা, বগলের মধ্যে হাতটা রাখি। (ডান হাত গরম করিয়া অলঙ্কার গ্রহণ)।

বিদূ।—নিয়েছ?

শর্বি।—ব্রাহ্মণের অনুরোধ অলঙ্ঘনীয়—তাই নিলেম।

বিদূ।—জিনিস বিক্রী হয়ে গেলে বণিক যেমন সুখে ঘুমোয়, আমিও এখন সেই রকম সুখে ঘুমোতে পারব। (নিদ্রা)

শর্বি।—ওহে মহাব্রাহ্মণ—এখন তুমি শত বর্ষ ধরে' ঘুমোও। আমার তাতে কোন আপত্তি নেই। আমার এখন এইমাত্র কষ্ট, সেই বেশ্যা মদনিকার জন্য সমস্ত ব্রাহ্মণ-কুলকে নরকে ডোবালেম—কিম্বা আপনিই নরকে ডুবলেম।

ধিক্ ধিক্ দারিদ্র্যেরে!
পৌরুষের নামমাত্র নাই,
মন্দ বলি নিন্দি যারে
অনায়াসে করি গো তাহাই।

এখন তবে মদনিকার দাসত্বমোচন করতে বসন্ত-সেনার বাড়িতে যাওয়া যাক্। (পরিক্রমণ ও অব-লোকন) এই যে, কার পায়ের শব্দ শোনা যাচ্চে।—প্রহরীদের না তো? আচ্ছা, আমি থামের মত চুপটি করে' এখানে দাঁড়িয়ে থাকি। কিন্তু তাও বলি, প্রহরীরা শর্বিলক-শর্ম্মার কি করতে পারে? যে শর্বিলক শর্ম্মা

নিঃশব্দ পদ-চারে মার্জ্জার যেমতি,
মৃগ-সম পলায়নে অতি দ্রুতগতি।
গ্রহণ-ছেদন-কার্য্যে বাজের মতন,
সুপ্তাসুপ্ত চিনিবারে কুক্কুর যেমন,
আঁকিয়া বাঁকিয়া যেতে ভুজঙ্গের প্রায়,
মায়ার সমান ছদ্মবেশ-রচনায়,
বাণী-সম সুপণ্ডিত নানা ভাষা-জ্ঞানে,
রাত্রে দীপ—অশ্বতর সংকটের স্থানে।
স্থল-পথে অশ্ব যে গো—নৌকা জল-পথে
কি ভয় তাহার বল রক্ষিগণ হতে?

অপিচ:—

গতিতে ভুজঙ্গ সম, স্থিরত্বে পর্ব্বত,
লক্ষ্যের চৌদিকে ফেরে গরুড়ের মত,
শশ-সম চতুর্দ্দিক নেহারে নয়নে,
ধরিতে বৃকের সম, কেশরী বিক্রমে।

(রদনিকার প্রবেশ)

রদ।—কি সর্ব্বনাশ! বা'র দরজার দালানে বর্দ্ধমানক শুয়ে ছিল—তাকেও তো দেখতে পাচ্চিনে। আচ্ছা, মৈত্র-মশায়কে ডাক দি।

(পরিক্রমণ)

শর্ব্বি।—(রদনিকাকে মারিতে ইচ্ছুক হইয়া ও নিরীক্ষণ করিয়া) এ কি! একজন স্ত্রীলোক যে, তবে যাই।

[প্রস্থান।

রদ।—(ভয়ে ভয়ে গিয়া) সর্ব্বনাশ হয়েছে! সর্ব্বনাশ হয়েছে! আমাদের ঘরে সিঁধ কেটে চোর বেরিয়ে যাচ্চে। আচ্ছা, আমি গিয়ে মৈত্রেয়কে জাগিয়ে দি। ও মৈত্রেয়-মশায়! উঠুন উঠুন—আমাদের ঘরে সিঁধ কেটে চোর পালিয়ে গেল।

বিদূ।—(উঠিয়া) আরে বেটি, বলিস্ কি?—সিঁধ কেটে চোর পালিয়ে গেল?

রদ।—হতভাগা! এখন আর ঠাট্টায় কাজ নেই, দেখ্‌চ না কি হয়েছে?

বিদূ।—আরে বেট, বলিস্ কি?—দ্বিতীয় দরজাটা খোলা? চারুদত্ত! সখা! ওঠো ওঠো, আমাদের ঘরে চোর সিঁধ কেটে পালিয়েছে।

চারু।—তা হোক—তোমার আর পরিহাস করতে হবে না।

বিদূ।—ওহে, পরিহাস না—তুমি বরং নিজে এসে দেখ।

চারু।—কোন্‌খানে?

বিদূ।—এইখানে।

চারু।—(দেখিয়া)

হইয়াছে ঊর্দ্ধ হতে
সিঁধ-মাঝে ইষ্টক-পতন,
সংকীর্ণ উপরিভাগ,
মধ্যদেশ বিপুলায়তন।
অযোগ্য জনেরা যেথা
প্রবেশিতে মনে পায় ভয়
কাটিয়া গিয়াছে সেই
সুবৃহৎ হর্ম্ম্যের হৃদয়।

এই কাজে কি চমৎকার দক্ষতা প্রকাশ পাচ্চে।

বিদূ।—দেখ বয়স্য! দুজনের মধ্যে একজন নিশ্চয়ই এই সিঁধটা দিয়েছে—হয় কোন আগন্তুক, নয় কোন শিক্ষার্থী—নৈলে এই উজ্জয়িনীনগরে আমাদের আর্থিক অবস্থা কে না জানে?

চারু।—হয় কোন বৈদেশিক
অজ্ঞানে করেছে এই কাজ,
অথবা অভ্যস্ত চোর
সিঁধ কাটিয়াছে গৃহমাঝ।
বিশ্বস্ত-নিদ্রায় মগ্ন
নির্ধন এ জনে সে তো জানিত না আগে,
শুধু বড় গৃহ দেখি'
প্রথমে ইহার মনে মহা আশা জাগে;
সিঁধ কাটি' শ্রান্ত হয়ে
নিরাশ হইয়া শেষে হেথা হতে ভাগে।

এর পর, চোর বেচারা নিজের বন্ধু-বান্ধবদের কাছে গিয়ে না জানি কি বল্‌বে। বল্‌বে—"বণিকের বাড়ি প্রবেশ করে' কিছুই পেলেম না।"

বিদূ।—ওহে! তোমার চোর-ব্যাটার উপর দয়া হয়েছে নাকি? সে নিশ্চয় ভেবেছিল, এটা মস্ত বাড়া—এখান থেকে স্বর্ণ-অলঙ্কার—রত্ন-অলঙ্কার সমস্ত 'বার করে' নিয়ে যাবে। ভাল কথা, সেই স্বর্ণ-অলঙ্কারগুলি কোথায়? দেখ সখা, তুমি সব সময়েই বলে' থাকো, "মৈত্রেয়টা মূর্খ—মৈত্রেয়টা নির্ব্বোধ"—কিন্তু আমি সেই অলঙ্কারের পুঁটুলিটা তোমার হাতে দিয়ে ঠিক কাজ করেছি কিনা বল—নৈলে চোর-ব্যাটা নিশ্চয়ই চুরি করে' নিয়ে যেতো।

চারু।—আর পরিহাস কর্‌তে হবে না।

বিদূ।—ওহে, আমি মূর্খ বলে' কি পরিহাসেরও দেশ-কাল বুঝি নে?

চারু।—বাঃ! আমার হাতে তুমি কখন্ দিলে?

বিদূ।—দেখ, আমি যখন তোমায় বল্লুম, "তোমার হাত ঠাণ্ডা" সেই সময়ে।

চারু।—না, এ কথা কখনও হয় নি। (চারিদিকে দেখিয়া সহর্ষে) সখা, একটা সুসংবাদ দি।

বিদূ।—কি! চুরি হয় নি?

চারু।—হাঁ, চুরি হয়েছে।

বিদূ।—তবুও সুসংবাদ?

চারু।—চোরের কার্য্যসিদ্ধি হয়েছে, তাই বল্‌চি।

বিদূ।—সে যে গচ্ছিত বস্তু।

চারু।—কি?—সেই গচ্ছিত বস্তু? (মূর্চ্ছিত)

বিদূ।—সখা, শান্ত হও। যদি গচ্ছিত দ্রব্য চোরেই নিয়ে থাকে, তবে তুমি মূর্চ্ছা যাও কেন?

চারু।—(সংজ্ঞা লাভ করিয়া) সখা!
বিশ্বাস কে করিবে গো প্রকৃত কথায়?
সংশয় সকল জনে করিবে আমায়।

এ সংসারে দরিদ্রতা প্রতাপ-রহিত
তাই তো থাকিতে হয় সদা সশঙ্কিত।

হায় হায়! কি কষ্ট!

প্রবৃত্তি দিলেন বিধি
চোরেরে হরিতে মোর ধন,
নৃশংস আরো কি চান্
দূষিতে এ চারিত্র্য-রতন?

বিদূ।—আমি একেবারে অস্বীকার করব। কে নিয়েছে?—কে নিয়েছে?—কেই বা সাক্ষী?

চারু।—আমি কি মিথ্যা কথা বল্‌ব?

ভিক্ষায় অর্জ্জিয়া অর্থ,
ন্যস্ত বস্তু উদ্ধারের করিব যতন,
তবু না কহিব মিথ্যা,
—চারিত্র্য-নাশের উহা প্রধান কারণ।

রদ।—এখন তবে ধূতা-ঠাকরণকে এই খবরটা দিয়ে আসি।

[প্রস্থান।

(দাসীর সহিত চারুদত্তের স্ত্রী ধূতা-দেবীর প্রবেশ)

স্ত্রী।—(ব্যস্তসমস্ত হইয়া) ওলো! সত্যি কথা বল্, ওঁদের শরীরে তো কোন আঘাত লাগে নি?

দাসী।—ঠাকরণ! ওঁদের কিছু হয় নি বটে, কিন্তু সেই বেশ্যার যে অলঙ্কার ছিল, সেইগুলি চুরি গেছে।

স্ত্রী।—(মূর্চ্ছিতা)

দাসী।—ঠাকরণ, শান্ত হোন্।

স্ত্রী।—(সংজ্ঞা লাভ করিয়া) ওলো! তুই বল্‌চিস্, ওঁর শরীরে আঘাত লাগে নি, কিন্তু চরিত্রে আঘাত লাগা অপেক্ষা শরীরে আঘাত লাগাও যে ভাল ছিল। এখন উজ্জয়িনীর লোকেরা এই কথা বল্‌বে, দরিদ্রতার দরুণ উনিই এই কাজ করেছেন। হা পোড়া বিধি! পুরুষ-ভাগ্যকে পদ্মপত্রের জলের মত চঞ্চল করে' কি তুমি কৌতুক দেখ্‌চ? মাতৃগৃহ হতে এই মালাটি পেয়েছিলেম—এইটিই যা আমার এখন আছে। কিন্তু আমার স্বামী যেরূপ প্রকৃতির লোক—তিনি আমার কাছ থেকে এটি কখনই গ্রহণ করবেন না। দেখ, মৈত্রেয়-মশায়কে ডেকে নিয়ে আয়।

দাসী।—যে আজ্ঞে ঠাকরণ। (বিদূষকের নিকট গিয়া) মৈত্রেয় মশায়! ধূতা দেবী তোমাকে ডাক্‌চেন।

বিদূ।—কোথায় তিনি?

দাসী।—এইখানে আছেন—এগিয়ে আসুন।

বিদূ।—(অগ্রসর হইয়া) কল্যাণ হোক্।

স্ত্রী।—প্রণাম। পূর্ব্বমুখ হয়ে বসুন।

বিদূ।—এই পূর্ব্বমুখ হয়ে বসেছি।

স্ত্রী।—এইটে আপনি নিন্।

বিদূ।—এটি কি?

স্ত্রী।—আমি রত্ন-ষষ্ঠীব্রত নিয়েছিলেম—তাতে যার যেমন শক্তি ব্রাহ্মণকে রত্নদান করতে হয়—আমি একজন ব্রাহ্মণকে দিতে গিয়েছিলেম—তিনি দান গ্রহণ কর্‌লেন না—তাঁর হয়ে এই রত্নমালাটি আপনি গ্রহণ করুন।

বিদূ।—(গ্রহণ করিয়া) কল্যাণ হোক্! যাই, প্রিয়সখাকে এই সংবাদটা দিই গে।

স্ত্রী।—মৈত্রেয় মশায়! আমাকে লজ্জা দেবেন না।

[প্রস্থান।

বিদূ।—(সবিস্ময়ে) ওঃ! কি মহানুভাবতা!

চারু।—মৈত্রেয়ের আস্‌তে এত বিলম্ব হচ্চে কেন?—মনঃকষ্টে একটা অকার্য্য না করে' বসে। মৈত্রেয়! মৈত্রেয়!

বিদূ।—(নিকটে আসিয়া) এই এসেছি। এইটি গ্রহণ কর। (রত্ন-মালা প্রদর্শন)

চারু।—এটি কি?

বিদূ।—তুমি যে তোমার নিজের মত একটি স্ত্রী সংগ্রহ করেছ, তারই এই ফল।

চারু।—কি?—আমার উপর ব্রাহ্মণীর দয়া হয়েছে? হায়! আমি এখন দরিদ্র।

নিজ ভাগ্যদোষে আমি
হারায়েছি দেখ সখা সরবস্ব ধন,
স্ত্রীধন আমি কি এবে
অনুগ্রহ মনে করি' করিব গ্রহণ?
নর অর্থাভাবে নারী,
নারী সে পুরুষ হয় অর্থেরি কারণ॥

কিন্তু না—আমি দরিদ্র নই। কেন না—
অনুগতা ভার্য্যা মোর বিভবে অভাবে
সুখে দুখে সখা তুমি গাঢ় অনুরাগে।

সত্য যা দুর্লভ অতি ধনহীন জনে
হইনি তা হতে ভ্রষ্ট জানি আমি মনে।

মৈত্রেয়! এই রত্নমালা নিয়ে বসন্তসেনার কাছে যাও, আমার নাম করে' তাঁকে বল গে, "তোমার সেই স্বর্ণ-অলঙ্কারগুলি আমার নিজের মনে করে' আমি দ্যূত-ক্রীড়ায় হারিয়েছি—তার পরিবর্ত্তে এই রত্নমালাটি দিচ্চি, গ্রহণ কর।"

বিদূ।—সেই অল্প-মূল্য তুচ্ছ অলঙ্কারের পরিবর্ত্তে চতুঃসাগরের সার-ভূত এই রত্নমালাটি দেওয়া কোন-মতেই উচিত নয়।

চারু।—সখা—না না, ও কথা বোলো না।

যে মহা বিশ্বাস-ভরে
রেখেছিল মোর কাছে স্বর্ণ অলঙ্কার,
এই মহামূল্য দিয়ে
শুধিতেছি আমি সেই বিশ্বাসের ধার।

অতএব সখা! আমার গা ছুঁয়ে শপথ কর, তাঁকে গ্রহণ না করিয়ে তুমি এখানে আস্‌বে না। বর্দ্ধমানক!

এই সব ইঁট দিয়া
বন্ধ কর এই সন্ধিস্থান।
রক্ষিব সন্ধিটি আমি
নিন্দা হতে পাইবারে ত্রাণ॥

সখা মৈত্রেয়! তুমি কার্পণ্যের কথা ছেড়ে দিয়ে উদারতার কথাই আমার কাছে বল।

বিদূ।—দেখ, দরিদ্র কি উদারতার কথা বল্‌তে পারে?

চারু।—সখা, আমি দরিদ্র নই। ("অনুগতা ভার্য্যা" ইত্যাদি পুনর্ব্বার পাঠ) তুমি তবে যাও—আমিও কৃতশৌচ হয়ে সন্ধ্যা উপাসনা করি গে।

সন্ধিচ্ছেদ নামক তৃতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।

চতুর্থ অঙ্ক

দৃশ্য—বসন্তসেনার গৃহ

বসন্তসেনা ও মদনিকা আসীনা।

(প্রধানা দাসীর প্রবেশ)

দাসী।—মা আমাকে ঠাকরণের কাছে যেতে বলেছেন। এই যে ঠাকরণ চিত্র-ফলকের উপর চোখ রেখে মদনিকার সঙ্গে কি কার্ত্তাবার্ত্তা কচ্চেন—এইবার তবে এগিয়ে যাই।

বস।—ওলো মদনিকে! দত্ত-মশায়ের চিত্রটা কি তাঁর মত ঠিক্ হয়েছে?

মদ।—ঠিক্ হয়েছে।

বস।—কি করে' জান্‌লি ঠিক্ হয়েছে?

মদ।—ঠাকরণ যখন ভালবাসার চোখে একদৃষ্টে দেখ্‌চেন, তখন অবিশ্যি ঠিক্ হয়েছে।

বস।—বেশ্যালয়ের ভালবাসার কথা কি বল্‌চিস্?

মদ।—যারা বেশ্যালয়ে বাস করে, তাদের সব সময়েই কি কপট ভালবাসা?

বস।—দ্যাখ্, বেশ্যারা নানা পুরুষের সংসর্গ করে, কাজেই তাদের কপট ভালবাসা দেখাতে হয়।

মদ।—কি বল ঠাকরণ, যখন আপনার চোখ ও প্রাণ দুই-ই চিত্রটির উপর পড়ে' আছে, তখন কি আর তার কারণ জিজ্ঞাসা করতে হয়?

বস।—দ্যাখ্, সখীরা এই জন্য আমাকে বোধ হয় উপহাস করে।

মদ।—না ঠাকরণ, তা নয়—রমণীরা সখীদের ভালবাসা, ভালবাসার চোখেই দেখে থাকে।

প্রধানা দাসী।—মাঠাকরণ আজ্ঞা কর্‌চেন, "খিড়কির দরজায় গাড়ি তৈরি আছে, আপনি ঘোমটা দিয়ে সেইখানে যান্।"

বস।—চারুদত্ত-মশায় কি আমাকে নিয়ে যাবেন?

প্র-দাসী।—ঠাকরণ! সেই গাড়ীতে দশ সহস্র সুবর্ণ-মূল্যের অলঙ্কারও পাঠিয়েছেন।

বস।—কে পাঠিয়েছে?

প্র-দাসী।—রাজার শালা সংস্থানক।

বস।—(সক্রোধে) দূর হ! আমাকে আর ও কথা বলিস্‌নে।

প্র-দাসী।—ঠাকরণ, রাগ কর্‌বেন না, মা আমাকে দিয়ে এই কথা বলে' পাঠিয়েছেন।

বস।—এই কথা তিনি বলে' পাঠিয়েছেন বলেই আমি রাগ কর্‌চি।

প্র-দাসী।—মাঠাকরণকে তবে কি বলব বলুন।

বস।—এই কথা বলিস্ "আমি বেঁচে থাকি, এই যদি তাঁর মনোগত ইচ্ছে হয়, তা হলে মা যেন আর এরূপ কথা আমাকে বলে' না পাঠান।"

প্র-দাসী।—তা, আপনার যা ইচ্ছে।

[প্রস্থান।

(শর্ব্বিলকের প্রবেশ)

শর্ব্বি।—নিশিরে করিয়া আমি
সকলের নিন্দার ভাজন,
নিদ্রারে করিয়া জয়
এড়াইয়া নৃপ-রক্ষিজন
হইয়াছি সূর্য্যোদয়ে
ম্লান-রশ্মি শশাঙ্ক যেমন।
অপিচ :—সচকিত শশব্যস্ত
আমি যবে করি গো গমন,
যদি কেহ দ্রুতগতি
আসি' মোরে করে নিরীক্ষণ,
দাঁড়ায়ে থাকিলে কিম্বা
দ্রুত যদি কাছে আসে কেহ,
দোষী অন্তরাত্মা মোর
সবারেই করে গো সন্দেহ;
—নিজ দোষে সদা নর
সশঙ্কিত বিকম্পিত-দেহ।

আমি শুধু মদনিকার জন্যই এই দুঃসাহসিক কাজ করেছি।

কোথাও বা পত্নীসনে
করে পতি কথোপকথন,
তাহারে করিয়া ত্যাগ
অন্য স্থানে করেছি গমন।
কোথাও বা দেখি গৃহে
নর নাই নারীই কেবল,
শাস্ত্র-মতে তখনি গো
করিয়াছি ত্যাগ সেই স্থল।

নিকটে আসিলে রাজ-প্রহরীর দল
গৃহ দারু সম আমি হয়েছি অচল।
এইরূপ উপায় করিয়া শত শত
রজনীরে দিবসে করিনু পরিণত।

(পরিক্রমণ)

বস।—স্থাখ, এই চিত্র-ফলকটি আমার শোবার ঘরে রেখে শীঘ্র একটা তালপাতার পাখা নিয়ে আয়।

মদ।—যে আজ্ঞা ঠাকরণ।

(গৃহের বাহিরে)

শর্ব্বি।—এইটি তো বসন্তসেনার বাড়ী, এইবার প্রবেশ করা যাক্।

(গৃহের অভ্যন্তর)

(প্রবেশ করিয়া) মদনিকাকে না জানি কোথায় দেখ্‌তে পাওয়া যাবে।

(তালবৃন্ত হস্তে মদনিকার প্রবেশ)

(দেখিয়া) এই যে মদনিকা। আহা! আহা!

রূপে মদনের চিত্ত করিয়া বিজয়
বিমোহিনী মূর্ত্তিমতী রতি শোভে যেন!
অনঙ্গে তাপিত ছিল এ মোর হৃদয়,
হইল এখন যেন শীতল চন্দন।

মদনিকে!—

মদ।—(দেখিয়া) ও মা! এ কি! শর্ব্বিলক যে! এসো এসো—কোথায় তুমি?

শর্ব্বি।—একটা কথা বলুব। (পরস্পরকে অনুরাগের সহিত দর্শন)

বস।—(স্বগত) মদনিকার দেরি হচ্চে—কোথায় না জানি সে—এই যে, একজন কোন্ পুরুষের সঙ্গে কথা কচ্চে। অত্যন্ত অনুরাগের সহিত একদৃষ্টে দেখ্‌ছে—যেন কি অমৃত একেবারে শুষে পান কর্‌ছে। তাই মনে হচ্চে, ঐ লোকটা এর দাসত্ব মোচন করতে ইচ্ছুক। আচ্ছা, ওগো! ভালবাসো—ভালবাসো—প্রাণ ঢেলে ভালবাসো। কারও প্রেমে আমি ব্যাঘাত করতে চাই নে—না—ওকে আর আমি ডাক্‌ব না।

মদ।—শর্ব্বিলক—বল, কি কথা আছে?

শর্ব্বি।—(সভয়ে চারিদিক অবলোকন)

মদ।—শর্ব্বিলক! ব্যাপারটা কি?—তোমাকে সশঙ্কিত দেখ্‌ছি যে?

শর্ব্বি।—তোমাকে একটা গোপনীয় কথা বলুব—এ স্থানটা নির্জ্জন তো?

মদ।—না, এখানে কেউ নেই।

বস।—(আড়াল হইতে) কি! গোপনীয় কথা?—তবে শুনুব না।

শর্ব্বি।—মদনিকে! উপযুক্ত মূল্য দিলে বসন্তসেনা কি তোমাকে দাসত্ব হতে মুক্তি দেবেন মনে হয়?

বস।—আমার সম্বন্ধে কি একটা কথা বলুচে না?—তবে আমি এই গবাক্ষের আড়াল থেকে শুনি।

মদ।—শর্ব্বিলক!—আমি ঠাকরণকে এই বিষয়

জানিয়েছিলেম। তিনি বল্লেন, "আমার যদি ইচ্ছে হয়, তা হলে বিনা মূল্যেই সকল দাসীর দাসত্ব মোচন করব," ভাল, শর্ব্বিলক! তোমার এমন বিষয়-বিভব কি আছে যে, মূল্য দিয়ে আমাকে কিনে নিয়ে যাবে?

শর্বি।—অভিভূত হয়ে আমি দারিদ্র্য-দশায়
কেবল তোমারি ভালবাসার লাগিয়া
—শোনো গো প্রেয়সি আমি আজিকে নিশায়—
বলপূর্ব্ব কোন কাজ এসেছি করিয়া।

বস।—এর মুখে তো বেশ প্রসন্ন ভাব—ওরূপ দুঃসাহসের কাজ যে করে, তার মুখে তো উদ্বেগের ভাব দেখা যায়।

মদ।—শর্ব্বিলক! একজন তুচ্ছ স্ত্রীলোকের জন্য উভয়কেই মজালে?

শর্ব্বি।—কাকে কাকে?

মদ।—কেন, শরীরকে আর চরিত্রকে।

শর্ব্বি।—আরে নির্ব্বোধ! সাহসেই লক্ষ্মীর বাস।

মদ।—শর্ব্বিলক! তোমার চরিত্র অতি বিশুদ্ধ —তবে আমার জন্য এই অকার্য্য করে' তুমি কি অত্যন্ত বিরুদ্ধ আচরণ করনি?

শর্ব্বি।—

ভূষণে ভূষিতা যে গো
বিকসিতা লতার মতন,
তাহার ভূষণ আমি
কভু নাহি করি গো হরণ।
না করি হরণ আমি
ব্রাহ্মণের ধন কি কাঞ্চন॥
ধাত্রী-কোলে যে বালক,
তারো নাহি হরি এক রতি,
চৌর্য্যেতেও নিত্য মোর
কার্য্যাকার্য্য-বিচারিণী মতি।

এখন তবে বসন্তসেনাকে দাসত্ব-মোচনের বিষয় আর একবার জানাও। আর দেখ—

গোপনীয় অলঙ্কার,
ঠিক তব দেহের প্রমাণ
ধারণ কর গো অঙ্গে,
জেনো ইহা প্রণয়ের দান।

মদ।—শর্বিলক!—গোপনীয় অলঙ্কার?—এই কথা দুটির মধ্যে তো কোন মিল নেই। আচ্ছা, অলঙ্কারগুলি আনো দিকি দেখি।

শর্বি।—এই অলঙ্কারগুলি! (ভয়ে ভয়ে সমর্পণ)

মদ।—(নিরীক্ষণ করিয়া) মনে হচ্ছে যেন অলঙ্কারগুলি পূর্ব্বে কোথাও দেখেচি—বল দিকি কোথ্‌ থেকে পেলে?

শর্বি।—মদনিকে! তা জেনে কি হবে?—এই নেও।

মদ।—(সরোষে) যদি আমাকে বিশ্বাসই না হয়, তবে কেন আমাকে মূল্য দিয়ে কিনতে যাচ্চ?

শর্বি।—দ্যাখ, বণিক-পটিতে আজ প্রভাতে শুনলেম, এগুলি বণিক চারুদত্তের। (বসন্তসেনা ও মদনিকা উভয়ে মূর্চ্ছিতা)

শর্বি।—

মদনিকে! শান্ত হও, কেন গো এখন
বিষাদে অবশ-অঙ্গ বিভ্রান্ত-নয়ন?
দাসত্ব ঘুচাতে ব্যগ্র আমি মূল্য-দানে,
কোথা হবে অনুকম্পা, না—কম্প সে স্থানে?

মদ।—(সচেতন হইয়া) দুঃসাহসিক! আমার জন্য অকার্য্য করে' কাউকে হত কিম্বা নিহত করে' এসনি তো?

শর্বি।—মদনিকে! যে ভীত কিম্বা নিদ্রিত, তাকে শর্বিলক কখন প্রহার করে না। না, কেউ হতও হয়নি—নিহতও হয়নি।

মদ।—সত্য বল্‌চ?

শর্বি।—সত্য বল্‌চি।

বস।—(সংজ্ঞা লাভ করিয়া) ও মা! আবার বেঁচে উঠলেম যে।

মদ।—মা! বাঁচলেম।

শর্বি।—(ঈর্ষা-সহকারে) মদনিকে! ওরূপ কথা কেন বল্‌চ বল দিকি?

যদিও সু-কুল হতে
লভিয়াছি আমি গো জনম,
তব প্রেমে বদ্ধ হয়ে
এ অকার্য্য করেছি সাধন।

হারায়ে মদন-দায়ে সব সদাচার
তবুও করি গো রক্ষা মর্য্যাদা সবার।
কিন্তু দেখি, তব প্রেম নাহি মোর পরে,
মুখে মোরে মিত্র বলি' ভজিছ অপরে।

(অভিপ্রায়-সহকারে)

সরবস্ব-ফলবান কুল-পুত্র-মহাতরুগণ
—তাদের নিষ্ফল করে বেশ্যা-পক্ষী করিয়া ভক্ষণ।
বেশ্যা সে সুরত-জ্বালা, কামানল, প্রণয়-ইন্ধন,
পুরুষ, আহুতি দেয় সে অনলে ধন ও যৌবন।

বস।—(সস্মিত) কি আশ্চর্য্য! অস্থানে অকারণে এর চিত্ত-উদ্বেগ।

শর্বি।—

স্ত্রীতে শ্রীতে যে পুরুষ করে গো প্রত্যয়
আমি তো তাহারে বলি মূর্খ অতিশয়।
অবলা কমলা উভে ভুজঙ্গিনী-প্রায়,
আঁকিয়া-বাঁকিয়া তারা বক্র পথে ধায়।
ভাল নহে ভালবাসা কামিনীর সনে।
অবজ্ঞা করে গো তারা অনুরাগী জনে।
ভালবাসো তারে যেই দেয় ভালবাসা,
বিরক্ত যে তোমাপরে ত্যজ তার আশা।

অপিচ :—তারা—

সাগর-তরঙ্গসম চপল-স্বভাব,
সন্ধ্যাভ্র-রেখা সম ক্ষণ-অনুরাগ,
পুরুষ হইতে অর্থ
বেশ্যাগণ শুষিয়া সর্ব্বথা
ত্যজে তারে অনায়াসে
নিষ্পীড়িত অলক্তক যথা।

—স্ত্রীলোকেরা অত্যন্ত চপল।
কারে বা হৃদয়ে ধরি' ডাকে অন্যে আঁখি ঠেলে,
কারে দেয় মুখ-সুরা, কারে দেয় দেহ ঢেলে।

কোন কবি বেশ একটি কথা বলেছেন :—

না জনমে সরোজিনী পর্ব্বত-শিখরে
গর্দ্দভ না অশ্ব-ভার বহে পৃষ্ঠোপরে,
যব ছিটাইলে কভু শাল নাহি হয়,
সেইরূপ বেশ্যা নারী শুচি কভু নয়।

আঃ! হতভাগা পাজি চারুদত্ত—তোকে এরূপ কখনই হতে দেব না। (কিয়ৎ পদ চলিয়া গিয়া)

মদ।—(অঞ্চল ধরিয়া) ওগো! তুমি এলোমেলো কি বকৃচ?—কেন তুমি অকারণে রাগ করৃচ?

শর্বি।—অকারণে?

মদ।—এ অলঙ্কারগুলি আমাদের ঠাকরণের।

শর্বি।—তার পর কি করে' অন্য হাতে গেল?

মদ।—তার পর এগুলি চারুদত্তের কাছে গচ্ছিত রাখা হয়।

শর্বি।—কি জন্য?

মদ।—(কানে কানে) এই জন্য।

শর্বি।—(অপ্রতিভ হইয়া) হায় হায়!

গ্রীষ্মতপ্ত হয়ে আমি আশ্রিনু যাহায়
পত্রহীন করিলাম সে তরু-শাখায়!

বস।—কি!—এও যে অনুতাপ করৃচে।—তবে দেখ্‌চি, না জেনেই এই কাজটা করেচে।

শর্বি।—এখন কি কর্ত্তব্য বল দিকি?

মদ।—এ বিষয়ে তুমিই ভাল বুঝ্‌বে।

শর্বি।—তা কথনই না। দেখ :—

স্ত্রীলোক পণ্ডিত হয় স্বভাবের বলে,
পুরুষ পাণ্ডিত্য লভে শাস্ত্র-শিক্ষা-ফলে।

মদ।—শর্বিলক! যদি আমার কথা শোনো, তা হলে বলৃচি, এই অলঙ্কারগুলি সেই মহাত্মাকে ফিরিয়ে দেও।

শর্বি।—মদনিকে! ফিরিয়ে দিলে যদি তিনি রাজ-দরবারে আমার নামে আবার নালিশ করেন?

মদ।—আচ্ছা, বল দেখি, চাঁদ থেকে কখন কি তাপ বেরোয়?

বস।—ঠিক বলেছিস মদনিকে, ঠিক বলেছিস।

শর্বি।—মদনিকে!

চুরি করি' খিন্ন কিম্বা ভীত নহি আমি
সে সাধুর গুণ কেন কহিছ গো তুমি?
কাজটা জঘন্য তাই লজ্জা পাই অতি,
আমা হেন শঠের কি করিবে নৃপতি?

দেখ মদনিকে! এ উপায়টা যুক্তিসিদ্ধ নয়—আর কোন উপায় ভেবে দ্যাখো।

মদ।—আর একটা উপায় হচ্চে—

বস।—না জানি আর কি উপায় হতে পারে।

মদ।—চারুদত্তই তোমার হাত দিয়ে পাঠিয়েছেন, এই বোলে তুমি অলঙ্কারগুলি ঠাকরণকে দাও।

শর্বি।—তাতে কি হবে?

মদ।—তা হলে তুমি আর চোর হবে না—তিনিও ঋণমুক্ত হবেন—ঠাকরণও নিজ অলঙ্কারগুলি ফিরে পাবেন।

শর্বি।—না না, ও আবার অতি সাহসের কথা।

মদ।—ওগো, আমার কথা শোনো—ঠাকরণকে অলঙ্কারগুলি দাও—না দিলেই বরং দুঃসাহসের কাজ হবে—শেষে বিপদে পড়বে।

বস।—ঠিক বলেচিস মদনিকে, ঠিক বলেচিস—এ দাসীর মত কথা নয়—স্বাধীন ভদ্রলোকের মত কথা।

শর্বি।—তব অনুগত হয়ে
সদ্‌বুদ্ধি লভিনু বিশেষ
চন্দ্রহারা রজনীতে
কে করে গো পথের নির্দ্দেশ?

মদ।—তুমি তবে এই কামদেবের ঘরে বোসো, আমি ঠাকরণকে তোমার আস্‌বার কথা জানিয়ে আসি।

শর্বি।—আচ্ছা, তাই ভাল।

মদ।—(অগ্রসর হইয়া) ঠাকরণ, চারুদত্তের কাছ থেকে সেই ব্রাহ্মণটি এসেচেন।

বস।—ওলো! তাঁর কাছ থেকে এসেচে, তুই কি করে' জান্‌লি?

মদ।—ঠাকরণ! আমার আপনার লোককে কি আর আমি জানিনে?

বস।—(শিরশ্চালন পূর্ব্বক হাসিয়া স্বগত) তা বটে। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা, এইখানে তাকে নিয়ে আয়।

মদ।—যে আজ্ঞে ঠাকরণ। (নিকটে গিয়া) শর্বিলক! ভিতরে এসো।

শর্বি। (অগ্রসর হইয়া অপ্রতিভভাবে) আপনার কল্যাণ হোক্!

বস।—মহাশয় প্রণাম, বোসতে আজ্ঞে হোক।

শর্বি।—বণিক চারুদত্ত এই কথা আপনাকে বল্‌তে বলেচেন, তাঁর গৃহ অতি জীর্ণ পুরাতন, সেখানে এই অলঙ্কারগুলি বেশি দিন রাখা যায় না, তাই আপনি এগুলি গ্রহণ করুন।

(মদনিকার হাতে সমর্পণ করিয়া প্রস্থানোদ্যত)

বস।—মহাশয়! প্রত্যুত্তরে আমারও কিছু নিবেদন আছে।

শর্বি।—(স্বগত) সেখানে কে যাবে?—আমি তো না। (প্রকাশ্যে) আপনার কি নিবেদন?

বস।—আপনি মদনিকাকে গ্রহণ করুন।

শর্বি।—দেখুন, আমি এ কথার অর্থ বুঝতে পারলেম না।

বস।—অর্থ আমি বুঝেচি।

শর্বি।—সে কেমন?

বস।—চারুদত্ত মহাশয় আমাকে বলে' গেছেন, এই অলঙ্কারগুলি যে দিতে আস্‌বে, তার হস্তে যেন মদনিকাকে সমর্পণ করা হয়। এখন তো অর্থ বুঝলেন?

শর্বি।—(স্বগত) ওরে! ইনি আমার সমস্তই জান্‌তে পেরেচেন দেখ্‌চি। (প্রকাশ্যে) সাধু চারুদত্ত মহাশয় সাধু!

গুণের অর্জ্জনে নর হইবেক সদা যত্নবান্,
গুণহীন ধনী হতে শ্রেষ্ঠতর নিঃস্ব গুণবান্।

অপিচ:—পুরুষ গুণেতে যত্ন করিবে সদাই,
গুণের অপ্রাপ্য বস্তু কোথা কিছু নাই।
গুণের উৎকর্ষ-বলে শশাঙ্ক যেমন
অলঙ্ঘ্য শম্ভুর শির করিলা লঙ্ঘন।

বস।—গাড়ীর বাহক কে আছে ওখানে?

(গাড়ী লইয়া একজন দাসের প্রবেশ)

দাস।—ঠাকরণ, গাড়ী প্রস্তুত।

বস।—ওলো মদনিকে, আমার প্রতি শুভদৃষ্টি কর্, তোকে সম্প্রদান করেচি, এখন গাড়ীতে ওঠ গিয়ে—আমাকে মনে রাখিস্।

শর্বি।—আপনার কল্যাণ হোক্। মদনিকে!

করি শুভ দৃষ্টিপাত
প্রণাম করহ তব ঠাকুরাণী-পদে,
ছিলে বধূ-সাধারণী
—পড়ে অবগুণ্ঠন এবে সে শবদে।

(মদনিকার সহিত গাড়ীতে আরোহণ করিয়া যাইতে উদ্যত)

নেপথ্যে।—কে আছ তোমরা? রাষ্ট্রপাল এই আদেশ করচেন, "আর্য্যক নামে গোপাল-বালক রাজা হবে"—সিদ্ধপুরুষের এই কথায় বিশ্বাস করে' ও ভীত হয়ে আমাদের রাজা পালক তাকে

ঘোষ-পল্লী থেকে ধরে' এনে ঘোর কারাগারে বদ্ধ করেছেন। অতএব তোমরা স্ব স্ব স্থানে সতর্ক হয়ে থাকো।

শর্বি —(শুনিয়া) কি?—আমাদের রাজা প্রিয়সুহৃদ আর্য্যককে কারাগারে বদ্ধ করেছেন? কিন্তু হায়! আমি যে এখন কৃতদাস হয়ে পড়েছি। হায় হায়! কি কষ্ট! কিন্তু তাতেই বা কি?

এ লোকে নরের প্রিয়
বনিতা, সুহৃৎ—দুই জন,
শতেক সুন্দরী হতে
এবে এ সুহৃদই প্রিয়তম।

আচ্ছা, আমি তবে গাড়া থেকে নেমে পড়ি।

(অবতরণ)

মদ।—(সাশ্রুনয়নে অঞ্জলি-বদ্ধ হইয়া) না, তা হবে না, আমাকে এখন গুরুজনদের কাছে নিয়ে চল।

শর্বি।—প্রিয়ে! ভাল কথা বলেছ। আমার মনের মতন কথাই বলেছ। (দাসের প্রতি) দেখ বাপু, বণিক রেভিলের বাসা কি চেনো?

দাস।—চিনি বৈ কি।

শর্বি।—সেইখানে প্রিয়াকে নিয়ে যাও।

দাস।—যে আজ্ঞে।

মদ।—আচ্ছা, তাই ভাল! কিন্তু দেখো, তুমি খুব সতর্ক হয়ে থেকো।

[প্রস্থান।

শর্বি।—এখন আমি:—

উত্তেজিব জ্ঞাতি সবে,
নগরের যত ধূর্ত্তগণে,
আর যারা হইয়াছে
খ্যাতনামা আপন বিক্রমে,
রাজ-অপমানে রুষ্ট
আছে যত নৃপ-ভৃত্যগণ,
সুহৃৎ-মোচন তরে
সবারে করিব উত্তেজন;
—উদয়নে উদ্ধারিল
যথা মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ।

অপিচ:—অসাধু রিপুর দল ভয় পেয়ে মনে
ধরেছে সুহৃদরে অতি অকারণে।

রাহুগ্রস্ত শশি-সম সখারে আমার
এখনি করিব গিয়ে সবলে উদ্ধার॥

[প্রস্থান।

দৃশ্য—বসন্তসেনার গৃহের কক্ষ

(দাসীর প্রবেশ)

দাসী।—ঠাকরণ! আপনার আজ বড় সৌভাগ্য, শেঠজি চারুদত্তের ওখান থেকে একজন ব্রাহ্মণ এসেছেন।

বস।—আহা! আজ আমার সৌভাগ্যই বটে! ওগো ত্যাখ, খুব আদর-যত্ন করে' বন্ধুলকে সঙ্গে করে' নিয়ে আয়।

দাসী।—যে আজ্ঞে ঠাকরণ।

[প্রস্থান।

দৃশ্য—বসন্তসেনার ভবনের সম্মুখে রাজপথ

(বন্ধুলের সহিত বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূ।—হি! হি! হি! বলি ওগো, যেমন রাক্ষস-রাজ রাবণ কঠোর তপস্যার ক্লেশ ভোগ করে' পুষ্পক-রথে গমন করেছিলেন, শর্মা তেমনি তপশ্চর্য্যার ক্লেশ স্বীকার না করে'ও এই নগর-নারীটির সঙ্গে কেমন আয়েষে চলেছে!

দাসী।—মশায়, দেখুন এই আমাদের বাড়ীর দরজা।

বিদূ।—(অবলোকন করিয়া সবিস্ময়ে) বাঃ, কি চমৎকার! ভূমিটি কেমন জল দিয়ে ধোয়া—পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, মাজা-ঘসা—গোময়-লিপ্ত, আর নানাপ্রকার ফুল দিয়ে সাজানো। হাতীর দাঁতের উন্নত তোরণটি যেন গগনতল দেখবার কৌতূহলে বহু-ঊর্দ্ধে মাথা তুলে আছে। তা থেকে আবার মল্লিকার মালা সব ঝুলে ঝুলে পড়েছে—দেখে যেন ঐরাবতের শুঁড় বলে' ভ্রম হয়। তোরণের উপর সৌভাগ্য-পতাকা উড়চে;—মনে হয়, বাতাসে দুলতে দুলতে আঙুল নেড়ে যেন আমাদের ডাকচে। আর, হিরণ্যকশিপুর বক্ষঃস্থলের মত বজ্র-কঠিন ঘন নিবিষ্ট লৌহ-কীলক-বদ্ধ দুর্ভেদ্য কনক-কপাটেরি বা কি

শোভা!—দেখে দরিদ্রের মনে বৃথা আশার সঞ্চার হয়ে কষ্ট উপস্থিত হয়—আবার যে নিতান্ত উদাসীন, তারও দৃষ্টি যেন সবলে ঐ দিকে আকৃষ্ট হয়।

দাসী।—আসুন মশায়, এই একের মহলে আসুন।

দৃশ্য—বসন্তসেনার ভবন

(প্রথম মহল)

বিদূ।—(প্রবেশ ও অবলোকন করিয়া) হি! হি! হি! ওগো, এই প্রথম মহলে চাঁদের মত, শাঁখের মত, মৃণালের মত চক্‌চকে, আর চূণকাম-করা ধব্‌ধবে সারি-সারি প্রাসাদ দেখ্‌ছি যে — আবার, নানা প্রকার রত্নে খচিত সোনার সিঁড়ি; উপরে স্ফটিকের গবাক্ষ—মনে হচ্চে, যেন চাঁদ-মুখ বের করে' সমস্ত উজ্জয়িনী নগরটিকে দেখ্‌চে! আবার শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণের মত দিব্যি আরামে বসে' দৌবারিক নিদ্রা যাচ্চে। এই কাক-গুল দেখ্‌চি দই-ভাতের লোভে বলি-দ্রব্য চূণ-ছিটোনো মনে করে' আর খাচ্চে না। তার পর, কোথায় যেতে হবে বল।

দৃশ্য—দ্বিতীয় মহল

দাসী।—আসুন মশায়, এই দুয়ের মহলে আসুন।

বিদূ।—(প্রবেশ ও অবলোকন করিয়া) হি, হি,হি, হি!—ওগো, এই দ্বিতীয় মহলে তো দেখ্‌চি— ঘাস-ভুষি খেয়ে সুপুষ্ট শিঙ্গে-তেল-মাখানো গাড়ী টান্‌বার বলদ! আর এই দুইটির মধ্যে একটি মহিষ অপমানিত সৎকুলোৎপন্ন ব্যক্তির মত ফোঁস-ফোঁস করে' দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেল্‌চে। এ দিকে আবার, যুদ্ধ-বিরত মল্লের মত মেষের ঘাড় মোলে দিচ্চে। ওদিকে অশ্বদের কেশ-রচনা হচ্চে। অশ্বশালায় একটা বানর চোরের মত আষ্টে-পৃষ্টে বাঁধা। এ দিকে আবার মাহুতরা তেলে-মাখা ভাতের পিণ্ডি হাতীকে দিচ্চে। তার পর কোথায় যেতে হবে বল।

দাসী।—আসুন মশায়—এই তিনের মহলে আসুন।

দৃশ্য—তৃতীয় মহল

বিদূ।—এই তৃতীয় মহলে দেখ্‌চি, ভদ্র-সন্তানদের বস্‌বার জন্য আসনাদি সাজানো রয়েছে। তক্তার উপর অর্দ্ধ-পঠিত পুস্তক ও মণিময় পাশার গুটি সব পড়ে' আছে। এ দিকে আবার কাম-শাস্ত্রে পণ্ডিত বেশ্যা ও বৃদ্ধ রসিকেরা নানা রঙের চিত্র-ফলক হাতে করে' ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চে। তার পর, কোথায় যেতে হবে বল।

দাসী।—আসুন মশায়, এই চারের মহলে আসুন।

দৃশ্য—চতুর্থ মহল

বিদূ।—(প্রবেশ ও অবলোকন করিয়া) হি হি হি হি!—ওগো—এই চতুর্থ মহলে দেখ্‌চি, যুবতীরা মৃদঙ্গ বাজাচ্চে—আহা! মেঘ-গর্জ্জনের মত কি গম্ভীর ধ্বনি! ক্ষীণ-পুণ্য আকাশের তারার মত কর্ত্তালগুলি নেমে এসে কেমন তালে তালে পড়চে।— ভ্রমর-ঝঙ্কারের মত বাঁশীগুলি কি মধুরই বাজ্‌চে! এরা আবার ঈর্ষ্যা-প্রণয়-কুপিতা কামিনীর মত বীণাটিকে কোলে নিয়ে হাতের নখ দিয়ে বাজাচ্চে! আবার ও দিকে পুষ্পমধু-মত্ত মধুকরের মত গীত-নিপুণা আদি-রস-রসিকা বেশ্যা-কুমারীরা অসঙ্কোচে নৃত্য করচে। বাতাস খবার জন্য জলপূর্ণ কলসগুলি গবাক্ষে রয়েছে। তার পর, কোথায় যেতে হবে বল।

দাসী।—আসুন মশায়—এই পাঁচের মহলে আসুন।

দৃশ্য—পঞ্চম মহল

বিদূ।—(প্রবেশ ও অবলোকন করিয়া) হি হি হি হি!—ওগো—এই পঞ্চম মহলটা দেখ্‌চি, হিং তেলের গন্ধে ভরপুর—এই গন্ধে দরিদ্র লোকের বড় লোভ হয়; চুলো হতে নানা প্রকার সুগন্ধ ধোঁয়া বেরুচ্চে—শোকার্ত্ত লোকের মত যেন ক্রমাগত মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস ফেল্‌চে। আর, নানা প্রকার খাবার জিনিস তৈরি হচ্চে, তাতে আমার লোভটা যেন

আরও বাড়িয়ে তুলচে। ওদিকে আবার কশাই-বালক কাটা-পশুর উদরের মাংস ছেঁড়া-কাপড়ের মত কচ্‌লে ধুচ্চে। পাচক নানা প্রকারের খাদ্য-সামগ্রী রাঁধচে—মোয়া তৈরি করচে—পিঠে ভাজ্‌চে। এখন যদি কেউ একবারটি আমাকে বলে, "আহার করুন, পা ধোবার জল দিচ্ছি"—তা হলে বড় মজাই হয়। সুরগন্ধর্ব্বগণের মত নানা প্রকার অলঙ্কার-ভূষিতা বেশ্যা ও বন্ধুলেতে এ গৃহটিকে যেন একেবারে স্বর্গ করে' তুলেছে। ওগো, তোমরা কি দুজন "বন্ধুল? আচ্ছা—তোমরা কে বল দিকি?

বন্ধুল।—

লালিত পরের গৃহে
পরিপুষ্ট পর অন্ন-রসে,
জনমেছি মোরা সবে
পর-গর্ভে পরের ঔরসে।
পর-ধনে রত মোরা
আমাদের কোনো গুণ নাই,
করি-শিশু সম মোরা
হেথা-হোথা চরিয়া বেড়াই।

বিদূ।—ওগো, এর পর কোথায় যেতে হবে বল।

দাসী। আসুন মশায়, এই ছয়ের মহলে আসুন।

দৃশ্য—ষষ্ঠ মহল

বিদূ।—(প্রবেশ ও অবলোকন করিয়া) হি হি হি! ওগো!—এই ষষ্ঠ মহলে এই সকল শিল্প-কার্য্যের তোরণগুলি নীল-রত্নে খচিত হয়ে ইন্দ্রধনুর মত দেখাচ্ছে। শিল্পীরা প্রবাল, পুষ্পরাগ, ইন্দ্র-নীল, কর্কেতরক, পদ্মরাগ, মরকত প্রভৃতি রত্ন বাছাই করচে, সোনা দিয়ে মাণিক বাঁধ্‌চে, লাল সুতো দিয়ে সোনার অলঙ্কার গড়চে—মুক্তা গেঁথে আভরণ তৈরি করচে—বৈদূর্য্যমণি ধীরে-ধীরে গুঁড়ো করচে, শাঁখ কাটচে, প্রবাল শাণে ঘষ্‌চে, ভিজে কুঙ্কুম শুকোতে দিয়েছে, কস্তুরী পরিষ্কার করচে—চন্দন ঘষ্‌চে—গন্ধ-দ্রব্যগুলি একত্র মেশাচ্ছে, বেশ্যারা লম্পট পুরুষদের কর্পূর-মেশানো পান দিচ্ছে, সকটাক্ষে চেয়ে দেখ্‌চে, হাস্‌চে, সীৎকার শব্দ করে' অনবরত মদ্যপান করচে।—এই সকল দাস-দাসীরা আর এই সকল লক্ষ্মী-ছাড়া পুরুষেরা ধন-দারা-পুত্রের মায়া ছেড়ে এখানে এসে বেশ্যাদের পান করা বরফ-দেওয়া মদের উচ্ছিষ্ট পান করচে। ওগো! তার পর কোথায় যেতে হবে বল।

দাসী।—আসুন মশায়, এই সাতের মহলে আসুন।

দৃশ্য—সপ্তম মহল

বিদূ।—(প্রবেশ ও অবলোকন করিয়া) হি হি হি! ওগো, সপ্তম মহলে তো দেখ্‌চি পক্ষি-শালা। পায়রার যোড়ারা পরস্পরকে চুম্বন করে' কেমন সুখানুভব করচে, খাঁচার মধ্যে শুকপাখী দই-ভাতে উদর-পোরা ব্রাহ্মণের মত যেন বেদমন্ত্র পাঠ করচে। এদিকে আবার কতকগুলি ময়না-শালিক প্রভুর আদরে দাসীর মত ক্রমাগত কি বিড়্‌বিড়্‌ করে' বক্‌চে। কোকিলেরা বিবিধ ফলের আস্বাদে কণ্ঠকে শাণিয়ে কুট্টনীর মত গলা ছেড়ে ডাক্‌চে। লাওয়া পাখীরা লড়াই কচ্চে—খাঁচার তিত্তির পাখীরা কত কি আলাপ করচে। বিবিধ মণি-মাণিক্যে যেন চিত্রিত-করা গৃহ-ময়ূরটি সহর্ষে নাচ্‌তে নাচ্‌তে প্যাখোম ধরে' রৌদ্র-তপ্ত প্রাসাদটিকে যেন চামর দিয়ে বাতাস করচে—পিণ্ডি-পাকানো জ্যোছনার মত রাজহংসেরা পদ-গতি শেখবার জন্যই যেন কামিনীদের পিছনে পিছনে ভ্রমণ করচে। এদিকে গৃহ-সারসেরা অতি-বৃদ্ধের মত আস্তে আস্তে পা ফেলে চলে' বেড়াচ্ছে। ওগো! কি আশ্চর্য্য! এই বেশ্যা-রমণী নানা প্রকারের পাখী সংগ্রহ করেছে দেখ্‌চি। এই বেশ্যালয় বাস্তবিকই নন্দনবনের শোভা ধারণ করেছে। এর পর কোথায় যেতে হবে বল।

দাসী।—আসুন মশায়, এই আটের মহলে আসুন।

দৃশ্য—অষ্টম মহল

বিদূ। (প্রবেশ ও অবলোকন করিয়া) ওগো! ও লোকটি কে?—রেশ্‌মি চাদর গায়ে, অতি অদ্ভুত

রকমের রাশি রাশি অলঙ্কার পরে' স্খলিত-গতিতে ইতস্তত বেড়িয়ে বেড়াচ্চে ?

দাসী। মশায়! উনি হচ্চেন ঠাকরণের ভাই।

বিদূ। কতকটা তপস্যা না করলে আর বসন্তসেনার ভাই হওয়া যায় না। কিন্তু না, যে চাঁপার গাছ শ্মশানে জন্মায়, উজ্জ্বল স্নিগ্ধ সুগন্ধ হলেও তার কাছে যায় কে? ওগো! উনি আবার কে?—গুল্-বাহার চাদর গায়ে, তেলে-চোবানো চুক্চুকে জুতো-পায়ে উচ্চাসনে বোসে আছেন ?

দাসী।—উনি হচ্চেন আমাদের ঠাকরণের মা।

বিদূ।—এই অপবিত্র ডাকিনীর কি বিপুল উদর! এই মহাদেবমূর্ত্তিটিকে কি দ্বারের শোভার জন্য এই গৃহে রাখা হয়েছে ?

দাসী।—কর কি গো!—আমাদের মাকে ও রকম করে' ঠাট্টা করো না—উনি "চাতুর্থিক" পালাজ্বরে ভুগ্‌চেন।

বিদূ।—(পরিহাস-সহকারে) হে ভগবান্ চাতুর্থিক! যদি চাতুর্থিকে এইরূপ দেহ-পুষ্টি হয়, তা হলে এই কৃশ ব্রাহ্মণের প্রতি একটু কৃপা-দৃষ্টি কোরো।

দাসী।—ওগো! তা হলে যে মরবে।

বিদূ।—(পরিহাসের সহিত) আরে বেটি! এইরূপ স্থূলোদর লোকের মরণই ভাল।

মাতার অবস্থা এই
পান করি' সীধু-সুরাসব।
যদি মরে মাতা তব
শৃগালের হবে মহোৎসব॥

ওগো! তোমাদের এত ধন ঐশ্বর্য্য—বাণিজ্যের জাহাজাদি চলে না কি ?

দাসী।—ওগো—না গো, না।

বিদূ।—হায় হায়! এও আবার আমি জিজ্ঞাসা করচি!—নির্ম্মল প্রেমের জলে মদন-সমুদ্রে তোমাদের স্তন-নিতম্ব-জঘনাদিই তো মনোহর জাহাজ। যা হোক, এই বসন্তসেনার আটমহল বাড়ীর বৃত্তান্ত পূর্ব্বে অনেক শুনেছিলেম, কিন্তু এখন স্বচক্ষে দেখে বাস্তবিকই মনে হয়, ত্রিলোকের সমস্ত ঐশ্বর্য্য যেন এক স্থানে জড় হয়েছে। এর প্রশংসা করি, এমন বাক্য-বিভব আমার নেই!—এ বেশ্যালয়, না কুবের-ভবন? ভাল, তোমাদের ঠাকরুণ কোথায় ?

দাসী।—মহাশয়! তিনি এই বাগানে আছেন-আসুন।

দৃশ্য—উদ্যান

বিদূ।—(প্রবেশ ও দৃষ্টি করিয়া) হি হি হি! ওগো! কি সুন্দর বাগানটি! কত রকমের গাছ; আর কি চমৎকার সব ফুল ফুটে আছে। মধ্যে মধ্যে গাছের তলায় যুবতীদের জঘনের মাপে রেশমি দোলা সব ঝুলচে—স্বর্ণযূঁই, শিঁউলি, মালতী, মল্লিকা, নবমল্লিকা, কুরুবক, মাধবীলতা হতে অজস্র ফুল আপনা আপনি ঝরে পড়চে—এর কাছে নন্দনবনের শোভাই বা কোথা লাগে? এদিকে আবার নবভানুর মত সমুজ্জ্বল কমল-রক্তোৎপলে দীঘিটি আচ্ছন্ন।

অপিচ:—অশোক-তরুতে কিবা
কুসুম-পল্লব নব হয়েছে বাহির,
সংগ্রামের মাঝে যেন
রক্তপঙ্কে সুশোণিত মল্লের শরীর।

কৈ গো, তোমাদের ঠাকরণটি কোথায় ?

দাসী।—মহাশয়! চোখ নামান্—ঠাকরণকে দেখুন।

বিদূ।—(দেখিয়া নিকটে অগ্রসর হইয়া) কল্যাণ হোক।

বস।—একি! মৈত্রেয় মশায় যে! (উঠিয়া) আস্তে আজ্ঞা হোক্। এই আসন—এইখানে বসুন।

বিদূ।—ওগো! তুমি বোসো। (উভয়ে উপবেশন)

বস।—বণিকপুত্রের কুশল তো ?

বিদূ।—হাঁ, সমস্ত কুশল।

বস।—মৈত্রেয় মশায়! এখন কি—

গুণ যার কিশলয়, বিনয় প্রশাখাচয়,
সুযশ কুসুম, আর মূলটি বিশ্বাস,
নিজগুণ ফল ধরে, এ হেন বৃক্ষের পরে
সুহৃদ-বিহঙ্গ সবে সুখে করে বাস ?

বিদূ।—(স্বগত) দুষ্ট বেশ্যা ঠিকই বুঝেছে। (প্রকাশ্যে) হাঁ, করে বৈ কি।

বস।—এখন কি জন্য আসা হয়েছে?

বিদূ।—তবে শোনো বলি। চারুদত্ত মহাশয় কৃতাঞ্জলি হয়ে এই কথা নিবেদন করচেন :—

বস।—(কৃতাঞ্জলি হইয়া) কি আজ্ঞা করচেন?

বিদূ।—তিনি বলুচেন,—"আমি সেই স্বর্ণ-অলঙ্কারগুলি নিজের ভেবে দ্যূত-ক্রীড়ায় হারিয়েছি; সেই আড্ডাধারীও রাজার কাজে কোথায় যে চলে' গেল—আমি তাকে আর খুঁজে পেলেম না"।

দাসী।—ঠাকরণ, আপনার বড় সৌভাগ্য, দত্ত-মহাশয় জুয়ারী হয়েছেন।

বস।—(স্বগত) কি! চোরে চুরি করে' নিয়ে গেছে, তবু নিজ মহত্ত্ব-গুণে বলুচেন কি না "আমি দ্যূতক্রীড়ায় হারিয়েছি"। তাই তো আমি তাঁকে ভালবাসি।

বিদূ।—এই রত্নমালাটি গ্রহণ করুন।

বস।—(স্বগত) সেই অলঙ্কারগুলি দেখাব কি?—না, কাজ নেই।

বিদূ।—আপনি কি তবে এই রত্নমালা গ্রহণ করবেন না?

বস।—(হাসিয়া সখার মুখের পানে চাহিয়া) এই রত্নমালাটি নেব না কেন? সহকার-বৃক্ষ পুষ্প-হীন হলেও তা হতে মধু-বিন্দু ঝরে। মহাশয়! আমার নাম করে' জুয়ারী চারুদত্ত-মশায়কে বলবেন, আমিও আজ সন্ধ্যার সময় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাব।

বিদূ।—(স্বগত) সেখানে গিয়ে না জানি আবার কি আদায় করবে। (প্রকাশ্যে) দেখুন, তাঁকে গিয়ে বলুচি (স্বগত) আমি বলব—"সখা এই বেশ্যার সঙ্গ ছাড়ো"।

[প্রস্থান।

বস।—ওলো! এই অলঙ্কারগুলি সঙ্গে নে—দত্ত-মশায়ের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি।

দাসী।—ঠাকরণ! দেখুন, দেখুন, অকালে মেঘ উঠেছে।

বস।—

উদয় হউক মেঘ, আসুক রজনী,
অবিরত হউক বর্ষণ;
প্রিয়জন অভিমুখে হৃদয়ের গতি,
—এ সকল না করি গণন।

ওলো! হারটা নিয়ে শীঘ্র আয়।

[সকলের প্রস্থান।

মদনিকা-শর্বিলক-নামক চতুর্থ অঙ্ক সমাপ্ত।

পঞ্চম অঙ্ক

দৃশ্য—চারুদত্তের উদ্যান

(উৎকণ্ঠ-চিত্ত চারুদত্ত আসীন)

চারু।—(ঊর্দ্ধে অবলোকন করিয়া) এ কি! অকালে দুর্দিন?

অকাল-জলদ নভে গৃহ-শিখী দেখে সবে
মহাসুখে প্যাখোম ধরিয়া;
সমুৎসুক হংসকুল মানস-গমন-কামী,
বিয়াকুল বাবাক দেখিয়া।
সহসা উঠিয়া মেঘ, অন্তর ও অন্তরীক্ষ
উভয়েরে ফেলিল ছাইয়া॥

অপিচ :—

জলার্দ্র জলদরাজি নীলকান্তি ভৃঙ্গসম,
কিম্বা যেন মহিষ উদর,
ক্ষণ-প্রভা বিরচিত পীতাম্বর কেশবের
উত্তরীয় সুপীত অম্বর।
সংলগ্ন বলাকাবলী—বিষ্ণু যেন শঙ্খরূপে
করতলে করেন ধারণ।
আক্রমিতে সমুন্নত মেঘদল আকাশেরে
ঠিক যেন দ্বিতীয় বামন॥

অপিচ :—

শ্যাম মেঘ শ্যাম-সম,
বক্রগতি বলাকার শঙ্খ বিরচিত,
বিদ্যুৎ-কৌষেয়-বাস,
চক্রধর সম মেঘ গগনে উদিত।
রজতের দ্রব যেন হইয়া ক্ষরিত, জলদ-উদর হতে
বেগে ধারা হয় বরিষণ।
তড়িৎ-প্রভায় দৃষ্টি ক্ষণেক ধাঁধিয়া,
নভো-বাসাঞ্চল যেন
ছিন্ন হয়ে হয় গো পতন।

পবন-চালিত হয়ে
কতই অসংখ্য রূপ ধরে মেঘ-দল,
কভু বা উড়ন্ত হাঁস,
কখন মিলিত চক্রবাকের যুগল,
উন্নত প্রাসাদ কভু,
সাগর-মন্থন-জাত মৎস্য ও মকর ;
—চিত্র-পত্র সম নভ
কিবা শোভা ধরে আহা বড়ই সুন্দর।

ধৃতরাষ্ট্র-চক্র-সম নভস্তলে ঘোর তম,
অতি দর্পে গরজিছে, যেন শিখী দুর্য্যোধন।
অক্ষদ্যূতে পরাজিত মৌন পিক ধর্ম্মরাজ,
পাণ্ডব এ হংস-কুল অজ্ঞাত-নিবাসে আজ।

(চিন্তা করিয়া) অনেকক্ষণ হ'ল মৈত্রেয় বসন্তসেনার ওখানে গেছে—এখনও তো এল না।

(বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূ।—ঃঃ! বেশ্যা-বেটির কি লোভ! কি অভদ্রতা! একটা কথাও বল্লে না,—কিছু না বলে', কোন আদর-যত্ন না দেখিয়ে, অনায়াসে রত্নমালাটি হাত পেতে নিলে গো! এত ঐশ্বর্য্য, তবু একবার বল্লে না, "মৈত্রেয় মশায়! একটু বিশ্রাম করুন, একটু জলযোগ করে' যান"—বেশ্যা-বেটির আর মুখদর্শন করব না। এ কথাটা খুব ঠিক্ যে—"অমূল-সমুত্থিতা পদ্মিনী, অবঞ্চক বণিক, অচোর স্বর্ণকার, অকলহ গ্রাম-সমাগম, আর অলুব্ধা বেশ্যা—এ কখন মনে কল্পনাও করা যায় না।" এখন তবে প্রিয়সখার কাছে গিয়ে যাতে তিনি এই বেশ্যার সঙ্গ ত্যাগ করেন, তাই করি গে। (পরিক্রমণ ও দৃষ্টি করিয়া) এই যে, সখা বাগানে বসে' আছেন। এইবার তবে নিকটে যাই। (নিকটে গিয়া) কল্যাণ হোক! —শ্রীবৃদ্ধি হোক!

চারু।—(দেখিয়া) এই যে সখা এসেছ যে। এস সখা এস, বোসো।

বিদূ।—এই বস্‌চি।

চারু।—সখা—সে কার্য্যটার কি হল, বল দিকি।

বিদূ।—কার্য্যটা সমস্তই নষ্ট হয়ে গেল।

চারু।—তবে কি তিনি রত্নমালাটি নিলেন না?

বিদূ।—আমাদের এমন কি সৌভাগ্য যে, নেবেন না, দেখবামাত্রই তাঁর নব-কমল-কোমল অঞ্জলি পাতার তলে' স্বচ্ছন্দে নিলেন।

চারু।—তবে যে বল্লে, সমস্ত কার্য্য নষ্ট হল?

বিদূ।—ওহে, নষ্ট হল না তো কি? যা ক ব্যবহারে আসেনি, চোরে যা চুরি করে' নিয়ে যায় সেই অল্প-মূল্যের স্বর্ণ অলঙ্কারের নিমিত্ত, চতুঃসাগ সার-বস্তু সেই রত্নমালাটি হারান গেল?

চারু।—সখা, তা কখনই নয়।

যে বিশ্বাস-ভরে তিনি
রাখিলা গো মোর কাছে স্বর্ণ-অলঙ্কার
এই মহামূল্য দিয়া
শুধিলাম আমি সেই বিশ্বাসের ধার।

বিদূ।—আমার আর একটি কষ্টের কারণ আছে;—সেই বেশ্যা বেটি সখীদের ইসারা করে' অঞ্চল দিয়ে মুখ ঢেকে, আমাকে উপহাস করেছিল। আমি ব্রাহ্মণ, তোমার পায়ে মাথা রেখে এই অনুনয় করচি, এই বেশ্যার সঙ্গ তুমি ছাড়ো—বেশ্যার সংসর্গ বহু অনিষ্টের কারণ। বেশ্যা জুতোয়-ঢোকা কাঁকরের মত, বের করা বড় কষ্টকর। তা ছাড়া দেখ সখা,—গণিকা, হস্তী, কায়স্থ, ভিক্ষু, ধূর্ত্ত, এরা যেখানে বাস করে, দুষ্ট লোকেরাও সেখানে থাকে না।

চারু।—সখা, এ সমস্ত নিন্দাবাদে আর কোন প্রয়োজন নাই—দুরবস্থাপন্ন লোককে বেশ্যা কখন আশ্রয় করে না। দেখ:—

ত্বরিত-গমনে অশ্ব করয়ে যতন,
শ্বাস-ক্ষয়-হেতু তার না সরে চরণ।
পুরুষ চপল-মতি যায় সর্ব্বদেশ,
খিন্ন হয়ে পুনঃ করে হৃদয়ে প্রবেশ।

তা ছাড়া:—
যাহার আছে গো অর্থ, কান্তা সে তাহার
ধনে বশীভূত (স্বগত) না না—গুণে বশীভূত।

(প্রকাশ্যে) ধনৈশ্বর্য্য করিয়াছে মোরে পরিহার,
সেই সঙ্গে তাহা হতে আমিও বিচ্যুত।

বিদূ।—(অধোদিকে অবলোকন করিয়া স্বগত) সখা, যখন উপর দিকে চেয়ে নিঃশ্বাস ফেল্‌চেন, তাতেই মনে হচ্চে, আমি নিবারণ করায় ওঁর উৎকণ্ঠা আরও বৃদ্ধি হয়েছে। কথায় যে বলে, "কাম বড় বাম" এ কথা খুবই ঠিক। (প্রকাশ্যে) দেখ সখা, তোমাকে সে এই কথা বল্‌তে বলেছে, আজ সন্ধ্যার

সময় সে এখানে আস্‌চে। আমার মনে হয়, রত্ন-আশায় সন্তুষ্ট হয়নি—আরও কিছু চায়।

চারু।—সখা, আসুক—এবার পরিতুষ্ট হয়ে যাবে।

দৃশ্য—উদ্যানের বাহিরে

(দাসের প্রবেশ)

দাস।—সরে যাও—সরে যাও সব লোকজন।
যেথায় যেথায় মেঘের ধারা।
পিঠের চামড়া ভিজিয়া সারা।
যেথায় যেথায় শীতের বায়
বুকটা ওঠে গো কাঁপিয়া তায়।

(হাসিয়া)

বাজাব বাঁশী সপ্তচ্ছিদ্র মধুর-স্বর,
বাজাব বীণা সপ্ততন্ত্রী তাহার পর,
গাহিব গান গাধার রাগে
নারদ তম্বু কোথায় লাগে?

ঠাকরুণ বসন্তসেনা আমাকে বল্লেন, "দেখ কুম্ভীলক, তুমি গিয়ে চারুদত্ত-মহাশয়কে বল, আমি এখনি তাঁর বাড়ীতে যাচ্চি।" ঐ যে, দত্ত মহাশয় বাগানে বসে' আছেন, সেই বিট্‌লে বাওনটাও সঙ্গে আছে দেখ্‌চি—এখন তবে ঐখানে যাই। এ কি! বাগানের যে দরজা বন্ধ। আচ্ছা তা' হ'ক, আমি বিটলে বাওনটাকে সঙ্কেত করে' জানিয়ে দি।

(ঢিল নিক্ষেপ)

বিদূ।—প্রাচীরে-ঘেরা কদ্‌বেল মনে করে' কে রে আমাকে ঢিল ছুড়ে মার্‌চে? আরাম-প্রাসাদের বেদিকার উপর বসে' পায়রারা খেলা করচে, ওরাই বোধ হয় ফেলে থাক্‌বে।

দাস।—পায়রা ব্যাটা বুঝি? রোস্—রোস্—এই লাঠি দিয়ে পাকা আমটির মত ঐ প্রাসাদ থেকে ছুঁয়ে পেড়ে ফেল্‌চি। (লাঠি উঠাইয়া ধাবমান)

চারু।—(পৈতা ধরিয়া টানিয়া) সখা! বোসো, ও কি কর—বেচারা পায়রা দুটি বেশ সুখে আছে—কেন ওদের মারো।

দাস।—আমাকে এখনও দেখতে পায়নি—মনে করচে, পায়রা। তবে আর একটা ঢিল ছুড়ে মারি। (তথাকরণ)

বিদূ।—(চারিদিক অবলোকন করিয়া) কি?—কুম্ভীলক? তবে ওর কাছে এগিয়ে যাই—ওরে কুম্ভীলক—আয় আয়, ভিতরে আয়।

দৃশ্য—উদ্যানের অভ্যন্তর

দাস।—(প্রবেশ করিয়া) ঠাকুর, প্রণাম।

বিদূ।—ওরে! এই অন্ধকার দুর্দ্দিনে তুই কোথ থেকে আস্‌চিস্?

দাস।—ঠাকুর! এই সেই—

বিদূ।—আরে, কে সে? কাকে মনে করে' বল্‌চিস্?

দাস।—সেই গো সেই।

বিদূ।—আরে ব্যাটা, তোর হয়েছে কি? দুর্ভিক্ষ-সময়ের অতিবৃদ্ধের উর্দ্ধশ্বাসের মত "এই সেই এই সেই" করচিস কেন? কাকে মনে করে' বল্‌চিস?

দাস।—আপনিও তো ঠাকুর, মদন-দেবের পূজার সময়কার মত "কাকে কাকে" কর্‌চেন।

বিদূ।—এখন তবে আসল কথাটা বল্।

দাস।—(স্বগত) আচ্ছা, তবে এই রকম বলি, (প্রকাশ্যে) আপনাকে একটা প্রশ্ন দিচ্চি।

বিদূ।—আমি তোর মাথায় পা দিচ্চি।

দাস।—আপনি তো জানেনই, তবু বলুন দেখি, কোন্ সময়ে আমগাছে বোল্ ধরে?

বিদূ।—আরে ব্যাটা, সে তো গ্রীষ্মকালে।

দাস।—(হাসিয়া) ওগো, না গো না।

বিদূ।—(স্বগত) ওকে এখন কি উত্তর দি? আচ্ছা, চারুদত্তকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করি। (চারুদত্তের নিকটে গিয়া) দেখ সখা, বল দিকি, কোন্ সময়ে আমের গাছে বোল্ ধরে?

চারু।—আরে মূর্খ—বসন্তে।

বিদূ।—(দাসের নিকটে গিয়া) আরে মূর্খ! বসন্তে।

দাস।—আপনাকে আর একটা প্রশ্ন দি। বড় গ্রামগুলি কে রক্ষা করে বলুন দিকি?

বিদূ।—আরে—রাস্তা।

দাস।—(হাসিয়া) ওগো, না গো না।

বিদূ।—আবার যে বিষম সংশয় উপস্থিত।

আচ্ছা ভাল—আবার চারুদত্তকে জিজ্ঞাসা করে আসি। (ফিরিয়া গিয়া চারুদত্তকে পুনঃ জিজ্ঞাসা)

চারু।—সখা, তাও জান না?—গ্রাম রক্ষা করে সেনা।

বিদূ।—(দাসের নিকটে গিয়া) ওরে!—সেনা।

দাস।—আচ্ছা, ঐ দুটো কথা একত্র করে' শীঘ্‌-ঘীর বলুন দিকি।

বিদূ।—সেনাবসন্তে।

দাস।—একটু ঘুরিয়ে বলুন দিকি।

বিদূ।—(নিজ দেহকে ঘুরাইয়া) সেনাবসন্ত।

দাস।—পদটা উলুটিয়ে বলুন।

বিদূ।—(নিজের পা উল্টাইয়া)—সেনাবসন্ত।

দাস।—আরে মূর্খ বটু, অক্ষরের পদটা উল্টিয়ে বল।

বিদূ।—বসন্তসেনা।

দাস।—সেই তিনিই এসেছেন।

বিদূ।—আচ্ছা, তবে চারুদত্তকে জানিয়ে আসি। (নিকটে আসিয়া) দেখ চারুদত্ত! তোমার পাওনা-দার এসেছে।

চারু।—আমার গৃহে পাওনাদার কোথ্ থেকে এলো?

বিদূ।—গৃহে যদিও না এসে থাকে, দ্বারে এসেছে।—বসন্তসেনা এসেছে।

চারু।—সখা! আমাকে কি প্রতারণা করচ?

বিদূ।—যদি আমার কথায় প্রত্যয় না হয় তো এই কুম্ভীলককে জিজ্ঞাসা কর। ওরে ব্যাটা কুম্ভী-লক, এগিয়ে আয়।

দাস।—(নিকটে আসিয়া) প্রণাম মশায়!

চারু।—এস বাপু! সত্যি কি বসন্তসেনা এসেছেন?

দাস।—হাঁ, এই যে তিনি এসেছেন।

চারু।—(সহর্ষে) বাপু! আমার কাছে সুসং-বাদ দিয়ে কেউ কখন নিষ্ফল হয় না:—এই পারি-তোষিক দিলেম। (চাদর দান)

দাস।—(লইয়া প্রণাম করিয়া সপরিতোষে) আমি তবে ঠাকরণকে জানিয়ে আসি।

[প্রস্থান।

বিদূ।—ওহে! তুমি কি জানো, এই দুর্দিনে কনে সে এসেছে?

চারু।—সখা, আমি ঠিক জানিনে।

বিদূ।—আমি জানি। রত্নমালাটা অল্প-মূল্যের, স্বর্ণ-অলঙ্কারগুলি বহুমূল্যের—তাই সন্তুষ্ট হয়নি, আরও কিছু চাইতে এসেছে।

চারু।—(স্বগত) এইবার পরিতুষ্ট হয়ে যাবেন

দৃশ্য—উদ্যানের বাহিরে

(ছত্রধারিণী ও বিট-সমভিব্যাহারে উজ্জ্বল অভিসারিকা-বেশে সোৎকণ্ঠা বসন্তসেনার প্রবেশ)

বিট।—(বসন্তসেনার উদ্দেশে)

পদ্মহীন লক্ষ্মী ইনি
ললিতাস্ত্র অনঙ্গ দেবের,
কুলস্ত্রীর শোক-স্থান
পুষ্পরত্ন মদন-বৃক্ষের।
লয়ে প্রিয় সঙ্গী সাথে
রতি-কালোচিত লাজে অতি লজ্জাবতী,
বিলাস-বিভ্রম-ভরে
রতি-রঙ্গ-ক্ষেত্র-মাঝে চলেন যুবতী।
দেখ দেখ বসন্তসেনা!
বিরহিণী-হৃদি সম ম্লান মেঘ গরজিছে
লম্বমান শৈল-শিরপরে।
সে রব শুনিয়া দেখ সহসা ময়ূরগণ
উড়ি' উড়ি' উল্লাসের ভরে
মণিময় পুচ্ছ দিয়া তালবৃন্ত সম কিবা
করিতেছে বীজন নভ[illegible]।

অপিচ:—ধারাহত ভেকগণ
করিছে সলিল পান সুপঙ্কিল মুখে,
আনন্দে ডাকিছে শিখী,
কদম্ব-কুসুম যত প্রস্ফুটিত সুখে।
সন্ন্যাস লয় গো যথা যেই জন কুল-কলঙ্কিত,
চন্দ্রমা তেমতি এবে অতি ঘোর জলদে আবৃত।
নীচকুলোদ্ভবা কোন যুবতী যেমতি
এক স্থানে নহে স্থির বিদ্যুৎ তেমতি।

বস।—পণ্ডিত, তুমি ঠিক বলেছ:—

সুনিবিড় পয়োধরে আচ্ছন্ন করিয়া দিশি
কুপিতা সপত্নী-সম পথ মোর রোধে নিশি।
গরজিয়া ঘন ঘন করে মোরে নিবারণ,
ওরে মূঢ় নিশি! তোর কেন হেন আচরণ?

এ নিবিড় পয়োধরে লগ্ন হয়ে অবিরল
রমে যদি কান্ত মোর তোর কি তাহাতে বল্ ?

বিট।—আচ্ছা, ওকে খুব তিরস্কার কর দিকি।

বস।—দেখ পণ্ডিত! স্ত্রী-স্বভাব ঈর্ষ্যা করা, তা ওকে তিরস্কার করে' কি ফল? দেখ পণ্ডিত :—

করুক বর্ষণ মেঘ করুক গর্জ্জন,
ভীষণ অশনি-পাত হোক্ অনুক্ষণ,
যে রমণী যাত্রা করে কান্ত-সন্নিধানে
শীত-উষ্ণ বাধা সে গো কিছু নাহি মানে।

বিট।—আবার দেখ বসন্তসেনা!

পবন-সমান-বেগ ধারা-শর হানে মেঘ,
বিজুলী পতাকা-প্রায়, ভেরী-গরজন।
নৃপ যথা মহাবলী পশে পুরী শত্রু দলি'
সেইরূপ মেঘ আজি ছাইয়া গগন
শশাঙ্ক হইতে কর করিছে হরণ।

তুমি যা বল্লে, তা ঠিক—কিন্তু এ কথাও কি সত্য নয়?

তড়িৎ-বলাকা-শোভী
লম্বোদর গজরূপী মেঘদল করে গরজন,
শেল-সম তাহে দেখ বিদ্ধ হয় বিরহীর মন।
হতাশ বকের দল
অতি-জল-বৃদ্ধি-হেতু হাহা করে আকুল পরাণে,
বধ্য-ভেরী-নাদ-সম পশে তাহা বিরহিণী-কানে।
"প্রাবৃট্ প্রাবৃট্" বলি'
যখন তাহারা সবে করে হাহাকার
ক্ষত-স্থানে সে সময়ে পড়ে যেন ক্ষার।

বিট।—তা বটে বসন্তসেনা।—কিন্তু আবার দেখ :—

বলাকা—নভের শ্বেত উষ্ণীষের মত,
বিদ্যুৎ-চামর শিরে রয়েছে উদ্যত,
জলদে করিতে গজ ইচ্ছা মনোগত।

বস।—পণ্ডিত! দেখ দেখ!

তমালের আর্দ্র পত্র-সম
কালো মেঘ সূর্য্য ঢাকি ছাইল গগন।
শরাহত গজবৃন্দ যেন
—অবসন্ন ধারাহত বল্মীকগণ।
সৌদামিনী কাঞ্চন-দীপিকা
প্রাসাদ-উপরে যেন করে সঞ্চরণ।

হীন-বল পতি যার
সে নারীর যেই দশা হ'লে বহির্গত,
তেমতি বাহির হ'য়ে
জোছনারো সেই দশা—মেঘে হয় হত।

বিট।—বসন্তসেনা! দেখ দেখ :—

তড়িদ্‌গুণে বদ্ধ-বপু গজ-সম মেঘদল
পরস্পরে যেন গো আক্রমে,
ইন্দ্রাদেশে কিম্বা মেঘ রৌপ্য-গুণে টানে ঊর্দ্ধে
ধরণীরে ধারা-বরিষণে।

আরো দেখ :—

মহাবায়ু-পূর্ণোদর
মহিষের সম নীল যত জলধর
বিদ্যুতের পাখা ধরি'
চলে যেন জলধির শেষ সীমান্তর।
কিম্বা যেন ধারা-রূপ মণিময় শরাঘাতে
তীব্ররূপে ধরা করে ভেদ,
নববারি-ধারা-পাতে তীব্রগন্ধী ধরা হতে
তৃণাঙ্কুর হয় গো উদ্ভেদ।

বস।—পণ্ডিত! আবার দেখ :—

ময়ূরেরা ডাকে যারে
উচ্চৈঃস্বরে অতি সকাতরে,
বলাকা উড়িয়া বেগে
আলিঙ্গয়ে যারে স্নেহ-ভরে,
পদ্ম ত্যজি' হংসগণ
যারে দ্যাখে হয়ে উৎকণ্ঠিত,
—কজ্জলে কালিয়া দিক্
সেই মেঘ দেখ সমুত্থিত।

বিট।—তাই বটে।

দিন-রাতি এই দুটি জগতের পঙ্কজ-নয়ন—
ক্ষণ-প্রভা-প্রভাবলে দৃষ্টিহীন—নাহিক স্পন্দন।
জগতের আশা-মুখ দশ-দিশি আচ্ছাদন করি'
মেঘ-রাশি সুবিশাল নভোমাঝে আছে ছত্র ধরি'
—জগৎ ঘুমায় সুখে মেঘ-গৃহে মেঘেতে আবরি'।

বস।—সে কথা সত্য—কিন্তু আবার দেখ :—

বিলুপ্ত তারকাগণ
—অসাধু জনের প্রতি যথা উপকার,
কান্ত-হারা নারী সম
হারায়েছে দিক্-বধূ সব শোভা তার।

বাসবের বজ্রানলে
অতিমাত্র হইয়া তাপিত
গগন গলিয়া যেন
জলরূপে হতেছে পতিত।

আরো দেখ :—

প্রথম-সম্পদ-লব্ধ পুরুষের মত
জলধর কত রূপ ধরে শত শত।
কভু বা উপরে ওঠে, কভু নীচে যায়,
গরজে, বরষে, কভু অন্ধকারে ছায়।

বিট।—সে কথা ঠিক্।

বিদ্যুৎ-অনলে জ্বলে, হাসে বলাকার ছলে
মাহেন্দ্র ধনুকে যেন যোঝে ছাড়ি' শর-ধারা।
বজ্রনাদে হাঁকে ডাকে, মাথা ঘোরে বায়ু-পাকে,
নভ ধূমায়িত করি' চলে নীল সর্প-পারা॥

বস।—

নির্লজ্জ তুমি গো মেঘ, আমি এবে যাইতেছি
আমার সে নাথের সদন।
গর্জ্জনে দেখায়ে ভয় ধারা-হস্ত মোর অঙ্গে
বুলাইছ কেন গো এখন ?

শোন বলি ইন্দ্র :—

পূর্ব্বকালে তব প্রেমে অনুরাগী ছিল কি এ চিত্ত ?
তবে যে গো বৃষ্টিপাতে নাথ-দরশন-পথ রোধিতে
প্রবৃত্ত ?

অপিচ :—

তুমি পূর্ব্বে অহল্যারে মিথ্যা করি' বলেছিলে
"আমি গো গৌতম"।
তাই যদি এসে থাকো, মোরো দুঃখ দেখি' তুমি
—মেঘে কর নিবারণ॥

অপিচ :—

গরজ' বরষ' ইন্দ্র যা ইচ্ছা তোমার,
অশনি নিঃক্ষেপ কর শত শত বার।
যে নারী ভেটিতে যায় নিজ প্রিয়-জনে
কার সাধ্য রোধে তারে এ তিন ভুবনে ?

অপিচ :—

গর্জ্জে যদি জলধর করুক গর্জ্জন,
কে না জানে নিষ্ঠুর সে পুরুষের মন।
কিন্তু সৌদামিনি ওগো ! এ বড় কৌতুক,
তুমিও কি বোঝো নাকো রমণীর দুখ ?

বিট।—ঠাকরণ ! কেন ওকে মিথ্যে তিরস্কার করচ—বিদ্যুৎ তোমার উপকারিণী বন্ধু।

ঐরাবত উরূপরি
চপল কনক-রজ্জু-প্রায়,
ধবল পতাকা যেন
নিবেশিত শৈলের মাথায়,
দেবরাজ-ভবনের
প্রজ্বলিত দীপের মতন
বলিয়া দিতেছে উহা
তব প্রিয়তমের ভবন।

বস।—পণ্ডিত ! তাই তো, এই যে সেই গৃহ।

বিট।—সমস্ত কলা-বিদ্যাই তো তোমার জানা আছে—এমন কিছুই নেই—যে বিষয়ে তোমাকে আমি উপদেশ দিতে পারি। কেবল এইমাত্র বলি, ওঁর ওখানে গিয়ে, অত্যন্ত বেশি রাগ কিম্বা অভিমান করা তোমার কর্ত্তব্য নয়।

কর যদি মান তবে না থাকিবে রতি,
বিনা মানে কোথাই বা কামের বসতি ?
মান করে' থাকো, মান কর উত্তেজনা,
পরে শান্ত হয়ে কর কান্তরে সান্ত্বনা।

সে যাক্। কে আছ গো ! চারুদত্ত মহাশয়কে বল :—

যে সময়ে বিকসিত কদম্ব-কুসুম নীপ
করে [illegible]
সেই মেঘাবৃত কালে জলার্দ্র অলকে, আ[illegible]
প্রেমে হৃষ্ট-প্রাণ
তব দরশন আশে কোন্ বামা হেথা দ্যাখো
আসি উপস্থিত,
নূপুরে কর্দ্দম লগ্ন, দাঁড়ায়ে করেন দ্বারে
পদ প্রক্ষালিত।

চারু।—(শুনিয়া) সখা ! জেনে এসো দিকি ব্যাপারটা কি ?

বিদূ।—এই যাই। (বসন্তসেনার নিকটে আসিয়া সাদরে) কল্যাণ হোক !

বস।—এসো ঠাকুর, এসো ! প্রণাম ! (বিটের প্রতি) এই ছত্র-ধারিণী তোমার সঙ্গে থাক্।

বিট।—(স্বগত) এই উপায়ে কেমন কৌশল

করে' আমাকে সরিয়ে দিলে দ্যাখো, (প্রকাশ্যে) আচ্ছা, তাই হোক্। দেখ বসন্তসেনা!

দম্ভ, মায়া, ছল, মিথ্যা
ইহাদের যেথা জন্ম হয়
শাঠ্য-পরিপূর্ণ সেই
রতিকলা-কেলির আলয়।
মদন-বাজারে যেথা
সতত সংগ্রহ হয় সুরত-উৎসব,
দাক্ষিণ্য-সুখের মূল্যে
বিক্রয় হউক তব যৌবন-গৌরব।
[বিটের প্রস্থান।

বস।—মৈত্রেয় মহাশয়! আপনাদের জুয়ারী কোথায়?

বিদূ।—(স্বগত) হি হি হি! বেশ যা হোক্! প্রিয়সখা "জুয়ারী" খেতাব পেয়েছেন দেখ্‌চি। (প্রকাশ্যে) তিনি ঐ শুষ্ক বাগানে বসে' আছেন।

বস।—মশায়! বাগানটিকে শুষ্ক বল্‌চেন কেন?

বিদূ।—যেখানে খাদ্য-পানীয় কিছুই নেই, সে স্থান শুষ্ক নয় তো আর কি?

বস।—(সস্মিত)

বিদূ।—ওগো. তবে ভিতরে এসো।

বস।—(জনান্তিকে) ওখানে গিয়ে কি বলি বল্ দিকি?

দাসী।—"ওগো জুয়ারী! তোমার সন্ধ্যাটা তো এখন বেশ সুখে কাটে" এই কথা বলুন।

বস।—ও কথা কি বল্‌তে পারব?

দাসী।—অবসর পেলেই বল্‌তে পারবেন।

বিদূ।—ওগো! ভিতরে এসো।

দৃশ্য—উদ্যানের অভ্যন্তর

বস।—(প্রবেশ ও নিকটে গিয়া পুষ্প-প্রহার) ওগো জুয়ারী! তোমার সন্ধ্যাটা এখন সুখে কাটে তো?

চারু।—(দেখিয়া) এ কি! বসন্তসেনা যে! (সহর্ষে উত্থান করিয়া) অয়ি প্রিয়ে!

প্রদোষটা যায় মম সদা জাগরণে,
নিঃশ্বাসেতে কাটে কাল নিশা আগমনে।
তোমারে পাইয়া আজি ওগো সুলোচনে!
প্রদোষের শোক-তাপ ঘুচিল এক্ষণে॥

এসো প্রিয়ে, এসো—এই আসন—এইখানে বোসো।

বিদূ।—ওগো! এই আসনে বোসো।

(বসন্তসেনা উপবিষ্ট হইলে সকলের উপবেশন)

চারু।—সখা! দেখ, দেখ!

বৃষ্টিবিন্দু ঝরি' পড়ে
শ্রবণান্ত-বিলম্বিত কদম্বটি হ'তে,
হয়েছে একটি স্তন
যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত যেন বিধিমতে।

তা, দেখ সখা, বসন্তসেনার কাপড় ভিজে গেছে, অন্য একখানা ভাল কাপড় এনে দেও।

বিদূ।—আচ্ছা, এনে দিচ্ছি।

দাসী।—মৈত্রেয় মশায়! আপনি থাকুন, আমি ওঁর সেবা-শুশ্রূষা করচি। (তথা করণ)

বিদূ।—(চুপি চুপি) দেখ সখা, ওঁকে কি কিছু জিজ্ঞাসা করব?

চারু।—কর না।

বিদূ।—(প্রকাশ্যে) আচ্ছা. কি নিমিত্ত তুমি চন্দ্রালোক-শূন্য এই অন্ধকার দুর্দ্দিনে এলে বল দিকি?

দাসী।—ঠাকরণ! ব্রাহ্মণটি ভারি সাদাসিধে লোক দেখ্‌চি।

বস।—বরং বল্, ভারি চতুর।

দাসী।—ঠাকরণ জান্‌তে এসেছেন, সেই রত্ন-মালাটির মূল্য কত?

বিদূ।—(জনান্তিকে) দেখ, পূর্ব্বেই তো আমি তোমাকে বলেছিলেম, রত্নমালার অল্প মূল্য আর স্বর্ণ-অলঙ্কারগুলির বেশি মূল্য—তাই আরও কিছু পাবার প্রত্যাশায় এসেছে।

দাসী।—সেই রত্নমালাটি নিজের ভেবে জুয়ো-খেলায় ঠাকরণ হারিয়েছেন—আর সেই আড্ডাধারী, রাজার কাজে কোথায় চলে' গেছে—তাকে আর দেখতে পাওয়া যাচ্চে না।

বিদূ।—ওগো, আমি স্বর্ণ-অলঙ্কার সম্বন্ধে যা যা বলেছিলেম, এও যে তাই আওড়াচ্চে।

দাসী।—যত দিন না তার খোঁজ পাওয়া যায়, তত দিন এই স্বর্ণ-অলঙ্কারগুলি আপনার কাছে রাখুন।—(স্বর্ণ-অলঙ্কার প্রদান)

বিদূ।—(নাড়িয়া চাড়িয়া দর্শন)

দাসী।—মহাশয় যে খুব ঠাউরে ঠাউরে দেখচেন—এগুলি পূর্ব্বে দেখেছিলেন না কি ?

বিদূ।—ওগো!—কি চমৎকার শিল্পকাজ!—তাই এ-থেকে চোখ ফেরাতে পারচি নে।

দাসী।—দেখে ঠাওরাতে পারলেন না? আপনার তবে চোখ নেই—এই সেই স্বর্ণ-অলঙ্কারগুলি।

বিদূ।—(সহর্ষে) দেখ সখা! এই সেই স্বর্ণ-অলঙ্কারগুলি যা চোরে আমাদের ঘর থেকে চুরি করে' নিয়ে গিয়েছিল।

চারু।—সখা!

গচ্ছিত যে বস্তু ছিল আমার নিকটে
তারি' পরিশোধ-ছলে দিতেছি গো বটে।
কিন্তু নহে বাস্তবিক এ সে অলঙ্কার,
ইহা শুধু আমাদের বঞ্চনাই সার।

বিদূ।—দেখ সখা, ব্রহ্মণ্যদেবের দিব্যি, এগুলি সত্যই সেই অলঙ্কার।

চারু।—আ, বাঁচা গেল! শুনে বড় খুসি হলেম।

বিদূ।—(জনান্তিকে) ও কোথ্‌থেকে পেলে, জিজ্ঞাসা করব কি ?

চারু।—দোষ কি ?

বিদূ।—(দাসীর কানে কানে) তাই কি ?

দাসী।—(বিদূষকের কানে কানে) হাঁ, তাই বটে।

চারু।—কি কথা হচ্চে? আমরা কি শুনতে পাই নে ?

বিদূ।—(চারুদত্তের কানে কানে) এই কথা।

চারু।—বাছা! সত্যই কি সেই অলঙ্কারগুলি ?

দাসী।—আজ্ঞে হাঁ।

চারু।—বাছা! সুসংবাদ দিয়ে আমার কাছে কেউ নিষ্ফল হয় না। পারিতোষিক-স্বরূপ এই আংটীটি দিলেম—ন্যাও। (হাতে অঙ্গুরী নাই দেখিয়া লজ্জা)

বস।—(স্বগত) তোমারি হাতে অঙ্গুরী থাকা শোভা পায়।

চারু।—(জনান্তিকে) ওঃ, কি কষ্ট !

যে জন গো ধনহীন, আদৌ জীবনে তার
নাহি প্রয়োজন।
প্রতিদান-শক্তি নাই—কোপ অনুগ্রহ তার
বৃথা প্রদর্শন।

অপিচ :—

পক্ষহীন পক্ষী, আর
শুষ্ক তরু, জলহীন সর,
দন্ত-উৎপাটিত সর্প,
সেইরূপ ধনহীন নর।

অপিচ :—

শূন্য গৃহ, শীর্ণ তরু, জলহীন কূপ,
দরিদ্র পুরুষ, এরা সব্‌ই সমরূপ।
পরিচিত জনেরাও
দরিদ্রকে হয় বিস্মরণ,
দরিদ্র হইলে তুষ্ট
ব্যর্থ তার তুষ্টি প্রদর্শন।

বিদূ।—দেখ, দুঃখ করে' আর কি হবে? (প্রকাশ্যে পরিহাস-সহকারে) ওগো! এখন আমার সেই স্নান-ধুতিটা ফিরে দেও দিকি।

বস।—দেখুন দত্ত মশায়! আমাকে এই রত্নমালার যোগ্য মনে করা আপনার উচিত হয় নি।

চারু।—(অপ্রতিভ হইয়া সস্মিত) দেখ বসন্তসেনা!

বাস্তবিক কথা কে গো করিবে প্রত্যয়,
সর্ব্বজনে আমারেই করিবে সংশয়।
সবাই সন্দেহ করে দরিদ্রের কথা,
দুর্ব্বল যে তেজোহীন—ছার দরিদ্রতা।

বিদূ।—ওগো! আজ কি তুমি এখানেই শোবে ?

দাসী।—(হাসিয়া) মৈত্রেয় মশাই! আপনি আজ যে ভারি ন্যাকা হয়েচেন দেখচি, যেন কিছুই বোঝেন না।

বিদূ।—দেখ সখা! আমরা বেশ সুখে বোসে আছি, আমাদের তাড়াবার জন্য আবার যে ঘোর ঘটা করে' বৃষ্টি আরম্ভ হল।

চারু।—ঠিক বলেছ।

মেঘের অন্তর ভেদি' পড়ে বৃষ্টিজল
মৃণালের সূচি যথা ভেদে' পঙ্ক-তল।
শশীর বিপদে কিম্বা যেমতি গগন
তাপিত হইয়া করে অশ্রু বিমোচন।

অপিচ :—বলদেব-বস্ত্র সম নীল জলধর
সাধু-চিত্ত-শুভ্র ধারা বর্ষে নিরন্তর।
কিম্বা যথা অর্জ্জুনের বাণ খরধার,
কিম্বা যথা বাসবের মুক্তার ভাণ্ডার।

প্রিয়ে! দেখ দেখ!

সুপিষ্ট তমাল-লেপে লিপ্ত হয়ে আছে যেন
সমস্ত গগন
সুরভিত সন্ধ্যানিল সুশীতল, করে যেন
তাহারে বীজন।
জলদের সমাগমে প্রণয়িনী সৌদামিনী
আসি' স্বেচ্ছাক্রমে
নিজ কান্ত গগনেরে করে বদ্ধ গাঢ়তর
প্রেম-আলিঙ্গনে।

বস।—(শৃঙ্গার-ভাব অভিনয় করিয়া চারুদত্তকে আলিঙ্গন)

চারু।—(স্পর্শ-সুখ অভিনয় করিয়া প্রত্যালিঙ্গন)

গরজ' গরজ' মেঘ সুগম্ভীর নাদে,
মদন হৃদয়ে জাগে তোমারি প্রসাদে।
উপজিল অনুরাগ, প্রিয়ার পরশে
তনুটি কদম্ব-সম রোমাঞ্চ হরষে।

বিদূ।—আরে ব্যাটা বর্ষা! তুই ভারি খারাপ—বিদ্যুৎ দিয়ে তুই ওঁকে এখন কেন ভয় দেখাচ্চিস্ বল দিকি?

চারু।—সখা! বিদ্যুৎকে কেন তিরস্কার করচ?

শত বর্ষ ধরি' বর্ষা, অবিরত বারিধারা
করুক বর্ষণ,
সৌদামিনী মুহুর্ম্মুহু, সমস্ত আকাশ ব্যাপি'
করুক স্ফুরণ,
সুদুর্লভ প্রিয়া-সনে আলিঙ্গনে বদ্ধ এবে
আমা-বিধ জন।

তা ছাড়া, দেখ সখা!

ধন্য বলি' মানি আমি তাহার জীবন
লভিয়া যে নিজ গৃহে কামিনী-সঙ্গম
মেঘ-জল-সুশীতল আর্দ্র গাত্র তার
নিজ গাত্রে সংলগ্ন করে বারম্বার।

প্রিয়ে বসন্তসেনা!

স্তম্ভগুলি বিচলিত স্তম্ভ-বেদীপরে,
কোনমতে চন্দ্রাতপে অতি কষ্টে ধরে।
ধারা-বেগে সুধা-লেপ হইয়া গলিত
বিচিত্র এ ভিত্তিটিরে করে কর্দ্দমিত।

(ঊর্দ্ধে অবলোকন করিয়া) এ কি, ইন্দ্রধনু যে!

প্রিয়ে দেখ দেখ।

বিদ্যুজ্জিহ্বা প্রকাশিয়া, ইন্দ্র-ধনু-দীর্ঘবাহু
করি উত্তোলন
মেঘ-হনু বিস্তারিয়া, অন্তরীক্ষ করে যেন
আরামে জৃম্ভণ।

এস তবে আমরা ঘরের ভিতরে যাই। (গাত্রোত্থান করিয়া পরিক্রমণ)

তাল-বনে তার-স্বর—তরু-শাখে মন্দ্র,
শিলাপরে রুক্ষধ্বনি, সলিলে প্রচণ্ড
—বীণাবাদ্য হয় যথা সঙ্গীতের কালে
তেমতি গো বৃষ্টিধারা পড়ে তালে তালে।

[সকলের প্রস্থান।

"দুর্দ্দিন" নামক পঞ্চম অঙ্ক।

ষষ্ঠ অঙ্ক

দৃশ্য—চারুদত্তের গৃহ

(দাসীর প্রবেশ)

দাসী।—এ কি?—এখনও ঠাকরণের ঘুম ভাঙ্গেনি?—আচ্ছা, আমি তবে ঘরে গিয়ে ওঁকে জাগিয়ে দি। (পরিক্রমণ)

ঘরের ভিতর

আচ্ছাদিত-শরীর বসন্তসেনা নিদ্রিতা।

দাসী।—(নিরীক্ষণ করিয়া) উঠুন ঠাকরণ, উঠুন! প্রভাত হয়েছে।

বস।—(জাগিয়া) কি! রাত্রি-প্রভাত?

দাসী।—আমাদের প্রভাত—ঠাকরণের এখনও রাত্রি।

বস।—ওলো! তোদের জুয়ারীটি কোথায়?

দাসী।—ঠাকরণ! দত্ত মশায় বর্দ্ধমানককে

সমস্ত বোলে-কোয়ে "পুষ্প-করণ্ডক" নামে সেই পোড়ো বাগানটিতে গেছেন।

বস।—কি বোলে গেছেন?

দাসী।—রাত্রি থাক্‌তেই গাড়ি প্রস্তুত রেখো, বসন্তসেনা যাবেন—এই কথা বলে' গেছেন।

বস।—ওলো! আমায় কোথায় যেতে হবে?

দাসী। ঠাকরণ! যেখানে দত্ত-মহাশয় গেছেন।

বস।—(দাসীকে আলিঙ্গন করিয়া) রাত্রে ভাল করে' তাঁকে দেখ্‌তে পাইনি, আজ তা হ'লে তাঁকে ভাল করে' দেখ্‌ব। ওলো! আমি কি অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছি?

দাসী।—শুধু অন্তঃপুরে নয়, সকলের অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করেছেন।

বস।—আমি আসাতে চারুদত্তের পরিজনদের কি কষ্ট হয়েছে?

দাসী।—তাদের কষ্ট পরে হবে বটে।

বস।—কখন্?

দাসী।—যখন ঠাকরণ চলে' যাবেন।

বস।—তখন তো প্রথমে আমারই কষ্ট হবে। ন্যাখ, এই রত্নমালাটি নিয়ে আমার ভগিনী ধূতা-দেবীর হাতে দিয়ে আয়—তাঁকে এই কথা বল্ যে, 'আমি চারুদত্ত-মহাশয়ের গুণে বশীভূত হয়ে তাঁর দাসী হয়েচি—সুতরাং আপনারও দাসী—অতএব এই রত্নমালাটি আপনারই কণ্ঠাবরণ হোক্।'

দাসী।—ঠাকরণ, চারুদত্ত তা হলে আপনার উপর রাগ করবেন।

বস।—না, রাগ করবেন না, তুই যা।

দাসী।—(রত্নমালা লইয়া) যে আজ্ঞে, যাচ্চি।

(প্রস্থান করিয়া পুনঃ প্রবেশ)

দাসী।—ঠাকরণ! ধূতদেবী বল্লেন, "আমার স্বামী তোমাকে এটি দান করেছেন, আমার নেওয়া উচিত নয়। তুমি এ বেশ জেনো, আমার স্বামীই আমার নিজস্ব অলঙ্কার।"

(একটি বালককে লইয়া রদনিকার প্রবেশ)

রদ।—আয় বাছা! আমরা এই মাটির গাড়ীটি নিয়ে খেলা করি।

বালক।—(সকরুণভাবে) রদনিকা, এই মাটির গাড়ীতে আমার কি হবে?—আমার সেই সোনার গাড়ীটা নিয়ে এসো।

রদ।—(নিরাশভাবে নিঃশ্বাস ফেলিয়া) জাদু! এখন আর আমাদের সোনার ব্যবহার কোথায়? বাবার যখন আবার টাকা হবে, তখন তুই সোনার গাড়ী নিয়ে খেলুবি। (স্বগত) এখন ওকে কোনও রকম করে' ভুলিয়ে রাখি—যাই, ওকে বসন্তসেনা-ঠাকরণের কাছে নিয়ে যাই। (নিকটে গিয়া) ঠাকরণ! প্রণাম।

বস।—এসো রদনিকে, এসো! এ ছেলেটি কার? গায়ে কোন অলঙ্কার নেই, তবু চাঁদমুখটি দেখে আমার এত ভাল লাগ্‌চে।

রদ।—এটি চারুদত্ত মহাশয়ের পুত্র—নাম রোহসেন।

বস।—(বাহু প্রসারণ করিয়া) আয় বাছা, আমার কোলে আয়। (কোলে বসাইয়া) দেখ্‌তে ঠিক বাপের মত।

রদ।—শুধু চেহারা নয়, আমার মনে হয়, স্বভাবটিও বাপের মত হয়েছে। এখন তিনি একে দেখেই যা কিছু সান্ত্বনা পান।

বস।—কাঁদ্‌ছে কেন?

রদ।—আমাদের প্রতিবাসীর একটি ছেলে সোনার খ্যালনা-গাড়ী নিয়ে খ্যালা করছিল—এ দেখ্‌তে পেয়ে সেটি হাতে করে' নিলে—আর ক্রমাগত সেইটি চাইতে লাগ্‌ল—আমি ভোলাবার জন্যে তার বদলে একটি মাটির গাড়ী এনে দিলুম। কিন্তু ছেলেটি কি ভোল্‌বার পাত্র?—আমাকে বল্লে, "রদনিকা! আমি এই মাটির গাড়ি নিয়ে কি করব—আমাকে সেই সোনার গাড়ীটি দেও।"

বস।—আ ছি ছি! পরের দ্রব্য [illegible]র জন্য কাঁদচে? ভগবান্ দৈব! পদ্মপত্রের জলবিন্দুর মত পুরুষের ভাগ্য নিয়ে তোমার খেলা? জাদু! কেঁদো না—সোনার গাড়ী পাবে।

বালক।—রদনিকা! এ কে?

বস।—আমি তোর পিতার গুণ-মুগ্ধা দাসী।

রদ।—বাছা! ঠাকরণ তোর মা হন্।

বালক।—রদনিকা! তুমি মিথ্যা কথা বল্‌চ—ইনি যদি আমাদের মা হবেন, তা হ'লে গায়ে গহনা কেন?

বস।—জাদু! তোমার সরল শিশু-মুখের এইরূপ কথা শুনলে বড়ই কষ্ট হয়। বাছা! এখন আমি যে তোর মা হয়েছি। তা, এই অলঙ্কারটি নে—এতে সোনার গাড়ী তৈরি হবে।

বালক।—যাও—আমি নেব না—তুমি যে কাঁদ্‌চ।

বস।—(অশ্রু মার্জ্জনা করিয়া) না জাদু—আমি আর কাঁদ্‌ব না—তুই এটি নিয়ে খ্যালা কর্ গে। (মৃৎশকটের মধ্যে অলঙ্কারগুলি পূরিয়া) জাদু! এই দিয়ে সোনার গাড়ী করিয়ে নিস্।

[বালককে লইয়া রদনিকার প্রস্থান।

(বয়েলের গাড়ীতে চড়িয়া দাসের প্রবেশ)

দাস।—রদনিকে! রদনিকে! বসন্তসেনা-ঠাকরণকে জানিয়ে এসো, খিড়কির দরজা খোলা আছে, গাড়ীও তৈরি হয়েছে।

(রদনিকার প্রবেশ)

রদ।—ঠাকরণ! বর্দ্ধমানক বল্‌চে, খিড়কির দরজায় গাড়ি দাঁড়ীয়ে আছে।

বস।—ওলো! একটু অপেক্ষা করুক, আমি ততক্ষণ সেজে-গুজে নিই।

রদ।—(প্রস্থান করিয়া) বর্দ্ধমানক! একটু অপেক্ষা কর—ঠাকরণ সাজ-গোজ করচেন।

দাস।—হি হি হি! ওগো, আমিও যে গাড়ীর বিছানা আন্‌তে ভুলে গেছি—আমি এখনি নিয়ে আসি। বলদেরা নাকের দড়ির টানে যাবার জন্য অস্থির হয়েছে—আচ্ছা,—এই গাড়িতে করেই যাই।

বস।—ওলো! আমার সাজ-সজ্জার' জিনিস-গুল নিয়ে আয় তো—এইবার সাজ-গোজ করে' নি।

(গৃহের বাহিরে)

(বলদের গাড়ী চড়িয়া দাস স্থাবরকের প্রবেশ)

স্থাবরক।—রাজার শালা সংস্থানক আমাকে এই কথা বলেছিলেন, "দেখ স্থাবরক! গাড়ী নিয়ে "পুষ্প-করণ্ডক" নামে পোড়ো বাগানটাতে শীঘ্র এস"। আচ্ছা, এখন তবে সেইখানেই যাই—চল্ রে বয়েল চল্। (পরিক্রমণ ও অবলোকন করিয়া) গ্রামের গরুর গাড়ীতে পথটা একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে—এখন কি করি? (সগর্ব্বে) ওরে! সরে' যা রে সরে' যা! কি বলচিস্?—কার গাড়ী?—এটি রাজার শালা সংস্থানকের গাড়ী! শীঘ্র সরে' যা বল্‌চি। (অবলোকন করিয়া) এ আবার কে? জুয়ার আড্ডা থেকে জুয়ারী যেমন আড্ডাধারীকে দেখে পালায়, সেই রকম ও ব্যক্তিও আমাকে হঠাৎ দেখে মুখ ঢেকে যে পালিয়ে গেল। না জানি এ লোকটা কে। কিন্তু আমার তা জেনে লাভ কি? আমি এখন শীঘ্র হাঁকিয়ে যাই। এই! এই! গাঁয়ের লোক! তোরা সব সরে' যা। কি বল্‌চিস্? একটু দাঁড়িয়ে চাকাটা ঠেলে দেব? আরে! আমি রাজার শালা সংস্থানকের লোক—আমি তোর চাকা ঠেলে দেব?—না না, বেচারা একলা—কেউ সাহায্য করবার লোক নেই—আচ্ছা, আমিই করচি। ততক্ষণ এই গাড়ীটা চারুদত্ত মহাশয়ের বাগান-বাড়ীর খিড়কির দরজায় রেখে দি। (গাড়ী রাখিয়া) এই আমি আস্‌চি।

[প্রস্থান।

(গৃহের ভিতরে)

দাসী।—ঠাকরণ! চাকার শব্দ শোনা যাচ্চে, গাড়ী বোধ হয় এসেচে।

বস।—ওলো চল্। যাবার জন্য আমার মন ব্যস্ত হয়েছে—এখন খিড়কির দরজায় আমাকে নিয়ে চল্।

দাসী।—এই দিকে ঠাকরণ, এই দিকে।

বস।—(পরিক্রমণ করিয়া) তুইও এখন বিশ্রাম কর।

দাসী।—যে আজ্ঞে ঠাকরণ!

[প্রস্থান।

(গৃহের বাহিরে)

বস। (দক্ষিণ চক্ষুর স্পন্দন ও গাড়ীতে আরোহণ) বোধ হয়, চারুদত্তের দর্শনেই এই অশুভ দূর হবে।

(দাস স্থাবরকের প্রবেশ)

স্থা। শকট-গুল সরিয়ে দিয়েছি। এখন তবে যাওয়া যাক। গাড়ীটা বড় ভারি! অথবা চাকা ঠেলে শ্রান্ত হয়েছি, তাই ভারি বলে' মনে হচ্চে। যাই হোক্, এখন যাওয়া যাক। চল্ গরুরা চল্!

নেপথ্যে।—দ্যাখ, তোরা প্রহরীরা সব আপনা আপনার থানায় সতর্ক হয়ে থাক্—আজ সেই গোয়ালার ছেলে কারাগার ভেঙ্গে কারাগারের প্রধানকে বধ করে' শিকলি ছিঁড়ে পালিয়েছে। তাকে গিয়ে তোরা ধর্।

(এক পায়ে শৃঙ্খল-বদ্ধ অবগুণ্ঠিত আর্য্যক ভয়ব্যাকুল-ভাবে সত্বর প্রবেশ করিয়া পরিক্রমণ)

স্থা।—(স্বগত) সমস্ত নগরের লোক ভয়ে আকুল হয়েছে—এইবার শীঘ্র হাঁকিয়ে যাই।

[প্রস্থান।

আর্য্য—।—এড়াইয়া ভূপতির ঘোর কারাগার
বিপদ-আপদ হতে হইনু উদ্ধার।
শৃঙ্খলে আবদ্ধ মোর একটি চরণ,
ছিন্ন-পাশ গজ সম করি গো ভ্রমণ।

রাজা পালক সিদ্ধ পুরুষের আদেশ শুনে ভীত হয়ে গোয়ালা-পাড়া থেকে আমাকে ধরে' এনে একটা ঘোর কারাগারে বেঁধে রেখে-ছিলেন—আমার প্রিয় সুহৃৎ শর্বিলক আমাকে সেই বন্ধন থেকে মুক্ত করেছেন। (অশ্রু মোচন)

ভাগ্যে যদি থাকে তবে মোর কিবা দোষ?
ভূপতি আমার প্রতি বৃথা করে রোষ।
মোরে কারাগারে বদ্ধ করি' অকারণ
বাঁধিল নিগড়ে যেন অরণ্য-বারণ!
দৈবের ঘটনা কেবা লঙ্ঘিবারে পারে
—তাহার উপরে শক্তি ধরে কে সংসারে?
নৃপেরো নিকটে যাওয়া আমার উচিত,
কে করে বিরোধ বলবানের সহিত?

হতভাগ্য আমি এখন কোথা যাই? (দেখিয়া) কোনও ভদ্রলোকের বাড়ীর খিড়কির দরজাটা খোলা রয়েছে দেখ্‌চি।

ভগ্ন দেখি এই গৃহ—নাহিক অর্গল,
বৃহৎ কপাট কিন্তু জীর্ণ সন্ধিস্থল।
গৃহপতি হতভাগ্য আমারি মতন,
আমারি সমান কষ্ট পায় অনুক্ষণ।

আচ্ছা, আমি তবে এই গৃহের ভিতরে গিয়ে একটু দাঁড়াই।

নেপথ্যে।—চল্ রে গরু চল্।

আর্য্যক।—(শুনিয়া) এই যে। একটা গাড়ী এই দিকে আস্‌চে।

হবে কি যাত্রীর যান?
অথবা উহাতে কোন দুষ্ট অধিষ্ঠিত?
বধূ-জনে লইবারে
বধূ-যান কোন কি গো হেথা উপস্থিত?
যাইতে গ্রামের বা'র
প্রধান জনের তরে ইহা কি আনীত?
দেখিতেছি শূন্য ইহা,
স্থানটিও দেখিতেছি নির্জন নিভৃত।
এ যান আমারি তবে
—নিশ্চয় আমারি তরে বিধির প্রেরিত॥

(গাড়ী লইয়া দাস বর্দ্ধমানকের প্রবেশ)

বর্দ্ধ।—হাঃ সাবাস!—গাড়ীর বিছানাটা তো এনে ফেলেচি। রদনিকে, বসন্তসেনা-ঠাকরণকে বল—গাড়ী তৈরি; ঠাকরণ এখন গাড়ীতে চড়ে' "পুষ্প-করণ্ডক" পোড়ো বাগানে চলুন।

আর্য্যক।—(শুনিয়া) এটা দেখ্‌চি বেশ্যার গাড়ী—গ্রামের বাহিরেও যাবে—আচ্ছা, আমি তবে চড়ে' বসি। (আস্তে আস্তে নিকটে গমন)

দাস।—(শৃঙ্খলধ্বনি শুনিয়া) এই যে, নূপুরের শব্দ শোনা যাচ্চে। ঠাকরণ বুঝি তবে এলেন। নাকের দড়ির টানে গরুরা বড় অস্থির হয়েছে—ঠাকরণ! পিছন দিক দিয়ে গাড়ীতে উঠুন। (আর্য্যক তথাকরণ)

দাস।—নূপুরের শব্দ থেমে গেছে, গাড়ীটাতে চাপ্ পড়েছে—তাই বোধ হচ্চে, ঠাকরণ গাড়ীতে উঠেছেন—এখন তবে হাঁকাই।—চল্ রে গরু চল্।

(বীরকের প্রবেশ)

বীরক।—ওরে রে! জয়, জয়মান, মঙ্গল, পুষ্পভদ্র প্রভৃতি নগররক্ষিগণ!

সুবিশ্বস্ত-মনে তোরা আছিস্ হেথায়?
গোয়ালার ব্যাটা ছিল আবদ্ধ কারায়,
টুটিয়া বন্ধন তার দেখ সে পালায়
রাজাও ভাবিত বড় হয়েছেন তায়।

ওরে! তুই বহির্দ্বারে থাক্—তুই পশ্চিম দিকে—তুই দক্ষিণে, আর তুই উত্তরে। চন্দনকের সঙ্গে এই প্রাচীরের উপরে উঠে আমি চার দিকটা একবার দেখি। ওরে চন্দনক! এই দিকে আয় রে, এই দিকে আয়!

(ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া চন্দনকের প্রবেশ)

চন্দনক।—ওরে রে বীরক, বিশল্য, ভীমাঙ্গদ, দণ্ডকাল, দন্তশূর প্রভৃতি রক্ষিগণ!

খোঁজ রে যতন করি'—আয় রে ত্বরায়,
—রাজ-লক্ষ্মী গোত্রান্তরে যেন নাহি যায়।

অপিচ :—

উদ্যানে, সভায়, মার্গে,
ঘোষ-পল্লী, নগর-বাজারে
—যেথায় সন্দেহ হয়
শীঘ্র করি খোঁজ রে তাহারে।
ওরে রে বীরক তুই
কি দেখিলি বল্ রে খুলিয়া,
ভাঙ্গিয়া শৃঙ্খল কে গো
গোপ-পুত্রে লইল হরিয়া?
অষ্টমেতে রবি কার?
চতুর্থেতে রহে কার শশী?
ষষ্ঠে কার শুক্র গ্রহ?
পঞ্চমে মঙ্গল কার বসি'?
নবমেতে কার শনি?
—সেই জন উদ্ধারিল তায়।
থাকিতে জীবিত আমি
দেখিব সে পলায় কোথায়॥

বীরক।—দেখ সর্দ্দার মহাশয়!
উদ্ধার করিল কেহ তাহারে নিশ্চয়।
শপথ করিছি ছুঁয়ে তোমার হৃদয়,
পলাল সে যবেমাত্র অর্দ্ধ-সূর্য্যোদয়।

দাস —চল্ রে গরু চল্।

চন্দ।—(দেখিয়া) ওরে রে—দেখ্ দেখ

আচ্ছাদিত গাড়িখানি
যাইতেছে রাজপথ দিয়া
কার যান, কোথা যায়,
অন্বেষণ কর কাছে গিয়া।

বীরক।—(দেখিয়া) ওরে গাড়োয়ান! গাড়ী থামা। এ গাড়ী কার? আরোহী কে? যাচ্চেই বা কোথায়?

দাস।—এটি চারুদত্তের গাড়ী, এতে বসন্তসেনা আছেন। "পুষ্পকরণ্ডক" পোড়োবাগানে আমোদ করবার জন্য চারুদত্ত এঁকে নিয়ে যাচ্ছেন।

বীরক।—(চন্দনকের নিকট গিয়া) গাড়োয়ান বল্‌চে;—চারুদত্ত মহাশয়ের গাড়ী, বসন্তসেনা ওতে আছেন, "পুষ্পকরণ্ডক" নামে পোড়োবাগানে নিয়ে যাচ্চে।

চন্দ।—আচ্ছা, যাক।

বীরক।—না দেখেই যেতে দেওয়া হবে?

চন্দ।—হাঁ।

বীরক।—কার বিশ্বাসে?

চন্দ।—চারুদত্ত মহাশয়ের।

বীরক।—কে চারুদত্ত?—বসন্তসেনাই বা কে? আর, না তদন্ত করেই বা যেতে দেওয়া হচ্চে কেন?

চন্দ।—আরে, চারুদত্ত মশায় কে, তা জানিস নে? বসন্তসেনা কে, তাও জানিস নে? যদি চারুদত্ত ও বসন্তসেনাকে না জানিস, তবে আকাশের চাঁদকেও জানিস্ নে—জোছনাকেও জানিস্ নে।

গুণে অরবিন্দ যে গো শীলে শশী সম
বল তারে নাহি জানে হেথা কোন্ জন?
বিপন্নের দুঃখ তিনি করেন মোচন,
চতুঃসাগরের তিনি অমূল্য রতন।
এ নগরে দুই ব্যক্তি
সকলের পূজনীয়—তিলক মাথার
—এক সে বসন্তসেনা,
ধর্ম্মের নিদান সেই চারুদত্ত আর।

বীরক।—ওরে চন্দনক!
জানি আমি চারুদত্তে,
জানি আমি বসন্তসেনায়,
রাজাজ্ঞা-পালন-কালে
না জানি গো আপন পিতায়।

আর্য্যক।—(স্বগত) এই বীরক আমার পূর্ব্ব-শত্রু, আর এই চন্দনক আমার পূর্ব্ব-মিত্র। কেন না :—

নিযুক্ত এক-ই কার্য্যে
তবু নহে ইহাদের এক রীতি-নীতি।
একই তো গো হুতাশন
শ্মশানে বিবাহে তবু বিভিন্ন-প্রকৃতি॥

চন্দ।—তুই খুব হুঁসিয়ার সেনাপতি, রাজার বিশ্বাসী। আমি বলদ দুটোকে ধরচি, তুই দ্যাখ, গাড়ীর ভিতরে কে আছে।

বীরক।—তুইও তো রাজার বিশ্বাসী সেনাপতি, তুই দ্যাখ্ না।

চন্দ।—আচ্ছা, আমি দেখলেই তোর দ্যাখা হবে।

বীরক।—তোর দেখা হলেই রাজা পালকেরও দেখা হবে।

চন্দ।—ওরে! গাড়ী থামা। (দাসের তথাকরণ)

আর্য্যক।—(স্বগত) রক্ষীরা কি আমাকে দেখ্‌তে পেয়েছে? হতভাগ্য আমি আবার এখন নিরস্ত্র।

ভীমের দৃষ্টান্তে হোক্ বাহু মোর অস্ত্র,
বন্ধনের চেয়ে যুদ্ধে মরণই প্রশস্ত।

কিন্তু এখন সাহস প্রকাশের অবসর কোথায়?

চন্দ।—(গাড়ীতে চড়িয়া অবলোকন)

আর্য্যক।—আমি শরণাপন্ন হলেম, আমাকে রক্ষা কর।

চন্দ।—শরণাগতকে অভয় দিলেম।

জয়-লক্ষ্মী, আর যত
মিত্র বন্ধু ত্যজে সে অধমে,
—লোক-উপহাস্য হয়,
যে ত্যজে শরণাগত জনে।

এ কি! গোপাল-পুত্র আর্য্যক যে! বাজের ভয়ে পালিয়ে এসে পাখী যেমন ব্যাধের হাতে পড়ে, এও তেমনি আমাদের হাতে পড়েছে দেখ্‌চি। অ্যাকে এ নিরপরাধী শরণাগত ব্যক্তি, তাতে চারুদত্ত-মহাশয়ের গাড়ীতে চড়ে এসেছে—আবার আমার প্রাণ-দাতা মিত্র শর্ব্বিলকের পরম বন্ধু। কিন্তু এ দিকে আবার রাজ-আজ্ঞা—এখন কি কর্ত্তব্য? কিন্তু না—যা হবার তা হবে—আমি প্রথমেই অভয় দিয়েছি।

পর-উপকারী জন, ভীত জনে করে যদি
অভয় প্রদান
যায় যাক্ প্রাণ তার, তবু লোকে করে সদা
তার গুণগান।

(গাড়ী হইতে সভয়ে নামিয়া) দেখলেম, আর্য্য—(অর্দ্ধোক্তি) না না, আর্য্য বসন্তসেনা গাড়ীতে বসে, আছেন। তিনি বল্লেন;—আমি রমণী, মহাত্মা চারুদত্তের ওখানে যাচ্চি—রাজপথে অবলার অপমান করা কি উচিত?

বীরক।—চন্দনক! এ কথায় আমার সন্দেহ হচ্চে।

চন্দ।—সন্দেহ কিসের?

বীরক।—প্রথমে বলিলে, "আর্য্য" হইয়া গো থতমত
—ঘরূঘর স্বরে,
আবার বলিলে "আর্য্যা," কথাটা বদল করি'
ঠিক তার পরে।

(সেই জন্যই আমার অবিশ্বাস হচ্চে।

চন্দ।—ওরে! এতে তোর অবিশ্বাস কিসে হচ্চে? আমরা দাক্ষিণাত্যের লোক, শুদ্ধ কথা আমাদের মুখ দিয়ে পষ্ট বেরোয় না। খস্, খত্তিখড়ি, করটি, বিলক, কর্ণাট, কর্ণ, প্রাবরণক, দবিড়, চোল, চীন, বর্ব্বর, খের, মধুঘাত, এই সব ম্লেচ্ছজাতীয় নানান্ ভাষা আমরা যথেষ্ট ব্যবহার করে' থাকি, —তাই কখন কখন "দৃষ্টা"কে "দৃষ্টও" বলি, "আর্য্যাকে "আর্য্যও" বলি।

বীরক।—না না, আমিও তবে একবার দেখে আসি; রাজার হুকুম, তাতে আবার আমি রাজার একজন বিশ্বাসী লোক।

চন্দ।—তবে কি আমি রাজার অবিশ্বাসী?

বীরক।—না না, সে কথা হচ্চে না—রাজার এই হুকুম, তাই বল্‌চি।

চন্দ।—(স্বগত) গোপাল-পুত্র আর্য্যক আর্য্য চারু-দত্তের গাড়ীতে চড়ে' পালাচ্চে, এই কথা যদি বলি, তা হলে রাজা চারুদত্তের শাসন করবেন—এখন উপায় কি? আচ্ছা, এখন তবে কর্ণাটি ঝগড়া আরম্ভ করে' দেওয়া যাক্। (প্রকাশ্যে) বলি শোন্ বীরক! আমি চন্দনক, আমি দেখে এলেম, তাতে হল না, আবার তোর দেখ্‌তে যেতে হবে?—তুই বল্ দিকি?

বীরক।—তুই বা কে বল্ দিকি?

চন্দ।—আমি তোর পূজনীয়, মান্যমান ব্যক্তি। তোর কি জাত, তা কি তোর মনে আছে?

বীরক।—(সক্রোধে) ওরে! আমার কি জাত বল দিকি?

চন্দ।—তুই বল্ না শুনি।

বীরক।—তুই বল্ না।

চন্দ।—না বলাই ভাল।

জানিয়াও তব জাতি
বলিব না শিষ্টতা-খাতিরে
কি হইবে হাট-মাঝে
ভাঙ্গি' পচা কদ্‌বেলটিরে?

বীরক।—না না, বল্‌তেই হবে। বল্ না শুনি—বল্ না।

চন্দ।—(সঙ্কেতকরণ)

বীরক।—না রে না, তা নয়।

চন্দ।—

শীর্ণ শিলা হাতে লয়ে, বাঁকিলে গাঁঠের অস্থি
সিধা করা কাজ,
কাটারীতে হাত সদা, মহামান্য সেনাপতি
হয়েছিস্ আজ?

বীরক।—ওরে চন্দনক। তুই যত মান্যমান ব্যক্তি, তাও জানি—তোর জাতটা কি মনে করে' দ্যাখ্ দিকি।

চন্দ।—ওরে! চন্দনকের জাত চন্দ্রের মত বিশুদ্ধ।

বীরক।—কি জাত বল্।

চন্দ।—তুই বল্ না।

বীরক।—(সঙ্কেতকরণ)

চন্দ।—ওরে! না, তা নয়।

বীরক।—ওরে! তবে শোন্, শোন্।

বড় শুদ্ধ জাতি তোর ;—মাতা তোর ভেরী, আর
পিতা জয়ঢাক,
ভ্রাতা তোর কাড়া-যন্ত্র, তুই সেনাপতি আজ
শুনিয়া অবাক্।

চন্দ।—(সক্রোধে) আমি চন্দনক চামার?—আচ্ছা, তাই ভাল। তুই এখন গাড়ীর ভিতরটা দেখ্ গে যা।

বীরক।—ওরে গাড়োয়ান! গাড়ী ফেরা, আমি দেখ্‌ব।

(দাসের তথাকরণ)

বীরক।—(গাড়ীতে উঠিতে উদ্যত, এমন সময়ে চন্দনক সহসা বীরকের কেশ ধরিয়া ভূতলে ফেলিয়া পদাঘাত, পরে বীরক সক্রোধে উঠিয়া) আমি রাজার হুকুম তামিল করতে যাচ্ছিলুম, আর তুই কি না আমার অপমান করলি? এর জন্য যদি আদালতে আমি তোকে বিধিমত নাকাল না করি তো আমি বীরক নই।

চন্দ।—ওরে! তুই রাজবাড়ীতেই যা, আর আদালতেই যা, তোর মতন কুকুরে আমার কি করতে পারে?

বীরক।—আচ্ছা, দ্যাখা যাবে।

[প্রস্থান।

চন্দ।—(চারিদিক অবলোকন করিয়া) যা রে গাড়োয়ান যা। যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে তো বলিস্—চন্দনক ও বীরক তোর গাড়ীর তদন্ত করে' ছেড়ে দিয়েছে। আর, আর্য্যা বসন্তসেনাকে বল্‌বি, যেন তিনি আমার এই নিদর্শনটি গ্রহণ করেন। (খড়্গ প্রদান)

আর্য্যক।—(খড়্গ লইয়া সহর্ষে স্বগত)

পাইলাম শস্ত্র আমি,
দক্ষিণ বাহুও মোর করিছে স্পন্দন।
সব্ই দেখি অনুকূল
ভাগ্যবলে সুরক্ষিত আমি গো এখন॥

চন্দ।—আর দ্যাখ্, আরও তাঁকে এই কথা বল্‌বি :—

স্মরণে রাখেন যেন
তিনি তাঁর দাস চন্দনেরে।
না কহি লোভের বশে
—কহিতেছি অনুরাগ-ভরে॥

আর্য্যক।—

চন্দন চন্দ্রের সম সুশীলতাময়
ভাগ্যে মম সখা হয়ে হলেন উদয়।
তোমায় চন্দন ওগো! করিব স্মরণ,
সিদ্ধের আদেশ যদি হয় সংঘটন।

চন্দ।—বধি' শুম্ভ-নিশুম্ভেরে
দেবী যথা ভয় হতে ত্রিলোকেরে করিলেন ত্রাণ
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাদেব,
চন্দ্র, সূর্য্য, বরুণ, করুন তোমা অভয় প্রদান।

দাস।—(গাড়ী হাঁকিয়া প্রস্থান)

চন্দ।—(নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) ঐ যে, আমার প্রিয় সখা শর্বিলক গাড়ীর পিছনে পিছনে আস্‌ছেন। সে যাক্—আমি যে রাজার বিশ্বাসী প্রধান দণ্ডধারক বীরকের সঙ্গে বিরোধ করলেম, সে নিশ্চয়ই এখনি গিয়ে রাজার কাছে সমস্ত বলে' দেবে—তা, আমিও তবে ভাই-পুত্র সঙ্গে নিয়ে এই বেলা তার পিছনে পিছনে যাই।

[প্রস্থান।

প্রবহণ-বিপর্য্যয় নামক ষষ্ঠ অঙ্ক।

সপ্তম অঙ্ক

দৃশ্য—পুষ্প-করণ্ডক-উদ্যান

(চারুদত্ত ও মৈত্রেয়ের প্রবেশ)

বিদূ।—ওহে, দেখ দেখ! পুষ্প-করণ্ডক-উদ্যানের কি চমৎকার শোভা!

চারু।—হাঁ সখা, চমৎকার!

বণিকের সম শোভে হেথা তরুগণ,
পণ্য-সম সুসজ্জিত কুসুম-রতন,
মধুকর ভ্রমে করি' শুল্ক আহরণ।

বিদূ।—ওহে দেখ, এই শিলাতলটি বে-মেরামৎ হয়ে পড়ে আছে, তবু কেমন সুন্দর! এসো, এই-খানে বসা যাক্।

চারু।—(উপবেশন করিয়া) বর্দ্ধমানক আসতে এত দেরি করচে কেন?

বিদূ।—বর্দ্ধমানককে আমি বলে' দিয়েছি, বসন্তসেনাকে নিয়ে যেন শীঘ্র এখানে আসে।

চারু।—তবে কেন এত দেরি কর্‌চে?

অন্য কোন প্রবহণ, যায় কি গো শ্লথগতি
আগে আগে তার?
তাই কি প্রতীক্ষা করে—সম্মুখে কখন্ হবে
পথ পরিষ্কার?
ভগ্ন অক্ষ বদলাতে করে কি প্রয়াস?
কিম্বা ছিন্ন হইয়াছে বলদের রাশ?
কাষ্ঠখণ্ড ফেলি কেহ রোধে কি গো পথ?
—তাই অন্য পথ দিয়া আনে বুঝি রথ?
চালায় কি গরুদের গতি করি' শ্লথ?
কিম্বা আসে ধীরে ধীরে নিজ ইচ্ছামত?

(গুপ্ত আরোহী আর্য্যককে লইয়া দাস বর্দ্ধমানকের প্রবেশ)

দাস।—চল্ রে গরু চল্!

আর্য্যক।—(স্বগত)

পাছে দ্যাখে নৃপজন ভয়ে ভয়ে যাই,
শৃঙ্খলে আবদ্ধ পদ কেমনে পলাই?
অজ্ঞাত হইয়া আমি সাধু-যানে স্থিত,
পরভৃৎ হয় যথা বায়সে রক্ষিত।

ওঃ! নগর ছাড়িয়ে অনেক দূরে এসে পড়েছি—এখন কি তবে গাড়ী থেকে নেমে এই বাগানের মধ্যে লুকিয়ে থাকব—কিম্বা যাঁর গাড়ী, তাঁর সঙ্গে দেখা করব?—না—বাগানের মধ্যে লুকিয়ে থেকে কি হবে? শোনা যায়, মহাত্মা চারুদত্ত নাকি বিপন্ন-বৎসল—আচ্ছা, তাঁকে তবে একবার দেখে যাই।

বিপদ-সাগর হতে হইয়াছি পার;
সাধু দেখি' চিত্তে হবে সন্তোষ অপার।
এ হেন দশায় মোর শরীর পতিত
মহাত্মার গুণে হবে নিশ্চয় রক্ষিত।

দাস।—এই তো সেই বাগান—(নিকটে দেখিয়া) মৈত্রেয় মশায়!

বিদূ।—একটা সু-খবর দি—বর্দ্ধমানকের কথা শুন্‌তে পাচ্চি, বোধ হয়, বসন্তসেনা এসেছেন।

চারু।—আ! কি সুখের সংবাদ!

বিদূ।—আরে ব্যাটা! এত দেরি কর্‌লি কেন?

দাস।—মৈত্রেয় মশায়—রাগ কর্‌বেন না—গাড়ীর বিছানা আন্‌তে ভুলে গিয়েছিলেম—তাই যাওয়া আসা কর্‌তে দেরি হয়ে গেল।

চারু।—বর্দ্ধমানক! গাড়ী থামাও। দেখ সখা মৈত্রেয়, বসন্তসেনাকে নাবিয়ে আনো।

বিদূ।—শিক্‌লি দিয়ে পা বাঁধা আছে নাকি যে, আমার গিয়ে নাবিয়ে আন্‌তে হবে? (উঠিয়া গাড়ীর দ্বার খুলিয়া) ওগো, এ কি! এ তো বসন্তসেনা নয়—এ যে বসন্তসেন!

চারু।—এখন ভাই পরিহাস রেখে দেও—ভাল-বাসার কাছে বিলম্ব সহ্য হয় না। আচ্ছা, আমি তবে নিজে গিয়েই নামাচ্চি। (গাত্রোত্থান)

আর্য্যক।—(দেখিয়া) এই যে! এঁরই বুঝি এই গাড়ী। শুনেছিলেম, ইনি অতি সুপুরুষ—দেখেও তাই মনে হচ্চে। যাক্! এইবার আমি রক্ষা পেলেম।

চারু।—(গাড়ীতে উঠিয়া দর্শন) এ কি! এ কে তবে?

করি-কর সম বাহু, সমুন্নত স্থূল স্কন্ধ
সিংহের মতন,
সুবিশাল বক্ষোদেশ, রক্তিম চঞ্চল কিবা
আয়ত লোচন,

—মহাত্মা-লক্ষণ সব,
এক পদে কেন তবে শৃঙ্খল-বন্ধন ?

আপনি কে ?

আর্য্য।—গোপ-কুলে জন্ম, আমার নাম আর্য্যক—আমি আপনার শরণাপন্ন হলেম।

চারু।—রাজা পালক ঘোষ-পল্লী হতে ধরে' এনে যাকে কারাবদ্ধ করেছিলেন, আপনি কি সেই আর্য্যক ?

আর্য্যক।—আজ্ঞে হাঁ।

চারু।—বিধি আনিলেন তোমা
দেখিলাম আপন নয়নে,
পরাণ ত্যজিব সুখে
তবু না শরণাগত জনে।

আর্য্যক।—(হর্ষ প্রকাশ)

চারু।—বর্দ্ধমানক ! পায়ের শৃঙ্খল খুলে দেও।

দাস।—যে আজ্ঞে। (তথাকরণ) মহাশয় ! শৃঙ্খল খোলা হল।

আর্য্য।—স্নেহের অন্য দৃঢ়তর শৃঙ্খল আবার বাঁধা হল।

বিদূ।—এঁর শৃঙ্খল তো গেল, কিন্তু সেই সঙ্গে তুমিও যে গেলে ! ইনি তো মুক্ত হলেন, এখন চল, আমরাও আমাদের পথ দেখি। রাজা জান্‌তে পেলে আর রক্ষা থাক্‌বে না।

চারু।—আঃ ! কি বক্‌চ, চুপ্ কর।

আর্য্যক।—সখা চারুদত্ত ! আপনাকে আমার বন্ধু মনে করেই এই গাড়ীতে চড়েছিলেম—আমাকে ক্ষমা করুবেন।

চারু।—আপনি যে আমাকে বন্ধু বলে' মনে করেছিলেন, এতে আমি কৃতার্থ হলেম।

আর্য্যক।—অনুমতি হয় তো এখন যাই।

চারু।—যান্।

আর্য্যক।—আচ্ছা, আমি তবে নামি।

চারু।—না, নাম্‌বেন না। এইমাত্র আপনার পা থেকে শৃঙ্খল খোলা হল, এখনও বোধ হয় আপনার চল্‌তে বাধো-বাধো ঠেকবে। বিশেষতঃ এই প্রদেশে নানা প্রকার লোক সর্ব্বদাই যাতায়াত করে, তারা আপনার চল্‌বার রকম দেখে সন্দেহ করুতে পারে—গাড়ীতে গেলে আর সে সন্দেহ হবে না। অতএব আপনি গাড়ী করেই যান্।

আর্য্যক।—আপনি যা বল্লেন, তা ঠিক্।

চারু।—যাও গো কুশলে বন্ধু-বান্ধবের মাঝে।

আর্য্যক—তোমা হেন বন্ধু মোর
কেবা আর আছে ?

চারু।—অবসরমতে মোরে করিও স্মরণ।

আর্য্যক।—আপন আত্মারে কেউ
ভোলে কি কখন ?

চারু।—পথ-মাঝে দেবতারা রক্ষুন তোমায়।

আর্য্য।—পাইলাম রক্ষা আজি তোমারি কৃপায়।

চারু।—রক্ষা করিয়াছে তব সৌভাগ্যের সেতু।

আর্য্য।—না না না না—তথাপি
তুমিই তার হেতু।

চারু।—রাজা পালক আপনাকে যখন ধৃত করবার চেষ্টা করুচেন, তখন রক্ষা পাওয়া দুষ্কর—আপনি শীঘ্র এখান থেকে পলায়ন করুন।

আর্য্যক।—আচ্ছা, তবে আমি এখন আসি।

[প্রস্থান।

চারু।—রাজার অপ্রিয় কাজ করি' অনুষ্ঠান
অনুচিত ক্ষণমাত্র হেথ অবস্থান।
শৃঙ্খলটা ত্যাও ফেলি' পুরাতন কূপে,
রাজচক্ষু চারি দিকে থাকে চর-রূপে।

(বাম-চক্ষু স্পন্দন) ভাই মৈত্রেয়, বসন্তসেনাকে দেখ্‌বার জন্য আমি অত্যন্ত উৎসুক হয়েছি। দেখ :—

না হেরে প্রিয়ারে আজি
বাম-চক্ষু করিছে স্ফুরণ,
অকারণ ত্রাসে যেন
ব্যথিত হতেছে প্রাণ মন।

তবে এসো যাওয়া যাক। (পরিক্রমণ) এই দিকে আবার একজন অশুভদর্শন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী আস্‌চে—আসুক—চল, আমরা অন্য পথ দিয়ে যাই।

[প্রস্থান।

আর্য্যক-অপহরণ নামক সপ্তম অঙ্ক।

অষ্টম অঙ্ক

দৃশ্য—রাজপথ

(আর্দ্র বস্ত্র-খণ্ড হস্তে বৌদ্ধ ভিক্ষুর প্রবেশ)

অজ্ঞ জন কর সবে ধরম সঞ্চিত,
নিজের উদর নিত্য কর সংকুচিত।
বাজা রে ধ্যানের ঢাক্,
সতর্ক হইয়া সদা কর জাগরণ,
বিষম ইন্দ্রিয় চোর
হরণ করয়ে চির-সঞ্চিত ধরম।
সংসার অনিত্য দেখি'
লইয়াছি ধর্ম্মের শরণ,
ইন্দ্রিয়ের পঞ্চজনে
যে করে গো জ্ঞানাস্ত্রে নিধন।
অবিদ্যা-নারীরে বধি'
রক্ষণ যে করে আত্ম-গ্রামে,
পাপ-চণ্ডালেরে নাশে,
নিশ্চয় সে যায় স্বর্গ-ধামে।
মস্তক মুণ্ডিত কর
অথবা মুণ্ডিত কর বদন-মণ্ডল,
চিত্তের মুণ্ডন বিনা,
ও সব-মুণ্ডনে বল আছে কি বা ফল?
মুণ্ডিত যে করে চিত্ত
মস্তক মুণ্ডিত জানি তাহারি কেবল॥

এই কাপড়টা গেরুয়া রঙ্গে ছোপানো গেছে—এখন শ্যালকের বাগানে গিয়ে পুষ্করিণীর জলে এটা ধুয়ে শীঘ্র পালানো যাক। (পরিক্রমণ করিয়া তথা করণ)

দৃশ্য—পুষ্পকরণ্ডক উদ্যান

নেপথ্যে।—(দাঁড়া রে দুষ্ট শ্রমণক দাঁড়া।

ভিক্ষু।—(দেখিয়া সভয়ে) কি আশ্চর্য্য! এই যে, রাজার শালা সংস্থানক এসেছে দেখ্‌চি। কে একজন ভিক্ষু অপরাধ করেছে—আর তার জন্য এখন যেখানে সেখানে ভিক্ষুক দেখ্‌তে পাচ্চে, অমনি তাকে ধরে' গরুর মত নাক বিঁধিয়ে চালান করুচে। আমি নিরাশ্রয়, এখন কোথায় আশ্রয় নি?—না, বুদ্ধই আমার একমাত্র আশ্রয়।

(বিটের সহিত খড়্গাহস্তে শকারের প্রবেশ)

শকার।—দাঁড়া দুষ্ট ব্যাটা ভিক্ষুক, দাঁড়া। শুঁড়ি দোকানের রাঙ্গা মূলোর মত তোর ঐ মাথাটা ভেঙে দি রোস্। (প্রহার)

বিট।—কি সর্ব্বনাশ, কর কি? গেরুয়া-ধারী বৈরাগী ভিক্ষুককে মারা উচিত হয় না—ওকে ছেড়ে দেও। এই সুখোপভোগ্য উদ্যানটির দিকে একবার চেয়ে দেখ দিকি।

গৃহ-হীন জনে স্থান করিয়া প্রদান,
নিরানন্দে আনন্দ গো করিয়া বিধান,
এই সব তরু করে পুণ্য-অনুষ্ঠান।
দুরাত্মা-হৃদয় কিম্বা নব-রাজ্য-সম
বিশৃঙ্খল এ উদ্যান তবু মনোরম।

ভিক্ষু।—এসো উপাসক, এসো, রুষ্ট হয়ো না।

শকার।—পণ্ডিত! দেখ, আমাকে গাল গালি দিচ্চে।

বিট।—কি বলচে?

শকার।—আমাকে উপাসক বলুচে—আমি কি নাপিত?

বিট।—আপনাকে বুদ্ধের উপাসক বলুচে—এ তো প্রশংসারই কথা।

শকার।—শোন্। শ্রমণক শোন্!

ভিক্ষু।—ধন্য তুমি, পুণ্যবান্ তুমি!

শকার।—পণ্ডিত! দেখ, ও আমাকে ধন্য পুণ্য বল্‌চে—আমি কি শ্রাবক—না কোষ্ঠক—না কুম্ভকার?

বিট।—না না, তা নয়—তোমাকে ধন্য পুণ্য বলে প্রশংসাই করচে।

শকার।—পণ্ডিত! আচ্ছা, ও ব্যাটা কেন এখানে এল?

ভিক্ষু।—কাপড় ধুতে এসেছে।

শকার।—ওরে দুষ্ট ব্যাটা শ্রমণক! আমার ভগিনীপতি সকল বাগানের সেরা এই "পুষ্পকরণ্ডক" বাগান আমাকে দিয়েছেন, সমস্ত কুকুর-শেয়ালের এরই জল পান করে; আমিও যে এত বড়লোক—আমিও যে পুষ্করিণীতে স্নান করি নে—তুই কি না সেই পুষ্করিণীতে, পুরানো-কলাইয়ের-ঝোলে-দাগী নানা-রং-ধরা পচা ন্যাকড়া কাচ্‌তে এসেছিস্?—রোস্! এরই এক ঘায়ে তোর কর্ম্ম নিকেশ করুচি

বিট।—ওগো শকার, আমার মনে হয়, এ লোকটার সন্ন্যাস-গ্রহণ বেশি দিনের নয়।

শকার।—কিসে তুমি জান্‌লে পণ্ডিত?

বিট।—এ আর জানতে কি—দেখ না কেন:—

অচির-মুণ্ডিত মাথা, তাই তো এখনো
আর্য্যের ললাট-চ্ছবি গউর-বরণ।
ভিক্ষা ঝুলি অল্প দিন আছে স্কন্ধপরে,
এখনো যায়নি তাই কাঁধে দাগ ধোরে।
ছোপানো বসন পরা হয়নি অভ্যাস,
অত্যন্ত ঢাকিয়া গাত্র পরে তাই বাস।
দীর্ঘ বস্ত্র বলি' কাঁধে নাহি রহে ঠিক,
শিথিল হইয়া পড়ে এদিক ওদিক।

ভিক্ষু।—উপাসক! তাই বটে—আমি সম্প্রতি সংসার ত্যাগ করেছি।

শকার।—তা, তুই জন্মাবামাত্র সংসার ত্যাগ কর্‌তে পার্‌লি নে? (প্রহার)

ভিক্ষু।—বুদ্ধায় নমঃ।

বিট।—ও বেচারাকে মেরে কি হবে? ছেড়ে দেও—চলে' যাক্।

শকার।—আচ্ছা, আমি পরামর্শ করে' দেখি—ততক্ষণ তুই ওখানে দাঁড়া।

বিট।—কার সঙ্গে পরামর্শ?

শকার।—নিজের হৃদয়ের সঙ্গে।

বিট।—কি আশ্চর্য্য! ও পদার্থটা কি এখনও আছে?

শকার।—বাপু হৃদয়! যাদু! বাছা! বল দিকি, এই ভিক্ষুকটা যাবে কি থাক্‌বে?—"নাক দিয়ে নিঃশ্বাসও পড়বে না—থাক্‌বেও না।" পণ্ডিত! হৃদয়ের সঙ্গে পরামর্শ করেছি—আমার হৃদয় আমাকে এই কথা বল্‌চে।

বিট।—কি বল্‌চে?

শকার।—বল্‌চে—"যাবেও না, থাক্‌বেও না, নিঃশ্বাস টান্‌বেও না, ছাড়বেও না, এইখানেই ঝট করে' পড়ে' মর্‌বে"।

ভিক্ষু।—বুদ্ধায় নমঃ—আমি শরণাগত হচ্চি, আমাকে রক্ষা কর।

বিট।—ওগো! ওকে যেতে দেও।

শকার।—একটা কাজ যদি করতে পারে তো ছেড়ে দি।

বিট।—কিরূপ কাজ?

শকার।—এমন করে' পুকুরের পাঁক তুলে ফেলুক, যাতে পাঁকও তোলা হবে অথচ জল ঘোলা হবে না। কিম্বা জল আগে কোথাও পৃথক্ করে' রেখে, তার পর পাঁক উঠিয়ে ফেলুক্।

বিট।—ওঃ! কি মূর্খতা!

শিলাখণ্ড, মাংস-পিণ্ড,
নরদেহরূপে যেন রাশীকৃত করা
—বিপরীত মনো-গতি,
এই সব গণ্ডমূর্খে ভারাক্রান্ত ধরা।

ভিক্ষু।—(অভিশাপ)

শকার।—কি বল্‌চে?

বিট।—তোমার প্রশংসা করচে।

শকার।—শোনো শোনো, আবার কি বল্‌চে শোনো।

[বিড়বিড় কিরিয়া অভিশাপ দিতে দিতে ভিক্ষুর প্রস্থান।

বিট।—ওগো শকার, উদ্যানের শোভাটা একবার দেখ।

ফল-পুষ্পে সুশোভিত এই তরুগণ,
নিষ্পন্দ লতারা করে সবলে বেষ্টন,
নৃপতি-আদেশে রক্ষিগণের পালিত,
সস্ত্রীক নরের মত সুখে অবস্থিত।

শকার।—পণ্ডিত, ঠিক্ বলেছ।

নানা পুষ্পে শোভে ভূমি,
পুষ্পভারে নম্র তরুগণ।
তরুর শিখর হতে
লম্বমান লতা মনোরম।
বিরাজে বানর কিবা
পনসের ফলের মতন॥

বিট।—ওগো শকার, এই শিলাতলে বোসো।

শকার।—আচ্ছা, বস্‌চি। (বিটের সহিত উপবেশন) পণ্ডিত! সেই বসন্তসেনা এখনও আমার মনে জাগচে। দুর্জনের বচনের মত কিছুতেই হৃদয় থেকে যাচ্চে না।

বিট।—(স্বগত) অমন করে' যে প্রত্যাখ্যান করলে, তবু তাকেই আবার চাচ্চে? অথবা:—

মদন কাপুরুষের হয় গো বর্জ্জিত
রমণী করে গো যদি অপমান তারে ;
— সৎপুরুষের প্রেম মৃতভাবান্বিত,
অথবা হৃদয় হতে যায় একেবারে।

শকার।—স্থাবরককে গাড়ী নিয়ে শীঘ্র আসতে কখন্ বলে' দিয়েছি, এখনও এল না। অনেক ক্ষণ থেকে আমার খিধে পেয়েছে। মধ্যাহ্নে হেঁটে যাওয়াও যায় না। দেখ দেখ :—

নভোমধ্যগত সূর্য্য
কুপিত বানর-সম দুষ্প্রেক্ষ্য অতি।
ভূতল উত্তপ্ত ঘোর
হত শত-পুত্র-শোকে গান্ধারী যেমতি॥

বিট।—তাই বটে :—

তৃণ-গ্রাস পরিহরি,' গরু সবে নিদ্রা যায়
লভি' ছায়াতল,
তৃষ্ণাতুর বন-মৃগ, ব্যগ্র হয়ে করে পান
সরসীর জল।
তাপ-ভয়ে ভীত হয়ে নগরের পথ লোকে
না করে সেবন।
তপ্ত ভূমি ত্যাগ করি' অন্তস্থানে রাখে বুঝি
তাই প্রবহণ॥

শকার।—পণ্ডিত !

মস্তকে নিলীন মম সূর্য্যের কিরণ,
বৃক্ষের শাখায় লীন যত বিহঙ্গম।
নরগণ নাহি ছাড়ে নিজের আবাস,
কাটাইছে কাল, ছাড়ি' তপত নিশ্বাস।

পণ্ডিত! সে দাসটা এখনো এল না। সময় কাটাবার জন্য একটা গান তবে গাওয়া যাক। (গান করণ) পণ্ডিত, শুনলে, কি গাইলেম ?

বিট।—কি বলব, তুমি সাক্ষাৎ একটি গন্ধর্ব্ব!

শকার।—গন্ধর্ব্ব হব না তো কি ?

সেবিয়াছি গন্ধযুক্ত হিঙ্গু সহ জীরা মুথা
বচ-গ্রন্থি, শুঁঠ দিয়া গুড় ;
পণ্ডিত পণ্ডিত ওগো! কেন না হইবে মোর
কণ্ঠস্বর দিব্য সুমধুর ?

পণ্ডিত! আবার গাই শোনো। পণ্ডিত, এবার শুনলে যা গাইলেম ?

বিট।—পূর্ব্বেই তো বলেছি, তুমি গন্ধর্ব্ববিশেষ।

শকার।—গন্ধর্ব্ব হব না কেন ?

মরীচের গুঁড়া দিয়া হিঙ্গের সহিত
তৈল আর ঘৃত তাহে করিয়া মিশ্রিত
কোকিলের মাংস আমি করেছি আহার
—কেন না হইবে স্বর মধুর আমার ?

পণ্ডিত।—দাসটা এখনও এলো না।

বিট।—তুমি স্থির হও, এখনি আসবে।

(প্রবহণে আরূঢ় হইয়া বসন্তসেনা ও দাসের প্রবেশ)

দাস।—ওঃ! মধ্যাহ্নবেলা! আমার বড় ভয় হচ্চে. পাছে রাজার শালা সংস্থানক রাগ করে। তা, যত শীঘ্র প্যার হাঁকিয়ে যাই। চল্ রে গরু চল্।

বসন্তসেনা।—কি সর্ব্বনাশ! এ তো বর্দ্ধমানকের কণ্ঠস্বর নয়। এ কার স্বর ? চারুদত্ত মহাশয় কি হাঁকাবার পরিশ্রম বাঁচাবার জন্য অন্য গাড়োয়ান ও গাড়ী পাঠিয়েছেন ? আমার ডান চোখটা নাচ্চে, বুকটা কাঁপ্চে, চার দিক যেন শূন্য দেখ্চি, সকলি যেন ওলট্ পালট্ মনে হচ্চে।

শকার। (চাকার শব্দ শুনিয়া) পণ্ডিত! পণ্ডিত! গাড়ী এসেছে।

বিট।—কি করে' জানলে ?

শকার।—দেখ্চ না পণ্ডিত, বুড়ো শূয়োরের মত ঘর্ঘর শব্দ হচ্চে ?

শকার।—দাস স্থাবরক! বাপু! বাছা! এসেছিস কি ?

দাস।—আজ্ঞে হাঁ।

শকার।—গাড়ীও এসেছে ?

দাস।—আজ্ঞে হাঁ।

শকার।—গরুরা কি এসেছে ?

দাস।—আজ্ঞে হাঁ।

শকার।—তুইও কি এসেছিস্ ?

দাস।—(হাসিয়া) আজ্ঞে প্রভু, আমিও এসেছি।

শকার।—আচ্ছা, তবে ভিতরে গাড়ী নিয়ে আয়।

দাস। কোন্ পথ দিয়ে আনব ?

শকার।—ওই ভাঙ্গা প্রাচীরটার উপর দিয়ে।

দাস।—প্রভু, তা হলে বলদ দুটো মরবে, গাড়ীটা ভাঙ্গবে, এ দাসও মারা যাবে।

শকার।—ওরে দ্যাখ্,—আমি রাজার শালা। বলদ মোলে অন্য বলদ কিনব, গাড়ী ভাঙ্গলে, অন্য

গাড়ী করিয়ে নেব, তুই মোলে আবার অন্য গাড়োয়ানও মিলবে।

দাস।—সকলই হতে পারবে—কিন্তু প্রাণটা হারালে আমি তো আর ফিরে পাব না প্রভু!

শকার।—সব নষ্ট হোক্, তুই গাড়ী প্রাচীরের উপর দিয়ে নিয়ে আয়।

দাস।—আচ্ছা, তবে ভাঙ্গুক গাড়ী—ভাঙ্গুক আরোহীর ঘাড়। আবার অন্য গাড়ী তৈরি হোক্—প্রভুকে গিয়ে বলি। (প্রবেশ করিয়া) কি আশ্চর্য্য! ভাঙ্গলো না। প্রভু, গাড়ীটা এনেছি।

শকার।—গরুগুল ছেঁড়েনি তো? রাশ গাছা মরেনি তো?—তুইও তো মরিস্ নি?

দাস।—আজ্ঞে না।

শকার।—পণ্ডিত! এসো, গাড়ীটা দেখা যাক্। তুমি আমার গুরু, পরম গুরু, আদরণীয় মাননীয়—তুমিই আগে গাড়ীতে ওঠ।

বিট।—আচ্ছা, আমিই উঠচি।

(আরোহণে উদ্যত)

শকার।—না না, তুমি থাকো। তোমার কি বাপের গাড়ী যে, তুমি আগে উঠ্‌বে? আমার গাড়ী, আমিই আগে উঠ্‌ব।

বিট।—তুমিই তো আমাকে উঠ্‌তে বল্লে।

শকার।—যদিও আমি বলেছিলেম, তবু তোমার ভদ্রতা করে' বলা উচিত ছিল—"তোমার গাড়ী, তুমিই আগে ওঠো।"

বিট।—তুমিই তবে ওঠো।

শকার।—হাঁ, আমি উঠ্‌চি। বাপু স্থাবরক দাস! গাড়ী ফেরা।

দাস।—(গাড়ী ফেরাইয়া) উঠুন প্রভু!

শকার।—(উঠিয়া দেখিয়া ভীত হইয়া পুনর্ব্বার নামিয়া বিটের কণ্ঠ অবলম্বন করিয়া) পণ্ডিত! পণ্ডিত! এইবার আমরা মারা গেছি! যে লোকটা বসে আছে, সে হয় চোর, নয় রাক্ষসী। যদি রাক্ষসী হয়, তো আমাদের সর্ব্বস্ব চুরি করে' নিয়ে যাবে—আর যদি চোর হয়, তা হলে নিশ্চয়ই আমাদের খেয়ে ফেল্‌বে।

বিট।—ভয় নেই, এই বলদের গাড়ীতে রাক্ষসী কোথা থেকে আসবে? বোধ হয়, মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের তাপে তোমার দৃষ্টির ব্যতিক্রম হয়ে থাকবে, তাই কঞ্চুক-পরা স্থাবরকের ছায়া দেখে ভ্রান্তি জন্মেছে।

শকার।—বাছা স্থাবরক দাস! বেঁচে আছিস্ তো?

দাস।—আজ্ঞে হাঁ।

শকার।—পণ্ডিত! গাড়ীতে একজন স্ত্রীলোক বসে, আছে দেখ।

বিট।—

> পরের কামিনী আছে, শুনিয়া এ কথা।
> —বরষণ-হত-দৃষ্টি বলীবর্দ্দ যথা—
> পথ দিয়া যাই দ্রুত নত করি মাথা।
> সজ্জন-সমাজে আমি গৌরব-আকাঙ্ক্ষী,
> কুলবধূ দরশনে কাতর এ আঁখি।

বস।—(সবিস্ময়ে স্বগত) কি সর্ব্বনাশ! যে আমার চক্ষের বালি, সেই রাজ-শ্যালকটা যে এখানে! এইবার দেখ্‌চি আমার প্রাণ-সংশয় হায়, আমি কি হতভাগিনী! লোণা জমিতে বীজ ছড়াবার মত আমার আশাটা নিতান্তই নিষ্ফল হল! তা, এখন কি করি?

শকার।—এই বুড়ো দাসটা ভয়ে কাতর হয়েছে, তাই গাড়ীর ভিতরটা দেখ্‌চে না। পণ্ডিত! তুমি গিয়ে দেখ তো।

বিট।—তায় দোষ কি? আচ্ছা, আমিই দেখ্‌চি।

শকার।—এ কি! শেয়ালরা যে উড়চে, কাকরা যে চলে' বেড়াচ্চে। ওরা চোখ দিয়ে পণ্ডিতকে খেতে না খেতে, ও দাঁত দিয়ে দেখ্‌তে না দেখ্‌তেই আমি পিট্টান দেব।

বিট।—(বসন্তসেনাকে দেখিয়া সবিষাদে স্বগত) এ কি! মৃগী বাঘের অনুসরণ কর্‌চে? হায়! হায়!

> শরচ্চন্দ্র-সম কান্তি—বালুচরে বসে
> —সেই হংসে ছাড়ি' হংসী তেটে গো বায়সে!

(জনান্তিকে) বসন্তসেনা, এ কাজ তোমার উচিত নয়, তোমার উপযুক্তও নয়।

> সদর্পে অবজ্ঞা করি' পূর্ব্বে কোন জনে
> অর্থ-লোভে মাতৃবশে এসেছ এক্ষণে?

বসন্ত।—না। (শিরশ্চালন)

বিট।—নীচাশয় বেশ্যা অতি—তাই ভাবি মনে॥
মনে আছে বলেছিলেম তোমারে গো আগে
—প্রিয় ও অপ্রিয় তুমি ভজো সমভাবে।

বস।—ভ্রমক্রমে গাড়ীর উল্টোপাল্টা হওয়ায় এখানে এসে পড়েছি—তোমার শরণাগত হলেম, আমাকে রক্ষা কর।

বিট।—ভয় নেই, ভয় নেই। আচ্ছা, রোসো, আমি ওকে ভোগা দিচ্চি। (শকারের নিকট গিয়া) ওগো শকার, গাড়ীতে সত্যই একটা রাক্ষসী বসে আছে।

শকার।—পণ্ডিত! পণ্ডিত! যদি সত্যই রাক্ষসী হয়, তবে তোমার সর্ব্বস্ব চুরি করলে না কেন?—আর যদি চোর হয়, তবে তোমাকে খেয়ে ফেল্লে না কেন?

বিট।—দূর হোক্, ও সব জেনে কি হবে?—এখন যদি আমার কথা শোনো—চল, আমরা এই সারি-সারি বাগানগুলির মধ্যে দিয়ে উজ্জয়িনী নগরে ফিরে যাই। তাতে তোমার আপত্তি কি?

শকার।—তা করলে কি হবে?

বিট।—তা হলে ব্যায়াম-সেবাও হবে, আর, বলদদেরও পরিশ্রম বাঁচানো যাবে।

শকার।—আচ্ছা, তাই হোক্। না না—ওরে দাস স্থাবরক! গাড়ী নিয়ে আয়। না না, থাক্ থাক্। দবতা ও ব্রাহ্মণদের সম্মুখ দিয়ে পদব্রজেই যাব। না না—গাড়ীতে চড়েই যাব। তা হলে দূর থেকে আমাকে দেখে সবাই বল্‌বে—ঐ রাজার শ্যালক যাচ্চেন।

বিট।—(স্বগত) বিষকে ঔষধ করে' তোলা দুষ্কর—বসন্তসেনার কথাটা না বলে' আর চল্‌'চ না। আচ্ছা, এই রকম তবে বলা যাক্। (প্রকাশ্যে) ওগো শকার, আসল কথা কি জান, বসন্তসেনা তোমার উদ্দেশে এসেছেন।

বস।—কি সর্ব্বনাশ! ও কি পাপ-কথা!

শকার।—(সহর্ষে) পণ্ডিত! পণ্ডিত!—আমার উদ্দেশে—এই মহাত্মা ব্যক্তির উদ্দেশে—এই মনুষ্য-বাসুদেবের উদ্দেশে?

বিট।—হাঁ।

শকার।—আমার তবে আজ অপূর্ব্ব লক্ষ্মীলাভ হল! তখন আমি ওর পরে রুষ্ট হয়েছিলেম—রোস্, এখন আবার ওর পায়ে ধোরে সাধি।

বিট।—বেশ বলেছ।

শকার।—এই পায়ে পড়চি। হে মাতঃ! অম্বিকে! আমার নিবেদন শোনো।

পড়ি গো চরণে, বিশাল-নয়নে!
কৃতাঞ্জলি হয়ে আমি করি নমস্কার
ওগো দশনখে! দন্ত-ঝক্‌ঝকে!
করেছি কামার্ত্ত হয়ে দুষ্ট ব্যবহার।
সুন্দরী পরমা! কর মোরে ক্ষমা,
জেনো তুমি চিরদিন এ দাস তোমার।

বস।—(সক্রোধে) যাও যাও!—কি অভদ্রের মত কথা বল্‌চ। (পদাঘাত)

শকার। (সক্রোধে)

যে মুণ্ডটি জননীর আদর-চুম্বিত,
যে মুণ্ড দেবের পদে কভু নি নমিত,
সেই মুণ্ড শব-সম শৃগাল-আনীত
ও তব চরণ-তলে হইল দলিত?

ওরে দাস স্থাবরক! একে তুই কোথায় পেলি?

দাস।—প্রভু! গ্রাম্য-শকটে রাস্তা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় চারুদত্তের বাগান-বাড়ীর সামনে এই গাড়ী রেখে, গাড়ী থেকে নেমে, একজনের গাড়ীর চাকা ঘুরিয়ে দিচ্ছিলেম, সেই সময়ে বোধ হয় উনি আপনার গাড়ী ভেবে এই গাড়ীতে উঠেছিলেন।

শকার।—কি? ভুল করে' এই গাড়ী চড়ে' এসেছে? আমার উদ্দেশে আসে নি? তবে নেমে যা, নেমে যা আমার গাড়ী থেকে। তবে তুই সেই দরিদ্র বণিক পুত্রের উদ্দেশে যাচ্চিস্? আমার গরুদের বাহিয়ে নিচ্চিস্? তবে নেমে যা, নেমে যা, পাজি বেটি নচ্ছার কোথাকারে—নেমে যা বল্‌চি।

বস।—তুমি যে বল্লে "চারুদত্তের উদ্দেশে যাচ্চিস্"—এ কথায় আমি আপনাকে অলঙ্কৃত মনে করলেম। এখন যা হবার তা হোক্।

শকার।—দশনখ-শতদল
সুশোভিত হস্তেতে যাহার,
শত চাটুবাক্য সম
ভাল লাগে করিতে প্রহার,
সেই হস্তে ঝুঁটি ধরে'
বরতনু নামাব নিমিষে,
জটায়ু করিল যথা
বালীর পত্নীরে ধরি' কেশে।

বিট।—

গুণবতী-নারী-কেশ আকর্ষণ নহে গো উচিত,
উপবন-লতিকার পত্রচ্ছেদ নহে গো বিহিত।

তুমি থামো—আমি ওঁকে নাবাচ্ছি। বসন্তসেনা! নাবো।

বস।—(নাবিয়া একান্তে অবস্থান)

শকার।—(স্বগত) পূর্ব্বে যার অপমানের কথায় আমার রোষাগ্নি একটু দেখা দিয়েছিল, আজ তার পদাঘাতে একেবারে প্রজ্বলিত হয়ে উঠেছে—এখন তবে একে মারি। আচ্ছা, পণ্ডিতকে এইরূপ বলা যাক্।

চাও যদি দীর্ঘ-প্রান্ত
শত-সূত্র-যুক্ত উত্তরীয়,
চাও যদি খাইবারে
সুমধুর মাংস রমণীয়,
পিতে চাও চুহু চুহু
চুকু চুকু সরস পানীয়—

বিট।—তা হলে কি?

শকার।—তা হলে আমি যা চাই, তাই কর।

বিট।—আচ্ছা করব—কিন্তু অকার্য্য বর্জ্জন করে'।

শকার।—পণ্ডিত! তাতে অকার্য্যের গন্ধও নেই—রসও নেই।

বিট।—আচ্ছা, তবে বল।

শকার।—বসন্তসেনাকে মেরে ফ্যালো।

বিট।—(কর্ণ ঢাকিয়া)

ও যে গো অবলা বালা নগর-ভূষণ,
ও নহে তো বেশ্যালয়-বেশ্যার মতন।
প্রেমবতী নির্দ্দোষীরে বধি আমি যদি
কোন্ নায়ে পার হব পরলোক-নদী?

শকার।—আমি তোমাকে নৌকো দেব। ছাড়া, এই নির্জ্জন বাগানে মারলে কে তোমাকে ধরতে পাবে?

।—

দেখিবে গো দশদিশি,
দেখিবে গো বনের দেবতা,
শশী, দীপ্ত দিবাকর,
অন্তরাত্মা জানিবে বারতা।
ধর্ম্ম, বায়ু, ক্ষিতি, ব্যোম
পাপ-পুণ্য-সাক্ষী সবে হেথা॥

শকার।—আচ্ছা, তবে কাপড় দিয়ে ঢেকে মারো॥

বিট।—মূর্খ! তুমি অধঃপাতে গেছ।

শকার।—এই বুড়ো শূয়োরটা অধর্ম্ম-ভীরু। আচ্ছা, দাস স্থাবরককে বলি। বাছা বাপু দাস স্থাবরক! তোকে সোনার বালা দেব।

দাস।—যে আজ্ঞে, আমি হাতে পরব।

শকার।—তোকে সোনার পিঁড়ি গড়িয়ে দেব।

দাস।—যে আজ্ঞে, আমি তাতে বস্‌ব।

শকার।—আমার সব উচ্ছিষ্ট তোকে দেব।

দাস।—যে আজ্ঞে, আমি খাব।

শকার।—সকল দাসের সর্দ্দার করে' দেব।

দাস।—যে আজ্ঞে, তা হব।

শকার।—এখন তবে যা বলি শোন্।

দাস।—যে আজ্ঞে, আর সব করব, কেবল অকার্য্য করব না।

শকার।—তাতে অকার্য্যের গন্ধমাত্র নেই।

দাস।—যে আজ্ঞে, বলুন তবে।

শকার।—এই বসন্তসেনাকে মেরে ফ্যাল্।

দাস।—প্রভু, রাগ করবেন না। আমি দাস, ঠাকরুণকে ভুলক্রমে এই গাড়ী করে' এনেছি।

শকার।—আরে ব্যাটা দাস! আমার কথা শুন্‌চিস্‌নে? আমি কি তোর প্রভু নই?

দাস।—আপনি আমার শরীরের প্রভু, চরিত্রের প্রভু নন্।—আমার বড় ভয় হচ্চে।

শকার।—তুই আমার দাস হয়ে কার ভয় করিস্?

দাস।—আজ্ঞে, পরলোকের।

শকার।—কে সে পরলোক-ব্যাটা?

দাস।—আজ্ঞে, পাপ-পুণ্যের ফল।

শকার।—পুণ্যের ফল কিরূপ?

দাস।—পুণ্য-ফলে প্রভু যেমন সোনায় সোনায় ছয়লাপ।

শকার।—পাপের ফল কিরূপ?

দাস।—পাপের ফলে আমি যেমন পরের অন্ন-দাস। তাই, অকার্য্য আর করব না।

শকার।—ওরে! তবে তুই মারবি নে?

(নানাপ্রকারে প্রহার)

দাস।—আজ্ঞে, আমাকে মারুন আর মেরেই ফেলুন, অকার্য্য আমি করব না।

ভাগ্যদোষে ক্রীতদাস হয়েছি গো মোরে শত ধিক্!
অকার্য্য করিয়া পাপ কিনিব না তাহার অধিক॥

বস।—পণ্ডিত মশায়! আমাকে রক্ষা করুন!

বিট।—ওগো! মাপ কর, মাপ কর। ঠিক বলেছে স্থাবরক, ঠিক বলেছে।

দীন-হীন ভৃত্য এও, চাহে পরলোক-ফল,
কিন্তু নাহি চাহে তার প্রভু।
অযোগ্যে বাড়ায় যারা, যোগ্যে ত্যজে, তাহাদের
নাশ কেন নাহি হয় তবু?

অপিচ :—

দৈব শুধু রন্ধ্রান্বেষী, অতি অবিচারী;
এরি বা দাসত্ব কেন প্রভুত্ব তোমারি?
তব লক্ষ্মী কেন না ও করে উপভোগ?
তব প্রতি কেন আজ্ঞা না করে প্রয়োগ?

শকার।—(স্বগত) ওই বুড়ো শেয়ালটার অধর্ম্মের ভয়, আর এই ক্রীত দাসটার পরলোকের ভয়। আমি রাজার শালা—কত বড় লোক—আমার কাকে ভয়? ওরে ব্যাটা গর্ভদাস। তুই যা, ঐ পর্দ্দার মধ্যে তুই চুপ্ করে' বসে' থাক্ গে।

দাস।—যে আজ্ঞে প্রভু। (বসন্তসেনার নিকটে গিয়া) আমার যা সাধ্য, আমি করেছি।

[প্রস্থান।

শকার।—(কোমর বাঁধিয়া) দাঁড়া বসন্তসেনা, দাঁড়া—তোকে বধ করব।

বিট।—আমার সম্মুখে বধ করবে?

(গলা টিপিয়া ধরিয়া)

শকার।—(ভূতলে পতন) পণ্ডিত তার প্রভুকে মারলে রে! (মূর্চ্ছা—পরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া)

ঘৃত দিয়ে মাংস দিয়ে, দেহ পুষ্ট কল্লু তোর,
কার্য্য উপস্থিত হ'লে, তুই হলি শত্রু মোর?

(চিন্তা করিয়া স্বগত) হয়েছে, একটা উপায় ঠাওরেছি। ওই বুড়ো শেয়ালটা মাথা নেড়ে একটা কি ইসারা করেছিল—আমি ওকে দূরে সরিয়ে দিয়ে তার পর বসন্তসেনাকে মারব। হাঁ, সেই ভাল। (প্রকাশ্যে) পণ্ডিত! আমি এমন মহাবংশে জন্মগ্রহণ করে' সে অকার্য্য কি কথন করতে পাি —আমি কেবল ওকে অঙ্গীকার করবার জন্যই দেখাচ্ছিলেম।

বিট।—কি হইবে বল ওগো কুলের শিক্ষায়,
স্বভাব-চরিত্র মূল-কারণ হেথায়।
হোক্ না উর্ব্বর-ক্ষেত্র অতাব সুচারু
বাড়ে না কি তাহে হীন কণ্টকের তরু?

শকার।—ও তোমার কাছে লজ্জা করচে, তুি এখন যাও—স্থাবরক দাসকে প্রহার করায় সে পালি গেছে, তাকে তুমি নিয়ে এসো পণ্ডিত!

বিট।—(স্বগত)

বুঝি বা বসন্তসেনা আমার সমক্ষে
দেখায় মহত্ত্ব, তাই ভজে না মূরখে।
বিজন করিয়া দেই তবে এই স্থান,
বিজনে বিশ্বাস-রস ভোগ করে কাম।

(প্রকাশ্যে) হাঁ, তাই ভাল—আমি যাই।

বস।—(কাপড়ের অঞ্চল ধরিয়া) না না, যেও না—আমাকে রক্ষা কর।

বিট।—বসন্তসেনা! ভয় নেই—ভয় নেই ওগো! বসন্তসেনাকে তোমার হাতে গচ্ছি রেখে গেলেম।

শকার।—আচ্ছা, আমার হাতে গচ্ছিত রইল।

বিট।—ঠিক্ বল্চ?

শকার।—ঠিক্ বল্‌চি।

বিট।—(একটু গিয়া) কিন্তু না, আি গেলে নৃশংস ওকে বধ করলেও করতে পারে—আচ্ছা, আমি এই আড়াল থেকে দেখি, কি করে (একান্তে অবস্থান)

শকার।—আচ্ছা, আমিই বধ করি। না, এখন থাক—ঐ বুড়ো শেয়াল ব্রাহ্মণটা কপটের শিরোমণি—হয় তো ও আড়ালে শেয়ালের মত লুকিয়ে আছে ওকে ঠকাবার জন্য এইরূপ করা যাক। বালা বসন্ত সেনা! এস তো যাদু!

বিট।—এই যে! কামার্ত্ত হয়েছে—যাক্, আমি এখন নিশ্চিন্ত হলেম। আমি তবে যাই।

[প্রস্থান।

শকার।—(বসন্তসেনার পদতলে পড়িয়া)

ঢালিব সুবর্ণরাশি, হইব মধুরভাষী
উষ্ণীষ সহিত মাথা রাখিব ও চরণে।
বলিতেছি এত করে,' তবু নাহি চাহ মোরে,
কত কষ্ট সেবকের কষ্টময় জীবনে॥

ব।—তার সন্দেহ কি? (অবনতমুখী হইয়া)

নিকৃষ্ট-চরিত, খল, অপরাধী ওরে!
কেন বৃথা ধন-লোভ দেখাইছ মোরে!
সুচরিত কর্ম্ম যার, দেহটি নির্ম্মল
—অলি কভু নাহি ছাড়ে সে চারু কমল।
দরিদ্র-ও যদি হয় কুলশীলবান
যতনে সেবিবে নারী সঁপি মন-প্রাণ।
যে গণিকা অনুরক্ত হয় যোগ্য জনে
তাই তার শোভা বলি' সর্ব্বলোকে গণে।

তা ছাড়া:—সহকার-তরুকে সেবা করে' পলাশ-বৃক্ষকে কে চায়?

শকার।—আরে দাসীর বেটি দাসী! দরিদ্র চারুদত্তকে সহকার-তরু বল্লি, আর আমাকে পলাশ-গাছ বল্লি, কিংশুকও বল্লিনে? এই রকম করে' তুই আমাকে গালাগালি দিয়ে সেই চারুদত্তের নাম করছিস্?

বস।—যিনি আমার হৃদয়ে আছেন, তাঁর নাম কেন না করব?

শকার।—সে তোর হৃদয়ের মধ্যে এখনও আছে?—তবে ভালই হল, তোর সঙ্গে তাকে একত্রেই বধ করব। তবে রে দরিদ্র বণিক-কামুকী বেশ্যা কোথাকারে! দাঁড়া—দাঁড়া।

বস।—বল বল, আবার বল—ও আমার গৌরবেরই কথা।

শকার।—সেই দাসের ব্যাটা চারুদত্ত এখন তোকে রক্ষা করুক।

বস।—আমাকে যদি দেখতে পেতেন, তা হলে রক্ষা করতেন।

শকার।—

বালি-পুত্র সে কি ইন্দ্র, মহেন্দ্র না সুবন্ধু?
রম্ভাপুত্র কালনেমি চাণক্য না ত্রিশঙ্কু?
রুদ্র রাজা ধুন্ধুমার দ্রোণপুত্র জটায়ু?

কিন্তু না, এরাও তোকে রক্ষা করতে পারবে না।

চাণক্য বধিল যথা, ভারতের যুগে সেই
দেবী জানকীরে
জটায়ু বধিল যথা, সেই পুরাতন কালে
দেবী দ্রৌপদীরে
আমিও তেমতি আজি, এখনি করিব বধ
উহারে অচিরে।
(মারিতে উদ্যত)

বস।—মা গো! তুমি কোথায়?—হা চারুদত্ত! প্রাণের আশা পূর্ণ না হতে হতেই প্রাণত্যাগ করতে হল—খুব চেঁচিয়ে কাঁদি—না না—বসন্তসেনা চেঁচিয়ে কাঁদবে?—কি লজ্জার কথা। চারুদত্ত! তোমাকে প্রণাম করে' জন্মের মত বিদায় হই।

শকার।—এখনও গর্ভদাসী সেই পাপিষ্ঠের নাম করচে? (গলা টিপিয়া) তার নাম কর্, গর্ভদাসী, তার নাম কর্।

বস।—মহাত্মা চারুদত্তকে প্রণাম।

শকার।—মর্ গর্ভদাসী, মর্। (গলা টিপিয়া)

বস।—(মূর্চ্ছিতা ও নিশ্চেষ্টা হইয়া পতন)

শকার।—(সহর্ষে)—

সর্ব্বদোষ-একাধার
অবিনয়-বাস ভূমি, খল, ক্রূর মন,
এসেছিল হেথা আজি
বিলাসীর প্রেম-বশে করিতে রমণ।
এ মোর বাহুর বীর্য্য
কি হইবে অতিমাত্র করি' প্রকটিত,
ভারতেতে সীতা যথা
শুধু ও নিঃশ্বাস-মাত্রে হইয়াছে মৃত।
আমি চাহি গণিকারে
—নাহি চাহে আমায় সে;
সেই সে কারণে তারে
বধিয়াছি ঘোর রোষে
—শূন্য এই পুষ্পোদ্যানে
গলা টিপি খুব কোষে।
মোর পিতা মোর ভ্রাতা, দ্রৌপদীর সম মাতা
বঞ্চিত এ দৃশ্য দরশনে।
এ হেন শূরত্ব মোর, পুত্রের বীরত্ব ঘোর
না পাইল দেখিতে নয়নে॥

সে যাক্—এখন সেই বুড়ো শেয়ালটা এসে পড়বে—এই বেলা সরে' যাই। (তথা করণ)

(দাসের সহিত বিটের প্রবেশ)

বিট।—স্থাবরক দাসকে তো বলে-কয়ে নিয়ে এলেম। এখন তবে শকারের সঙ্গে দেখা করি। (পরিক্রমণ ও অবলোকন) এ কি! পথে যে একটা* গাছ পড়ে' আছে। বৃক্ষের পতনে স্ত্রীহত্যা সূচিত হচ্চে। ওরে পাপিষ্ঠ! এই অকার্য্য তবে কি তুই সত্যই করেচিস্? যাই হোক্, ওরে পাপ-বৃক্ষ! তোর পতনেও স্ত্রী-হত্যা-দর্শন-পাপে আমরা পতিত হলেম। এই দুর্নিমিত্ত যদি সত্য হয়, তবে বসন্তসেনার কোন অনিষ্ট হয়েছে বলে' আমার বিলক্ষণ মনে শঙ্কা হচ্চে।—দেবতারা সর্ব্বপ্রকারে মঙ্গল করুন। (শকারের নিকট গিয়া) ওগো শকার! এই দেখ, স্থাবরক দাসকে বলে-কয়ে এখানে এনেছি।

শকার।—পণ্ডিত! এসো এসো! বাপু বাছা স্থাবরক দাস—তুইও আয়।

দাস।—যে আজ্ঞে।

বিট।—ওগো! এখন আমার সেই গচ্ছিত বস্তুটি নিয়ে এসো।

শকার।—কিরূপ গচ্ছিত বস্তু?

বিট।—বসন্তসেনা।

শকার।—সে চলে' গেছে।

বিট।—কোথায়?

শকার।—তোমারি পিছনে পিছনে।

বিট।—(মনে মনে বিচার করিয়া) ও সে দিক্ দিয়ে যায়নি।

শকার।—তুমি কোন্ দিক্ দিয়ে গিয়েছিলে?

বিট।—পূর্ব্বদিক্ দিয়ে।

শকার।—সেও দক্ষিণদিক দিয়ে গেছে।

বিট।—আমি দক্ষিণদিক দিয়েই গিয়েছিলেম বটে।

শকার।—সেও উত্তরদিক দিয়ে গেছে।

বিট।—তুমি যে পাগলের মত কথা বল্চ। আমার অন্তরাত্মা সুস্থ হচ্চে না—ঠিক কথা বল।

শকার।—পণ্ডিত! তোমার মাথায় পা দিয়ে শপথ করচি—এখন নিশ্চিন্ত হও—আমি বসন্তসেনাকে বধ করেছি।

বিট।—(সবিষাদে) সত্যি বধ করেছ?

শকার।—যদি আমার কথায় প্রত্যয় না তবে রাজ-শ্যালক-বাহাদুরের বীরত্বটা এ স্বচক্ষে দেখ। (বসন্তসেনার শরীর প্রদর্শন)

বিট।—হা! কি সর্ব্বনাশ!—কি সর্ব্বন আমি কি হতভাগা! (মূর্চ্ছিত হইয়া পতন)

শকার।—হি হি হি—পণ্ডিত মরেছে।

দাস।—পণ্ডিত মশায়! উঠুন, উঠুন। দেখে-শুনে গাড়ী হাঁকিয়ে নিয়ে আসায় গোড় আমা হতেই এই স্ত্রী-হত্যাটি হয়েচে।

বিট।—(সংজ্ঞালাভ করিয়া সকরুণভাবে হা বসন্তসেনা!

দয়া-দাক্ষিণ্যের নদী
বিগলিয়া গেল চলি স্বদেশ দক্ষিণে
প্রীতি রতি অনুরাগ
সকলি চলিয়া গেল সে বালা বিহীনে।
অলঙ্কৃতা সুভূষণে!
সুবদনে! কোথা ওগো ক্রীড়া-বিলাসিনি
সৌজন্যের প্রবাহিণি!
হাস্যের পুলিন! ওগো আশ্রয়দায়িনি!
হায় হায়! নষ্ট হল
সৌন্দর্য্য-ভাণ্ডার সেই মন্মথ-বিপণি॥
(সাশ্রুলোচনে)
হায় হায়! কি কষ্ট!
কি কাজ করিলি তুই
বিনাশিয়া এ হেন সুন্দরী
তো হতে পাপিষ্ঠ! হল
শ্রীভ্রষ্ট এ নির্দ্দোষ নগরী।

(স্বগত) এই পাপিষ্ঠের অসাধ্য কিছুই নেই—ও শেষে নিজকৃত দোষ আমার উপরে সংক্রামি করতেও পারে। এ স্থান হতে প্রস্থান করা শ্রেয়। (পরিক্রমণ)

শকার।—(নিকটে আসিয়া বিটকে ধারণ)

বিট।—পাপিষ্ঠ, আমাকে স্পর্শ করিস্ নে—তোর সংস্রবে আমি আর থাক্‌ব না—চল্লেম।

শকার।—ওরে! বসন্তসেনাকে নিজে বধ করে শেষে আমার নামে দোষ দিয়ে কোথায় পালাচ্চিস্?

বিট।—তুই অধঃপাতে গিয়েছিস্।

শকার।—শত শত অর্থ দিব
ভোজন সহিত স্বর্ণ কাহন কাহন

---

* বঙ্গীয় গ্রন্থে "পাদয়ো" এবং বোম্বাই-মুদ্রিত গ্রন্থে "পাদপ" আছে। শেষোক্ত পাঠান্তরটিই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়।

হত্যা-কৃতাদণ্ড-ফল

আমা হতে অন্যজনে কর সংক্রমণ।

বিট।—এ কথা বল্‌তে লজ্জা হল না?—ধিক্ তোকে!

দাস।—রাম! রাম! এ কি কথা?

শকার।—(হাস্য)

বিট।—

হেসো না হেসো না তুমি, এখন অপ্রীতি হোক্
তোমায় আমায়,
অপমানকারী নীচ, অনার্য্য-সনে যে প্রীতি
ধিক্ বলি তায়।
তব সনে আর যেন না হয় মিলন
নির্গুণ ধনুক সম করিনু বর্জ্জন।

শকার।—পণ্ডিত! রাগ করো না, রাগ করো না—এসো, আমরা ঐ পদ্ম-সরোবরে গিয়ে একটু আমোদ-প্রমোদ করি গে।

বিট।—যদিও নির্দ্দোষ আমি, সেবিলে তোমায়
লোকেরা অনার্য্য বলি' ভাবিবে আমায়।
স্ত্রীবধ করেছ তুমি
তোমারে দেখিলে যত নগর-রমণী
"ওই হত্যাকারী" বলি'
সচকিত আড়-চক্ষে দেখিবে অমনি
—কেমনে গো তোমা সনে যাইব এখনি?

(সকরুণভাবে) বসন্তসেনা!

অন্য জন্মে বেশ্যা আর হয়ো না সুন্দরি!
সুচরিত্রে! শুদ্ধ-কুলে এসো দেহ ধরি'।

শকার।—আমার "পুষ্পকরণ্ডক" উদ্যানে বসন্তসেনাকে বধ করে' তুই কোথায় পালাচ্চিস্? আমার ভগিনীপতির কাছে এই মোকর্দ্দমায় তোর জবাব দিতে হবে। (ধারণ)

বিট।—রোস্ পাজী (খড়্গ আকর্ষণ)।

শকার।—(সভয়ে সরিয়া গিয়া) কি রে, ভয় পেয়েছিস্? আচ্ছা, তবে যা।

বিট।—(স্বগত) এখানে থাকা আর উচিত হয় না—আচ্ছা, যেখানে শর্বিলক, চন্দনক প্রভৃতি আছেন, সেইখানেই যাই।

[প্রস্থান।

শকার।—যেখানে ইচ্ছা, মর্ গে যা—দূর হ। ওরে বেটা স্থাবরক—কেমন কাজ করেছি?

দাস।—আজ্ঞে, বড়ই খারাপ কাজ করেছেন।

শকার।—ওরে দাস, কি বলচিস্? খারাপ কাজ করেছি? আচ্ছা, বেশ। (নানা আভরণ অঙ্গ হইতে খুলিয়া) এই অলঙ্কারগুলি নে, তোকে দিলেম—যে সময়ে আমি এইগুলি পরব, তখন আমার, নৈলে তোর—বুঝ্‌লি?

দাস।—এই অলঙ্কারগুলিতে আপনাকেই মানায় —এ নিয়ে আমার কি হবে?

শকার।—আচ্ছা, তবে এই বলদ্ দুটো নিয়ে যা। আর, আমার প্রাসাদের প্রবেশদ্বারের উপরে যে নূতন চূড়া-ঘর তৈরি হয়েচে, সেই ঘরে তুই গিয়ে থাক্, যতক্ষণ না আমি যাই।

দাস।—যে আজ্ঞে।

[প্রস্থান।

শকার।—নিজেকে বাঁচাবার জন্য পণ্ডিতটা তো সট্‌কেচে। আর, দাসটা প্রাসাদে গেলেই তাকে পায়ে বেড়ি দিয়ে বদ্ধ করে' রাখ্‌ব। এখন আর কথাটা প্রকাশ হবার কোন সম্ভাবনা নেই। এখন তবে যাই—না না, আর একবার দেখি, সত্যি মরেছে কি না।—আবার কি মারতে হবে?—না, নির্ঘাত মরেছে। আচ্ছা, তবে এখন চাদর দিয়ে একে ঢেকে রাখি—কিন্তু না, এতে যে আমার নামের চিহ্ন আছে, তা হলে কোন ভদ্রলোক দেখ্‌লেই চিনতে পারবে। আচ্ছা, বাতাসে উড়ে এসে এই শুক্ পাতাগুলো এখানে জড় হয়েছে, এইগুলো দিয়ে ঢেকে রাখা যাক্। আচ্ছা, এখন তবে আদালতে গিয়ে নালিশ লিখিয়ে আসি—এই কথা বলি যে, "অর্থের লোভে বণিক চারুদত্ত আমার পুষ্পকরণ্ডক নামক জীর্ণ উদ্যানে প্রবেশ করে' বসন্তসেনাকে বধ করেছে।"

চারুদত্ত নাশ তরে
করিনু নূতন ফন্দী আজ।
বিশুদ্ধ এ পুরীমাঝে
পশু-হত্যা নিদারুণ কাজ।

আচ্ছা, তবে যাই। (প্রস্থান করিয়া দৃষ্টি পূর্ব্বক সভয়ে) কি আশ্চর্য্য! যে পথ দিয়েই যাই, সেই পথেই যে সেই ভিজে-কাপড়-হাতে বৌদ্ধ ভিক্ষুকটাকে দেখতে পাই। সেও দেখচি, এই পথ দিয়ে আসচে।

আমি ওর নাক কেটে মেরে তাড়িয়ে দিয়েছিলেম—ও আমার শত্রুতা করে' যদি প্রকাশ করে যে, এই হত্যাটা আমিই করেছি—এখন তবে কোন্ দিক দিয়ে যাই? হয়েছে—এই প্রাচীরের অর্দ্ধেকটা পড়ে' গেছে—এই প্রাচীরটা ডিঙ্গিয়ে যাই।

যাই আমি এই বেলা করি' খুব ত্বরা
মহেন্দ্র যেমতি লঙ্ঘি' পাতাল ও ধরা
ধাইয়া গগন-পথে হনু শৈল হতে
লঙ্কাদ্বীপে উপনীত হন কোনমতে।

[প্রস্থান।

(তাড়াতাড়ি সংবাহক ভিক্ষুর প্রবেশ)

ভিক্ষু।—এই কাপড়খানা তো জলে ধুলেম—এখন কি গাছের ডালে শুকোতে দেব?—না, তা হলে বানরেরা ছিঁড়ে কুটিকুটি করে' ফেল্‌বে। তবে কি মাটিতে শুকোতে দেব?—না, তা হলে ধুলোয় ময়লা হবে। (দেখিয়া)—তবে কোথায় শুকোতে দি? আচ্ছা, বাতাসে উড়ে এসে কতকগুলো শুষ্ক পাতা এইখানে জড় হয়ে আছে—এরই উপরে বিছিয়ে শুকোতে দি। (তথাকরণ) বুদ্ধায় নমঃ। (উপবেশন) আচ্ছা, এখন তবে ধর্ম্মশ্লোক পাঠ করি। ('অস্তু জন' ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত শ্লোক পাঠ) কিন্তু না, যে বসন্তসেনা দশ সুবর্ণ দিয়ে জুয়ারীর হাত থেকে আমাকে উদ্ধার করেছেন, তাঁর যত দিন না আমি প্রত্যুপকার করতে পারি—তত দিন আমার স্বর্গ কামনা করে' কি ফল! তত দিন আমি তাঁরই ক্রীতদাস। পাতার ভিতর থেকে কি যেন একটা নড়ে' উঠ্‌চে। ব্যাপারটা কি? অথবা

বায়ু-তাপে তপ্ত পাতা
আর্দ্র বস্ত্রে উঠেছে কাঁপিয়া
—মনে হয় পাখী যেন
নড়িতেছে পাখা ঝাপটিয়া।

(বসন্তসেনা সংজ্ঞা লাভ করিয়া হস্ত প্রদর্শন)

হায় হায়! এ কি! শুভ্রালঙ্কার-ভূষিত স্ত্রীলোকের হস্ত যে! এই যে, অপর হস্তটিও বের করেছে—এ হস্তটি যে আমি চিনি। সত্য কি সেই হস্ত—যে হস্তে তিনি আমাকে অভয় দান করেছিলেন! আচ্ছা, দেখি দিকি। হাঁ, সেই বুদ্ধোপাসিকাই বটে।

বস। (পানীয় আকাঙ্ক্ষা)

ভিক্ষু।—কি! জল চাচ্চে! কিন্তু পুষ্করিণীটা যে দূরে। এখন কি করি! আচ্ছা, এই কাপড়টা নিংড়ে নিংড়ে জল দি। (তথাকরণ)

বস।—*(সংজ্ঞা লাভ করিয়া উত্থান)*

ভিক্ষু।—*(কাপড়ের অঞ্চল দিয়া বীজন)*

বস।—মহাশয়, আপনি কে?

ভিক্ষু।—বুদ্ধোপাসিকা! তুমি আমাকে দশ সুবর্ণ দিয়ে জুয়ারীর হাত থেকে মুক্ত করেছিলে—আমাকে কি তোমার স্মরণ হচ্চে না?

বস।—আপনাকে স্মরণ হচ্চে—কিন্তু আপনি যা বল্‌চেন, তা তো স্মরণ হয় না—আমি মরে' গেলেও ও কথা মুখে আন্‌তে পারব না।

ভিক্ষু। বুদ্ধোপাসিকা! এ কি ব্যাপার! তোমার হয়েছে কি?

বস।—(নৈরাশ্য-সহকারে) বেশ্যার যা হবার, তাই হয়েছে।

ভিক্ষু।—ওঠো, বুদ্ধোপাসিকা, ওঠো—এই গাছটার নিকটে যে লতা আছে, তাই ধরে' ওঠো। (লতা নামাইয়া)

বস।—(লতা ধরিয়া উত্থান)

ভিক্ষু।—এই মঠে আমার ধর্ম্ম-ভগিনী আছেন—সেখানে মনকে সুস্থ করে' উপাসিকা, তোমার গৃহে যাও। এখন আস্তে আস্তে চল। মহাশয়েরা সব সরে' যান্—সরে' যান্—ইনি যুবতী স্ত্রী—আমি ভিক্ষু—আমি অবিকৃত-চিত্তে ওঁকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্চি—এই আমার পরিশুদ্ধ ধর্ম্ম।

সুসংযত হস্ত মুখ
সুসংযত ইন্দ্রিয়াদি যার
তাকেই মনুষ্য বলি,
কি করিতে পারে রাজা তার?
হস্তে তার পরলোক,
কাড়ি লয় সাধ্য আছে কার?

বসন্তসেনা-বধ নামক অষ্টম অঙ্ক।

নবম অঙ্ক

দৃশ্য—বিচারালয়

(কখন বাহিরে, কখন ভিতরে)

(শোধনকের প্রবেশ)

শোধ।—বিচারকেরা আমাকে এই আজ্ঞা করেছেন :—"দেখ শোধনক! বিচার-মণ্ডপে গিয়ে আসন সব সাজিয়ে রাখো"—তাই সেখানে যাচ্চি। এই তো বিচার-মণ্ডপ—এখন তবে ভিতরে যাই। বিচার-মণ্ডপটি পরিষ্কার করে' রাখা গেল—আসন-গুলও তো সাজানো হল—এখন বিচারকদের জানিয়ে আসি। এ কি! সেই দুষ্ট, পাজি রাজার শালা ব্যাটা যে এই দিকে আস্‌চে—ওর সাম্‌নে থেকে এই বেলা সরে' পড়া যাক্‌। (একান্তে অবস্থান)

(উজ্জ্বল-বেশ-ধারী শকারের প্রবেশ)

শকার।—কাননে উদ্যানে বসি',
জলবারি সলিলেতে করিয়াছি স্নান।
যুবতী স্ত্রী নারী সনে, ছিনু আমি সুশোভিত
গন্ধর্ব্ব সমান।
ক্ষণে গ্রন্থি বন্ধন, ক্ষণে জটা-ধারণ,
ক্ষণে এলো-মেলো ঢিলে-ঢালা।
ক্ষণে খোলা-চুল ঝোলা, ক্ষণে চূড়া উর্দ্ধে তোলা,
চিত্ররূপী আমি রাজ-শালা॥

তা ছাড়া—মৃণাল-গ্রন্থির মধ্যে যেমন কীট প্রবেশ করে' পথ অন্বেষণ করতে করতে একটা পরিসর স্থান পায়, আমিও তেমনি সূক্ষ্ম সূত্রে বৈরনির্য্যাতনের একটা বেশ অবসর পেয়েছি—এখন কার ঘাড়ে এই দুষ্কর্ম্মটা চাপাই? হাঁ, মনে পড়েছে, দরিদ্র চারুদত্তের ঘাড়ে চাপানো যাক্‌। সে দরিদ্র, লোকে তার পক্ষে সকলই সম্ভব বলে' মনে করবে। সেই কথাই ভাল। আগে বিচারমণ্ডপে গিয়ে অভিযোগটা এই বলে' লেখাই যে, চারুদত্ত ঘাড় মটকে বসন্তসেনাকে বধ করেছে। এখন তবে বিচারমণ্ডপে যাই। এই তো বিচার-মণ্ডপ—এইবার প্রবেশ করা যাক। এই যে, আসন সব প্রস্তুত। যতক্ষণ না বিচারকেরা আসেন, ততক্ষণ আমি এই দূর্ব্বা-ঘাসের চাতালে একটু বসে' অপেক্ষা করি। (তথা অবস্থিত)

শোধনক।—(অন্যদিকে পরিক্রমণ করিয়া সম্মুখে দেখিয়া) এই বিচারকেরা আস্‌চেন, আমি তবে এগিয়ে নিকটে যাই। (নিকটে গমন)

(শ্রেষ্ঠী ও কায়স্থাদি দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া বিচারকের প্রবেশ)

বিচারক।—দেখ শ্রেষ্ঠী, কায়স্থ!

উভয়ে।—আজ্ঞে করুন।

বিচা।—বিচার-কার্য্যে আমরা নিতান্ত পরাধীন—পরমুখাপেক্ষী, অর্থি-প্রত্যর্থীর মনোগত ভাব বোঝা বিচারকের পক্ষে বড়ই দুষ্কর।

সত্যরে প্রচ্ছন্ন করি'
কহে লোকে কত কথা ন্যায়-পরিচ্যুত,
নিজ দোষ নাহি বলে
মনের বিকারে নিজে হয়ে অভিভূত।
পক্ষ বিপক্ষের যদি
সহায়ের বলে হয় বলের বর্দ্ধন
নিশ্চয় গো তাহা হলে
নৃপের নামেতে হয় কলঙ্ক স্পর্শন।
সংক্ষেপে বলিতে গেলে
বিচারক-অপবাদ সুলভ জগতে,
গুণের প্রশংসা তাঁর
বহু দূরে অবস্থান করে তাঁহা হতে।

অপিচ :—

লুকাইয়া নিজ দোষ
রোষ-বশে কহে কথা ন্যায়-বিরহিত
বিচার-আলয়ে যে গো,
—উভয়-পক্ষের দোষে হইয়া দূষিত
করে সে বিষম পাপ;
—পরলোকে অধোগতি নিশ্চয় তাহার।
সংক্ষেপে বলিতে গেলে
বিচারক যশোহীন—অপযশই সার।

সেই জন্য বিচারকেরা :—

শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, বক্তা,
নিপুণ মিথ্যার আবিষ্কারে।
ক্রোধশূন্য, সমদৃষ্টি
শত্রুমিত্র উভয়-বিচারে॥
আচরণ বিচারিয়া উত্তর প্রদান
অক্ষমে রক্ষণ, শঠে দণ্ডের বিধান,

ধর্ম্ম-পরায়ণ সদা—লোভের অতীত,
পর-তত্ত্ব অন্বেষণে চিত্ত সমাহিত
—এইরূপে বিচারক করেন বিচার
কুপিত নৃপের কোপ করিয়া সংহার।

শ্রেষ্ঠী ও কায়স্থ।—এতেও যদি কেহ আপনার গুণ-রাশিতে দোষারোপ করে, সে অনায়াসেই বল্‌তে পারে, চন্দ্রালোকে অন্ধকার আছে।

বিচা।—বাপু শোধনক! বিচার-মণ্ডপের পথ দেখিয়ে নিয়ে চল।

শোধ।—এই দিক দিয়ে বিচারক মহাশয়, এই দিক দিয়ে।—(পরিক্রমণ) এই বিচারমণ্ডপ, প্রবেশ করুন।

(সকলের প্রবেশ)

বিচা।—বাপু শোধনক! বাহিরে গিয়ে জেনে এসো, কে কে কার্য্যার্থী উপস্থিত।

শোধ।—যে আজ্ঞে। (প্রস্থান করিয়া) বিচারক-মহাশয় জিজ্ঞাসা করচেন, এখানে কার্য্যার্থী কে কে উপস্থিত আছেন?

শকার।—(সহর্ষে) এই যে বিচারকেরা উপস্থিত। (সগর্ব্বে পরিক্রমণ করিয়া) আমি বড় লোক, বড় মানুষ, রাজার শালা, রাষ্ট্রীয় শ্যালক—আমি একজন কার্য্যার্থী।

শোধনক।—(সভয়ে) কি সর্ব্বনাশ! প্রথমেই রাজার শালা কার্য্যার্থী? আচ্ছা, মহাশয় একটু দাঁড়ান, আমি বিচারক-মহাশয়কে বলে' আসি। (নিকটে আসিয়া) মহাশয়, রাষ্ট্রীয় শ্যালক কার্য্যপ্রার্থী উপস্থিত আছেন।

বিচা।—কি? প্রথমেই রাষ্ট্রীয় শ্যালক কার্য্যার্থী? সূর্য্যোদয়ে রাহুগ্রাসের ন্যায় কোন মহাপুরুষের আজ নিপাত হবে দেখ্‌চি। শোধনক! আজ অন্য মোকর্দ্দমার কাজে আমরা ব্যস্ত, বাহিরে গিয়ে তুমি তাঁকে এই কথা বল যে "যান, আজ আপনার মোকর্দ্দমার বিচার হবে না।"

শোধ।—যে আজ্ঞে। (প্রস্থান করিয়া শকারের নিকট গিয়া) মহাশয়! বিচারক-মহাশয় বল্লেন, "আজ যান, আজ আপনার মোকর্দ্দমার বিচার হবে না।"

শকার।—(সক্রোধে) কি! আমার মোকদ্দমার বিচার হবে না? যদি বিচার না হয়, তা হলে ভগিনীপতিকে বলে,' রাজা পালককে বলে', ভগিনীকে বলে', মাকে বলে' এই বিচারককে দূর করে' দিয়ে এখানে অন্য বিচারককে এনে বসাব।

শোধ।—রাষ্ট্রীয় শ্যালক-মহাশয়! দাঁড়ান, আমি বিচারপতি মহাশয়কে জানিয়ে আসি। (বিচারপতির নিকট গিয়া) রাষ্ট্রীয় শ্যালক-মশায় অত্যন্ত কুপিত হয়েছেন। (শ্যালকের কথাগুলি নিবেদন করিয়া)

বিচা।—এই মূর্খটার পক্ষে সকলই সম্ভব। বাপু! তাকে বল—"আসুন, আপনার মোকর্দ্দমার আজই বিচার হবে।"

শোধ।—(শকারের নিকট গিয়া) মহাশয়! বিচারপতি-মহাশয় আপনাকে আস্‌তে বল্লেন।

শকার।—প্রথমে বল্লে "বিচার হবে না"—এখন আবার বলে "বিচার হবে"—তবে বিচারপতির নিশ্চয়ই ভয় হয়েছে—এখন যা আমি বল্‌ব, তাই বিশ্বাস করবে। আচ্ছা, আমি যাচ্চি। (প্রবেশ করিয়া নিকটে গিয়া) আমি অত্যন্ত সুখী হলেম—আপনাদেরও সুখী করা না করা সেও আমারই হাতে।

বিচা।—(স্বগত) কি আশ্চর্য্য! বিচারার্থী যে একেবারে স্থির-সংস্কার দেখচি। (প্রকাশ্যে) বসুন।

শকার।—হাঁ, এ সব তো আমারই জায়গা—যেখানে আমার ইচ্ছে হবে, সেইখানেই বস্‌ব। (শ্রেষ্ঠীর প্রতি) আমি এইখানে বসি—(শোধনকের প্রতি) না না, এইখানে বসি। (বিচারপতির মস্তকে হস্ত দিয়া) না, এইখানে বসি। (ভূমিতে উপবেশন)

বিচা।—আপনি বিচারপ্রার্থী?

শকার।—হাঁ।

বিচা।—কি হয়েছে, বলুন।

শকার।—কানে কানে বল্‌ব। আমি তো যে-সে লোক নই। কত বড় কুলে আমার জন্ম।

রাজার শ্বশুর মোর পিতা,
রাজা মোর পিতার জামাতা।
আমি রাজ-শ্যালক যেমতি
রাজাও আমার ভগ্নীপতি।

বিচা।—আমি সমস্তই অবগত আছি।

কি হইবে ওগো কুলের শিক্ষায়?
—স্বভাব-চরিত্র মূল কারণ হেথায়।

হোক্ না উর্ব্বর ক্ষেত্র অতীব সুচারু,
বাড়ে না কি তাহে হীন কণ্টকের তরু?

তা, নালিশটা কি বলুন।

শকার।—আচ্ছা, এই বলি শুনুন। আর তাও বলি;—অপরাধী হলেও আমার কেউ কিছু করতে পারে না। তা, সেই আমার ভগ্নীপতি আমার উপর তুষ্ট হয়ে সকলের সেরা উদ্যান যে পুষ্প-করণ্ডক জীর্ণোদ্যান, সেইটি আমাকে দেন। তাই কোথাও বা জল শুকানো, জমি ভরাট করান, ঝাঁট দেওয়ান, ডাল-পালা ছেঁটে ফ্যালানো—এইরূপ নানা কাজের তদারক করতে প্রতিদিন আমাকে সেখানে যেতে হয়—একদিন গিয়ে দেখি কি না, একজন স্ত্রীলোকের শরীর পড়ে' আছে।

বিচা।—কোন্ স্ত্রীলোকটি মারা গেছে, আপনি কি তা জানেন?

শকার।—তা কি আর আমি জানি নে? সেই নগর-ভূষণ—শত-কাঞ্চন-ভূষিতা রমণীকে কে না জানে? কোন কুপুত্র অর্থের লোভে শূন্য পুষ্প-করণ্ডক জীর্ণোদ্যানে প্রবেশ করে' বসন্তসেনাকে গলা টিপে মেরেছে—আমার দ্বারা এ কাজ—(অর্দ্ধোক্তি করিয়া মুখ আচ্ছাদন)

বিচা।—ওঃ! নগর-রক্ষীদের কি অনবধানতা! দেখ, শ্রেষ্ঠী, কায়স্থ! তোমরা "আমার দ্বারা এ কাজ" এই কথাটি মোকর্দ্দমার প্রথম পাদস্বরূপ লিখে রাখো।

কায়স্থ।—যে আজ্ঞে। (তথাকরণ) মহাশয়, লেখা হয়েছে।

শকার।—(স্বগত) কি সর্ব্বনাশ! কি বলে' ফেলেম! পায়সান্ন-লোভীর মত তাড়াতাড়ি করে' একটা কথা বলে' নিজের মরণ নিজেই ঘটালেম যে! আচ্ছা, তা হোক। (প্রকাশ্যে) ওগো বিচারপতি-মহাশয়! তোমরা কি গোলযোগ করচ? না না —আমি বল্‌ছিলেম কি—"আমার দ্বারা এ কাজ দুষ্ট হয় নি"! (শব্দটি পদ দ্বারা পুঁছিয়া দেওন)।

বিচা।—তুমি কি করে' জান্‌লে, অর্থের লোভে তাকে গলাটিপে মেরেছে?

শকার।—গলায় যেখানে অলঙ্কার থাক্‌বার কথা, সেখানে তার অলঙ্কার নেই, আর গলাটাও ফুলে উঠেছে।—এর থেকে অনুমান কর্‌লেম।

শ্রেষ্ঠী, কায়স্থ।—এ কথাটা সঙ্গত।

শকার।—(স্বগত) যাক্, এ যাত্রা কপাল-গুণে বেঁচে গেলেম।

শ্রেষ্ঠী, কায়স্থ।—দেখুন বিচারপতি-মহাশয়! কাকে অবলম্বন করে' এই মোকর্দ্দমার নিষ্পত্তি হবে?

বিচা।—নিষ্পত্তির দুইরূপ পদ্ধতি আছে।

শ্রেষ্ঠী, কায়স্থ।—সে দুটি কি মশায়?

বিচা।—এক, বাক্য-অনুসারী—আর এক, অর্থ-অনুসারী। যা বাক্য-অনুসারী, তা অর্থি-প্রত্যর্থীদের বাক্যের দ্বারাই নিষ্পত্তি হয়—আর যা অর্থ অনুসারী, তা বিচারপতির বুদ্ধির দ্বারা নিষ্পত্তি হয়।

শ্রেষ্ঠী, কায়স্থ।—তা হলে, বসন্তসেনার মাতাকে অবলম্বন করে' এর নিষ্পত্তি হবে।

বিচা।—তাই বটে। বাপু শোধনক! কিছু-মাত্র উদ্বিগ্ন না করে' বসন্তসেনার মাতাকে এখানে নিয়ে এসো।

শোধ।—যে আজ্ঞে। (প্রস্থান করিয়া গণি-কার মাতার সহিত প্রবেশ) এই দিক দিয়ে আসুন ঠাকরুণ, এই দিক দিয়ে!

বৃদ্ধা।—আমার কন্যা তো তার মিত্র-গৃহে গেছে। এখন এই ভদ্রলোকের বাছাটি আমাকে বল্‌চে—"আসুন, বিচারপতি ডাক্‌চেন"—কিন্তু এ কথা শুনে আমার যেন মূর্চ্ছা যাবার উপক্রম হয়েছে —বুকটা থরথর করে' কাঁপচে। আচ্ছা মহাশয়! আমাকে বিচার-মণ্ডপের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলুন।

শোধ।—এই দিক্ দিয়ে ঠাকরুণ, এই দিক্ দিয়ে। (উভয়ের পরিক্রমণ) এই বিচার-মণ্ডপ—ঠাকরুণ, প্রবেশ করুন।

(উভয়ের প্রবেশ)

বৃদ্ধা।—(নিকটে গিয়া) পণ্ডিত-মহাশয়! আপ-নার সুখ-সমৃদ্ধি হোক্।

বিচা।—এসো বাছা—বোসো।

বৃদ্ধা।—এই বসচি—(উপবেশন)

শকার।—(আক্ষেপ-সহকারে) এসেছিস বুড় কুট্‌নী, তুই এসেছিস?

বিচা।—ওগো, তুমি কি বসন্তসেনার মা?

বৃদ্ধা।—আজ্ঞে হাঁ।

বিচা।—আচ্ছা, বসন্তসেনা এখন কোথায়?

বৃদ্ধা।—মিত্রের ঘরে।

বিচা।—তার মিত্রের নাম কি?

বৃদ্ধা।—(স্বগত) ছি ছি! এ যে বড় লজ্জার কথা। (প্রকাশ্যে) এ কথা ইতর লোকেই জিজ্ঞাসা করতে পারে, এ কথা জিজ্ঞাসা করা বিচারপতির যোগ্য নয়।

বিচা।—লজ্জা কোরো না—এ বিচারের প্রশ্ন।

শ্রেষ্ঠী, কায়স্থ।—এ বিচারের প্রশ্ন, এতে কোন দোষ নেই—বল।

বৃদ্ধা।—কি? বিচারের প্রশ্ন? তা যদি হয়, তবে বলুচি শুনুন। বণিক বিনয়-দত্তের নাতি, সাগর-দত্তের পুত্র, খ্যাতনামা শ্রীযুক্ত চারুদত্ত, বণিক-পটিতে তাঁর নিবাস—সেইখানে আমার কন্যা যাতায়াত করেন।

শকার।—মহাশয় শুন্‌লেন? এ কথাগুল লিখে নিন্—সেই চারু দত্তের সঙ্গে আমার বিবাদ!

শ্রেষ্টি কায়স্থ।—আচ্ছা, লিখে নিচ্চি।

বিচা।—দেখ ধনদত্ত! বসন্তসেনা চারুদত্ত মহাশয়ের গৃহে গেছে, এই কথা বিচারের প্রথম পাদ বলে' লেখো। কি?—চারুদত্ত-মহাশয়কেও কি আমাদের আহ্বান করতে হবে?—"আমাদের" এ কথা বলাটা এ স্থলে ঠিক্ নয়—বিচার-বিধিই তাঁকে আহ্বান কচ্চেন। বাপু শোধনক। যাও, চারুদত্ত-মহাশয়কে উদ্বিগ্ন না করে' সসম্ভ্রমে সাদরে ধীরে ধীরে তাঁকে এখানে নিয়ে এসো। এই কথা বল যে, "কোন কথার প্রসঙ্গে আবশ্যক হওয়ায় বিচারপতি আপনার দর্শনাকাঙ্ক্ষী হয়েছেন।"

শোধ।—যে আজ্ঞে। (প্রস্থান করিয়া চারু-দত্তের সহিত প্রবেশ)—এই দিক দিয়ে মহাশয়, এই দিক্ দিয়ে।

চারু।—(চিন্তা করিয়া)

রাজা মোর কুলশীল জানেন সকলি,
এ আহ্বানে শঙ্কা মোর দারিদ্র্যে কেবলি।

(মনে মনে বিচার করিয়া স্বগত)

বন্ধন-বিমুক্ত সেই পলাতক জনে
দিয়াছি পাঠায়ে দূরে মোর প্রবহণে
—চর-মুখে এ কথা কি শুনিলা নৃপতি?
তাই অভিযুক্ত হয়ে যাই গো কি তথি?

অথবা, এ সব ভেবে আর কি হবে?—বিচার মণ্ডপেই যাওয়া যাক্। শোধনক! বিচার-মণ্ডপে পথ দেখিয়ে আমাকে নিয়ে চল।

শোধ।—এই দিক্ দিয়ে মহাশয়, এই দিক্ দিয়ে।

(পরিক্রমণ

চারু।—বায়স কর্কশ রব করে অনিবার,
অমাত্যের ভৃত্যগণ ডাকে বারম্বার,
বাম-নেত্র সহসা গো করিছে স্পন্দন,
—না জানি কি ঘটাইবে এই অলক্ষণ।

শোধনক।—আসুন মহাশয় আসুন, ব্যস্ত হবেন না—ধীরে ধীরে আসুন।

চারু।—(পরিক্রমণ ও সম্মুখে অবলোকন করিয়া)

সূর্য্য-অভিমুখে কাক
বসি' শুষ্ক বৃক্ষ-ডালে
ঘোর বাম-নেত্র তার
আমার উপরে ফ্যালে।

(পুনর্ব্বার অন্যদিকে অবলোকন করিয়া) এ কি! একটা সর্প যে!

অঞ্জনাভ দৃষ্টি তার
নিক্ষিপ্ত যে আমার উপরে,
—স্ফুরিত বিস্তৃত জিহ্বা,
শুক্ল-বর্ণ চারি দন্ত ধরে।
নিঃশ্বাসে পূরিয়া কুক্ষি
আছড়ায় ভূমি রোষ-ভরে
ধরাসুপ্ত অহিপতি
এবে মোর পথ রোধ করে।

অপিচ:—

ভূমি আর্দ্র নহে, তবু
হইতেছে চরণ স্খলিত,
নাচিছে নয়ন মোর,
বাম বাহু হতেছে কম্পিত,
আবার শকুনি এই
মুহুর্মুহু করিয়া চীৎকার
মহাঘোর মৃত্যু-বার্ত্তা
মোর কাছে করিছে প্রচার।

তা আর ভেবে কি হবে, দেবতারা সর্ব্বপ্রকারে মঙ্গল করবেন।

শোধ।—এই দিক দিয়ে মহাশয়, এই দিক দিয়ে। এই বিচার-মণ্ডপ—প্রবেশ করুন।

চারু।—(প্রবেশ ও চারিদিকে অবলোকন করিয়া) ওঃ, বিচারমণ্ডপের কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য!

বিচার-মণ্ডপ শোভে সমুদ্র যেমন,
তাহে মগ্ন চিন্তাসক্ত যত মন্ত্রিগণ।
দূত-রূপ উর্ম্মিদলে আকুল সাগর,
প্রান্তে রহে চরগণ—কুম্ভীর-মকর।
হিংস্র নাগ অশ্ব রহে বধ্য-জন তরে,
বহুভাষী চিত্ত-হারী খলেরা বিচরে।
লিপিকর কায়স্থ গো ভুজঙ্গ বিকট,
হিংস্র আচরণ-স্রোতে নীতি ভগ্ন-তট।

আচ্ছা। (প্রবেশ করিতে গিয়া দ্বার-কাষ্ঠে মাথা ঠুকিয়া যাওয়ায়) ওঃ! আবার একটা অশুভ লক্ষণ।

ডাকিছে বায়স হোথা,
নাচিতেছে মোর নেত্র বাম,
ভুজঙ্গমে পথ রুদ্ধ
—দেবতারা করুণ কল্যাণ।

আচ্ছা, তবে প্রবেশ করি।

(প্রবেশ)

বিচা।—ইনিই চারুদত্ত?

উন্নত নাসিকা এঁর
সুবিশাল-অপাঙ্গনয়ন।
হতে কি পারেন ইনি
অহেতুক দোষের ভাজন?
নাগ, অশ্ব, গো, মনুষ্যে—যার যে আকৃতি
তারি অনুরূপ সদা হয় গো প্রকৃতি।

চারু।—বিচারপতি মহাশয়ের কল্যাণ হোক্! আপনার কুশল তো?

বিচা।—(ব্যস্তসমস্ত হইয়া) আসুন মহাশয়! বাপু শোধনক! ওঁকে বসতে আসন দাও।

শোধ।—(আসন প্রদান) এই আসন, এইখানে মহাশয় বসুন।

চারু।—(উপবেশন)

শকার।—(সক্রোধে) আরে স্ত্রী-ঘাতক! তুই এসেছিস? বাহবা! কি ন্যায্য ব্যবহার!—কি ধর্ম্ম-সঙ্গত ব্যবহার! এই স্ত্রী-ঘাতককে কি না বসতে আসন দেওয়া হল! (সগর্ব্বে) আচ্ছা, দেও।

বিচা।—চারুদত্ত মহাশয়! এই ঠাকরণটির কন্যার সঙ্গে আপনার কোন প্রসক্তি, প্রণয় কিম্বা প্রীতি আছে কি?

চারু।—কার কন্যা?

বিচা।—এঁর। (বসন্তসেনার মাতাকে প্রদর্শন)

চারু।—(উঠিয়া) ঠাকরণ! প্রণাম।

বৃদ্ধা।—যাদু! চিরজীবী হও। (স্বগত) ইনিই কি সেই চারুদত্ত? উপযুক্ত পাত্রেই আমার কন্যা তার যৌবন দান করেছে।

বিচা।—মহাশয়! সেই গণিকা কি আপনার মিত্র?

চারু।—(লজ্জিত)

শকার।—লজ্জা কিম্বা ভয়বশে, মিথ্যাবাদি!
দোষ-কর্ম্ম করিছ গোপন?
বধিয়াছ অর্থলোভে, নৃপের সমীপে গুপ্ত
না রবে কখন॥

শ্রেষ্ঠী, কায়স্থ।—চারুদত্ত মহাশয়! বলুন, লজ্জা করবেন না—এ হচ্চে বিচারঘটিত প্রশ্ন।

চারু।—(সলজ্জে) দেখুন বিচারপতি মহাশয়! কেমন করে' এ কথা বল্‌ব যে, গণিকা আমার মিত্র। কিন্তু না, এতে আমি যৌবনেরই দোষে দোষী, চারিত্র্য-দোষে নয়।

বিচা।—

হতেছে বিচারে বিঘ্ন
ত্যজ লজ্জা হৃদিস্থিতা।
কহ সত্য শীঘ্র করি'
ছল গ্রাহ্য নহে হেথা॥

লজ্জা করবেন না, এ হচ্চে মোকর্দ্দমা-ঘটিত প্রশ্ন।

চারু।—বিচারপতি! কার সঙ্গে আমার মোকর্দ্দমা?

শকার।—(সদর্পে) আমার সঙ্গে।

চারু।—তোমার সঙ্গে মোকর্দ্দমা?—এ কথা যে অসহ্য!

শকার।—ওরে স্ত্রীঘাতক! অমন রত্নভূষিতা

বসন্তসেনাকে বধ করে' এখন কপটতা করে' নিজ দোষ ঢাকতে চেষ্টা কর্‌ছিস্ ?

চারু।—কি অসম্বদ্ধ কথা বল্‌চ ?

বিচা।—চারুদত্ত-মহাশয়! ও সব থাক্। সত্য কথা বলুন, সেই গণিকা আপনার মিত্র কি না ?

চারু।—হাঁ, মিত্র।

বিচা।—আচ্ছা, মহাশয়, বসন্তসেনা এখন কোথায় ?

চারু।—গৃহে গেছেন।

শ্রেষ্ঠী, কায়স্থ।—কিরূপে গেলেন ?—কখন্ গেলেন ? কার সঙ্গেই বা গেলেন ?

চারু।—(স্বগত) লুকিয়ে গেছেন, এই কথা কি বল্‌ব ?

শ্রেষ্ঠী, কায়স্থ।—মহাশয়, উত্তর দিন।

চারু।—গৃহে গেছেন—এ ছাড়া আর কি বল্‌তে পারি ?

শকার।—আমার "পুষ্প-করণ্ডক"-জীর্ণোদ্যানে প্রবেশ করে' অর্থ লোভে, গলা টিপে তাকে তুই বধ করেছিস—এখন বল্‌চিস কি না, "গৃহে গেছেন ?"

চারু।—আঃ! কি অসম্বদ্ধ প্রলাপ বল্‌চ ?

"বৃষ্টি বিনা অন্তরীক্ষে, সিক্ত চাতকের পক্ষ"
মিথ্যা এ যেমন
তেমনি এ মিথ্যাবাক্যে, হেমন্ত পদ্মের মত
ও তব আনন।

বিচা।—(জনান্তিকে)

গুরুভার অদ্রি-রাজে পরিমাণ করা,
কায়াহীন অনিলেরে করতলে ধরা,
সাঁতারিয়া সিন্ধুপার—যথা এই সব
চারুদত্তে দোষী করা তথা অসম্ভব।

(প্রকাশ্যে) চারুদত্ত-মহাশয় এরূপ অকার্য্য কি করে' কর্‌বেন ? ("উন্নত নাসিকা এঁর" ইত্যাদি পাঠ)

শকার—কি ? পক্ষপাত করে' বিচার করা হচ্চে ?

বিচা।—দূর হ মূর্খ!

নীচ হয়ে বেদ-ব্যাখ্যা
জিহ্বা তব না হয় স্খলিত ?
মধ্যাহ্নে দেখিছ সূর্য্য
দৃষ্টি নাহি হয় বিচলিত ?
অনলে দিতেছ হাত
তবু তাহা কেন নাহি হতেছে দহন ?
চারিত্র্য নাশিছ ওঁর
তব দেহ কেন পৃথ্বি না করে হরণ ?

চারুদত্ত-মহাশয় কেমন করে' এ অকার্য্য করবেন ?

জলের আধার মাত্র করি' রত্নাকরে
ধন-রত্ন বিতরিল যে গো অকাতরে
কল্যাণ-নিধান সেই মহাত্মা সুজন
কেমনে করিবে এই পাপ আচরণ ?
—না পারে করিতে যাহা কোন শত্রু জন॥

শকার।—কি ? পক্ষপাত করে' বিচার করা হচ্চে ?

বৃদ্ধা।—হ্যাখ্ হতভাগা! ওঁর কাছে যে স্বর্ণ-অলঙ্কারগুলি গচ্ছিত রাখা হয়েছিল, তা যখন চোরে চুরি করে' নিয়ে যায়, তখন তিনি তার পরিবর্ত্তে চতুঃসমুদ্রের সার বহুমূল্য একটি রত্নমালা দেন—সেই উনি এখন কি না অর্থের লোভে এই অকার্য্য করবেন ?—যাদু বসন্তসেনা। বাছা আমার কোথায় গেলি ? (রোদন)

বিচা।—চারুদত্ত মহাশয়! তিনি কি পদব্রজে গিয়েছিলেন—না গাড়ী চড়ে' ?

চারু।—না না—আমি স্বচক্ষে দেখি নি, তাই আমি বল্‌তে পারি নে, তিনি পদব্রজে গিয়েছিলেন, কি গাড়ী চড়ে' গিয়েছিলেন।

(তাড়াতাড়ি বীরকের প্রবেশ)

পদাঘাত-অপমানে, হইয়াছি চন্দনের
এবে শত্রু ঘোর।
সেই অপমান-কথা, ভাবি' মনে কোনমতে
হল নিশি ভোর॥

আচ্ছা, এখন তবে বিচার-মণ্ডপে যাই। (প্রবেশ করিয়া) বিচারপতি মশায়ের কল্যাণ হোক্।

বিচা।—এই যে নগর-রক্ষীদের প্রধান বীরক। বীরক! তোমার এখানে কি প্রয়োজন ?

বীরক।—দেখুন, যে আর্য্যক কারাগার থেকে পালিয়েছে, তাকেই খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে দেখতে পাওয়া

গেল, একটা গাড়ী যাচ্ছে—গাড়ীটার দরজা বন্ধ। তার পর, সেই গাড়ীর তদন্ত করবার সময়, আমি আমার উপরওয়ালা সর্দার চন্দনকে বল্লেম—"তুই দেখেছিস্‌—আমারও দেখতে হবে"। এই কথায় সে আমাকে লাথি মারলে। আমি সমস্ত আপনার কাছে নিবেদন করলেম—এখন আপনি বিচার করুন।

বিচা।—বাপু, তুমি কি জানো,সে গাড়ীটি কার?

বীরক।—গাড়ী চারুদত্ত-মহাশয়ের, বসন্তসেনা আরোহী, পুষ্পকরণ্ডক পোড়ো বাগানে আমোদ-প্রমোদের জন্য তাঁকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, গাড়োয়ান এই কথা আমাকে বল্লে।

শকার।—আপনি তো আবার শুন্‌লেন বিচারপতি-মহাশয়?

বিচা।–

ওগো! এ যে শুভ্র-জ্যোৎস্না
শশাঙ্করে রাহু ফ্যালে গ্রাসি',
ভাঙ্গি পড়ে তটভূমি
ঘোলাইয়া স্বচ্ছ জলরাশি।

দেখ বীরক, পরে তোমার অভিযোগের বিচার করব। আপাততঃ এই বিচারমণ্ডপের দ্বারে যে অশ্ব আছে, তাতে আরোহণ করে' পুষ্পকরণ্ডক উদ্যানে গিয়ে দেখে এসো দিকি, সেখানে কোন মৃত স্ত্রীলোকের শরীর পড়ে' আছে কি না।

বীরক।—যে আজ্ঞে। (প্রস্থান ও পুনঃ প্রবেশ) সেখানে গিয়েছেলাম, দেখলেম বটে, একজন স্ত্রীলোকের মৃত শরীর হিংস্র পশুরা ভক্ষণ করেছে।

শ্রেষ্ঠী, কায়স্থ।—কিরূপে জান্‌লে স্ত্রীলোকের শরীর?

বীরক।—চুল, হাত, পা প্রভৃতি অঙ্গের অবশিষ্ট অংশ যা পড়ে' আছে, তাই দেখে।

বিচা।—ওঃ! বিচারের অনুমানে ও বাস্তবিক ঘটনায় কতটা বৈষম্য!

যতই নিপুণভাবে করি গো বিচার
সংশয়ের জাল হয় ততই বিস্তার।
দণ্ডনীতি এইস্থলে পরিষ্কার—সুসংলগ্ন অতি
পঙ্কগত বৃষ-সম অবসন্ন কিন্তু মোর মতি।

চারু।—(স্বগত)

যেমনি কুসুম কোন উঠে গো ফুটিয়া,
অমনি মধুপকুল আসে গো জুটিয়া।
এমনি গো মানুষের বিপদের কালে
অনর্থ পাইয়া ছিদ্র আসে পালে পালে।

বিচা।—চারুদত্ত মহাশয়!—এখন সত্য কথা বলুন।

চারু।— পর-গুণে দ্বেষ তার দুরাত্মা যে অতি,
রাগান্ধ যে, পরের বিনাশে তার মতি।
জাতি-দোষ-বশে সে গো মিথ্যা যাহা কহে
গ্রাহ্য কি না তাহা—তা কি বিচারের নহে?

অপিচ :—

পুষ্প লাগি কুসুমিত লতাটি হইতে
যে-আমি পারি নে কভু কুসুম তুলিতে
করিব কি সেই আমি তাহারে হনন
অলি-কৃষ্ণ দীর্ঘ কেশে করি আকর্ষণ
—শুনিয়াও তার সেই আকুল ক্রন্দন?

শকার।—ওগো বিচারক মহাশয়! তোমরা কি পক্ষপাত করেই বিচার করবে? এখনো দুরাত্মা চারুদত্তকে আসনে বস্‌তে দিয়েছ?

বিচা।—বাপু শোধনক! আচ্ছা, উনি যা বল্‌চেন, তাই কর। (শোধনক তথা করণ)

চারু।—বিচারক মহাশয়! সুবিচার করুন, সুবিচার করুন। (আসন হইতে নামিয়া ভূমে উপবেশন)

শকার।—(সহর্ষে নৃত্য করিয়া) হি হি! আমার কৃত পাপ এখন অন্যের ঘাড়ে পড়েছে। এখন যেখানে চারুদত্ত বসেছে, আমি সেইখানে গিয়ে বসি। চারুদত্ত! আমার দিকে তাকাও দিকি। এখন তবে বল না "আমিই বধ করেছি"।

চারু।—দেখুন, বিচারপতি-মহাশয়! ("পরের গুণেতে" ইত্যাদি পুনর্ব্বার পাঠ করিয়া—নিশ্বাস ফেলিয়া স্বগত)

মৈত্রেয় সুহৃদ্‌ ওগো! এ কি হল দায়?
দ্বিজ-বংশ প্রিয়ে ওগো! কি কলঙ্ক হায়!
রোহসেন! না দেখিস এ বিপদ মোর?
—বৃথায় রে ক্রীড়ামোদে রয়েছিস্‌ ভোর॥

যাই হোক, বসন্তসেনার সমাচার জান্‌বার জন্য, আর সোনার খেলনা-গাড়ী গড়তে বসন্তসেনা যে অলঙ্কার দিয়াছিলেন, তা ফেরত দেবার জন্য অনেকক্ষণ হল মৈত্রেয়কে পাঠিয়েছি—এখনো কেন আসচে না?—কেন এত বিলম্ব কচ্চে?

(আভরণ লইয়া মৈত্রেয় বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূ।—চারুদত্ত বসন্তসেনার কাছে আমাকে যেতে বলে' এই কথা বল্লেন "দেখ, মৈত্রেয়! বসন্ত-সেনা বৎস রোহসেনকে আপনার অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করে' তার মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, এখন তুমি গিয়ে এই অলঙ্কারগুলি তাঁকে ফেরত দিয়ে এসো।" এখন তবে বসন্তসেনার ওখানে যাওয়া যাক্। (পরিক্রমণ ও অবলোকন করিয়া আকাশে) কি! সঙ্গীতাচার্য্য রেভিল?—ওগো রেভিল! তোমাকে ভাবিত-ভাবিত দেখ্‌চি কেন বল দিকি? (চিন্তা করিয়া) কি বল্‌চ?—প্রিয় সখা চারুদত্ত বিচার-মণ্ডপে আহূত হয়েছেন? তবে দেখ্‌চি, অল্পে কাজ শেষ হবে না। আচ্ছা, পরে বসন্তসেনার ওখানে যাব—এখন বিচার-মণ্ডপেই যাওয়া যাক। (পরিক্রমণ ও অবলোকন করিয়া) এই তো বিচার-মণ্ডপ, এখন তবে প্রবেশ করি। (প্রবেশ) বিচার-পতি মহাশয়ের কল্যাণ হোক! আমার সখা কোথায়?

বিচা।—এই যে এইখানে আছেন।

বিদূ।—সখা! কুশল তো?

চারু।—আপাতত নয়।

বিদূ।—মঙ্গল তো?

চারু।—তাও আপাতত নয়।

বিদূ।—দেখ সখা! তোমাকে ভাবিত-ভাবিত দেখচি কেন? কেনই বা তুমি বিচার-মণ্ডপে আহূত হয়েছ?

চারু।—সখা!

আমি গো নৃশংস অতি,
পরলোক-জ্ঞান নাহি কোনো।
রতি-তুল্য ললনারে
—কি করেছি ওর মুখে শোনো॥

বিদূ।—কি?—কি?—কি করেছ?

চারু।—(কর্ণে) এইরূপ।

বিদূ।—এ কথা কে বল্লে?

চারু।—(ইঙ্গিতে শকারকে দেখাইয়া) না না, ও বেচারা এর মূল কারণ নয়—দৈবই বিরোধী হয়ে আমার প্রতি এই দোষারোপ করেছেন।

বিদূ।—(জনান্তিকে) এ কথা কেন বল্লে না, "তিনি গৃহে গেছেন?"

চারু।—বলেছিলেম, কিন্তু অবস্থা-দোষে তা গ্রাহ্য হল না।

বিদূ।—দেখুন মহাশয়রা! যিনি পুর-গৃহ, মঠ, উদ্যান, দেবালয়, পুষ্করিণী, কূপ, যজ্ঞস্তম্ভ দ্বারা উজ্জয়িনী-নগরীকে অলঙ্কৃত করেছেন, তিনি দরিদ্র হয়ে অর্থের লোভে কি না এখন এই অকার্য্য কর-বেন? ওরে কুলটা-পুত্র রাজ-শ্যালক, সংস্থানক! উচ্ছৃঙ্খল দোষ-ভাণ্ড—স্বর্ণ-মণ্ডিত মর্কট! বল্ বল্—আমার সাম্‌নে একবার বল্। যে সখা আমার ফুল তোল্‌বার জন্য মাধবী লতাটিকেও ধরে' টানেন না, পাছে তার পাতা ছিঁড়ে যায়, তিনি কেমন করে' উভয়-লোক-বিরুদ্ধ এই অকার্য্য করবেন? রোস্ কুটনী-পুত্র, রোস্—তোর হৃদয়ের মত বাঁকা এই লাঠিটা দিয়ে তোর মাথাটা গুঁড়ো করে' ফেলি।

শকার।—(সক্রোধে) মহাশয়রা শুনুন, চারু-দত্তের সঙ্গেই আমার বিবাদ, কিম্বা তার নামেই আমার নালিশ—এই কাকপদ-মস্তক দুষ্ট বামুনা ব্যাটা আমার মাথা গুঁড়ো করবার কে বলুন দিকি?—ওরে দাসী-পুত্র দুষ্ট বিট্‌লে বামন—তা তুই পারবি বলে' মনেও করিস্ নে।

বিদূ।—(লাঠি উঠাইয়া পূর্ব্বোক্তরূপে কথন)

শকার।—(সক্রোধে উঠিয়া বিদূষককে প্রহার)

বিদূ।—(প্রতি-প্রহার—পরস্পরে মারামারি—বিদূষকের বগল হইতে আভরণগুলি পতন)

শকার।—(সেইগুলি লইয়া দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া) দেখুন মহাশয়রা, দেখুন, সেই স্ত্রীলোক বেচারার এই অলঙ্কার। এই অর্থের লোভেই স্ত্রীলোকটিকে এ বধ করেছে।

(বিচারকেরা অধোমুখে অবস্থান)

চারু।—(জনান্তিকে)

এ হেন বিষমকালে, দেখিলা এ অলঙ্কার
বিচারকগণ।
হইয়া পতিত ভূমে পাতিত করে বা মোরে
এই আভরণ॥

বিদূ।—ওগো! প্রকৃত কথাটা কেন বল্‌চ না?

চারু।—সখা! দুর্ব্বল নৃপতি-নেত্র
সত্যরে না করে নিরীক্ষণ।
যদি বলি মারি নাই
কাতরতা হবে প্রদর্শন।

অথচ অশ্লাঘ্য মৃত্যু
কভু নাহি হবে নিবারণ ॥

বিচা।—হায় হায়! কি কষ্ট!

একে তো মঙ্গল বাম
তাহে পুন ক্ষীণ বৃহস্পতি,
আবার উঠিল পার্শ্বে
ধূম-কেতু ভয়ঙ্কর অতি।

শ্রেষ্ঠী, কায়স্থ।—(দেখিয়া বসন্তসেনার মাতার প্রতি) ঠাকরণ! ভাল করে' ঠাউরে দেখে বল দিকি, এই অলঙ্কারগুলি বসন্তসেনার কি না?

বৃদ্ধা।—(দেখিয়া) তার মতন বটে, কিন্তু তা নয়।

শকার।—আরে বৃদ্ধ কুটনি! মুখে না বল্‌চিস্ বটে, কিন্তু তোর চোখে যে হাঁ বল্‌চে।

বৃদ্ধা।—দূর হ অপ্‌পেয়ে!

শ্রেষ্ঠী, কায়স্থ।—খুব সাবধানে বল, এই সেই অলঙ্কার কি না।

বৃদ্ধা।—মহাশয়! এর শিল্প-কারিগুরিতে চোখে কেমন ধাঁধা লাগ্‌চে। না—এ সে অলঙ্কার নয়।

সভা।—এই আভরণগুলি কি চেন?

বৃদ্ধা।—বল্লেম তো চিন্‌তে পারচিনে। আবার, একেবারে চিনিনে, এ কথাও বল্‌তে পারিনে।—বোধ হয়, কোন কারিগর ঠিক তার মত করে' তৈরি করেছে।

বিচা।—দেখ শ্রেষ্ঠী!

বস্তু ভিন্ন হইলেও, সুসদৃশ হওয়া কিছু
নহে অসম্ভব,
একটির অনুরূপ, ভূষণ গঠন করে
শিল্পী যত সব।
—হস্তের নৈপুণ্য-গুণে, সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ মোরা
করি অনুভব॥

শ্রেষ্ঠী, কায়স্থ।—এগুলি কি চারুদত্ত-মহাশয়ের?

চারু।—না না—আমার নয়।

শ্রেষ্ঠী, কায়স্থ।—তবে কার?

চারু।—এই ঠাকরণটির কন্যার!

শ্রেষ্ঠী, কায়স্থ।—কি করে' এগুলি তাঁর অঙ্গচ্যুত হ'ল?

চারু।—এইরূপে হয়েছিল—আসল কথাটা এই:—

শ্রেষ্ঠী, কায়স্থ।—চারুদত্ত মহাশয়! সত্য কথা বলুন।—দেখুন:—

সত্যে হয় সুখলাভ, পাতকী হয় না কভু
সত্যবাদী জন।
দু-অক্ষর হইলেও, সত্যেরে অসত্য দিয়া
করো না গোপন॥

চারু।—এ আভরণগুলি কোন্ আভরণ, তা আমি জানিনে—কিন্তু আমার গৃহ হতে আনা হয়েছে, এই মাত্র জানি।

শকার।—আমার উদ্যানে প্রবেশ করে' বসন্তসেনাকে হত্যা করে' অলঙ্কারগুলি তুই হস্তগত কর্‌লি—এখন আবার ভাঁড়াচ্চিস্?

বিচা।—চারুদত্ত মহাশয়! সত্য বলুন, নতুবা:—

দেখুন ভাবিয়া মনে, হইবে গো আপনার
কি দারুণ দশা
আমাদের ইচ্ছামতে, পড়িবে কোমল গাত্রে
সুকর্কশ কশা।

চারু।—নিষ্পাপ কুলেতে আমি, করিয়াছি জনম গ্রহণ
—কোন পাপ নাহি মোর মনে।
তথাপি করেন যদি অনুমান—আমি পাপী জন,
—কি হবে নিষ্পাপ জীবনে?

(স্বগত) বসন্তসেনার বিরহে আমার জীবনেই বা প্রয়োজন কি?

(প্রকাশ্যে) দেখুন, কি আর অধিক বল্‌ব:—

আমি গো নৃশংস অতি,
পর-লোক-জ্ঞান নাহি কোনো।
রতি-তুল্য ললনারে
কি করেছি ওরি মুখে শোনো॥

শকার।—আবার কি কর্‌বি—হত্যা করিছিস! তুই নিজ মুখেই বল্ না "হাঁ, আমি হত্যা করিছি"।

চারু।—তুমিই তো তা বলেছ—আর কি প্রয়োজন?

শকার।—শুনুন ধর্মাবতার! ওই হত্যা করেছে। এখন তো সমস্ত সংশয় দূর হল? এখন তবে দরিদ্র চারুদত্তের প্রতি শারীরিক দণ্ডের বিধান হোক্।

বিচা।—শোধনক! রাষ্ট্রীয় যা বল্‌চেন, তাই কর। দেখ রাজপুরুষগণ! এই চারুদত্তকে ধৃত কর।

রাজ-পুরুষগণ।—(তথা করণ)

বৃদ্ধা।—ক্ষান্ত হোন্ ধর্ম্মাবতার—ক্ষান্ত হোন্! ওঁর কাছে যে স্বর্ণ-অলঙ্কারগুলি গচ্ছিত রাখা হয়েছিল, তা যখন চোরে চুরি করে' নিয়ে যায়, উনি তার পরিবর্ত্তে চতুঃসাগরের সার একটি বহুমূল্য রত্নমালা দেন;— সেই উনি এখন কি না অর্থের লোভে এই অকার্য্য করবেন? আচ্ছা, সত্যই যদি উনি আমার কন্যাকে হত্যা করে' থাকেন, তা নয় করেছেন—কিন্তু আমার এই বাছাটি বেঁচে থাকুক। তা ছাড়া, বাদী প্রতিবাদী নিয়েই বিচার। এ স্থলে আমিই বাদী। আমার কোন নালিশ নেই, অতএব ওঁকে ছেড়ে দিন।

শকার।—দূর হ গর্ভদাসী! ওর সঙ্গে তোর সম্পর্ক কি? তুই যা।

বিচা।—ঠাকরুণ, আপনি যান। রাজপুরুষগণ! ওকে বাহিরে নিয়ে যাও।

বৃদ্ধা।—যাদু রে আমার!—বাছা রে আমার!

[কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান।

শকার।—(স্বগত) এইবার আমার মনের মত কাজ হয়েছে—এখন আমি যাই।

[প্রস্থান।

বিচা।—চারুদত্ত-মহাশয়! দেখুন, দোষী নির্দ্দোষ অবধারণ করা আমাদের কার্য্য—শেষে রাজা আছেন। তথাপি শোধনক! তুমি রাজা পালককে এই কথা নিবেদন কর :—

ইনিই পাতকী বিপ্র, "বিপ্র কিন্তু নহে বধ্য"
—মনুর বচন।
—অক্ষত বিভব-সহ, রাজ্য হতে এঁর শুধু
দণ্ড নির্ব্বাসন॥

শোধ।—যে আজ্ঞে।—

(প্রস্থান করিয়া সাশ্রুলোচনে পুনঃ প্রবেশ)

ধর্ম্মাবতার! আমি সেখানে গিয়েছিলেম। রাজা পালক বল্লেন, যে হেতু অর্থলোভে বসন্তসেনাকে হত্যা করেছে, অতএব সেই আভরণাদি তার গলায় বেঁধে, ঢ্যাঁড়রা পিটিয়ে দক্ষিণ-শ্মশানে নিয়ে গিয়ে তাকে শূলে চড়ানো হোক্। যে কেউ এইরূপ অকার্য্য করবে, তারই এইরূপ অপমান-জনক দণ্ড হবে।

চারু।—ওঃ! রাজা পালক কি অবিচারী! কি অবিবেচক! অথবা :—

বিচারের হুতাশনে, এইরূপে ফ্যালে নৃপে
তাঁর মন্ত্রিগণ।
পড়ি' সে অনল-মাঝে, শোচনীয় দশা তাঁর
ঘটে বিলক্ষণ॥

অপিচ :—

এইরূপে নরপতি, অবিচারী শ্বেত-কাক
মন্ত্রীর বচনে,
বধিয়াছে বধিতেছে, সহস্র নিরপরাধী
অভিযুক্ত জনে॥

সখা মৈত্রেয়! যাও, আমার নাম করে' তুমি আমার মাকে অন্তিম কালের প্রণাম দিয়ে এসো—আর দ্যাখো, আমার পুত্র রোহসেনকে তুমিই প্রতিপালন করো।

বিদূ।—মূল ছিন্ন হলে বৃক্ষের পালন আর কি করে' হবে বল?

চারু।—ও কথা বোলো না।

লোকান্তরে যে মনুষ্য করে অপমৃতি
পুত্রই জানিবে তার দেহ-প্রতিকৃতি।
আমা সনে তোমার যে স্নেহের বন্ধন
রোহসেনে সেই স্নেহ করিও অর্পণ।

বিদূ।—দেখ সখা! আমি তোমার প্রিয় বয়স্য হয়ে তোমার বিরহে কি করে' প্রাণ ধারণ করব?

চারু।—ভাল, একবার রোহসেনকে এনে আমাকে দেখাও।

বিদূ।—হাঁ, এ কথা সঙ্গত।

বিচা।—বাপু শোধনক! এই ব্রাহ্মণকে এখান থেকে বিদায় করে' দেও। (শোধনকের তথাকরণ)

বিচা।—ওরে! কে আছিস এখানে? চণ্ডালদের রাজাজ্ঞা জানিয়ে দে।

[চারুদত্তকে পরিত্যাগ করিয়া সকল
রাজপুরুষদিগের প্রস্থান।

শোধ।—এই দিক্ দিয়ে আসুন মহাশয়!

চারু।—দেখ মৈত্রেয় ("মৈত্রেয় সুহৃদ ওগো" ইত্যাদি পাঠ—আকাশে)

বিষ, জল, তুলা, অগ্নি এ সব পরীক্ষা দিতে
চাহিনু তখন,

উত্তীর্ণ না হলে তবে, আমারে উচিত ছিল
কর্কচে অর্পণ।
রিপুর বচনে যদি, প্রাণদণ্ড দিয়া বিপ্রে
করহ নিগ্রহ
তা হ'লে পতিত হবে, ঘোর নরকের মাঝে
পুত্রপৌত্রসহ।

চল আমি যাচ্ছি।

[সকলের প্রস্থান।

ইতি বিচার নামক নবম অঙ্ক।

দশম অঙ্ক

দৃশ্য—দক্ষিণ-শ্মশানের পথ

(দুই জন চণ্ডালের সহিত চারুদত্তের প্রবেশ)

উভয়।—জান না তোমরা সবে, এই পথ দিয়া কেন
মোদের গমন ?
—নববধ্য জনে মোরা, বাঁধিয়া লইয়া যেতে
পটু বিলক্ষণ।
অবিলম্বে কাটি মাথা, সুকৌশলে করি বধ্যে
শূলে আরোপণ॥

মহাশয়রা সরে' যান! সরে' যান! ইনি চারুদত্ত মহাশয়।

বধ্যে ধৃত করি মোরা
—সাজাই গো করবী-মালায়।
স্বল্প-তৈল দীপ-সম
অল্পে অল্পে তারা ক্ষয় পায়॥

চারু।—(সবিষাদে)
নয়ন-সলিলে সিক্ত, রকত চন্দনে লিপ্ত
ধূলিজালে রুক্ষ শুষ্ক দেহটি আমার।
ওই গো বায়স শাখে, কর্কশ স্বরে ডাকে,
ভাবে মোরে তাহাদের বলির আহার।

চণ্ডালদ্বয়।—সরে' যান মহাশয়রা, সরে' যান্!
কি ভাখো সজ্জন সবে ? এঁর শিরশ্ছেদ হবে
এই কাল-পরশুর ঘায়।
শুন শুন সবে শুন, ইনি গো সজ্জন-দ্রুম
সুজন-পাখীরা বসে যায়॥

চল চারুদত্ত, চল!

চারু।—হায়! পুরুষ-ভাগ্যে কত অচিন্তনীয় ঘটনাই উপস্থিত হয়! আমার শেষে কি না এই দশা হল ?

সর্ব্বগাত্রে মাখায়েছে রকত-চন্দন,
তিল-তণ্ডুলাদি পিষি' দিয়াছে লেপন,
কুঙ্কুমাদি-চূর্ণ গায়ে করি' বিকিরণ
মানুষেরে সাজায়েছে পশুর মতন।

(সম্মুখে নিরীক্ষণ করিয়া) কত রকমের মানুষই দেখা যায়—মানুষের মধ্যে কতই তারতম্য! (করুণ-ভাবে)

এই নাগরিক-গুলি, এ দারুণ দশা মোর
করি' নিরীক্ষণ
বলে, "এ কি! ধিক্ ধিক্! নর-প্রতি পশুবৎ
করে আচরণ?"
না পারি' রক্ষিতে মোরে, অশ্রুজলে ভাসি'
আশীর্ব্বাদ করে—বলে' "হও স্বর্গবাসী।"

চণ্ডালদ্বয়।—সরে' যান মহাশয়রা, সরে' যান—দেখছেন কি ?

ইন্দ্রধ্বজ-বিসর্জ্জন,
গোপ্রসব, তারা সংক্রমণ,
সুজনের প্রাণবধ
—এ চারিটি নিষিদ্ধ দর্শন।

একজন চণ্ডাল।—ওরে আহীও! দ্যাখ্! দ্যাখ্
নগরী-প্রধান যে গো, কৃতান্ত-আদেশে তার
যাবে প্রাণ আজ।
আকাশ তাই কি কাঁদে?—তাই কি গো
বিনা-মেঘে ভূমে পড়ে বাজ ?

দ্বিতীয় চণ্ডাল।—ওরে গুহ!
কাঁদে না আকাশ কিম্বা বিনা-মেঘে বজ্র এবে
না হয় পতন।
মেঘের অঙ্গনা যত, তারা শুধু অশ্রুধারা
করে বরিষণ॥

অপিচ :—
বধ্যে যাইতেছে লয়ে
—নিরখিয়া কাঁদিছে সকলি।
নেত্রজলে সিক্ত পথ
—তাই দেখ নাহি উঠে ধূলি॥

চারু।—(নিরীক্ষণ করিয়া করুণভাবে)

হর্ম্ম্যস্থিত ওই সব কুলনারীগণ,
মুখার্দ্ধ গবাক্ষ হতে করিয়া বাহির,
"হায় হায় চারুদত্ত" করি' সম্ভাষণ
বিসর্জ্জিছে অনর্গল নয়নের নীর।

চণ্ডালদ্বয়।—চল্ রে চারুদত্ত, চল্—এই ঘোষণার স্থান। ওরে ঢ্যাড্‌রা পিটিয়ে হুকুমটা সবাইকে শুনিয়ে দে।

উভয়।—শুনুন মহাশয়রা, শুনুন! ইনি বাণিজ্য-ব্যবসায়ী বিনয়-দত্তের পৌত্র, সাগর দত্তের পুত্র—অকার্য্যকারী শ্রীযুক্ত চারুদত্ত অর্থলোভে শূন্য পুষ্পকরণ্ডক উদ্যানে প্রবেশ করে' গণিকা বসন্তসেনাকে গলা টিপে হত্যা করেছেন, এঁকে মামালসহ ধৃত করা হয়েছে, নিজেও স্বীকার করেছেন, তাই রাজা পালক এঁর প্রাণদণ্ড আজ্ঞা করেছেন। যদি অপর কেহ এইরূপ উভয়লোক-বিরুদ্ধ অকার্য্য করে, তা হলে রাজা পালক তাকেও এইরূপ শাস্তি দেবেন।

চারু।—(হতাশভাবে স্বগত)

পূর্ব্বে এই কুল মোর, শত যজ্ঞে ছিল পূর্ণ
যজ্ঞের সভায়।
লোকাকীর্ণ পূজা-স্থান, হইত ধ্বনিত কিবা
ব্রহ্ম-ঘোষণায়।
এবে এ ঘোষণা-স্থানে, নীচ লোকে ঘোষে মোর
বংশাবলী হায়!

(ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টি করিয়া, হস্তের দ্বারা কর্ণ আচ্ছাদন করিয়া) হা! প্রিয়ে বসন্তসেনা!

বিমল জোছনা-সম, শুভ্র দন্ত ছিল তব
ওষ্ঠাধর আভা কিবা, যেন গো পল্লব নব।
পিইয়া সে মুখ-মধু অমৃত সমান
কেমনে অযশ-বিষ করি এবে পান?

উভয়।—সরে' যান্ মহাশয়রা, সরে' যান্।

ইনি গুণরত্ন-নিধি
—অঙ্গ নহে সুবর্ণে ভূষিত।
স্বজনের দুঃখার্ণবে
সেতুরূপে ছিলা অবস্থিত।
নগর হইতে আজি
হতেছেন হ্যাথো অপনীত॥

তা ছাড়া:—সুধীজন-তরে শুধু চিন্তাকুল সবে
বিপন্নের উপকারী দুর্ল্লভ এ ভবে।

চারু।—(চারিদিকে অবলোকন করিয়া)

এ সব বয়স্য মোর, বস্ত্রাঞ্চলে মুখ ঢাকি'
দূরে চলে' যায়,
উদাসীন পর যে গো, সেও তব বন্ধু হয়
সুখের দশায়,
কিন্তু দুরবস্থা হ'লে, এই সংসার-মাঝে
মিত্র পাওয়া দায়।

চণ্ডালদ্বয়।—সবাইকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে—এখন রাজপথ নির্জ্জন—এইবার এঁকে বধ্য-চিহ্ন দিয়ে সাজিয়ে নিয়ে যাওয়া যাক্।

চারু।—(নিঃশ্বাস ফেলিয়া "মৈত্রেয় সুহৃদ্ ওগো" ইত্যাদি পাঠ)

নেপথ্যে।—হা তাত!—হা প্রিয়সখা!

চারু।—(শুনিয়া সকরুণভাবে) বাপু! স্বজাতির মধ্যে তোমরা অতি ভাল লোক, তোমাদের কাছে আমি একটি ভিক্ষা চাই।

চণ্ডালদ্বয়।—কি, ব্রাহ্মণ হয়ে আমাদের কাছে ভিক্ষা?

চারু।—শিব শিব! তোমরা কি চণ্ডাল? যে দুরাচার রাজা পালক সত্য মিথ্যা কিছুই পরীক্ষা করলে না, সেই চণ্ডাল। তার পরলোকার্থেই আমি পুত্রমুখ দর্শনের প্রার্থনা কর্‌চি।

চণ্ডালদ্বয়।—আচ্ছা, তুমি পুত্রের মুখ দর্শন কর।

নেপথ্যে।—হা তাত! হা পিতঃ!

চারু।—(শুনিয়া করুণভাবে) শোনো বাপু! তোমরা আমাকে এই ভিক্ষাটি দাও।

চণ্ডালদ্বয়।—ওরে! তোরা সব পথ ছেড়ে দে! চারুদত্ত পুত্রকে দেখ্‌তে চান। এই দিক দিয়ে মহাশয়, এই দিক দিয়ে। ওরে বালক! এই দিকে আয়।

(চারুদত্তের পুত্রকে লইয়া মৈত্রেয় বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূ।—শীঘ্র আয় রে বাবা, শীঘ্র আয়! দ্যাখ্, তোর পিতাকে বধ কর্‌তে নিয়ে যাচ্চে।

বালক।—হা তাত! হা পিতঃ!

বিদূ।—হা! প্রিয়সখা! কোথায় তুমি!

চারু।—(পুত্র ও মিত্রকে দেখিয়া) হা পুত্র! হা মৈত্রেয়! (করুণভাবে) ওঃ! কি কষ্ট!

পরলোকে তৃষ্ণাতুর
আমি যে গো রব চিরক্ষণ,
ও ক্ষুদ্র হাতের জলে
না হইবে তৃষ্ণা নিবারণ।

এখন আমি পুত্রকে কি দিয়ে যাই! (আপনাকে অবলোকন করিয়া যজ্ঞোপবীত দর্শন) হাঁ, এটিও তো আমার আছে।

ব্রাহ্মণের যজ্ঞসূত্র
মুক্তাহীন অস্বর্ণ-ভূষণ
যার দ্বারা পিতৃগণে
পূজাভাগ করি গো অর্পণ।

(পুত্রকে যজ্ঞোপবীত দান)

প্রথম চণ্ডাল।—চারুদত্ত, এখন তবে চল।

দ্বিতীয়।—ওরে, তুই চারুদত্ত-মশায় না বলে' শুধু চারুদত্ত বলে' ডাক্‌চিস্! ওরে দ্যাখ!

অভ্যুদয় অবসানে নিয়তি সতত
উদ্দাম হস্তিনী সম চলে স্বেচ্ছামত।

তা ছাড়া:—মিথ্যা অপবাদ যার, উচিত নহে কি তাঁর
পদে নমস্কার?
রাহুগ্রস্ত শশধর, নহে কি গো বন্দনীয়
মান্য সবাকার?

বালক।—ওরে চণ্ডাল! আমার বাবাকে কোথায় নিয়ে যাচ্চিস্?

চারু।—বৎস!
কণ্ঠেতে ধারণ করি' করবীর মালা,
স্কন্ধদেশে শূল আর হৃদে শোক-জ্বালা,
বধ্য-স্থানে যজ্ঞ-ছাগ যায় গো যেমন
তেমনি চণ্ডাল-পিছে করি গো গমন।

[চণ্ড]াল।—ওগো ছেলেটি!

চণ্ডাল আমরা নই, যদিও চণ্ডাল-কুলে
মোদের জনম।
যে করে গো সাধুজনে অপমান, সেই জেনো
চণ্ডাল অধম॥

[বা]লক।—তবে কেন মারচ বাবাকে?

চণ্ডাল।—বাছা, এ বিষয়ে রাজাজ্ঞাই অপরাধী, আমরা নই।

বালক।—আমাকে তোমরা বধ কর, বাবাকে ছেড়ে দেও।

চণ্ডাল।—বাছা! চিরজীবী হও।

চারু।—(সাশ্রুলোচনে পুত্রের গলা জড়াইয়া ধরিয়া)

কি দরিদ্র কিবা ধনী
সবারি এ সরবস্ব-ধন,
চন্দন উশীর বিনা
সুশীতল হৃদয়-লেপন।

("কণ্ঠেতে ধারণ করি' করবীর মালা" ইত্যাদি পুনর্ব্বার পঠন; পরে অবলোকন করিয়া স্বগত) "এ সব বয়স্য মোর বস্ত্রাঞ্চলে মুখ ঢাকি" ইত্যাদি।

বিদূ।—শোন বাপু! তোমরা প্রিয়সখা চারুদত্তকে ছেড়ে দেও—আমাকে বধ কর।

চারু।—শিব শিব! (দেখিয়া স্বগত) আজ জান্‌লেম ("উদাসীন পর যে গো" ইত্যাদি)—(প্রকাশ্যে) "হর্ম্ম্যস্থিত এই সব কুলনারীগণ" ইত্যাদি।

চণ্ডাল।—সরে' যান্ মহাশয়েরা, সরে' যান।

দেখ কি তোমরা?—ইনি পুরুষ সজ্জন
—অপবাদ-বশে এঁর যায় গো জীবন,
—ছিন্ন-রজ্জু স্বর্ণ-কুম্ভ কূপে নিমজ্জন।

চারু। "বিমল জোছনা সম" ইত্যাদি।

অপর চণ্ডাল। ওরে! পুনর্ব্বার ঘোষণা করে' দে।

চারু।—
ঘটিয়াছে কি দুর্দ্দশা—বিপদ মহান্
যার ফলে প্রাণ মোর হয় অবসান।
"আমি বধিয়াছি তারে"—শুনি এ ঘোষণা
আরো হয় হৃদে মোর দারুণ যাতনা।

[প্রস্থান।

দৃশ্য—প্রাসাদ

প্রাসাদের উপর শৃঙ্খলাবদ্ধ স্থাবরক আসীন।

স্থা।—(ঘোষণা শুনিয়া ব্যাকুলভাবে) কি? নির্দ্দোষ চারুদত্তের প্রাণদণ্ড হচ্চে? হায়!

আমি এখন নিরুপায়—প্রভু আমাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করেছেন। আচ্ছা, আমি খুব চেঁচিয়ে বলি—যাতে সবাই শুনতে পায়:—শুনুন মহাশয়রা, শুনুন! আমি এই পাপী ভুলক্রমে গাড়ী বদল করে" পুষ্পকরণ্ডক উদ্যানে বসন্তসেনাকে নিয়ে গিয়েছিলেম, তার পর আমার প্রভু তাঁকে 'বল্লেন "তুই আমাকে চাস্‌নে?"—এই বলে' গলা টিপে তাঁকে মেরে ফেল্লেন। আমার প্রভুই মেরেছেন—উনি মারেন নি। হায়! দূর বলে' আমার কথা কেউ শুন্‌তে পেলে না। এখন তবে কি করি? নীচে কি লাফিয়ে পড়ব? যদি নীচে একবার পড়্‌তে পারি, তা হলে চারুদত্তের প্রাণটা বেঁচে যায়। আচ্ছা, এই ছাদের উপরকার ঘরে যে ভাঙ্গা জান্‌লা আছে, সেই জান্‌লা দিয়ে নীচে পড়ে' যাই। বরং আমি মরি, সেও ভাল, তবু সাধু সজ্জনের যিনি আশ্রয়, সেই চারুদত্ত-মহাশয়ের প্রাণটা যেন না যায়। এই রকমে যদি আমার মৃত্যুও হয়, তবু আমার তাতে স্বর্গলাভ হবে। (নীচে পতন) কি আশ্চর্য্য! আমি তো মলেম না—আমার পায়ের বেড়িটা শুধু ভেঙ্গে গেল। চণ্ডালদের ঘোষণা-শব্দ যেখান থেকে আস্‌চে, এখন তবে সেই দিক্ পানে যাই। ওরে চণ্ডালেরা! সর্ সর্, পথ ছেড়ে দে।

চণ্ডালদ্বয়।—ওরে, কে তুই? কেন পথ ছাড়তে বল্‌চিস্?

দাস।—কেন, বলি, শোন্।—(পূর্ব্বোক্ত সমস্ত ঘটনা বর্ণন)

চারু।—এ কি?

কাল-পাশে বদ্ধ আমি, এ সময়ে না জানি কে
হল উপনীত।
অবৃষ্টিতে নষ্ট-প্রায় শস্য-পরে দ্রোণ মেঘ
যেন সমুদিত॥

ওগো! তোমরা সব শুন্‌লে?

ডরি না মরণে আমি
শুধু ডরি কলঙ্কাপমান।
নির্দ্দোষী আমার মৃত্যু
হবে পুত্র-জনম-সমান॥

তা ছাড়া:—

করি নাই তার প্রতি শত্রু ব্যবহার,
ক্ষুদ্র সে গো নীচাশয়, অল্প বুদ্ধি তার।
নিজে দোষী হয়ে, তার বিষমাখা শরে
এ মোর বিমল যশ কলুষিত করে।

চণ্ডালদ্বয়।—স্থাবরক! তুই কি সত্যি কথা বল্‌চিস্?

দাস।—সত্য বল্‌চি। পাছে আমি কাউকে এ কথা বলে' দি, এই ভয়ে প্রাসাদের উপরকার ঘরে পায়ে বেড়ি দিয়ে আমাকে বেঁধে রেখে দিয়েছিল।

দৃশ্য—প্রাসাদ

(শকারের প্রবেশ)

শকার।—(সহর্ষে)

মাংস, তিক্ত, অম্ল, শাক,
সূপ, মৎস্য, অন্ন গূঢ়োদন
বসিয়া আপন গৃহে
কিবা সুখে করিনু ভোজন।

(কাণ পাতিয়া শ্রবণ) ভাঙ্গা কাঁসার খন্‌খনে আওয়াজের মত চণ্ডালদের গলার স্বর শোনা যাচ্চে না?—আবার ঢ্যাঁড্‌রা পেটার শব্দ শোনা যাচ্চে।—তবে নিশ্চয়ই দরিদ্র চারুদত্তকে বধ্যস্থানে নিয়ে যাচ্চে। এখন তবে দেখি। শত্রুর মরণ দেখতে আমার বড় ভাল লাগে! শুনেছি নাকি, যে শত্রুর মরণ দেখে, তার জন্মান্তরে চক্ষুরোগ হয় না। পদ্মের ডাঁটার মধ্যে কীট যেমন ঢুকে কোন রকম করে' একটা পথ খুঁজে বের করে, আমিও তেমনি কোন প্রকার উপায়ে চারুদত্তের মরণ ঘটিয়েছি—এখন ছাদের উপর উঠে আমার নিজের বাহাদুরির ফল স্বচক্ষে দেখা যাক্। (তথা করিয়া দর্শন) হি হি হি! এই দরিদ্র চারুদত্তকে বধ করতে নিয়ে যাবার সময় এত লোকের সমারোহ? আমার মত বড় লোককে নিয়ে যেতে হলে না জানি কি করে। (দেখিয়া) কেমন নূতন বলদের মত সাজিয়ে ওকে দক্ষিণ-মশানে নিয়ে যাচ্চে। ভাল, কেন এরা ঘোষণা কর্‌তে কর্‌তে আমার প্রাসাদের কাছে এসে থাম্‌ল? (দেখিয়া) এ কি! দাস স্থাবরকও যে এখানে নেই। এখান থেকে চলে' গিয়ে সে ব্যাটা গুপ্ত কথা

সব প্রকাশ করে' দেয় নি তো?—এখন সন্ধান করে' দেখি, সে ব্যাটা কোথায় গেছে।

(নীচে নামিয়া নিকটে অগ্রসর)

দাস।—(দেখিয়া) ওগো কর্ত্তারা! ঐ উনি এসেছেন।

চণ্ডালদ্বয়।—ওগো পৌরজন!

সরে' যাও—ছাড়ো পথ,
মৌন হয়ে থাকো রুধি' দ্বার,
দুষ্টামির শিং নিয়ে
ওই দেখ আসে দুষ্ট ষাঁড়।

শকার।—ওরে! পথ ছেড়ে দে। ওরে বাছা দাস স্থাবরক! আয় রে, আমরা যাই।

দাস।—আরে নীচ ইতর কোথাকারে! বসন্তসেনাকে মেরে সন্তুষ্ট নোস্—আবার এই বন্ধুজনের কল্পতরু চারুদত্ত মহাশয়কে মারবার চেষ্টায় আছিস?

শকার।—আমি রত্ন-কুম্ভের মত মহাত্মা লোক, আমি কখন স্ত্রী-হত্যা করি নে।

সকলে।—কি আশ্চর্য্য! তুই-ই মেরেছিস—চারুদত্ত কখন মারে নি।

শকার।—এ কথা কে বল্লে?

সকলে।—(দাসকে দেখাইয়া) ঐ সাধু লোকটি।

শকার।—(মুখ ঢাকিয়া) কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ! কেন আমি ওকে ভাল করে' বেঁধে রাখলেম না? ঐ তো আমার অকার্য্যের সাক্ষী। (চিন্তা করিয়া) আচ্ছা, এইরূপ বলা যাক্ (প্রকাশ্যে) দেখুন মহাশয়রা, ওর কথা সর্ব্বৈব মিথ্যা। কি আশ্চর্য্য! এই দাস ব্যাটা আমার সুবর্ণ চুরি করায় আমি ওকে ধরে মেরেছিলেম, আর বদ্ধ করে' রেখেছিলেম—তাই ও শত্রুতা করে' যা এখন বলচে, তা কি কখন সত্য হতে পারে? (আড়ালে দাসকে স্বর্ণবলয় প্রদান করিয়া চুপি চুপি) শোন্ বাছা স্থাবরক দাস! এই নে—এখন মিথ্যে করে' বল।

দাস।—(লইয়া) কর্ত্তারা সব দেখুন দেখুন! কি আশ্চর্য্য! আমাকে আবার সুবর্ণের লোভ দেখাচ্চে।

শকার।—(স্বর্ণ-বলয় ছিনিয়া লইয়া) এই সেই সুবর্ণ—যার দরুণ ওকে আমি কয়েদ করে' রেখেছিলেম। (সক্রোধে) ও আমার সুবর্ণভাণ্ডারের রক্ষক ছিল; তার পর, ও চুরি করায় ওকে ধরে' আমি খুব প্রহার করি—যদি বিশ্বাস না হয়, ওর পিঠটা একবার দেখুন!

চণ্ডালদ্বয়।—(দেখিয়া) এ উত্তম কথা। রাগ হলে লোকে আবল তাবল কত কথাই না বলে।

দাস।—কি আশ্চর্য্য! এইরূপই ভৃত্যের দশা, সত্য বল্লেও কেউ বিশ্বাস করে না। (করুণভাবে) চারুদত্ত মহাশয়! আমার যা সাধ্য আমি করলেম। (পদতলে পতন)

চারু।—(করুণভাবে)

ওঠো ওঠো, আহা তুমি বিপন্ন সাধুর প্রতি
কতই সদয়।
নিঃস্বার্থ বান্ধব ওগো! ধর্ম্মশীল! কোথা হতে
সহসা উদয়?
মম প্রাণ রক্ষা তরে, করিলে কতই যত্ন,
তবু দৈব বাম।
আর কি করিবে বল, কি না করিয়াছ তুমি
বাঁচাইতে প্রাণ॥

চণ্ডালদ্বয়।—দেখুন মহাশয়! দাস ব্যাটাকে মেরে বার করে' দিন।

শকার।—(বাহির করিয়া দিয়া) ওরে চণ্ডাল। বিলম্ব করচিস্ কেন? বধ কর না ওকে।

চণ্ডালদ্বয়।—যদি এতই তাড়া থাকে তো তুমি নিজেই মার না।

রোহ।—ওরে চণ্ডাল! মারিস নে, ছেড়ে দে বাবাকে।

শকার।—ওরে! ওকেও মার্—ওর সঙ্গে ছেলেটাকেও মার্।

চারু।—মূর্খের অসাধ্য কিছুই নেই, বাছা তোর মায়ের কাছে যা।

রোহ।—আমি গিয়ে তার পর কি করব?

চারু।—

মাতারে লইয়া সাথে, অদ্যই আশ্রমে তুই
কর্ রে প্রস্থান।
পিতৃ-অপরাধ-তরে, কি জানি গো তোরও যদি
যায় রে পরাণ॥

দেখ সখা, তুমি তবে একে নিয়ে যাও।

বিদু।—দেখ সখা, তুমি কি তবে মনে কর, তোমাকে ছেড়ে আমি প্রাণ ধারণ করব?

চারু।— সখা! তোমার স্বাধীন জীবন, তোমার প্রাণ ত্যাগ করা উচিত নয়।

বিদূ।—(স্বগত) উচিত নয় বটে, কিন্তু আমি প্রিয়সখাকে ছেড়ে যে বাঁচতে পারব না। আচ্ছা, তবে ব্রাহ্মণীর হাতে ছেলেটিকে সমর্পণ করে' তার পর প্রাণ ত্যাগ করে' প্রিয়সখার অনুগামী হই। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা, ওকে তবে ওর মায়ের কাছে এখনি নিয়ে যাই। (কণ্ঠ ধরিয়া পদতলে পতন)

রোহ।—(কাঁদিতে কাঁদিতে পদতলে পতন)

শকার।—ওরে! আমি বল্‌ছি শোন্, বাপ ছেলে দুজনকেই বধ কর্।

চারু।—(ভয়ের অভিনয়)

চণ্ডালদ্বয়।—দুজনকেই বধ করতে হবে, এরূপ তো রাজাজ্ঞা নয়। তাই বলচি, যা রে ছেলে যা! (বালক ও মৈত্রেয়কে বাহির করিয়া দেওন)

চণ্ডালদ্বয়।—এই তৃতীয় ঘোষণাস্থান—আর একবার ঢ্যাঁড়্‌রা পিটে দে! (পুনর্ব্বার ঘোষণা)

শকার।—(স্বগত) লোকেরা বিশ্বাস কচ্চে না, (প্রকাশ্যে) ওরে ব্যাটা বামুনা চারুদত্ত! লোকেরা যে বিশ্বাস করচে না—তাই তুই নিজ মুখে এই কথা বল্ না যে "আমি বসন্তসেনাকে বধ করেছি"।

চারু (নীরব)

শকার।—ওরে চণ্ডাল! দেখ্, চারুদত্ত কথা কচ্চে না—ঢ্যাঁড়্‌রা পেটাবার এই বাঁশের কাঠির বাড়ি ওকে পিটিয়ে পিটিয়ে কথা বের কর্ না।

চাণ্ডাল।—(প্রহার করিতে উদ্যত হইয়া) চারুদত্ত! দোষ স্বীকার কর, কথা কও।

চারু।—(করুণভাবে)

পড়িয়া এ ঘোরতর বিপদ-সাগরে
নাহি কোন ত্রাস কিম্বা বিষাদ অন্তরে।
নিন্দা-বহ্নি শুধু মোরে দহে অবিরত,
বলে কিনা—করিয়াছি প্রিয়ারে নিহত।

শকার।—নিজ মুখে স্বীকার কর্ যে, তুই বসন্তসেনাকে মেরেচিস্।

চারু।—পৌরজন! তোমরা সকলে শোনো। "আমি গো নৃশংস অতি" ইত্যাদি পুনর্ব্বার পাঠ।

শকার।—নিশ্চয় তুই হত্যা করেচিস্।

চারু।—আচ্ছা, তবে তাই।

প্রথম চণ্ডাল।—ওরে, আজ তোর মারবার পালা।

২ চণ্ডাল।—না রে না—তোর।

১ চণ্ডাল।—ওরে! আয়, আমরা এইবার লেখা-জোখা আরম্ভ করি। (বহুবিধ রেখা কাটিয়া) ওরে, যদি আজ আমার পালাই হয়, তবে একটু রোস্।

দ্বিতীয়।—কেন বল্ দিকি?

প্রথম।—আমার স্বর্গীয় পিতা-ঠাকুর আমাকে বলেছিলেন যে, "দেখ বীরক, যদি কখন তোমার পালা আসে, বধ্যকে তুমি কখন সহসা বধ কোরো না।"

দ্বিতীয়।—ওরে! কেন বল্ দিকি?

প্রথম।—কখন কখন কোন সাধু পুরুষ অর্থ দিয়ে বধ্যকে মোচন করেন, কখন বা রাজার পুত্র হলে তার কল্যাণ-মহোৎসবে বধ্যদের ছেড়ে দেওয়া হয়। কখন বা হাতী বাঁধন ছিঁড়ে বেরিয়ে পড়ল, সেই গোলমালে বধ্যেরা ছাড়ান পায়। আবার কখন যদি রাজ-পরিবর্ত্ত উপস্থিত হয়, তা হলেও বধ্যদের ছেড়ে দেওয়া হয়।

শকার।—কি?—কি?—রাজ-পরিবর্ত্ত?

চণ্ডাল।—ওরে! আয়, আমাদের লেখাটা শেষ করি।

শকার।—ওরে! চারুদত্তকে শীঘ্র বধ কর। (এইরূপ বলিয়া দাসকে লইয়া একান্তে অবস্থান)

চণ্ডাল।—চারুদত্ত মহাশয়! এ রাজার আদেশ—আমাদের এতে কোন অপরাধ নেই। এইবার তবে স্মরণ করবার লোকদের স্মরণ করুন।

চারু।—

প্রবল-পুরুষবাক্যে, আর ভাগ্য-দোষে আমি
হয়েছি দূষিত
যদি থাকে ধর্ম্ম মোর, তাহার প্রভাবে প্রিয়া
হয়ে উপস্থিত
(থাকুন স্বরগে কিম্বা যেথানেই এবে তিনি
হোন্ অবস্থিত)
আপন স্বভাব-গুণে, করুন কলঙ্ক মোর
শীঘ্র অপনীত।

ওগো! এখন আমায় কোথায় যেতে হবে?

চণ্ডালদ্বয়।—(সম্মুখে দেখাইয়া) ওগো! ঐ দক্ষিণ-শ্মশান দেখা যাচ্চে, যা দেখবামাত্র বধ্যদের ঝট্ করে' প্রাণ বেরিয়ে যায়। ঐ দেখ :—

শূল হ'তে গেছে পড়ি' দেহ আধখানি,
দীর্ঘকায় শৃগালেরা করে টানাটানি।
অর্দ্ধ-দেহ আছে লগ্ন শূলের উপরে
—ব্যাদানিয়া মুখ যেন অট্ট হাস্য করে।

চারু।—হা! আমি কি হতভাগ্য! এইবার আমার সব শেষ হবে। (আবেগের সহিত উপবেশন)

শকার।—তবে আর যাব না—চারুদত্তকে কি রকম করে' বধ করে দেখা যাক্। (পরিক্রমণ করিয়া দর্শন) কি?—বসে' আছ যে?

চণ্ডালদ্বয়।—চারুদত্ত! ভীত হয়েছ?

চারু।—(সহসা উত্থান করিয়া) মূর্খ!

"ডরি না মরণে আমি" ইত্যাদি।

চণ্ডাল।—চারুদত্ত মহাশয়! আকাশে যে চন্দ্র-সূর্য্য থাকেন, তাঁদেরই যখন বিপদ উপস্থিত হয়, তখন মরণ-ভীরু মানবের তো কথাই নেই—এ সংসারে কেউ বা উঠে' আবার পড়্‌চে, কেউ বা পড়ে' আবার উঠ্‌চে।

ওঠন পড়ন জেনো শবেতেও আছে,
কখন কখন তারা মরিয়াও বাঁচে।
এই সব হৃদি-মাঝে করিয়া সুস্থির
আপনারে শান্ত কর—হয়ো না অধীর।

(দ্বিতীয় চণ্ডালের প্রতি)—এই চতুর্থ ঘোষণার স্থান—এসো আমরা আবার একবার ঘোষণা করে' [illegible]। (উদ্‌ঘোষণ)

চারু।—হা প্রিয়ে বসন্তসেনা!

"বিমল জোছনা সম" ইত্যাদি।

(ব্যস্তসমস্ত হইয়া বসন্তসেনাকে লইয়া ভিক্ষুর প্রবেশ)

ভিক্ষু।—আহা! এই পরিশ্রান্ত বসন্তসেনাকে [illegible]শ্বাস দিয়ে নিয়ে যাচ্চি—এতে আমার সন্ন্যাস-ধর্ম্ম [illegible]কি হল।—উপাসিকা! তোমার কোথায় যেতে [illegible]?

বস।—চারুদত্ত মহাশয়ের গৃহে। ওগো! তুমি সেই শশাঙ্ককে দেখিয়ে এই কুমুদিনীকে একটু আনন্দ দেও।

ভিক্ষু।—(স্বগত) কোন্ পথ দিয়ে যাই?—(চিন্তা করিয়া) আচ্ছা, এই রাজপথ দিয়ে যাওয়া যাক্। এসো—এই রাজপথ। কিন্তু এই রাজপথে একটা কি ভয়ানক কোলাহল শোনা যাচ্চে না?

বস্।—(সম্মুখে নিরীক্ষণ করিয়া) এ কি! সম্মুখে যে ভয়ানক লোকের ভীড়। মহাশয়, আপনি কি জানেন, ব্যাপারটা কি? বসুন্ধরা যেন বিষম ভারাক্রান্ত—মনে হচ্চে, যেন সমস্ত উজ্জয়িনীর লোক এক স্থানে এসে বাস কর্‌চে।

চণ্ডাল।—এই তো শেষ ঘোষণার স্থান।—ঢ্যাঁড়্‌রাটা পিটিয়ে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করে' দেও! ওগো চারুদত্ত! স্থির হয়ে থাকো—মা ভৈঃ। শীঘ্রই তোমাকে বধ করচি।

ভিক্ষু।—দেখ উপাসিকা! তোমাকে চারুদত্ত হত্যা করেছেন, এই কথা বলে' ওঁকে বধ করতে নিয়ে যাচ্চে।

বস।—(শুনিয়া ব্যস্ত-ত্রস্তভাবে) হায় হায়! এই হতভাগিনীর জন্য চারুদত্ত মহাশয়কে বধ করতে নিয়ে যাচ্চে? ওগো! শীঘ্র আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চল।

ভিক্ষু।—উপাসিকা! শীঘ্র চল, শীঘ্র চল—চারুদত্ত মহাশয় বেঁচে থাক্‌তে থাক্‌তেই তাঁকে গিয়ে আশ্বস্ত কর। মহাশয়রা! পথ ছেড়ে দিন্, পথ ছেড়ে দিন্!

বস।—পথ ছেড়ে দিন্—পথ ছেড়ে দিন্।

চণ্ডাল।—রাজার আদেশ। এখন যাদের স্মরণ করবার, তাদের স্মরণ করুন।

চারু।—অধিক আর কি বল্‌ব "প্রবল-পুরুষ-বাক্যে" ইত্যাদি।

চণ্ডাল।—(খড়্গ আকর্ষণ করিয়া) চারুদত্ত মহাশয়! মুখ উঠিয়ে সিধে হয়ে দাঁড়ান, এক কোপেই আপনাকে স্বর্গস্থ করচি।

চারু।—(তথা অবস্থান)

চণ্ডাল।—(খড়্গাঘাত করিতে গিয়া খড়্গ হস্ত হইতে পতন) আরে, এ কি হল?

কোষ হতে এই খড়্গ আকর্ষিয়া রোষে
মুঠো করে' ধরেছিনু খুব মতে কোশে।

দারুণ অশনি-সম এই মোর অসি
কি করিয়া ধরাতলে পড়িল রে খসি' ?

এরূপ যখন ঘটল, তখন আমার মনে হয়, চারুদত্ত মহাশয় মরবেন না। ভগবতি সহ্য-শৈল-বাসিনি! প্রসন্ন হও। যদি চারুদত্তকে বাঁচিয়ে দিতে পারেন, তা হলে সমস্ত চণ্ডালকুল অনুগৃহীত হবে।

২ চণ্ডাল।—এখন যেরূপ আদেশ পাওয়া গেছে, সেইরূপ কাজ করা যাক্।

প্রথম।—হাঁ, তা বৈ কি।

(উভয়ে চারুদত্তকে শূলে চড়াইতে উদ্যত)

চারু।—"প্রবল-পুরুষ-বাক্যে" ইত্যাদি।

ভিক্ষু ও বসন্তসেনা।—(দেখিয়া) মহাশয়রা ক্ষান্ত হোন্—ক্ষান্ত হোন্—ও কাজ করবেন না। শুনুন মহাশয়রা! আমিই সেই হতভাগিনী—যার দরুণ ওঁকে বধ করা হচ্চে।

চণ্ডাল।—(দেখিয়া)

কে এ বামা ত্বরা করি' আসিছে হেথায়,
সুচারু চিকুর-ভার স্কন্ধেতে লুটায়,
ঊর্দ্ধ-হস্তে বলে শুধু "বোধো না উহায়" ?

বস।—চারুদত্ত মহাশয়! এ কি ব্যাপার? (বক্ষের উপর পতন)

ভিক্ষু।—চারুদত্ত মহাশয়! ব্যাপারটা কি? (পদতলে পতন)

চণ্ডাল।—(সভয়ে নিকটে গিয়া) কি ?—বসন্তসেনা ? না না, এই নির্দোষ সাধু পুরুষকে এখনও আমরা বধ করি নি।

ভিক্ষু।—(উঠিয়া) ওরে! চারুদত্ত বেঁচে আছেন ?

চণ্ডাল।—আরও শত বৎসর বাচবেন।

বস।—(সহর্ষে) আ! আমার দেহে যেন আবার প্রাণ এল।

চণ্ডাল।—এখন তবে এই ঘটনার কথা রাজা পালককে নিবেদন করি গে—তিনি যজ্ঞ-স্থানের পথে গেছেন।

[প্রস্থান।

শকার।—(বসন্তসেনাকে দেখিয়া সত্রাসে) কি সর্ব্বনাশ! গর্ভদাসীটাকে কে আবার বাঁচিয়ে দিলে? এইবার আমার প্রাণটা গেল দেখ্‌চি।—আমি তবে পালাই। (পলায়ন)

চণ্ডাল।—(নিকটে আসিয়া) ওরে! না না, রাজা এই আজ্ঞা করেছিলেন, "বসন্তসেনাকে যে হত্যা করেছে, তারই প্রাণদণ্ড হবে।" এখন এসো, আমরা রাষ্ট্রীয় শ্যালককে খুঁজে বের করি।

[প্রস্থান।

চারু।—(সবিস্ময়ে)

কে গো উদ্ধারিল মোরে মৃত্যুর মুখেতে ?
—দ্রোণ-মেঘ দেখা দিল অনাবৃষ্টি-ক্ষেতে ?

(অবলোকন করিয়া)

দ্বিতীয় বসন্তসেনা এ কি গো নেহারি
স্বর্গ হতে অবতীর্ণ মূর্ত্তি কি তাঁহারি ?
কিম্বা ভ্রান্তিবশে দ্যাখে মোর ভ্রান্ত চিত :—
এ সেই বসন্তসেনা—হয় নাই মৃত।
স্বর্গ হতে আইলা কি বাঁচাইতে মোরে
অথবা অপর কেহ সেই মূর্ত্তি ধরে' ?

বস।—(অশ্রু-নয়নে উঠিয়া পদতলে পতন) চারুদত্ত মহাশয়! আমিই সেই পাপীয়সী—যার দরুণ আপনার এই দুরবস্থা ঘটেচে।

নেপথ্যে।—আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! বসন্তসেনা এখনও বেঁচে আছে ?

চারু।—(শুনিয়া সহসা উঠিয়া স্পর্শসুখে নিমীলিতাক্ষ হইয়া হর্ষোৎফুল্ল গদগদস্বরে) প্রিয়ে! বসন্তসেনা তুমি ?

বস।—আমিই সে হতভাগিনী।

চারু।—(নিরীক্ষণ করিয়া সহর্ষে) আহ্ তো, বসন্তসেনাই যে! (সানন্দে)

মৃত্যুমুখে দেখি' মোরে, পয়োধরে স্নাত করি'
অশ্রুর ধারায়
সঞ্জীবনী বিদ্যা-রূপে, তুমি যে গো আবির্ভূত
সহসা হেথায়।

প্রিয়ে বসন্তসেনা!

তোমারি কারণে এই দেহের নিধন
তোমারি দ্বারায় শেষে হল নিবারণ।
প্রিয়-সঙ্গমেরি এই আশ্চর্য্য প্রভাব,
—মৃতের কোথায় হয় পুনঃ প্রাণলাভ ?

অপিচ :—দেখ প্রিয়ে!

চারু রক্ত বস্ত্র এই, আর এই মালা এইক্ষণে
শোভে যেন বিবাহের বর-বেশ প্রিয়া-সম্মিলনে,

আর এই বধ্যজন-দুন্দুভির ধ্বনি
বিবাহ-উৎসব-বাদ্য কর্ণে যেন শুনি।

বস।—নাথ! আমার প্রতি অত্যন্ত সদয় হয়ে ম কি করতে যাচ্ছিলে বল দিকি?

চারু।—প্রিয়ে! ওরা বলে কি শুনবে?—বলে, মি তোমাকে হত্যা করিচি।

পূর্ব্ব-বদ্ধ বৈর-বশে, শকার শত্রুতা ঘোর
করে মোর সাথ।
নরকে পতিত নিজে, সে যে গো সাধিয়াছিল
আমারো নিপাত॥

বস।—(কর্ণ আচ্ছাদন করিয়া) তার নাম বৃতে নেই, সেই নরাধমই আমাকে হত্যা করবার ষ্টা করেছিল।

চারু।—(ভিক্ষুকে দেখিয়া) উনি কে?

বসন্ত।—সেই পাষণ্ড আমাকে বধ করে, আর ই মহাত্মা আমাকে বাঁচিয়ে তোলেন।

চারু।—তুমি কে গো অকারণ-বন্ধু?

ভিক্ষু।—আমাকে মহাশয় চিন্‌তে পারচেন? আমি মহাশয়ের সেই চরণ-সেবক, নাম ংবাহক। আমাকে একজন জুয়ারী ধৃত করে। ার পর এই ঠাকরণটি—আমি মহাশয়ের লোক ানতে পেরে—নিজ অলঙ্কার পণ দিয়ে আমাকে াড়িয়ে আনেন। তার পর, জুয়া খেলাতে ধিক্কার য়ে মনে বৈরাগ্যের উদয় হওয়ায় আমি এখন বৌদ্ধ-মণক হয়েছি।

নেপথ্যে।—(কলরব)

জয় শিব বৃষকেতু, দক্ষ-যজ্ঞ-বিনাশন!
তার পর জয় জয় ক্রৌঞ্চ-শত্রু ষড়ানন!
পরে আর্য্যকের জয়, "পালক" রিপুরে যিনি
করিয়া বিনাশ
লভিলা বিশাল রাজ্য;—শেষ সীমা-চিহ্ন যার
ধবল কৈলাস।

(সহসা শর্বিলকের প্রবেশ)

র্বিলক।—নিধন করিয়া আমি "পালক" রাজায়
"আর্য্যে" রাজ্যে অভিষেক করিনু ত্বরায়।
আদেশ-প্রসাদ তাঁরি, এবে শিরে করিয়া বহন
যাইতেছি বিপন্ন সে চারুদত্তে করিতে মোচন।

বল-মন্ত্রী হীন সেই রিপুরে বধিয়া
সুপ্রভাবে পৌরজনে পুনঃ আশ্বাসিয়া
নাশিয়া সে ইন্দ্র-তুল্য শত্রু আধিপত্য,
সমগ্র বসুধা-রাজ্য করিনু আয়ত্ত।

(সম্মুখে নিরীক্ষণ করিয়া) যেখানে ঐ লোকের ভীড় জমেছে, বোধ হয়, উনি ঐখানেই আছেন। চারুদত্ত মহাশয়কে জীবন দান করে' আর্য্যক নৃপতির এই শুভ রাজ্যারম্ভ কি সফল হবে না? (আরও দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া) লোকজন সব সরে' যাও। (দেখিয়া সহর্ষে) এই যে, চারুদত্ত এখনো জীবিত, ওঁর সঙ্গে বসন্তসেনাও আছেন দেখ্‌চি। আমাদের প্রভুর মনোরথ এখন তবে সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হবে।

ওগো! আজি কি সৌভাগ্য। পতিত বিপদার্ণবে
—দুস্তর অপার
সুশীলা প্রেয়সী ওঁরে, গুণবতী তরী হয়ে
করিলেন পার।
জ্যোৎস্না-শুভ্র শশধর, রাহু-গ্রাস হতে আহা
হইল মোচন।
অনেক দিনের পর, চারুদত্তে আমি আজি
করিব দর্শন॥

আমি মহাপাতকী, কি করে' ওঁর নিকটে যাই?—কিন্তু না—সরলমনে সাধুভাবে কোথায় না যাওয়া যায়?—ঋজুতা সর্ব্বত্রই শোভা পায়। (অগ্রসর হইয়া বদ্ধাঞ্জলি) চারুদত্ত মহাশয়!

চারু।—কে তুমি?

শর্বি।— যে তব ভবন ভেদি'
হরিল সে গচ্ছিত ভূষণ
আমি সেই মহাপাপী
তব পদে লই গো শরণ।

চারু।—সখা, তা নয়। ও কাজ তুমি পরিহাস করে' করেছিলে (কণ্ঠ ধারণ)

শর্বি।—একটা সংবাদ আছে।

সুচরিত্র সে আর্য্যক, সকলের কুলমান
করিতে রক্ষণ
যজ্ঞ-শালা-স্থিত দুষ্ট পালকেরে পশুবৎ
করিলা নিধন।

চারু।—কি?

শর্বি।—

আরোহিয়া তব যানে, ইতি-পূর্ব্বে তব পদে
যেলয় শরণ
দুরাচার "পালকে" সে, যজ্ঞ-স্থানে পশু সম
করিল নিধন।

চারু।—কি বলুচ শর্বিলক? রাজা পালক যাকে ঘোষ-পল্লী হতে ধরে' এনে অকারণে কারাগারে বদ্ধ করেন, সেই আর্য্যক আমাকে মোচন করেছেন?

শর্বি।—আজ্ঞে হাঁ।

চারু।—কি সুসংবাদ! আমার কি সৌভাগ্য!

শর্বি।—রাজ্যে অভিষিক্ত হবামাত্রই আপনার সুহৃদ্ আর্য্যক উজ্জয়িনীর বেণা নদীতটস্থ কুশাবতী-রাজ্য আপনাকে দান করেছেন। অতএব সুহৃদের এই প্রথম প্রণয়-দান আপনি গ্রহণ করুন। (*অন্য-দিকে ফিরিয়া*) ওরে! কে আছিস্ রে! সেই পাপী রাষ্ট্রীয় শ্যালককে এখানে নিয়ে আয়।

নেপথ্যে।—যে আজ্ঞে।

শর্বি।—মহাশয়! রাজা আর্য্যক আপনার কাছে এই কথা নিবেদন করচেন যে, "আপনার গুণেই আমি এই রাজ্যলাভ করেছি, অতএব এই রাজ্য আপনিই ভোগ করুন।"

চারু।—আমার গুণে রাজ্যলাভ করেছেন?

নেপথ্যে।—ওরে রাষ্ট্রীয় শ্যালক! আয় আয়, তোর দুরাচারের ফল এখন ভোগ কর্।

(পশ্চাদ্বাহু-বদ্ধ শকারকে লইয়া রক্ষিগণের প্রবেশ)

শকার।—কি সর্ব্বনাশ!

বাঁধন-ছেঁড়া গাধার মত
পলাইয়া গেনু কত দূর,
ধরে' আন্‌লে আবার বেঁধে
ঠিক্ যেন বজ্জাৎ কুকুর।

(চারিদিকে অবলোকন করিয়া) এ কি! চারিদিকেই যে পথ বন্ধ। আমি এখন নিরুপায়—এখন কার শরণাগত হই?—আচ্ছা, ঐ বিপন্নের যিনি শরণাগত-বৎসল, ওঁরই কাছে যাই। চারুদত্ত মহাশয়! আমাকে রক্ষা করুন—রক্ষা করুন। (পদতলে পতন)

নেপথ্যে।—চারুদত্ত মহাশয়, ওকে ছাড়ুন, ওকে ছাড়ুন, আমরা ওকে বধ করি।

শকার।—(চারুদত্তের প্রতি) আপনি নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, আমাকে রক্ষা করুন।

চারু।—(অনুকম্পা সহকারে) আহা! ভয় নাই—ভয় নাই।

শর্বি।—(আবেগ-সহকারে) আঃ! চারুদত্ত মহাশয়ের কাছ থেকে ওকে সরিয়ে দে না। (চারু-দত্তের প্রতি) এখন বলুন, এই পাপীকে কি শাস্তি দেওয়া যাবে?

সুদৃঢ় বন্ধনে ওরে সবলে টানিয়া
খাওয়াব কি দেহ ওর কুকুরেরে দিয়া?
করিব কি এবে ওরে শূলে আরোপণ?
অথবা করাত দিয়া করিব কর্ত্তন?

চারু।—আমি যা বলব, তাই কি করা হবে?

শর্বি।—তার সন্দেহ কি?

শকার।—চারুদত্ত মহাশয়! আমি আপনার শরণাগত, আমাকে রক্ষা করুন, রক্ষা করুন। আপনার যোগ্য যা, তাই করুন—আমি আর এ কাজ কখন করব না।

নেপথ্য হইতে পৌরগণ।—বধ্ কর্, বধ্ কর্—পাতকী এখনও কেন জীবিত আছে?

বস।—(বধ্যমালা চারুদত্তের কণ্ঠ হইতে উঠা-ইয়া শকারের উপর নিক্ষেপ)

শকার।—বসন্তসেনা!—রাগ করো না—প্রসন্ন হও—আর আমি মারব না—আমাকে রক্ষা কর।

শর্বি।—ওরে! ওকে নিয়ে যা। চারুদত্ত মহাশয়! আজ্ঞা করুন, এই পাপীর কি শাস্তি হবে?

চারু।—আমি যা বলব, তাই কি করা হবে?

শর্বি।—তার সন্দেহ কি?

চারু।—সত্যি?

শর্বি।—সত্যি।

চারু।—তাই যদি হয়, শীঘ্র একে—

শর্বি।—বধ করা হোক্?

চারু।—না না, ছেড়ে দেওয়া হোক্।

শর্বি।—কেন বলুন দিকি?

চারু।—অপরাধী শত্রু শরণাগত হয়ে যদি পায়ে পড়ে, তবে তাকে শস্ত্রের দ্বারা বধ করা উচিত নয়।

শর্বি।—তা হলে কুকুর দিয়ে কি খাওয়ান হবে?

চারু।—না না—উপকারের দ্বারা বধ করা উচিত।

শর্বি।—অহো, কি আশ্চর্য্য! তবে বলুন মহাশয়, কি করতে হবে?

চারু।—ওকে ছেড়ে দেও।

শর্বি।—আচ্ছা, ওকে ছেড়ে দেওয়া হল।

শকার।—আরে বাঃ! আবার যে বেঁচে উঠলেম!

[রক্ষিগণের সহিত প্রস্থান।

(নেপথ্যে কলরব)

পুনর্ব্বার নেপথ্যে।—চারুদত্তের স্ত্রী ধূতা-ঠাক্‌রণের পুত্রটি মায়ের আঁচল ধরে' আছে—তিনি যেতে যেতে প্রতিপদে তাকে সরিয়ে সরিয়ে দিচ্ছেন, আর প্রজ্বলিত অগ্নির মধ্যে প্রবেশ করতে যাচ্চেন—পৌরজনেরা অশ্রুপূর্ণ-নয়নে তাঁকে নিবারণ করতে চেষ্টা করচে, কিন্তু তিনি কিছুতেই শুন্‌চেন না।

শর্বি।—(শুনিয়া এবং নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) কি?—চন্দনক? চন্দনক! ব্যাপারটা কি?

(চন্দনকের প্রবেশ)

চন্দ।—মহাশয় কি দেখ্‌তে পাচ্চেন না, মহারাজ-প্রাসাদের দক্ষিণভাগে ভয়ানক লোকের ভীড় হয়েচে? আমি ধূতা-দেবীকে বল্লেম, "ঠাকরুণ, হতাশ হবেন না। চারুদত্ত মহাশয় বেঁচে আছেন।" কিন্তু যেরূপ দুঃখে অভিভূত, তাতে কেই বা শোনে—কেই বা বিশ্বাস করে?

চারু।—(সোদ্বেগে) হা প্রিয়ে! আমি জীবিত থাকতে তুমি এ কি কাজ করতে উদ্যত হয়েছ? (উর্দ্ধে অবলোকন ও নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া)

ওগো প্রিয়ে সুচরিতে!
ও চরিত্র সুবিমল
যদি না সহিতে পারে
পাপ-পূর্ণ ধরাতল,
তথাপি শোনো গো বলি
তুমি যে গো পতিব্রতা
কেমনে পতিরে ছাড়ি
হবে স্বর্গ সুখে রতা?

(মূর্চ্ছা)

শর্বি।—ওঃ, কি প্রমাদ!
হোথা দ্রুত যেতে হবে ধূতার সমীপে,
মূর্চ্ছাপন্ন চারুদত্ত হেথায় এ দিকে।
করিলাম এত দিন চেষ্টা যে সকল
হা ধিক্! হা ধিক্! হল সমস্ত বিফল।

বস।—মহাশয়, ধৈর্য্য ধরুন, সেখানে গিয়ে ঠাকরুণকে বাঁচান—অধীর হলে অনর্থ ঘটবে।

চারু।—(সংজ্ঞা লাভ করিয়া সহসা উঠিয়া) হা প্রিয়ে! কোথায় তুমি?—উত্তর দেও।

চন্দ।—এই দিক দিয়ে মহাশয়, এই দিক্ দিয়ে।

(সকলের পরিক্রমণ)

দৃশ্য—অগ্নি-কুণ্ড প্রজ্বলিত

(মৈত্রেয় ও রদনিকার সহিত ধূতার প্রবেশ এবং মাতার বস্ত্রাঞ্চল ধরিয়া রোহসেনের প্রবেশ)

ধূতা।—(সাশ্রুলোচনে) জাদু, আমাকে ছাড়—বাধা দিও না—পাছে আর্য্যপুত্রের অমঙ্গলের কথা শুন্‌তে হয়, আমার সেই ভয়।

রোহ।—মা, তুমি গেলে আমাকে কে দেখ্‌বে? তোমাকে ছেড়ে আমি কিছুতেই বাঁচতে পারব না।

বিদূ।—ঋষিরা বলেন, "স্বামীর সহিত একত্রে চিতারোহণ না করে' ভিন্ন চিতায় আরোহণ করলে ব্রাহ্মণীর পাপ হয়"।

ধূতা।—আর্য্যপুত্রের অমঙ্গল শোনার চেয়ে পাপাচরণও ভাল।

শর্বি।—(সম্মুখে অবলোকন করিয়া) নিকটেই অগ্নিকুণ্ড—শীঘ্র আসুন মহাশয়, শীঘ্র আসুন।

চারু।—(দ্রুত পরিক্রমণ)

ধূতা।—রদনিকে! যতক্ষণ না আমার ইষ্টসিদ্ধি হয়, ততক্ষণ তুমি বালককে ধরে' রাখো।

দাসী।—(করুণভাবে) ঠাক্‌রুণ যা করচেন, আমিও তাই করি।

ধূতা।—(বিদূষককে অবলোকন করিয়া) মহাশয়! আপনি তবে ওকে ধরে' রাখুন।

বিদূ।—(আবেগ-সহকারে) অভীষ্ট কার্য্যের অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণের অগ্রে যাওয়া কর্ত্তব্য—অতএব আপনার অগ্রগামী হয়ে আমি অগ্নি-প্রবেশ করি।

ধূতা।—কি? দুজনের মধ্যে তোমরা কেউই

আমার কথা শুনলে না? জাদু! আমাদের পিণ্ড-জলের জন্য তুই তবে থাক। কি?—আমরা গেলে তোর পিতা কি তোকে দেখ্‌বেন না?

চারু।—(শুনিয়া সহসা নিকটে আসিয়া) হাঁ—বাছাকে আমিই দেখ্‌ব। (বালককে বাহু দ্বারা উঠাইয়া বক্ষে স্থাপন)

ধূতা।—(দেখিয়া) ও মা! এ যে তাঁর কণ্ঠস্বর শুনচি। (পুনর্ব্বার নিরীক্ষণ করিয়া সহর্ষে)—আ, বাঁচলেম—তিনিই তো।—আ! আমার কি সুখের দিন!

বালক।—(দেখিয়া সহর্ষে) ও মা! দেখ, বাবা আমাকে কোলে নিয়েছেন। শোন মা শোন—বাবা এখন আমাকে দেখ্‌বেন। (পিতাকে প্রত্যালিঙ্গন)

চারু।—(ধূতার প্রতি)

প্রিয় বিদ্যমানে প্রিয়ে!
সুকঠোর কেন এ উদ্যম?
অস্তে নাহি গেলে ভানু
পদ্মিনী কি মুদে গো নয়ন?

ধূতা।—পদ্মিনী যে সচেতন, তাই ওর সম্বন্ধে ও কথা খাটে।

বিদূ।—(দেখিয়া সহর্ষে) হি হি হি! কি আশ্চর্য্য! ওগো! এই চোখে প্রিয়সখাকে যে আবার দেখচি। ওঃ! সতীর কি প্রভাব! অগ্নি-প্রবেশের চেষ্টা করে'ও প্রিয়-সম্মিলন ঘটে গেল। —জয় হোক্, প্রিয় সখার জয় হোক্!

চারু।—এসো মৈত্রেয় (আলিঙ্গন)

দাসী।—কি আশ্চর্য্য দৈবের ঘটনা! মশাই, প্রণাম। (চারুদত্তের পদতলে পতন)

চারু।—(পৃষ্ঠে হাত দিয়া) রদনিকে! ওঠো! (উত্থাপন)

ধূতা।—(বসন্তসেনাকে দেখিয়া) এসো বোন্, এসো, সুখে আছ তো?

বস।—এখনই সুখী হলেম।

(পরস্পরে আলিঙ্গন)

শর্বি।—মহাশয়ের সুহৃদ্‌বর্গ বেঁচে-বর্ত্তে আছেন তো?

চারু।—হাঁ, তোমারই প্রসাদে।

শর্বি।—ঠাকরুণ বসন্তসেনা! রাজা পরিতুষ্ট হয়ে আপনার প্রতি বধূ শব্দ প্রয়োগ করতে আদে[illegible] করেছেন।

বস।—মহাশয়! কৃতার্থ হলেম।

শর্বি।—(বসন্তসেনাকে অবগুণ্ঠিতা করি[illegible] চারুদত্তের প্রতি) মহাশয়! এই ভিক্ষুর [illegible] করবেন?

চারু।—ভিক্ষু! তোমার এখন মনোগত ইচ্ছ[illegible] কি?

ভিক্ষু।—এই সব অনিত্যতা দেখে সন্ন্যাস-ধ[illegible] আমার দ্বিগুণ প্রবৃত্তি হয়েছে।

চারু।—সখা! ভিক্ষু এ বিষয়ে দেখ[illegible] দৃঢ়নিশ্চয়। অতএব রাজ্যমধ্যে যত বৌদ্ধ ম[illegible] আছে, ওঁকে সে সকলের কুলপতি করে' দেও।

শর্বি।—যে আজ্ঞে।

ভিক্ষু।—আ! আজ আমার কি সুখের দিন!

বস।—উনিই আমাকে বাঁচিয়েছিলেন।

শর্বি।—স্থাবরকের কি করবেন?

চারু।—আজ হতে স্থাবরকের দাসত্ব ঘুচে যাক্[illegible] সেই দুজন চণ্ডাল সকল-চণ্ডালের অধিপতি হোক্[illegible] চন্দনক রাজার প্রধান চণ্ডালক হোক্। আ[illegible] সেই রাষ্ট্রীয় শ্যালকের পূর্ব্বে যে কাজ ছিল, সে কাজই থাক।

শর্বি।—যে আজ্ঞে, তাই হবে। না, এ[illegible] শক্রটাকে আপনি ত্যাগ করুন, আমি ওকে ব[illegible] করি।

চারু।—আমি শরণাগতকে অভয় দিয়েছি দেখ[illegible] শক্র অপরাধ করে' যদি শরণাগত হয়, তাকে বধ কর[illegible] উচিত নয়।

শর্বি।—এখন বল, আর তোমার কি প্রিয় কার্য[illegible] করতে পারি?

চারু।—এর পর আমার আর কি প্রিয় বাসন[illegible] থাকতে পারে?

অপবাদ-মুক্ত আমি, পদানত শক্র যে গো
তারে আমি করিনু মোচন।
আর্য্যক সুহৃৎ মোর, নির্ম্মূলিয়া, পৃথ্বী
রাজা হয়ে করেন শাসন।
প্রিয়ারে লভিনু পুন, সখা আর্য্যকের সনে
হল তব মিলন-ঘটনা,
কি আর অধিক আছে, যাহা আমি এইক্ষণে
তব কাছে করিব প্রার্থনা।

কাহারে করেন তুচ্ছ, কাহারে করেন বিধি
পূর্ণ ধন-মানে।
করেন উন্নতি কারো, কাহারো বা অধোগতি
বিবিধ বিধানে।
বিপদ ঘটান্ কারো, আকুল করিয়া তুলি'
কাহারো পরাণ।
প্রতিপক্ষ পরস্পর, তাহারি সমষ্টি ভব
—করি' এই জ্ঞান
বিধাতা করেন ক্রীড়া, অনুসরি' কূপ-যন্ত্র-
ঘটিকা বিধান॥

এখন আমার যদি কিছু প্রার্থনা থাকে, তবে। এই :—

ভরত-বাক্য।

গাভী হোক্ দুগ্ধবতী শস্য পূর্ণা বসুমতী
মেঘ কালে করুক বর্ষণ।
সকল জনের চিত করিয়া গো হরষিত
বহে যেন মধুর পবন।
বৈধ অনুষ্ঠানে রত হোন বিপ্র অবিরত,
লক্ষ্মীবন্ত হোন্ সাধুগণ।
রিপু করি' প্রশমন নৃপ ধর্ম্ম-পরায়ণ
পৃথিবীরে করুন পালন॥

সংহার নামক দশম অঙ্ক

সমাপ্ত

মালবিকাগ্নিমিত্র

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর অনুবাদিত

ভূমিকা

মালবিকাগ্নিমিত্রের প্রস্তাবনা পাঠ করিয়া মনে হয়, এইটি কালিদাসের প্রথম নাটক-রচনা। উইল্‌সান সাহেবের বিশ্বাস, এই নাটকটি অভিজ্ঞান-শকুন্তলার রচয়িতা কালিদাসের নহে—ইহা অন্য কোন কালিদাসের রচনা। কিন্তু জর্ম্মাণ-দেশীয় পণ্ডিত ওএবার এ কথা স্বীকার করেন না। ওএবার সাহেবেরই মত আমার সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। এই মতের পরিপোষক আভ্যন্তরিক প্রমাণও যথেষ্ট আছে। বর্ণনার ধরণ-ধারণে, শব্দ-প্রয়োগের বিশেষত্বে, শ্লোকের ভাবার্থে, ইহা খ্যাতনামা কালিদাসেরই রচনা বলিয়া স্পষ্টরূপে উপলব্ধি হয়। কোন কবিরই সকল রচনা সমান উৎকৃষ্ট হয় না; কোন রচনা অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট বলিয়া উহা যে সেই কবির রচনা নহে, এ কথা বলা আদৌ যুক্তি-সঙ্গত নহে।

এই নাটকের ছায়া রত্নাবলী-নাটিকায় স্পষ্টরূপে লক্ষিত হয়। উভয়েরই আখ্যান-বস্তু প্রায় একরূপ।

বিক্রমোর্ব্বশীর ন্যায় ইহারও অনুবাদে আমি মুখ্যরূপে বোম্বাই অঞ্চলের শঙ্কর-পণ্ডিত-কর্তৃক প্রকাশিত মূল-গ্রন্থের অনুসরণ করিয়াছি।

পাত্রগণ

পুরুষবর্গ

অগ্নিমিত্র	...	...	বিদিশার রাজা।
গোতম	...	...	রাজার বয়স্য—বিদূষক।
হরদত্ত } গণদাস }	...	...	নাট্যাচার্য্যদ্বয়।
সারস	...	...	মহিষীর পরিচারক। (বামন)
মৌদ্গল্য	...	...	রাজার কঞ্চুকী।

স্ত্রীবর্গ

দেবী ধারিণী	...	...	মহিষী।
ইরাবতী	...	...	দ্বিতীয় রাণী।
মালবিকা	...	...	মহিষীর পরিচারিকা।
কৌশিকী	...	...	বৌদ্ধ-পরিব্রাজিকা।
বকুলাবলিকা	...	...	মালবিকার সখী ও মহিষীর পরিচারিকা।
জয়সেনা	...	...	প্রতীহারী।
মধুকরিকা	...	...	উদ্যান-পালিকা। (মালিনী)
নিপুণিকা } চন্দ্রিকা }	...	...	ইরাবতীর পরিচারিকা।
জ্যোৎস্নিকা } রমণীয়া }	...	...	সঙ্গীত-নিপুণা পরিচারিকা।

মালবিকাগ্নিমিত্র

প্রথম অঙ্ক

নান্দী

প্রণত ভকতে যিনি
বহু ফল করেন প্রদান,
একেশ্বর, তবু যাঁর
ব্যাঘ্র-চর্ম্ম সদা পরিধান,
কান্তাসনে যাঁর দেহ
থাকিলেও সতত মিশ্রিত,
তবু যিনি যতি-শ্রেষ্ঠ
বিষয়েতে অনাসক্ত-চিত,
অষ্ট মূরতিতে যিনি, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড একা
করেন ধারণ,
অথচ তাহাতে যাঁর, লেশমাত্র অভিমান
নাহি কদাচন,
সেই দেব মহেশ্বর
সৎমার্গ করি' প্রদর্শন
অন্তরের অন্ধকার
তোমাদের করুন হরণ।

(নান্দীর পর সূত্রধারের প্রবেশ)

সূত্রধার।—(নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) ওগো মারিষ! এই দিকে একবার এসো তো।

(পারিপার্শ্বিক নটের প্রবেশ)

পারি।—মহাশয়! আমি এসেছি। কি আজ্ঞা হয়?

সূত্র।—উপস্থিত সভ্যমণ্ডলী শ্রীকালিদাস-বিরচিত "মালবিকাগ্নিমিত্র" নামক নাটক এই বসন্তোৎসবে অভিনয় করতে আমাকে বলছেন। অতএব, তোমরা এখনি সঙ্গীত আরম্ভ করে' দেও।

পারি।—না, তা হতে পারে না। ভাস ও সৌমিল্য প্রভৃতি খ্যাতনামা কবিদের রচনা-সকল অতিক্রম করে', বর্ত্তমান কবি কালিদাসের রচনাকে সভ্যমণ্ডলী এত অধিক আদর করচেন কি বলে'?

সূত্র।—এ যে তোমার নিতান্ত অবিবেচনার কথা হল। দেখ:—

শুধু পুরাতন বলি', কোন কাব্য নহে মাননীয়,
অথবা নূতন বলি', নহে দূষ্য ইহাও জানিও।
পরীক্ষিয়া দোষগুণ সাধু সুধীগণ
তার মধ্যে একটিরে করেন বরণ।
পর-বুদ্ধি-অনুযায়ী যার মতি-গতি
বিবেচনা-শক্তিহীন সে গো মূঢ় অতি।

পারি।—তার সন্দেহ কি, এ বিষয়ে পণ্ডিতেরা যা বলেন, তাই প্রমাণ বলে' ধর্ত্তব্য।

সূত্র।—তবে আর বিলম্ব কেন?—শীঘ্র কার্য্য আরম্ভ করে' দেও।

সভার আদেশ যাহা, সর্ব্বাগ্রে লইব উহা
করিয়া মাথায়,
ধারিণীর দাসী-সম, সেবায় নিপুণা যে গো
ওই দেখা যায়।

[সকলের প্রস্থান।

ইতি প্রস্তাবনা।

দৃশ্য—রাজপথ

(দাসীর প্রবেশ)

দাসী।—সম্প্রতি মালবিকা শিক্ষকের নিকট দীক্ষিত হওয়ায়, "চলিত" নামক নৃত্যের অভিনয়ে তাঁর কতদূর শিক্ষা হল, জান্‌বার জন্য দেবী ধারিণী, নাট্যাচার্য্য গণদাসকে জিজ্ঞাসা কর্‌তে আমাকে আজ্ঞা করলেন। তা, এখন তবে আমি সঙ্গীত-শালায় যাই।

(আভরণ-হস্তে দ্বিতীয় দাসীর প্রবেশ)

প্রথমা।—(দ্বিতীয়াকে দেখিয়া) ওলো কৌমু-দিকে! এমন ধীর-গম্ভীর ভাব তোর কোত্থেকে হল বল্ দিকি? আমি কাছ দিয়ে যাচ্চি, তবু আমার দিকে কি একবার তাকিয়েও দেখ্‌তে নেই?

দ্বিতীয়া।—ও মা! এ কি! বকুলা যে! দেখ্ সখি! এই ছাপ্-মোহর-ওয়ালা, নাগ-মণি-বসানো, চক্‌চকে, দেবীর এই আংটিটি কারিগরের ওখান থেকে আন্‌বার সময় একদৃষ্টে দেখ্‌তে দেখ্‌তে আস্‌ছিলেম —তাই তো তোর কাছে এই তিরস্কার খেতে হল।

প্রথমা।—(দর্শন করিয়া) তা, যোগ্য বস্তুতেই তোর দৃষ্টি পড়েছে। এই আংটি থেকে যে কিরণের ছটা বেরুচ্চে, মনে হচ্চে যেন ফুল থেকে ফুলের রেণু চারিদিকে ছড়িয়ে পড়চে—আর তোর হাতে যেন দিব্যি একটি ফুল ফুটে আছে।

দ্বিতীয়া।—তুই কোথায় যাচ্চিস্ লা?

প্রথমা।—দেবীর কথামত নাট্যাচার্য্য গণ-দাসকে জিজ্ঞাসা করতে যাচ্চি, মালবিকার কত দূর শিক্ষা হল।

দ্বিতীয়া।—সখি, তিনি যেখানে থেকে শিক্ষা করেন, সে তো বড় নিকটে নয়, তবে কি করে' মহারাজ তাঁকে দেখতে পেলেন?

প্রথমা।—দেবীর চিত্রের পাশে যে চিত্রটি আছে, সেই চিত্রেতে তিনি তাঁকে দেখেচেন।

দ্বিতীয়া।—কেমন করে'?

প্রথমা।—শোন্ তবে বলি। দেবী যে সময়ে চিত্রশালায় গিয়ে আচার্য্যের টাট্‌কা-রং-করা চিত্রখানি দেখ্‌ছিলেন, সেই সময় সেইখানে মহারাজ এসে উপ-স্থিত হলেন।

দ্বিতীয়া।—তার পর—তার পর?

প্রথমা।—অভ্যর্থনাদির পর, তাঁরা একাসনে দুজনে বস্‌লেন। তার পর, চিত্র-লিখিত দেবী-মূর্ত্তির পাশে যে সকল পরিচারিকাদের চিত্র ছিল, তার মধ্যে মালবিকাকে দেখতে পেয়ে মহারাজ দেবীকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন।

দ্বিতীয়া।—কি জিজ্ঞাসা করলেন?

প্রথমা।—দেবীর পাশে এই যে অপূর্ব্ব কন্যাটিকে চিত্র করা হয়েছে, এর নাম কি?—এই কথা জিজ্ঞাসা কর্‌লেন।

দ্বিতীয়া।—রূপের আদর দেখচি সর্ব্বত্রই। তার পর—তার পর?

প্রথমা।—দেবী তাঁর কথায় উত্তর না দেওয়ায় রাজার সন্দেহ উপস্থিত হল, তখন আরও তিনি পুনঃ পুনঃ আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা কর্‌তে লাগ্‌লেন কুমারী বসুলক্ষ্মী উত্তর করলেন, "মহারাজ! এর নাম মালবিকা"।

দ্বিতীয়া।—(সস্মিত) কথাটা বালিকার মতই হয়েছে—তার পর কি হল শুনি?

প্রথমা।—আর কি হবে, সে যাতে মহারাজের দৃষ্টি-পথে না পড়ে, এখন বিধিমতে সেই চেষ্টাই হচ্চে।

দ্বিতীয়া।—ওলো, এখন তবে দেবী যা বলে' দিয়ে-ছেন, তাই তুই কর্ গে। আমিও এই আংটিটি নিয়ে দেবীর কাছে যাই।

[প্রস্থান।

দৃশ্য—নাট্যশালার দ্বার-দেশ

প্রথমা।—(পরিক্রমণ ও অবলোকন করিয়া) এই যে, নাট্যাচার্য্য গণদাস সঙ্গীত-শালা থেকে বেরু-চ্চেন। এই সময়েই তবে ওঁর সঙ্গে দেখা করি।

(গণদাসের প্রবেশ)

গণ।—সকলের কাছেই আপন-আপন কুলবিদ্যা আদরের সামগ্রী। তাই নাট্যকলার প্রকৃত গৌরব আমরাই বুঝি। দেখ, নাটক:—

দেবের বাঞ্ছিত অতি, নেত্র-তৃপ্তিকর যজ্ঞ
বলে মুনিগণ।
রুদ্র এরে নিজ অঙ্গে, হর-গৌরী দুইভাগে
করেন স্থাপন।
ত্রৈগুণ্য-সমুদ্ভব, নানা-রস-সমন্বিত,
লোকের চরিত কত ইথে প্রদর্শিত।
বহুবিধ প্রকারের ভিন্নরুচি মানবের, সবারি
সমান প্রিয়—সর্ব্ব-আরাধিত॥

বকুলা।—(নিকটে আসিয়া) আচার্য্য মহাশয়! প্রণাম।

গণদাস।—ভদ্রে! চিরজীবী হও।

বকুলা।—আচার্য্য মহাশয়কে দেবী এই কথা

জিজ্ঞাসা করচেন, মালবিকার শিখ্‌তে বেশি ক্লেশ হচ্চে না তো?

গণ।—ভদ্রে! দেবীকে বোলো, মালবিকা শিক্ষায় বিলক্ষণ নিপুণা ও মেধাবিনী। অধিক আর কি বল্‌ব,—

অভিনয়ে ভাব-শিক্ষা
আমি যাহা দিই গো বালারে
তাহাতে অধিক করি'
প্রতি-শিক্ষা দেয় সে আমারে।

বকুলা।—(স্বগত) ইনি দেখ্‌চি ইরাবতীকেও ছাড়িয়ে উঠেচেন। (প্রকাশ্যে) কৃতার্থ আপনার শিষ্য যাঁর প্রতি গুরুজন এরূপ তুষ্ট।

গণ।—ভদ্রে! অমন বস্তু এ সংসারে অতি দুর্লভ। তাই জিজ্ঞাসা করচি, কোথা হতে দেবী এমন যোগ্য পাত্রটিকে পেলেন?

বকুলা।—দেবীর বীরসেন নামে বর্ণতঃ-নিকৃষ্ট এক ভ্রাতা আছেন। মহারাজ তাঁকে নর্ম্মদা-তীরে সীমান্ত-প্রদেশের দুর্গ-রক্ষণে নিযুক্ত করেছেন। তিনিই এই কন্যাটিকে শিল্প-কলায় যোগ্যা মনে করে'—নিজ ভগিনী—দেবীর নিকট উপহার-স্বরূপ পাঠিয়েছেন।

গণ।—(স্বগত) এঁর অসাধারণ রূপ দেখে মনে হয়, ইনি কুলশীলে আদৌ নিকৃষ্ট নন। (প্রকাশ্যে) ভদ্রে! আমার মনে হয়, ওঁকে শিক্ষা দিয়ে আমি যশস্বী হব। যেহেতু:—

শিক্ষকের শিল্প-শিক্ষা, সুপাত্রে হইলে ন্যস্ত
ধরে গুণ কত।
সাগর-শুক্তিতে যথা, মেঘ-জল মুক্তারূপে
হয় পরিণত॥

বকুলা।—আচ্ছা, আপনার শিষ্য এখন কোথায়?

গণ।—এইমাত্র আমি পঞ্চাঙ্গাদি অভিনয় সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে, তাঁকে একটু বিশ্রাম করতে বলায় তিনি এখন "দীর্ঘিকাবলোকন" গবাক্ষে গিয়ে বায়ু সেবন করচেন।

বকুলা।—আচার্য্য মহাশয়! আমাকে অনুমতি করুন, আপনি তাঁর উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন, এই কথা বলে' তাঁর উৎসাহ বর্দ্ধন করি।

গণ।—আচ্ছা যাও, তোমার সখীর সঙ্গে সাক্ষাৎ কর গে। আমি এখন একটু অবসর পেয়েছি—এই বেলা আমিও গৃহে যাই।

[প্রস্থান।

ইতি মিশ্র-বিষ্কম্ভক।

দৃশ্য—রাজ-প্রাসাদ

রাজা আসীন—মন্ত্রী পত্র-হস্তে পশ্চাতে বসিয়া—
এবং পরিজন একান্তে অবস্থিত।

রাজা।—(মন্ত্রী পত্র পাঠ করিয়াছেন অবলোকন করিয়া) বাহতক! বৈদর্ভের অভিপ্রায় কি?

অমাত্য।—মহারাজ! অভিপ্রায়—আত্ম-বিনাশ।

রাজা।—এখন তিনি কি লিখ্‌ছেন, বল দেখি।

অমা।—প্রত্যুত্তরে তিনি এইরূপ লিখেছেন;—"মহারাজ! আপনি আমাকে আদেশ করিয়াছেন যে:—"তোমার পিতৃব্যপুত্র কুমার মাধবসেন, বৈবাহিক সম্বন্ধ বন্ধন করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া আমার সমীপে আসিতেছিল। পথিমধ্যে তোমার সীমান্ত-প্রদেশ-রক্ষক অন্তপাল তাহাকে অবরোধ-পূর্ব্বক ধৃত করিয়াছে। আমার অনুরোধে তাহাকে এবং তাহার স্ত্রী ও ভগিনীকে তোমার মোচন করিতে হইবে"। এতৎসম্বন্ধে আমার নিবেদন এই, তুল্য-কুলোৎপন্ন রাজাদের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিতে হয়, আপনার তাহা বিদিত নাই। অতএব এ স্থলে কাহারও পক্ষ গ্রহণ না করিয়া, আপনার উদাসীনভাব অবলম্বন করা বিধেয়। পুনশ্চ. মাধবসেনকে ধৃত করিবার সময়, সেই গোলযোগে, তাহার ভগিনী নিরুদ্দেশ হয়—তাহার অন্বেষণার্থ আমি চেষ্টা করিব। যদি মহারাজ আমাকে আদেশ করেন যে, মাধবসেনকে অবশ্যই তোমার মোচন করিতে হইবে, তাহা হইলে, এ বিষয়ে আমার যা অভিপ্রায়, তাহা শ্রবণ করুন।

মৌর্য্য-মন্ত্রী শ্যালা মোর, তাহার বন্ধন যদি
করেন মোচন,
আমিও করিব তবে, মাধবসেনেরে মুক্ত
শোনো গো রাজন্।"

রাজা। কি! আমার সঙ্গে সেই মূঢ়ের কার্য্য-বিনিময়ের ব্যবহার! বাহতক! সেই বৈদর্ভ আমার

স্বভাব-শত্রু ও প্রতিকূলচারী। অতএব, আমাদের শত্রু-পক্ষ সেই বিদর্ভ-রাজের পূর্ব্ব-সঙ্কল্প সমূলে উন্মূলন করবার জন্য, বীরসেন-প্রমুখ সৈন্যমণ্ডলীকে এখনি আদেশ কর।

অমা।—যে আজ্ঞা মহারাজ।

রাজা।—তোমারই বা এ সম্বন্ধে অভিপ্রায় কি?

অমা।—মহারাজ শাস্ত্র-সঙ্গত কথাই বলেছেন। কেন না:—

যে আরতি স্বল্পকাল রাজ্যে অধিষ্ঠিত
—বদ্ধমূল নহে প্রজাগণ,
শিথিল যেমতি বৃক্ষ—নূতন রোপিত,
সহজ তাহার উন্মূলন।

রাজা।—শাস্ত্রকারদের কথা কখনই অন্যথা হয় না। অতএব তুমি এই উপলক্ষে সেনাপতিকে উদ্যোগ করতে বল।

অমা।—যে আজ্ঞা মহারাজ।

[প্রস্থান।

পরিজন-বর্গ স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত
হইয়া রাজার চতুর্দ্দিকে
অবস্থান।

(বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূ।—মহারাজ আমাকে আজ্ঞা করলেন, "দেখ গৌতম! আমি শুধু মালবিকার চিত্রই যখন ইচ্ছা দেখতে পাই, এখন যাতে প্রত্যক্ষ দর্শন হয়, তার একটা উপায় চিন্তা কর"। আমিও তো তাঁর আজ্ঞামত কাজ করেছি। এখন তবে সেই কথা মহারাজকে নিবেদন করি।

(পরিক্রমণ)

রাজা।—(বিদূষককে দেখিয়া) এই যে আমাদের অন্য কার্য্যের মন্ত্রী উপস্থিত।

বিদূ।—(নিকটে গিয়া) শ্রীবৃদ্ধি হোক্!

রাজা।—(মাথা নাড়িয়া) এইখানে বোসো।

বিদূ।—(উপবেশন)

রাজা।—কোন উপায়ে কোন বাঞ্ছিত বস্তু দর্শনে তোমার প্রজ্ঞাচক্ষু এখন ব্যাপৃত আছে তো?

বিদূ।—উপায়ের কথা কি বলছেন, কার্য্যসিদ্ধির কথা জিজ্ঞাসা করুন।

রাজা।—সে কি রূপ?

বিদূ।—(কর্ণে) এইরূপ (প্রকৃত ঘটনা নিবেদন করিল)

রাজা।—সাধু বয়স্য! তুমি খুব নিপুণভাবে কার্য্যটা আরম্ভ করেছ যা হোক্। উপস্থিত বিষয়ের সিদ্ধিলাভ দুঃসাধ্য হলেও, যেরূপ ভাবে আরম্ভ করেছ, তাতে কার্য্যসিদ্ধির আশা করা যেতে পারে। কেননা:—

প্রতিবন্ধ থাকিলেও, সাধনে সমর্থ হয়
জুটিলে সহায়।
চক্ষু থাকিলেও ছ্যাখো, দীপ-বিনা অন্ধকারে
দেখা নাহি যায়॥

নেপথ্যে।—থাক থাক্, ঢের হয়েচে—আত্ম-গরিমায় আর কাজ নেই। আমাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, কে নিকৃষ্ট, রাজার কাছেই তার পরিচয় হবে।

রাজা।—(শুনিয়া) সখা! তোমার সুনীতি-বৃক্ষের পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়েছে দেখ্‌চি।

বিদূ। শুধু পুষ্প নয়, ফলও দেখতে পাবেন।

(কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চু।—মহারাজ! অমাত্য নিবেদন করচেন, প্রভুর আদেশমত কাজ করা হয়েছে। আর, হরদত্ত ও গণদাস এঁরা দু জনেই এসেছেন।

নাট্যাচার্য্য উভয়েই, পরস্পরে জিনিবারে
বিষম আগ্রহ।
দেখিবারে মহারাজে, ভাব যেন আসে করি'
মূর্ত্তি পরিগ্রহ॥

রাজা।—দুজনকেই নিয়ে এসো।

কঞ্চু।—যে আজ্ঞে মহারাজ!

(প্রস্থান করিয়া তাহাদিগের সহিত পুনঃ প্রবেশ)

এই দিক্ দিয়ে আসুন, এই দিক্ দিয়ে আসুন।

হর।—(রাজাকে দেখিয়া) অহো! কি দুরধিগম্য রাজ-মহিমা!

নহে গো অপরিচিত—অপ্রিয়দর্শন
তবু ভীত হয়ে পার্শ্বে করি গো গমন।
সাগর-সলিল যথা হয় প্রতিক্ষণে,
মহারাজ নিত্য নব আমার নয়নে॥

গণ।—পুরুষাকারে আবির্ভূত এই জ্যোতির কি মাহাত্ম্য! দেখ না কেন :—

দ্বারীর নিকটে পেয়ে প্রবেশানুমতি
কঞ্চুকীর সাথে সাথে যেতেছি সম্প্রতি।
কিন্তু রাজ-দৃষ্টি-তেজে হেন হয় বোধ
—বিনা-বাক্যে যেন মোর গতি করে রোধ।

কঞ্চুকী।—ঐ মহারাজ; আপনারা উভয়ে নিকটে অগ্রসর হোন্।

উভয়ে।—(নিকটে গিয়া) মহারাজের জয় হোক্।

রাজা।—আস্‌তে আজ্ঞা হোক্। (পরিজনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) আচার্য্য মহাশয়দের জন্য আসন।

উভয়ে।—(পরিজন-আনীত আসনে উপবেশন)

রাজা।—শিষ্যদের এই উপদেশ দেবার সময়ে, আপনারা উভয়ে একত্র কি জন্য এখানে উপস্থিত হলেন বলুন দিকি?

গণ।—মহারাজ শ্রবণ করুন। আমি সদ্‌গুরুর নিকটেই অভিনয় শিক্ষা করেছি। অভিনয়ের শিক্ষাও দিয়েচি। আর, মহারাজ ও দেবী দুজনেরই আমার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ।

রাজা।—হাঁ, সে বেশ জানি। তার পর কি?

গণ।—এই হরদত্ত, প্রধান পুরুষগণের সমক্ষে এই বলে' আমাকে অবমানিত করেছে—"এ ব্যক্তি আমার পদ-রজেরও তুল্য নয়।"

হর।—মহারাজ! এই গণদাসই প্রথমে আমার নিন্দা করেছে। ও বলে, আমাতে ওতে সমুদ্র-পল্বলের প্রভেদ। অতএব মহারাজ, শাস্ত্রে ও অভিনয়-বিষয়ে আমাদের উভয়ের পরীক্ষা গ্রহণ করুন। মহারাজই এ বিষয়ের বিশেষজ্ঞ, আপনিই প্রশ্ন করে' আমাদের বিবাদ মীমাংসা করুন।

বিদূ।—এ কথা যুক্তি-সঙ্গত।

গণ।—এ বেশ কথা। মহারাজ! তবে অবধান পূর্ব্বক শুন্‌তে আজ্ঞা হোক্।

রাজা।—আচ্ছা, একটু রোসো। দেবী এ বিষয়ে পক্ষপাত মনে করতে পারেন। অতএব, পণ্ডিত কৌশিকীর সহিত তাঁর সমক্ষেই এ বিষয়ের বিচার হওয়া ভাল।

বিদূ।—আপনি ঠিক বলেচেন।

আচার্য্যদ্বয়।—মহারাজের যেরূপ অভিরুচি।

রাজা।—দেখ মৌদ্গল্য! উপস্থিত প্রস্তাব নিবেদন করে' পণ্ডিতা কৌশিকীর সহিত দেবীকে এইখানে আহ্বান কর।

কঞ্চু।—যে আজ্ঞা মহারাজ।

(প্রস্থান করিয়া পরিব্রাজিকা ও দেবীর সহিত পুনঃ প্রবেশ)

এই দিকে দেবি, এই দিকে।

ধারিণী।—(পরিব্রাজিকার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া) ভগবতি! হরদত্ত ও গণদাস এই দু জনের বিবাদটা কিরূপ বুঝ্‌চেন?

পরি।—দেবি! স্বপক্ষের পরাজয় আশঙ্কা করবেন না। প্রতিবাদী হরদত্ত অপেক্ষা গণদাস কোন অংশেই হীন নন।

ধারিণী।—তা হলেও, হরদত্ত রাজার অনুগৃহীত, সুতরাং এ স্থলে হরদত্তেরই প্রাধান্য হবে।

পরি।—ভেবে দেখুন, আপনিও তো রাজ্ঞী-শব্দের বাচ্য। দেখুন:—

ভানুর কৃপায় অগ্নি, অতিমাত্র উজ্জ্বলতা
করেন ধারণ।
নিশার সঙ্গম-গুণে শশাঙ্কেরো হয় কত
মহিমা-বর্দ্ধন॥

বিদূ।—দেখুন দেখুন! দেবী ধারিণী, মহারাজেরই পৃষ্ঠ-পোষক পণ্ডিতা কৌশিকীকে নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন।

রাজা।—আমি দেবীকে কিরূপ ভাবে দেখ্‌চি জান?

যতি-বেশী কৌশিকীর সম্মিলনে, সুমঙ্গলে
অলঙ্কৃতা সতী।
অধ্যাত্ম-বিদ্যার সনে, শোভে যেন বেদ-বিদ্যা
হয়ে মূর্ত্তিমতী॥

পরি।—(নিকটে আসিয়া) মহারাজের জয় হোক্।

রাজা।—ভগবতি! প্রণাম।

পরি।—মহাসার-সমুদ্ভবা, সম ক্ষমাবতী উভে
দেবী ও পৃথিবী।
ধারিণী ধরণী এই উভয়ের পতি হয়ে
হও দীর্ঘজীবী॥

ধারি।—জয় হোক্ আর্য্যপুত্রের।

রাজা।—এসো দেবি, এসো। (পরিব্রাজিকাকে অবলোকন করিয়া) ভগবতি! আসন গ্রহণ করুন।

(সকলের যথোচিত উপবেশন)

রাজা।—ভগবতি! এই মাননীয় হরদত্ত ও গণদাস এঁরা পরস্পর প্রয়োগ-বিদ্যা হয়ে বিবাদে প্রবৃত্ত হয়েছেন। এই বিবাদে আপনাকে মীমাংসাকারীর পদ গ্রহণ করতে হবে।

পরি।—(সস্মিত) উপহাস করবেন না, নগর থাকতে গ্রামে রত্নপরীক্ষা?

রাজা।—তা নয়। আপনি পণ্ডিতা কৌশিকী—আমি ও দেবী আমরা উভয়েই এক এক জনের পক্ষপাতী।

আচার্য্য-দ্বয়।—মহারাজ ঠিক্ বলেছেন। ভগবতী অপক্ষপাতী মধ্যস্থা, ওঁরই মীমাংসা করা কর্ত্তব্য।

রাজা।—আচ্ছা, এখন বিবাদটা কি বল দিকি।

পরি।—দেখুন মহারাজ! নাট্যশাস্ত্র অভিনয়-প্রধান—এ বিষয়ে বাক্যব্যবহারে কি ফল? এ বিষয়ে দেবীর মত কি?

দেবী।—যদি আমায় জিজ্ঞাসা করেন, এঁদের এই বিবাদটা আমার ভাল লাগ্‌চে না।

গণ।—দেখুন দেবি! অভিনয়-বিদ্যায় ওঁর চেয়ে কিছুমাত্র হীন বলে' আমাকে মনে করবেন না।

বিদূ।—বেশ তো, ম্যাড়ার লড়াইটা দেখা যাক্ না। নৈলে এদের বৃথা বেতন দিয়ে ফল কি?

দেবী।—তুমি দেখ্‌চি নিতান্ত কলহ-প্রিয়।

বিদূ।—দেবি! রাগ কর্‌বেন না—আমার বল্‌বার অভিপ্রায় তা নয়। কিন্তু পরস্পর কলহ-প্রিয় হস্তি-যূথের মধ্যে একপক্ষ পরাজিত না হলে শান্তির সম্ভাবনা কোথায়?

রাজা।—ভগবতী অবশ্যই দেখেছেন, উভয়েরই অভিনয়োপযোগী অঙ্গসৌষ্ঠব অতি চমৎকার।

পরি।—দেখেছি বৈ কি।

রাজা।—তবে এখন ওঁদের কি দেখে বুঝ্‌বেন, দুয়ের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ?

পরি।—তবে, আমি এইটুকু বল্‌তে ইচ্ছা করি:—

কোন শিক্ষকের ক্রিয়া বদ্ধ আপনাতে,
কেহ বা বিশেষ দক্ষ অন্যেরে শিখাতে।
দুয়েতেই নিপুণতা থাকে গো যাহায়
গুরু-মধ্যে অগ্রগণ্য লোকে বলে তায়।

বিদূ।—আপনারা উভয়েই তো ভগবতীর কথা শুনলেন। উপদেশ দেখেই মীমাংসা হতে পারে—পণ্ডিতার কথার এই তাৎপর্য্য।

হর।—এতে আমাদের খুব মত আছে।

গণ।—দেবি! এই কি স্থির হল?

দেবী।—কিন্তু যদি স্বল্পমেধা শিষ্যের দ্বারা উপদেশের কলঙ্ক হয়, তা হলে কি সে উপদেষ্টার দোষ?

রাজা।—দেবি! সে কথা ঠিক্।

গণ।—শিক্ষক যদি যোগ্যপাত্র নির্ব্বাচন না করতে পারে, তাতে শিক্ষকের বুদ্ধিহীনতাই প্রকাশ পায়।

দেবী।—(স্বগত) এখন কি করা যায়? আর্য্যপুত্রের মনোরথ পূর্ণ করলে ওঁর ঔৎসুক্য আরো বৃদ্ধি হবে—(প্রকাশ্যে) আপনি এই বিফল চেষ্টায় ক্ষান্ত হোন্।

বিদূ।—আপনি ঠিক্ বলেছেন। ওহে গণদাস! তুমি সঙ্গীতসেবা করে' সরস্বতীর প্রসাদ-স্বরূপ তাঁর প্রদত্ত সরল মোদক তো প্রতিদিনই আস্বাদন করে' থাকো, তোমার এই শুষ্ক বিবাদে প্রয়োজন কি?

গণ।—দেবীর কথাই সত্য। তবে, এই অবসরে আমি একটা কথা বলে' নি।

হয়েছি প্রতিষ্ঠাপন্ন এই ভাবি মনে
যাহার বিবাদে ভয় অপরের সনে,
পর-পরিবাদ যে গো সহি' অকাতরে
শাস্ত্রচর্চ্চা করে শুধু জীবিকার তরে,
জ্ঞানের বিক্রেতা সে যে—জ্ঞানই তার পণ্য
—বণিক বলিয়া সে গো লোক-মাঝে গণ্য।

দেবী।—আপনার শিষ্য অল্পদিন হল, শিক্ষা আরম্ভ করেচেন। যা উপদেশ পেয়েছেন, তাতে এখনও পরিপক্ক হন নি—অতএব সকলের সমক্ষে তাঁর শিক্ষার পরিচয় দেওয়াটা এখন সঙ্গত বলে' মনে হয় না।

গণ।—সেই জন্যই তো আমার এত আগ্রহ।

দেবী।—আচ্ছা, তবে আপনারা উভয়েই এই ভগবতী পরিব্রাজিকার নিকট আপনাদের উপদেশের পরিচয় দিন।

পরি।—দেবি! এ কথা ন্যায়-সঙ্গত নয়। সর্ব্বজ্ঞ হলেও, একাকী এরূপ বিষয়ের মীমাংসা করা দোষের বিষয়।

দেবী।—(স্বগত) মূর্খ! আমি জেগে আছি ঘুমোই নি। জাগ্রত লোককে ঘুমন্ত বলে' মনে কোরো না। (অসূয়া-বশে মুখ ফিরাইয়া)

রাজা।—(দেবীর ঐরূপ ভাবভঙ্গী পরিব্রাজিকাকে ইঙ্গিতে প্রদর্শন)

পরি।—(দেখিয়া)

অকারণে চন্দ্রাননে! বল দেখি কেন হও
পরাঙ্মুখী মহারাজ প্রতি?
পতি থাকিলেও বশে, পতি-পরে অকারণে
কোপ নাহি করে কুলবতী॥

বিদূ।—ওগো! এর একটু কারণ আছে। দেখুন, আত্ম-পক্ষ রক্ষা করা সকলেরই কর্ত্তব্য। (গণদাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) ভাগ্যি দেবী কোপ করেছেন, তাই তো ছুতো করে' তুমি বেঁচে গেলে। সুশিক্ষিত হলেও উপদেশ দেওয়া দেখেই সকলের গুণাগুণ নির্ণয় হয়।

গণ।—দেবি! লোকে এইরূপেই আত্মপক্ষ রক্ষা করে বটে। আমি তবে:—

এই বিবাদের স্থলে, শিষ্য আনি' করিব গো
শিক্ষা-প্রদর্শন।
আজ্ঞা যদি নাহি দেন, বুঝিলাম করিলেন
আমারে বর্জ্জন॥

(আসন হইতে উত্থান)

দেবী।—(স্বগত) কি করা যায়—উপায় কি?—(প্রকাশ্যে) শিষ্যের উপর শিক্ষকের সম্পূর্ণ প্রভুত্ব আছে।

গণ।—পাছে আমি অপদস্থ হই, আমার বরাবর সেই আশঙ্কা ছিল। এখন সে আশঙ্কা দূর হল। (রাজার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) দেবীর অনুমতি হয়েছে—এখন মহারাজ আজ্ঞা করুন,কোন্ অভিনয়-বস্তু অবলম্বন করে' উপদেশ দেওয়া যাবে।

রাজা।—ভগবতী যা আদেশ করেন।

পরি।—দেবীর মনে মনে যেন কি একটা রয়েছে।—তাই আমার শঙ্কা হচ্চে।

দেবী।—আপনি নির্ভয়ে বলুন—আমার পরিজনের আমিই তো প্রভু।

রাজা।—প্রিয়ে! তুমি আমারও তো প্রভু।

দেবী।—ভগবতি! এখন বলুন, কি বিষয়ে উপদেশ দেওয়া যাবে।

পরি।—মহারাজ! চতুষ্পদীযুক্ত চলিত নামক এক প্রকার নাটক আছে। সেই একই নাটকের অভিনয় দুজনেই করুন, আমি দেখি। তা হ'লেই এঁদের মধ্যে উপদেশের তারতম্য বুঝ্‌তে পারা যাবে।

আচার্য্যদ্বয়।—যে আজ্ঞে ভগবতি।

বিদূ।—আচ্ছা, তবে দুজনেই এখন প্রেক্ষাগারে গিয়ে সঙ্গীতাদি রচনা করে', মহারাজের নিকট সংবাদ পাঠিয়ে দিন। অথবা মৃদঙ্গ-শব্দ শুন্‌লেই আমরা বুঝ্‌ব, সব প্রস্তুত—আমরা অমনি উঠে পড়ব।

হরদত্ত।—সেই ভাল। (উত্থান)

গণদাস।—(ধারিণীকে অবলোকন)

দেবী।—বিজয়ী হোন্। আমি আপনারই জয়-প্রার্থী।

[আচার্য্যদ্বয়ের প্রস্থান।

পরি।—আপনারা দুজনে এই দিকে একবার আসুন।

আচার্য্যদ্বয়।—(ফিরিয়া) কি বলুন।

পরি।—আমার উপর বিচারের ভার; তাই আপনাদের বল্‌চি, যাতে সর্ব্বাঙ্গের সৌন্দর্য্য ব্যক্ত হয়, এইরূপ ভাবে পাত্রদের নিয়ে আস্‌বেন, বেশি বেশ-ভূষায় সাজিয়ে আন্‌বেন না।

উভয়ে।—এ কথা আমাদের আর বল্‌তে হবে না।

[প্রস্থান।

দেবী।—(রাজাকে দেখিয়া) মহারাজ! এরূপ নিপুণতা তোমার রাজকার্য্যে থাক্‌লে শোভা পেত।

রাজা।—অন্য কিছু ভাবিও না, ওগো মনস্বিনি!
বেশ জেনো, এ সমস্ত আমি ঘটাই নি।

সম-বিদ্যাশালী হয় যে সকল জন
পরস্পর-যশে ঈর্ষ্যা করে সর্ব্বক্ষণ।

(নেপথ্যে মৃদঙ্গ-ধ্বনি)

সকলে।—(কর্ণপাত)

পরি।—এই যে, সঙ্গীত আরম্ভ হয়েছে দেখ্‌চি। তাই :—

মেঘ-ধ্বনি অনুমান করিয়া অন্তরে
ময়ূর উদ্‌গ্রীব হয়ে ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
মিশি' সে ময়ূর-রবে—মধ্য-স্বরোত্থিত—
গম্ভীর মৃদঙ্গ-ধ্বনি হইয়া বর্দ্ধিত
সকলের চিত্ত এবে করে আনন্দিত।

রাজা।—দেবি! চল, আমরা সবাই মিলে সেই-খানে যাই।

দেবী।—(স্বগত) ওঃ! মহারাজের কি অধীরতা!

(সকলের গাত্রোত্থান)

বিদূ।—(চুপি চুপি) একটু ধীরে ধীরে গমন করুন—ওরূপ ব্যস্তভাব দেখে দেবী ধারিণী না আবার বেঁকে বসেন।

রাজা।—যদিও ধৈরয ধরি' আছে মোর চিত
মৃদঙ্গের ধ্বনি তবু করে ত্বরান্বিত।
মনোরথ-শব্দ যেন শুনি গো উহাতে,
নাবে যেন দ্রুত-গতি মোর সিদ্ধিপথে।

[সকলের প্রস্থান।

ইতি প্রথমাঙ্ক।

দ্বিতীয় অঙ্ক

দৃশ্য—সঙ্গীত-শালা

অনন্তর সঙ্গীত রচনা হইলে, ধারিণী, পরিব্রাজিকা ও পরিজনবর্গ-পরিবৃত হইয়া বয়স্যের সহিত রাজার প্রবেশ ও উপবেশন।

রাজা।—ভগবতি! এই মাননীয় আচার্য্যদ্বয়ের মধ্যে প্রথমে কার অভিনয় দেখা যাবে বলুন।

পরি।—উভয়ের জ্ঞান সমান হলেও, বয়োধিক্যে গণদাস অগ্রগণ্য।

রাজা।—মৌদ্গল্য! তবে তুমি মাননীয় আচার্য্য-দ্বয়কে এই কথা বলে' অভিনয় আরম্ভ করিয়ে দেও।

কঞ্চু।—যে আজ্ঞা মহারাজ।

[প্রস্থান।

(গণদাসের প্রবেশ)

গণ।—শর্ম্মিষ্ঠার প্রণীত মধ্যলয় ও চতুষ্পদী-বিশিষ্ট চলিত নামক নাটকটি তবে একমনে শ্রবণ করুন মহারাজ।

রাজা।—দেখ আচার্য্য! এই নৃত্য-নাটকটি আমার প্রিয়; আমি অবশ্য মনোযোগ দিয়ে শুন্‌ব।

গণ।— [প্রস্থান।

রাজা।—(জনান্তিকে) দেখ সখা!
যবনিকা-অন্তরালে আছে যে যুবতী,
নয়ন দেখিতে তারে সমুৎসুক অতি।
হয়েছে আমার চিত্ত অধীর এমনি
ইচ্ছা হয় ছিন্ন করি এ তিরস্করিণী।

বিদূ।—(চুপি চুপি) নয়নমধু সম্মুখে উপস্থিত, মক্ষিকাও নিকটে। এখন তবে অপ্রমত্ত হয়ে দর্শন করুন।

(আচার্য্য-কর্ত্তৃক প্রত্যবেক্ষিত হইয়া অঙ্গসৌষ্ঠবা মালবিকার প্রবেশ)

বিদূ।—(জনান্তিকে) মহারাজ দেখুন—অক্তের অধীনে থাক্‌লেও এঁর মাধুর্য্যের কিছুমাত্র হানি হয় নি।

রাজা।—(চুপি চুপি) সখা!

চিত্রেতে হেরিয়া এঁরে
হয়েছিল শঙ্কা এই মনে
—অমন লাবণ্য-কান্তি
মেলে কি না অংসলের সনে।
এবে কিন্তু মনে হয়
—চিত্রকর চিত্র যে আঁকিল
পারে নি আঁকিতে ঠিক
মনোযোগে হইয়া শিথিল।

গণ।—বৎসে! ভয়-ব্যাকুলতা ত্যাগ করে' প্রকৃতিস্থা হও।

রাজা।—(স্বগত) আহা! সকল অবস্থাতেই এঁর রূপটি অনিন্দনীয়।

সুদীর্ঘ নয়ন দুটি,
শরদিন্দু-কান্তি সম মনোহর মুখ,

নত-স্কন্ধ বাহুদ্বয়,
ঘন তুঙ্গ স্তনে ক্ষুদ্র হয়ে গেছে বুক।
পার্শ্ব যেন চাঁচা-মাজা,
মুষ্টিমেয় মধ্যদেশ, বিশাল জঘন
কুটিল পদ-অঙ্গুলী,
মনে হয় নৃত্যাচার্য্য মনের মতন
মনে মনে সৃজিয়াছে উহার গঠন।

মাল।—(প্রথমে রাগের আলাপ করিয়া চতুষ্পদ-যুক্ত গানারম্ভ)

দুর্লভ বল্লভ মোর
ছাড়ো হৃদি! প্রত্যাশা তাঁহার।
নাচে যে গো বাম নেত্র
—তবে আশা কর পুনর্ব্বার।
বহুপূর্ব্বে দেখেছিনু
পুন যে গো সে মূর্ত্তি নেহারি।
পরাধীনী আমি নাথ,
তবু জেনো তৃষিতা তোমারি॥

(যথা-রস অভিনয়ারম্ভ)

বিদূ।—(চুপি চুপি) দেখুন মহারাজ! এই চতুষ্পদী অবলম্বন করেই উনি আপনার হস্তে আত্ম-সমর্পণ করচেন।

রাজা।—সখা! এইরূপই আমাদের হৃদয়ের অবস্থা বটে। মালবিকা নিশ্চয়:—

"তৃষিতা তোমারি নাথ"—এই কথা গীত মাঝে
করিয়া বিন্যাস
নিজ অঙ্গ-নিদর্শনে, করিলা মনের ভাব
বচনে প্রকাশ।
ধারিণীর সন্নিকটে
না দেখিয়া প্রেম-সম্ভাবনা
এইরূপ কথাচ্ছলে
জানাইলা ললিত প্রার্থনা।

(মালবিকা গীতান্তে প্রস্থানোদ্যত)

বিদূ।—ওগো, একটু দাঁড়াও। তোমার একটা কাজে ভুল হয়ে গেছে। রোসো, ওঁকে একবার জিজ্ঞাসা করি।

গণ।—বৎসে! একটু দাঁড়াও, উপদেশ বিশুদ্ধ হয়েছে কি না, জেনে তার পর যেও।

(মালবিকার অবস্থান)

রাজা।—(স্বগত) আহা! সকল অবস্থাতেই সুন্দরীর শোভা-সৌন্দর্য্যের বিকাশ হয়।

ওই চারু বাম হস্ত—সুলগ্ন-কঙ্কণ—
করিয়াছে আহা কিবা নিতম্বে স্থাপন।
দক্ষিণ হস্তটি দেখ কিবা অবস্থিত
—মুক্ত-ভাবে "শ্যামা"-শাখা যেন বিলম্বিত।
পাদাঙ্গুষ্ঠ দিয়া পুষ্প আকর্ষণ করে,
দৃষ্টি নিপতিত সদা কুট্টিম-উপরে।
ঋজুভাবে অবস্থিত নৃত্য-ভঙ্গিমায়
দীর্ঘীকৃত অর্দ্ধ-বপু কিবা শোভা পায়।

দেবী।—দেখ, গৌতম যা বলেন, তাই মহারাজের মনে ধরে।

গণ।—দেবি! তা নয়। মহারাজের জ্ঞান-প্রভাবেই গৌতমের সূক্ষ্মদর্শিতা জন্মেছে।

পণ্ডিতের সংসর্গে মন্দবুদ্ধি যে গো সেও
হয় তীক্ষ্ণবুদ্ধি
"কতক"-ফলের কষে আবিল জলের যথা
হয় পরিশুদ্ধি।

(বিদূষককে দেখিয়া) এ বিষয়ে আপনার বক্তব্য কি শুনি।

বিদূ।—(গণদাসকে দেখিয়া) আগে কৌশিকীকে জিজ্ঞাসা করুন, তার পর আমি কার্য্যের যা ব্যতিক্রম দেখেছি, তা বলুব!

গণ।—ভগবতি! যা দেখলেন, তাতে দোষ-গুণ কি আছে বলুন।

পরি।—যা দেখান হল, তা সমস্তই নির্দ্দোষ। কেননা:—

না বলেও মুখে বাক্য, অঙ্গের বিক্ষেপে শুধু
গূঢ় অর্থ সম্যক্ সূচিত।
পদন্যাস লয়যুক্ত, যেখানে যে রস তাহে
তন্ময়তা হয়েছে সাধিত।
"শ্যাম"-শাখা হস্তভঙ্গি, মৃদুভাবে অভিনয়,
পাত্রদের ভাব-চেষ্টা যথাযথ করি' প্রদর্শন
তাহাতে এমনি মুগ্ধ, অপর বিষয় হতে
চিত্তরে সবলে যেন করে আকর্ষণ।

গণ।—মহারাজের অভিপ্রায় কি?

রাজা।—স্বপক্ষে এত দিন আমাদের যে অভি-মান ছিল, আজ তা শিথিল হয়ে গেল।

গণ। আজ থেকে আমি প্রকৃত নাট্যাচার্য্য হলেম।

সেই গুরু-উপদেশ, বিশুদ্ধ নির্দ্দোষ বলি'
একবাক্যে মানে সাধুগণ
অনলে কাঞ্চন-প্রায়, বিদ্বানের মাঝে যাহা
ম্লান নাহি হয় কদাচন॥

দেবী।—আচার্য্য মহাশয়! পরীক্ষায় যেন আপনার যশোবৃদ্ধি হয়।

গণ।—দেবি!—আপনি যে আমাকে অনুগ্রহ করেন, এই আমার যথেষ্ট সৌভাগ্য। (বিদূষককে দেখিয়া) গৌতম! তোমার অভিপ্রায় কি বল।

বিদূ।—প্রথম উপদেশের সময় প্রথমেই তো ব্রাহ্মণ-পূজা কর্ত্তব্য-সেইটিই আপনার ভুল হয়ে গেছে।

পরি।—এ প্রশ্ন অভিনয়েরই অন্তর্গত বটে! (সকলের হাস্য—মালবিকারও মৃদু হাস্য)

রাজা।—(স্বগত) আমার যা দেখ্‌বার বস্তু, তার সারটি এইবার চক্ষু দেখে নিলে।

আয়তাক্ষি-মুখে কিবা মৃদুমন্দ হাস,
দশনের শোভা তাহে ঈষৎ লক্ষিত।
সমগ্র কেশর যার না হয় প্রকাশ
—এ হেন পঙ্কজ যেন স্বল্প-বিকশিত॥

গণ।—ওগো মহাব্রাহ্মণ! এই আমার প্রথম অভিনয়-যজ্ঞ নয়, তা যদি হত, তা হলে অবশ্যই দক্ষিণা দিয়ে সর্ব্বপ্রথমে আপনার পূজা করতেম।

বিদূ।—আমি দেখ্‌ছি, জলের পিপাসায়, শুষ্ক-মেঘ-গর্জ্জিত আকাশে চাতকবৃত্তি অবলম্বন করেছি।

পরি।—তাই বটে।

বিদূ।—যারা আমার ন্যায় মূর্খ-শ্রেণীর অন্তর্গত, পণ্ডিতদের কথাতেই তাদের প্রত্যয় জন্মে। দেখ, ভগবতী ভাল বলেচেন, তাই আমি এঁকে এই পারিতোষিকটি দিচ্চি। (রাজার হস্ত হইতে বলয় আকর্ষণ)

দেবী।—একটু রোসো, অন্যের গুণপনা না জেনেই কি জন্য তুমি ওকে আভরণ দান করচ?

বিদূ।—পরের জিনিস বলেই দান করচি।

দেবী।—(আচার্য্যকে দেখিয়া) গণদাস আচার্য্য-মহাশয়! আপনার শিষ্যের শিক্ষা তো দেখান হয়েছে?

গণ।—বৎসে! এসো, আমরা তবে এখন যাই।

[আচার্য্যের সহিত মালবিকার প্রস্থান।

বিদূ।—(জনান্তিকে) আমার বুদ্ধি-বলে আপনার জন্য এইটুকুই যা কর্‌তে পেরেচি।

রাজা।—এ বড় "এইটুকু" নয়।

সে বালার অন্তর্ধানে, নয়নের ভাগ্য মোর
হল অস্তমিত,
হৃদয়ের মহোৎসব, হৃদয় হইতে যেন
হল তিরোহিত,
ধৈর্য্যের দ্বার মোর, চিরকাল তরে হায়
হইল আবৃত।

বিদূ।—(জনান্তিকে) আপনি দেখচি দরিদ্র রোগীর মত বৈদ্যের কাছ থেকেই ঔষধ লাভ করতে চান। কিন্তু সে বড় দুর্ঘট।

(হরদত্তের প্রবেশ)

হর।—মহারাজ! এইবার অনুগ্রহ করে' আমার, অভিনয় দর্শন করুন।

রাজা।-(স্বগত) যে জন্য আমার অভিনয় দেখা, সে কাজ তো হয়ে গেছে। (প্রকাশ্যে) আমরা আপনার অভিনয় দেখবার জন্য উৎসুক হয়ে আছি।

হর।—অনুগৃহীত হলেম।

নেপথ্যে।—জয় হোক্, মহারাজের জয় হোক্! এখন মধ্যাহ্ন উপস্থিত।

দীর্ঘিকায় পদ্মিনীর পত্রচ্ছায়ে যত হংসকুল
নয়ন মুদিয়া আছে, খরতাপে হইয়া আকুল।
সৌধ-ছাদ—কপোতের পরিচিত যাহা গো বিশেষ
তাপের আধিক্য হেতু, এবে তাহে তাদের বিদ্বেষ।
ঘূর্ণমান বারিযন্ত্র, জলবিন্দু করে উচ্ছুসিত,
চারি ধারে শিখিগণ ভ্রমিতেছে হইয়া তৃষিত।
সর্ব্বগুণে গুণান্বিত তোমা-সম ওগো মহারাজ
কিরণে হইয়া পূর্ণ সূর্য্যদেব করেন বিরাজ!

বিদূ।—আরে আরে! ব্রাহ্মণের ভোজনের বেলা হয়ে গেছে। চিকিৎসকেরা ভোজন-বেলা অতিক্রম করাটা অত্যন্ত দোষের বিষয় মনে করেন। এ বিষয়ে হরদত্ত মহাশয়, আপনি কি বলেন?

হর।—এতে কি অন্যের কোন কথা বল্‌বার অবসর আছে?

রাজা।—(হরদত্তকে দেখিয়া) আচ্ছা, কাল

আপনার অভিনয় দেখা যাবে। এখন আপনি বিশ্রাম করুন।

হর।—যে আজ্ঞা মহারাজ।

[প্রস্থান।

দেবী।—মহারাজ! এখন স্নানাদি কর গে।

বিদূ।—আপনিও এই বেলা ভোজনের তাড়া দিন।

পরি।—(গাত্রোত্থান করিয়া মহারাজের কল্যাণ হোক্।

[দেবীর সহিত প্রস্থান।

বিদূ।—মহারাজ! মালবিকা শুধু রূপে নয়, শিল্পেও অদ্বিতীয়।

রাজা।—সখা!

স্বভাব-সুন্দরী সে যে, সৌন্দর্য্যে নাহি কোন ছলা।
তাহে পুনঃ সংযোজিত সুকুমার বিজ্ঞানের কলা।
নিশ্চয় বিধাতা তারে করিলা নির্ম্মাণ
সাক্ষাৎ কামের যেন বিষদিগ্ধ বাণ।

অধিক আর কি বলব—এখন আমার কি উপায় করবে, তাই চিন্তা কর।

বিদূ।—আপনিও আমার জন্য একটু চিন্তা করুন। দোকানে লোহার কড়া যেমন তেতে থাকে, ক্ষুধায় আমারও তেমনি অন্তর্দাহ হচ্চে।

রাজা।—হাঁ, তা বেশ বুঝ্‌চি। কিন্তু দেখ, তোমার সখার জন্য একটু তৎপর হয়ে চেষ্টা কোরো।

বিদূ।—সে কাজের ভারটা তো আমি নিয়েচি। কিন্তু মেঘাবৃত জ্যোৎস্নার মত মালবিকা পরাধীনা—সকল সময়ে তার দর্শন পাওয়া তো বড় সহজ নয়। আর, বধ্যভূমিতে আমিষের লোভে ভীরু-স্বভাব শকুনিরা যেমন ছোঁ-ছোঁ করে' বেড়ায়, আপনিও দেখছি সেইরূপ হয়ে অতি কাতরভাবে কার্য্যসিদ্ধির জন্য আমার কাছে প্রার্থনা করচেন।

রাজা।—কাতর না হয়ে কি করি বল।

অন্তঃপুরে আছে যত বনিতা আমার
চিত্ত মোর তাহাদের করি' পরিহার
একমাত্র তাহাতেই করেছে আশ্রয়
—সেই সুলোচনা মোর কামনা-বিষয়।

[সকলের প্রস্থান।

ইতি দ্বিতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় অঙ্ক

দৃশ্য—উদ্যান

(পরিব্রাজিকার পরিচারিকা সমাহিতার প্রবেশ)

সমা।—ভগবতী আজ্ঞা করেছেন, "দেখ সমাহিতিকে! মহারাজের বাগান থেকে একটা ডালিম নিয়ে এসো।" এখন তবে, প্রমদবনের মালিনী মধুকরিকা কোথায় আছে, একবার অন্বেষণ করে' দেখি। এই যে, ঐখানে মধুকরিকা স্বর্ণ-অশোকের গাছটি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখচে। আচ্ছা, তবে ওর কাছে গিয়ে একটু আলাপ করা যাক্।

(মালিনীর প্রবেশ)

সমা।—(নিকটে গিয়া) সখি! তোর বাগানের কাজ বেশ চল্‌চে তো?

মধু।—ও মা! এ কি! সমাহিতা যে! আয় লো সখি, আয়।

সমা।—ওলো, ভগবতী আজ্ঞা করেছেন, আমার মত লোকের শূন্য হাতে মহারাজের সঙ্গে দেখা করাটা ভাল নয়। তাই মনে করছি, একটা ডালিম হাতে করে' দেখা করব।

মধু।—ডালিম তো তোর কাছেই আছে। সে যাক্, এখন জিজ্ঞাসা করি, যে দুই নাট্যাচার্য্যের মধ্যে ঝগড়া হচ্ছিল, তাদের উপদেশ দেওয়া দেখে ভগবতী কার প্রশংসা করলেন?

সমা।—উভয়েই শাস্ত্রবিৎ ও প্রয়োগ-নিপুণ। কিন্তু শিষ্যের উৎকৃষ্ট শিক্ষা দেখে গণদাসের উপদেশকেই ভাল বলা হল।

মধু।—আচ্ছা, মালবিকা-সংক্রান্ত একটা জনরব কি শুনেছিস্?

সমা।—শুনছি নাকি মালবিকার পরে মহারাজের খুবই মন পড়েচে। কেবল, দেবী ধারিণীর মন-রক্ষার জন্য আপনার ইচ্ছেমত কিছু করে' উঠ্‌তে পারচেন না। মালবিকাও মূর্চ্ছা যাবার মত হয়ে দিন দিন মালতীমালার মত শুকিয়ে যাচ্চে। এর বেশি আর আমি কিছু জানিনে—এখন আমাকে ছেড়ে দে সখি।

মধু।—এই ডাল-সমেত ডালিম ফলটি তবে নিয়ে যা।

সমা।—(গ্রহণ করিয়া) ওলো, সাধুজনের সেবায় এর চেয়েও যেন তোর ভাল ফল লাভ হয়।

(প্রস্থানোদ্যতা)

মধু।—সই, একসঙ্গেই যাব। এই কনক-অশোকের ফুল হতে বিলম্ব হচ্চে তাই দেবীর কাছে গিয়ে এর ফল ধরাবার ঔষধের কথাটা জানিয়ে আস্‌ব।

সমা।—বেশ কথা।—তোরই তো এই কাজ।

[প্রস্থান।

ইতি প্রবেশক।

—

দৃশ্য—রাজ-প্রাসাদ

(বিদূষকের সহিত প্রেমাসক্ত রাজার প্রবেশ)

রাজা।—(আপনাকে দেখিয়া)

শরীর হতেছে কৃশ, না লভিয়া প্রিয়ার সে
সুখ আলিঙ্গন।
নয়ন অশ্রুতে পূর্ণ, ক্ষণমাত্র নাহি হেরি'
সেই চন্দ্রানন।
কিন্তু সে মৃগাক্ষি-সনে, ঘটে নি মিলন—তবে
কিসের বিরহ?
নিস্পৃহ ছিল এ হৃদি, এবে তবে পরিতাপ
কিসের তা' কহ॥

বিদূ।—অধৈর্য্য হয়ে কেন বৃথা বিলাপ করচেন? মালবিকার প্রিয়সখী বকুলমালিকার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল—তাকে আপনার বক্তব্য বিষয় শুনিয়ে দিয়েছি।

রাজা।—তাতে সে কি বল্লে?

বিদূ।—বল্লে :—"এই কথা মহারাজকে নিবেদন কোরো—আমাকে যে এই কাজের ভার দিয়েছেন, তাতে অনুগৃহীত হলেম। কিন্তু দেবী ধারিণী সেই বেচারী মালবিকাকে বিশেষ করে' আগলে রেখেছেন। আগলানো রত্ন তো সহজে পাওয়া যায় না, তবু আমি সাধ্যমত চেষ্টা করব।"

রাজা।—ভগবন্ কামদেব! যাতে পদে পদে বাধাবিঘ্ন, এমন একটি বিষয়ে তুমি আমার মনকে আকৃষ্ট করে' এমনি বাণ প্রহার করচ যে, আমার আর তিলার্দ্ধ কালবিলম্ব সহ্য হচ্চে না। (পরিক্রমণ)

মর্ম্মান্তিক হৃদয়ের পীড়া বা কোথায়
—আর সে কোথায় তব সুবিখ্যস্ত বাণ?
মৃদু তীক্ষ্ণতর লোকে বলে যে তোমায়
সত্য দেখি তোমাতে সে গুণ বিদ্যমান।

বিদূ।—আমি বল্‌চি শুনুন, সেই কাজটা যাতে সিদ্ধ হয়, তার উপায় আমি করেছি—আপনি এখন ধৈর্য্য অবলম্বন করুন।

রাজা।—আমার অভ্যস্ত উচিত রাজকর্ম্মে আর মন যাচ্চে না—এই দিবাবসানে কোথায় গিয়ে এ সময় কাটাই?

বিদূ।—আজই ইরাবতী, নববসন্তাগমে সুন্ রক্তাশোক ফুল নূতন ফুটেছে বলে' আপনাকে উপহ দিয়েচেন, আর নিপুণিকার মুখে এই কথা বলে' পা য়েছেন যে, "আর্য্যপুত্রের সঙ্গে দোলায় চড়তে আম আজ ইচ্ছা হয়েছে"—আপনিও তাতে প্রতিশ্র হয়েছিলেন। অতএব চলুন, এখন প্রমদ-বনে যাওয়া যাক্।

রাজা।—এখন তো পারচিনে।

বিদূ।—কেন বলুন দিকি?

রাজা।—দেখ সখা! স্ত্রীজাতি স্বভাবতঃ চতুরা। আমি বাহ্যতঃ আদর-যত্ন দেখালেও, তোম সখী কি জানতে পারবেন না, আমার হৃদয় অন্যে প্রতি আসক্ত? তাই, আমার মনে হয় :—

বরঞ্চ উচিত করা প্রণয় খণ্ডন
—খণ্ডনের থাকে সদা অনেক কারণ।
কিন্তু মনস্বিনী-প্রতি, করিলেও পূর্ব্বাপেক্ষা
যতন অধি
হয় যদি ভাব-শূন্য, সে শুধু ভদ্রতা মাত্র—
নহে তাহা ঠিক

বিদূ।—কিন্তু অন্তঃপুর-রমণীদের প্রতি দাক্ষিণ সহসা পরিত্যাগ করা আপনার উচিত হয় না।

রাজা।—(চিন্তা করিয়া) আচ্ছা, তবে প্রমদ বনেই যাওয়া যাক। পথ দেখিয়ে নিয়ে চল।

বিদূ।—এই দিকে মহারাজ, এই দিকে।

(উভয়ের পরিক্রমণ)

—

দৃশ্য—প্রমদ-বন

বিদূ।—এই তো প্রমদ-বন। বায়ু-ভরে গাছের পাতাগুলি নড়চে—মনে হচ্ছে, যেন আঙ্গুল নেড়ে আপনাকে শীঘ্র আস্‌তে বল্‌চে।

রাজা।—(স্পর্শ অনুভব করিয়া) নিশ্চয়ই বসন্তের আবির্ভাব হয়েছে। সখা! দেখ :—

কোকিল উন্মত্ত হয়ে, করিতেছে আগ কিবা
মধুর কূজন।
বলে যেন দয়া করি', "হতেছে তো সহ্য তব
মদন পীড়ন?"
চূত-পুষ্প সুরভিত দক্ষিণ-পবন
সুখদ পরশে অঙ্গ জুড়ায় কেমন!
মনে হয়, মধুঋতু যতন করিয়া
সুখস্পর্শ করতল দেয় বুলাইয়া।

বিদূ।—এইখানে তবে আরাম উপভোগ করুন।

(উভয়ের প্রবেশ)

বিদূ।—মহারাজ, ভাল করে' একবার চেয়ে দেখুন। প্রমদ-বনলক্ষ্মী আপনাকে যেন প্রলোভিত করবার জন্যই এরূপ সুন্দর কুসুম-বেশ পরিধান করেছেন; এ বেশ দেখে যুবতীজনের বেশও লজ্জা পায়।

রাজা।—হাঁ, দেখে আমিও বিস্মিত হয়েছি।

রক্তাশোক-লতা যেন
বিম্বাধর-অলক্তকে করে তিরস্কার,
কৃষ্ণ-শ্বেত-রক্তবর্ণ
কুরুবক-কাছে পত্র-লেখা মানে হার।
তিলকেরে পরাভবে', তিলক-কুসুম-লগ্ন
ভ্রমর-অঞ্জন,
বসন্তশ্রী এইরূপে, তুচ্ছ করে বামাদের
সুখ-প্রসাধন।

(উভয়ের উদ্যান-শোভা নিরীক্ষণ)

(পর্যুৎসুকা মালবিকার প্রবেশ)

মাল।—মহারাজের হৃদয় না জেনেই আমি মহারাজের অভিলাষী হয়েছি, এতে আমি নিজেই লজ্জিতা। স্নেহময়ী সখীদের কাছেও এ কথা আমি বল্‌তে পার্‌চিনে না জানি, এই অসহ্য মদন-বেদনা আমাকে কত কাল ভোগ করতে হবে। এর তো কোন প্রতিকারও দেখি নে। (কিয়ৎপদ অগ্রসর হইয়া) কিন্তু আমি যাচ্চি কোথায়? (চিন্তা করিয়া) হাঁ, দেবী আমাকে আজ্ঞা করেছিলেন :—"দেখ মালবিকে! গৌতমের নষ্টামিতে দোলা হতে পড়ে' গিয়ে আমার পায়ে বড় ব্যথা হয়েচে। তাই আমি আজ পার্‌চিনে, তুমি গিয়ে রক্ত-অশোকের সাধ দিয়ে এসো। যদি সে পাঁচ রাত্রির মধ্যে পুষ্প প্রসব করে, তা হলে তোমার (নিঃশ্বাস ফেলিয়া) অভিলাষ পূর্ণ করে' পুরস্কার দেওয়াব।" আমি সেই অশোক-তলায় যেতে না যেতেই দেখ্‌চি, আমার পিছনে পিছনে নূপুর হাতে করে' বকুলাবলী এখনি এসে পড়বে। ততক্ষণ মুহূর্ত্তের জন্য মন খুলে বিলাপ করে' নি।

(পরিক্রমণ)

বিদূ।—(দেখিয়া) মহারাজ! ঐ দেখুন, আপনার মত্ততা-শান্তির মিছরি এসে উপস্থিত!

রাজা।—ওহে! সে আবার কি?

বিদূ।—পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বেশ পরিধান করে' উৎকণ্ঠিতার ন্যায় ঐ দেখুন, মালবিকা ঐখানে একাকিনী দাঁড়িয়ে আছেন।

রাজা।—(সহর্ষে) কি?—মালবিকা?

বিদূ।—হাঁ মহারাজ।

রাজা।—এখন তবে আমি জীবন ধারণ করতে সমর্থ হব।

সারসের কলনাদে, নদী অতি সন্নিকটে
জানিতে পারিয়া
সলিলার্থী পথিকের অভিভূত হৃদি যথা
উঠে উচ্ছ্বাসিয়া,
সেইরূপ তব মুখে "আগত নিকটে প্রিয়া"
হইয়া বিদিত
অবসন্ন এ হৃদয় হইল আবার যেন
নূতন জীবিত।

—কোথায় তিনি?

বিদূ।—ঐ দেখুন, উনি তরুরাজির মধ্য হতে বেরিয়ে এই দিকে আসচেন।

রাজা।—হাঁ, দেখ্‌তে পাচ্চি বটে :—

বিপুল নিতম্বদেশ, ক্ষীণ মধ্যখান,
সমুন্নত পয়োধর, বিশাল নয়ান
—মালবিকা আবির্ভূতা হেথায় এখন
সাক্ষাৎ আমার যেন দ্বিতীয় জীবন।

সখা! পূর্ব্বে একে যেরূপ দেখেছিলেম, তা অপেক্ষা অনেক পরিবর্ত্তন ঘটেচে দেখচি।

শর-পাণ্ডু গণ্ডস্থল, আভরণ অতি পরিমিত,
বসন্তে সুপক্ক পাতা দু' চারিটি পুষ্প অবস্থিত
—হেন কুন্দলতা সম এবে গো লক্ষিত।

বিদূ।—ইনিও দেখচি আপনার ন্যায় মদন-ব্যাধিতে অভিভূতা।

রাজা।—সুহৃদের চক্ষে এইরূপই মনে হয় বটে।

মাল।—এই সেই রক্ত-অশোকটি আমার সাধ নেবার জন্য অপেক্ষা করে' আছে—ফুল-বেশ ত্যাগ করে' উৎকণ্ঠিত হয়ে আমার দুঃখেরই যেন অনুকরণ করচে। আমি ততক্ষণ এই অশোক-তরুর শীতল ছায়াতলে শিলা-মঞ্চের উপর বসে' সময় কাটাই।

বিদূ।—শুনলেন?—উনি বলচেন, ওঁর হৃদয় উৎকণ্ঠিত হয়েছে।

রাজা।—তোমার অনুমানটা ঠিক্ বলে' মনে হচ্চে না। কেন না:—

মন্দ মন্দ বহি' যবে মলয়-পবন
কুরুবক-পুষ্প-রেণু করিয়া বহন,
সলিল-শীকর আর লয়ে তার সঙ্গে
নবীন পল্লব-পুট ভেদ করে রঙ্গে,
তখন এমনি তো গো অতি অকারণ
চিত্ত-মাঝে উৎকণ্ঠা করে উৎপাদন।

মালবিকা।—(উপবিষ্টা)।

রাজা।—সখা! এসো, এখান থেকে আমরা গিয়ে লতার আড়ালে যাই।

বিদূ।—মহারাজ! ইরাবতীর মত যেন কাকে একটু দূরে দেখতে পাচ্চি।

রাজা।—দেখ সখা, কমলিনীকে দেখে হস্তী কুম্ভীরের প্রতি দৃক্‌পাত করে না। (দাঁড়াইয়া দর্শন)

মাল।—ধিক্ হৃদয়! যে অভিলাষের কোন অবলম্বন নেই—যে অভিলাষ উচিত সীমা পর্য্যন্ত লঙ্ঘন করেছে—সে অভিলাষ হতে তুই নিবৃত্ত হ। কেন আমাকে তুই বৃথা ক্লেশ দিচ্চিস্ বল্ দিকি?

বিদূ।—(রাজার মুখ নিরীক্ষণ)

ব্যক্ত করিছ না প্রিয়ে উৎকণ্ঠা-কারণ,
বিতর্কেও নাহি হয় তত্ত্ব-নিরূপণ,
তথাপি, হৃদয়ে ক্লেশ পাইছে নেহারি'
মনে হয় আমিই গো বিষয় তাহারি।

বিদূ।—এখনি আপনার সকল সংশয় দূর হবে। যার কাছে গোপনে আপনার প্রণয়-প্রস্তাব পাঠিয়ে দিয়েছিলেম, সেই বকুলাবলিকা ঐ দেখুন এসে উপস্থিত।

রাজা—আমাদের প্রার্থনার বিষয়টা কি তার মনে থাক্‌বে?

বিদূ।—এমন গুরুতর প্রার্থনা দাসীবেটি কি ভুলে যাবে?

(নূপুর হস্তে বকুলাবলিকার প্রবেশ)

বকুলা।—সখি! ভাল আছ তো?

মাল।—ও মা! বকুলা যে! এসো সখি, এসো। এইখানে বোসো।

বকুলা।—ওলো! দেবী তোকে যোগ্য মনে করেই এই কাজে নিযুক্ত করেছেন। এখন, তোর একটি পা বাড়িয়ে দে দিকি। আয়, প্রথমে আল্‌তা দিয়ে, তার পর নূপুর পরিয়ে দি।

মাল।—(স্বগত) হৃদয়! আর সুখে কাজ নেই। নূপুর নিয়ে ও তো এখানে এসে উপস্থিত—এখন কেমন করে' ছাড়ান পাই?—আচ্ছা, এই তবে আমার মৃত্যু-ভূষণ হোক্।

বকুলা।—কি ভাবচিস্ বল দিকি? কবে এই রক্ত-অশোকের ফুল ফুটবে, তার জন্য দেবী যে ভারি উৎসুক হয়ে আছেন।

রাজা।—কি! অশোকের সাধ দেবার জন্য এই উদ্যোগ?

বিদূ।—আপনি কি জানেন না? দেবী কি বিনা কারণেই ওঁকে অন্তঃপুর-বেশ পরিধান করিয়েচেন?

মাল।—(পা বাড়াইয়া) ওলো! আমাকে মাপ্ করিস্।

বকুলা।—তায় দোষ কি? তোতে আমাতে তো এক-শরীর বল্লেই হয়। (চরণ-সংস্কার আরম্ভ)

রাজা।—দেখ, সখা:—

প্রিয়া-পদ-প্রান্ত-ভাগে, অলক্তক-সুরঞ্জিত

হর-দগ্ধ-কাম-তরু—তাহারি পল্লব নব
যেন যায় দেখা।

বিদূ।—মহারাজ! ওঁর যেরূপ সুন্দর পা দুখানি, তারই উপযুক্ত অলঙ্কার।

রাজা।—তুমি ঠিক বলেছ।

কিশলয়-আরক্তিম, আর যাহে প্রস্ফুরিত
নখের কিরণ
—হেন আর্দ্র পদ দিয়া দুটিরে প্রহার করা
অতীব শোভন:—
অশোক দোহদ-কামী পুষ্প-বিরহিত,
আর, অপরাধী কান্ত মস্তক-নমিত।

বিদূ।—আর কিছু দিন পরে নিশ্চয়ই আপনি ওঁর কাছে অপরাধী হতে পারবেন।

রাজা।—সিদ্ধিদর্শী ব্রাহ্মণের বাক্য শিরোধার্য্য করলেম।

(দাসীর সহিত প্রমত্তা ইরাবতীর প্রবেশ)

ইরা।—ওলো নিপুণিকে! অনেকের কাছে শুনেছি, মদটা স্ত্রীজাতির বিশেষ অলঙ্কার। লোকের এই কথাটা কি সত্য?

নিপু। প্রথমে ওটা লোকের কথামাত্র ছিল—এখন দেখ্‌চি, সত্যি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ইরা।—অত ভালবাসা দেখিয়ে আমার আর গুণকীর্ত্তন করতে হবে না। কোত্থেকে জান্‌লি, মহারাজ প্রথমে এসেই দোলা-ঘরে গেছেন?

নিপু।—ঠাকরণকে ছাড়া মহারাজ তো আর কাউকে ভালবাসেন না—তাই মনে হল, তিনি আগেই গেছেন।

ইরা।—আমার দাসী বলে' মন বুঝিয়ে কথা বলিস্ নে। একজন অপর লোকের মত ঠিক্ কথা বল্।

নিপু।—বসন্ত-উৎসবের উপহার-লোভী গৌতম ঠাকুর এই কথা আমাকে বলেছেন। এখন একটু তাড়াতাড়ি চলুন।

ইরা।—(অবস্থা-সদৃশ পরিক্রমণ) ওলো! মহারাজকে দেখ্‌বার জন্য হৃদয় ব্যস্ত হয়েছে, কিন্তু চরণ যে চল্‌চে না।

নিপু।—এই যে আমরা দোলা-ঘরে এসেছি।

ইরা।—নিপুণিকে! কৈ, মহারাজকে তো এখানে দেখ্‌তে পাচ্চি নে।

নিপু।—ঠাকরণ, ভাল করে' দেখুন। বোধ হয়, মহারাজ রঙ্গ করে' কোথাও লুকিয়ে আছেন। আসুন, আমরা ঐ প্রিয়ঙ্গুলতায়-ঢাকা পাথর-বাঁধানো অশোক-তলায় যাই।

ইরা।—(তথা করণ)

নিপু।—(পরিক্রমণ পূর্ব্বক দেখিয়া) দেখুন ঠাকরণ, চূতাঙ্কুর পাড়তে গিয়ে আমাদের দুজনকেই পিঁপড়ে কাম্‌ড়েচে।

ইরা।—ওখানে কি হচ্চে?

নিপু।—বকুলাবলিকা অশোক গাছের ছায়ায় মালবিকার পায়ে অলঙ্কার পরাচ্চে।

ইরা।—(শঙ্কিত হইয়া) কি?—ঐ মালবিকার পায়ে? এতে তোর কি মনে হয়?

নিপু।—আমার মনে হয়, দোলা থেকে পড়ে' গিয়ে, দেবী ধারিণীর পায়ে বেদনা হয়েছে, তাই বোধ হয়, মালবিকাকে দেবী অশোকের সাধ দিতে বলেছেন। নৈলে যে নূপুর দেবী স্বয়ং পরেন, তা কেমন করে' দাসীকে পরুতে বল্‌বেন?

ইরা।—ওর তো খুব মান বেড়েচে দেখ্‌চি।

নিপু।—ঠাকরণ! মহারাজকে অন্বেষণ করচেন না কেন?

ইরা।—ওলো! আমার আর অন্য দিকে পা সরচে না। আমি যে আশঙ্কা করচি, তার শেষ দেখে আমার যেতে হবে। আমি কেবল এখন তাই ভাবচি। (মালবিকাকে নিরীক্ষণ করিয়া স্বগত) আমার হৃদয় যে কাতর হবে, তাতে আর আশ্চর্য্য কি?—এই তার উপযুক্ত ক্ষেত্র বটে।

বকুলা।—(চরণ প্রদর্শন করিয়া) ঠাকরণ, আল্‌তা-পরানোটা কি তোমার মনে ধরেছে?

মাল।—নিজের পা বলে' প্রশংসা করতে আমার লজ্জা হচ্চে। যা হোক্—কে তোমাকে সখি এ বিদ্যেটা শেখালে?

বকুলা।—এ বিষয়ে আমি মহারাজের শিষ্য।

বিদূ।—এখন তবে একটু সত্বর হয়ে গুরু-দক্ষিণাটা দিয়ে ফ্যালো

মাল।—কি ভাগ্যি, তোমার এতে কোন গর্ব্ব নেই।

বকুলা।—গুরুর উপদেশে এই চরণ লাভ করেছি, এখন আমি গর্ব্ব করতে পারি বটে। (স্বগত) এই-বার আমার দূতিগিরি সফল হল। (পায়ের রং

দেখিয়া প্রকাশ্যে) তোমার এক পায়ের আল্‌তা পরানো হয়েছে—এখন কেবল মুখের ফুঁ দেওয়া বাকি, তা হলেই সব শেষ হয়। আর, তারও দরকার নেই —এখানে বেশ বাতাস আছে।

রাজা।—সখা! দেখ দেখ।

> আর্দ্র অলক্তক এঁর, শুকাইতে পারি যদি
> মুখের বাতাসে,
> প্রথম সেবার কাজ নিষ্পন্ন হবে গো মোর
> এই অবকাশে।

বিদূ।—আর এখন আপশোসে দরকার কি?—শীঘ্রই এ সেবার কষ্ট চিরকাল আপনার ভোগ করতে হবে।

বকুলা। সখি! তোমার রাঙ্গা পা-দুখানি এখন রক্ত পদ্মের মত টুকটুকে হয়েছে। এইবার মহারাজের কোলে গিয়ে বোসো গে যাও

ইরা।—(নিপুণিকার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ)

রাজা।—আমার পক্ষে এই আশীর্ব্বাদ।

মাল।—ও কি অকথ্য কথা বলচ সখি?

বকুলা।—যা হক্ কথা, তাই বল্‌চি।

মাল।—তুমি আমাকে ভালবাস কি না, তাই—

বকুলা।—শুধু আমি যে ভালবাসি, তা নয়।

মাল।—আবার কে ভালবাস্‌বে?

বকুলা।—গুণগ্রাহী মহারাজও তোমাকে ভালবাসেন।

মাল।—ও অলীক কথা কেন বলচ সখি?—আমাতে কোন গুণ নেই।

বকুলা।—তোমাতে কোন গুণ নেই বটে, তাই তো মহারাজের শরীর দিন দিন এরূপ পাণ্ডুবর্ণ ও কৃশ হয়ে যাচ্চে।

নিপু।—আ। মোলো! পূর্ব্ব হতেই যেন উত্তরগুল ঠিক্ করে' রেখেচে।

বকুলা।—দেখ, ভালবাসা দিয়েই ভালবাসার পরীক্ষা হয়—এই সুজনের বাক্যটা এখন সখি তুমি প্রমাণ করে' দেও দিকি।

মাল।—তুমি আপনার ইচ্ছামত যা-তা কি বল্‌চ?

বকুলা।—না সখি, না। এই ভালবাসার মৃদুমধুর কথাগুলি অবিকল মহারাজেরই মুখের কথা।

মাল।—ওলো! দেবীকে মনে করে' এ কথা-

বকুলা।—ওলো সরলে! ভ্রমরের বাধা আছে বলে' কি বসন্তকালের নব চূত-মুকুলকে অঙ্গের ভূষণ করবে না?

মাল।—তুমি তবে নষ্ট লোকের সহায়তা কর গে যাও।

বকুলা।—দেখ, আমাকে যতই কটু কথা বল না কেন, আমি বকুলাবলি—বিমর্দ্দ-সুরভি।—যতই আমাকে রগড়াবে, ততই আমার সৌরভ বেরোবে।

রাজা।—বাঃ! বকুলাবলী বেশ বল্‌চে।

> চিত্ত-ভাব পরীক্ষিয়া
> তার পর করিল প্রস্তাব,
> অগ্রাহ্য হইল দেখি,
> দিল কি বা ত্বরিত জবাব।
> চতুর বচন-ন্যাসে
> নিদেশ পালনে ও যে রতা।
> কামাঙ্গন-প্রাণ সদা
> দূতীর অধীন—সত্য কথা॥

ইরা।—ওলো দেখ্! বকুলাবলীকে দিয়ে মালবিকা তো আপনার কাজ বেশ গুছিয়ে নিচ্চে।

নিপু।—ঠাকরুণ! যেরূপ ওর উপদেশ দেবার রকমখানা, তাতে নির্ব্বিকার ব্যক্তিরও মনে ঔৎসুক্য জন্মিয়ে দেয়।

ইরা।—আমার হৃদয় যা আশঙ্কা করেছিল, তা দেখ্‌চি অকারণ নয়। সমস্তই বোঝা গেছে। এখন কি কর্ত্তব্য. ভেবে দেখি।

বকুলা।—এই তোর দুই পায়েরই আল্‌তা পরানো শেষ হল। (নূপুর পরাইয়া) ওলো! এই-বার উঠে, দেবীর অশোক গাছের ফুল-ফোটানো কাজটা শেষ কর। (উভয়ের গাত্রোত্থান)

ইরা।—দেবীর কি কাজ, শুন্‌লি? আচ্ছা, আপাতত কাজটা তো হয়ে যাক্।

বকুলা।—অনুরাগ-ভরে উপভোগের প্রত্যাশায় দ্যাখ্ কে তোর সামনে উপস্থিত।

মাল।—(সহর্ষে) কি?—মহারাজ?

বকুলা।—(সস্মিত) না লো না, মহারাজ নয়—অশোকের শাখা হতে যে পল্লব-গুচ্ছ ঝুলে আছে, তার কথা বল্‌চি। সখি! এখন ফুল ফুটিয়ে ওকে অলঙ্কৃত কর্।

রাজা।—যা শুনেছি, কামী জনের পক্ষে তাই যথেষ্ট।

এক পক্ষে থাকে যদি উদাসীন ভাব,
অন্য পক্ষে সোৎকণ্ঠ গাঢ় অনুরাগ,
এ বিরুদ্ধ স্থলে যদি
কোনরূপে ঘটে সম্মিলন,
সে সঙ্গম-সুখে কভু
তৃপ্ত নাহি হয় মোর মন।
সম-অনুরাগী হয়ে
পরস্পরে যদিও না পায়
কায়া নাশ হইলেও
তবু আমি ভাল বলি তায়।

মাল।—(পল্লব-ভূষণ পরিধান করিয়া লীলা-সহকারে অশোকের প্রতি পাদ-প্রয়োগ)

রাজা।—সখা! দেখ:—

অশোকের কিশলয় করিয়া গ্রহণ
করিলেন ইনি নিজ কর্ণের ভূষণ
অশোকও লভিল ওঁর চরণ-পল্লব
—পরস্পরে বিনিময় সদৃশ বিভব।
এই ব্যবহারে কিন্তু আমি গো চিন্তিত
মনে হয়, আমি বুঝি হলেম বঞ্চিত।

বকুলা।—সখি! এই অশোকটি তোমার চরণ-সৎকার লাভ করেও যদি কুসুম প্রসব না করে, তা হলে বলতে হবে, ও নিজেই নির্গুণ, তোমার কোন দোষ নেই।

রাজা।—শোনো গো অশোক-তরু!
ক্ষীণ-মধ্য মালবিকা
—কোমল চরণ যার পঙ্কজ-নব-কলিকা—
চলিতে চলিতে করি' মুখর নূপুর-রব,
পরশিল তব অঙ্গ বাড়াইয়া গউরব।
এখন তাতেও যদি
নাহি ধর কুসুম-সম্পদ
বৃথা অন্য-সাধারণ
আর যত কামিনী-দোহদ!

সখা! এইবার ওঁদের কথার অবসর বুঝে আমি ঐখানে প্রবেশ করব মনে করচি।

বিদূ।—আসুন, আমি গিয়ে ওঁর সঙ্গে একটু পরিহাস করি।

(উভয়ের প্রবেশ)

নিপু।—ঠাকরণ! ঠাকরণ! মহারাজ এখানে আসচেন।

ইরা।—আমার হৃদয় এ কথা প্রথমেই জানতে পেরেছিল।

বিদূ।—(নিকটে গিয়া) ওগো! প্রিয়বয়স্য অশোকটিকে বাঁ পায়ে লাথি মারাটা তোমার কি উচিত কাজ হয়েছে?

উভয়ে।—(সসম্ভ্রমে) ও মা, মহারাজ যে!

বিদূ।—বকুলাবলিকে তুমি তো সব জান, তবে কেন ওঁর এই ধৃষ্টতা নিবারণ কর নি বল দিকি?

মাল।—(ভয়গ্রস্তা)

নিপু।—ঠাকরণ, গৌতম-ঠাকুর কি করচেন দেখুন।

ইরা।—এরূপ না করলে ও বিট্‌লে বাওনের জীবিকা নির্ব্বাহ হবে কি করে'?

বকুলা।—ঠাকুর! ইনি দেবী ধারিণীর আজ্ঞা-মত কাজ করেচেন। তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘন করা তো ওঁর সাধ্য নয়। তাই বলচি, মহারাজ যেন রাগ না করেন।

(মালবিকার সহিত একত্রে বকুলাবলিকার প্রণিপাত)

রাজা।—তা যদি হয়, তা হলে তোমার কোন অপরাধ নেই। ওঠো ভদ্রে! (হাত ধরিয়া উত্থাপন)

বিদূ।—ঠিক কথা, এ বিষয়ে দেবী ধারিণীর সম্মান রক্ষা করাই কর্ত্তব্য।

রাজা।—(হাসিয়া)

শোনো ওগো বিলাসিনি!
কিশলয়-সুকুমার ও বাম চরণ
ব্যথিত হয় নি কি গো
সুকঠোর তরুস্কন্ধে করিয়া অর্পণ?

মাল।—(লজ্জিতা)

ইরা।—(অসূয়া-সহকারে) ওঃ! মহারাজের কি ধৃষ্টতা!

মাল।—বকুলা! দেবী যে কাজের ভার দিয়ে-ছিলেন, তা তো হয়ে গেছে—এখন তাঁকে জানিয়ে আসি গে চল্।

বকুলা।—মহারাজের কাছে এখন তবে বিদায় নেও।

রাজা।—ভদ্রে!—যাচ্চ? এই অবসরে আমার প্রার্থনাটি তবে শোনো!

বকুলা।—(মালবিকার প্রতি) সখি! মনোযোগ দিয়ে শোনো। (রাজার প্রতি) কি আজ্ঞা হয়, বলুন।

রাজা।—বহুকাল হতে দেখ, এ জনেরো হয় নাই
আশা-বৃক্ষে কুসুম-উদ্‌গম।
অনন্য-রুচি যে আমি—স্পর্শামৃত দিয়ে তব
সাধ মোর কর গো পূরণ॥

ইরা।—(সহসা নিকটে আসিয়া) সাধ পূরণ কর গো, সাধ পূরণ কর। অশোকে ফুল ধরচে না—ওতে ফুল ফল দুই ধরবে।

সকলে।—(ইরাবতীকে দেখিয়া ভয়ে শশব্যস্ত)

রাজা।—(জনান্তিকে) এখন উপায় কি?

বিদূ।—আর এখন উপায় কি—জঙ্ঘা-বলই এখন একমাত্র উপায়।

ইরা।—সাবাস্ বকুলাবলিকা! বেশ গুছিয়ে আরম্ভটা তো করেছ, এখন মহারাজের প্রার্থনাটা সফল কর।

উভয়ে।—ঠাকরুণ! প্রসন্ন হোন্—রাগ করবেন না। মহারাজের ভালবাসা পাব, আমাদের এমন কি যোগ্যতা?

[উভয়ের প্রস্থান।

ইরা।—পুরুষেরা কি অবিশ্বাসী! আমি জানতেম না, ব্যাধের গানে মুগ্ধ-বিশ্বস্ত হরিণীর মত মহারাজের বাক্যে এইরূপ প্রতারিত হব।

বিদূ।—(জনান্তিকে) এখন কি উত্তর দেবেন, স্থির করুন। দেখুন, চৌর্য্য-কার্য্যে ধরা পড়লে, চোরের বল্‌তে হয়, "আমি চুরি করতে আসি নি, সিঁধ-কাটা অভ্যাস করতে এসেছি"—

রাজা।—সুন্দরি! আমি মালবিকার জন্য এখানে আসি নি। তবে, তোমার আস্‌তে বিলম্ব দেখে, কোন প্রকারে সময় কাটানো যাচ্ছিল, এইমাত্র।

ইরা।—তুমি যত বিশ্বাসী, তা আমি জানি। আমি জানতেম না, মহারাজ, সময় কাটাবার এমন সরেশ জিনিস পেয়েছেন। তা যদি জানতেম, তা হলে এত কষ্ট করে' এখানে আসতেম না।

বিদূ।—দেখুন, আপনি মহারাজের শিষ্টাচারে বাধা দেবেন না। উনি একজন পরিচারিকাকে হঠাৎ এখানে দেখ্‌তে পেয়ে, ওর সঙ্গে একটু ক… কচ্ছিলেন, এতে যদি আপনি অপরাধ মনে করেন, … হলে নাচার।

ইরা।—তা বেশ তো, কথাবার্ত্তা চলুক না আমার এখানে কষ্ট পাবার দরকার কি?

[রুষ্ট হইয়া প্রস্থা…

রাজা।—(অনুসরণ-পূর্ব্বক) প্রিয়ে! … কোরো না, রাগ কোরো না।

ইরা।—(মেখলাবদ্ধ-চরণে গমন)

রাজা।—দেখ সুন্দরি! প্রণয়িজনে উদাস… ভাব শোভা পায় না।

ইরা।—শঠ! তোমাকে আর বিশ্বাস নেই।

রাজা।—চিরপরিচিত প্রিয়ে আমি গো তোম…
শঠ বলি' যত ইচ্ছা কর তিরস্কার।
কিন্তু ও রশনা-দাম চরণে পতিত হয়ে
যাচে যে তোমায়
ওরূপ নির্দ্দয়-ভাবে কেন তুমি পরিত্যাগ
কর গো তাহায়?

ইরা।—এই দেখ, আমার এই হতাশ র… তোমার পিঠের দিকেই যাচ্চে। (রশনা গ্রহণ পূ… রাজাকে প্রহার করিতে উদ্যত)

রাজা।—সখা!

দেখ অলক্ষিতভাবে নিতম্ব ত্যজিয়া
স্বর্ণ-কাঞ্চী ওঁর যাহা পড়েছে খসিয়া,
তা দিয়া উদ্যত চণ্ডী করিতে প্রহার,
নেত্র হতে পড়ে ঝরি' অশ্রুবারি-ধার।
হেরি' হয় অনুমান, যেন মেঘ-রাজি
বিন্ধ্যেরে তাড়না করে বিদ্যুদ্দামে সাজি'।

ইরা।—ওসব কথা বলে' আবার কেন তু… আমাকে অপরাধে প্রবৃত্ত করচ বল দিকি?

(রশনা সমেত উদ্যত হস্ত নামাইয়া)

রাজা।—কোপান্বিতা হইয়াও, অপরাধী দাস-প্রতি
করিলে উদ্যত দণ্ড এবে সংহরণ,
বিলাস-সুখের আশা নিরাশ হৃদয়ে পুন
কুটিল-কুন্তলে ওগো করিলে বর্দ্ধন।

(স্বগত) এইবার পায়ে পড়বার ঠিক সময়।

(…)

ইরা।—এ মালবিকার চরণ নয় যে, অশোকের মত তোমার সাধ পূর্ণ করবে।

[দাসীর সহিত প্রস্থান।

বিদূ।—উঠুন মহারাজ, উঠুন। দেবী তো দেখ্‌চি খুবই প্রসন্ন হয়েচেন!

রাজা।—(উঠিয়া ইরাবতীকে দেখিতে না পাইয়া) কি?—দেবী চলে' গেছেন?

বিদূ।—মহারাজ! উনি যে রাগ করে' চলে' গেছেন, সে আপনার পক্ষে ভালই হয়েছে। বিমুখী মঙ্গলগ্রহ আবার না আমাদের অভিমুখী হন, আসুন, আমরা এই বেলা সরে' পড়ি।

রাজা।—ওঃ! মদনের কি বিসদৃশ ব্যবহার!

মালবিকা প্রিয়া মোর
করিল এ-হৃদয় হরণ,
মার্জ্জনা যাচিয়া তাই
ধরিনু গো দেবীর চরণ।
অগ্রাহ্য করিয়া তিনি
রোষ-ভরে করিলা গমন,
"শাপে বর" মনে হয়
দেবীর এ রুষ্ট আচরণ।
এখন মিটাব সাধ
হৃদে সদা আছে যাহা জেগে,
প্রণয়-কুপিতা দেবী
উপেক্ষিতে পারিবেন এবে।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।

চতুর্থ অঙ্ক

দৃশ্য—রাজপ্রাসাদ

(নিতান্ত উৎসুক রাজা ও প্রতীহারীর প্রবেশ)

রাজা—(স্বগত)

প্রেম-তরু বদ্ধমূল, সুমধুর বাক্য তার
শুনিয়া শ্রবণে,
পরে দেখা দিল তাহে, বাসনা-পল্লব নব
সাক্ষাৎ দর্শনে।
হস্তের পরশে তার, কুসুম ফুটিল যেন
রোমোদ্‌গমচ্ছলে,
আস্বাদ করিব এবে সে তরুর সুমধুর
মনোহর ফলে।

(প্রকাশ্যে) সখা গৌতম!

প্রতী।—মহারাজের জয়! গৌতম নিকটে নেই।

রাজা।—(স্বগত) ও! মালবিকার বৃত্তান্ত জান্‌বার জন্য যে তাকে পাঠিয়েছি।

(বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূ।—জয় হোক্ মহারাজের!

রাজা।—জয়সেনা! দেবী ধারিণীর চরণে আঘাত লাগায়, এখন তিনি কোথায় কি ভাবে সময় কাটাচ্চেন, জেনে এসো তো।

প্রতী।—যে আজ্ঞা মহারাজ।

[প্রস্থান।

রাজা।—সখা! তোমার সখী মালবিকার বৃত্তান্ত কি বল দেখি।

বিদূ।—বেড়ালে কোকিল ধর্‌লে যেরূপ হয়, এখন তাঁর সেই দশা।

রাজা।—(সবিষাদে) সে কিরূপ?

বিদূ।—মালবিকা-বেচারাকে সেই পিঙ্গলাক্ষী দেবী রত্নভাণ্ডারের পাতাল-ঘরে বন্ধ করে' রেখেছেন।

রাজা।—আমার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হয়েচে, নিশ্চয়ই এই মনে করেই।

বিদূ।—তা নয় তো আর কি।

রাজা।—আমাদের প্রতি শত্রুতা করে' সেই চণ্ডীকে কে রাগিয়ে দিলে বল দিকি?

বিদূ।—শ্রবণ করুন। আমি পরিব্রাজিকার কাছে শুনলেম, দেবীর চরণে আঘাত লেগেছিল, তাই কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করবার জন্য, রাণী ইরাবতী সেখানে গিয়েছিলেন।

রাজা।—তার পর, তার পর?

বিদূ।—তার পর দেবী, ইরাবতীকে জিজ্ঞাসা করলেন, "বল্লভজনের সঙ্গে কি দেখা হয় নি?" তাতে ইরাবতী উত্তর করলেন, "তুমি যে এ কথা জিজ্ঞাসা করচ—অহঙ্কারে মত্ত হয়ে, না বাহিক

ভদ্রতার খাতিরে? মহারাজ যে তোমার পরিচারিকারই প্রাণ-বল্লভ, এ কথা জেনেও আমাকে আবার জিজ্ঞাসা করচ কেন বল দিকি?"

রাজা।—স্পষ্ট নামোল্লেখ না করলেও,—বেশ বোঝা যাচ্চে—মালবিকাকে মনে করেই কথাটা বলা হয়েছে।

বিদূ।—তার পর, দেবী তাঁর এই ঔদাস্যের কারণ বারম্বার আগ্রহসহকারে জিজ্ঞাসা করায়, মহারাজের দুর্ব্যবহারই যে তার কারণ, তিনি এইরূপ দেবীকে শেষে বল্লেন।

রাজা।—ওঃ! তা হলে দেখ্‌চি, এখনও ইরাবতী আমার পরে অত্যন্ত রুষ্ট হয়ে আছেন। তার পর কি হল বল।

বিদূ।—আবার কি হবে—মালবিকা ও বকুলাবলিকা দুজনেই এখন পায়ে বেড়ি পরে' আছেন—একটু সূর্য্যকিরণ দেখ্‌বার যো নেই—এই ভাবে নাগ-কন্যার মত পাতাল-বাস ভোগ করচেন।

রাজা—ওঃ! কি কষ্ট! কি কষ্ট!

কোকিলা-মধুরভাষী, আর সে ভ্রমরী
—বিকসিত-সহকার-তরুসহচরী—
প্রবল পূবের বায়ে, অকাল-বর্ষণে,
পশিল কোটর-মাঝে এবে দুই জনে।

আচ্ছা সখা, তাদের উদ্ধারের কি কোন উপায় আছে?

বিদূ।—তা কি করে' হবে? যেহেতু, দেবী রত্নভাণ্ডারের রক্ষিণী মাধবিকাকে আদেশ করেছেন, "আমার অঙ্গুলী-মুদ্রা না দেখতে পেলে তুমি হতভাগিনী মালবিকা ও বকুলাবলিকাকে কিছুতেই মোচন করবে না।"

রাজা।—(নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া) সখা! এ বিষয়ে এখন তবে কর্ত্তব্য কি?

বিদূ।—(চিন্তা করিয়া) এর একটা উপায় আছে।

রাজা।—কিরূপ উপায়?

বিদূ।—(দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া) দেখুন, কোন ব্যক্তি আড়াল থেকে আমাদের কথা শুনতে পারে। অতএব আসুন, আপনার কানে-কানে বলি। (কর্ণের নিকটে আসিয়া) এইরূপ—

রাজা।—(সহর্ষে) বেশ উপায় ঠাওরেছ কার্য্যসিদ্ধির জন্য যা যা আবশ্যক, এখনি ত কর।

(প্রতীহারীর প্রবেশ)

প্রতী।—মহারাজ! হাওয়া-ঘরে দেবী শুয়ে আছেন—পরিজনেরা রক্ত-চন্দন-হস্তে তাঁর পদসেবা করচে—আর ভগবতীর সঙ্গে বাক্যালাপ করে' দেবী সময় কাটাচ্চেন।

রাজা।—এই তবে ঠিক আমাদের যাবার সময়।

বিদূ। আপনি তবে যান, আমিও হাতে কিছু নিয়ে একটু পরে দেবীকে দর্শন করতে যাব—শূন্য-হস্তে তো যাওয়া যায় না।

রাজা।—আচ্ছা, জয়সেনাকে জানিয়ে যেও।

বিদূ।—(কানে-কানে) এইরূপ করব—

[প্রস্থান।

রাজা।—জয়সেনা! আমাকে এখন হাওয়া-ঘরে নিয়ে চল।

প্রতী।—এই দিকে মহারাজ, এই দিকে।

দৃশ্য—শয়ন-গৃহ

দেবী শয়ানা—পরিব্রাজিকা ও পরিজনবর্গ
দেবীকে বেষ্টন করিয়া অবস্থিত।

দেবী।—ভগবতি! তোমার এই গল্পটি বড়ই সুন্দর। তার পর—তার পর?

পরি।—(সদৃষ্টিক্ষেপ) এর পর আবার বলব। এখন ঐ দেখুন, মহারাজ এসেছেন।

দেবী।—ও মা!—মহারাজ? (উত্থানোদ্যত)

রাজা।—থাক্ থাক্! আর শিষ্টাচারের কষ্ট করতে হবে না।

যে চারু চরণ তব, নূপুর-বিচ্ছেদ-কষ্ট
সহে নি কখন
এবে তা বেদনা-বশে স্বর্ণ-পীঠিকার পরে
করেছ স্থাপন।
তাই বলি সুভাষিণি! ব্যথিত কোরো না মোরে
রাখি ও চরণ।

পরিব্রা।—জয় হোক্ মহারাজের !

ধারিণী।—জয় হোক্ আর্য্যপুত্রের !

রাজা।—(পরিব্রাজিকাকে প্রণাম করিয়া উপবেশন) দেবি ! বেদনাটা কি আরাম হয়েছে ?

ধারি।—কিছু বিশেষ হয়েছে।

(যজ্ঞোপবীত অঙ্গুষ্ঠে জড়াইয়া ব্যস্ত-সমস্তভাবে বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূ।—রক্ষা করুন—রক্ষা করুন—আমাকে াপে কামড়েচে।

(সকলে বিষণ্ণ)

রাজা।—আহা, আহা ! কোথায় তুমি বেড়াচলে সখা ?

বিদূ।—দেবীকে দর্শন করব বলে' দর্শনের প্রথাত পুষ্প সংগ্রহ করতে প্রমদ-বনে গিয়েছিলেম।

ধারি।—হায় হায় ! আমার দরুণই ব্রাহ্মণের াণ-সংশয় উপস্থিত ?

বিদূ।—প্রমদ-বনে অশোক-ফুল তুলতে গিয়ে ই আমি ডান হাতটা বাড়িয়েছি, অমনি সাক্ষাৎ মর মত একটা সাপ কোটর থেকে বেরিয়ে ামাকে দংশন করলে। দেখুন, এই দুই জায়গায় ামড়েচে।

(প্রদর্শন)

পরিব্রা।—শাস্ত্রে আছে, প্রথমেই দংশচ্ছেদ করা র্ত্তব্য। অতএব এঁর তাই করা হোক্।

দষ্ট-স্থান করিবেক ছেদন, দহন।
ক্ষত-স্থান-রক্ত সব করিবে মোক্ষণ,
তা হলেই দষ্ট ব্যক্তি পাইবে জীবন।

রাজা।—এর প্রতীকার করা এখন বিষ-বৈদ্যের জ। জয়সেনা ! ধ্রুবসিদ্ধিকে শীঘ্র ডেকে আনো।

প্রতী।—যে আজ্ঞে মহারাজ !

[প্রস্থান।

বিদূ।—হায় হায় ! এইবার বুঝি আমার প্রাণটা ল।

রাজা।—কাতর হয়ো না। কখন কখন দংশন র্বিষও হয়ে থাকে।

বিদূ।—কাতর না হয়ে কি করি বলুন। আমার াঙ্গ যেন ঝিম্ ঝিম্ করচে।

ধারি।—(নিকটে আসিয়া) ইস্ ! ভয়ানক কামড়েছে যে। ওলো ! এঁকে ধর।

পরিজন।—(ব্যস্তসমস্ত হইয়া উহাকে ধারণ)

বিদূ।—(রাজাকে দেখিয়া) দেখুন, আমি বাল্যকাল হতে আপনার প্রিয় বয়স্য, এই মনে করে' আমার অপুত্র মাতার ভার আপনি গ্রহণ করুন।

রাজা।—ভয় নাই। শীঘ্রই বৈদ্য এসে তোমার চিকিৎসা করবে, স্থির হও।

(জয়সেনার প্রবেশ)

জয়।—ধ্রুবসিদ্ধি মহারাজের আদেশ শুনে বল্লেন, "গৌতমকে এইখানে নিয়ে এসো।"

রাজা।—আচ্ছা, তবে কঞ্চুকী ওঁর হাত ধরে' তাঁর কাছে নিয়ে যাক্।

জয়।—যে আজ্ঞে।

বিদূ।—(দেবীকে দেখিয়া) দেবি ! এ যাত্রা বাঁচি কি না বাঁচি। তা মহারাজের সেবা করতে গিয়ে, আপনার নিকট যে অপরাধ করেছি, তা মার্জ্জনা করবেন।

ধারি।—দীর্ঘায়ু হও।

[বিদূষক ও প্রতীহারীর প্রস্থান।

রাজা।—গৌতম বেচারা স্বভাবতই ভীরু। সার্থকনামা ধ্রুবসিদ্ধি হতে সিদ্ধিলাভ হবে বলে' আমার মনে হচ্চে।

(জয়সেনার প্রবেশ)

জয়।—মহারাজের জয় হোক্ ! ধ্রুবসিদ্ধি বল্লেন :—"উদকুম্ভের বিধান-অনুসারে একটা সর্প-অঙ্গুরী-মুদ্রা সংগ্রহ করতে হবে—তাই এখন অন্বেষণ কর।"

ধারি।—আমার এই অঙ্গুরীটিতে সর্প মুদ্রা আছে। এইটি এখন নিয়ে যাও—তার পর, আবার আমার হাতে এনে দিও।

রাজা।—জয়সেনা ! কার্য্যসিদ্ধি হয়ে গেলে, আবার দেবীকে এনে দিও।

জয়।—যে আজ্ঞে মহারাজ !

[প্রস্থান।

পরিব্রা।—আমার হৃদয় যেন বলচে, গৌতম নির্ব্বিষ হবেন।

রাজা।—তাই যেন হয়।

(জয়সেনার প্রবেশ)

জয়।—মহারাজের জয় হোক্! গৌতমের বিষ-বেগ নিবৃত্ত হয়ে তিনি এখন প্রকৃতিস্থ হয়েচেন।

ধারি।—আঃ, বাঁচলেম—অপবাদ থেকে এখন মুক্ত হলেম।

প্রতী।—মহারাজ! বাহতক অমাত্য নিবেদন করচেন, "অনেক রাজ-কার্য্য-সম্বন্ধে পরামর্শ করবার আছে, তাই আমি মহারাজের দর্শন-লাভের অনুগ্রহ প্রার্থনা করি।"

ধারি।—যাও মহারাজ, এখন তোমার কাজে যাও।

রাজা।—দেবি! এ ঘরে রদ্দুর আসচে। যেরূপ বেদনা, তাতে শৈত্যক্রিয়াই প্রশস্ত—অতএব তোমার শয্যা তবে অন্তত্র নিয়ে যাওয়া হোক্।

ধারি।—(পরিজনের প্রতি) দেখ্ বাছা, মহারাজ যা বলচেন. তাই কর্। (পরিজনের তদনুরূপ অনুষ্ঠান)

[দেবী পরিব্রাজিকা ও পরিজনের প্রস্থান।

রাজা।—দেখ জয়সেনা! গুপ্ত পথ দিয়ে আমাকে প্রমদ-বনে নিয়ে চল।

জয়।—এই দিকে মহারাজ, এই দিকে।

রাজা।—জয়সেনা! গৌতমের কার্য্য সমাধা হয়েছে তো?

জয়।—আজ্ঞা, হাঁ মহারাজ।

রাজা।—অভীষ্টলাভের তরে
প্রযুক্ত উপায় যদি সুসাধ্য-ও হয়
তথাপি কাতর চিত্ত
কার্য্যসিদ্ধি-পক্ষে সদা করে গো সংশয়।

(বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূ।—জয় হোক্! আপনার মঙ্গল-কর্ম্ম সব সিদ্ধ হয়েছে।

রাজা।—জয়সেনা! তুমি এখন তোমার কাজে যেতে পার।

জয়।—যে আজ্ঞে মহারাজ!

[প্রস্থান।

রাজা।—দেখ গৌতম! ক্ষুদ্র-বুদ্ধি মাধবিকা কিছুই

বিদূ।—দেবীর অঙ্গুরী-মুদ্রা দেখে কি ভাবতে পারে বলুন?

রাজা।—আমি মুদ্রার কথা বলচিনে। তাদের দুজনকে কেনই বা ছেড়ে দেওয়া হল, তা ছাড়া দাসীদের ছেড়ে দেবী তোমার উপরেই এ কাজের ভার দিলেন কেন, এ সমস্ত তার জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল।

বিদূ।—জিজ্ঞাসা করেছিল বৈ কি। কিন্তু আমি মূর্খ হলেও, সেই সময় উপস্থিতমত বেশ গুছিয়ে উত্তর দিয়েছিলেম।

রাজা।—কি বল্লে বল দিকি।

বিদূ।—আমি বল্লেম, দৈবজ্ঞ রাজাকে জানিয়েছে, "আপনার নক্ষত্রে ক্রূর গ্রহের উপদ্রব হয়েছে—তাই গ্রহশান্তির জন্য সমস্ত বন্দীদের মোচন করা কর্ত্তব্য।"

রাজা।—(সহর্ষে) তার পর, তার পর?

বিদূ।—এই কথা শুনে দেবী ধারিণী ইরাবতীর মন রক্ষা করে' আমাকে বল্লেন, "রাজাই মোচনের আদেশ দিয়েচেন"। তখন সে বল্লে, "এ কথা সঙ্গত।"

রাজা।—(বিদূষককে আলিঙ্গন করিয়া) সখা! আমাকে দেখচি, তুমি যথার্থই ভালবাসো।

সাফল্য না ঘটে শুধু
সুহৃদের বুদ্ধির প্রভাবে
কার্য্য সিদ্ধি-সুখ-পথ
মেলে আরো স্নেহ-অনুরাগে।

বিদূ।—এখন শীঘ্র আসুন। সখীর সঙ্গে মালবিকাকে "সমুদ্র"-ভবনে রেখে আমি আপনাকে নিতে এসেছি।

রাজা।—আমি এখনি গিয়ে তাঁর অভ্যর্থনা করচি। তুমি আগে আগে চল।

বিদূ।—আসুন—আসুন। (পরিক্রমণ করিয়া)—এই "সমুদ্র"-ভবন।

দৃশ্য—"সমুদ্র"-ভবন

রাজা।—(সভয়ে) সখা! তোমার সখী ইরাবতীর দাসী চন্দ্রিকা যে ফুল তুলতে তুলতে এই দিকে আসচে। এসো, আমরা দুজনে এইখানে দেয়ালের

বিদূ।—চোর ও প্রেমিক এদের উভয়েরই চন্দ্রিকা পরিহার করা কর্ত্তব্য বটে। (তথা অবস্থান)

রাজা।—তোমার সখী কি আমার জন্য প্রতীক্ষা করচেন? এসো, এই গবাক্ষ দিয়ে দেখা যাক্।

বিদূ।—সেই ভালো। (উভয়ে দাঁড়াইয়া অবলোকন)

(মালবিকা ও বকুলাবলিকার প্রবেশ)

বকুলা।—ওলো! মহারাজকে প্রণাম কর্।

রাজা।—বোধ হয়, আমার চিত্রকে দেখিয়ে এই কথা বল্‌চে।

মাল।—(সহর্ষে) প্রণাম। (দ্বার অবলোকন করিয়া সবিষাদে) ওলো! আমাকে ঠকাচ্চিস্?

রাজা।—ওঁর এই "হরিষে-বিষাদ" ভাবটা আমার বেশ লাগল।

ভাস্করের উদয়াস্ত বিভিন্ন সময়
পদ্মের যে দুই ভাব সদা দৃষ্ট হয়
—সুবদনী-মুখ-মাঝে সেই দুই ভাব
একসঙ্গে ক্ষণমাত্রে হল আবির্ভাব।

বকুলা।—তাই তো, এ যে মহারাজের চিত্র।

উভয়ে।—(চিত্রকে প্রণাম করিয়া) মহারাজকে ভয়ে-ভয়ে ভাল করে' তখন দেখ্‌তে পারি নি। আজ মহারাজের চিত্রে মহারাজকে সাধ মিটিয়ে দেখ্‌চি।

বিদূ।—শুন্‌লেন তো? চিত্রে আপনাকে আজ উনি যেরূপ দেখ্‌চেন, সাক্ষাতে তেমনটি দেখেন নি। তা হলে, সিন্দুকে-পোরা রত্নভাণ্ডের মত বৃথাই আপনার যৌবন-গর্ব্ব!

রাজা।—সখা! কুতূহলী হলেও স্ত্রীজাতি স্বভাবতই লজ্জাবতী। দেখ:—

প্রথম মিলন-কালে, রমণী দেখিতে চায়
সমগ্র সে প্রিয়-জন-মুখ
কিন্তু শেষে সুলোচনা, ভাল করি' নাহি দেখে
হইয়া গো লজ্জায় বিমুখ।

মাল।—আচ্ছা সখি! বল দিকি, মহারাজ মুখ ফিরিয়ে স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে কাকে দেখ্‌চেন?

বকুলা।—ইরাবতী পাশে আছেন—তাঁকেই দেখ্‌চেন।

মাল।—সখি! মহারাজকে আমায় বড় অশিষ্ট বলে' মনে হচ্চে। কেন না, উনি আর সব দেবীকে ছেড়ে কেবল একজনকেই একদৃষ্টে দেখ্‌চেন।

বকুলা।—(স্বগত) মালবিকা দেখ্‌চি, মহারাজকে কল্পনা করে' ঈর্ষ্যা প্রকাশ করচে। আচ্ছা, এর সঙ্গে তবে একটু রঙ্গ করা যাক্। (প্রকাশ্যে) মহারাজ ওঁকেই ভালবাসেন।

মাল।—তবে আর আমি আপনাকে বৃথা কষ্ট দি কেন? (অসূয়া সহকারে মুখ ফিরাইয়া)

রাজা।—সখা! দেখ দেখ!—

ভ্রূভঙ্গে বিচ্ছিন্ন কিবা তিলকের রেখা,
ওষ্ঠাধর কম্পমান এবে যায় দেখা।
অভিমান-ভরে মুখ ফিরাইয়া লয়,
এই সব ভাব দেখি' হেন মনে হয়—
শিখেছে যে অভিনয় গুরুর সদন
তাহারি গো শিক্ষা যেন করে প্রদর্শন।
কুপিতা হইলে নারী কান্ত-আচরণে
কি ভাব করিতে হয় দেখায় এক্ষণে।

বিদূ।—আপনি এখন তবে মান ভাঙাবার জন্য প্রস্তুত হোন্।

মাল।—গৌতম ঠাকুরও এইখানে ওঁর সেবা করচেন দেখ্‌চি। (স্থানান্তরে যাইতে ইচ্ছুক)

বকু।—(মালবিকাকে আটকাইয়া) না না সখি, যেও না। বলি, রাগ করলে না কি?

মাল।—তুমি যদি আমাকে অভিমানী বলে'ই মনে করে' থাক, আচ্ছা, আমাকে ফের রাগাও দিকি দেখি।

রাজা।—(নিকটে আসিয়া)

চিত্রগত কার্য্য হেরি' কেন কোপ মোর পরে
কর অকারণে?
সাক্ষাৎ আইনু এবে, আমি গো তোমারি দাস
পঙ্কজ-নয়নে!

বকুলা।—জয় হোক্ মহারাজের!

মাল।—(স্বগত) কি, আমি কি তবে চিত্রিত মহারাজের উপর অভিমান করেছিলেম?

রাজা।—(মদন-কাতর)

বিদূ।—আপনাকে যে উদাসীনের মত দেখ্‌চি?

রাজা।—তোমার সখীকে আর বিশ্বাস করতে পারি নে—তাই।

বিদূ।—এঁর প্রতি আপনার অবিশ্বাসের কারণ কি?

রাজা।—কারণ কি শোনো।

নেত্র-পথে থেকে থেকে
ক্ষণে যান কোথায় চলিয়া,
বাহু-মধ্যে আসিয়াও
ক্ষণমাত্রে যান গো সরিয়া।
মদন-বেদনাতুর আমার এই মন,
কেমনে গো হায়,
বিশ্বাস করিবে এবে, প্রতারিত হয়ে ওঁর
মিলন-মায়ায়।

বকুলা।—সখি! তুমি অনেকবার মহারাজকে প্রতারিত করেছ, এখন যাতে উনি তোমাকে বিশ্বাস করতে পারেন, তাই কর।

মাল।—আমি অতি হতভাগিনী, তাই আমি স্বপ্নেও কখন প্রিয়সমাগম লাভ করিনি।

বকুলা।—মহারাজ এর উত্তর দিন।

রাজা।—

উত্তরে কি প্রয়োজন? এই দেখ সাক্ষী করি'
মদন-অনলে
করিতেছি আত্মদান; চাহি না গো সেবা—আমি
সেবিব বিরলে।

বকুলা।—অনুগৃহীত হলেম।

বিদূ।—(ব্যস্তসমস্তভাবে পরিক্রমণ পূর্ব্বক) দেখ বকুলাবলিকে! ঐ হরিণটা অশোক-পল্লবগুলি খেতে আস্‌চে—এসো, ওকে নিবারণ করি।

বকুলা। আচ্ছা, চলুন।

[গমন।

রাজা।—হাঁ, অশোক-পল্লবগুলিকে রক্ষা করা আমাদের উচিত বটে।

বিদূ।—গৌতমও তো তাই বলুচে।

বকুলা।—দেখ গৌতম ঠাকুর! আমি আড়ালে লুকিয়ে থাকি। তুমি দ্বার রক্ষা কর।

বিদূ।—হাঁ, সেই ভাল।

[বকুলাবলিকার গমন।

বিদূ।—এই স্ফটিক-স্তম্ভটিকেই আশ্রয় করা যাক। (তথা করিয়া) আহা! কোন কোন শিলা এমন সুখস্পর্শ! (নিদ্রা)

রাজা।—

মিলনের লজ্জা-ভয় ত্যজ গো সুন্দরি,
তব প্রেমাকাঙ্ক্ষী আমি বহু দিন ধরি'
আমি সহকার-রূপে হেথা অবস্থিত,
তুমি মাধবিকা হয়ে কর যা বিহিত।

মাল।—দেবীর ভয়ে আমার প্রাণের ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারচিনে।

রাজা।—ভয় কিসের!—কিছুমাত্র ভয় নেই।

মাল।—(তিরস্কার সহকারে) আপনি ভয় করেন কি না, তাও আমি জানি—দেবীকে দেখে মহারাজেরও তখন এই অবস্থা হয়েছিল।

রাজা।—সুন্দরি!

প্রণয়ের শিষ্টাচার, নায়ক-জনের জেনো
চির-কুল-ব্রত,
কিন্তু এ পরাণ মম, তোমারি আশায় বদ্ধ
আছে গো সতত।

তা দেখ, এখন তোমার চিরানুরক্ত এ জনের প্রতি একটু অনুগ্রহ কর। (আলিঙ্গন-চেষ্টা)

মাল।—(আলিঙ্গন পরিহার)

রাজা।—নবাঙ্গনাদের প্রণয়-ব্যাপারটা কি রমণীয়।

এ মোর অঙ্গুলী যবে, ব্যগ্র হয়ে খোলে ওই
রশনা-বন্ধন,
কম্পমান হস্ত ওর, আটকিয়া মোর হস্ত
করে নিবারণ।
যেমনি আমি গো তারে
বলপূর্ব্ব—করি আলিঙ্গন
অমনি সে দুটি হাতে
স্তনদ্বয় করে আবরণ।
পক্ষ্মল-নয়নযুক্ত মুখটি তুলিয়া তার
চুম্বিতে গো হইলে উন্মুখ,
অমনি ফিরায়ে লয়, এইরূপ কত ছলে
পূর্ণ করে অভিলাষ-সুখ।

দৃশ্য—উদ্যানের পথ

(ইরাবতী ও নিপুণিকার প্রবেশ)

ইরা।—ওলো নিপুণিকে! সত্যই কি তুই চন্দ্রিকার কাছে শুনেছিস্, সমুদ্র-গৃহের অলিন্দে

নিপু।—সত্যি না হলে আমি ঠাকরণকে কেন বল্‌ব ?

ইরা।—আচ্ছা, চল্‌ তবে প্রিয়সখা গৌতমের কাছে যাই—তাকে জিজ্ঞাসা করলেই সব সন্দেহ ঘুচবে। তা ছাড়া—

নিপু।—ঠাকরণ, কথাটা যে শেষ করলেন না।

ইরা।—তা ছাড়া, চিত্রগত মহারাজকে প্রসন্ন করতে হবে।

নিপু।—সাক্ষাৎ মহারাজকেই প্রসন্ন করুন না কেন ?

ইরা।—সরলে! চিত্রেতে যেরূপ দেখা যায়, সেইরূপ তাঁর হৃদয় এখন অন্যেতে আসক্ত। আমি যে তখন শিষ্টাচারের সীমা লঙ্ঘন করেছিলেম, এখন কেবল সেই অপরাধের জন্যই তাঁর কাছে মার্জনা চাইতে যাচ্চি।

নিপু।—এই দিকে ঠাকরণ।

(উভয়ের পরিক্রমণ)

(দাসীর প্রবেশ)

দাসী।—জয় হোক্, রাণী ঠাকরণের জয় হোক্! ঠাকরণ! দেবী আপনাকে এই কথা বল্‌তে বলেছেন:—"তোমার যাতে মানরক্ষা হয়, আমি এখন তাই করব—তোমার উপর আমার ঈর্ষ্যা করবার এ সময় নয়। মালবিকা ও তার সখীকে পায়ে বেড়ি দিয়ে বন্ধ করে' রাখা গেছে। এখন তোমার কি ইচ্ছে, আমাকে বল। তা হলে তোমার হয়ে মহারাজকে আমি বল্‌তে পারি।"

ইরা।—দেখ নাগরিকে! দেবীকে এই কথা বলিস:—"দেবীর উপর কোন কাজের ভার দি, আমার এমন কি ক্ষমতা? তিনি নিজের দাসীকে বন্দী দিয়ে আমার উপর যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রকাশ করেছেন। তাঁর অনুগ্রহ ভিন্ন আর কার অনুগ্রহে আমার মানরক্ষা হতে পারে?"

দাসী।—আচ্ছা, তাই বলব।

[প্রস্থান।

দৃশ্য—সমুদ্র-ভবন

নিপু।—(পরিক্রমণ ও অবলোকন করিয়া) দোকানের সামনে ষাঁড়েরা যেমন ঘুমোয়, এই সমুদ্রভবনের দরজায় বসে' গৌতমঠাকুরও সেই রকম বসে-বসেই ঘুমচ্চে দেখ্‌চি।

ইরা।—প্রাণ-সংশয় না তো?—বিষ-বিকারের যেন শেষ অবস্থা বলে' মনে হচ্চে।

নিপু।—মুখ-বর্ণ তো বেশ পরিষ্কার। তাতে ধ্রুবসিদ্ধি চিকিৎসা করেচেন। মৃত্যুর কোন আশঙ্কা নেই।

বিদূ।—(স্বপ্ন দেখিয়া) ওগো মালবিকে!

নিপু।—ঠাকরণ, শুন্‌লেন? তা, কারই বা ও আত্মীয়? ও কুতন্নের কেবল আহারের সঙ্গেই সম্বন্ধ। এর আগে সেই স্বস্তিবচনের মোদক এক-পেট খেয়ে এখন মালবিকাকে স্বপ্ন দেখ্‌চে।

বিদূ। আমার ইচ্ছে. তুমি ইরাবতীকেও ছাড়িয়ে ওঠো।

নিপু।—এই বুঝি মরেছে? রোস্! আমি থামের আড়ালে লুকিয়ে থেকে সর্পভীতু বিট্‌লে বাওনটাকে এই সাপের মত আমার বাঁকা লাঠি দিয়ে ভয় দেখাই।

ইরা।—ও কুতন্নটা সর্পদংশনেরই যোগ্য বটে।

নিপু।—(বিদূষকের উপর কাষ্ঠদণ্ড নিক্ষেপ)

বিদূ।—(সহসা জাগিয়া) আরে আরে! কি সর্ব্বনাশ! আমার গায়ের উপর একটা সাপ এসে পড়ল।

রাজা।—(সহসা বাহির হইয়া) ভয় নেই—ভয় নেই।

মাল।—(রাজার অনুসরণ করিয়া) মহারাজ! হঠাৎ বেরোবেন না, শুনচি নাকি ওখানে একটা সাপ আছে।

ইরা।—এ কি! মহারাজ যে এই দিকেই দৌড়ে আস্‌চেন।

বিদূ।—(হাসিয়া) আরে মোলো! এটা যে একটা লাঠি। আমি যে তখন গায়ে কেয়ার কাঁটা ফুটিয়ে সাপে কামড়েচে বলে' ঠকিয়েছিলেম, আমি ভাবলেম, তারই বুঝি এই ফল।

(তাড়াতাড়ি বকুলাবলিকার প্রবেশ)

বকুলা।—(ভয়-ব্যস্ত হইয়া) মহারাজ! ওখানে যাবেন না। ওখানে আঁকা-বাঁকা সাপের মত কি একটা দেখা যাচ্চে।

ইরা।—(সহসা রাজার নিকটে আসিয়া) দিনের

বেলা সঙ্কেতস্থানে এনে দুজনের মনোরথ নির্ব্বিঘ্নে পূর্ণ হয়েছে ত ?

(ইরাবতীকে দেখিয়া সকলে ত্রস্ত-ব্যস্ত)

রাজা।—প্রিয়ে! এ যে তোমার অপূর্ব্ব অভিবাদন দেখ্‌চি !

ইরা।—বকুলাবলিকে! তোমার দূতিগিরি সফল হয়েচে তো ?

বকুলা।—রাগ করবেন না রাণীঠাকরুণ। আমি কি করেচি, মহারাজকেই কেন জিজ্ঞাসা করুন না। ভেকের ডাক শুনে কি ইন্দ্র পৃথিবীতে জলবর্ষণে বিরত হন ?

বিদূ।—তা নয়। দেখুন, আপনি যে তাঁর প্রণতি-অনুনয় অগ্রাহ্য করেছিলেন, মহারাজ আপনার দর্শনমাত্রে তাও বিস্মৃত হয়েছেন। কিন্তু দেবি, আপনি তো এখনও প্রসন্ন হলেন না ?

ইরা।—আমি রাগ করে'ই বা কি করব ?

রাজা।—এই কথাই ঠিক্। অস্থানে রাগ করা তোমার উচিত নয়।

বিনা-হেতু বরতনু! কখন কি ক্ষণতরে
হয়েছ কুপিত ?
পূর্ণিমা-রজনী ভিন্ন রাহু-গ্রাসে কভু হয়
শশাঙ্ক পতিত ?

ইরা।—"অস্থানে" এ কথাটি ঠিক্ বলেছ। আমাদের ভাগ্য এখন স্থানান্তরে গেছে। এখন যদি আমি রাগ করি, আমিই হাস্যাস্পদ হব।

রাজা।—তুমি অন্যরূপ ভাবচ, আমি কিন্তু সত্যই রাগের কোন হেতু দেখচি নে। কেন না :—

অপরাধী হইলেও উৎসব-পার্ব্বণে
বদ্ধ রাখা অনুচিত কোন পরিজনে।
আমি তাই করিলে গো তাদের মোচন,
প্রণাম করিতে মোরে আসিল দুজন।

ইরা।—নিপুণিকে! তুই গিয়ে দেবীকে বল্, "আপনি যে পক্ষপাতী, আমার হৃদয়ে তা বিলক্ষণ ধারণা হয়েছে।"

নিপু।—আচ্ছা, তাই বলুব।

[প্রস্থান।

পায়রা বন্ধন-মুক্ত হয়ে শেষে কি না বিড়ালের সাম্‌নে এসে পড়ল ?

(নিপুণিকার প্রবেশ)

নিপু।—দেবি! হঠাৎ মাধবিকার সঙ্গে দেখা হওয়ায় সে বলে, এই কারণে—(কর্ণে কথন)

ইরা।—(স্বগত) এখন সব বোঝা গেছে। বামুনের ফন্দী টের পাওয়া গেছে। (বিদূষককে দেখিয়া প্রকাশ্যে) কামশাস্ত্র-সচিব বামুনটারই এই নীতি-কৌশল।

বিদূ।—ওগো! যদি নীতিশাস্ত্রের এক অক্ষরও পাঠ করতে পারতেম, তা হলে আমি আর মহারাজের আশ্রয়ে আস্‌তেম না।

রাজা।—(চুপি চুপি) আঃ! এখন কি ক' এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া যায় ?

(আবেগ-সহকারে জয়সেনার প্রবেশ)

জয়।—মহারাজ! কুমারী বসুলক্ষ্মী খেল্‌তে খেল্‌তে গোলা ধরতে যাচ্ছিলেন, আর অমনি একটা বানর এসে তাঁকে তাড়া করে—তাতে তিনি বড়ই ভয় পেয়েছেন। দেবী কোলে নিয়েছেন, তবুও জ্ঞান হচ্চে না—নব-পল্লব যেমন বাতাসে কাঁপতে থাকে—তেমনি থর্-থর্ করে' তিনি কাঁপচেন।

রাজা।—তা তো হতেই পারে। বালক-বালিকারা সহজেই কাতর হয়ে পড়ে।

ইরা।—(আবেগ-সহকারে) মহারাজ! তুমি শীঘ্র গিয়ে তাকে সান্ত্বনা কর গে—ভয়-ত্রাসে তার পীড়া না বেড়ে ওঠে।

রাজা।—আমি এখনি গিয়ে তাকে সান্ত্বনা করচি।

[সত্বর প্রস্থান।

বিদূ।—সাবাস্ রে পিঙ্গল বানর, সাবাস্! তোর স্বদলের লোকটিকে তুই সময়মত বেশ বাঁচিয়ে দিলি।

[রাজা, বিদূষক, ইরাবতী, নিপুণিকা ও প্রতীহারীর প্রস্থান।

মাল।—দেবীকে মনে করে' আমার হৃদয় কাঁপচে। এর পরে না জানি আমার ভাগ্যে কি আছে।

পাঁচ রাত্রি যেতে না যেতেই রক্ত-অশোকে ফুল
ফুটেচে—যাই, দেবীকে জানিয়ে আসি।

(শুনিয়া উভয়ের হর্ষ)

বকুলা।—সখি, আশ্বস্ত হয়। দেবী সত্য-প্রতিজ্ঞ
তাঁর প্রতিজ্ঞা কখনই লঙ্ঘন হবে না।

মাল।—আচ্ছা, আমিও তবে প্রমদবনের মালি-
র পিছনে পিছনে সেইখানেই যাই।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক সমাপ্ত।

পঞ্চম অঙ্ক

দৃশ্য—রাজপথ

(মালিনী মধুকরিকার প্রবেশ)

মালি।—রক্ত-অশোককে সাধ দিয়ে তার গোড়ায়
। বেদী-ঘর বাঁধা গেছে। দেবীর আদেশ-মত
করা হয়েছে, এ কথা দেবীকে জানিয়ে
সি। মালবিকার উপর এখন দেখ্‌চি বিধাতার
হয়েচে। মালবিকার উপর দেবীর রাগ হলেও,
শাকের এই সাধ দেবার কথা শুনে তিনি
চয়ই প্রসন্ন হবেন। না জানি এখন দেবী
থায় আছেন। (দেখিয়া) দেবীর একজন
ভৃত্য গালার-মোহর-দেওয়া পেঁটরা নিয়ে চতুঃ-
া-ভবন থেকে বেরুচ্চে—আচ্ছা, ওকেই জিজ্ঞাসা
। যাক্‌।

(কুব্জের প্রবেশ)

মালিনী।—সারস! তুমি কোথায় যাচ্চ?

সার।—মধুকরিকে! ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের মাসিক
দক্ষিণা পুরোহিত মহাশয়ের হাতে দিতে যাচ্চি।

মালি।—কিসের জন্য?

সার।—সেনাপতি যখন শুনলেন, মহারাজ-কুমার
র অশ্বরক্ষণে নিযুক্ত হয়েছেন, তখন কুমারের
য়ু কামনায় আট শত সুবর্ণের পরিমাণ দক্ষিণা
ণদের দেবেন বোলে প্রতিশ্রুত হন।

মালি।—দেবী এখন কোথায়—কি করচেন?

সার।—দেবী মঙ্গল-গৃহে বোসে আছেন। বিদর্ভ
দেশ হতে তাঁর ভ্রাতা বীরসেন যে পত্র পাঠিয়েছেন,
সেই পত্রখানি লিপিকর পড়্‌চে আর তিনি শুনচেন।

মালি।—বিদর্ভ-রাজের বৃত্তান্ত কি?

সার।—বীরসেন প্রভৃতি দণ্ডাধ্যক্ষেরা বিদর্ভ-
রাজকে পরাজয় করে' মহারাজের অধীনে এনেচেন,
আর তাঁর উত্তরাধিকারী মাধব-সেনকে মুক্ত করে',
বহুমূল্য রত্ন-বাহন শিল্পি-কন্যা পরিজন প্রভৃতি উপ-
হারের সহিত একজন দূতকে মহারাজের নিকট
পাঠিয়েচেন। সেই দূত এখন মহারাজের সঙ্গে
সাক্ষাৎ করবেন।

মধু।—যাও, তুমি এখন তোমার কাজ কর গে—
আমিও দেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাই।

[প্রস্থান।

ইতি প্রবেশক।

দৃশ্য—প্রাসাদ

(প্রতীহারীর প্রবেশ)

প্রতী।—দেবী এখন অশোক গাছের সাধ দিতে
ব্যস্ত। তিনি বল্লেন, "মহারাজকে জানিয়ে এসো,
আমি মহারাজের সহিত একত্রে অশোকের ফুলফোটা
দেখব।" এখন মহারাজ ধর্ম্মাসনে বোসে বিচার
করচেন—আমি ততক্ষণ অপেক্ষা করি।

(পরিক্রমণ)

(নেপথ্যে)

বৈতালিক।—অহো! মহারাজ এখন সৈন্যের
দ্বারা অরিদের মস্তক দলন করচেন।

প্রথম।—

বিদিশা নদীর তীরে আছে যে উদ্যান
—আপনি অনঙ্গ যেন তথা অঙ্গবান।
হৃষ্ট হয়ে বন্দি রূপ কোকিলের গানে,
আনিলে গো মহারাজ বসন্ত সেখানে।
ওহে বরপ্রদ! তব জয়-হস্তিগণ
বরদা-তীরের তরু করে উৎপাটন
কণ্ঠ-ঘরষণে; আর, ছিল রিপু যত
সেই সঙ্গে তাহাদেরো মাথা হল নত।

দ্বিতীয়।—পরিঘ-বাহুতে করি' সবলে ধারণ,
রুক্মিণীরে বিষ্ণুদেব করেন হরণ।

আপনিও সৈন্য-বলে বিদর্ভ-পতিরে
পরাভবি' হরিলেন রাজশ্রী অচিরে।
সুর সুরী উভয়েই বীর-ভক্তি-বশে
কীর্ত্তন করিল গীতে উভয়েরি যশে।
উভয়েরি যশোগান ছাইল চৌদিকে,
ব্যাপ্ত তাহা জনপদ "ক্রথকইশিকে"।

প্রতী।—জয়ধ্বনি শুনে মনে হচ্চে, রাজা এই দিকেই আস্‌চেন—আমিও এখন সম্মুখ থেকে সরে' গিয়ে এই নিকটস্থ অলিন্দের তোরণ-দেশে যাই।

(একান্তে অবস্থান)

(বয়স্যের সহিত রাজার প্রবেশ)

রাজা।—

প্রেয়সীর সমাগম ভাবিয়া দুর্লভ,
আর শুনি' বিদর্ভ-রাজ্যের পরাভব,
ধারা ও আতপাক্রান্ত সরোজের সম
সুখ দুঃখ একসঙ্গে হৃদে আসে মম।

বিদূ। আমার মনে হয়, আপনি খুবই সুখী হবেন।

রাজা।—কিরূপে ?

বিদূ।—দেবী ধারিণী আজ বিদুষী কৌশিকীকে বল্লেন, "আপনি ভাল সাজাতে পারেন বলে' সত্যই যদি আপনার মনে মনে গর্ব্ব থাকে, তা হলে মালবিকাকে বিবাহের সাজ পরিয়ে আমাকে দেখান দিকি।" তার পর, ভগবতী সেই কথা শুনে, খুব আমোদ করে' মালবিকাকে সাজিয়ে দিলেন। তাই বল্‌চি, দেবী আপনার মনস্কামনা পূর্ণ করলেও করতে পারেন।

রাজা।—সখা! দেবী ধারিণী আমার মন রক্ষা করে' পূর্ব্বে আমার সহিত বরাবর যেরূপ ব্যবহার করে' এসেছেন, তাতে এ সম্ভব বলেই মনে হয়।

প্রতী।—(নিকটে গিয়া) মহারাজের জয় হোক্। দেবী নিবেদন করচেন, "আমার ইচ্ছে হচ্চে, আমি মহারাজের সঙ্গে একত্রে রক্ত-অশোকের ফুল ফোটা দেখি।"

রাজা।—দেবী কি সেইখানে আছেন ?

প্রতী।—হাঁ মহারাজ! আপনার অভ্যর্থনার জন্য দেবী অন্তঃপুর ত্যাগ করে' মালবিকা প্রভৃতি পরিজনের সহিত সেইখানে আপনার প্রতীক্ষা

রাজা।—(সহর্ষে বিদূষককে দেখিয়া) জয়সেনা! তুমি আগে আগে চল।

প্রতী।—এই দিকে মহারাজ, এই দিকে।

(পরিক্রমণ)

দৃশ্য—প্রমদ-বন

বিদূ—(দেখিয়া) দেখুন, মহারাজ, প্রমদ-বনে বসন্তের যৌবন যেন ক্রমে ফুরিয়ে আস্‌চে।

রাজা।—যা বল্লে সখা!

কুরুবক-ফুল যত
ইতস্তত বিকীর্ণ সম্মুখে,
ফল-ভারে নত হয়ে
সহকার পশে তার বুকে।
পরিণাম-অভিমুখী ঋতুর যৌবন
আকুল করিয়া তোলে আমার এ মন।

বিদূ।—এই দেখুন, সেই রক্ত-অশোকটি কেমন কুসুম-স্তবকের পরিচ্ছদ পরিধান করে' আছে!

রাজা।—অশোক-তরুটিতে যে ফুল ফুটতে বিলম্ব হচ্ছিল, তা সে ভালই হয়েছে—কেন না, এখন দেখচি, আবার তেমনি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করেচে। দেখ :—

বসন্তের সমাগমে সমস্ত অশোক-মাঝে
যে বিভব দিয়াছিল দেখা
—এবে সে কুসুম-রাশি, হইয়াছে সংক্রামিত
দোহদ-অশোকটিতে একা।

বিদূ।—আপনি এখন নিশ্চিন্ত থাকুন। দেখবেন, আমরা নিকটে গেলেও, ধারিণী দেবী মালবিকাকে ডাকৃতেই অনুমতি করবেন।

রাজা।—(সহর্ষে) সখা, দেখ দেখ—

অভ্যর্থনা করিবারে
উঠি দেবী আসেন এ দিকে,
কোমল-কমল-কর
প্রেয়সীও আছেন সমীপে;
মনে হয় রাজ-লক্ষ্মী
অনুসরে দেবী ধরিত্রীকে।

(মালবিকা পরিব্রাজিকা, পরিজন প্রভৃতির দ্বারা পরিবৃত হইয়া দেবী ধারিণীর প্রবেশ)

লঙ্কার দিয়ে কেন সাজালেন, তার কারণ যদিও আমি
ানি, তবু আমার হৃদয় যেন পদ্মপাতার জলের মত
াপচে। আর বাঁ চোখ্‌টাও ক্রমাগত নাচ্‌চে।

বিদূ।—দেখুন মহারাজ, বিবাহের বেশে মালবি-
াকে কেমন সুন্দর দেখাচ্চে!

রাজা।—তাই তো দেখ্‌চি, আভরণ-অলঙ্কারে
াশ ওঁকে মানিয়েছে।

নাতিদীর্ঘ সুবসন, স্বল্প লঘু আভরণ
সাজিয়াছে আহা কিবা মরি!
হিম-মুক্ত তারাদলে মৃদু-জ্যোৎস্না নভস্তলে
শোভে যেন চৈত্র-বিভাবরী॥

ধারি।—(নিকটে আসিয়া) জয় হোক্ আর্য্য-
ত্রের!

বিদূ।—দেবীর শ্রীবৃদ্ধি হোক্!

পরিব্রা।—জয় হোক্ মহারাজের!

রাজা।—ভগবতি! প্রণাম।

পরিব্রা।—তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হোক্।

দেবী।—(সস্মিত) এসো মহারাজ! তরুণীজন-
ায় এই অশোক-তরুটিকে আমরা তোমার সঙ্কেত-
ন ঠিক্ করেছি।

বিদূ।—দেখুন মহারাজ, দেবী আপনার সহবাস
র্থনা করচেন।

রাজা।—(সলজ্জভাবে অশোকের চারিদিকে
রিক্রমণ)

এই যে অশোক-তরু বসন্ত লক্ষ্মীর কথা
করি' হতাদর
রাখিল তোমার মান—ফুটাইয়া তব যত্নে
কুসুম-নিকর,
আদরের পাত্র তব, হবে সে যে—কি বিচিত্র
বল অতঃপর।

বিদূ।—মহারাজ! বিশ্বস্ত-মনে এখন এই
ণীকে দর্শন করুন।

ধারি।—কাকে?

বিদূ।—এই রক্ত অশোকের কুসুম-শোভাকে।

(সকলের উপবেশন)

রাজা।—(মালবিকাকে দেখিয়া স্বগত) কি
! আজ নিকটে থেকেও ছাড়াছাড়ি?

আমি যেন চক্রবাক,
চক্রবাকী মোর প্রিয়তমা,
মিলন-নিষেধ-করী
ধারিণী সে বিভাবরী-সমা।

(কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চু।—জয় মহারাজের জয়! অমাত্য নিবেদন করচেন:—"বিদর্ভরাজ উপঢৌকন-স্বরূপ যে দুইটি শিল্পকারিকাকে পাঠিয়েছিলেন, পথশ্রমে তাদের শরীর কাতর থাকায় মহারাজের সমীপে তখন তাদের আনা হয় নাই। এখন তারা মহারাজের দর্শন-যোগ্য হয়েছে। অতএব মহরাজের কি আদেশ হয়?"

রাজা।—তাদের নিয়ে এসো।

কঞ্চু।—যে আজ্ঞা মহারাজ! (প্রস্থান করিয়া তাহাদিগের সহিত পুনঃ প্রবেশ) এই দিকে আসুন, এই দিকে।

প্রথ।—(জনান্তিকে) দেখ্ রমণীয়া! এই রাজবাড়িটি কি চমৎকার! এখানে প্রবেশ করে' আমার অন্তরাত্মা প্রসন্ন হল।

দ্বিতী।—জ্যোৎস্নিকা! আমারও তাই। এইরূপ লোক-প্রবাদ আছে—"হৃদয়ের অবস্থা ভাবী সুখ-দুঃখ জানিয়ে দেয়।"

প্রথ।—এখন তাই যেন সত্যি হয়।

কঞ্চু।—ঐ দেখুন, দেবীর সহিত মহারাজ বসে' আছেন। আপনারা নিকটে এগিয়ে যান।

(উভয়ের নিকটে গমন ও পরস্পরকে অবলোকন)

উভয়ে।—(প্রণিপাত করিয়া) মহারাজের জয় হোক্! দেবীর জয় হোক্!

রাজা।—এসো এসো—বোসো।

উভয়ে।—(উপবেশন)

রাজা।—তোমরা কোন্ কলাবিদ্যায় শিক্ষিতা?

উভয়ে।—মহারাজ!—সঙ্গীতে।

রাজা।—দেবি! এই দুইজনের মধ্যে একজনকে তুমি নেও।

ধারি।—মালবিকে! এই দুই সঙ্গীত-সহচরীর মধ্যে কাকে তোমার অধিক নিপুণ বলে' মনে হয়?

উভয়ে।—(মালবিকাকে দেখিয়া) ও মা! এ যে আমাদের রাজকুমারী! রাজকুমারীর জয় হোক্! (প্রণিপাত করিয়া মালবিকার সহিত উভয়ের অশ্রুমোচন) (সবিস্ময়ে সকলের অবলোকন)

রাজা।—তোমারই বা কে?—ইনিই বা কে?

প্রথ।—ইনি আমাদের রাজকুমারী।

রাজা।—সে কেমন?

উভয়ে।—শুনুন্ তবে মহারাজ। মহারাজের সেই বিজয়-সৈন্যের দ্বারা বিদর্ভনাথকে পরাজয় করে' মহারাজ যে কুমার মাধবসেনকে বন্ধন হতে মোচন করেন, তাঁরই কনিষ্ঠা ভগিনী এই মালবিকা।

ধারি।—কি?—ইনি রাজ-কন্যা? তবে ত দেখ্‌চি, আমি চন্দনকে পাদুকা-রূপে ব্যবহার করে' দূষিত করেছি।

রাজা।—আচ্ছা, তোমার তবে এরূপ অবস্থা কি করে' হল?

মাল।—(নিঃশ্বাস ফেলিয়া স্বগত) বিধির নিয়োগে।

দ্বিতী।—শুনুন মহারাজ! আমাদের রাজকুমার মাধবসেন নিজ জ্ঞাতির বশীভূত হলে পর, তাঁর অমাত্য সুমতি আমাদের মত পরিজনদের ত্যাগ করে' গুপ্তভাবে রাজকুমারীকে নিয়ে আসেন।

রাজা।—এ কথা আমি পূর্ব্বে শুনেছিলাম। তার পর—তার পর?

দ্বিতীয়া।—মহারাজ! তার পর আমি আর কিছু জানি নে।

পরিব্রা।—তার পর কি হল, হতভাগিনী আমিই বল্‌চি শুনুন।

উভয়ে।—রাজকুমারি! এ যে কৌশিকী-ঠাকরণের গলার স্বর শুন্‌চি।

মাল।—হাঁ, তিনিই বটে।

উভয়ে।—সন্ন্যাসিনী-বেশে কৌশিকী-ঠাকরুণকে বড়ই বিষণ্ণ দেখাচ্চে। ভগবতি! প্রণাম।

পরিব্রা।—কল্যাণ হোক্।

রাজা।—এঁরা কি তবে ভগবতীর আপনার লোক?

পরিব্রা।—হাঁ মহারাজ।

বিদূ।—ভগবতি, এখন আপনিই তবে এঁর অবশিষ্ট বৃত্তান্তটা বলুন।

পরি।—(বিকলতার সহিত) আচ্ছা, তবে শ্রবণ করুন। মাধবসেনের সচিব সুমতি আমার অগ্রজ।

রাজা।—বুঝ্‌লেম। তার পর?

পরিব্রা।—তার পর, এর ভ্রাতার সেইরূপ অবস্থা ঘটলে, অমাত্য সুমতি আপনার সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনের আশায় আমাকে আর এঁকে সেখান থেকে নিয়ে চলে' এলেন। আস্‌তে আস্‌তে পথে এক বণিক-সম্প্রদায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ায়, তাদের দলে আমি ঢুকে পড়লেম।

রাজা।—তার পর—তার পর?

পরি।—তার পর, একটা অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করে' পথশ্রান্ত বণিকেরা বিশ্রামে প্রবৃত্ত হল।

রাজা।—তার পর—তার পর?

পরি।—তার পর,

তূণ-পট্ট দৃঢ়বদ্ধ বাহুমধ্য দিয়া,
আকর্ণ শিখীর পুচ্ছ রয়েছে ঝুলিয়া,
—দুর্দ্ধর্ষ ধনুর্দ্ধারী হেন সৈন্যগণ
আবির্ভূত হল তথা করিয়া গর্জ্জন।

মাল।—(ভীতা)

বিদূ।—আপনি ভয় পাবেন না। উনি অতীত ঘটনার কথা বল্‌চেন।

রাজা।—তার পর, তার পর?

পরি।—তার পর, সেই বণিক-সম্প্রদায়ের লোকেরা কিছুক্ষণ যুদ্ধ করে' সেই দস্যুদের কাছে পরাজিত হয়ে শেষে পলায়ন করলে।

রাজা।—ভগবতি! এখন যা শুন্‌তে হবে, তা বোধ হয়, অত্যন্ত কষ্টকর।

পরি।—তার পর,—

অপমান-ক্ষুণ্ণ ইনি, দুষ্কুল হইতে এঁরে
করিতে উদ্ধার
প্রভুভক্ত ভাই মোর, প্রাণ দিয়া শুধিলেন
প্রভু-ঋণ-ধার।

প্রথ।—আহা আহা! সুমতি তা হ'লে নিহত হয়েছেন।

দ্বিতী।—তার পর, আমাদের রাজকুমারীর তো এই অবস্থা।

পরি।—(অশ্রু-মোচন)

রাজা।—ভগবতি! মরণশীল প্রাণিমাত্রেরই এইরূপ ঘটে' থাকে। আপনি তাঁর জন্য শোক করবেন না। সেই প্রভুভক্ত মহাত্মা নিজ প্রভুর পিণ্ড-ঋণ শোধ করেছেন।

পরি।—তার পর আমি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেম—যখন আমার জ্ঞান হল, তখন দেখি কি না—ইনি কোথায় অদৃশ্য হয়েছেন।

রাজা।—এই সময় তা হ'লে আপনার বড়ই কষ্ট
। থাকবে।

পরি। তার পর, আমি ভায়ের অগ্নি-সৎকার
র' পুনরায় যেন নূতন বৈধব্য-দুঃখে অভিভূত হয়ে,
পনার এই দেশে এসে কাষায়-বস্ত্র পরিধান
লেম।

রাজা।—ঠিক্ কাজ করেছেন—সজ্জনেরই এই
। তার পর?

পরি।—তার পর, ইনি সেই দস্যুদের হাত
ক গিয়ে বীরসেনের হাতে আসেন—বীরসেনের
থেকে গিয়ে, শেষে দেবীর হস্তগত হন। পরে
য় দেবীর গৃহে প্রবেশ করে' এঁকে সেইখানেই
তে পাই। এই আমার কথা শেষ হল।

মাল।—(স্বগত) না জানি এখন মহারাজ কি
ন।

রাজা।—কি আশ্চর্য্য! বিধাতা প্রথমে এঁর
ষ্ট অপমান লিখে, আবার দেখ এঁকে কোথায়
। নিয়ে এলেন।

দাসীভাবে থাকিয়াও, লইতে পারেন ইনি
"দেবী" এই নাম।
স্নান-বস্ত্র পরিলেও, ধৌত কৌশেয় এঁর
যোগ্য পরিধান॥

ধারি।—ভগবতি! এই মহৎকুলোৎভবা মাল-
র প্রকৃত পরিচয় তখন আমার কাছে না দিয়ে
নি অত্যন্ত অন্যায় কাজ করেছিলেন।

পরি।—দেবি! মার্জ্জনা করবেন। আমি কোন
য কারণ বশতই এইরূপ গোপন-ভাব অবলম্বন
ছিলেম।

ধারি।—কারণটি কি?

রাজা।—যদি বল্‌বার হয় তো বলুন।

পরি।—শুনুন তবে। যখন এই মালবিকার
জীবিত ছিলেন, তখন একদিন দেবোৎসব-উপ-
একজন সন্ন্যাসী এসেছিলেন। শুভাশুভের
দৃষ্টা সেই সাধু সিদ্ধপুরুষটি আমাকে আদেশ
ন—"এই কন্যাটি এক বৎসরমাত্র দাসীত্ব-দুঃখ
করে' তার পর সুযোগ্য পতি লাভ করবে।"
সেই অবশ্যম্ভাবী আদেশ, আপনার চরণ-
য়, কতদিনে সফল হয়, আমি তারই প্রতীক্ষা
।

রাজা।—প্রতীক্ষা করাই ঠিক্।

(কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চু।—মহারাজ! তখন অন্য কথা উপস্থিত হওয়ায় একটা কথা আমি নিবেদন করতে পারি নি। অমাত্য বল্লেন, "বিদর্ভ-রাজ সম্বন্ধে যা কর্ত্তব্য, তা আমরা স্থির করেছি, এখন মহারাজের কি অভিপ্রায়, শুন্‌তে ইচ্ছা করি।"

রাজা।—দেখ মৌদ্গল্য! আমার ইচ্ছা, কুমার যজ্ঞসেন ও মাধবসেন এই দুই ভ্রাতার জন্য দুইটি পৃথক্ রাজ্য নির্দ্দিষ্ট হয়।

হয়ে দোঁহে প্রতিষ্ঠিত, বরদার দুই কূলে
উত্তর দক্ষিণে,
পালন করুন প্রজা, রবি-শশি করে ভাগ
যথা রাত্রি-দিনে।

কঞ্চু।—মহারাজ! আমি এখনি গিয়ে অমাত্য ও সভাসদ্‌দের এই আদেশ জানিয়ে আসি।

রাজা।—(অঙ্গুলি-সঙ্কেতে অনুমতি প্রদান)

[কঞ্চুকীর প্রস্থান।

প্রথ।—(জনান্তিকে) রাজকুমারি! কি সৌভাগ্য! আজ আমাদের রাজকুমার অর্দ্ধ-রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হবেন।

মাল।—এই আমাদের ঢের যে, তাঁর প্রাণরক্ষা হয়েচে।

(কঞ্চুকীর পুনঃ প্রবেশ)

কঞ্চু।—মহারাজের জয়! অমাত্য মহারাজের নিকট এই নিবেদন করচেন যে, "মহারাজের এই বুদ্ধিটি অতীব কল্যাণময়ী। মন্ত্রি পরিষদেরও এই অভিপ্রায়।"

দুই ভাগে সংবিভক্তো
রাজশ্রীকে করিয়া বহন
—রথ-ভার-বহনেচ্ছু
দুটি অশ্ব রথের যেমন—
পরস্পর-আক্রমণে
উভে হয়ে নির্ব্বিকার-চিত
পালিয়া নৃপতি-আজ্ঞা
উভে হেথা হোন্ অবস্থিত।

রাজা।—আচ্ছা, তবে মন্ত্রি-পরিষদ্‌কে গিয়ে

বল, সেনাপতি বীরসেনকে এইরূপ পত্র লিখে যেন এই অনুষ্ঠানের উদ্যোগ করা হয়।

কঞ্চু।—যে আজ্ঞা মহারাজ।

(প্রস্থান করিয়া সপ্রাবরণ পত্র-হস্তে পুনঃ প্রবেশ পূর্ব্বক) মহারাজের আদেশ সর্ব্বতোভাবে পালিত হয়েচে। এখন আবার মহারাজের সেনাপতি পুষ্প-মিত্রের কাছ থেকে সপ্রাবরণ পত্র পাওয়া গেল। এই দেখুন মহারাজ।

রাজা।—(উঠিয়া উপচার ও সপ্রাবরণ পত্রখানি শিরোধার্য্য করিয়া পরিজনের হস্তে অর্পণ)

পরি।—(পত্র উদ্ঘাটন)

ধারি।—আহা! আমার হৃদয় যেন তার দিকেই উন্মুখ হয়ে আছে। গুরুজনের কুশলাদি শুনে তার পর বসুমিত্রের বৃত্তান্ত সব শুনতে হবে। আমার পুত্রটি তো এখন সেনাপতি-পদের গুরুভার বহন কচ্চে।

রাজা।—(উপবেশন করিয়া পত্র-পাঠ শ্রবণ)

"স্বস্তি!

যজ্ঞশালা হইতে সেনাপতি পুষ্পমিত্র বিদিশা-নগরীস্থিত আয়ুষ্মান্ পুত্র অগ্নিমিত্রকে সস্নেহে আলিঙ্গন পূর্ব্বক এই কথা জানাইতেছে, সুবিদিত হউক :—আমি রাজসূয়যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া একশত রাজপুত্র-পরিবৃত কুমার বসুমিত্রকে রক্ষকরূপে নির্দ্দিষ্ট করত —এক বৎসরের মধ্যে প্রত্যাগমন করিতে হইবে, এই বলিয়া—যে বন্ধন-মুক্ত অশ্বটিকে ছাড়িয়া দিয়াছিলাম, সেই যজ্ঞ-অশ্বটি সিন্ধুনদের দক্ষিণ কূলে বিচরণ করিতেছিল, এমন সময়ে যবনদিগের অশ্ব-সৈন্য আসিয়া তাকে ধৃত করে। তাহাতে উভয় সৈন্যে ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হয়।"

ধারিণী।—(বিষণ্ণ)

রাজা।—কি! এইরূপ ঘটনা হয়েছে? (পুনর্ব্বার পত্র পাঠ করিতে বলিয়া)

পরি।—"তার পর :—

ধনুর্ধারী বসুমিত্র
যুদ্ধে করি পরাভব শত্রু-সমুদায়ে
বাহুবল প্রকাশিয়া
লুণ্ঠিত সে অশ্বরাজে আনিল ফিরায়ে।"

ধারি।—এই কথা শুনে এখন আমার হৃদয় আশ্বাসিত হল।

রাজা।—(পত্রের অবশিষ্ট অংশ পাঠ করিতে বলিয়া)

"সগর যেমন নিজ পৌত্র অংশুমান কর্ত্তৃক প্রত্যাহৃত অশ্ব দ্বারা যজ্ঞ করিয়াছিলেন, আমিও সেইরূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব। অতএব আপনি বিগত-রোষ-চিত্ত হইয়া বধূগণের সহিত অবিলম্বে যজ্ঞ দর্শনার্থ আগমন করিবেন।"

রাজা।—অনুগৃহীত হলেম।

পরিব্রা।—কি সৌভাগ্য! আপনারা দম্পতি-দ্বয় এখন পুত্রের বিজয়-সংবাদে সুখী হলেন। (দেবীকে দেখিয়া)

মহারাজ পতি তব, শ্লাঘ্য বীর-পত্নী-মাঝে
সর্ব্ব-অগ্রে তোমারে গো করিলা স্থাপন।
শত্রুজয়ী পুত্র হতে, "বীর-প্রসূ" এই শব্দ
তুমি দেবি এবে দেখ করিলে অর্জ্জন॥

ধারি।—ভগবতি! বৎস বসুমিত্র যে সকল বিষয়েই আপনার পিতার অনুরূপ হয়েচে, এতে আমি পরিতুষ্ট হয়েচি।

রাজা।—দেখ মৌদ্‌গল্য! হস্তি-শাবক যূথ-পতি মাতঙ্গেরই অনুকরণ করেছে।

কঞ্চু।—মহারাজ!

অগ্নি দহে জল-রাশি
—নহে সে তো বিস্ময়-ব্যাপার;
মহাতেজা "ঔর্ব্ব" হতে
যেহেতু গো জনম তাহার।
তাই বলি, এ বীরত্বে
কিছুমাত্র নহি গো বিস্মিত
যে উচ্চ কুলেতে জন্ম
—এ বীরত্ব তারি সমুচিত।

রাজা।—মৌদ্‌গল্য! যজ্ঞসেনের শ্যালক প্রভৃতি সমস্ত কারাবাসীদের মুক্ত করে' দাও।

কঞ্চু।—যে আজ্ঞা মহারাজ।

[প্রস্থান।

ধারি।—দেখ জয়সেনা! ইরাবতী প্রভৃতি অন্তঃপুরবাসিনীদের নিকট পুত্রের এই বিজয়-সংবাদ জানিয়ে এসো।

প্রতী।—যে আজ্ঞে।

[প্রতীহারীর প্রস্থান।

ধারি।—আর শোনো।

প্রতী।—(ফিরিয়া আসিয়া) আজ্ঞা করুন।

ধারি।—(জনান্তিকে) আমার নাম করে' ইরাবতীকে বল্বে, মালবিকার উচ্চকুলে জন্ম। আর আমি তার প্রতি অশোকফুল ফোটাবার ভার দেবার সময়, তার কাছে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেম, তার যেন কোনরূপ অন্যথা না হয়।

প্রতী।—যে আজ্ঞা দেবি! (প্রস্থান করিয়া পুনঃ প্রবেশ) দেবি! পুত্রের বিজয়-সংবাদ শোন্বামাত্র, অন্তঃপুরের রাণীরা আমাকে পুরস্কারস্বরূপ এত আভরণ দিলেন যে, আমার মনে হচ্চে, যেন আমি অলঙ্কারের একটা সিন্দুক হয়ে পড়েচি।

ধারি।—এতে আর আশ্চর্য্য কি? এ তো অন্তঃপুরের সকলেরই সাধারণ সৌভাগ্য।

প্রতী।—(জনান্তিকে) দেবি! ইরাবতী এই কথা বল্তে বল্লেন:—"এ কথা আপনারি উপযুক্ত। পূর্ব্বে আপনি যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, তার অন্যথা করা কিছুতেই কর্ত্তব্য নয়।"

ধারি।—ভগবতি! পূর্ব্বে আর্য্য সুমতি যে মালবিকাকে মহারাজের হস্তে সমর্পণ করতে ইচ্ছুক হয়েছিলেন, এখন সেই বিষয়ে আপনার সম্মতি প্রার্থনা করচি।

পরিব্রা।—সে বিষয়ের আপনিই তো এখন প্রভু।

ধারি।—(মালবিকার হস্ত ধরিয়া) মহারাজ! এই প্রিয় সংবাদের পারিতোষিক-স্বরূপ এই মালবিকাকে তোমার হস্তে সমর্পণ করচি—গ্রহণ কর।

রাজা।—(লজ্জার ভাব প্রকাশ)

ধারি।—(সস্মিত) মহারাজ! কি স্থির করলে?

বিদূ।—দেবি! সর্ব্বত্রই এই লোক-প্রবাদ প্রচলিত যে, নূতন বর মাত্রেই লজ্জাতুর হয়ে থাকে।

রাজা।—(বিদূষকের প্রতি অবলোকন)

বিদূ।—যখন দেবী স্বয়ংই ভালবেসে মালবিকাকে দেবী-পদ প্রদান করলেন, তখন আপনি এঁকে স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করুন।

ধারি।—এই রাজকুমারীকে পূর্ব্বেই এঁর গুরুজনেরা দেবী-পদ প্রদান করেছেন। তবে আর পুনরুক্তির প্রয়োজন কি?

পরিব্রা।—না না—সে কথা না।

যদিও মণির ন্যায়, সদা ইনি আমাদের
আনন্দ-দায়িনী
—উচ্চকুল-সমুদ্ভবা—সেই হেতু সকলের
কুল-শিরোমণি,
তবু শোনো হে কল্যাণি! মণিতে কাঞ্চন-যোগ
যোগ্য বোলে গণি।

ধারি।—ভগবতি! ক্ষমা করুন, এই আনন্দে মত্ত হয়ে, অবগুণ্ঠনবস্ত্রের কথাটা আমার মনে হয় নি। জয়সেনা! শীঘ্র গিয়ে ধোয়া কৌষেয় বস্ত্রটি নিয়ে এসো।

প্রতী।—যে আজ্ঞা দেবি! (প্রস্থান করিয়া ধোয়া কৌষেয় বস্ত্র লইয়া প্রবেশ) দেবি! এই নিন্।

ধারি।—(মালবিকাকে অবগুণ্ঠনবতী করিয়া) মহারাজ! এইবার এঁকে গ্রহণ কর!

রাজা।—আমরা তো চিরদিনই তোমার শাসনে নিরুত্তর।

পরিব্রা।—এই যে, মহারাজ মালবিকাকে গ্রহণ করেছেন।

বিদূ।—ওহো হো! দেবী ধারিণীর কি উদারতা!

ধারি।—(পরিজনের প্রতি অবলোকন)

পরিব্রা।—(মালবিকার নিকটে আসিয়া) জয় হোক্ ঠাকুরাণি!

ধারি।—(পরিব্রাজিকাকে নিরীক্ষণ)

পরিব্রা।—দেবি! তোমাতে এটি বিচিত্র নয়। কেন না:—

সপত্নী থাকেও যদি, তবু করে পতি-সেবা
ভর্ত্তৃ-বৎসলা সতী সপত্নী সহিতে;
সমুদ্রগামিনী নদী, সাগরে মিলায় যথা
সঙ্গে লয়ে শত শত অপর সরিতে।

(নিপুণিকার প্রবেশ)

নিপু।—মহারাজের জয় হোক্। রাণী ইরাবতী আমাকে এই কথা বল্তে বল্লেন:—যদিও আমি শিষ্টাচারের সীমা লঙ্ঘন করে' মহারাজের নিকট অপরাধিনী হয়েচি, তবু আমার সে অপরাধ স্বামীর কাছেই। তিনি আমার প্রভু—আমার স্বামী—চিরকাল আমি স্বামীর অভিপ্রায় অনুসারেই চলেচি। এখন মহারাজের মনস্কামনা পূর্ণ হয়েচে। এখন তিনি

সুপ্রসন্ন হয়ে সমানভাবে আমারও যেন মানরক্ষা করেন, এই আমার প্রার্থনা।

ধারি।—নিপুণিকে! ইরাবতীকে বোলো, তিনি যা বলে' পাঠিয়েছেন, মহারাজ তাই করবেন।

নিপু।—যে আজ্ঞে দেবি!

[প্রস্থান।

পরিব্রা।—মহারাজ! আপনার সহিত সম্বন্ধ-বন্ধনে মাধবসেন এখন চরিতার্থ হয়েচেন—আমার এখন এই ইচ্ছে, এই উপলক্ষে তাঁকে আমার সম্মান-সম্ভাষণ দিয়ে আসি। এখন মহারাজের যদি অনুমতি হয়—

ধারি।—ভগবতি! আমাদের ছেড়ে যাওয়া আপনার উচিত হয় না।

রাজা।—ভগবতি! আমাদের পত্রাদিতে আপনার নাম উল্লেখ করে' মাধবসেনকে আপনার সম্মান-সম্ভাষণ প্রভৃতি আমরাই জানাব।

পরিব্রা।—এই পরাধীন ব্যক্তি আপনাদের উভয়েরই স্নেহের পাত্র।

ধারি।—মহারাজ, আজ্ঞা কর, এর পর তোমার আর কি প্রিয় কাজ করতে পারি?

রাজা।—এর চেয়ে প্রিয় আর কি হতে পারে? এখন এইমাত্র প্রার্থনা:—

তুমি দেবি নিত্য যেন
সুপ্রসন্না থাকো মোর পরে
—এই শুধু চাহি আমি
যেহেতু, সপত্নী আছে ঘরে।
থাকিতে এ অগ্নিমিত্র
প্রজাদের সুরক্ষক প্রভু,
অতি-বৃষ্টি অনাবৃষ্টি
উপদ্রব ঘটিবে না কভু।

[সকলের প্রস্থান।

সমাপ্ত

প্রবোধ-চন্দ্রোদয় নাটক

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর অনুবাদিত

পাত্রগণ

পুরুষবর্গ

সূত্রধার।

কামদেব—মনের প্রবৃত্তি-পক্ষের পুত্র এবং মহামোহের অনুচর।

বিবেক—মনের নিবৃত্তি-পক্ষের পুত্র ও নিবৃত্তি পক্ষের রাজা।

দম্ভ—লোভের পুত্র।

অহঙ্কার—মনের প্রবৃত্তি-পক্ষের পুত্র এবং মহামোহের অনুচর।

বটু—দম্ভের পরিচারক।

মহামোহ—মনের প্রবৃত্তি-পক্ষের পুত্র ও প্রবৃত্তিপক্ষের রাজা।

চার্ব্বাক—মহামোহের অনুচর।

লোভ—অহঙ্কারের পুত্র।

ক্রোধ—মনের প্রবৃত্তি-পক্ষের পুত্র এবং মহামোহের অনুচর।

দিগম্বর সিদ্ধান্ত—পাষণ্ড-মতাবলম্বী ও মহামোহের অনুচর।

বৌদ্ধমতাবলম্বী ভিক্ষু ও কাপালিক সোমসিদ্ধান্ত—মহামোহের অনুচর।

বস্তুবিচার ও সন্তোষ—বিবেকের অনুচর।

বিনীত—বিবেকের দূত।

মন—আত্মার পুত্র।

সঙ্কল্প—মনের মন্ত্রী।

বৈরাগ্য—মনের নিবৃত্তি-পক্ষের দ্বিতীয় পুত্র।

আত্মা—বিবেকের পিতামহ।

নিদিধ্যাসন—বিষ্ণুভক্তির আত্মীয়।

প্রবোধচন্দ্র—বিবেকের পুত্র।

স্ত্রীবর্গ

রতি—কামদেবের স্ত্রী।

মতি—বিবেকের স্ত্রী ও উপনিষদের সপত্নী।

উপনিষৎ—বিবেকের আর এক স্ত্রী।

তৃষ্ণা—লোভের স্ত্রী।

হিংসা—ক্রোধের স্ত্রী।

বিভ্রমবতী—মিথ্যাদৃষ্টির (নাস্তিকতা) সহচরী।

মিথ্যাদৃষ্টি—মহামোহের উপপত্নী।

শান্তি—শ্রদ্ধার কন্যা।

করুণা—শান্তির সখী।

সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা
ব্যাস-সরস্বতী (বেদান্ত) } বিষ্ণুভক্তির সহচরী।

মৈত্রী, ক্ষমা—বিষ্ণুভক্তির দাসী।

দিগম্বর-সিদ্ধান্তের মতাবলম্বিনী শ্রদ্ধা,
সোম-সিদ্ধান্তের মতাবলম্বিনী শ্রদ্ধা,
বৌদ্ধ ভিক্ষুর মতাবলম্বিনী শ্রদ্ধা } —ইহারা তামসী শ্রদ্ধা

প্রবোধ-চন্দ্রোদয় নাটক

মধ্যাহ্নে যেমতি গো মার্ত্তণ্ড-মরীচিকা
জলের প্রবাহ বলি'
মনে হয় অজ্ঞান বশতঃ,
সেইরূপ যে তত্ত্বরে পঞ্চভূতময় এই
ত্রৈলোক্য বলিয়া মনে
সহসা গো হয় প্রতিভাত,
পরে, পুষ্প-মালিকায় সর্প-কায়-ভ্রম-সম
জ্ঞানীদের সন্নিকটে
যার ভ্রান্তি হয় অন্তর্ধান
—সেই সে আনন্দ-ঘন সুবিমল তেজোময়
আত্মজ্ঞান-প্রকাশক
পরম আত্মায় করি ধ্যান।

অপিচ :—

অন্তর্নাড়ী-নিয়মিত বায়ু-যোগে যাহা উঠে
ব্রহ্মরন্ধ্র করি' অতিক্রম,
শান্তি-প্রিয় আত্মা-মাঝে প্রগাঢ় আনন্দরূপে
সহসা যা হয় উন্মীলন,
অর্দ্ধেন্দু-শেখর, সেই যোগীন্দ্র-ললাট দেশে
নেত্ররূপে যাহার উদয়,
সেই সে জগদ্-ব্যাপী অন্তরস্থ জ্ঞান-জ্যোতি
—হউক তাঁহার জয় জয়।

নান্দ্যন্তে সূত্রধার।

সূত্র।—অতিবাহুল্যে প্রয়োজন নাই। সমস্ত সামন্তগণের চূড়ামণির কিরণছটায় যাঁর চরণকমল উদ্ভাসিত, নরসিংহের ন্যায় যিনি প্রবল শত্রুগণের বক্ষ বিদীর্ণ করেছেন, প্রবলতর নরপতিকুলরূপে প্রবলমহার্ণবে যখন মেদিনী মগ্ন ছিল, তখন যিনি তাকে বরাহ-অবতারের ন্যায় উদ্ধার করেন, যাঁর দিগন্তব্যাপী কীর্ত্তি-ঘোষণায় লোকের শ্রুতি-বিবর পরিপূরিত, যাঁর প্রতাপানলের শিখা-সঙ্ঘ চারিদিকে নৃত্য করচে, সেই শ্রীমান্ গোপাল আমাকে এইরূপ আদেশ করেছেন :—

"আমার স্বভাব-সুহৃদ্ রাজা কীর্ত্তিবর্ম্মার দিগ্বিজয়-ব্যাপারে আমি নিযুক্ত থাকায়, পরম ব্রহ্মানন্দের পরিবর্ত্তে, বিবিধ-বিষয়-রসের আস্বাদনেই আমার বহু দিবস অতিবাহিত হয়েচে। এখন আমরা কৃতকার্য্য হয়েছি, এখন :—

নৃপতির বিপক্ষেরা
হইয়াছে সম্পূর্ণ দমন ;
খ্যাতনামা অমাত্যেরা
বসুমতী করিছে রক্ষণ ;
নৃপতি-মস্তক এবে
অলঙ্কৃত সানাগ্র-মালায়
—সসাগরা বসুন্ধরা
ঘেরা যথা সিন্ধু মেখলায়।

অতএব আমরা এখন শান্তি-রসাশ্রিত কোন নাটকের অভিনয়ে আত্মবিনোদন করতে ইচ্ছা করি। ইতি-পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ মিশ্র, প্রবোধ-চন্দ্রোদয় নামক যে নাটকখানি রচনা করে' তোমার হস্তে দিয়েছিলেন, সেইটি আজ শ্রীকীর্ত্তিবর্ম্মার সম্মুখে তোমার অভিনয় করতে হবে। আর, পরিষদের সহিত রাজারও এই অভিনয় দেখবার জন্য কৌতূহল হয়েচে।" আচ্ছা, তবে এখন গৃহে গিয়ে, গৃহিণীকে ডেকে সঙ্গীত আরম্ভ করে' দেওয়া যাক।

(পরিক্রমণ ও নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া)

এই দিকে একবার এসো তো ঠাকরুণ!

(নটীর প্রবেশ)

নটী।—এই আমি এসেছি; আজ্ঞা কর, কি করতে হবে।

সূত্র।—প্রিয়ে, তোমার তো জানাই আছে, যিনি প্রতিপক্ষ ভূপতিগণের বিপুল সৈন্যারণ্যে নিজ প্রজ্বলিত প্রতাপ-বহ্নি বিস্তৃত করে' ত্রিভুবনবিবর আলোকিত করেচেন, যাঁর কীর্ত্তি বিশ্বব্যাপিনী, যিনি

কেবল অভিমানশূন্য হয়ে অন্য রাজাদের সবলে জয় করে', কীর্ত্তিবর্ম্মা নৃপতিকে পুনর্ব্বার রাজ্যে অভিষিক্ত করেচেন ; আরও :—

যে সকল রণভূমে আজিও গো উন্মদ
রাক্ষস-তরুণীগণ
কর আস্ফালিয়া দেয় নৃ-কপালে তাল,
সেই তাল-ধ্বনি-সাথে পিশাচ-অঙ্গনাগণে
একত্র মিলিয়া সবে
মত্ত হয়ে নৃত্য করে অতীব করাল,
সেই সব রণভূমে
প্রচণ্ড ক্ষুভিত বায়ু সবে
করি-কুম্ভে ফুকারিয়া
যশোগান গাহে ঘোর রবে।

তিনি এখন শান্তি-পথে প্রস্থান করায়, আত্ম-বিনোদনের জন্য প্রবোধ-চন্দ্রোদয় নামক নাটক অভিনয় করতে আমাকে আদেশ করেছেন। অতএব তুমি এখন নটদের বেশভূষায় সুসজ্জিত হ'তে বল।

নটী।—(সবিস্ময়ে) কি আশ্চর্য্য! যিনি নিজ বাহুবলে সকল নৃপমণ্ডলকে পরাজিত ও শর-বর্ষণে জর্জ্জরিত করে' রণক্ষেত্রে মৃত তুরঙ্গের তরঙ্গ উঠিয়েছিলেন, নিরন্তর-নিপতিত শরজালে বিখণ্ডিত শত সহস্র উত্তুঙ্গ মাতঙ্গ-পর্ব্বত সৃজন করেছিলেন ; সমস্ত প্রচণ্ড ভুজদণ্ড-মন্দারের আঘাতে, কর্ণরাজের পদাতি-সৈন্য-সাগর মন্থন করে' বিজয়-লক্ষ্মী লাভ করেছিলেন, তাঁর চিত্তে কিরূপে এমন মুনিগণশ্লাঘ্য শান্তিরসের উদয় হ'ল বল দিকি ?

সূত্র।—দেখ প্রিয়ে! ব্রহ্মজ্যোতিঃ স্বভাবতঃই শান্ত ; কোন কারণ বশতঃ বিকার প্রাপ্ত হলেও, পরে আবার সে স্বভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। দেখ, সকল ভূপাল-কুলের রুদ্র প্রলয়-কালাগ্নি-স্বরূপ চেদি-রাজ কর্ণ, চন্দ্রবংশীয় আধিপত্যের মূলচ্ছেদ করায়, সেই আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যই তিনি এই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। দেখ :—

কল্পান্তে মহা-সিন্ধু হইয়া গো সংক্ষোভিত
পৃথিবীর শেষ গিরি
করয়ে লঙ্ঘন,
পরে সেই মহোদধি হইয়া প্রশান্ত স্থির
আপন সীমায় পুনঃ
করে আগমন।

আরও দেখ, ভগবান্ নারায়ণ জগতের হিতের নিমিত্ত অংশরূপে ক্ষিতিতলে অবতীর্ণ হয়ে, পৌরুষের কার্য্য সকল সম্পাদন করে', পরে আবার শান্তিলাভ করেন। পরশুরামও আর এক দৃষ্টান্তস্থল :—

একবিংশতিবার বহুসংখ্য নৃপতির
বসামাংস মস্তিষ্ক পঙ্কের মাঝারে,
বিগলিত রুধিরের সরিৎ-সলিল-স্রোতে
অভিষেক করিলা গো যিনি আপনারে ;
নৃপ-বাহুচ্ছেদ-পটু সুতীক্ষ্ণ পরশু দিয়া
বধিলেন যিনি বাল-বৃদ্ধ-বনিতারে
—নিজ বীর্য্যে পৃথ্বী-ভার করিয়া লাঘব,
উচ্ছেদ করিয়া রণে নৃপকুল সব,—
প্রজ্বলিত-কোপ সেই ঋষি জামদগ্ন্য
তপ করি' হন শেষে শান্তিরসে মগ্ন।

সেইরূপ, ইনিও এখন জয়লাভ করে' পরম শান্তি-নিষ্ঠা লাভ করেছেন। যেমন বিবেক প্রবল মোহকে পরাভূত করে' তত্ত্বজ্ঞান উৎপাদন করে, সেইরূপ এই গোপালও কর্ণকে পরাজিত করে' মহারাজ কীর্ত্তিবর্ম্মার আধিপত্য স্থাপন করেচেন।

নেপথ্যে।—আরে পাপিষ্ঠ নটাধম! কি? —আমরা জীবিত থাকতে, বিবেকের নিকট আমাদের প্রভু মহামোহের পরাজয়ের কথা বল্‌চিস্?

সূত্র।—(সভয়ে দেখিয়া) এই যে!

উত্তুঙ্গ পীবর কুচে করিয়া পীড়ন
দুই ভুজে রতি যাঁরে করে আলিঙ্গন
—এ হেন শ্রীমান্ কাম, নয়নের অভিরাম
মদঘূর্ণিত-লোচন,
মাতায়ে জগত-জনে ওই দেখ রতি সনে
হেথা করে আগমন।

দেখে মনে হয়, আমার কথায় উনি ক্রুদ্ধ হয়েছেন ; অতএব এখান থেকে আমার চলে' যাওয়াই শ্রেয়ঃ।

[প্রস্থান।

ইতি প্রস্তাবনা।

প্রথম অঙ্ক

(কাম ও রতির প্রবেশ)

কাম।—(সক্রোধে)—(আরে পাপিষ্ঠ নটাধম ইত্যাদি) দেখ, নটাধম!

যাবৎ না কমলাক্ষী সুন্দরী ললনাদের
দৃষ্টি-শর হয় গো পতন,
তাবৎ জ্ঞানীর চিত্তে শাস্ত্রজাত বিবেকের
প্রভাব থাকয়ে অনুক্ষণ।

হা হা হা!

রমণীয় হর্ম্ম্যতল,
সুনয়না নবীনা নায়িকা,
ভ্রমর-গুঞ্জিত লতা,
বিকচ-ফুল নবমালিকা,
—এসব অমোঘ অস্ত্র বরষি' যখন আমি
করি বিশ্ব জয়,
কোথা থাকে তখন সে বিবেক-বিভব, আর
প্রবোধ-উদয়?

রতি।—নাথ! আমার মনে হয়, বিবেকই মহারাজ মহামোহের বিষম শত্রু।

কাম।—প্রিয়ে! বিবেকের নামমাত্রেই কেন তোমার মনে এই স্ত্রী-সুলভ ভয় উপস্থিত হল বল দিকি? দেখ সুন্দরি!

থাকিতে গো মোর এই পুষ্পময় বাণ, আর
পুষ্প-শরাসন,
সুরাসুর-বিশ্বলোক মুহূর্ত্ত করিতে নারে
ধৈরয ধারণ।

তুমি তো জানো :—

অহল্যার উপপতি হন সুরপতি,
ব্রহ্মা হন অনুরক্ত সন্ধ্যা-বালা প্রতি,
গুরুর পত্নীরে ইন্দু করিল ভজনা,
আমা হতে অপথে কে, না যায় বল না?
বিশ্বনাশে এ বাণের হয় কি গো শ্রম?
—অনায়াসে করিবে সে বিজয়-সাধন।

রতি।—সে কথা সত্য; তবুও এই মহাসহায়-সম্পন্ন শত্রুকে ভয় করতে হয়; কেন না, শুনতে পাই, যম-নিয়মাদি এঁর অমাত্য।

কাম।—প্রিয়ে! এই যে সব বিবেকের প্রবল অমাত্য দেখছ, আমরা আক্রমণ করবামাত্রই এরা পলায়ন করবে। দেখ :—

দাঁড়াতে পারে কি গো আমার সম্মুখে কভু
তপস্যা, সন্ন্যাস, ব্রহ্মচর্য্য?
—অহিংসা ক্রোধের কাছে?—লোভের সম্মুখে, সত্য
অপ্রতিগ্রাহিতা অচৌর্য্য?

যাদের মানসিক বিকার নেই, তারাই যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা, সমাধি সাধন করতে পারে; তা ছাড়া স্ত্রীলোকেরাই ওদের মারণ-দেবতা, সুতরাং তারা আমাদের আয়ত্তের মধ্যে। কেন না :—

সুন্দরী কামিনীদের বিলাস ও পরিহাস
দরশন, স্মরণ, ভাষণ,
কেলি-আলিঙ্গন আদি— জেনো মনো-বিকারের
এই সব যথেষ্ট কারণ।

বিশেষতঃ আমাদের প্রভুর প্রিয়পাত্র মদ, মান, মাৎসর্য্য, দম্ভ, লোভাদি, এই যম-নিয়মাদিকে যখন আক্রমণ করবে, তখন তারা নিশ্চয়ই আমাদের রাজ-মন্ত্রী-অধর্ম্মের শরণাগত হবে।

রতি।—শুনেছি নাকি, তোমাদের ও শমদম প্রভৃতির উৎপত্তি-স্থান একই।

কাম।—প্রিয়ে! কি বল্লে, উৎপত্তি-স্থান একই? শুধু তা নয়, আমাদের জনক ও একই।

মায়াতে, ঈশ্বর-যোগে প্রথমেই মন নামে
সুবিখ্যাত পুত্র এক
লভিল জনম;
পরে সেই মন পুন ত্রিলোক করিয়া সৃষ্টি
মোদের এ কুল-দ্বয়
করিল সৃজন।

তাঁর প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি নামে দুই ধর্ম্মপত্নী; তা[illegible] মধ্যে, প্রবৃত্তিতে যে কুল উৎপন্ন হয়, সেটি মহা[illegible] প্রধান; আর, নিবৃত্তিতে যে কুল উৎপন্ন হয়, সেটি বিবেক-প্রধান।

রতি।—আচ্ছা নাথ! যদি তোমাদের জনক একই হল, তবে ভ্রাতৃগণের মধ্যে পরস্পর এরূপ শত্রুতা কেন?

কাম।—প্রিয়ে!

এক দ্রব্য-ভোগকামী ভ্রাতৃগণ-মাঝে
শত্রুতা তো এ জগতে প্রসিদ্ধই আছে।
পৃথ্বীরাজ্য-তরে, দেখ কুরুপাণ্ডুগণ
লোক-ক্ষয়কারী যুদ্ধ করিল বিষম।

এই সমস্ত জগৎ আমাদের পিতার উপার্জ্জিত, আমরা পিতার প্রিয় পুত্র বলে' আমরাই সমস্ত আক্রমণ করেছি। আর, তারা রাজ্য অধিকার করতে

পারুচে না বোলে, পিতাকে ও আমাদের বিনষ্ট করতে উদ্যত হয়েচে।

রতি।—(কর্ণ আবরণ করিয়া) ও পাপ কথা শুনতে নেই। তারা কি কেবল বিদ্বেষবশতই এই পাপকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েচে? সে যাই হোক, এখন এর উপায় কি?

কাম।—প্রিয়ে! এর কিঞ্চিৎ নিগূঢ় কারণ আছে।

রতি।—নাথ! সে কারণটা প্রকাশ কচ্চ না কেন?

কাম।—প্রিয়ে! তুমি স্ত্রীলোক, স্বভাবতঃ ভীরু, এই জন্যই পাপিষ্ঠদের সেই দারুণ কার্য্যের কথা তোমার কাছে বলচিনে।

রতি।—(সভয়ে) নাথ! বল না, সে কিরূপ কাজ?

কাম।—প্রিয়ে! ভয় পেয়ো না; এইরূপ জনশ্রুতি আছে, আমাদের এই বংশে কাল-রাত্রিরূপা বিদ্যা নামে এক রাক্ষসীর জন্ম হবে; সেই হতাশদের এই একমাত্র আশা।

রতি।—ও মা, কি হবে! তোমাদের কুলে রাক্ষসী?—শুনে যে আমার হৃৎকম্প হচ্চে।

কাম।—প্রিয়ে! এ কেবল জনশ্রুতি!

রতি।—আচ্ছা, সেই রাক্ষসী জন্মে' কি করবে?

কাম।—প্রিয়ে! এইরূপ আকাশ-বাণী আছে:—

সেই আদি পুরুষের গৃহিণী যে মায়া
—পরশ না করিয়াও পুরুষের কায়া—
মন নামে পুত্র এক করে সে প্রসব,
তাহাতে জন্মিল ক্রমে এই লোক সব।

বিদ্যা নামে কন্যা পুন তারি কুলে করিয়া গো
জনম গ্রহণ
পিতা মাতা ভ্রাতৃগণে— সমস্ত আপন কুলে
করিবে ভক্ষণ।

রতি।—(ভয়ে কম্পমান হইয়া) নাথ! রক্ষা কর! রক্ষা কর! (ভর্ত্তাকে আলিঙ্গন)

কাম।—(স্পর্শসুখে স্বগত)

তরলিত আঁখি-তারা, দৃষ্টিটি আকুল-পারা,
অধীর নয়ন।
উত্তুঙ্গ স্তনদ্বয় ভয়ে বিকম্পিত হয়
—সুখ-পরশন।
মণি-বলয়-গুঞ্জনে বাহু-ব্রততী-বন্ধনে
কিবা আলিঙ্গন!
তনু মোর লোমাঞ্চিত—আনন্দিত সম্মোহিত
হল যে গো মন।

(প্রকাশ্যে—দৃঢ় আলিঙ্গন করিয়া) প্রিয়ে ভয় নাই, আমরা জীবিত থাক্‌তে কি বিদ্যার উৎপত্তি হতে পারে?

রতি।—আচ্ছা নাথ! সেই রাক্ষসীর উৎপত্তি কি তোমাদের বিপক্ষদের অভিপ্রেত?

কাম।—হাঁ, তাদের অভিপ্রেত বৈ কি। বিবেক নিজ পত্নী উপনিষদ্ দেবীতে, প্রবোধচন্দ্র ও তাঁর ভগিনী বিদ্যার উৎপাদন করবেন; আর, সেই বিষয়ে এই শম, দম প্রভৃতি সকলেই উদ্যোগী।

রতি।—নাথ! কেন সেই দুর্বিনীত লোকেরা আত্মবিনাশকারিণী বিদ্যার জন্মকে শ্লাঘার বিষয় মনে করচে বল দিকি?

কাম।—প্রিয়ে, যে পাপিষ্ঠেরা কুলক্ষয়ে প্রবৃত্ত হয়, তারা কি আপনার ইষ্টানিষ্ট গণনা করে? দেখ:—

যাহারা গো স্বভাবতঃ মলিন-হৃদয় অতি
আর ক্রূর-মন,
তাদের উৎপত্তি হয় জনক ও আপনার
বিনাশ-কারণ।
অনলে উৎপন্ন ধূম প্রথমে গো মেঘ-রূপে
হয় পরিণত;
সেই মেঘ বরষিয়া অগ্নিরে করয়ে নাশ
—নিজেও নিহত।

নেপথ্যে।—আরে পাপিষ্ঠ দুরাত্মা! আমাদের তুই পাপিষ্ঠ বলে' নিন্দা করচিস্? দেখ:—

কার্য্যাকার্য্য-জ্ঞানহীন কলঙ্কী বিপথগামী
গুরু যদি হয়,
তাঁহারেও পরিত্যাগ অবশ্য করিতে হবে
জানিও নিশ্চয়।

—পুরাবিৎ পণ্ডিতগণ এইরূপ পৌরাণিকী কথা বলে' থাকেন। দেখ, আমাদের পিতা মন অহঙ্কারের অনুবর্ত্তী হয়ে, জগৎপতি পিতাকেও বন্ধন করেছেন; আবার আমাদের পিতা মনও মহামোহ প্রভৃতির দ্বারা দৃঢ়রূপে বদ্ধ হয়ে আছেন।

কাম।—(দেখিয়া)—প্রিয়ে! ঐ দেখ, আমাদের কুল-শ্রেষ্ঠ বিবেক, মতিদেবীর সহিত এই-খানে আসচেন। ঐ দেখ :—

বশীভূত রাগাদির তিরস্কারে হৃতকান্তি
কৃশাঙ্গ লক্ষিত গো এই মানী জন।
ম্লান মতি দেবী-সহ বিরাজেন ইনি দেখ
শিশির-আচ্ছন্ন-কান্তি শশাঙ্ক যেমন॥

অতএব এখানে থাকা আমাদের উচিত হয় না।

[প্রস্থান।

ইতি বিষ্কম্ভক।

(রাজা বিবেক ও মতি-দেবীর প্রবেশ)

রাজা।—প্রিয়ে! এই বটুর মদগর্ব্বিত বাক্য শুন্‌লে?—আমাদের পাপাচারী বলে' কি না নিন্দা করে!

মতি।—নাথ! আপনার দোষ কেউ কি দেখতে পায়?

দুষ্ট অহঙ্কার আদি চিদানন্দময় সেই
নিখিল জগৎপতি নিত্যনিরঞ্জনে
বন্ধন করিয়া দেখ শত দৃঢ় পাশ দিয়া
কি দশা করিল তাঁর, দেখ ভাবি মনে।

সেই তারা হল পুণ্যকারী, আর আমরা তাঁর পাশ-মোচনে প্রবৃত্ত হয়েচি—আমরা কি না হলেম পাপাচারী! অহো! এ সংসারে দুরাত্মাদেরই জয়!

মতি।—নাথ! শুনেছি নাকি পরমেশ্বর সহজা-নন্দ সুন্দর-স্বভাব, নিত্য প্রকাশমান, আর সকল ভুবনেই তাঁর প্রভাব দীপ্যমান; তবে কি প্রকারে এই দুর্বিনীতেরা তাঁকে বন্ধন করে' মহামোহ-সাগরে নিক্ষেপ করলে বল দিকি?

রাজা।—প্রিয়ে!

কিবা ধীর কিবা শান্ত, মহোদয়, কি নীতিজ্ঞ,
স্বচ্ছ সুবিমল-চিত্ত, কিবা সুধীজন।
সকলেই নারী হতে হইয়া গো প্রতারিত
স্বাভাবিক ধৈরয হারায় আপন।
স্বয়ং আত্মাপুরুষের মায়া-সহবাস-বশে
হ'ল এইরূপে দেখ আত্ম-বিস্মরণ॥

মতি।—নাথ! রেখা-মাত্র অন্ধকারে কি সহস্র-রশ্মি সূর্য্য আচ্ছাদিত হতে পারে? তবে যে দেবতা দীপ্যমান মহা-আলোক-সাগর—তিনি মায়াতে কি প্রকারে অভিভূত হবেন?

রাজা।—প্রিয়ে! এ তত্ত্ব বিচারের অগম্য বেশ-বিলাসিনী যেমন নানা প্রকার ভাবভঙ্গীর দ্বারা পরপুরুষকে বঞ্চনা করে, সেইরূপ মায়াও অলীক সত্তার দ্বারা আত্মাপুরুষকে বঞ্চনা করে, দেখ :—

স্বভাবত নির্ব্বিকার —স্ফটিক-মণির ন্যায়
যিনি প্রভান্বিত,
সেই দেবে এই মায়া —অনার্য্যা যে অতিশয়—
করিল বিকৃত।
সহবাসে যদিও সে একটুও দীপ্তি তাঁর
নাশিতে অক্ষম,
তথাপি সে পুরুষের অধীরতা উৎপাদিতে
পারে বিলক্ষণ।

মতি।—আচ্ছা, মায়া যে এইরূপে সেই উদার চরিত পুরুষকে প্রতারণা করচে—এর কারণটা কি?

রাজা।—কোন প্রয়োজন বা কারণ দেখে যে মায়া এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েচে, তা নয়, স্ত্রীশিল্পী দের স্বভাবই এই। তারা :—

কভু করে সম্মোহিত, আনন্দিত কখন বা
করে বিড়ম্বনা;
চিত্তের চাঞ্চল্য আনে, সুখ দেয়, কভু করে
বিষাদ-ঘটনা।

আরও একটি কারণ আছে।

মতি।—নাথ! সে কারণটি কি?

রাজা।—সেই দুশ্চারিণী মায়া এইরূপ ভেবে ছিল :—"আমার তো যৌবন গেছে, এখন আমি বৃদ্ধা হয়েচি। আর এই প্রাচীন পুরুষও স্বভাবত বিষয়-রসে বিমুখ, অতএব এখন নিজ পুত্রকেই পরমেশ্বরের কাছে প্রতিষ্ঠা করা যাক্।" সেও মাতার এই অভি-প্রায় জান্‌তে পেরে, পরমেশ্বরের নিতান্ত নিকটে থেকে, পরমেশ্বর-পদেই প্রতিষ্ঠিত হয়েচে, এইরূপ আপনাকে মনে করলে; তার পর সে নবদ্বার পুর সকল নির্ম্মাণ করে' :—

এক হইয়াও সে গো ভিন্ন ভিন্ন বহু পুরে
করিয়া প্রবেশ
—মণি-প্রতিবিম্ব প্রায়— ভাবিল—যা করে সেই
করে পরমেশ।

মতি।—যেমন মাতা, পুত্রটিও দেখ্‌চি সেইরূপ জন্মেছে।

রাজা।—তার পর, সেই আত্মা-পুরুষ মনের জ্যেষ্ঠপুত্র ও নিজের পৌত্র অহঙ্কারের সহিত সম্মিলিত হয়ে :—

"আমার হয়েছে জন্ম, আমার জনক ইনি
ইনি গো জননী ;
এই কুল, এই পুত্র, এই শত্রু, এই মিত্র,
এই মোর ভূমি ;
এই পত্নী, এই ধন, এই সৈন্য, এই বিদ্যা,
এই মোর সুহৃদ বান্ধব,"
—মায়ায় আসক্ত হয়ে —অবিদ্যা-নিদ্রায় মগ্ন—
কল্পনায় দেখে স্বপ্ন সব।

মতি।—নাথ! পরমেশ্বর যদি এরূপ সুদীর্ঘ নিদ্রায় অভিভূত হইলেন, তা হ'লে কিরূপে প্রবোধের জন্ম হবে ?

রাজা।—(লজ্জায় অধোবদন)

মতি।—নাথ! তুমি লজ্জায় অধোবদন হয়ে মৌন হয়ে রইলে কেন বল দিকি ?

রাজা।—প্রিয়ে, সপত্নীর প্রতি স্ত্রীলোকদের স্বভাবতই ঈর্ষ্যা জন্মে, তাই অপরাধীর ন্যায় প্রকাশ করে' বলতে আমার শঙ্কা হচ্চে।

মতি।—সামান্য স্ত্রীলোকেরাই সপত্নীর প্রতি ঈর্ষ্যা করে' থাকে ; আর, সরস-বিষয়ে প্রবৃত্ত বা ধর্ম্মব্যবসায়ে নিযুক্ত যে স্বামী, তার মনে ক্লেশ দেয়।

রাজা।—তবে শোনো বলি :—

উপনিষৎ দেবী নামে
আছে মোর অপর পত্নিনী,
—সুচির-বিচ্ছেদে সে গো
ঈর্ষ্যা-ভরে হয়েচে মানিনী।
শান্তি আদি দূতীদের অনুকূলতায় যদি
তাঁর সনে সম্মিলন হয়,
আর যদি ক্ষণকাল তুমি থাকো মৌন হয়ে
ত্যাগ করি' ভোগের বিষয়,
তা হলে জাগ্রৎ-স্বপ্ন সুষুপ্তির অন্তর্দ্ধানে
হইবে গো প্রবোধ উদয়।

মতি।—নাথ! যদি এইরূপে দৃঢ়গ্রন্থিবদ্ধ আমাদের সেই কুলপ্রভু আত্মা-পুরুষের বন্ধন-মোচন হয়, তা হলে তুমি চিরকাল কেন উপনিষৎ দেবীর সঙ্গে মিলিত হয়ে থাকো না ; তাতে আমি বরঞ্চ সুখীই হব।

রাজা।—প্রিয়ে! তুমি যদি প্রসন্ন থাকো, তা হলে আমাদেরও মনোরথ সিদ্ধ হয়। দেখ :—

যিনি এক অদ্বিতীয় যিনি গো শাশ্বত প্রভু
জগতের আদি,
তাঁরে বহু ভাগ করি' ভিন্ন ভিন্ন গৃহে যারা
রাখিয়াছে বাঁধি,
আর যারা এইরূপে পরম সে পুরুষেরে
মৃত্যু-বশে করে আনয়ন
—বিদ্যা-যোগে সেই সব ব্রহ্মভেদকারীদের
প্রাণান্তিক প্রায়শ্চিত্ত
করিয়া সাধন
ব্রহ্মের একতা পুন করিব স্থাপন।

আচ্ছা, তবে এই কার্য্যসাধনের জন্য শম-দমাদিদের নিযুক্ত করা যাক।

[প্রস্থান।

ইতি সংসারাবস্থার নামক প্রথম অঙ্ক।

দ্বিতীয় অঙ্ক

দৃশ্য—বারাণসী

(দম্ভের প্রবেশ)

দম্ভ।—মহারাজ মহামোহ আমাকে এইরূপ আদেশ করেচেন :—"বিবেক-রাজ, অমাত্যের সহিত মিলিত হয়ে, যাতে প্রবোধ-চন্দ্রের উদয় হয়, তদ্বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করে', প্রসিদ্ধ-প্রসিদ্ধ সকল তীর্থস্থানেই শম-দমাদিকে প্রেরণ করেচেন। এখন আমাদের কুলক্ষয় হবার উপক্রম হয়েচে ; অতএব এর প্রতিবিধান করা তোমাদের কর্ত্তব্য ; আর, পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ মুক্তি-ক্ষেত্র বারাণসী নামক নগরীতে গিয়ে, চতুর্ব্বিধ আশ্রমীদের মুক্তিতে যাতে ব্যাঘাত ঘটে, তারই তোমরা এখন চেষ্টা কর।" তাই আমি এখন বারাণসী নগরীকে বিশেষরূপে বশীভূত করে,' মহারাজ যেরূপ আদেশ করেছেন—সমস্তই সম্পাদন করেচি। তাই আমার অধিষ্ঠানে এখন :—

ধূর্ত্তগণ বেশ্যা-গৃহে সুরা-গন্ধী মুখ-মধু
করিয়া সেবন,
মন্মথোৎসব-রসে সমস্ত চাঁদিনী রাত
করিয়া যাপন,
বলে "মোরা সর্ব্বজ্ঞ, মোরা চির-অগ্নিহোত্রী
ব্রহ্মজ্ঞ তাপস।"
এইরূপে জগতেরে করে তারা প্রবঞ্চনা
হইলে দিবস॥

(দেখিয়া) কে এই পথিকটি ভাগীরথী পার হয়ে এ দিকে আস্‌চে? দেখ না, উনি আস্‌চেন:—

প্রজ্বলিত অভিমানে
ত্রিলোক করিয়া যেন গ্রাস,
তিরস্কারি' বাক্য-জালে,
প্রজ্ঞারে করিয়া উপহাস।

তাই আমার মনে হয়, ইনি দক্ষিণ-রাঢ়দেশ হতে আসচেন। ভালই হল, এঁর নিকটে পিতামহ অহঙ্কারের সংবাদ জান্‌তে পারা যাবে।

(অহঙ্কারের প্রবেশ)

অহং।—অহো! এ জগতে অধিকাংশ লোকই মূর্খ! দেখ না কেন, অনেকেই:—

মহাগুরু "প্রভাকর" —মীমাংসাকারীর মত
করেনি শ্রবণ;
"তুতাত-ভট্টের কৃত ন্যায়-দরশনখানি
করেনি দর্শন;
"বাচস্পতি" দূরে থাক্, "সালিকেরো" বাক্য-তত্ত্ব
জানে না কেমন;
"মহোদধি-সূক্ত" তাও নহে অবগত;
আরো, নাহি জানে যজ্ঞ-মীমাংসার মত;
বস্তুতত্ত্ব না করিয়া সূক্ষ্ম নিরূপণ
কেমনে আছে গো সুস্থ নর-পশুগণ?

(দেখিয়া) এই যে লোক সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন কচ্চে, এদের কেবল অধ্যয়নই সার; এরা শাস্ত্রের অর্থ কিছুই বুঝ্‌তে পারচে না, কেবল বেদেরই বিপ্লব ঘটাচ্চে। (পুনর্ব্বার অন্য দিকে গিয়া) আরে! এরা দেখচি ভিক্ষালাভের জন্যই যতি-ব্রত গ্রহণ করেছে; আর, মুণ্ডিতমস্তক হয়ে আপনাদের জ্ঞানী মনে করে' বেদান্তশাস্ত্রকে আকুল করে' তুলেছে। (হাস্য করিয়া)

প্রমা-সিদ্ধ জ্ঞান যেই প্রত্যক্ষ-আদি,
বেদান্ত তাহার যে গো বিরুদ্ধার্থবাদী
—সেই বেদান্তকে যদি শাস্ত্র বলি' মানো,
কি করিল অপরাধ তবে বৌদ্ধগণ?

(আবার অন্য দিকে গিয়া) এই যে এইখানে এই সব শৈব-পাশুপতাদি পশুর দল, আর দুরভ্যন্ত অক্ষপাদ-দর্শনের মতাবলম্বী পাষণ্ডেরা—এদের দর্শনমাত্রেই লোকে নরকগামী হয়; অতএব দূর হতেই এদের দর্শন-পথ পরিহার করা কর্ত্তব্য। (অন্য দিকে গমন করিয়া) এরা আবার কে? এরা যে দেখ্‌চি:—

জাহ্নবী-তরঙ্গাহত শিলাতলে আছে বসি'
দীপ্যমান আসন পাতিয়া;
সন্মুখে সমুজ্জ্বল কমণ্ডলু; মহাদণ্ড
সুশোভিত কুশমুষ্টি দিয়া;
অক্ষমালা বীজগুলি অঙ্গুলীতে ব্যগ্রভাবে
একে একে করিছে গ্রহণ;
কি আশ্চর্য্য! এই সব দাম্ভিকেরা ধনীদের
চিত্ত সদা করয়ে হরণ।

(অন্য দিকে গিয়া) এরা তো নিতান্ত ভ্রান্ত; এদের ত্রিদণ্ডমাত্র জীবনোপায়; এরা দ্বৈত অদ্বৈত উভয় মার্গ হতেই পরিভ্রষ্ট। (অন্যত্র গিয়া) ওহে! কার এই দ্বারদেশে উচ্চ বংশ-দণ্ড পোতা রয়েছে? সূক্ষ্ম শুভ্র ধৌত বস্ত্র সকল ঝুলচে; স্থানে স্থানে মৃগচর্ম্ম পাতা আছে; কোথাও বা শিলা-প্রস্তর সকল রয়েছে; চমস, উদূখল, মুষল প্রভৃতি যজ্ঞ-পাত্র ইতস্তত বিক্ষিপ্ত; অগ্নিতে অনবরত ঘৃতাহুতি দেওয়ায় তার ধূমে গগনমণ্ডল একেবারে শ্যামবর্ণ হয়ে গেছে। হাঁ, তাই বটে, গঙ্গার অনতিদূরে একটি আশ্রম দেখা যাচ্চে। এটি নিশ্চয় কোন গৃহস্থের গৃহ হবে। আচ্ছা, তবে এই পবিত্র স্থানটিতে দুই তিন দিন বাস করা যাক্।

(গৃহে প্রবেশ করত দেখিয়া)

এই যে!

ললাট উদর কণ্ঠ বাহু বক্ষ পৃষ্ঠ,
জানু ও চিবুক আর উরু, গণ্ড ওষ্ঠ
—তিলক-লাঞ্ছিত; আর,
কটিদেশ, কেশ, হস্ত, কাণ

কুশাঙ্কুরে সুশোভিত,
ইনিই তো দম্ভ মূর্ত্তিমান।

আচ্ছা, ওঁর নিকটেই যাওয়া যাক্। (নিকটে গিয়া) কল্যাণ হোক্!

দম্ভ।—উঁহু (হুঙ্কারে বারণ করত)

(বটুর প্রবেশ)

বটু।—ব্রাহ্মণ! দূরে থাকুন; পাদপ্রক্ষালন করে' এই আশ্রমে প্রবেশ করতে হয়।

অহং।—(সক্রোধে) আরে, আমরা দেখ্ছি তুরস্কদেশে এসেছি; তা নইলে অতিথি ব্রাহ্মণকেও গৃহস্থেরা পাদপ্রক্ষালনের জল দেয় না।

দম্ভ।—(হস্ত-ইঙ্গিতে আশ্বস্ত করণ)

বটু।—গুরুদেব এই আদেশ করচেন, আপনি দূরদেশ হতে এসেছেন, আপনার কুলশীল আমাদের জানা নেই।

অহং।—আরে পাপিষ্ঠ! আমাদেরও কুলশীল আবার পরীক্ষা করতে হবে? আচ্ছা, তবে শোনো।

অত্যুত্তম রাজ্য এক, গৌড় তার নাম
—তাহারি গো রাঢ় দেশে ভূরিশ্রেষ্ঠী গ্রাম;
সে গ্রামে করেন বাস শ্রেষ্ঠ মোর পিতা,
তাঁর গুণী পুত্রদের কে না জানে হেথা?
তার মাঝে সর্ব্বোত্তম জানিবে আমারে
প্রজ্ঞা-শীল-বুদ্ধি-ধৈর্য্যে বিনয় আচারে।

দম্ভ।—(বটুকে দর্শন)

বটু।—(তাম্র-ঘটী লইয়া প্রবেশ) মহাশয় পদ-প্রক্ষালন করুন।

অহং।—(বটুর হস্ত হইতে তাম্রঘটী লইয়া) আচ্ছা, এতে আর দোষ কি? (তথা করিয়া নিকটে আগমন)

দম্ভ।—(দন্ত পীড়ন করিয়া) ব্রাহ্মণ! আপনি একটু সরে' দাঁড়ান; কি জানি, যদি আপনার পায়ের ঘর্ম্মবিন্দু বাতাসে এই দিকে উড়ে আসে।

অহং।—অহো! অপূর্ব্ব এই ব্রাহ্মণ্য!

বটু।—এইরূপই বটে। দেখুন ব্রাহ্মণ!

যত নরপতিগণ না পারি' করিতে স্পর্শ
ও পদ-যুগল
চূড়ামণি-প্রভাজালে পাদপীঠ-ভূমি-দেশ
করেন উজ্জ্বল।

অহং।—(স্বগত) এ দেখ্‌ছি দম্ভের অধিকৃত দেশ; আচ্ছা, এই আসনে বসা যাক্। (বসিতে উদ্যত)

বটু।—(বারণ করিয়া) হাঁ হাঁ, করেন কি? করেন কি? গুরুদেবের আসন অন্যে অধিকার করবে?

অহং।—আরে পাপিষ্ঠ! আমরাও দক্ষিণ-রাঢ়ের শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ, আমরা এ আসনে বসবার উপযুক্ত। শোন্ রে মূর্খ!

মোদের জননী যিনি —তত শুদ্ধ কুলে জাত
নহেন তিনিও
যেমন আমার পত্নী —সুশ্রোত্রিয়-কুলোৎপন্ন
শীলে অদ্বিতীয়;
তাই জানিবে গো, আমি পিতা হইতেও শ্রেষ্ঠ
অতি মাননীয়।
মম শ্যালকের যে গো বিমাতা-মাতুল-পুত্র
—মিথ্যা দোষে হয় শাস্তি তার;
সেই সম্বন্ধের বশে স্বগৃহিণী প্রিয়াকেও
করিয়াছি আমি পরিহার।

দম্ভ।—তা হলেও, আমার বৃত্তান্ত তো আপনার জানা নেই! দেখুন:—

পূর্ব্বকালে একবার গিয়াছিনু শোনো বলি
ব্রহ্মার সদনে;
অমনি গো মুনিগণ উঠিল আসন ছাড়ি'
আমার দর্শনে।
অনুমতি লয়ে ব্রহ্মা গোময়-সলিলে উরু
করিয়া মার্জ্জিত
তদুপরি আমারে গো সমাদরে বসালেন
হয়ে ত্বরান্বিত।

অহং।—অহো! দাম্ভিক ব্রাহ্মণের কি অত্যুক্তি! (চিন্তা করিয়া) অথবা ইনিই স্বয়ং মূর্ত্তিমান দম্ভ। আচ্ছা, একে তবে খুব একটু শুনিয়ে দি, (সক্রোধে) আঃ, কেন এত গর্ব্ব করিস্? ওরে শোন্:—

হোন্ ইন্দ্র, হোন্ ব্রহ্মা,
হউন না ঋষিদের বাবা
তাহারা তো অতি তুচ্ছ
—তারা সবে মোর কাছে কেবা?

শত ব্রহ্মা, শত ইন্দ্র
শত শত মুনি ঋষিগণে
পাতিত করিতে পারি
তপোবলে, জেনো ইহা মনে।

দম্ভ।—(দেখিয়া সানন্দে) এ কি? আমাদের পিতামহ অহঙ্কার এসেছেন দেখচি যে। মহাশয়! আমি লোভের পুত্র, আমার নাম দম্ভ, আপনাকে প্রণাম করি।

অহং।—এস এস ভাই এস, চিরজীবী হও; দ্বাপরের শেষে আমি তোমাকে স্বল্প-বয়স্ক বালক দেখেছিলেম। সম্প্রতি কালবশে তুমি বার্দ্ধক্যগ্রস্ত হয়েছ, তাই তোমাকে ঠিক চিন্‌তে পারি নি। ভাল, তোমার পুত্র অসত্যের কুশল তো?

দম্ভ।—আজ্ঞে হাঁ; সেও এইখানেই আছে; তাকে ছেড়ে আমি এক মুহূর্ত্ত থাক্‌তে পারি নে।

অহং।—তোমার পিতা লোভ ও মাতা তৃষ্ণাও কি এখানেই থাকেন?

দম্ভ।—আজ্ঞে হাঁ, মহারাজ মহামোহের আজ্ঞাক্রমে তাঁরাও এইখানে থাকেন। কি প্রয়োজনে মহাশয়ের এখানে আগমন?

অহং।—ভাই, আমি শুনেছি, বিবেক নাকি মহামোহের বড়ই অনিষ্ট কর্‌চে, তাই তার বৃত্তান্ত জানবার জন্ম আমার এখানে আসা।

দম্ভ।—আপনার শুভাগমনে ভালই হ'ল; মহামোহ ইন্দ্রলোক হতে এইখানে আস্‌চেন শুন্‌চি; আর এইরূপ জনশ্রুতি যে, বারাণসীকে তাঁর রাজধানী করবেন।

অহং।—তাঁর বারাণসীতে অবস্থান করবার কারণটা কি?

দম্ভ।—মহাশয়! বিবেকের কার্য্যে ব্যাঘাত করা, আর কিছু নয়। দেখুন

বিদ্যা ও প্রবোধোদয় — উহাদের জন্মভূমি
নির্ব্বিঘ্ন ব্রহ্মপুরী সেই বারাণসী;
তাই তিনি তাহাদের উচ্ছেদ-ইচ্ছুক হয়ে
তথায় করিতে বাস সদা অভিলাষী।

অহং।—(সভয়ে) তা বটে; কিন্তু এর প্রতীকার করা দুঃসাধ্য; যেহেতু, বারাণসী পুরীতে স্বয়ং ভগবান্ মহেশ্বর অজ্ঞানী লোকদের ভব-ভয়-ভঞ্জন তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ দিয়ে থাকেন।

দম্ভ।—এ কথা সত্য; কিন্তু যারা কাম-ক্রোধে অভিভূত, তাদের জ্ঞানোদয়ের কোন সম্ভাবনা নেই। তাই শাস্ত্রে আছে :—

যার হস্ত-পদদ্বয়
আর মন আছে সুসংযত
তারি বিদ্যা, তপ, কীর্ত্তি
—তীর্থ-ফল তারি হস্তগত।

নেপথ্যে।—ওহে দুরবাসিগণ! তোমরা শোনো, মহারাজ মহামোহ এখানে আগমন কর্‌চেন।

চন্দনে সিঞ্চিত করি' স্ফটিক মণির বেদি
এখনি গো কর সংস্কার!
যন্ত্র মার্গ কর মুক্ত গৃহে গৃহে চতুর্দ্দিকে
জল-ধারা হউক বিস্তার।
উঠাও গো চারিদিকে মণি প্রভা-উদ্ভাসিত
তোরণের শ্রেণী—
উড়াও গো সৌধ-শিরে ইন্দ্র-ধনু-চিত্রবর্ণ
পতাকা এখনি।

দম্ভ।—মহাশয়!—মহারাজ নিকটবর্ত্তী; এগিয়ে গিয়ে ওঁর অভ্যর্থনা করুন।

অহং।—হাঁ, চল যাওয়া যাক।

[সকলের প্রস্থান।

ইতি বিষ্কম্ভক।

(পরিজন-বেষ্টিত মহামোহের প্রবেশ)

মহা।—(উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া) কি আশ্চর্য্য! এই জড়বুদ্ধিরা যা তা অবাধে বিশ্বাস করে। তারা মনে করে—

দেহ-ছাড়া মূর্ত্তি এক আছে আত্মা-নামে
কর্ম্ম-ফল-ভোক্তা সে গো পরলোক-ধামে।
আকাশ-কুসুম হতে
স্বাদু ফল অলীক যেমনি
ইহাদেরো মনোরথ
অবিকল জানিবে তেমনি।

দেখ, এই মূঢ়েরা স্বকপোল-কল্পিত আত্মার অস্তিত্ব অবলম্বন করে' জগৎকে বঞ্চনা কর্‌চে।

যে বস্তু নাহি, তাহা আছে বলে' মিছামিছি
অবিরত করিয়া জল্পনা

বাচাল সে আস্তিকেরা সত্যবাদী নাস্তিকের
বৃথা নিন্দা করয়ে ঘোষণা
শোনো গো তোমরা সবে! কালবশে পরিণামে
পঞ্চভূতে মিশে যেই দেহ
সে দেহের অতিরিক্ত পৃথক্ বিভিন্ন জীব
তোমরা কি দেখিয়াছ কেহ?
—তাহা হলে বলিব গো তোমাদের কথা
সমস্তই সত্য—কিছু নহেক অযথা।

এইরূপে এরা শুধু জগৎকে নয়—আপনাদেরও বঞ্চনা করেচে।

মুখ অবয়ব-আদি
সর্ব্বদেহে সমান যখন,
কেমনে থাকিতে পারে
ব্রাহ্মণাদি জাতিভেদ ক্রম?
পরের বনিতা এই—ইহা পরধন,
মোদের এ ভেদ-জ্ঞান নাহি কদাচন।
পরস্ব-গ্রহণ, হিংসা,
পরস্ত্রী-গমন ব্যভিচার,
কাপুরুষেরাই তার
কার্য্যাকার্য্য করয়ে বিচার।

বৌদ্ধশাস্ত্রই প্রকৃত শাস্ত্র—তাতে প্রত্যক্ষই প্রমাণ; ক্ষিত্যপ্‌ তেজ মরুদ্ব্যোমই তার তত্ত্ব; অর্থ-কামই পুরুষার্থ; সে শাস্ত্রমতে পঞ্চভূত হতেই চৈতন্যের উৎপত্তি; পরলোক নাই; মৃত্যুই মোক্ষ। আমাদের এই মত অনুসারেই পণ্ডিত বৃহস্পতি একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করে' চার্ব্বাককে সমর্পণ করেন। সেই চার্ব্বাক্‌ শিষ্যোপশিষ্যের দ্বারা এই শাস্ত্র জগতে বহুল প্রচার করেচেন।

(শিষ্যের সহিত চার্ব্বাকের প্রবেশ)

চার্ব্বা।—(শিষ্যের প্রতি) বৎস! তুমি জেনো, দণ্ডনীতিই প্রকৃত বিদ্যা; অর্থশাস্ত্রও এরই অন্তর্গত। আর, এই তিন বেদ ধূর্ত্তের প্রলাপ-বাক্য বই আর কিছুই নয়।

কর্ত্তা, ক্রিয়া, দ্রব্য নাশে তবু যদি যাজ্ঞিকের
স্বর্গলাভ হয়।
তা হলে দাবাগ্নি-দগ্ধ তরুতেও সুসম্ভব
বহু ফলোদয়॥

অপিচ:—
মৃত প্রাণীদের শ্রাদ্ধ
যদি হয় তৃপ্তির কারণ,
নির্ব্বাণ দীপের তৈল
করে তবে শিখার বর্দ্ধন।

শিষ্য।—আচ্ছা, আচার্য্য মহাশয়! যা ইচ্ছে খাওয়া, যা ইচ্ছে পান করা,—এই যদি পুরুষার্থ হয়, তবে তপস্বীরা সাংসারিক সুখ পরিত্যাগ করে' তীর্থ-বাসী হয়ে, পরাক, ষষ্ঠকাল প্রভৃতি ঘোরতর কঠোর ব্রতের অনুষ্ঠান করে' নিজ শরীরকে কেন কষ্ট দেয় বলুন দিকি?

চার্ব্বা।—ধূর্ত্ত-প্রণীত আগম-শাস্ত্রে যে সকল মূর্খ প্রতারিত হয়েচে, তারা এই আশা-মোদকেই তৃপ্ত হয়। দেখ:—

আয়তাক্ষী সুন্দরীরে
করি যবে গাঢ় আলিঙ্গন,
বুক-ভরা স্তনদ্বয়ে
হয় কিবা মধুর পীড়ন!
আর দেখ এই সব
কুবুদ্ধি লোকের আচরণ:—
ভিক্ষা, উপবাস, ব্রত
সূর্য্য-তাপে দেহের শোষণ!

শিষ্য।—কিন্তু তপস্বীরা বলে' থাকেন, দুঃখ-মিশ্রিত সাংসারিক সুখ পরিহার করাই কর্ত্তব্য।

চার্ব্বা।—(উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া) আঃ! এ সব দুর্ব্বুদ্ধি পশুদের কথা।

"দুঃখ-বিমিশ্রিত বলি' বিষয়-জনিত সুখ
কর ত্যাগ"—ইহা জেনো মূর্খের বিচার;
হিতাকাঙ্ক্ষী কোন্ জন তুষ-কণাচ্ছন্ন বলি'
শুভ্র-সুতণ্ডুল-ব্রীহি করে পরিহার?

মহা।—ওহে, বহুকালের পর এই সপ্রমাণ বাক্য-গুলি যে আমার কাণে আস্‌চে। (অবলোকন করিয়া সানন্দে) আরে! আমাদের প্রিয় চার্ব্বাক্‌ যে!

চার্ব্বা।—(দেখিয়া) এ কি! মহারাজ মহা-মোহ যে! (নিকটে গিয়া) জয় মহারাজের জয়! আমি চার্ব্বাক্‌—প্রণাম।

মহা।—এসো এসো, এইখানে বোসো।

চার্ব্বা।—(বসিয়া) মহারাজ! কলি আপনাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম জানিয়েছেন।

মহা।—কলির সর্ব্বাঙ্গীন কুশল তো?

চার্ব্বা।—মহারাজের প্রসাদেই সমস্ত কুশল। মহারাজের আদিষ্ট কর্ত্তব্য কাজটি শেষ করে' ফিরে এসেই মহারাজের শ্রীচরণ তিনি দর্শন করবেন।

অরাতি নিপাত করি', প্রভুর পাইয়া পরে
মহান্ আদেশ,
তখনি ফিরিয়া আসি' দর্শন-মানসে সুখী
হইয়া অশেষ,
ধন্য হয়ে সেই দাস, প্রণমে' গো প্রভু-পদে
আসি অবশেষ।

মহা।—সে কার্য্যটি কি কিছু সম্পন্ন হয়েছে?

চার্ব্বা।—মহারাজ!

বেদ-বহির্ভূত মার্গে হইয়া গো প্রবর্ত্তিত
করিছে যা-ইচ্ছা-তাই
যত সাধুজন।
না কলি, না আমি এ কাজের প্রবর্ত্তক
—প্রভুরি প্রভাবে সব
হতেছে সাধন॥

আর, উত্তর-দেশের পথিক ও পাশ্চাত্যবাসীরা বেদ পরিত্যাগ করেছে; কেহ আর শম-দমাদির চিন্তাও করে না। অন্যত্রেও বেদ এখন কেবল জীবিকামাত্র হয়ে দাঁড়িয়েচে। তাই আচার্য্য বৃহস্পতি বলেচেন:—

অগ্নিহোত্র তিন বেদ ত্রিদণ্ড ধারণ, আর
ভস্মের লেপন
—বুদ্ধি ও পৌরুষ-হীন লোকদের জানিবে গো
জীবিকা-সাধন।

সেই জন্য কুরুক্ষেত্রাদি স্থানে বিদ্যা ও প্রবোধের যে উদয় হবে, এ কথা মহারাজ স্বপ্নেও আশঙ্কা করবেন না।

মহা।—তা বটে, কলি যে মহাতীর্থস্থান-গুলিকে ব্যর্থ করে' দিয়েছে।

চার্ব্বা।—আরও কিছু নিবেদন করবার আছে।

মহা।—বল।

চার্ব্বা।—বিষ্ণুভক্তি নামে মহাপ্রভাবা একজন যোগিনী আছে; যদিও কলির প্রভাবে সর্ব্বস্থানে তার গতিবিধি নাই, তথাপি তার অনুগৃহীত ব্যক্তিদের যে আমরা দেখব—সে ক্ষমতাও আমাদের নাই। এ বিষয়ে মহারাজের একটু মনোযোগী হতে হবে।

মহা।—(সভয়ে স্বগত) আঃ! এই প্রসিদ্ধ মহাপ্রভাবা যোগিনী স্বভাবতঃই আমাদের বিদ্বেষী; তাকে উচ্ছেদ করাও কঠিন। আচ্ছা, ভাল, (প্রকাশ্যে) কোন ভয় নাই; কাম-ক্রোধাদি প্রতিপক্ষ থাকতে বিষ্ণুভক্তি কোথায় আর উদয় হবে? তথাপি ক্ষুদ্র শত্রুকে উপেক্ষা করা জিগীষু ব্যক্তির কর্ত্তব্য নয়!

ক্ষুদ্র যদিও হয় রাজার অরাতি
বিপাকে ফেলিয়া সেও কষ্ট দেয় অতি।
অতি সূক্ষ্ম হইলেও কণ্টক অঙ্কুর
—বিঁধিয়া চরণে দেয় বেদনা প্রচুর।

ওরে! কে আছিস্ এখানে?

(দৌবারিকের প্রবেশ)

দৌবা।—আজ্ঞা মহারাজ!

মহা।—কাম, ক্রোধ, মদ, মান, মাৎসর্য্যাদিকে আদেশ কর, যেন তারা অবহিত হয়ে বিষ্ণুভক্তি নামে যোগিনীর কার্য্যাদির প্রতিবিধান করে।

দৌবা।—যে আজ্ঞা মহারাজ!

[প্রস্থান।

(পত্র হস্তে একজন দূতের প্রবেশ)

দূত।—আমি উৎকলদেশ হতে এসেচি। সেখানে সমুদ্র-তীর-সমীপে পুরুষোত্তম নামে দেবালয় আছে—সেখানে মহারাজ তাঁর অনুচর মদ, মান প্রভৃতির কাছে আমাকে পাঠিয়েছিলেন। (চারিদিকে দেখিয়া) এই তো বারাণসী—এই রাজবাটী—প্রবেশ করা যাক্। (প্রবেশ করিয়া ও চারিদিক দেখিয়া) এই যে চার্ব্বাকের সঙ্গে মহারাজ কি মন্ত্রণা করচেন—এইবার নিকটে যাওয়া যাক্। (নিকটে গিয়া) জয় মহারাজের জয়! এই পত্রখানি দেখ্‌তে আজ্ঞা হোক্। (পত্র সমর্পণ)

মহা।—(লইয়া) তুমি কোত্থেকে?

দূত।—আমি পুরুষোত্তম থেকে আস্‌চি।

মহা।—(স্বগত) সেইখানে বোধ হয় আমার বিশেষ কিছু অনিষ্ট ঘটে থাকবে। (প্রকাশ্যে) চার্ব্বাক! দেখ, কাজ-কর্ম্মে এখন তোমার একটু বিশেষ মনোযোগী হতে হবে।

চাকা।—যে আজ্ঞা মহারাজ!

[প্রস্থান।

মহা।—(পত্র লইয়া পাঠ)

"স্বস্তি! বারাণসীর মহারাজাধিরাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত মহামোহ-মহারাজের শ্রীচরণ-কমল-যুগলে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পূর্ব্বক পুরুষোত্তমবাসী মদমানের নিবেদন এই :—আমরা উভয়ে এখানে ভাল আছি। পরন্তু শ্রদ্ধা এবং তাহার কন্যা শান্তি—এই দুইজনে দূতী হইয়া, উপনিষদ্দেবীর সহিত বিবেকের সহবাস ঘটাই-বার নিমিত্ত অহর্নিশ চেষ্টা করিতেছে এবং কামের সহচর ধর্ম্মকে কাম হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার অভি-প্রায়ে, বৈরাগ্য প্রভৃতি তাহাদের গোপনে পরামর্শ দিয়া থাকেন, ইহাও দেখিতে পাইতেছি। আর, ঐরূপ মন্ত্রণায় ধর্ম্মও কোন কোন সময়ে কামের সংসর্গ ছাড়িয়া গুপ্তভাবে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিয়া-ছেন। এক্ষণে সমস্ত অবগত হইয়া মহারাজ যেরূপ আদেশ করেন, আমরা তদনুবর্ত্তী হইব ইতি।"

মহা।—(সক্রোধে) আঃ! এই অতিমূর্খেরা শান্তিকেও ভয় করে? আমি জীবিত থাকতে শান্তির সম্ভাবনা কোথায়? দেখ, সাত্ত্বিক যারা, তাদেরই শান্তি—কিন্তু প্রকৃত সাত্ত্বিক কেহই হতে পারে না—এমন কি, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরও সাত্ত্বিক নন।

বিশ্ব-সৃষ্টি-রত ধাতা
— তিনি তো গো রজোগুণান্বিত;
গৌরি-আলিঙ্গন-সুখে
শঙ্করের নেত্র বিঘূর্ণিত
আরো, দক্ষ-যজ্ঞ-নাশী;
—তিনি তাই তমোগুণাশ্রিত;
কমলা-কপোল-খানি
নিজ বক্ষে রাখি নারায়ণ
কামি-জন-সম তিনি
জলধিতে করেন শয়ন।
এইরূপ যদি হয় ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবে
কোথায় বল গো শান্তি অন্য ক্ষুদ্র জীবে?

(দূতের প্রতি) দেখ জাল্ম, তুমি এখনই কামের নিকটে গিয়ে আমার এই আদেশ জানাও; বল, দুরাত্মা ধর্ম্মের অভিসন্ধি আমরা বুঝ্‌তে পেরেছি, তাকে এক মুহূর্ত্তের জন্যও আর বিশ্বাস কোর না,—তাকে দৃঢ়রূপে বদ্ধ করে' রাখো।

দূত।—যে আজ্ঞা মহারাজ!

[প্রস্থান।

মহা।—এখন শান্তিকে দমন করবার কি উপায়? —আর অন্য উপায়ের প্রয়োজন কি?—ক্রোধ ও লোভকে নিয়োগ করলেই কার্য্য সফল হবে। ওরে! কে আছিস্ এখানে?

(দূতের প্রবেশ)

দূত।—আজ্ঞে মহারাজ!

রাজা।—ক্রোধ ও লোভকে ডেকে নিয়ে আয়।

দূত।—যে আজ্ঞে মহারাজ!

[প্রস্থান।

(ক্রোধ ও লোভের প্রবেশ)

ক্রোধ।—দেখ সখা! আমি শুনেছি, শান্তি, শ্রদ্ধা ও বিষ্ণুভক্তি, মহামোহের প্রতিকূলতাচরণ করচে। আঃ! আমি জীবিত থাক্‌তে তাদের এই দুঃসাহসের কাজ?

অন্ধ করে' রাখি আমি এ ত্রিন ভুবনে,
বধির করি গো আমি ধীর-চিত্ত জনে,
সচেতন যেই জন
তারে আমি করি অচেতন।
কর্ত্তব্য দেখে না সে গো,
হিতবাক্য না করে শ্রবণ,
ধীমান পণ্ডিত—সেও
শাস্ত্র-অর্থ না করে গ্রহণ।

লোভ।—আমি যাদের ধরি, তারা আশা-নদীই পার হতে পারে না তো শান্তি-আদির চিন্তা কি করবে? দেখ সখা!

মদজল-স্রাবী হস্তী দীর্ঘ-বেগ তুরঙ্গম
আছে মোর কত;
এখনো বাসনা মোর —গজ অশ্ব আরো অন্য
লভি শত শত;
ইহা লভিয়াছি আমি,
অধিক লভিব আরো আরো
—এই চিন্তাতেই শুধু
মানবের চিত্ত জরজর;
ইহারি গো তরে দেখ যত আকুলতা,
দূরে রেখে দেও তুমি সে শান্তির কথা।

ক্রোধ।—সখা! আমার প্রভাব তো তোমার জানা আছে।

ত্বষ্টৃ-পুত্র বৃত্রাসুরে
সুরপতি করেন নিধন;
ব্রহ্মার মস্তক শিব
নিজ হস্তে করেন ছেদন;
বিশ্বামিত্র-হতে হত
বশিষ্ঠের শতেক নন্দন।

আরো দেখ:—

বিদ্যাবান, কীর্ত্তিমান, সদাচার পুণ্যবান,
উচ্চকুল, পৌরুষ-ভূষণ,
—ইহাঁদের সবাকারে মুহূর্ত্তের মাঝে আমি
করিতে গো পারি উন্মূলন।

লোভ।—(নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) প্রিয়ে তৃষ্ণে! এই দিকে এসো তো।

(তৃষ্ণার প্রবেশ)

তৃষ্ণা।—কি বলুচ নাথ?

লোভ।—প্রিয়ে! শোনো বলি:—

তুমি যদি তৃষ্ণা দেবি, প্রসন্ন হইয়া কর
তব তুঙ্গ অঙ্গের বিস্তার,
তাহা হলে প্রাণী যত, —আশা-সূত্র-বদ্ধ-মন—
কোথা পাবে বল শান্তি আর?
ক্ষেত্র, গ্রাম, বন, অদ্রি, পত্তন, নগর, দ্বীপ,
সকল ধরণী
লভিলেও আরো চা'বে লক্ষ ব্রহ্মাণ্ডেও তৃপ্তি
না হবে কখনি।

তৃষ্ণা।—নাথ! আমি তো স্বয়ং এর জন্য নিত্য নিযুক্ত, আবার সম্প্রতি আচার্য্য-পুত্র যেরূপ আজ্ঞা করেচেন, তাতে কোটি ব্রহ্মাণ্ডেও আমার উদর-পূর্ত্তি হবে না।

ক্রোধ।—হিংসে! এই দিকে এসো তো।

(হিংসার প্রবেশ)

হিংসা।—এই আমি এসেছি—আমাকে ডাকুচ কেন নাথ?

ক্রোধ।—প্রিয়ে! তুমি আমার সহ-ধর্ম্মিণী, তুমি সঙ্গে থাকলে, পিতামাতাকেও আমি অনায়াসে বধ করতে পারি। দেখ:—

জননী পিশাচী সে তো,
জনক কেই বা সেই জন?
ভ্রাতারা তো কীট-প্রায়,
কুটিল সে জ্ঞাতি-বন্ধুগণ।

(হস্ত নিষ্পীড়ন করিয়া)

যাবৎ গো ইহাদের আগর্ভ সমস্ত কুল
করিতে না পারি নিষ্পেষিত
তাবৎ এ ক্রোধানল প্রজ্বলিত রবে সদা
—স্ফুলিঙ্গও না হবে শমিত।

(অবলোকন করিয়া) এই যে আমাদের প্রভু এইবার তবে ওঁর নিকটে যাওয়া যাক্।

সকলে।—(নিকটে গিয়া) জয় মহারাজের জয়!

মহামোহ।—(অবলোকন করিয়া) দেখ, শ্রদ্ধার কন্যা শান্তি আমাদের কুল-দ্বেষী, তাকে তোমরা বিধিমতে নিগ্রহ করবে।

সকলে।—যে আজ্ঞে মহারাজ!

[সকলের প্রস্থান

মহা।—শ্রদ্ধা-তনয়ার দমনের জন্য আর একটি উপায় আমার মনে হয়েচে। দেখ, শান্তি শ্রদ্ধার অধীনা; কোনও উপায়ে উপনিষদের নিকট হতে শ্রদ্ধাকে যদি আকর্ষণ করা যায়, তা হলে শান্তি মাতৃবিয়োগ-দুঃখে অত্যন্ত ক্ষীণ হয়ে দেহ ত্যাগ করবে; অথবা, অবসন্না হয়ে শীঘ্র পলায়ন করবে। দেখ, মিথ্যা-দৃষ্টি নামে একজন প্রগল্‌ভা বার-বিলাসিনী আছে, শ্রদ্ধাকে আকর্ষণ করবার জন্য তাকেই নিযুক্ত করা যাক্। (পার্শ্বে অবলোকন করিয়া) দেখ বিভ্রমবতি! শীঘ্র মিথ্যাদৃষ্টিকে এখানে ডেকে আনো।

বিভ্রমবতী।—যে আজ্ঞে মহারাজ!

[প্রস্থান

(মিথ্যাদৃষ্টিকে লইয়া বিভ্রমবতীর পুনশ্চ প্রবেশ)

মিথ্যা।—সখি! বহুকাল মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ হয় নি, আমি এখন কিরূপে ওঁর সম্মুখে যাই? আমাকে দেখে মহারাজ তো তিরস্কার করবেন না?

বিভ্র।—সখি! তোমাকে দেখে যদি তাঁর চেতনা থাকে, তবেই তো তোমাকে তিরস্কার করবেন?

মিথ্যা।—কেন অলীক সৌভাগ্যের কথা বলে' আমাকে বঞ্চনা কর বল দিকি ?

বিভ্র।—সখি! কেমন তোমার অলীক সৌভাগ্য, এখনি তা দেখতে পাবে। তোমার চক্ষু-দুটি দেখচি ঘুরুচে—আচ্ছা, প্রিয়সখি, সে কি রাত্রি-জাগরণের দরুণ নিদ্রার আবেশে ?

মিথ্যা।—সখি! যে নারী একজনের প্রিয়া, তারই যখন নিদ্রা হয় না, তাতে আমি তো বহু জনের প্রিয়া, আমার কি নিদ্রা আস্‌তে পারে ?

বিভ্র।—আচ্ছা প্রিয়সখি, তুমি কার কার প্রিয়া বল দিকি ?

মিথ্যা।—সখি! আমি মহারাজ মহামোহের, কামের, ক্রোধের, লোভের,—আর বিশেষ করে' কত বলব—এই বংশে যে যে জন্মগ্রহণ করেছে,—কি বালক, কি যুবা, কি বৃদ্ধ—তাহাদের সকলেরই আমি প্রিয়া।

বিভ্র।—সখি! কামের রতি, ক্রোধের হিংসা, লোভের তৃষ্ণা—ইত্যাদি সকলেরই তো এক একটি প্রিয়তমা পত্নী আছে শুনেছি; আচ্ছা, তারা কি তোমার ঈর্ষ্যা করে না ?

মিথ্যা।—ও কথা কি বলুচ, তারাও আমাকে ছেড়ে এক মুহূর্ত্ত থাকৃতে পারে না।

বিভ্র।—সখি! যখন তোমার সপত্নীরাও তোমার প্রতি ঈর্ষ্যা করে না, তখন বলতে হবে, তোমার মত সৌভাগ্যবতী নারী এ পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নাই। আর একটা কথা বলি শোনো, তুমি এইরূপ মদাকুল হয়ে, স্খলিত চরণে, নূপুরের ঝঙ্কার করতে করতে, মহারাজের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছ, আমার মনে হয়, তিনি এতে একটু সশঙ্কিত হতে পারেন।

মিথ্যা।—এতে ভয়ের বিষয় কি আছে ? দেখ, মহারাজের বিরহই আমার অধৈর্য্যের কারণ। আর যে সকল পুরুষ আমাকে দেখবামাত্রই প্রসন্ন হয়, তাদের আবার মনে ভয় কিসের ?

মহা।—(অবলোকন করিয়া) এই যে আমার প্রিয়তমা মিথ্যাদৃষ্টি এসেছেন। আহা!

অলসা নিতম্ব-ভারে, ঈষৎ-স্খলিত মালা
স্বস্থানে স্থাপনের ছলে
উত্তোলিয়া ভুজ-দ্বয় দেখায় নখের চিহ্ন
উন্মুক্ত পয়োধর-স্থলে।

নীলোৎপল-দাম তুল্য সুদীর্ঘ নেত্রের দৃষ্টি
—তাহে চিত্ত হরণ করিয়া
বাহুদ্বয় আন্দোলনে বিলোল কঙ্কণ হতে
ঝনৎকার কিবা উঠাইয়া
ওই যে গো আসে মোর প্রিয়া।

বিভ্র।—ঐ আমাদের মহারাজ, নিকটে এগিয়ে যাও।

মিথ্যা।—(নিকটে গিয়া) জয় মহারাজের জয়!

মহা।—পীন-উরু প্রেয়সি লো!
বোসো আসি' কোলের উপরে,
পড়ুক নখাঙ্ক মোর
ও তব দলিত পয়োধরে।
শঙ্করের অঙ্ক-স্থিতা
গিরিজার সে বিলাস-লক্ষ্মী
কর গো অনুকরণ
সুন্দরি লো! অয়ি হরিণাক্ষি!

মিথ্যা।—(সস্মিত ভাবে তথা করণ)

মহা।—(আলিঙ্গন-সুখ অনুভব করিয়া) কি আশ্চর্য্য! প্রিয়ার আলিঙ্গনে যেন আমার নবযৌবন আবার ফিরে এল।

পূর্ব্বে সে যৌবনকালে চিত্ত-উন্মথনকারী
হ'ত যেই মন্মথ-বিকার,
প্রগাঢ় আনন্দ সেই —বার্দ্ধক্যে বিষয়াভাবে—
উপভোগ করি নাই আর;
এবে তব আলিঙ্গনে মনোবৃত্তি জড়ীভূত
—প্রেম হল বর্দ্ধিত আবার।

মিথ্যা।—মহারাজ! আমিও যেন আবার নবযৌবনা হয়েচি; দেখুন, পূর্ব্বপ্রেমের ভাব-সূত্র কস্মিন্‌-কালেও ছিন্ন হয় না। এখন আজ্ঞা করুন, কি জন্য আমাকে স্মরণ করেচেন।

মহা।—প্রিয়ে! তোমাকে আবার স্মরণ করব কি ?

তাকেই স্মরণ করে
যে থাকে গো হৃদয়-বাহিরে
তুমি যে পুত্তলি-সম
বিরাজিছ এ হৃদি-মন্দিরে।

মিথ্যা।—সে আপনার নিতান্ত অনুগ্রহ।

মহা।—আর একটা কথা বলি শোনো; সেই দাসী-পুত্রী শ্রদ্ধা দুতী হয়ে, যাতে বিবেকের সঙ্গে উপনিষদের সংঘটন হয়,তারই চেষ্টা করচে। অতএব :—

প্রতিকূলাচারিণী সে বিপক্ষ-কুল-সম্ভবা
পাপীয়সী পাপানুবর্ত্তিনী;
কেশ আকর্ষিয়া, সেই রণ্ডারে পাষণ্ড-হাতে
সমর্পণ করহ এখনি।

মিথ্যা।—এ তুচ্ছ বিষয়ের জন্য মহারাজের এত চিন্তা কেন? মহারাজের আজ্ঞামাত্রেই সে দাসীর ন্যায় মহারাজের আজ্ঞা পালন করবে। ধর্ম্ম মিথ্যা, মোক্ষ মিথ্যা, সুখের বিঘ্নকারী শাস্ত্রের প্রলাপ সব মিথ্যা—এই কথা বলে' তাকে বেদমার্গ হতে আমি বিচ্যুত করব। বেদ-মার্গই যদি সে ত্যাগ করে, তা হলে উপনিষদের তো কথাই নেই; তা ছাড়া বিষয়-সুখ-বর্জ্জিত মোক্ষের দোষ দেখিয়ে উপনিষদের প্রতি শ্রদ্ধার বিরাগ জন্মিয়ে দেব।

মহা।—তা যদি করতে পার, তা হ'লে আমি বড়ই সুখী হই। (পুনর্ব্বার আলিঙ্গন ও চুম্বন)

মিথ্যা।—মহারাজ! প্রকাশ্যভাবে এরূপ করলে আমি লজ্জা পাই।

মহা।—আচ্ছা, এসো তবে বিশ্রাম-ভবনে যাওয়া যাক্।

[সকলের প্রস্থান।

ইতি মহামোহ-প্রধান নামক দ্বিতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় অঙ্ক

(শান্তি ও করুণার প্রবেশ)

শান্তি।—(সাশ্রু-নয়নে) মা গো! মা গো! —কোথায় তুমি, উত্তর দেও!

কুরঙ্গ আতঙ্ক-হীন
যে কাননে সতত বিচরে,
যে সকল শৈল হতে
নির্ঝরিণী অবিরত ঝরে,
পুণ্যালয়—যেথা থাকে
তপস্বী সন্ন্যাসী সাধু যতি
সেই সব স্থান তব
ছিল যে গো সাধের বসতি;
—হায় হায় সেই তুমি চণ্ডালের গৃহ-গত
কপিলা গাভীটির মত
কেমনে করিবে মা গো জীবন ধারণ বল
পাষণ্ডের হয়ে হস্তগত?

অথবা হায়! তাঁর জীবনের আশা করাই বৃথা। কেন না:—

মোরে না দেখিয়া যে গো না করে আহার স্নান
না করে শয়ন,
আমা-হীন সেই শ্রদ্ধা না করিবে ক্ষণমাত্র
জীবন ধারণ।

করুণা।—(সাশ্রু-লোচনে) সখি! বিষম অগ্নি-শিখা-প্রদীপ্ত শলাকার মত এরূপ দুঃসহ বাক্য বলে' তুমি যে আমাকে প্রাণে বধ চ। বলি, তুমি একটু ধৈর্য্য অবলম্বন কর দিকি। এসো, আমরা ততক্ষণ মুনিগণের আশ্রমে, বহুবিধ মহাত্মা-জনে অলঙ্কৃত ভাগীরথী-তীরে, ইতস্ততঃ একবার ভাল করে' অন্বেষণ ক'রে দেখি। বোধ হয়, তিনি মহামোহের ভয়ে কোথাও লুকিয়ে আছেন।

শান্তি।—সখি! কোথায় আর অন্বেষণ করবে বল।

সন্ন্যাসীদিগের বাস
—নদীকূল নীবার-চিহ্নিত,
যাজ্ঞিকগণের গৃহ
—সমিৎ-চমস বিকীরিত,
অন্বেষণ করিলাম
চারি আশ্রমীর যত স্থান,
কোথাও না পাইলাম
শোনো সখি তাঁহার সন্ধান।

করুণা।—তিনি সত্যই যদি শ্রদ্ধা হন, তা হলে তাঁর মত লোকের এরূপ দুর্গতি কখনই হতে পারে না।

শান্তি।—সখি! বিধাতা প্রতিকূল হলে কি না ঘটতে পারে? দেখ:—

দশানন রাক্ষসের লঙ্কাপুর-মাঝে ছিল
লক্ষ্মী-সম সীতা;
ভগবতী বেদত্রয়ী পাতালে দানব দ্বারা
হইলা গো নীতা;

দৈত্যেন্দ্র পাতাল-কেতু মদালসা নামে সেই
গন্ধর্ব্ব দুহিতারে করিলা হরণ ;
তাই বলি, বিধি যদি হয় প্রতিকূল তবে
কি কার্য্য না পারে সে গো করিতে সাধন।

সে যাই হোক্, এখন চল, পাষণ্ডদের গৃহে গিয়ে অন্বেষণ করা যাক্।

করুণা।—(সভয়ে) রাক্ষস!—রাক্ষস!

শান্তি।—রাক্ষস কোথায়?

করুণা।—সখি, ঐ দেখ, বিগলিত মল-লিপ্ত, বীভৎস-দেহ, দুর্দ্দর্শন, উড্ডস্তকেশ, উলঙ্গ, ময়ূরপুচ্ছ-পাখা হাতে এই দিকে আসচে।

শান্তি।—সখি! ও রাক্ষস নয়, দেখ্‌চ না, ও অতি নির্বীর্য্য দুর্ব্বল।

করুণা।—তবে ও কে?

শান্তি। সখি! আমার মনে হয়, ওটা পিশাচ।

করুণা।—সখি! এখন তো দিবস—এখন প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড ভূমণ্ডলের উপর জলন্ত কিরণ বর্ষণ করচেন, এ সময়ে পিশাচের আসা কি সম্ভব?

শান্তি।—সখি! তবে বোধ হয়, কোন মহা-নারকী, নরক-কুণ্ড হতে উঠে এখানে আসচে। (নিরীক্ষণ ও চিন্তা করিয়া) হাঁ, চিন্‌তে পেরেছি; —ও যে মহামোহের প্রবর্ত্তিত অনুচর দিগম্বর-সিদ্ধান্ত।

(পরিব্রাজক দিগম্বর-সিদ্ধান্তের প্রবেশ)

দিগ।—অর্হৎকে প্রণাম; যিনি এই নবদ্বার-বিশিষ্ট শরীর-গৃহে অলন্ত প্রদীপ—জিনবর বলেছেন—সেই জীবাত্মাই পরমার্থ সুখ মোক্ষ দান করেন। (পরিক্রমণ)

(আকাশে প্রশ্ন) ওরে রে সাধকেরা, তোরা শোন্ :—

মলময় দেহ-পিণ্ড
—তার শুদ্ধি জলে হয় কিবা?
(আকাশে উত্তর) দেহশুদ্ধি হয় যদি
ঋষিদের করা যায় সেবা॥

কি বলচ?—ঋষিদের সেবা কিরূপ—এই কথা জিজ্ঞাসা করচ?

দূর হতে প্রণমিবে তাঁদের চরণ,
সৎকার করিবে দিয়া মিষ্টান্ন ভোজন;
তব পত্নী-পরে যদি
কভু পড়ে তাঁহাদের চোখ,
ঈর্ষ্যা কর্ত্তব্য নয়,
—পাপ জেনো সে ঈরিষা-কোপ।

(নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) ওগো শ্রদ্ধে! এই দিকে এসো তো একবার।

উভয়।—(সভয়ে অবলোকন)

(দিগম্বর-সিদ্ধান্তের সদৃশ বেশ ধারিণী শ্রদ্ধার প্রবেশ)

শ্রদ্ধা।—কি আজ্ঞা করচেন মহাশয়?

শান্তি।—(মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতন)

দিগ।—দেখ শ্রদ্ধে! তুমি সাধকদের ছেড়ে এক মুহূর্ত্তও কোথাও যেও না।

শ্রদ্ধা।—যে আজ্ঞে। [প্রস্থান।

করুণা।—প্রিয় সখি! শান্ত হও, শান্ত হও, নাম শুনেই ভয় পেয়ো না। আমি আস্তিক ও নাস্তিক এই উভয় মতাবলম্বিনী অহিংসার কাছে শুনেছি, পাষণ্ডদের সঙ্গে তমোগুণের একটি কন্যা আছে, তারও নাম শ্রদ্ধা;. তাই, এ হচ্ছে তামসী শ্রদ্ধা।

শান্তি।—(আশ্বস্ত হইয়া) সখি! তাই বটে।

সদাচারী জন যে গো
কেমনে হইবে দুরাচার?
প্রিয়-দরশন যে গো
কিসে হবে এ দুর্গতি তার?
তাই বলি, জননীর
অসম্ভব এ হেন আকার।

আচ্ছা চল, একবার বৌদ্ধদের গৃহে গিয়ে অনু-সন্ধান করা যাক। (পরিক্রমণ)

(পুস্তক হস্তে বৌদ্ধ ভিক্ষুকের প্রবেশ)

ভিক্ষু।—চিন্তা করিতে করিতে)

নিরাত্মক এই সব ক্ষণস্থায়ী উপস্থিত
মানসিক ভাব
বাহিরে অর্পিত হয়ে বহির্জগৎরূপে
হয় আবির্ভাব।
এক্ষণে সে স্থায়ী জ্ঞান অখিল বাসনা হতে
হইয়া বিচ্যুত
—বিষয়োপরাগ-হীন— দেখ কিবা স্ফূর্ত্তি পায়
হইয়া বিমুক্ত।

(পরিক্রমণ পূর্ব্বক শ্লাঘা-সহকারে) অহো! এই বৌদ্ধধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ, যেহেতু, এতে সুখ মোক্ষ দুই-ই আছে। দেখ:—

মনোহর গৃহে বাস; আরামে উপবেশন
সুখকর সুন্দর আসনে;
মনোমত বেশ্যা-সেবা; দ্রব্যাদ্রব্য কালাকাল
বিচারাদি নাহিক অশনে;
মৃদু আস্তরণ-শয্যা; আনন্দে যাপন আর
জ্যোৎস্না-রাত্রি যুবতীর সনে।

করু।—দেখ সখি! তরুণ তাল-তরুর মত দীর্ঘকায়, মুণ্ডিত-মস্তক, শিখাধারী, রক্ত-বস্ত্র পরিধান কে ও লোকটি এই দিকে আসচে?

শান্তি।—সখি! উনি বৌদ্ধ ভিক্ষু।

ভিক্ষু।—ওগো উপাসকেরা ও ভিক্ষুক সকল! তোমরা ভগবান্ বুদ্ধদেবের বাক্যামৃত শ্রবণ কর।

(পুস্তক পাঠ) আমি দিব্যচক্ষে লোকদের সুগতি ও দুর্গতি দেখতে পাচ্চি; সকল বস্তুই ক্ষণিক, স্থায়ী আত্মা নাই; অতএব, ভিক্ষুও যদি পরদারাসক্ত হয়, তার প্রতি ঈর্ষ্যা করবে না; ঈর্ষ্যাই চিত্তের মল।

(নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) শ্রদ্ধে! এই দিকে এসো তো।

(বৌদ্ধ-ভিক্ষুর বেশ-ধারিণী শ্রদ্ধার প্রবেশ)

শ্রদ্ধা।—কি আজ্ঞা করচেন মহাশয়?

ভিক্ষু।—তুমি সর্ব্বদাই এইখানে উপাসক ও ভিক্ষুদের গাঢ় আলিঙ্গন করবে, বুঝলে?

শ্রদ্ধা।—যে আজ্ঞে মহাশয়।

[প্রস্থান।

শান্তি।—সখি! ইনি কি তামসী শ্রদ্ধা?

করু।—হাঁ, ইনি তামসী শ্রদ্ধা।

দিগম্বর।—(ভিক্ষুককে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে) ওরে রে ভিক্ষুক! এই দিকে আয়, আমি তোকে কিছু জিজ্ঞাসা করব।

ভিক্ষু।—(সক্রোধে) আরে পাপিষ্ঠ পিশাচ! কেন তুই এরূপ প্রলাপ বল্‌চিস্?

দিগম্বর।—ওরে, রাগ করিস্‌নে। একটা শাস্ত্রীয় কথা তোকে জিজ্ঞাসা করব।

ভিক্ষুক।—আরে! ক্ষপণক আবার শাস্ত্রকথা জানে?—আচ্ছা, শোনাই যাক। (নিকটে গিয়া) কি জিজ্ঞাসা করবি?

দিগ।—বল দিকি, তুই ক্ষণ-বিনাশী হয়ে কি জন্য এরূপ ব্রত ধারণ করেচিস্?

ভিক্ষু।—ওরে শোন্! আমাদের মতে চলে' লোকে যখন বাসনা ত্যাগ করে, তখনি তার জ্ঞানোদয় হয়; জ্ঞানোদয় হলেই মুক্তি হয়।

দিগ।—ওরে মূর্খ! যদিও বা কোন মন্বন্তরে কস্মিন্‌কালে কোনও ব্যক্তির মুক্তি হয়, তা হলে তাতে তোর কি উপকার হবে? তুই যে অল্পকালের মধ্যেই মরবি। আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, কে তোকে এইরূপ ধর্ম্মের উপদেশ দিয়েছে?

ভিক্ষু।—সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ বুদ্ধই আমাকে এইরূপ উপদেশ দিয়েছেন।

দিগ।—ওরে! বুদ্ধ যে সর্ব্বজ্ঞ, তা তুই কি করে' জান্‌লি?

ভিক্ষু।—তাঁর শাস্ত্রেতেই এই কথা প্রসিদ্ধ আছে যে, তিনি সর্ব্বজ্ঞ।

দিগ।—ওরে বোকা! যদি তার কথাতেই তার সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রতিপন্ন হয়, তবে আমিও বল্‌চি, আমি সর্ব্বজ্ঞ; তা হলে তুই পিতা-পিতামহ প্রভৃতি সাতপুরুষের সহিত আমারও তবে দাস হয়ে থাক্।

ভিক্ষু।—(সক্রোধে) আরে পাপিষ্ঠ মলপঙ্ক-ধর পিশাচ! কি বল্লি, আমি তোর দাস?

দিগ।—ওরে দাসী-বিহারী দুষ্ট ভুজঙ্গ ভিক্ষুক! এটা কেবল একটা দৃষ্টান্ত দেখালেম মাত্র। এখন তোর হিতের কথা বলি শোন্:—তুই বৌদ্ধধর্ম্ম পরিত্যাগ করে' অর্হৎ-এর মত অবলম্বন করে' দিগম্বর ব্রত ধারণ কর্।

ভিক্ষু।—আরে পাপিষ্ঠ! তুই স্বয়ং নষ্ট হয়েচিস্—আবার পরকেও নষ্ট কর্‌তে চাস্?

উৎকৃষ্ট নিন্দিত
স্বর্গ-রাজ্য করি' পরিত্যাগ
লোকনিন্দ্য পিশাচত্বে
কার বল হয় অনুরাগ?

তা ছাড়া অর্হৎ যে সর্ব্বজ্ঞ, এই বা কে বিশ্বাস করবে?

দিগ।—(উচ্চ হাস্য করিয়া) ওরে! গ্রহ-নক্ষত্রের গতি ও চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহণের গণনা দেখেই অর্হৎ-এর সর্ব্বজ্ঞত্ব জানা গেছে।

ভিক্ষু।—(হাসিয়া) ওরে, অনাদি-প্রবৃত্ত জ্যোতিঃশাস্ত্রের অধীন অতীন্দ্রিয় জ্ঞানে প্রতারিত হয়ে, তুই এই অতি কষ্টকর ব্রত অবলম্বন করেচিস্? দেখ্:—

দেহ-পরিচ্ছিন্ন জীব কেমনে সান্নিধ্য-বিনা
দূর হতে ত্রৈলোক্যের
জ্ঞানলাভে বল দেখি হইবে সক্ষম?
কুম্ভে যে নিহিত দীপ সুশিখা সে হইলেও
ঘরের ভিতরে থাকি
বহির্বস্তু প্রকাশিতে পারে কি কখন্?

তাই বল্‌চি, এই অর্হৎ-এর মত ত্রিলোকের বিরুদ্ধ; আর বৌদ্ধ দর্শনই শ্রেষ্ঠ—অতি সুখাবহ—অতি রমণীয়।

শান্তি।—সখি! এসো, আমরা অন্য দিকে যাই।

করু।—হাঁ সেই ভাল। (পরিক্রমণ)

(কাপালিক-রূপধারী সোমসিদ্ধান্তের প্রবেশ)

সোম।—(পরিক্রমণ করিয়া)

নর-অস্থি-মালা দিয়া বিরচিত মনোহর
এ মোর ভূষণ;
শ্মশান-নিবাসী আমি নৃকপাল-পাত্রে দেখ
করি গো ভোজন;
যোগাঞ্জনে শুদ্ধ দৃষ্টি করিয়া ধারণ
জগতেরে করি আমি সম্যক্ দর্শন।
জগৎ যদিও হয় ভিন্ন পরস্পর
অভিন্ন ঈশ্বর হতে উহা নিরন্তর।

দিগ।—ওরে! এই লোকটি দেখ্‌চি কাপালিক ব্রত ধারণ করেছে, তা একে কিছু জিজ্ঞাসা করা যাক্। (নিকটে গিয়া) ওরে নরমুণ্ডধারী কাপালিক! তোর ধর্ম্মে সুখ মোক্ষ কিরূপ বল্ দেকি?

কাপা।—ওরে দিগম্বর! আমাদের ধর্ম্ম কি, তা শোন্:—

মস্তিষ্ক বসায় সিক্ত নর-দেহ-মাংস মোরা
অনলে আহুতি করি দান;
ব্রাহ্মণ-মাথার খুলি তাহাতে চষক করি'
পারণেতে করি সুরাপান।
সদ্যশ্ছিন্ন সুকঠোর কণ্ঠ হতে বিনিঃসৃত
সুভীষণ শোণিত-ধারায়
—মহাভৈরব-দেবে নরবলি অরপিয়া—
অরচনা করি মোরা তাঁয়।

ভিক্ষুক।—(কর্ণ ঢাকিয়া) বুঝেছি, বুঝেছি, তোমাদের ধর্ম্মানুষ্ঠান অতি ভয়ানক।

দিগ।—অর্হৎ! অর্হৎ! না জানি, কোন্ ঘোর পাপিষ্ঠ এই বেচারাকে প্রতারণা করেচে।

সোম।—(সক্রোধে) আরে পাপিষ্ঠ, পাষণ্ডাধম, চণ্ডালবেশী ন্যাড়া কোথাকারে! যিনি চতুর্দ্দশ ভুবনের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা, বেদান্তসিদ্ধান্তে যাঁর বিভবের কথা প্রসিদ্ধ, সেই ভগবান্ ভবানীপতি কি না প্রবঞ্চক? আচ্ছা, আমাদের ধর্ম্মের মহিমা তোকে তবে একবার দেখাই;—

হরি হর ব্রহ্মা আদি সুরশ্রেষ্ঠ দেখ আমি
করি আনয়ন;
গগনে বিচরে যেই নক্ষত্রাদি—রুধি দেখ
তার সঞ্চরণ;
জলে মহী করি' পূর্ণ নগ ও নগর আদি
যত আছে স্থান,
আবার মুহূর্ত্তে আমি সমস্ত সে জলরাশি
করি দেখ পান।

দিগ।—তাই তো বল্‌চি, কোনও ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার বা ভোজবাজি দেখিয়ে তোমাকে কেউ বঞ্চনা করেচে।

সোম।—(সক্রোধে) আরে পাপিষ্ঠ! তুই আবার পরমেশ্বরকে ইন্দ্রজাল বলে' গাল দিচ্ছিস্? (চিন্তা করিয়া) এর দৌরাত্ম্য তো আর সহ্য হয় না। (খড়্গ আকর্ষণ করিয়া)

এ করাল করবালে
কণ্ঠ ওর করিয়া ছেদন,
বুদ্‌বুদ্-ফেন-যুক্ত
রক্ত-স্রোত করি নিঃসারণ,
কালিকাকে নিবেদিয়া
করি তাঁর সন্তোষ-সাধন;
ডমরুর রবে তাঁর
ভূতগণ শুনিয়া আহ্বান,

অবশিষ্ট সে রুধির
করিবে তাহারা শেষে পান।

(খড়্গ উত্তোলন)

দিগ।—(সভয়ে) মহাশয়! অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ।

(ভিক্ষুকের ক্রোড়ে প্রবেশ)

ভিক্ষু।—(কাপালিককে নিবারণ করিয়া) আহা, কৌতুকচ্ছলে একটা বাগ্‌বিতণ্ডা হচ্ছিল, এর দরুণ বেচারাকে প্রহার করা কি উচিত?

সোম।—(খড়্গ ফিরাইয়া লইয়া স্থিরভাবে অবস্থান)

দিগ।—(আশ্বস্ত হইয়া) মহাত্মন্! যদি আপনি ক্রোধ সংবরণ করে' থাকেন, তবে পুনর্ব্বার কিছু জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা করি।

সোম।—জিজ্ঞাসা কর।

দিগ।—আপনার পরম ধর্ম্মের কথা তো শুনলেম, এখন জিজ্ঞাসা করি, আপনার মতে মোক্ষ কিরূপ?

সোম।—শোন তবে:—

বিষয়-আনন্দ ছাড়ি' বল দেখি সুখ-বস্তু
দেখা গেছে কোথা?
জীবের আত্মায় স্থিতি যে মুকতি—কে চাহে সে
উপল-অবস্থা?
চন্দ্র-চূড়-বপু ধরি' পার্ব্বতীর প্রতিরূপ
প্রেয়সীরে মহানন্দে করি' আলিঙ্গন
যেই জন ক্রীড়ামোদে সুখে বিচরণ করে
সেই মুক্ত—বলেন গো
দেব ত্রিলোচন।

ভিক্ষুক।—মহাশয়! বাসনা-বিরহিত হলেই মুক্তি হয়—এ কথা কি অশ্রদ্ধেয়?

দিগ।—ওরে কাপালিক! যদি রাগ না করিস্, তবে বলি, শরীরীর মুক্তি নিতান্তই যুক্তি-বিরুদ্ধ।

সোম।—(স্বগত) শ্রদ্ধার অভাবেই দেখছি, এদের অন্তঃকরণ বিক্ষিপ্ত হয়েচে; অতএব শ্রদ্ধাকে একবার এদের কাছে আনা যাক্। (প্রকাশ্যে) শ্রদ্ধে! এখানে একবার এসো তো।

(কাপালিকের রূপ ধরিয়া শ্রদ্ধার প্রবেশ)

করুণা।—(শান্তির প্রতি) সখি! দেখ দেখ, এ হচ্চে রাজসী শ্রদ্ধা।

অবিকল নীলোৎপল
সুচঞ্চল ইহার নয়ন,
নর-অস্থি-মালিকায়
বিরচিত ইহার ভূষণ;
নিতম্ব ও পীন স্তনে
সুমন্থরা ইহার গো গতি
পূর্ণেন্দু-বদনা এই
বিলাসিনী মনোরমা অতি।

শ্রদ্ধা।—(পরিক্রমণ করিয়া) এই এসেছি নাথ, কি আজ্ঞা হয় বল।

সোম।—প্রিয়ে! এই দুরভিমানী ভিক্ষুককে গ্রহণ কর।

শ্রদ্ধা।—(ভিক্ষুককে আলিঙ্গন)

ভিক্ষু।—(সানন্দে আলিঙ্গন করিয়া রোমাঞ্চিত হইয়া) আহা! এই কাপালিনী কি সুখস্পর্শা!

কত পীন-পয়োধরা বিধবার অনুরাগে
গাঢ়তর আলিঙ্গন
করিয়াছে এই ভুজদ্বয়;
কিন্তু হেন পীনস্তনী ললনার আলিঙ্গনে
—বুদ্ধা-দিব্যি—কভু নাহি
হইয়াছে এত সুখোদয়।

আহা, এই কাপালিক-দর্শন কি পুণ্যজনক! ধন্য সোমসিদ্ধান্ত! আশ্চর্য্য এই ধর্ম্ম! দেখুন মহাশয়! আমি এখনি বুদ্ধ-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করে' আপনার ভৈরবী-ধর্ম্মে প্রবিষ্ট হলেম। আপনি আমার গুরু, আমি আপনার শিষ্য হলেম। আপনি আমাকে ভৈরব-ধর্ম্মে দীক্ষিত করুন।

দিগ।—ওরে ভিক্ষুক! তুই কাপালিনীর আলিঙ্গনে দূষিত হয়েচিস্; দূর হ, আমাকে স্পর্শ করিস্ নে।

ভিক্ষু।—ওরে! তুই কাপালিনীর আলিঙ্গন-সুখে বঞ্চিত, তাই এই কথা বলচিস্।

সোম।—প্রিয়ে! এই দিগম্বরকে গ্রহণ কর।

শ্রদ্ধা।—(দিগম্বরকে আলিঙ্গন)

দিগ।—(রোমাঞ্চিত হইয়া) অর্হৎ! অর্হৎ!

আহা! কাপালিনীর আলিঙ্গন কি সুখস্পর্শ! সুন্দরি! আমাকে আর একবার আলিঙ্গন কর। (স্বগত) আমার যে অত্যন্ত ইন্দ্রিয়-বিকার উপস্থিত হল—এখন করি কি?

অয়ি পীন-ঘনস্তনী মোহিনী ললনা!
চতুর্দ্দিক-দৃষ্টিপাতী কুরঙ্গ-নয়না!
হও যদি কাপালিনি মম প্রেমাবদ্ধা,
কি করিবে পত্নী মোর ক্ষুদ্র সেই শ্রদ্ধা?

আহা! কাপালিক-দর্শনই একমাত্র সুখ-মোক্ষের সাধন। ওগো আচার্য্য মহাশয়! আমি এখন থেকে আপনাদের দাস হলেম, আমাকেও মহা-ভৈরব-ধর্ম্মে দীক্ষিত করুন।

সোম।—তোমরা বোসো।

উভয়ে।—(উপবেশন)

সোম।—(সুরাপাত্র আনিয়া ধ্যানে মগ্ন)

শ্রদ্ধা।—সুরায় পাত্র পূর্ণ করেচি।

সোম।—(পান করিয়া অবশিষ্ট সুরা ভিক্ষুক ও দিগম্বরকে অর্পণ) এই পবিত্র ভব-মহৌষধ-অমৃত পান কর।

এই ভব-মহৌষধ
পবিত্র অমৃত কর পান
পশু-পাশ-ছেদক এ
—ভৈরব-ধরম অনুষ্ঠান।

উভয়ে। (পরামর্শ)

দিগ।—আমাদের অর্হৎ-ধর্ম্মে সুরাপান নাই।

ভিক্ষু।—কাপালিকের উচ্ছিষ্ট সুরা কিরূপে পান করি?

কাপা।—কি পরামর্শ হচ্চে? (শ্রদ্ধার প্রতি) প্রিয়ে! এখনও এদের পশুত্ব যায়নি; তাই এরা আমার উচ্ছিষ্ট সুরা অপবিত্র মনে করচে। অতএব, তোমার মুখস্পর্শে পবিত্র করে' তার পর এদের অর্পণ কর; কেন না শাস্ত্রকারেরা বলেন, "স্ত্রীমুখ সদা-শুচি"।

শ্রদ্ধা।—যে আজ্ঞে। (পানপাত্র গ্রহণ করিয়া পীতাবশিষ্ট প্রদান)

ভিক্ষু।—এ মহাপ্রসাদ। (চষক গ্রহণ করিয়া পান) আহা! এ সুরার কি সৌরভ, কি মাধুর্য্য!

ইতিপূর্ব্বে কতবার সুবদনা রূপবতী
বেশ্যাদের সাথে আমি
হইয়া মিলিত,
তাহাদের মুখোচ্ছিষ্ট সুরা করিয়াছি পান
বিকচ বকুল-পুষ্প-
গন্ধে আমোদিত;
কিন্তু এবে জানিলাম কাপালিনী-মুখ-সুরা
না লভিয়া সুরগণ
সুধা-লালায়িত।

দিগ।—ওরে ভিক্ষুক! সব পান করিস্‌নে—কাপালিনীর মুখোচ্ছিষ্ট সুরা আমাকে কিছু দিস্।

ভিক্ষু।—(দিগম্বরকে চষক প্রদান)

দিগ।—(পান করিয়া) আহা! এ সুরার কি মধুরত্ব!—কি স্বাদ! কি গন্ধ! কি সৌরভ! হায়! আমি এতকাল অর্হৎ-ধর্ম্মে থেকে এমন সুরা-রসে বঞ্চিত ছিলেম? ওরে ভিক্ষুক! আমার গা ঘুরুচে, আমি একটু শুই।

ভিক্ষু।—হাঁ, আমিও শুই। (উভয়ের তথা করণ)

কাপা।—দেখ প্রিয়ে! আমি এই অমূল্য দুটি ক্রীতদাস পেয়েছি—এসো, এখন আমরা নৃত্য করি। (উভয়ের নৃত্য)

দিগ।—ওরে ভিক্ষুক! এই কাপালিক—না না—আমাদের আচার্য্য মহাশয় কাপালিনীর সঙ্গে কেমন সুন্দর নৃত্য করচেন, ওদের সঙ্গে এসো, আমরাও নৃত্য করি। (পদস্খলিত নৃত্য)

দিগ।—("অয়ি পীন-ঘনস্তনী মোহিনী ললনা" ইত্যাদি গান করণ)

ভিক্ষু।—চমৎকার এই কাপালিক ধর্ম্ম! এতে অক্লেশে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়।

সোম।—এই ধর্ম্ম কেমন চমৎকার! দেখ:—

এ ধরমে যাহারা গো করিয়াছে মুক্তি লাভ
—লভিয়াছে মহাসিদ্ধি না ত্যজি' বিষয়-রাগ;
আকর্ষণ, সম্মোহন প্রমথন, প্রক্ষোভণ
উচ্চাটন-আদি বলে যায়
সে সব তো ক্ষুদ্র সিদ্ধি— বিজ্ঞাবান্ সাধকের
সে সকল যোগ-অন্তরায়।

দিগ।—(উন্মত্ত হইয়া) ওরে কাপালিক! অথবা ওরে আচার্য্য! অথবা ওরে আচার্য্য-মশায়!

ভিক্ষু।—(উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া) সুরাপানে অনভ্যাস-বশতঃ ও দেখ্‌চি মাতাল হয়ে পড়েছে—ওর এখন নেশা ছুটিয়ে দিন।

সোম।—আচ্ছা তাই করচি। (স্বমুখোচ্ছিষ্ট তাম্বূল দিগম্বরকে প্রদান)

দিগ।—(সুস্থ হইয়া) আচার্য্য মহাশয়! জিজ্ঞাসা করি, সুরা আহরণে আপনার যেরূপ ক্ষমতা, স্ত্রী-পুরুষ প্রভৃতি আকর্ষণেও কি আপনার সেইরূপ ক্ষমতা আছে?

সোম।—তুমি অত কেন জিজ্ঞাসা করচ? দেখ:—

কিবা বিদ্যাধরী কিবা স্বর্গ-সুরাঙ্গনা,
নাগ-কন্যা অথবা গো যক্ষের ললনা,
এ তিন ভুবন-মাঝে যারে চাহি আমি
তাহাকেই বিদ্যা-বলে হেথা টেনে আনি।

দিগ।—ওহে! আমি গণনা করে' জেনেছি, আমরা সবাই মহামোহের কিঙ্কর।

উভয়ে।—বাপু, তুমি ঠিক্‌ই জেনেছ।

দিগ।—এখন তবে রাজ-কার্য্য কি করতে হবে, এসো, তারি মন্ত্রণা করা যাক্‌।

সোম।—কি কাজ?—বল।

দিগ।—মহারাজের আজ্ঞা, সত্ত্বগুণের কন্যা সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধাকে আমাদের আকর্ষণ করে' আন্‌তে হবে।

সোম।—বল, সেই দাসীপুত্রী এখন কোথায় আছে, আমি বিদ্যাবলে এই দণ্ডেই তাকে এখানে আন্‌চি।

দিগ।—(খড়ি লইয়া গণনারম্ভ)

শান্তি।—সখি! হতভাগারা আমার মা'র কথা বল্‌চে শুন্‌চি যে—মনোযোগের সহিত সমস্ত ব্যাপারটা তবে দেখা যাক্‌।

করু।—হাঁ সখি! (উভয়ের তথাকরণ)

দিগ।—জলে নাস্তি, স্থলে নাস্তি,
নাস্তি সে গো গগনের মাঝে;
আছে বিষ্ণুভক্তি-সনে
—মহাত্মাগণের হৃদে রাজে।

করু।—(সানন্দে) সখি! বাঁচা গেছে, শ্রদ্ধা এখন বিষ্ণুভক্তির কাছে আছেন।

শান্তি।—(হর্ষ)

ভিক্ষু।—ওহে দিগম্বর! কামনার নিকট হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিষ্কাম ধর্ম্ম এখন কোথায় আছেন, তাও গণনা করে' বল।

দিগ।—(পুনর্ব্বার গণনা করিয়া "জলে নাস্তি, স্থলে নাস্তি" ইত্যাদি পুনর্ব্বার পাঠ)

সোম।—(সবিষাদে) হায় হায়! মহারাজের মহাকষ্ট উপস্থিত দেখচি।

দেবী বিষ্ণু ভক্তি যিনি
একমাত্র সিদ্ধির কারণ,
তাঁর সাথে হয় যদি
সত্ত্ব-কন্যা শ্রদ্ধার মিলন,
ধর্ম্ম যদি কাম হতে
মুক্ত হয়ে করেন বিরাজ;
তা হলেই সিদ্ধ যে গো
হবে সেই বিবেকের কাজ।

এখন অর্থব্যয় করেও আমাদের প্রভু মহামোহের কার্য্যসাধন করা কর্ত্তব্য। অতএব এস, এখন আমরা ধর্ম্ম ও শ্রদ্ধাকে আকর্ষণ করবার জন্য মহাভৈরবী-বিদ্যাকে সেখানে পাঠাই

[প্রস্থান।

শান্তি।—আমরাও এস এই হতভাগাদের সমস্ত ব্যাপার দেবী বিষ্ণুভক্তিকে জানাই গে।

[প্রস্থান

ইতি পাষণ্ড-বিড়ম্বন-নামক তৃতীয় অঙ্ক।

চতুর্থ অঙ্ক

(মৈত্রীর প্রবেশ)

মৈত্রী।—আমি মুদিতার নিকটে শুন্‌লেম, ভগবতী বিষ্ণুভক্তি আমাদের প্রিয়সখী শ্রদ্ধাকে মহাভৈরবীর হাত হতে উদ্ধার করেছেন। না জানি, শ্রদ্ধা এখন কোথায়; তাকে দেখবার জন্য আমার হৃদয় উৎকণ্ঠিত হয়ে আছে। (পরিক্রমণ)

(ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে শ্রদ্ধার প্রবেশ)

শ্রদ্ধা।—কানে দোলে নৃ-কপাল-কুণ্ডল ভীষণ;
দৃষ্টি হতে বিদ্যুচ্ছটা ছুটে অনুক্ষণ;

মূরতি সে ভয়ঙ্কর, অনলের শিখা-সম
কেশ তার পিঙ্গল-বরণ ;
দন্ত চন্দ্রকলাঙ্কুর, তাহার ভিতর হতে
লোল-জিহ্বা করে নির্গমন ;
—সেই মহাভৈরবীরে হেরিয়া কদলী-সম
কাঁপিছে এখনো মোর মন।

মৈত্রী।—(দেখিয়া) ঐ যে, প্রিয়সখী শ্রদ্ধা য়ে কদলী-পত্রের মত কাঁপতে কাঁপতে কি চেন; আমি ওঁর সম্মুখে আছি, তবু আমাকে খতে পাচ্ছেন না; আচ্ছা, তবে নিকটে গিয়ে র সঙ্গে কথা কই। (নিকটে গিয়া) প্রিয়সখী দ্ধা, আজ তোমাকে এত অন্যমনস্ক দেখচি কেন বল কি? আমি তোমার সম্মুখে রয়েছি, তবু তুমি মাকে দেখতে পাচ্চ না?

শ্রদ্ধা।—মৈত্রীকে দেখিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া) কি! প্রিয়সখী মৈত্রী যে।

করাল যে কাল-রাত্রি তাহার দন্তের মাঝে
ছিনু এতক্ষণ,
তোমারে দেখিয়া সখি পাইনু আবার যেন
নূতন জীবন।

এসো সখি, আমাকে গাঢ় আলিঙ্গন কর।

মৈত্রী।—(তথা করিয়া) সখি! বিষ্ণুভক্তি যা সেই মহাভৈরবীর প্রভাব নষ্ট করেছেন, তবু খনও তোমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপচে কেন বল দিকি?

শ্রদ্ধা।—("কানে দোলে নৃ-কপাল" ইত্যাদি)

মৈত্রী।—(সত্রাসে) উঃ! হতভাগিনীর কি ঙ্কর মূর্ত্তি! সে এসে কি করলে বল দিকি?

দ্ধা।—সখি! শোনো!—

শ্যেন-পক্ষী-সম সে গো
ঊর্দ্ধ হতে সবেগে নামিয়া
এক হস্তে ধরমেরে
—অন্য হস্তে আমারে ধরিয়া,
সবেগে উঠিল পুন গগনে তখুনি
নখাগ্রে ধরিয়া মাংস যেমতি শকুনি।

মৈত্রী।—কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ! (মূর্চ্ছিত)

শ্রদ্ধা।—সখি! আশ্বস্ত হও।

মৈত্রী।—(আশ্বস্ত হইয়া) তার পর—তার ?

শ্রদ্ধা।—তার পর আমার আর্ত্তনাদে দেবী বিষ্ণু-ভক্তির হৃদয় আর্দ্র হল! তিনি তখন:—

ভ্রুকুভঙ্গ ভয়ঙ্কর সকোপ কুটিল ঘোর
রক্তিম লোচনে
করিলেন দৃষ্টিপাত;— অমনি সে নভ হতে
পড়িল গো ভূমে
বজ্রাহত শিলা-সম, —জর্জ্জরিত ভগ্ন-অস্থি
হয়ে সে পতনে।

মৈত্রী।—ব্যাঘ্রের মুখ হতে হরিণীর ন্যায়—কি ভাগ্যি শ্রদ্ধা ভৈরবীর হাত থেকে রক্ষা পেলেন। তার পর প্রিয়সখি, তার পর?

শ্রদ্ধা।—তার পর, দেবী বিষ্ণুভক্তি নিরুদ্বিগ্ন হয়ে আমাকে বল্লেন; "দেখ শ্রদ্ধে! দুরাত্মা মহামোহ আমাকে বড়ই অবজ্ঞা করে; আমি তাকে সমূলে বিনষ্ট করব। আর তুমি বিবেকের নিকট গিয়ে বল, তিনি যেন কামক্রোধাদিকে জয় করবার জন্য এখনি উদ্যোগ করেন; তা হলেই বৈরাগ্যের প্রাদুর্ভাব হবে। আমিও প্রসন্ন হয়ে যথাসময়ে প্রাণায়ামাদি দ্বারা তোমাদের সৈন্যকে অনুপ্রাণিত করব; আর ঋতসম্ভাবা আদি দেবীরাও, শান্তি আদির কৌশলে, বিবেকের সহিত উপনিষদ দেবীর সম্মিলনে যাতে প্রবোধের জন্ম হয়, তার উপায় চিন্তা করবেন।" তাই আমি এখন বিবেকের নিকট যাচ্চি। তুমি এখন কি করে' দিন কাটাবে বল দিকি সখি?

মৈত্রী।—আমি এখন বিষ্ণুভক্তির আজ্ঞায়, মুদিতা, দয়া ও উপেক্ষা এই তিন ভগিনীকে সঙ্গে নিয়ে বিবেকের কার্য্য-সিদ্ধির নিমিত্ত মহাত্মা সাধুদের হৃদয়ে বাস করব।

সুধীজন-প্রতি তারা
করিবেন মিত্র-ব্যবহার
জনমিবে অনুকম্পা
দুঃখীদের হেরি' দুঃখ-ভার;
পুণ্য-কার্য্যে তাঁহাদের
হইবে গো আনন্দ অপার;
কুমতি জনের প্রতি
করিবেন উপেক্ষা বিস্তার।
আত্মা কলুষিত হলে'
রাগ লোভ দ্বেষ আদি-জন্য

আমাদের অধিষ্ঠানে
এইরূপে হয় গো প্রসন্ন।

তাই, আমরা এই চার ভগিনী মিলে, যাতে প্রবোধের জন্ম হয়, এখন তারই চেষ্টায় থাক্‌ব। প্রিয়-সখি, এখন তুমি কোথায় গিয়ে মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ কর্‌বে বল দিকি?

শ্রদ্ধা।—দেবী বিষ্ণুভক্তি আরও এই কথা বল্লেন:—রাঢ় নামে একটি জনপদ আছে, সেইখানে ভাগীরথী-তীরের অলঙ্কার-স্বরূপ ভূতচক্র নামে যে তীর্থ, সেইখানে বিবেক ব্যাকুল-চিত্ত হয়ে, মীমাংসা-অনুগত বুদ্ধির দ্বারা কোনরূপে প্রাণধারণ করে' উপনিষদের সহিত মিলিত হবার জন্য তপস্যা করচেন।

মৈত্রী।—তুমি তবে যাও প্রিয়সখি, আমিও আমার কাজ করি গে।

শ্রদ্ধা।—আচ্ছা সখি।

[প্রস্থান।

ইতি প্রবেশক।

(রাজা বিবেক ও প্রতীহারীর প্রবেশ)

রাজা।—আরে পাপিষ্ঠ মোহ হতভাগা! তুই এই মহাত্মা পুরুষকে নিতান্তই বধ করবি দেখ্‌ছি। এই আত্মা পুরুষ এখন:—

অনন্ত-মহিম শান্ত চিদানন্দ নিরমল
নিস্তরঙ্গ এমন যে অমৃত-সাগর-জল
—থাকিয়াও মগ্ন তাহে নাহি করে আচমন;
আর মৃগতৃষ্ণার্ণব —অসার সে যে এমন—
তাতেই আমোদ তার —তাতেই অবগাহন,
সে জলেই আচমন, সে জলই করয়ে পান
তাহাতেই নিমজ্জিত থাকে সে গো অবিরাম।

অথবা, সংসারচক্র-বাহক সেই মহামোহের যে অবোধ-মূল, তা' কেবল প্রবোধচন্দ্রোদয়ের দ্বারাই উন্মূলিত হবে। কেন না:—

ঈশ্বরোপাসনা-বীজ —যাহা হতে তত্ত্বজ্ঞান
স্বতঃ জনমায়—
তাহা ছাড়া, ভব-তরু -মোহ-মূল নাশিবার
নাহিক উপায়।

পুরাবেত্তাগণ বলেন, কৃতীদের কার্য্যে দেবতারা প্রায় সহায় হন। দেবী বিষ্ণুভক্তিও আমাকে আদেশ করেছেন যে, তুমি কাম-ক্রোধদের জয় করবার জন্য উদ্যোগ করবে; আর, তিনিও এই যুদ্ধে আমাদের পক্ষ অবলম্বন করবেন। কাম তো বস্তুবিচারের অভাবেই বেঁচে আছে—অতএব, কামকে জয় করবার জন্য বস্তুবিচারকেই পাঠান যাক্। (পার্শ্বে অবলোকন করিয়া) বেত্রবতি! বস্তুবিচারকে ডেকে নিয়ে এসো তো।

প্রতী।—যে আজ্ঞে দেবি!

(প্রস্থান করিয়া বস্তুবিচারের সহিত পুনঃ প্রবেশ)

বস্তু।—বাস্তবিক কোন সৌন্দর্য্য আছে কি না, তা বিচার না করে' কেবল সৌন্দর্য্যের অভিমানেই হতভাগা কাম বৃদ্ধি পেয়ে, জগৎকে সর্ব্বদাই বঞ্চনা করচে; অথবা, দুরাত্মা মহামোহেরই এই কাজ! দেখ:—

প্রত্যক্ষ গো দেখিয়াও অশুচি-পুত্রিকা নারী,
পণ্ডিতেও উনমত্ত
প্রমোদিত অত্যাসক্ত
হয় কাম-বশে;
কতই প্রশংসা করে;— বলে, কিবা পদ্ম-নেত্র
কিবা ভুরু, কিবা গুরু
নিতম্ব, উন্নত স্তন
কমল-বদনা সে।

আরও, যে সকল বুদ্ধিমান লোক যথার্থ বস্তু-বিচার করে' থাকেন, রক্ত-মাংস-অস্থি-পঞ্জর-শ্লেষ্মময়ী নারীতে তাঁদেরও বিরাগ নেই, স্পষ্ট দেখা যা[illegible] বস্তুতঃ নারীতে নিজস্ব সৌন্দর্য্যগুণ কিছুই নেই, তাতে কেবল ইতর গুণের অধ্যাস করা হয় মাত্র। দেখ:—

চারু মুক্তাহার-লতা, রুনু ঝনু-মণিম[illegible]
কনক-নূপুর,
কুঙ্কুম-সম্ভব রাগ, বিচিত্র কুসুম-মালা,
সুগন্ধ মধুর,
বিচিত্র দুকূল-বাস, —এই সবে রমণীর
কল্পিত সৌন্দর্য্য স্বাথে
অল্প-বুদ্ধি লোক;
কিন্তু যারা দেখিয়াছে অন্তর বাহির তার,
তাহারাই জানে—নারী
দ্বিতীয় নরক।

(আকাশে) আরে পাপিষ্ঠ চণ্ডাল কাম! তুই

বিনা-অবলম্বনে আবির্ভূত হয়ে মহাপুরুষদের যে ব্যাকুল করে' তুলচিস্। দেখ, কাম কোন কামিনীকে দেখলেই মনে করে :—

এ ইন্দু-বদনা বালা চাহে গো আমারে ;
সানন্দে আমার পানে কটাক্ষে নেহারে ;
এই কমলাক্ষী নারী স্তন-আলিঙ্গনে
মিলিতে ইচ্ছুক অতি দেখ আমা সনে।
কিন্তু ওরে মূঢ় !
কে করে গো ইচ্ছা তোরে,
ওরে পশু ! কে দেখে বল তো ?
মাংসাস্থি-নির্ম্মিত নারী
এর কিছু নহে অবগত ;
কেমনে সে দেখিবে গো
পুরুষেরে—যে গো অনুরত।

প্রতী।—এই দিক্ দিয়ে আসুন, এই দিক্ দিয়ে।

(উভয়ের পরিক্রমণ)

প্রতী।—ঐ মহারাজ বিবেক বসে' আছেন, আপনি নিকটে গমন করুন।

বস্ত।—(নিকটে গমন করিয়া) মহারাজের জয় হোক্ ! আমি বস্তুবিচার, প্রণাম করি।

রাজা।—(সসম্ভ্রমে) এইখানে বোসো।

বস্ত।—(বসিয়া) মহারাজ ! এই আপনার কিঙ্কর উপস্থিত ; অনুগ্রহ করে' আজ্ঞা করুন।

রাজা।—দেখ বাপু ! মহামোহের সহিত আমার সংগ্রাম উপস্থিত ; এই যুদ্ধে মহামোহের প্রধান বীর হচ্চে কাম ; আর, তোমাকেই তার প্রতিযোগী যোদ্ধা স্থির করা গেছে।

বস্ত।—(সহর্ষে) মহারাজ আমাকে যেরূপ সম্মানিত করেছেন, তাতে আমি ধন্য হলেম।

রাজা।—আচ্ছা, কোন্ শস্ত্রবিদ্যার দ্বারা কামকে তুমি জয় করবে বল দিকি ?

বস্ত।—আঃ ! যে পুষ্পধনু-কামের পঞ্চশর মাত্র সম্বল, তাকে জয় করতে কি শস্ত্র গ্রহণের অপেক্ষা করে ? দেখুন :—

নারীরে যথনি কেহ
করিবে গো স্মরণ দর্শন
অমনি ইন্দ্রিয়-দ্বার
দৃঢ়রূপে করি' আচ্ছাদন,
প্রতি মুহু ধ্যান করি'
শেষের বিরস পরিণাম,
আর দেহ-বীভৎসতা
চিন্তন করিয়া অবিরাম,
—এইরূপে আমা হতে
উন্মূলিত হইবে সে কাম।

রাজা।—সাধু ! সাধু !

বস্ত।—আরও দেখুন :—

বিপুল-পুলিন নদী, পতন্ত নির্ঝর-জলে
সুমসৃণ শৈল-শিলা
যেথা বিদ্যমান ;
ঘন-তরু বনরাজি ; —ব্যাস-উক্ত শান্তি বাণী
যেথায় গো উচ্চারিত
হয় অবিরাম ;
সত্ত্বগুণ-বিভূষিত পণ্ডিতগণের যেথা
হয় সমাগম ;
সেথা কি থাকিতে পারে মাংস-রসাময়ী নারী
অথবা মদন ?

তা ছাড়া :—নারীই কামের প্রধান অস্ত্র ; অতএব তাকে জয় করলেই তার যে সব সহায়, তারাও বিফল-চেষ্ট ও ভগ্নোদ্যম হয়ে পলায়ন করবে। তখন :—

চন্দ্র ও চন্দন, আর
জ্যোৎস্না-শুভ্র রাতি মনোরম
ভ্রমর-কুল-গুঞ্জন-
মুখরিত বিলাস-কানন ;
সুচারু বসন্তোদয় ; মেঘ-মন্দ্র-গরজন
বরষা-দিবস :
কদম্ব-কুসুম-গন্ধে সুরভিত সমীরণ
—মৃদুল-পরশ
শৃঙ্গার-প্রমুখ এই
কামের সহায় আছে যত
নারীরে করিলে জয়
ইহারাও হইবে নিহত।

অতএব আর বিলম্বে প্রয়োজন কি, আজ্ঞা করুন, মহারাজ, আমি যুদ্ধ-যাত্রা করি।

কুরু-সৈন্য বিনাশিয়া যথা রণ-মাঝে
অর্জ্জুন করিল বধ শেষে সিন্ধুরাজে,

আমিও গো সেইরূপ আচ্ছন্ন করিয়া দিক
বিচারের বাণে,
নাশিয়া অরাতি-সৈন্য বধিব গো অবশেষে
দুষ্ট সেই কামে।

রাজা।—(প্রসন্ন হইয়া) আচ্ছা, তুমি তবে এখন শত্রু-বিজয়ের জন্য সজ্জিত হও।

বস্ত।—যে আজ্ঞে মহারাজ!

[প্রস্থান।

রাজা।—বেত্রবতি! ক্রোধ-জয়ের জন্য ক্ষমাকে ডেকে নিয়ে এসো।

প্রতী।—যে আজ্ঞে মহারাজ!

(প্রস্থান করিয়া ক্ষমাকে লইয়া পুনঃ প্রবেশ)

ক্ষমা।—(ধৈর্য্য-সহকারে)

বিস্তারি' ক্রোধান্ধকার
সুবিকট ভ্রূকুটী-তরঙ্গ ভয়ঙ্কর
সান্ধ্য কিরণ সম
নিঃক্ষেপিয়া আরক্তিম দৃষ্টি ঘোরতর,
শক্ররা যে সুকঠোর পরনিন্দা কটুবাক্য
উচ্চারণ করে শত শত,
ধৈর্য্যশালী জনগণ —নিষ্কম্প নিরমল
সুগভীর সাগরের মত—
সেই সব নিন্দাবাক্য নির্ব্বিকার-চিত্তে দেখ
সহিয়া থাকেন অবিরত।
(শ্লাঘা-সহকারে) দেখ! আমার—
বচনে না হয় গ্লানি, শিরোব্যথা, মনস্তাপ
দন্ত-পীড়ন আদি নাহি যায় দেখা।
হিংসাদি অনর্থ-যোগ তাহাও ঘটে না মোর,
—ক্রোধ-জয়ে আমি শ্লাঘ্য একা।

(উভয়ে পরিক্রমণ করিতে করিতে)

প্রতী।—প্রিয়সখি! ঐ মহারাজ, এইবার নিকটে এগিয়ে যাও।

ক্ষমা।—(নিকটে গিয়া) মহারাজের জয় হোক্! আমি আপনার দাসী ক্ষমা, সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি।

রাজা।—বৎসে! এইখানে বোসো।

ক্ষমা।—(বসিয়া) আজ্ঞা করুন মহারাজ, এ দাসীকে কেন ডেকেচেন?

রাজা।—দেখ ক্ষমা! এই সংগ্রামে দুরাত্মা ক্রোধকে তোমার জয় করতে হবে।

ক্ষমা।—মহারাজের শ্রীচরণ-প্রসাদে আমি মহা-মোহকেই জয় করতে পারি, তা ক্রোধ;—ক্রোধ তো তার অনুচরমাত্র; তাকে আমি অচিরাৎ জয় করব।

যেই জন অকারণে বাধা দেয় বেদ-পাঠে,
যজ্ঞাদিতে, তপ অনুষ্ঠানে,
অগ্নির স্ফুলিঙ্গ-সম ক্রোধ যার অবিরত
ছুটিতেছে যুগল নয়ানে,
সেই পাপিষ্ঠেরে আমি করিব নিধন
—মহিষেরে কাত্যায়নী বধিলা যেমন।

রাজা।—আচ্ছা, বল দেখি ক্ষমা, তুমি কি উপায়ে ক্রোধকে জয় করবে?

ক্ষমা।—মহারাজ! নিবেদন করি:—

হ'লে কেহ ক্রোধাবিষ্ট উপেক্ষিয়া হাসি-মুখে
দেখাই সুপ্রসন্ন ভাব;
নিন্দা সে করে যদি কুশল পুছিব তায়
কিছুমাত্র না করিয়া রাগ;
প্রহার করয়ে যদি পাপ-নাশ হল বলি
আনন্দিত হইব অন্তরে;
"অজিতাত্মা জীবগণ —দৈববশে দুর্নিবার—
হঠাৎ গো এই কাজ করে
—ধিক্ তারা কৃপাপাত্র"! —ইহা ভাবি' দয়াবশে
আর্দ্র যদি হয় গো হৃদয়,
বল দেখি মহারাজ তখন কি হইতে পারে
চিত্ত-মাঝে ক্রোধের উদয়?

রাজা।—সাধু! সাধু!

ক্ষমা।—মহারাজ! ক্রোধকে জয় করতে পারলেই হিংসা, কঠোরতা, মদ, মান, মাৎসর্য্য আপনা হতেই পরাজিত হবে।

রাজা।—আচ্ছা, তবে তুমি তাদের বিজয়ের নিমিত্ত যাত্রা কর।

ক্ষমা।—যে আজ্ঞে মহারাজ!

[প্রস্থান।

রাজা।—(প্রতীহারীর প্রতি) আচ্ছা, এখন লোভকে জয় করবার জন্য সন্তোষকে ডাকো।

প্রতী।—যে আজ্ঞে মহারাজ!

[প্রস্থান।

(সন্তোষের সহিত প্রতীহারীর পুনঃ প্রবেশ)

সন্তোষ।—(চিন্তা করিয়া অনুকম্পা সহকারে)

নানাবিধ বৃক্ষ ধরে
কতশত স্বেচ্ছালভ্য ফল!
স্থানে স্থানে পুণ্যনদী
—তাহে মিষ্ট সুশীতল জল;
সুখস্পর্শ শয্যা রহে
সুললিত লতাপত্রময়;
তবু কৃপাপাত্রগণ
ধনীর দুয়ারে কষ্ট সয়।

(আকাশে) ওরে মূর্খ! তোদের এই মোহ কি দুশ্ছেদ্য!

এই তুচ্ছ ধন-তৃষ্ণা
—মৃগতৃষ্ণা-সাগর সমান
দেখিয়া তবুও কি রে
নাহি হয় আশার বিরাম?
শতধা বিদীর্ণ নাহি
হয় কি রে তোদের হৃদয়?
বজ্জর প্রস্তরে উহা
দেখিতেছি গঠিত নিশ্চয়॥

তা ছাড়া, এই লোভ চিত্ত-মাঝে ক্রমশই বৃদ্ধি পায়।

পাইয়াছি এত ধন আরো ধন পাব,
মূলধন করি এরে আরো তা বাড়াব;
এইরূপ ধন-চিন্তা —অহো কি আশ্চর্য্য দেখি—
করিতেছ তুমি দিবারাত,
ভাবো না পিশাচী আশা মোহ-রাত্রে ঘেরি তোমা
সবলে গ্রাসিবে অচিরাৎ।

অপিচ:—

যদিও গো কোনরূপে লব্ধ হয় ধন,
নিশ্চয় তাহার হবে বিলয়-সাধন।
ধন-নাশে, তব নাশে
দুয়েতেই ধনের বিয়োগ;
তোমার বিনাশে দেখ
ধন তব না হইবে ভোগ।
ধনলাভ, ধননাশ
এর মাঝে কোন্‌টি গো পথ্য?
লব্ধ ধন নাশ, কিম্বা
ধনাভাব—বল দেখি সত্য?

আরও দেখ:—

মদভরে করে নৃত্য
মৃত্যু এই মাথার উপরে;
জরারূপী ঘোর সর্প
তোমায় গো দেখ গ্রাস করে;
বিষয়ের লোভ-গৃধ্র
গ্রাসে আর সর্ব্ব-চরাচরে।
অতএব ধৌত করি' বোধ-জলে
অবোধ-বহুল ধূলিজাল,
সন্তোষ অমৃতার্ণব—তারি তলে
মগ্ন হয়ে থাকো চিরকাল।

প্রতী।—ঐ আমাদের মহারাজ—আপনি নিকটে এগিয়ে যান।

সন্তোষ।—(তথা করিয়া) মহারাজের জয় হোক—আমি সন্তোষ, প্রণাম করি।

রাজা।—এইখানে বোসো। (আপনার কাছে বসাইয়া)

সন্তোষ।—মহারাজ! আপনার এই ভৃত্য উপস্থিত, এখন অনুগ্রহ করে' আজ্ঞা করুন।

রাজা।—তোমার প্রভাব তো জানাই আছে; তুমি অবিলম্বে লোভ-জয়ের জন্য বারাণসী যাত্রা কর।

সন্তোষ।—যে আজ্ঞে মহারাজ:—

ম্লান-মুখী লোভ সেই
—যে করে গো ত্রিলোক বিজয়—
তারে মহারাজ আমি
অনায়াসে জিনিব নিশ্চয়,
যথা রাম বধিল সে
দুর্বৃত্ত রাজা দশাননে
—যে ছিল প্রবৃত্ত সদা
দেব-দ্বিজ-বন্ধন-নিধনে।

[পরিক্রমণ করিয়া প্রস্থান।

("বিনীত" দূতের প্রবেশ)

বিনী।—মহারাজ! যুদ্ধযাত্রার মাঙ্গল্য-দ্রব্য-সকল আহরণ করা হয়েচে; আর গণক এসে গমনের শুভ সময় নিরূপণ করে' দিয়েচেন।

রাজা।—আচ্ছা, তা হলে সেনাপতিদের সৈন্য পাঠাতে বল।

বিনী।— যে আজ্ঞে মহারাজ!

[প্রস্থান।

নেপথ্যে।—ওহে, তোমরা শোনো।

যাহাদের কুম্ভচ্যুত মদে মত্ত হয় ভৃঙ্গ
—এ হেন করীন্দ্রগণে করহ সজ্জিত;
যাহাদের বেগ-বলে পরাজিত প্রভঞ্জন
হেন তুরঙ্গম রথে করহ যোজিত;
কুন্তাগ্রে, সৃজন করি, দিগন্তে নীলাজ-বন
বিচরুক পদাতি প্রথম;
তার পর, অসিলতা করিয়া ধারণ করে
অশ্বারোহী করুক গমন।

রাজা।—আচ্ছা, এখন তবে মঙ্গলাচরণ করে' যাত্রা করা যাক্। (পারিপার্শ্বিকের প্রতি) ওহে! সারথিকে আমার সাংগ্রামিক রথ সজ্জিত করে' আন্‌তে বল।

পারি।—যে আজ্ঞে।

[প্রস্থান।

(রথ লইয়া সারথির প্রবেশ)

সারথি।—মহারাজ! এই রথ সুসজ্জিত করে' আনা হয়েচে, এখন অরোহণ করুন।

রাজা।—(মঙ্গলাচরণ করিয়া রথে আরোহণ)

সারথি।—(রথবেগ দেখাইয়া) মহারাজ! দেখুন, দেখুন:—

খুরাগ্রে চুম্বিয়া ভূমি অশ্বগণ লয়ে যায়
রথখানি গগন-সীমায়;
এমনি প্রচণ্ড বেগ গতি শুধু অনুমিত
খুরোত্থিত পথের ধূলায়।
কি ঘোর রথের শব্দ ঘর্ঘর ভীষণ!
মনে হয়, হইতেছে সাগর-মন্থন।

মহারাজ! ঐ দেখুন, অনতিদূরে ত্রিলোকপাবনী বারাণসী নগরী।

সুধাকর-কর-সম শুভ্রবর্ণ এই সব
সউধ-শিখর;
ধারা-যন্ত্র হতে ওই স্খলিত হইয়া জল
ঝরে ঝর্ ঝর্;
উচ্চে সুশোভিত ওই বিচিত্র পতাকাবলি
—সউধ-শিখরে যায় দেখা,
নিরমল শরতের মেঘ-প্রান্তে বিলসিত
যেন চারু তড়িতের লেখা।

(পরিক্রমণ করিয়া)

প্রত্যেক মুকুলে অলি লগ্ন হয়ে করয়ে গুঞ্জন;
প্রস্ফুটিত পুষ্প হতে বিন্দু বিন্দু ঝরি মকরন্দ
—মনে হয় বর্ষা এল; পুষ্প-গন্ধে দিক্
আমোদিত;
নিবিড় শ্যামায়মান তরুদের ঘন পত্র-পুঞ্জ
বিস্তারে তরল ছায়া; সমীরণ—সেও দেখ কিবা
পাশুপত-ব্রতধারী তাপসের মত অভিষিক্ত
গঙ্গাজলে; – নাতিদূরে, নগর-পর্য্যন্ত-সীমায়
এ হেন অরণ্য-ভূমি মহারাজ ওই দেখা যায়।

গঙ্গাজলে হয়ে আর্দ্র
মাখি শুভ্র পুষ্প-রেণুকণা,
সমীরণ চ্যুত-পুষ্পে
শিবে যেন করে গো অর্চ্চনা;
ভ্রমর-গুঞ্জনে আর
করে দেখ কিবা স্তুতি-পাঠ,
লতা-ভুজ-আন্দোলনে
আরো দেখ কিবা নৃত্য-নাট।

রাজা।—(সানন্দে অবলোকন করিয়া) সারথি! দেখ দেখ:—

চন্দ্রচূড়-বাসভূমি এই বারাণসী পুরী
আকৃষ্ট করে মোর মন;
ব্রহ্মানন্দ-বিধায়িনী বিদ্যা যেন তমো নাশি'
মুক্তিপদে করে আনয়ন।
ধরা-কণ্ঠ-বিলম্বিনী
সুকুটিল মুক্তাবলী-প্রায়
ফেন-হাস্যে গঙ্গা যেন
উপহাসে' শশাঙ্ক-কলায়।

সারথি।—(পরিক্রমণ করিয়া) মহারাজ! দেখুন দেখুন; এই সেই ভাগীরথীর তীরের অলঙ্কার-স্বরূপ ভগবান্ আদি-কেশব নামক বিষ্ণুর পবিত্র মন্দির।

রাজা।—(দেখিয়া সহর্ষে) এ কি!

এ যে সেই দেব যাঁরে পুরাবেত্তাগণ
এ ক্ষেত্রের আত্মারূপে করেন কীর্ত্তন।

হেথা পুণ্যবান্ লোক ত্যজি' দেহ, শেষ
মুক্তি লভি' যাঁর মধ্যে করে গো প্রবেশ।

সারথি।—মহারাজ! দেখুন, দেখুন,—এই কাম, ক্রোধ, লোভ আদি আমাদের দর্শনমাত্রেই দূরে পলায়ন করচে।

রাজা।—তাই বটে। এসো, এখন আমরা ভগবান্ দেব আদি-কেশবকে নমস্কার করি।

(রথ হইতে নামিয়া, প্রবেশ ও অবলোকন করিয়া)

জয় জয় ভগবন্! দেব-সেনা-চূড়ামণি-শ্রেণী
লুণ্ঠিত ও-পাদপদ্মে; আর তারি নখর-প্রভায়
তব পাদপীঠ-দ্যুতি বিমিশ্রিত; তুমি দ্বৈত-ভ্রান্তি-
সন্তপ্ত ত্রিলোকের ভ্রম-নিদ্রা হরণে সুদক্ষ;
বরাহ-মূরতি ধরি জলমগ্ন পৃথিবীরে তুমি
উদ্ধারিলে; তাহে ক্ষিন্ন হ'ল তব দংষ্ট্রাগ্রভাগ;
তবু সেই দংষ্ট্রাগ্রে বিদরিলে কত মহাগিরি।
বামনের পাদদ্বয়ে লোকদ্বয়ে হলে তুমি ব্যাপ্ত;
শ্রীকৃষ্ণের দেহ ধরি' বাহুবলে করি উত্তোলন,
মহা গোবর্দ্ধন-গিরি—ছত্ররূপে করি' তা ধারণ,
ইন্দ্রকৃত আকস্মিক সুপ্রচণ্ড অতিবৃষ্টি হতে
রক্ষিলে গোকুল-জনে, বিস্মিত করিয়া সর্ব্বজন।
বিধবা করিয়া সব অসুর-বধূরে—প্রভু ওগো—
তাদের সীমন্ত হতে সিন্দুর করিয়া অপনীত
লেপন করিলে তাহা সূর্য্য-দেহে;—তাই
সে গো এবে
লোহিত-বরণ; আর যবে নর-সিংহরূপ ধরি'
হিরণ্য-কশিপু-বক্ষ দশ নখে বিদারিলে তুমি
—সেই হস্ত-বিগলিত সুবিস্তীর্ণ শোণিত-ধারায়
মগ্ন হল ত্রিভুবন; আবার, সে ত্রিলোকের রিপু
কইটভ-অসুরের সুকঠিন কণ্ঠ-অস্থি যবে
করিলে ছেদন তুমি,—সুদর্শনচক্র হতে তব
বহ্নি-জ্যোতি উল্কা-ছটা হইয়া গো বিনিঃসৃত
প্রচণ্ড দোর্দণ্ড তব প্রকটিত করিল জগতে।
চন্দ্র-অর্দ্ধ-শেখরের প্রেমাস্পদ তুমি যে গো প্রভু;
সমুদ্র-মন্থন-কালে তব বাহুবলের প্রভাবে
ঘুরায়ে মন্দর-গিরি বিক্ষোভিলে ক্ষীরোদ-সাগর;
—তাহা হতে উঠি লক্ষ্মী আলিঙ্গিলা
তোমা ভুজ-পাশে
—সেই আলিঙ্গন-ভরে পীতচন্দন-পত্রাবলী-চিহ্ন
পড়ে ওই বক্ষঃস্থলে—এবে যাহে শোভে মুক্তামালা।
বৈকুণ্ঠদেব ওগো! করি আমি তোমায় প্রণাম,
সংশয়-বন্ধন কাটি' ভকতেরে দাও প্রভু জ্ঞান।

(মন্দির হইতে নির্গত হইয়া অবলোকন পূর্ব্বক)

দেখ সারথি! এই উৎকৃষ্ট স্থান বারাণসীই আমাদের বাসযোগ্য; অতএব এই স্থানেই শিবির সন্নিবেশ করা হোক্।

[উভয়ের প্রস্থান।

ইতি বিবেকোদ্যোগ নামক চতুর্থ অঙ্ক।

পঞ্চম অঙ্ক

(শ্রদ্ধার প্রবেশ)

শ্রদ্ধা।—(চিন্তা করিয়া) এই তো প্রসিদ্ধ পন্থা, কেননা:—

এ বৈর-সম্ভব ক্রোধ কত কত জাতি কুল
করয়ে দহন
—পবন-আহত তরু- ঘরষণ-জাত যথা
বন-হুতাশন।

(সাশ্রু-লোচনে) আহা! সোদর-বিনাশ-জনিত শোকানল অতি দারুণ দুর্নিবার; শত শত বিচার-জলধরও তা মন্দীভূত করতে পারে না।

সিন্ধু, মহী, শৈল, নদী —ইহাদেরি ধ্বংস যবে
ঘটিবে নিশ্চয়,
তখন এ তৃণ-লঘু ক্ষণধ্বংসী জীব-নাশে
কিসের সংশয়?
বন্ধুর নিধনে তবু,
এ বিষম শোক-হুতাশন
বিচার-শকতি নাশি'
করে মোর হৃদয় দহন।

কাম-ক্রোধাদি ভ্রাতৃগণ আমার অপকার করলেও তাদের বিনাশে:—

মর্ম্মচ্ছেদ করে মোর,
দেহ মোর করয়ে শোষণ,
দহে মোর অন্তরাত্মা
জ্বলন্ত এ শোক-হুতাশন।

(চিন্তা করিয়া) সে যাই হোক, দেবী বিষ্ণুভক্তি আমাকে এইরূপ আদেশ করেছেন, "দেখ বৎসে!

আমি এখানে থেকে হিংসা-ব্যাপারময় সংগ্রাম দেখতে পারব না; অতএব বারাণসী পরিত্যাগ করে' আমি এখন শালগ্রাম নামক ভাগবত-ক্ষেত্রে গিয়ে কিছুকাল বাস করব। সেখানে তুমি যুদ্ধের যথাযথ বৃত্তান্ত আমাকে জানাবে।" তাই এখন আমি দেবীর নিকটে গিয়ে যুদ্ধ বৃত্তান্ত নিবেদন করি গে। (পরিক্রমণ ও অবলোকন করিয়া) এই তো সেই চক্রতীর্থ, এইখানেই সংসার-সাগর-তরণীর কর্ণধার ভগবান্ হরি বাস করেন, (প্রণাম করিয়া) এই যে, ভগবতী বিষ্ণুভক্তি সাধুজন-বেষ্টিত হয়ে, আমার কন্যা শান্তির সহিত কি কথা কচ্চেন। এইবার তবে নিকটে যাই।

(বিষ্ণুভক্তির ও শান্তির প্রবেশ)

শান্তি।—দেবি! আপনাকে এত চিন্তাকুল দেখচি কেন?

বিষ্ণু।—বৎসে! এই বীরক্ষয়-মহাযুদ্ধে, প্রবল মহামোহের আক্রমণে বৎস বিবেকের না জানি কি ঘটেচে—তাই আমার মন অত্যন্ত ব্যাকুল হয়েচে।

শান্তি।—এর জন্য চিন্তা কি, আপনার অনুগ্রহ থাকলে, নিশ্চয়ই মহারাজ বিবেকের জয় হবে।

বিষ্ণু।—দেখ বৎসে!

সুহৃজ্জন-অভ্যুদয় হইলেও সপ্রমাণ,
তাদের অনিষ্ট-শঙ্কা হৃদে হয় অবিরাম।

বিশেষতঃ শ্রদ্ধা বহুকাল না আসায়, আমার মনে সন্দেহ উপস্থিত হয়েচে।

শ্রদ্ধা।—(সহসা নিকটে আসিয়া) দেবি, প্রণাম।

বিষ্ণু।—এস, এস শ্রদ্ধা, এস,—মঙ্গল তো?

শ্রদ্ধা।—দেবীর প্রসাদে সমস্তই মঙ্গল।

শান্তি।—মা! প্রণাম।

শ্রদ্ধা।—এস বৎসে! আমাকে আলিঙ্গন কর।

শান্তি।—(তথা করণ)

বিষ্ণু।—শ্রদ্ধে! এখন সেখানকার সমস্ত বৃত্তান্ত বল।

শ্রদ্ধা।—দেবীর প্রতিকূলচারীদের সমুচিত শাস্তি হয়েচে।

বিষ্ণু।—সমস্ত সবিস্তারে বর্ণনা কর।

শ্রদ্ধা।—দেবি! শ্রবণ করুন। আপনি আদি-কেশবের মন্দির হতে ফিরে আস্‌বার পর, ভগবান্ ভাস্কর যখন কিঞ্চিৎ পাটলবর্ণ কিরণ বিকীর্ণ করতে আরম্ভ করলেন, সেই সময়ে বিজয়-ঘোষণায় আহূয়মান বীরবর্গের সিংহনাদে দিগ্বিভাগ বধির হয়ে গেল, রথ-অশ্বের খুরোত্থিত ধূলিজালে সূর্য্যমণ্ডল আচ্ছন্ন হল; মদমত্ত করিগণের কুম্ভস্থিত সিন্দুরে দশদিক সন্ধ্যার মত প্রতিভাত হতে লাগল; তাদের ও আমাদের সৈন্য-সাগরের মধ্যে প্রলয়কালীন মেঘ-গর্জ্জনের ন্যায় ভীষণ শব্দ হতে লাগল। সেই সময় মহারাজ বিবেক ন্যায়-দর্শনকে দূত করে' মহামোহের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। ন্যায়-দর্শন সেখানে গিয়ে মহামোহকে এইরূপ বল্লেন:—

অনুচর সহ তুমি
ত্যজি' বিষ্ণুদেব-নিকেতন,
নদীকূল, পুণ্যবন,
আর পুণ্যবান্‌দের মন,
যাও চলি' ম্লেচ্ছ-দেশে; নতুবা খড়্গাঘাতে
প্রতি অঙ্গ হবে খান-খান;
তাহা হতে বিগলিত রক্তধারা পান করি'
ফেরুগণ সব
কেউ কেউ রব করি' মহানন্দ প্রকাশিয়া
করিবে উৎসব।

বিষ্ণু।—তার পর—তার পর?

শ্রদ্ধা।—তার পর, দেবি! মহামোহ ললাট-তটে বিকট ভ্রূকুটি বিস্তার করে' বল্লে:—"হতভাগা বিবেক এই দুর্নীতির ফল ভোগ করুক"; আর, এই কথা বলে' অতিপাষণ্ডদের সহিত পাষণ্ড-শাস্ত্র সকলকে যুদ্ধে পাঠালে। তার পর, আমাদেরও সৈন্যগণের সম্মুখে,—

পুরাণ বেদ-বেদাঙ্গ স্মৃতি-আদি ধর্ম্মশাস্ত্র
আর ইতিহাস
—এই সবে বিভূষিতা সরস্বতী হইলেন
সহসা প্রকাশ।

বিষ্ণু।—তার পর, তার পর?

শ্রদ্ধা।—তার পর, বৈষ্ণব শৈবাদি সর্ব্বশাস্ত্র দেবীর নিকটে এসে উপস্থিত হলেন।

বিষ্ণু।—তার পর?

শ্রদ্ধা।—তার পর :—

মীমাংসা ও ন্যায় সাংখ্য মহাভাষ্য-শাস্ত্রাদিতে
হয়ে পরিবৃত,
ন্যায়শাস্ত্র শতবাহু বিস্তারিয়া, দিক্‌দশ
করি' উদ্‌ভাসিত,
ত্রিনয়না বেদত্রয়ী —ধরমেন্দুকান্তিমুখী—
দুর্গার সমান
সমর-উৎসুক হয়ে বাগ্‌দেবী-সনমুখে
হল অধিষ্ঠান।

শান্তি।—(সবিস্ময়ে) কি আশ্চর্য্য! স্বভাব-প্রতিদ্বন্দ্বী পরস্পর-বিরুদ্ধ শাস্ত্রদের মধ্যে কিরূপে সম্মিলন ঘটল?

শ্রদ্ধা।—বৎসে!

সমবংশজাত জন
হলেও বিরোধী পরস্পর,
শত্রু-আক্রমণে, লভে
জয়-লক্ষ্মী হয়ে একত্তর।

এই হেতু, বেদ-প্রসূত এই সকল শাস্ত্রের মধ্যে তত্ত্ববিচারে অবান্তরবিরোধ থাকলেও, বেদ-সংরক্ষণ ও নাস্তিকপক্ষ খণ্ডন-বিষয়ে তাদের সকলেরই মধ্যে ঐক্য দেখা যায়।

অনন্ত, অব্যয়, শান্ত,
অজ, জ্যোতি, এক পরব্রহ্ম
বহুবিধ শাস্ত্রাগমে
বহুরূপে হন প্রতিপন্ন।
রজোগুণে মুখ্য করি'
কেহ করে ব্রহ্মারে কীর্ত্তন;
সত্ত্বগুণে মুখ্য করি'
কেহ করে বিষ্ণু আরাধন;
তমোগুণে মুখ্য করি'
কেহ করে শিবেরে স্থাপন,
জলের প্রবাহ-সব নানা পথ দিয়া যথা
শেষে আসি' জলধিতে
হয় গো পতন;
সেইরূপ নানা শাস্ত্র ভিন্ন পথে, বেদ-মূল
জগদীশ্বরেই সবে
করে নিরূপণ।

বিষ্ণু।—তার পর?—

শ্রদ্ধা।—তার পর দেবি! সহস্রধারায় অজস্র শরবর্ষণ করে' উভয় পক্ষের চতুরঙ্গিণী সেনা পরস্পর তুমুল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হল।

বহুল শোণিত-নদী
খরবেগে হল প্রবাহিত;
মাংস-পঙ্কে কঙ্ক-পক্ষী
বসে সবে হইয়া ক্ষুধিত।
শর-হত হয়ে যত উত্তুঙ্গ মাতঙ্গ পড়ে
পর্ব্বতের প্রায়,
তাহে স্রোতাবেগ লাগি, প্লবমান ছত্র সম
চূর্ণ হয়ে যায়।

সেই দারুণ সংগ্রামে বৌদ্ধশাস্ত্র, পাষণ্ড শাস্ত্রের অগ্রে ছিল; ওদের মধ্যে পরস্পরের মর্দ্দনে বৌদ্ধ-শাস্ত্রের বিনাশ হল। এইরূপে, পাষণ্ড-শাস্ত্র নির্ম্মূল হয়ে বেদান্তাদি শাস্ত্র-স্রোতে ভেসে গেল। এই দেখে বৌদ্ধেরা সিন্ধু, গান্ধার, পারসীক, মগধ, অঙ্গ, কলিঙ্গ প্রভৃতি দেশে প্রবেশ করুলে; পাষণ্ড দিগম্বর সিদ্ধান্ত, কাপালিক সোমসিদ্ধান্ত প্রভৃতিরা পামর-পূর্ণ পাঞ্চাল, মালব, আভীর দেশে গিয়ে গুপ্তভাবে বিচরণ করতে লাগল; আর নাস্তিকদের তর্কশাস্ত্র-সকলও ন্যায় ও মীমাংসার দারুণ প্রহারে জর্জ্জরিত হয়ে বৌদ্ধশাস্ত্রের পশ্চাদ্‌গামী হল।

বিষ্ণু।—তার পর, তার পর?

শ্রদ্ধা।—তার পর, বস্তুবিচারের দ্বারা কাম হত হল; ক্রোধ, হিংসা ও নিষ্ঠুরতাদের সংহার করুলেন ক্ষমা; লোভ, তৃষ্ণা, দৈন্যাদি, চৌর্য্য, মিথ্যাবাদ, প্রতিগ্রহ—এদের দমন করলেন সন্তোষ। আর, অনসূয়া জয় করলেন মাৎসর্য্যকে ও পরোৎকর্ষ-কামনা জয় করলেন মদকে।

বিষ্ণু।—তা বেশ হয়েছে; এখন মহামোহের সংবাদ কি?

শ্রদ্ধা।—দেবি! মহামোহ যোগ-ব্যাঘাতের সহিত কোথায় যে লুকিয়ে আছে, তা কিছুই জানা যাচ্চে না।

বিষ্ণু।—তবে তো দেখ্‌চি মহা-অনর্থের অবশিষ্ট এখনও কিছু রয়েছে; এখনি এর পরিহার করা কর্ত্তব্য। কেন না :—

পরম-সম্পদ-কামী
বিজ্ঞ জন উপেক্ষা করিয়া

অগ্নি-শেষ, ঋণ-শেষ
শত্রু-শেষ না দেয় রাখিয়া।
আচ্ছা, মনের সংবাদ কি বল দিকি?

শ্রদ্ধা।—দেবি! তিনিও পুত্র-পৌত্রাদির বিনাশ-জনিত শোকে অত্যন্ত কাতর হয়ে জীবন বিসর্জ্জন করতে উদ্যত হয়েছেন।

বিষ্ণু।—(ঈষৎ হাসিয়া) তার জীবন গেলে, আমরা তো সবাই কৃতার্থ হই, আত্মাপুরুষও পরম শান্তি লাভ করেন; কিন্তু তার মৃত্যু কোথায়?

শ্রদ্ধা।—দেবি! আপনি যে প্রবোধের জন্মদানে কৃতসংকল্প হয়েছেন, সেই প্রবোধের উদয় হলেই, মন আর শরীরের সঙ্গে থাকতে পারবে না।

বিষ্ণু।—আচ্ছা, রোসো, আমি তার বৈরাগ্য উৎপাদনের জন্য ব্যাস-সরস্বতীকে (বেদান্তদর্শন) পাঠাচ্চি। [প্রস্থান।

ইতি বিষ্কম্ভক।

(মন ও সঙ্কল্পের প্রবেশ)

মন।—(সাশ্রুলোচনে) হা পুত্র কাম-ক্রোধ! হা বৎস অহঙ্কার! তোমরা কোথায় গেলে?—উত্তর দেও। রাগ-দ্বেষ-মদ-মান-মাৎসর্য্য!—তোমরা আমাকে আলিঙ্গন কর। আমার সর্ব্বাঙ্গ অবসন্ন হয়ে পড়চে। (চারিদিকে অবলোকন করিয়া বিহ্বলভাবে) এই অনাথ বৃদ্ধের সহিত যে কেহই সম্ভাষণ করচে না—আমার সেই অসূয়া প্রভৃতি কন্যারা কোথায়? আর আশা-তৃষ্ণাদি পুত্রবধূগণ তারাই বা কোথায়? আমার মত হতভাগ্যের সঙ্গে থাকায়, তারাও কি দৈব-কর্ত্তৃক অপহৃত হল? (বিহ্বল হইয়া) ওহো হো!

বিষানল-সম ইহা
সর্ব্ব-অঙ্গে করে সঞ্চরণ;
দহে মর্ম্ম-স্থল মোর;
—সর্ব্ব-দেহে বেদনা বিষম;
বিবেক বিলুপ্ত হয়
—হৃদয়-চেতনা করে নাশ;
অহো! এই শোক-জ্বর
সবলে জীবন করে গ্রাস।

(মূর্চ্ছিত হইয়া পতন)

সঙ্কল্প।—রাজন্! আশ্বস্ত হোন্।

মন।—(সংজ্ঞালাভ করিয়া) কি?—আমার এই অবস্থা দেখে দেবী প্রবৃত্তিও আমাকে সান্ত্বনা করচেন না?

সঙ্কল্প—(সাশ্রুলোচনে) মহারাজ! দেবী প্রবৃত্তি এখন আর কোথায়? তিনি যে পুত্র-শোকানলে দগ্ধ হয়ে প্রাণত্যাগ করেছেন।

মন।—(আবেগ-সহকারে) হা প্রিয়ে! কোথায় তুমি?—উত্তর দেও।

স্বপনেও দেবি তুমি না করিতে সুখভোগ
আমার বিহনে,
আমিও গো তোমা বিনা মৃতবৎ থাকিতা[ম]
নিদ্রায় শয়নে।
দারুণ বিধাতা এবে তোমারে গো আমা হ[তে]
করিয়াছে দূর,
তবু আমি আছি বেঁচে —তবু এ পাষাণ-প্রা[ণ]
না হইল চূর।

(পুনর্ব্বার মূর্চ্ছিত হইয়া পতন)

সঙ্কল্প।—রাজন্! আশ্বস্ত হোন—আ[শ্বস্ত] হোন।

মন।—(আশ্বস্ত হইয়া) আর আমার প্র[াণ] ধারণের প্রয়োজন নাই। সঙ্কল্প! তুমি আম[ার] চিতা রচনা কর; আমি চিতানলে প্রবেশ ক[রে] শোকানল নির্ব্বাণ করি।

(ব্যাস সরস্বতীর প্রবেশ)

সরস্বতী।—ভগবতী বিষ্ণুভক্তি এই কথা ব[লে] আমাকে পাঠিয়ে দিলেন যে, "সখি! মন স[ঙ্কল্প] বিয়োগ-দুঃখে অত্যন্ত কাতর হয়েচে—তুমি [গিয়ে] তাকে প্রবোধ দেও, যাতে তার বৈরাগ্যোৎ[পত্তি] হয়, তার চেষ্টা কর।" তা, এইবার আমি [তার] নিকটে যাই। (নিকটে গিয়া) বৎস! তুমি শো[কে] এরূপ অভিভূত হয়েছ কেন? তুমি তো জা[ন] সংসারের সকল বস্তুই অনিত্য; আর তুমি ইতি[হাস] উপাখ্যানাদিও তো পাঠ করেছ।

কল্পশত দীর্ঘজীবী
ব্রহ্মা ইন্দ্র দেবাসুরগণ,
মনু-আদি মুনি, আর
কোটি কোটি জলধি ভুবন,

সবে হয় কালে নষ্ট ;
অতএব সিন্ধু-ফেন-প্রায়
পঞ্চাত্মক দেহ এই
যখন গো পঞ্চত্বরে পায়,
—কেন লোকে করে শোক ?
—এ কি ঘোর মোহ, হায় হায় !

তাই বলি, সংসারের অনিত্যতা চিন্তা কর, নিত্যানিত্য-বস্তু-দর্শীকে শোকাবেশ স্পর্শ করতে পারে না।

কেন না :—

এক ব্রহ্ম অদ্বিতীয়
নিত্য সত্য তিনিই কেবল ;
আর সব বিকল্পিত
যাহা কিছু দেখ এ সকল।
একত্বকে দেখে যে গো সর্ব্ববস্তুময়
—তার কাছে কোথা মোহ, কোথা শোকোদয়।

মন।—শোক-দূষিত মনে বিবেকই স্থান পায় না, তো সংসারের অনিত্যতা-চিন্তা স্থান পাবে কি করে'?

সর।—দেখ বৎস! স্নেহদোষে এইরূপ হয়ে থাকে; তাই স্নেহই সকল অনর্থের বীজ বলে' প্রসিদ্ধ। দেখ :—

প্রিয়া নামে ক্লেশরাশি —বিষ-বহ্নিবীজ সেই—
করে নর প্রথমে বপন ;
শীঘ্র তাহা হতে হয় অশনি-অনল-গর্ভ
স্নেহময় অঙ্কুর উদ্‌গম;
তাহা হতে জনমিয়া শত দীপ্ত শাখাযুক্ত
শোক-দ্রুম যত
তুষের অনল সম মানব-শরীর করে
দগ্ধ অবিরত।

মন।—দেবি! স্নেহবশতই এরূপ হয়, তা আমি জানি; তবু শোকাগ্নি-দগ্ধ প্রাণ আমি ধারণ করতে পারচি নে। যাই হোক্, অন্তিমকালে যে আপনার দর্শন পেলেম, এই আমার পরম সৌভাগ্য।

সরস্বতী।—দেখ, আত্মহত্যার চেষ্টাও অত্যন্ত গর্হিত। তা ছাড়া, এই অপকারীদের জন্য তোমার কেন এত শোকাবেগ ? দেখ :—

এ অপত্য-বান্ধবাদি করে না, করেনি কভু,
কখনই করিবে না তব উপকার ;
উহারা গো মনুষ্যের সুখের নিমিত্ত নহে
—বিচ্ছেদে মরমচ্ছেদ হয় মাত্র সার।
তবু হায় জীবগণ তাহাদেরি তরে দেখ
কতই আয়াস ক্লেশ সহে অনিবার।

তা ছাড়া তাদের জন্য :—

কত ভরা-নদী তুমি না হয়েছ পার ;
কত না গো লঙ্ঘিয়াছ পর্ব্বত পাহাড় ;
কত হিংস্র জীবপূর্ণ সুভীষণ বনভূমে
করেছ প্রবেশ ;
ধনমদ-মসীম্লান ধনি-মুখ হেরি' কত
পাইয়াছ ক্লেশ ;
কতই না পাপিষ্ঠেরা তোমা দিয়া করায়েছে
দুরিত অশেষ।

মন।—সে কথা সত্য, তথাপি :—

বহু দিন হ'তে যারা যতনে লালিত হয়ে
বিচরে গো হৃদয়ের মাঝে,
সেই সব আত্মজের দারুণ বিচ্ছেদ-কষ্ট
প্রাণমর্ম্মচ্ছেদ-সম বাজে।

সর।—বৎস! মমতা-নিবন্ধনই এই মোহ উৎপন্ন হয়—কথায় বলে :—

গৃহ-কুক্কুটেরে "বিল্লি" ভক্ষণ করিলে, দুঃখ
হৃদি-মাঝে যতখানি হয়,
মমতা-বিহীন কোন চটক মূষিকে খেলে
তত দুঃখ না হয় উদয়।

অতএব, সর্ব্বানর্থ-বীজ যে মমতা, তারই উচ্ছেদার্থ যত্ন করা কর্ত্তব্য। দেখ :—

দেহ হতে কত কীট হয় গো উৎপন্ন
—লোকে তাহা করে দূর করি' কত যত্ন।
জগৎ-জনের হায় এ কি মোহ-স্নেহ !
—অপত্য-কীটের তরে শোষে নিজ দেহ।

মন।—দেবি!—তা হলেও, আমার মনে হয়, মমতা-গ্রন্থি দুশ্ছেদ্য।

যে মমতা,—ওগো দেবি!—
নিরন্তর অভ্যাসের বশে
জীবদের স্নেহ-সূত্রে
গ্রথিত রয়েছে দৃঢ় পাশে

—জানেন কি ভগবতি—এ হেন বন্ধন
কি উপায়ে—কেমনে গো হয় বিমোচন ?

সর —বৎস ! সংসারের অনিত্যতা-চিন্তাই মমতা-বন্ধন ছেদনের প্রথম উপায়। দেখ :—

কত তব দারাসুত কত পিতা পিতামহ
আর খুল্লতাত,
বিস্তৃত আবহমান এই এ সংসারে আসি'
কোটিবার গত ;
বিদ্যুতের প্রভা-সম ক্ষণস্থায়ী এই সব
সুহৃদ-সঙ্গম ;
—সুখী হও, এই কথা পুনঃ পুনঃ চিত্ত-মাঝে
করিয়া স্থাপন।

মন।—ভগবতি ! আপনার প্রসাদে আমার মোহ দুর হল। কিন্তু :—

তব মুখ-চন্দ্র হতে বিগলিত যে বিমল
উপদেশামৃত
—ধউত হলেও তাহে— শোক-উর্ম্মি-জলে তবু
ম্লান এই চিত।

অতএব, এই আর্দ্র স্নেহ-প্রহারের যদি আর কোন ঔষধ থাকে তো আজ্ঞা করুন।

সর।—এর উপদেশ তো মুনিরাই দিয়ে গেছেন ;—

সহসা উৎপন্ন যেই
মর্ম্মভেদী গাঢ় শোকভার
—অচিন্তা ঔষধ তার
—উহাতেই হয় প্রতীকার।

মন।—ভগবতি ! এ কথা সত্য ; কিন্তু আমার চিত্ত যে দুর্নিবার।

বাতাহত মেঘ যথা ইন্দু-বিম্বে বারম্বার
করে আচ্ছাদন,
সেইরূপ চিন্তা-রাশি অভিভূত করে চিত্ত
না মানি' বারণ।

সর।—বৎস, শোনো বলি, তুমি তবে শান্তি-রসাশ্রিত কোন বিষয়ে চিত্ত নিবেশ কর।

মন।—সে শান্তিরসাশ্রিত বিষয়টি কি, ভগবতি, আজ্ঞা করুন।

সর।—বৎস। যদিও সেটি গোপনীয়, তথাপি শোকার্ত্ত ব্যক্তিকে সে বিষয়ের উপদেশ দিতে দোষ নেই।

স্মরণ করিবে নিত্য
জলধর-শ্যাম সে হরিরে
—কেয়ূর-কুণ্ডল-হার
মুকুটাদি ধৃত যে শরীরে।
কিম্বা ব্রহ্মে হয়ে মগ্ন
—যিনি শুদ্ধ আনন্দ কেবল—
লভহ আত্মার শান্তি
গ্রীষ্মে যথা হ্রদ সুশীতল।

মন।—(চিন্তা করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস) ভগবতি ! আপনিই আমাকে ত্রাণ করলেন। (পদতলে পতন)

সর।—বৎস ! এখন তোমার হৃদয় উপদেশ-সহিষ্ণু হয়েচে—এখন তবে আরও কিছু উপদেশ দি, শ্রবণ কর।

পিতাপুত্র সুহৃদেরা পড়িলে গো মৃত্যুমুখে,
জড়বুদ্ধি মূঢ়জন
শোক-বশে অধীর হইয়া
করে সবে উদর তাড়ন।
এ বিরস-পরিণাম অসার সংসার-মাঝে,
বিয়োগ, সুধীর মনে
শান্তি সুখ আনি' করে
বৈরাগ্যের দৃঢ়তা-সাধন॥

(বৈরাগ্যের প্রবেশ)

নীলোৎপল-প্রান্ত-সম সুস্নায়ত চর্ম্ম দিয়া
না করিত বিধি যদি দেহ আচ্ছাদন ;
তাহা হলে তৎক্ষণাৎ কাক গৃধ্র ব্যাঘ্র আসি'
দেহ-চ্যুত রক্ত-মাংস করিত ভক্ষণ
—বল তো কে নিবারিত তাদের তখন ?

আরও দেখ :—

বিষয়-জনিত রস চঞ্চল চপলা সম
বিরস অন্তিমে ;
মৃত্যু রাজে দেহে দেহে, নাশ সদা বিদ্যমান
সুপ্রচুর ধনে ;
প্রতি লোক করে শোক,
বহুল অনর্থ ললনায় ;
তবু ভ্রমে ঘোর পথে
—নহে রত ব্রহ্মে কেহ হায় !

সর।—বৎস! এই দেখ তোমার বৈরাগ্য উপস্থিত, একে সম্ভাষণ কর।

মন।—বাছা, তুমি কোথায়?

বৈরাগ্য।—এই যে আমি, প্রণাম করি।

মন।—বৎস! তুমি জন্মগ্রহণ করেই আমায় পরিত্যাগ করে' গিয়েছিলে, এখন আমাকে আলিঙ্গন কর।

বৈরাগ্য।—(তথা করণ)

মন।—বৎস! তোমাকে দেখে আমার শোকের উপশম হল।

বৈরাগ্য।—এতে আবার শোক কিসের?

পথিমধ্যে হয় যথা
পান্থ-সনে পান্থের মিলন;
তরুতে তরুতে যথা
নদী-স্রোতে হয় গো সঙ্গম;
মেঘে মেঘে হয় স্পর্শ
যেমতি গো গগনের তলে;
সাগরে মিলন যথা
পরস্পর বণিকের দলে;
সেইরূপ, পিতামাতা ভ্রাতা পুত্র সুহৃদের
জানিবে সংযোগ;
সুবিজ্ঞ পণ্ডিত জন জানিয়া এ সার কথা
করে কি গো শোক?

মন।—(সানন্দে) দেবি! বৎসের কথাই ঠিক্‌—ওর কথা শুনে:—

নবীন-যৌবনা নারী, মধুপ-ঝঙ্কারী দ্রুম,
প্রফুল্ল নব মল্লিকা—
সুরভিত মন্দ সমীরণ;
—উদাত্ত বিবেক-বলে দূর হয়ে তমোরাশি—
মৃগতৃষ্ণিকার প্রায়
এ সমস্ত দেখি গো এখন।

সর।—বৎস! তা হলেও, গৃহী ব্যক্তির ক্ষণকালও অনাশ্রমী হয়ে থাকতে নেই; অতএব, আজ থেকে নিবৃত্তিই তোমার সহধর্ম্মিণী হোন্।

মন।—(সলজ্জে) যে আজ্ঞে দেবি।

সর।—দেখ বৎস! শম, দম, সন্তোষ প্রভৃতি তোমার পুত্রগণ তোমার সেবা করুক; যম-নিয়মাদি অমাত্যবর্গ তোমার সহচর হয়ে থাকুক; তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্র বিবেক তোমার অনুগ্রহে উপনিষৎ দেবীর সহিত যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হোক্; মৈত্রী, দয়া, ক্ষমা, তিতিক্ষা, এই যে চার ভগিনী—এদের ভগবতী বিষ্ণুভক্তি পরিচারিকা করে' তোমার নিকটে পাঠিয়েছেন—এদের উপর তুমি প্রসন্ন থেকো।

মন।—ভগবতি! আপনার সমস্ত আজ্ঞাই শিরোধার্য্য। (সহর্ষে পদতলে পতন)

সর।—বৎস! তুমি যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম প্রভৃতির প্রতি সাদর দৃষ্টি রেখো; আর, তোমার সঙ্গে এদের রেখে চিরকাল সাম্রাজ্য ভোগ কর। তুমি সুস্থ থাক্‌লে, ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ আত্মাও প্রকৃতিস্থ হবেন। কেন না:—

তব সঙ্গবশে আত্মা জন্মমৃত্যুজরাযুক্ত
ভিন্ন ভিন্ন বুদ্ধিবৃত্তি লভি',
—এক, নিত্য, হইয়াও— ধরে বহুমূর্ত্তি, যথা
সাগর-তরঙ্গে দেব রবি।
বহির্বিষয়িণী বুদ্ধি সংহারিয়া কোনমতে
পার' যদি করিতে গো তূষ্ণীরে ধারণ,
তা হলে লভিবে আত্মা প্রগাঢ় সহজানন্দ
—মুখচ্ছায়া ধরে যথা স্বচ্ছ দরপণ।

আচ্ছা, এখন তবে জ্ঞাতিদের তর্পণের নিমিত্ত ভাগীরথী-জলে অবতরণ কর।

মন।—যে আজ্ঞে দেবি!

[সকলের প্রস্থান।

ইতি বৈরাগ্যোৎপত্তি নামক পঞ্চম অঙ্ক।

ষষ্ঠ অঙ্ক

(শান্তির প্রবেশ)

শান্তি।—মহারাজ বিবেক আমাকে এইরূপ আদেশ করলেন, "দেখ শান্তি, তুমি তো জান:—

মনের তনয়গণ হইলে নিঃশেষ,
মহামোহ পলাইল হয়ে নিরুদ্দেশ।
বৈরাগ্যকে পেয়ে মন প্রশান্ত সুস্থির,
পঞ্চক্লেশ আর তারে না করে অধীর।
সে আত্মা-পুরুষও এবে হয়ে মুক্তদ্বার
তত্ত্বজ্ঞান চারিদিকে করিছে বিস্তার।

অতএব তুমি উপনিষৎ দেবীকে অনুনয় করে'
শীঘ্র আমার নিকটে এসো।"
এ কি! আমার মা শ্রদ্ধা কি একটা কথা
বল্‌তে বল্‌তে এই দিকেই আস্‌চেন যে।

(শ্রদ্ধার প্রবেশ)

শ্রদ্ধা।—আহা! আজ অনেক দিনের পর মহারাজ বিবেকের রাজধানী দেখে আমার চক্ষু অমৃত-রসে পূর্ণ হল।

অসাধুর দণ্ড যেথা,
পূজ্য যেথা যম-আদিগণ,
—আর করে বন্ধুবর্গ
জগৎ-পতিরে আরাধন।

শান্তি।—(নিকটে আসিয়া) মা! তুমি কি একটা কথা বলতে বলতে কোথায় যাচ্চ?

শ্রদ্ধা।—বৎসে! "অসাধুর দণ্ড যেথা" ইত্যাদি।

শান্তি।—মা! এখন মনের প্রতি সেই জগৎ-পতি আত্মার কিরূপ ভাব বল দিকি?

শ্রদ্ধা।—বধ্য ও নিগ্রহ-যোগ্য ব্যক্তির প্রতি যেরূপ ভাব হয়ে থাকে, সেইরূপ।

শান্তি।—তবে কি প্রভু আত্মা স্বয়ংই স্বরাজ্য অলঙ্কৃত করবেন?

শ্রদ্ধা।—হাঁ, তাই বটে; কিন্তু মন যদি আত্মার অনুগত হয়ে থাকে, তা হলে, স্বরাজ্যের কেন, মনও সর্ব্বরাজ্যের অধীশ্বর হতে পারে।

শান্তি।—আচ্ছা, মায়ার প্রতি আত্মার কিরূপ অনুগ্রহ বল দিকি?

শ্রদ্ধা।—মায়ার প্রতি নিগ্রহের কথা জিজ্ঞাসা না করে', অনুগ্রহের কথা কেন জিজ্ঞাসা করচ? আত্মা, মায়াকে সকল অনর্থের বীজ জেনে, তাকে নিগ্রহেরই যোগ্য বিবেচনা করেন।

শান্তি।—আচ্ছা, তা হলে এখন রাজকুলের অবস্থা কিরূপ?

শ্রদ্ধা।—শোনো বলি:—

"নিত্যানিত্য-বিচারণা"
"সুমতির" সখী প্রণয়িনী;
যম-আদি "মন"-মিত্র
—শম দম-আদি সখা গণি;
মৈত্রী, দয়া, ক্ষমা-আদি, আর সে তিতিক্ষা
—ইহারাই জানিবে গো তাহার সেবিকা;
"মুক্তি-ইচ্ছা" আত্মার সে নিত্য-সহচরী;
সবলে উচ্ছেদ-যোগ্য তাঁহার যে অরি
—তার মধ্যে সঙ্কল্প, মমতা, মোহ, ধরি।

শান্তি।—আচ্ছা, এখন ধর্ম্মের সহিত আত্মার কিরূপ প্রণয়?

শ্রদ্ধা।—বৈরাগ্যের সংসর্গে এসে অবধি, আত্মা ঐহিক ও পারত্রিক উভয়বিধ ভোগাভিলাষেই বিরত হয়েছেন।

পাপ-ফল নরকেরে
যেরূপ করেন তিনি ভয়,
পুণ্য-ফল স্বর্গাদিও
এবে তাঁর ভয়ের বিষয়;
সকল কামনা-রাশি করি' বিসর্জ্জন
পুণ্য-করমেও তাঁর নাহি এবে মন।

আর ধর্ম্মও এখন ভাবচেন, আত্মার অন্তর্দৃষ্টি প্রবল হওয়ায় তাঁর কার্য্য-সিদ্ধি হয়েছে; তাই, তিনিও এখন শিথিল-চেষ্ট হয়ে পড়েচেন।

শান্তি।—আচ্ছা, মহামোহ যে সকল যোগ-বিঘ্নদের সঙ্গে নিয়ে লুকিয়ে ছিল, এখন তাদের সংবাদ কি?

শ্রদ্ধা।—সেই হতভাগ্য মহামোহ দুর্দ্দশাপন্ন হয়েও, সাংসারিক সুখে আত্মাকে প্রলোভিত করবার জন্য, "মধুমতী" নামক সর্ব্বভোগসিদ্ধির সহিত যোগ-বিঘ্নদের আত্মার নিকট পাঠিয়েছিল। তাতে মহা-মোহের অভিপ্রায় এই যে, আত্মা এদের প্রতি অনুরক্ত হলে, বিবেক ও উপনিষদের কথা একবার চিন্তাও করবেন না।

শান্তি।—তার পর, তার পর?

শ্রদ্ধা।—তার পর, তারা আত্মার নিকটে উপস্থিত হয়ে, কোন এক প্রকার ভেল্‌কি দেখিয়ে দিলে। তখন:—

শতেক যোজন হতে পশিল আত্মার কানে
নানা দিক্ হতে নানা শবদ আরাব;
পুরাণ, ভারত, বেদ বাঙ্‌ময় গাথা-আদি
অশ্রুত হইলেও হ'ল আবির্ভাব;

ইচ্ছা-অনুসারে আত্মা সংযোজি' বিশুদ্ধ পদ
কত শাস্ত্র, কত কাব্য
করিল রচনা;
ভ্রমিল সকল লোকে, দেখিল গো অনায়াসে
মেরুস্থিত রত্নস্থলী
—দীপ্তি অতুলনা।

এইরূপে আত্মা যখন "মধুমতী"-সিদ্ধি লাভ করলেন, তখন সুমেরু-বাসাভিমানিনী দেবতা-রূপধারিণী অঙ্গনারা তাঁকে ছলনা করে' এইরূপ বল্‌তে লাগল:—"ওগো! তুমি এইখানে এসো, এখানে জরা নাই, মৃত্যু নাই, এই স্থানটি স্বভাবতই রমণীয়। এই দেখ, বিবিধ-বেশ-বিলাসিনী রূপ-লাবণ্যবতী প্রণয়-মনোহারিণী বিদ্যাধরী-সকল মঙ্গলার্ঘ্য হস্তে করে' তোমার অভ্যর্থনার জন্য উপস্থিত। এখানে:—

কনক-সিকতাময়ী নদী বহমানা;
নারী সব ঘন-উরু, কমল-আননা;
মরকত-মণি-দল শোভে বন-শ্রেণী
পুণ্যার্জ্জিত সর্ব্ব ভোগ ভুঞ্জহ এখনি।"

শান্তি।—তার পর—তা'র পর?

শ্রদ্ধা।—বৎসে! এই কথা শুনে মায়া বল্লে, "আত্মার পক্ষে এ অতি শ্লাঘনীয়",—মনও অনুমোদন করলে; সঙ্কল্পও আত্মাকে উৎসাহ দিলে; আত্মাও তাতে সম্মত হলেন।

শান্তি।—(খেদ সহকারে) হা ধিক্! আত্মা আবার সেই সংসারমায়া-জালে পতিত হলেন?

শ্রদ্ধা।—না না, তা নয়।

শান্তি।—তার পর, তার পর?

শ্রদ্ধা।—এই সময়ে আত্মার পার্শ্ববর্ত্তী তর্ক "মধুমতী"-প্রভৃতিদের প্রতি ক্রোধ-কষায়িত-নেত্রে দৃষ্টিপাত করে' আত্মাকে সম্বোধন করে' এইরূপ বল্লেন:—প্রভো! সভা-তর্কের ন্যায় সমাপ্তি-রহিত এই সকল বিষয়ামিষ-লুব্ধ ব্যক্তিদের সংসর্গ ত্যাগ করুন। আপনি যে পুনর্ব্বার বিষয়-রূপ অঙ্গার-রাশির মধ্যে পতিত হয়েচেন, তা কি বুঝতে পাচ্চেন না? দেখুন:—

ভবসিন্ধু তরিবারে বহুদিন হতে যেই
যোগ-তরী করিলেন
অবলম্বন

তাহারে ত্যজিয়া এবে মদ-বশে কেমনে গো
অঙ্গারের নদী-মাঝে
হলেন মগন?

শান্তি।—তার পর, তার পর?

শ্রদ্ধা।—তার পর সেই কথা শুনে, "বিষয়ের মঙ্গল হোক্—তাতে আমার প্রয়োজন নাই"—এই কথা বলে' আত্মা মধুমতীকে উপেক্ষা করলেন।

শান্তি।—সাধু সাধু! মা! তুমি এখন কোথায় যাচ্চ?

শ্রদ্ধা।—প্রভু আত্মা আমাকে এইরূপ আদেশ করলেন, "আমি বিবেকের সহিত সাক্ষাৎ করতে চাই, তুমি শীঘ্র তাঁর কাছে যাও"—তাই আমি এখন মহারাজের নিকট যাচ্চি।

শান্তি।—মহারাজও আমাকে উপনিষৎকে আন্‌তে আদেশ করেচেন। তা এসো, এখন আমরা প্রভুর আদিষ্ট কার্য্য সম্পাদন করি।

[প্রস্থান।

ইতি প্রবেশক।

(আত্মাপুরুষের প্রবেশ)

অনুচর।—(চিন্তা করিয়া সহর্ষে) অহো! ভগবতী বিষ্ণুভক্তির কি মাহাত্ম্য! তাঁর প্রসাদে আমি—

ক্লেশের তরঙ্গ ঘোর হইয়াছি পার;
করেছি মমতা-ভ্রম সব পরিহার:
মিত্র কলত্র আদি মকরের গ্রাস আমি
করেছি লঙ্ঘন;
নিভায়েছি ক্রোধানল; তৃষ্ণা-লতা-পাশ সব
করেছি ছেদন;
সংসার-সাগর ঘোর পার হতে আছে বাকি
অল্পই এখন।

(উপনিষৎ ও শান্তির প্রবেশ)

উপ।—সখি! যিনি ইতর লোকের স্ত্রীর ন্যায় বহুদিন হতে আমাকে একলা ফেলে চলে' গিয়েছিলেন, এখন কি করে' আমি সেই নির্দ্দয় স্বামীর মুখাবলোকন করব?

শান্তি।—দেবি! কেন তাঁকে ভর্ৎসনা করচেন? তিনি অত্যন্ত বিপদে পড়েছিলেন বলেই আপনার নিকটে আসতে পারেন নি।

উপ।—সখি! আমার কি দুর্দ্দশা হয়েছিল, তা তো তুমি দেখনি, তাই এইরূপ বল্‌চ। শোনো তবে—

দুর্ভাগ্যবশত মোর কোন কোন অরসিক
পাপাত্মা হেথায় আসি'
—বিবেক থাকিলে দূরে— কত না করেছে চেষ্টা
করিতে গো মোরে দাসী।
বাহুর কঙ্কণ-মণি
করিয়াছে ভগন দলিত
লুটিয়া চূড়ার রত্ন
কেশপাশ করেছে দূষিত।

শান্তি।—দেবি! এ সমস্ত মহামোহেরই দুশ্চেষ্টা; এতে মহারাজ বিবেকের কোন অপরাধ নাই। কেননা, ইতিপূর্ব্বে সেই মহামোহই কামক্রোধাদির দ্বারা মনকে বুঝিয়ে বিবেককে দূরীভূত করে। আর দেখ, স্বামী কোন বিপদে পড়লে, তাঁর জন্য প্রতীক্ষা করে' থাকাই কুলবধূদের নৈসর্গিক ধর্ম্ম। এখন তবে আপনি দর্শন দিয়ে ও প্রিয় কথায় আলাপ করে' স্বামীর তুষ্টিসাধন করুন। সম্প্রতি তাঁর সমস্ত শত্রু বিনষ্ট হয়েচে,—সমস্ত মনোরথ পূর্ণ হয়েচে।

উপ।—সখি! আমি যখন এখানে ফিরে এলেম, বাছা গীতা আমাকে এই কথা বল্লে যে, "তোমার স্বামী বিবেকের ও তোমার শ্বশুর আত্মাপুরুষের প্রশ্নের অনুরূপ উত্তর প্রদান করে' তাঁদের তুষ্ট কর, তা হলেই প্রবোধের জন্ম হবে।" কিন্তু এখন আমি গুরুজনদের সমক্ষে কেমন করে' ধৃষ্টতা করি বল।

শান্তি।—না না, তাঁর এই বাক্য অবিচারে আপনার পালন করা কর্ত্তব্য। ভগবতী বিষ্ণুভক্তিও প্রবোধ-চন্দ্রোদয়ের কথা মহারাজ বিবেক ও আত্মা-পুরুষের কাছে বলেছেন। এখন তবে নিজ স্বামী ও আত্মাপুরুষকে দর্শন দিয়ে আপনি তুষ্ট করুন।

উপ।—আচ্ছা প্রিয়সখি, তাই করব।

(পরিক্রমণ)

(রাজা বিবেক ও শ্রদ্ধার প্রবেশ)

রাজা।—শ্রদ্ধা! শান্তি কি আমার প্রিয়া উপনিষৎকে দেখ্‌তে পাবে?

শ্রদ্ধা।—মহারাজ! শান্তি তাঁর বাসের সন্ধান জেনেই তাঁর কাছে গেছে, কেন তাঁকে দেখ্‌তে পাবে না?

রাজা।—কি করে' সন্ধান জান্‌তে পারলে?

শ্রদ্ধা।—মহারাজ! দেবী বিষ্ণুভক্তি তো এ কথা পূর্ব্বেই বলেছেন যে, উপনিষৎ-দেবী তর্কবিদ্যার ভয়ে, মন্দর-পর্ব্বতে বিষ্ণুর মন্দিরে গীতার সহিত বাস করচেন।

রাজা।—তর্কবিদ্যা হতে তাঁর আবার ভয় কিসের?

শ্রদ্ধা।—সে কথা তিনি আপনাকে বল্‌বেন। তবে আসুন মহারাজ! ঐ দেখুন, প্রভু আত্মাপুরুষ আপনার আগমন-প্রতীক্ষায় নির্জ্জন স্থানে বসে' আছেন।

রাজা।—(নির্জ্জনে গিয়া) প্রভো! অভিবাদন করি।

আত্মাপুরুষ।—বৎস! তুমি যে আমাকে প্রণাম করচ, এটা নীতি বিরুদ্ধ; কেননা, তুমি জ্ঞান-বৃদ্ধ; উপদেশদানে তুমি আবার পিতৃস্থানীয় হয়েচ।

পুরাকালে দেবগণ
ধর্ম্মপথে হলে হতজ্ঞান,
বলিতেন পুত্রগণে
উপদেশ করিবারে দান।
ধর্ম্ম উপদেশকালে সেই পুত্রগণ
করিত গো পিতাদের পুত্র সম্বোধন।

তুমিও এখন সর্ব্বপ্রকারে পিতার ন্যায় আমাদের প্রতি ব্যবহার কর—এইটিই ধর্ম্ম-সঙ্গত।

শান্তি।—দেবি! ঐ দেখুন, প্রভু আত্মাপুরুষ মহারাজ বিবেকের সহিত নির্জ্জনে বসে' আছেন, ওঁর নিকটে গিয়ে প্রণাম করুন।

উপ।—(আত্মার নিকটে গমন)

শান্তি।—প্রভো!—ইনি উপনিষৎ-দেবী, আপনার পাদবন্দনা করতে এখানে এসেছেন।

আত্মা।—না না, উনি যেন আমাকে প্রণাম না করেন; কেন না, আমাকে তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করে' উনি আমার মাতৃতুল্য পূজনীয়া হয়েচেন। অথবা—

কার অনুগ্রহ বেশি
—একবার কর যদি ধ্যান
—দেবী ও মাতার মাঝে
দেখিবে গো বহু ব্যবধান;
মাতা সে মমতা-পাশ করেন বন্ধন,
আর দেবী সেই পাশ করেন ছেদন।

উপ।—(বিবেককে দেখিয়া নমস্কার করিয়া দূরে উপবেশন)

আত্মা।—মা! বল দিকি, এত দিন কোথায় কাটালে?

উপ।—প্রভো!

মঠের চত্বর-আদি আর যেথা যত আছে
শূন্যগর্ভ দেব-নিকেতন।
—সেই সব স্থানে আমি মুখর মুরখ-সনে
করিনু গো দিবস যাপন॥

আত্মা।—আচ্ছা, তারা কি তোমার নিগূঢ় তত্ত্ব জানে?

উপ।—না না—কিছুমাত্র না।

মম বাক্য অর্থ তারা
না করি বিচার যথাযথ
—দ্রাবিড় স্ত্রী-উক্তি সম—
ব্যাখ্যা করে নিজ ইচ্ছামত।

তাই আমার মনে হয়, পরের অর্থ-গ্রহণই তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য।

আত্মা।—তার পর, তার পর?

উপ।—পথিমধ্যে একদিন দেখিলাম যজ্ঞবিদ্যা
আছেন বেষ্টিত
কৃষ্ণাজিন, অগ্নি, কাষ্ঠ যজ্ঞ-পশু, সোমলতা
যজ্ঞাদি সহিত;
কর্ম্মকাণ্ড করিতেছে
উপদেশ কার্য্যের পদ্ধতি,
আর তিনি শুনিছেন
হইয়া গো সমুৎসুক অতি।

আত্মা।—তার পর, তার পর?

উপ।—তার পর আমি ভাবলেম, এই পুস্তক-ভারবাহিনী যজ্ঞবিদ্যা কি আমার তত্ত্ব জানতে পারবে?—আচ্ছা, এঁর সঙ্গেই নয় কিছুদিন কাটান যাক্।

আত্মা।—তার পর?

উপ।—তার পর, আমি তাঁর কাছে উপস্থিত হলে, তিনি আমাকে বল্লেন, "ভদ্রে! তুমি কি মনে করে' আমার কাছে এসেছ?" আমি উত্তর করলেম, "আমি অনাথা, আপনার সহিত বাস করতে ইচ্ছা করি।"

আত্মা।—তার পর, তার পর?

উপ।—তিনি বল্লেন, "তুমি এখানে থেকে কি করবে?" আমি বল্লেম:—

যাঁহা হতে হয় এই বিশ্বের উদয়,
যাঁহাতে করয়ে ক্রীড়া, যাঁতে হয় লয়;
যাঁহার প্রকাশে ভায় জগৎ-সংসার,
যিনি গো সহজানন্দ তেজের আধার,
অক্রিয় শাশ্বত শান্ত সর্ব্বভূতেশ্বর,
পুনর্জন্ম এড়াইতে যোগী কৃতী নর
দ্বৈত-অন্ধকার-রাশি করি' অতিক্রম
যাঁর মধ্যে ধ্যান-যোগে হয়েন মগন
—আমি সেই পুরুষেরে করিব কীর্ত্তন।

যজ্ঞবিদ্যা চিন্তা করে' বল্লেন:—
অকর্ত্তা পুরুষ যে গো
ঈশ্বর সে হইবে কেমন?
ভব-পাশচ্ছেদী—ক্রিয়া,
—তত্ত্বজ্ঞান নহে কদাচন।
শান্তমনা জন তাই
মুক্তিপ্রদ ক্রিয়া-কর্ম্ম করি',
করে সদা অভিলাষ
বাঁচিতে গো শতবর্ষ ধরি।

অতএব, আমার বিবেচনায় এখানে তোমার থাকবার প্রয়োজন নাই; তবে যদি পাপ-পুণ্যের কর্ত্তা ও ভোক্তা জীবাত্মার স্তবস্তুতির জন্য এখানে কিছুকাল থাক্‌তে ইচ্ছে কর, তাতে কোন দোষ দেখি নে।

রাজা।—(উপহাস-সহকারে) কি আশ্চর্য্য! যজ্ঞকুণ্ডের ধোঁয়ায় তাঁর দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে সেই সঙ্গে তাঁর বুদ্ধিশুদ্ধিও দেখ্‌চি লোপ পেয়েচে; নৈলে তিনি এরূপ কুতর্ক করবেন কেন?

লৌহ যথা স্বভাবত
অচেতন—নিজে নাহি চলে;
চুম্বকের কাছে থাকি'
সঞ্চালিত হয় তারি বলে;
—বিশ্বেশ্বর-ইচ্ছাবলে হইয়া প্রেরিত
মায়াই জগৎ সবে করে প্রসারিত;
ঈশ্বরের ঐশী শক্তি মায়াতেই স্থিত।

অতএব—

তম-অন্ধজনদের ঈশ্বরি গো দৃষ্টি,
অজ্ঞান-প্রভব আর এ সমস্ত সৃষ্টি ;
যজ্ঞবিদ্যা নাশিবেন অজ্ঞানান্ধকার ?
—তম দিয়া তমোনাশ ইচ্ছা দেখি তাঁর !
স্বভাবত নীলবর্ণ
তমোময় এ সপ্ত ভুবন
করেন প্রকাশ যিনি
—তাঁরে জানি' সুবিদ্বান্ জন
মৃত্যু অতিক্রম করে
—মুক্তি-পন্থা নাহি অন্য কোন।

আত্মা—তার পর, তার পর ?

উপ।—তার পর যজ্ঞবিদ্যা একটু চিন্তা করে' এই কথা বল্লেন :—"দেখ সখি! আমার ছাত্রগণ তোমার সংসর্গে থাকলে বাসনা পরিত্যাগ করে' কর্ম্মকাণ্ডে শ্রথাদর হবে। অতএব তুমি প্রসন্ন হয়ে অন্য কোন অভিলষিত প্রদেশে যাও।

আত্মা।—তার পর ?

উপ।—তার পর, আমি তাঁকে ছেড়ে চলে' গেলেম।

আত্মা।—তার পর ?

উপ।—তার পর, কর্ম্মকাণ্ডের সহচরী মীমাংসার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হল।

শ্রুতি স্মৃতি প্রমাণাদি থাকি' তাঁর অনুগত
করিছে নির্দ্দেশ :—
কি প্রকারে কর্ম্ম-ভেদে হয় অধিকার-ভেদ
বিশেষ বিশেষ।
তিনিও সে সব কর্ম্মে
করিছেন নিজে সংযোজন,
—উপদিষ্ট অতিদিষ্ট—
নানা অঙ্গ মনের মতন।

আত্মা।—তার পর, তার পর ?

উপ।—তার পর, তাঁকেও জিজ্ঞাসা করায় তিনি বল্লেন :—"তুমি এখানে থেকে কি করতে চাও ?" আমি বল্লেম :—"যাহা হতে হয় এই বিশ্বের উদয়" ইত্যাদি।

আত্মা।—তার পর ?

উপ।—তার পর মীমাংসা পার্শ্ববর্ত্তী শিষ্যদের মুখের দিকে তাকিয়ে বল্লেন, "লোকান্তর-ফলোপ-ভোগযোগ্য জীবাত্মার সেবার জন্য একজন লোকের প্রয়োজন আছে বটে, অতএব এই উপনিষৎকেই সেই কার্য্যে নিযুক্ত করা হোক্।" শিষ্যের মধ্যে কেউ কেউ এই কথায় অনুমোদন করলে, কিন্তু মীমাংসার হৃদয়-দেবতাস্বরূপ কুমারিলস্বামী নামে লব্ধপ্রতিষ্ঠ অপর একজন শিষ্য এই কথা বল্লেন :— "দেবি! উপনিষৎ কর্ম্ম-ফল ভোক্তা জীবাত্মার উপাসনা করতে ইচ্ছা করেন না, ইনি কর্ম্মকাণ্ডের উপযুক্ত নন।" এই কথা শুনে, অপর একজন শিষ্য, কুমারিলস্বামীকে জিজ্ঞাসা করলে, "এই লৌকিক পুরুষ—জীবাত্মা ছাড়া ঈশ্বর নামে আর কেউ আছেন কি ?" তখন কুমারিলস্বামী হেসে বল্লেন, আছেন বৈ কি :—

জগতের চেষ্টা আদি
একজন করেন দর্শন ;
হইয়া মোহেতে অন্ধ
নাহি দেখে অন্য একজন।
একজন চাহে সদা করমের ফল,
অন্যজন ফলদান করেন কেবল।
একজন কর্ম্মফলে হয় গো শাসিত ;
অন্যজন শরীরীর শাস্তা গো নিশ্চিত।
নিঃসঙ্গ পুরুষ যিনি,—কেমনে বল না—
তাঁহাতে কর্ত্তার ভাব হয় সম্ভাবনা ?

রাজা।—সাধু কুমারিলস্বামী! সাধু কুমারিল-স্বামী! তুমিই যথার্থ জ্ঞানী—দীর্ঘজীবী হও।

দুই পক্ষী সহচর সখা পরস্পর
এক বৃক্ষ আলিঙ্গিয়া রহে নিরন্তর।
তার মধ্যে একজন সুপক্ক পিপ্পল-ফল
করেন ভক্ষণ ;
অন্যে অনশন থাকি' শুধু মাত্র তাহারে গো
করেন দর্শন।

আত্মা।—তার পর, তার পর ?

উপ।—তার পর আমি মীমাংসার নিকটে বিদায় নিয়ে প্রস্থান করলেম।

আত্মা।—তার পর ?

উপ।—তার পর তর্কবিদ্যার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হল। দেখলেম, বহু শিষ্য তাঁর সেবায় নিযুক্ত।

কোন এক তর্কবিদ্যা,—"জীবাত্মা ও ঈশ্বর ভিন্ন"
—এ দ্বৈত-বিশেষ-বাদ করিছে কল্পনা ;

কোন এক তর্কবিদ্যা ছল, জাতি, আদি ন্যায়ে
বাদ-বিতণ্ডা জল্প করিছে যোজনা ;
অন্য এক তর্কবিদ্যা প্রকৃতি-পুরুষ ভেদ
করিছে রটনা,
মহৎ অহঙ্কার আদি সৃষ্টি-ক্রম-তত্ত্ব সব
করিয়া গণনা।

আত্মা :—তার পর, তার পর ?

উপ।—তার পর আমি তাঁদের নিকট উপস্থিত হলে তাঁরা আমাকে প্রশ্ন করায় আমি বল্লেম,—"যাহা হ'তে হয় এই বিশ্বের উদয়" ইত্যাদি। তখন তাঁরা প্রকাশ্যে উপহাস করে' আমাকে বল্লেন :—আরে পাপিষ্ঠ বাচাল! "পরমাণু হতেই বিশ্ব উৎপন্ন হয়েচে; ঈশ্বর কেবল নিমিত্ত-কারণ মাত্র।" অপর তর্কবিদ্যাটি সক্রোধে বল্লেন,—"আরে পাপিষ্ঠ! যেমন দুগ্ধের বিকার দধি—সেইরকম ঈশ্বরকে কেন বিকারী বলে' তুই দাঁড় করাচ্ছিস্?—না রে না, প্রকৃতিই জগৎ-উৎপত্তির প্রধান কারণ।"

রাজা।—কি আশ্চর্য্য! দুর্ব্বুদ্ধি তর্কবিদ্যারা এও জানে না যে, ঘটাদির ন্যায় সকল কার্য্যই প্রমেয় কারণ হতে উৎপন্ন ;—পরমাণু-প্রাধান্যও আর একটা কিছুকে অপেক্ষা করে। তা ছাড়া :—

জল-প্রতিবিম্ব-চন্দ্র অন্তরীক্ষ-গন্ধর্ব্ব-পুরী,
স্বপ্ন, ইন্দ্রজাল-আদি যেমন অলীক,
উৎপত্তি-ধ্বংসযুক্ত সমস্ত জগৎ এই
উহাদেরি মত সব জানিবে গো ঠিক।
এ আত্মা আমার বলি'
যতদিন হয় অনুমান,
না জনমে ততদিন
কাহার ঈশ্বর-তত্ত্বজ্ঞান।
শুক্তিতে রজত-বোধ
—মাল্যে বোধ হয় ভুজঙ্গম ;
তত্ত্ববোধোদয় হলে
তবে ঘোচে এই সব ভ্রম।

ঈশ্বরে যে বিকার শঙ্কা করা হচ্চে, সে মুগ্ধবধূর বিচিত্র বেশভূষার ন্যায়—তাতে প্রকৃত রূপের কোন অন্যথা হয় না, বেশেরই পরিবর্ত্তন হয় মাত্র।

অনুদিত জ্যোতি শাস্ত আনন্দস্বরূপ যিনি
নিত্য-ব্যক্ত, নিরমল, নাহি অবয়ব,
—বিশ্ব-উৎপাদন-কার্য্যে স্বরূপে বিকৃতি তাঁর
বল দেখি কি করিয়া হইবে সম্ভব ?
নীলোৎপল-দল-বর্ণ মেঘরাজি সদা নভে
হয় যে উদিত,
তাহাতে সে নভস্তল —বল দেখি—কিছুমাত্র
হয় কি বিকৃত ?

আত্মা।—সাধু, সাধু! বুদ্ধিমান্ বিবেকের বাক্যে আমি প্রীত হলেম। (উপনিষদের প্রতি) তার পর, তার পর ?

উপ।—তার পর, তর্কবিদ্যারা সকলেই ক্রুদ্ধ হয়ে বল্লেন :—"এ নাস্তিকপথাবলম্বিনী হয়ে বল্‌চে কি না, বিশ্বের লয়েতেই মুক্তি হয়—অতএব একে শাসন করা আবশ্যক"। এই বলে' ক্রোধভরে আমার প্রতি তাঁরা ধাবিত হলেন।

সকলে।—(সত্রাসে)

উপ।—তার পর, আমি সত্বর পলায়ন করে' দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করলেম। তার পর, মন্দর-পর্ব্বতের উপকণ্ঠে মধুসূদন-মন্দিরের অনতিদূরে যখন এলেম, তখন তারা আমার :—

বাহুর কঙ্কণ-মণি
করিল গো চূর্ণ বিদলিত,
লুটিয়া চূড়ার রত্ন
কেশপাশ করিল দূষিত।
ছিন্ন মুকুতার হার হল অপহৃত
অঙ্গ হতে বসনাদি হইল স্খলিত।

রাজা।—তার পর ?

উপ। তার পর, গদা হস্তে কতকগুলি পুরুষ দেবালয় হতে বেরিয়ে এসে অতি নির্দ্দয়ভাবে সেই তর্ক-বিদ্যাদের প্রহার করায় তারা দিগ্‌দিগন্তে পলায়ন করলে।

সকলে।—(সহর্ষে) সাধু, সাধু!

রাজা।—তোমার প্রতি এরূপ অত্যাচার ভগবান্ বিশ্বসাক্ষী কখনই সহ্য করবেন না।

আত্মা।—তার পর, তার পর ?

উপ।—তার পর, যেতে যেতে আমার পায়ের নূপুর খসে' পড়্‌ল—আমি তখন ভীত হয়ে গীতার

আশ্রমে প্রবেশ করলেম। সেথানে বৎস গীতা আমাকে দেখে ব্যস্তসমস্ত হয়ে, মা মা বলে' আলিঙ্গন করে' আমাকে বস্‌তে বল্লেন, পরে সমস্ত বৃত্তান্ত আমার নিকটে অবগত হয়ে আমাকে বল্লেন,—"দেখ মা! এতে দুঃখ কোরো না। যারা তোমার অপ্রমাণ করে' অসুর-সত্তা প্রচার করচে, ঈশ্বরই তাদের শাস্তিদাতা। ভগবান্‌ও তাদের সম্বন্ধে এইরূপ বলেছেন :—

সেই সব ধর্ম্মদ্বেষী
অমঙ্গল ক্রূর নরাধমে
দেই গো আসুরী গতি
বারম্বার এ ভব-জনমে।

আত্মা।—এখন যে ঈশ্বরের কথা বল্লেন, তিনি কে, আমি জান্‌তে ইচ্ছা করি। অনুগ্রহ করে' উত্তর দিন।

উপ।—(ঈষৎ হাসিয়া) যে জানে না, এই আত্মা কে, তাকে কি বলে' বোঝাব?

আত্মা।—(সহর্ষে) তবে কি আত্মাই ঈশ্বর?

উপ।—হাঁ, আত্মাই ঈশ্বর। দেখ :—

সে পুরুষ সনাতন
তোমা হতে নহে কিছু অন্য;
নরোত্তম দেব হতে
তুমিও নহ গো কিছু ভিন্ন;
ভিন্নরূপে প্রতিভাত
কেবল সে অনাদি মায়ায়,
সূর্য্য যথা হয় দ্বিধা
পড়িয়া গো জলের ছায়ায়।

আত্মা।—(বিবেকের প্রতি) বৎস! ভগবতী উপনিষদ্ দেবী যা বল্লেন, তার তাৎপর্য্য আমি সম্যক্ বুঝ্‌তে পারলেম না।

দেহে দেহে আমি ভিন্ন' দেহাকারে অবচ্ছিন্ন,
জরা ও মরণ-ধরমী
—এ কি গো সম্ভব হয়— নিত্যানন্দ চিন্ময়
বলেন আমারে গো ইনি।

রাজা।—পদার্থ-জ্ঞানের অভাবে আপনি বাক্যের অর্থ বুঝ্‌তে পারচেন না।

আত্মা।—আচ্ছা, কি করে' পদার্থ-জ্ঞান হয়, তার উপায় আমাকে বল দিকি।

রাজা।—আচ্ছা, শ্রবণ করুন :—

ইনিই গো আমি—ইহা
পুনঃ পুনঃ করিয়া চিন্তন,
"ঘট-পট" ইনি নন
—মনে মনে করি' বিবেচন
—এইরূপে বহির্বস্তু হইলে গো লয়,
চিদাত্মার জ্ঞান চিত্তে হইলে উদয়,
তথন গো "তত্ত্বমসি"—"তিনি তুমি—তুমি তিনি"
—এই শ্রুতি-বাক্য পুন করিলে শ্রবণ
ব্যক্ত হইবেন সেই শান্ত জ্যোতি স্বপ্রকাশ
আনন্দ-স্বরূপ, ভব-তিমির-মোচন।

(নিদিধ্যাসনের প্রবেশ)

নিদি।—দেবী বিষ্ণুভক্তি আমাকে এইরূ[illegible] আদেশ করলেন :—"দেখ বৎস! তুমি আমার অভি[illegible] প্রায় বিবেক ও উপনিষদ্‌কে গোপনে বুঝিয়ে দি[illegible] আত্মার নিকটে থাক্‌বে।" (অবলোকন করিয়া) এই যে, উপনিষৎ দেবী ও বিবেক আত্মার নিকটে আছেন; এইবার তবে ওঁদের নিকটে যাই (নিকটে গিয়া উপনিষৎকে চুপি চুপি) দেখুন দেবি! দেবী বিষ্ণুভক্তি আপনাকে এই আদেশ করচেন :— "দেবতারা সঙ্কল্প-যোনি, মনেতেই তাঁদের সন্তান উৎপত্তি হয়। আর, ধ্যানযোগেও আমি জেনেছি, তুমি অন্তঃসত্বা হয়েছ। তোমার গর্ভে বিদ্যানামে এক ক্রূর-মতি কন্যা ও প্রবোধচন্দ্র নামে একটি পুত্র বর্ত্তমান। এখন তুমি সঙ্কর্ষণী বিদ্যার দ্বারা কন্যাটিকে মনে[illegible] সংক্রামিত করে' ও পুত্রটিকে আত্মার নিকট স[illegible] করে' আমার নিকট আস্‌বে।"

উপ।—যে আজ্ঞে দেবি!

[বিবেকের সহিত প্রস্থান।

নিদি।—(আত্মাতে গিয়া অবস্থিতি)

নেপথ্যে।—আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য!

উদ্দাম জ্বলন্ত তেজে দশ দিশি উজলিয়া
তড়িতের সম
ভেদ করি' মনো-বক্ষ এই কন্যা সহসা গো
লভিয়া জনম
যোগ-বিঘ্নগণে আর মহামোহে করি' গ্রাস
হল অন্তর্দ্ধান;
—তথন গো জনমিল সুন্দর পুরুষ এই
প্রবোধ শ্রীমান্!

(প্রবোধচন্দ্রের প্রবেশ)

প্রবোধ।—এ কি ব্যাপ্ত?—এ কি গুপ্ত?—উদিত না উৎসারিত?

পরস্পরে অনুস্যূত
কিম্বা কালে রহে প্রসারিত?

এই বা কি?—ওই বা কি?—এ সেই—না আর কিছু?

—এই সব তর্ক, যার
আবির্ভাবে হয় অন্তর্হিত,
যাহার গো অভ্যুদয়ে ত্রিলোক প্রকাশ পায়
সহজ আলোকে,
—আমি সে প্রবোধচন্দ্র উদিত হয়েছি হেথা
দেখুক গো লোকে।

(পরিক্রমণ করিয়া) এই যে আত্মা, এইবার তবে ওঁর নিকটে যাই। (নিকটে গিয়া) ভগবন্! আমি প্রবোধচন্দ্র এখানে এসে উপস্থিত হয়েচি—আপনাকে অভিবাদন করি।

আত্মা।—(শ্লাঘা সহকারে) এসো বৎস! আমাকে আলিঙ্গন কর।

প্রবোধ।—(তথা করণ)

আত্মা। (আলিঙ্গন করিয়া সানন্দে) কি আশ্চর্য্য! তোমাকে দেখে অন্ধকার দূর হয়ে যেন আমার মোহ-নিশা প্রভাত হল। দেখ:—

মোহ-তম বিনাশিয়া
ভাঙায়ে বিকল্প-নিদ্রা ঘোর
অপূর্ব্ব প্রবোধচন্দ্র
উদয় হইল হেথা মোর।
শান্তি, যম-নিয়মাদি,
আর সে বিবেক, শ্রদ্ধা, মতি,
বিষ্ণু-আত্মারূপে সবে
পাইতেছে এবে গো স্ফুরতি।
আমিও গো সেই বিষ্ণু
—এই জ্ঞান লভিনু সম্প্রতি।

ভগবতী বিষ্ণুভক্তির প্রসাদে এখন আমি সর্ব্ব-প্রকারে কৃতার্থ হলেম, এখন আমি:—

নাহি লভি' কারো সঙ্গ,
কারো সনে না কহিয়া কথা,
ফলাফল-অবিচারে
ভ্রমণ করিয়া যথা তথা,
মুনি যথা সায়ংকালে
কোন গৃহে লয়েন আশ্রয়,
তেমনি হয়েছি আমি
ত্যজি ক্রোধ শোক মোহ ভয়।

বিষ্ণু।—(সহর্ষে নিকটে আসিয়া) তোমাকে নিঃশত্রু দেখে, বহুকালের পর আজ আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হল।

আত্মা।—দেবীর অনুগ্রহ হ'লে দুর্লভ আর কি থাকৃতে পারে?

(পদতলে পতন)

বিষ্ণু।—(আত্মাকে উঠাইয়া) ওঠো বৎস! বল, আর কি তোমার প্রিয় কার্য্য করতে পারি?

আত্মা।—ভগবতি! এর পর আমার কিছুই প্রিয় নেই। কেন না:—

বিবেক কৃতার্থ আজি সমস্ত অরাতি-বৃন্দে
করি' প্রশমিত;
আমিও নির্ম্মল হয়ে নিজ সদানন্দপদে
হনু অধিষ্ঠিত।

তথাপি আমার এই প্রার্থনা:—

পর্জ্জন্য করে গো যেন
যথোচিত বৃষ্টি বরিষণ;
প্রশমি' উৎপাত নানা
পালুন গো পৃথ্বী নৃপগণ;
তত্ত্বোদয়ে তম নাশি'
তোমারি প্রসাদে যোগিগণ
মমতা-আতঙ্ক-পঙ্ক
ভবসিন্ধু করুন তরণ।

ইতি জীবন্মুক্তি নামক ষষ্ঠ অঙ্ক।

সমাপ্ত

কর্পূর-মঞ্জরী

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর অনুবাদিত

ভূমিকা

কর্পূর-মঞ্জরী—ইহা সট্টক-জাতীয় একটি উপ-রূপক। বিদ্ধশালভঞ্জিকা-নাটিকার রচয়িতা কবিবর রাজশেখর-কর্তৃক ইহা বিরচিত। * "সট্টক" আর সব বিষয়েই নাটিকালক্ষণাক্রান্ত, কেবল প্রভেদ এই —ইহার গদ্য পদ্য সমস্ত অংশই প্রাকৃত ভাষায় রচিত হইয়া থাকে; ইহাতে "প্রবেশক" ও "বিষ্কম্ভক" থাকে না, এবং ইহাতে অদ্ভুতরসের প্রাচুর্য্য লক্ষিত হয়। নাটিকার ন্যায় ইহাও চারি অঙ্কে বিভক্ত। কিন্তু ইহার অঙ্কগুলি "যবনিকান্তর" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। অলঙ্কার-গ্রন্থাদিতে সট্টকের উদাহরণ-স্বরূপ এই কর্পূর-মঞ্জরীরই উল্লেখ দেখা যায়।

* "সট্টকং প্রাকৃতাশেষপাঠ্যং স্যাদপ্রবেশকং
ন চ বিষ্কম্ভকোঽপ্যত্র প্রচুরশ্চাদ্ভুতোরসঃ
অঙ্কা যবনিকাখ্যাঃ স্যুঃ স্যাদন্যন্নাটিকাসমং।"
—সাহিত্য-দর্পণ।

পাত্রগণ

পুরুষবর্গ

সূত্রধার।
পারিপার্শ্বিক।
রাজা।
বিদূষক। (কপিঞ্জল)
বৈতালিকদ্বয়।
ভৈরবানন্দ।—(কৌল-সম্প্রদায়ের যোগীশ্বর আচার্য্য)

স্ত্রীবর্গ

রাজ্ঞী (দেবী)
বিচক্ষণা } (দাসী)
কুরঙ্গিকা }
সারঙ্গিকা (রাজ্ঞীর সখী)
কর্পূর-মঞ্জরী (নায়িকা)
প্রতীহারী।

কর্পূর-মঞ্জরী

প্রথম যবনিকান্তর

শুভ হোক্ ভারতীর, ব্যাস আদি কবিরাও
হোন্ আনন্দিত ;
বিদ্বজ্জন-গণ-প্রিয় অন্যদেরো শ্রেষ্ঠ বাণী
হোক্ প্রচলিত ;
বৈদর্ভী, মাগধী, আর প্রসিদ্ধ পাঞ্চালী রীতি
করুক মোদের প্রভা দান ;
কাব্যেতে নিপুণ যারা করুক চকোর সম
এই কাব্য-জ্যোৎস্না-সুধা পান।

অপিচ :—

আলিঙ্গন-বিভ্রমের নাহি যাতে যোগ,
উৎপাদিত নাহি যাতে চুম্বন-উদ্যোগ,
নাহি যাতে ঘন ঘন অঙ্গ-সঞ্চালন,
এ হেন অনঙ্গ-রতি কর আস্বাদন।

অপিচ :—

শশি-কলা-বিভূষিত দেবতাগণের প্রিয়
সুরতাভিলাষী যেই
হর ও পার্ব্বতী
—তাঁহাদের সম্মিলন পরিশুদ্ধ নিরমল
হউক গো তোমাদের
সুখকর অতি।
ঈর্ষা-কোপ-প্রশমিত প্রণত হইয়া যিনি
চন্দ্র-কলা-শুক্তিপূর্ণ স্বর্গ-গঙ্গাজলে
জ্যোৎস্না-মুক্তা-ফলরূপ অর্ঘ্য দেন ত্বরা করি
দুই হস্তে গিরিসুতা-চরণ-কমলে
—সে হরের জয় জয় বল গো সকলে।

(নান্দীর পর সূত্রধারের প্রবেশ)

সূত্রধার।—(পরিক্রমণ পূর্ব্বক নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) আমাদের কুশীলবদের পরিজনবর্গ নাট্যোদ্‌যোগে প্রবৃত্ত হয়েচে না কি? কেন না, কেহ বা দেখ্‌ছি বস্ত্র বেছে নিচ্ছে, কেহ বা ফুল দিয়ে মালা গাঁথচে, কেহ বা পাগ্‌ড়ির কাপড় বিছিয়ে রাখচে, কেহ বা কাষ্ঠ-ফলকে রং ফলাচ্চে, কেহ বা বাঁশীতে ফুঁ দিয়ে শব্দ বার কচ্চে, কেহ বা বীণার পর্দ্দা ঠিক করচে, কেহ বা মৃদঙ্গগুলি বাদ্যের জন্য সজ্জিত করচে, এই মাজাঘসা চক্‌চকে কাংস্য-করতাল হতে ঝন্‌ঝন্ শব্দ বেরচ্চে ; আর এই ধ্রুব-গীতের আলাপ চল্‌চে। ব্যাপারটা কি, পরিজনদের ডেকে একবার জিজ্ঞাসা করাই যাক্ না। (নেপথ্যের দিকে চাহিয়া ডাক দিয়া আহ্বান)

(পারিপার্শ্বিকের প্রবেশ)

পারিপার্শ্বিক।—কি আদেশ কর্‌চেন গুরুদেব?

সূত্রধার।—(চিন্তা করিয়া) তোমরা নাট্য-ব্যাপারের উদ্যোগ কর্‌চ না কি?

পারি।—মহাশয়, আজ "সট্টক"-নাট্যের অভিনয় হবে।

সূত্রধার।—আচ্ছা, তার রচনাকর্ত্তা কে বল দেখি?

পারি।—আচ্ছা গুরুদেব!

রজনী-বল্লভ যেই— বল দেখি কেবা তার
মস্তক-ভূষণ?
রঘুকুল-চূড়ামণি মহেন্দ্র পালের গুরু
—সে বা কোন্ জন?

সূত্রধার।—(চিন্তা করিয়া) এ যে তোমার প্রশ্নোত্তর-হেঁয়ালী (প্রকাশ্যে) রাজ-শেখর?

পারিপার্শ্বিক।—হাঁ, তিনিই তার রচয়িতা কবি।

সূত্রধার।—কি বল্লে?—সট্টক?

পারিপার্শ্বিক।—(স্মরণ করিয়া) পণ্ডিতেরা তাকে সট্টক বলেন।

নাটিকার অতিমাত্র অনুকৃতি যে প্রবন্ধে
—সেই সে সট্টক ;

কেবল তাহাতে নাহি দুটি বস্তু—বিষ্কম্ভক
আর প্রবেশক।

সূত্রধার।—(চিন্তা করিয়া) আচ্ছা, কবি সংস্কৃত পরিত্যাগ করে' প্রাকৃত ভাষায় রচনা করতে প্রবৃত্ত হলেন কেন বল দেখি?

পারিপার্শ্বিক।—সেই সর্ব্ব-ভাষা-চতুর কবি এইরূপ বলেন :—

হউক না সংস্কৃত—কিবা ফল বল দেখি তায়?
অর্থের প্রকাশ যাতে তাহাকেই শব্দ বলা যায়।
উকতি বিশেষ কাব্য—কহে সর্ব্বলোক,
রচনার ভাষা তার যা হোক্ তা হোক্।
হউক না সংস্কৃত—তবু তার কঠোর আকার;
প্রাকৃত যদিও হয়—তবু উহা অতি সুকুমার।
নরনারী-মাঝে যেই ভেদ পরস্পর
—সেই ভেদ এই দুই ভাষারো ভিতর।

সূত্রধার।—আচ্ছা, ওতে কি তিনি আপনাকে আপনি বর্ণনা করেছেন?

পারিপার্শ্বিক।—সেকালের কবিদের মধ্যে এক-জন, মৃগাঙ্কলেখা-আখ্যানকারের কিরূপ বর্ণনা করেছেন, শ্রবণ করুন :—

নব-কবি কবিরাজ— নির্ভয় নৃপতি সেই
মহেন্দ্রপালের উপাধ্যায়;
আপন মাহাত্ম্যে যিনি হয়েছেন অধিষ্ঠিত
পরম্পরা লোকের কথায়।
ইহার প্রসিদ্ধ কবি শ্রীরাজ-শেখর
—ত্রিভুবন আলো করে যাঁর শুভ্র কর।
মৃগাঙ্কে কলঙ্ক আছে জানে গো সকলে,
কিন্তু ইহা নিষ্কলঙ্ক সুসিদ্ধির বলে॥

সূত্রধার।—আচ্ছা, কে এই সট্টকটি অভিনয় করতে আদেশ করলেন বল দেখি?

পারিপার্শ্বিক।—

চৌহান-কুল-মাঝে মস্তক-মানিকা-স্বরূপিণী
অবন্তি-সুন্দরী নামে কবিরাজ-শেখর-গৃহিণী
নিজপতি-বিরচিত এই এ রচনা
অভিনীত হইবারে করিলা বাসনা।

আরো—

ধরণীর চন্দ্র যিনি— মহারাজা চন্দ্রপাল,
চক্রবর্ত্তি-পদ লভিবারে
রসসিদ্ধ এই নাট্যে করেন গো পরিণয়
কুন্তল-রাজের দুহিতারে।

আসুন তবে গুরুদেব, এখন আমাদের যা কর্ত্তব্য, তা করা যাক্। কেন না, মহারাজ ও দেবীর ভূমিকা গ্রহণ করে' আর্য্য ও আর্য্য-ভার্য্যা, যবনিকা-স্তরে অপেক্ষা করচেন।

[উভয়ের প্রস্থান।

ইতি প্রস্তাবনা।

(সবিভব পরিজনসহ রাজা, দেবী
ও বিদূষকের প্রবেশ)

(সকলে পরিক্রমণ করিয়া যথাস্থানে উপবেশন)

রাজা।—দেবি! দাক্ষিণাত্য-রাজনন্দিনি! একটা সুখের সংবাদ দি শোন, বসন্তের আরম্ভ হয়েছে। দেখ না কেন :—

ষোড়শী বালারা এবে বিম্ব-ওষ্ঠে নাহি দেয়
বহুল মদন *;
সুরভি তৈল দিয়া এবে দেখ নাহি করে
বেণী বিরচন;
শীতবস্ত্র দূরে থাক্ কঞ্চুলিকাটিও অঙ্গে
না করে ধারণ;
কুঙ্কুম মাখিতে মুখে যতনের হয়েছে লাঘব;
তাই বলি, শীতে জিনি' আবির্ভূত বসন্ত-উৎসব।

দেবী।—মহারাজ! আমিও তোমাকে দুই একটা সুখের সংবাদ দি শোন।—

শিশিরের অবসানে দন্তমণি সমধিক ভায়;
দম্পতির অল্প-অল্প চন্দন-লেপনে মন যায়;
পদপ্রান্তে জড় করি, গাত্র-আবরণ
নিদ্রা যাইতেছে দেখ উঁহারা কেমন!

(নেপথ্যে)

বৈতালিক।—পূর্ব্বদিক্‌পতির জয় হোক্! চম্পা-নগরের "চম্পক"-কর্ণভূষণ যিনি, তাঁর জয় হোক্! অবলীলাক্রমে যিনি রাঢ়দেশ জয় করেছেন, তাঁর জয় হোক্! ভুজ-বিক্রমে যিনি কামরূপ জয় করেছেন,

* মোমরোট বা মোম্-রওগনের ন্যায় বিলেপন-বিশেষ।

তাঁর জয় হোক্! হরিকেলি দেশের যারা কেলি-কারক, তাদের জয় হোক্! সুবর্ণ-বর্ণ যার নিকট পরাভূত, সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরের জয় হোক্! এই নববসন্ত তোমাদের সকলেরই সুখজনক হোক্! এখানে এখন :—

"পাণ্ড্যদেশ-কামিনীর গণ্ডদেশ-মাঝে করি'
পুলক বিস্তার,
কাঞ্চী-দেশ-রমণীর খণ্ডি' মান, প্রাতঃ-সন্ধ্যা
দুই দুই বার,
লোলা চোলাঙ্গনাদের সুরত-উৎসব কেলি
করিয়া প্রবল,
কর্ণাট-অঙ্গনাদের কুঞ্চিত কুন্তল-রাশি
করায়ে চঞ্চল,
"কুন্তল"-বাসিনীদের কান্ত-সনে স্নেহ-গ্রন্থি
করিয়া বন্ধন,
মন্দ মন্দ বহে কিবা মলয়-শিখর-বাসী
শীতল পবন।

দ্বিতীয়।—এখানেই :—

ফুটেচে চম্পক দেখ, কুঙ্কুম-রসেতে লিপ্ত
মহারাষ্ট্র-রমণীর কপোলের ন্যায় ;
ফুটেচে মল্লিকাকলি স্বল্পমাত্র-আলোড়িত-
দুগ্ধ-সম মুগ্ধ-কান্তি রূপসীর প্রায় ;
বৃন্ত-মূলে শ্যামবর্ণ, অগ্রভাগে লগ্ন অলি
—এহেন কিংশুক শোভমান ;
মনে হয়, দুই দিকে বসি' যেন মধুপেরা
মধু তার করিতেছে পান।

প্রিয়ে বিভ্রমলেখা! আমিই তোমার একমাত্র আনন্দবর্দ্ধক, আর তুমিই আমার একমাত্র আনন্দ-বর্দ্ধিনী—এই তো আমি জানি। কিন্তু কাঞ্চন-চণ্ড ও রত্নচণ্ড এই দুই জন বৈতালিকও দেখ আজ আমাদের আনন্দবর্দ্ধন করচে। যে বসন্ত তরুণীগণের বিভ্রমগর্ব্ব-প্রবর্ত্তক, মলয়-মারুত-আন্দোলিত লতা-নর্ত্তকদের নর্ত্তক, যে বসন্ত কলকণ্ঠী কোকিলাদের পঞ্চমস্বর সুন্দর প্রকটিত করচে, কন্দর্পের কোদণ্ড-স্বরূপ নবাঙ্কুরিত চূতমঞ্জরীর দ্বারা মানিনীর প্রচণ্ড মান দূরীকৃত করচে, বসুন্ধরা-পুরন্ধ্রীর সেই প্রিয়বন্ধু নব বসন্ত আজ দেখ চারিদিকে প্রসারিত। দেবি! এখন এই বসন্তোৎসব তুমি মনের সাধে দেখে নেও।

দেবী।—বৈতালিকেরা ঠিক্‌ই বলেচে ; মলয়-বাতাস সত্যই দেখা দিয়েচে। দেখ না কেন :—

লঙ্কার তোরণ-শোভী মালিকা-সমূহে যে গো
অল্প অল্প করে বিচলিত,
অগস্ত্য-আশ্রম-দেশে চন্দন, কর্পূর-লতা
মৃদুমন্দ করে আন্দোলিত,
কাঁপায় কঙ্কোলী-লতা আর, চারু তাম্বূলের
লতিকারে ঈষৎ নাচায়,
"তাম্রপর্ণী"-সলিলেরে আগ্রহে চুম্বন করে,
—বহে এবে সেই চৈত্র-বায়।

অপিচ :—

"মান কর বিসর্জ্জন, সতৃষ্ণ-নয়নে দেখ
আপন বল্লভে ;
পীনস্তন-সংলগন তরুণী-যৌবন শুধু
দিন দশ রবে।"
—এইরূপে পিকগণ মঞ্জু কণ্ঠরবে
পঞ্চশর-আজ্ঞা ঘোষে মধু-মহোৎসবে।

বিদূষক।—ওগো! তোমাদের মধ্যে আমিই একমাত্র পণ্ডিত। দেখ, আমার শ্বশুরের শ্বশুর, পণ্ডিতের ঘরে পুস্তক বহন কর্‌তেন।

দাসী।—(হাসিয়া) তা হলে দেখচি, তোমার পাণ্ডিত্য কুলপরম্পরাগত।

বিদূষক।—(সক্রোধে) আরে দাসীর বেটী দাসী!—ভবিষ্যৎ কুট্টিনি! অলক্ষণে! অবিচক্ষণে! আমি কি এমনি মূর্খ যে, তুই পর্য্যন্ত আমাকে উপহাস করিস্? আরে পরপুত্র-বিভ্রংসিনি রথ্যালুণ্ঠিনি! কোষাপহারিণি! কুসঙ্গিনি! ভ্রমর-বৃত্তি চারিণি!

বিচক্ষণা।—ওগো তাই বটে। কোন্ ঘোড়ার কতদূর দৌড় তা যে দেখে, সেই জানে, অন্যকে তা জিজ্ঞাসা কর্‌তে হয় না। আচ্ছা ঠাকুর, তুমি বসন্ত-বর্ণনা করে' একটা কবিতা পাঠ কর দেখি।

বিদূ।—তুই তো পিঁজ্‌রের শালিকের মত কেবল কিচির-মিচির করিস্ বৈ তো নয়, তুই এসব কি বুঝবি? আচ্ছা, আমি প্রিয়বয়স্যের কাছে আর দেবীর কাছে পাঠ করচি। কেন না, মৃগনাভি কখনো কুগ্রামে কিম্বা বনে বিক্রী হয় না, কষ্টিপাথর ছাড়া যে-সে পাথরে কখনো সোনা পরখ করা যায় না।

রাজা।—আচ্ছা প্রিয়বয়স্য, পাঠ কর দিকি শোনা যাক্।

বিদূষক।—(পঠন)

যে সিন্দুবার-তরু "কলমা"-তণ্ডুল সম
উৎপাদয়ে কুসুম-নিকর
—তাই মোর প্রিয় ;
"বিচকিল"-বিটপের যে সব কুসুম-পুঞ্জ
মহিষের দুগ্ধ-সম মুগ্ধ মনোহর
তাই মোর প্রিয়।

বিচক্ষণা।—এ কবিতাটিতে তোমার নিজ প্রিয়ার মনোরঞ্জন হতে পারে বটে!

বিদূষক।—ওরে আমার মধুরভাষিণি!—এইবার তুমি একটা পাঠ কর দিকি।

দেবী।—(মুচকি হাসিয়া) ওলো সখি বিচক্ষণে! আমাদের কাছে তো তুই খুব কবিত্ব ফলাস। আচ্ছা, এইবার মহারাজের কাছে তোর একটা স্বয়ংকৃত কবিতা পাঠ কর্ দিকি। কেন না, কবিতা বলি তাকে—যা সভায় পাঠ করা যায়, সুবর্ণ বলি তাকে—যা কষ্টিপাথরে পরখ করা যায়। সেই গৃহিণী—যে পতির মনোরঞ্জন করে, সেই পুত্র—যে কুলকে উজ্জ্বল করে।

বিচক্ষণা।—যে আজ্ঞে দেবি! (পঠন)

যে মলয় সমীরণ লঙ্কা-গিরি-মেখলায়
হইয়া স্খলিত
সুরত-সংযোগ-রান্ত ভুজগ-ফণার গ্রাসে
হয়ে কবলিত
হয়েছিল অতি ক্ষীণ —বিরহিণী-দীর্ঘশ্বাসে
এবে তা' সহসা,
শিশুত্ব ঘুচিয়া যেন লভিলেক পরিপূর্ণ
তারুণ্যের দশা।

রাজা।—কথার চতুরতায়, বিচক্ষণা বিচক্ষণাই বটে! কি আর বল্‌ব, বিচক্ষণা কবিগণেরও কবি।

দেবী।—(উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া) ও একজন কবি-চূড়ামণি!

বিদূষক।—(সক্রোধে) সোজা কথায় দেবী কি তবে এই কথা বল্‌চেন যে, কবিতায় বিচক্ষণা অতি উত্তম, আর ব্রাহ্মণ কপিঞ্জল অতি অধম?

বিচক্ষণা।—ঠাকুর! রাগ কোরো না। কবিতাতেই কবির কবিত্ব জানা যায়। নিজ কান্তার মনোরঞ্জনযোগ্য হলেও, সুকুমার পদাবলী থাক্‌লেও, কবিতার মধ্যে নিজ উদর-পূরণের কথা থাকাটা নিন্দনীয়। সে কেমন?—না, যেমন লম্বিত-স্তনা রমণীর একাবলী হার পরা, লম্বোদরীর কাঁচুলী পরা, বৃদ্ধার কটাক্ষ হানা, চুল-কাটা মেয়ের মালতী-ফুলের মালা পরা, কাণার চোখে কাজল দেওয়া—এ সব কিছুতেই মানায় না।

বিদূষক।—কিন্তু তোমার কবিতার ভাব সুন্দর হলেও তোমার শব্দগুলি সুন্দর নয়। সে কেমন?—না যেমন, সোনার কোমরবন্ধে লোহার ঘণ্টী ঝোলানো, পট্টবস্ত্রে তসর বোনা, গৌরাঙ্গীর চন্দন-চর্চ্চা;—এ সবও মানায় না।—তবুও তো লোকে তোমার প্রশংসা করে।

বিচক্ষণা।—ঠাকুর, রেগো না। তোমার সঙ্গে কি আমার টক্করাটক্করি চলে? নিরক্ষর হলেও, লোহ-শলাকার মত, তুমি রত্ন-পরীক্ষায় নিয়োজিত, আর আমি লব্ধাক্ষর হলেও, তুলার মত আমাকে কেউ সোনার ভাঁড়ে স্থাপন করে না।

বিদূষক।—আমাকে তুই এমন কথা বল্লি, রোস্, আমি যুধিষ্ঠিরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নামক তোর দুই অঙ্গ (অর্থাৎ কর্ণদ্বয়) এখনি উৎপাটন করি।

বিচক্ষণা।—আমিও উত্তরফাল্গুনীর পরে যে নক্ষত্রটি, সেই নক্ষত্র নামক তোমার অঙ্গটিকে ভেঙে দি (অর্থাৎ হস্তা, কি না হাত ভেঙে দি)।

রাজা।—সখা! ওকে ওরূপ বোলো না। ও কবিদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

বিদূষক।—তা হলে তো পষ্ট এই কথাই বলা হচ্চে যে, হরিচন্দ্র, নন্দিচন্দ্র, কোটিশহাল প্রভৃতি কবিদের চেয়েও সুকবি।

রাজা।—তাই তো।

বিচক্ষণা—(সক্রোধে পরিক্রমণ) ওগো, তুমি সেইখানে যাও—যেখানে আমার প্রথম সাড়ীটি গেছে। (অর্থাৎ আমার প্রথম সাড়ীর মত তুমি ছিন্ন হও, অর্থাৎ মর)।

বিদূষক।—(ঘাড় বাঁকাইয়া) তুই সেইখানে যা—যেখানে আমার মায়ের প্রথম দাঁতগুলি গেছে! সে রাজবাড়ীর মঙ্গল হোক্—যেখানে একজন দাসী, ব্রাহ্মণের সমান বলে' স্পর্দ্ধা করে; যেখানে মদ্য ও পঞ্চগব্যকে এক ভাঁড়ে রাখা হয়; যেখানে কাচ ও

মাণিক্য উভয়কেই সমান দরের আভরণ বলে' মনে করা হয়।

দাসী।—এই রাজবাটীতে, তোমার কণ্ঠে তাই পড়ুক্—যা ভগবান্ ত্রিলোচন মস্তকে ধারণ করেন। (অর্থাৎ অর্দ্ধচন্দ্র) আর তাই দিয়ে তোমার মুখ চূর্ণ করা হোক্, যার দ্বারা অশোকগাছের সাধ দেওয়া হয় (অর্থাৎ পদাঘাত)।

বিদূষক।—আরে বেটী দাসী! ঠেটী কোথাকারে! অর্থপ্রবঞ্চিনি! রথ্যালুণ্ঠনি! আমাকে তুই এরূপ কথা বলি? তুই যেন তাই পা'স্—যা ফাল্গুন মাসে শোভাঞ্জনতরু (সোজ্‌নে গাছ) লোকের কাছ থেকে পেয়ে থাকে (অর্থাৎ শাখাভঙ্গ), যা বলীবর্দ্দেরা (ষাঁড়েরা) পামরদের কাছে পেয়ে থাকে (অর্থাৎ নাসিকাচ্ছেদন)

বিচক্ষণা।—তুমি যে আমাকে এরূপ বল্লে, আমি নূপুর পায়ে তোমার মুখ ভেঙে দেব, তা জানো? আরও উত্তর আষাঢ়ের পরে যে নক্ষত্রটি (অর্থাৎ শ্রবণ নক্ষত্র কি না কর্ণযুগল) সেই নক্ষত্র নামক অঙ্গটিকে ছিঁড়ে ফেলে দেব।

বিদূষক।—(সক্রোধে পরিক্রমণ করত যবনিকান্তরে কিঞ্চিৎ উচ্চৈঃস্বরে) এমন রাজবাড়ী ত্যাগ করা উচিত—যেখানে ব্রাহ্মণের সমান বলে' একজন দাসী স্পর্দ্ধা করে। আজ থেকে, নিজ গৃহিণী বসুন্ধরা-ব্রাহ্মণীর চরণ-সেবায় নিযুক্ত হয়ে গৃহেই থাক্‌ব। (সকলের হাস্য)

দেবী।—মহারাজ! কপিঞ্জল বিনা রাজ-সভাই বা কিরূপ? নয়নাঞ্জন বিনা প্রসাধনই বা কিরূপ?

আকাশে।—না না, আমি আর কখনই আস্‌ব না। তুমি আর কোন প্রিয়-বয়স্যের অন্বেষণ কর। অথবা এই লম্বস্তনী টপ্পরকর্ণী (যার কুলোপারা কান) দুষ্ট দাসীকে পাগড়ি পরিয়ে আমার কাজে নিযুক্ত করা হোক্। তোমাদের সকলের মধ্যে আমিই কেবল মৃত, তোমরা শতবর্ষ বেঁচে থাকো।

[প্রস্থান।

বিচক্ষণা।—ওকে আদর দেবেন না। কপিঞ্জল ঠাকুর নরম হলেই গরম, আর গরম হলেই নরম। দেখুন, জল দিয়ে ভিজোলে, শোণের দড়ির গেরো আরো এঁটে যায়। দেবি, ওর ব্যবহারটা একবার দেখুন।

রাজা।—(চারিদিকে অবলোকন করিয়া)

গোপ-বধূজন সবে গাইতে গাইতে গান
চরণে দোলায় যবে
মনোহর দোলা,
দেখেন দিনেশ তাহা খঞ্জ-অশ্ব-রথে চড়ি,'
তাই অতি দীর্ঘ বলি'
মনে হয় বেলা।

(যবনিকা অপসারণ পূর্ব্বক তাড়াতাড়ি বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূষক।—আসন দে—আসন দে।

রাজা।—আসনে কি হবে?

বিদূষক।—ভৈরবানন্দ আস্‌চেন।

দেবী।—কি! তিনি?—লোকের মুখে যাঁর অলৌকিক সিদ্ধির কথা শোনা যায়?

বিদূষক।—হাঁ, তিনিই।

রাজা।—তাঁকে নিয়ে এসো।

(বিদূষক প্রস্থান করিয়া তাঁহার সহিত পুনঃপ্রবেশ)

ভৈরবানন্দ।—(কিঞ্চিৎ মদ্যপান করিয়া পাঠ)

কিবা মন্ত্র কিবা ধ্যান, কিবা তন্ত্র কিবা জ্ঞান,
এ সব কিছুই নহে—গুরুর প্রসাদে।
অনুসরি কৌল-মার্গ লভি মোক্ষ অপবর্গ,
মদিরা প্রমদা মোরা ভুঞ্জি মনসাধে॥
কি বিধবা কি সধবা, তন্ত্রেতে দীক্ষিতা যেবা,
ধর্ম্মদারা মোদের সবাই,
খাই মাংস, খাই মদ্য, ভিক্ষায় সংগ্রহ খাদ্য,
চর্ম্ম-খণ্ডে শয়ন বিছাই।
এই কৌলাচার ধর্ম্ম কার কাছে নহে রম্য
বল দেখি সবারে সুধাই॥

অপিচ :—

হরি-ব্রহ্মা-আদি-দেব কহেন গো—"হয় মুক্তিলাভ
ধ্যানে, বেদপাঠে, আর অনুষ্ঠান করি' যজ্ঞ-যাগ",
কিন্তু এই কথা শুধু কহে উমাপতি
—"রতি-কেলি-সুরাতেও হয় গো মুকতি।"

রাজা।—এই আসন; বসুন ভৈরবানন্দ!

ভৈরবানন্দ।—(বসিয়া) এখন কি করতে হবে বলুন।

রাজা।—একটা কোন কিছু আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখ্‌তে ইচ্ছা করি।

ভৈরবানন্দ।—
দেখাব সে শশাঙ্করে ভূতলে নামায়ে,
নভঃ-পথে রবি-রথে দিব গো থামায়ে।
যক্ষ-সুর-সিদ্ধাঙ্গনা আনি দিব সদ্য,
নাহি কিছু ভূমণ্ডলে যা' মোর অসাধ্য।

তঃ, এখন বলুন, কি কর্‌তে হবে।

রাজা।—বয়স্য! তুমি কি কোথাও অপূর্ব্ব মহিলা-রত্ন দেখেছ?

বিদূষক।—দেখেছি বৈ কি।

রাজা।—কোথায়, বল দেখি?

বিদূষক।—এই দাক্ষিণাত্যে বৈদর্ভ নামে এক নগর আছে, সেইখানে এক কন্যারত্ন দেখেছি। তাকেই আনা হোক্ না।

ভৈরবানন্দ।—আচ্ছা, আন্‌চি।

রাজা।—সেই পূর্ণচন্দ্রকেই ধরাতলে নামানো হোক্ না।

(ভৈরবানন্দের ধ্যান)

(পরে, যবনিকা অপসারণ করিয়া সহসা নায়িকার প্রবেশ ও সকলের দর্শন)

রাজা।—ওহোহো! আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য!
অঞ্জন ধুইয়া গেছে, আঁখি দুটি রাঙা,
আননে লাগিয়া আছে অলকের আগা,
কুন্তল-পল্লবচয় আ-পাণি লম্বিত,
বিন্দু বিন্দু বারি তাহে হয় আন্দোলিত।
স্নান-কেলি-স্থিতা বলি' পরিধানে একটি বসন,
কি আশ্চর্য্য নারী এই যোগীশ্বর করে আনয়ন।
অপিচ:—
স্তন-স্তনস্থল হতে, বাসাঞ্চল পড়িছে খসিয়া,
এক হস্তে তাই দেখ, কত করি, রাখে সামালিয়া।
অন্য হাতে আটকিছে, কটির বসন বিচলিত,
হেন চিত্র কার চিত্তে, বল দেখি না হয় চিত্রিত?
বিদূষক।—
স্নান-কালে হইয়াছে, পরিত্যক্ত সর্ব্ব-আভরণ,
বিভ্রম-তরঙ্গ-ভঙ্গ, একমাত্র ইহার ভূষণ।
আর্দ্র এ বসন লাগি, দেখ কিবা তনু লোমাঞ্চিত,
সৌন্দর্য্য-সর্ব্বস্ব-ধন, দৃষ্টি-মাঝে যেন রে সঞ্চিত।

নায়িকা।—(সকলকে অবলোকন করিয়া স্বগত) এঁর গম্ভীর মধুর শ্রী-সৌন্দর্য্য দেখে মনে হয়, ইনি কোন মহারাজা হবেন। আর ইনিই বোধ হয় এঁর মহিষী। যেন হরের অর্দ্ধাঙ্গিনী সাক্ষাৎ গৌরী। আর ইনি কোন যোগীশ্বর হবেন। আর এঁরা বুঝি পরিজন। কিন্তু নিজ মহিলা নিকটে থাকা সত্ত্বেও রাজা আমাকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখ্‌চেন। (ত্রস্তভাবে দর্শন)

রাজা।—(বিদূষকের প্রতি চুপিচুপি) ইহার:—

কণ্টকিত কেতকীর ডোগা-পারা দল-সম
তুল্য যে আঁখির
তাহা হতে সুতরল তীক্ষ্ণ কটাক্ষচ্ছটা
হইয়া বাহির
কর্পূরের রসে কি গো ধবলিত করিল আমায়?
স্নাত কি করিল মোরে সুবিশদ জ্যোছনা-ধারায়?
মুকুতার ঘন রেণু দিল কি গো মাখাইয়া গায়?

বিদূষক।—আহা! কি চমৎকার রূপ!

ত্রিবলি-বেষ্টিত কটি— বালকে করিতে পারে
মুঠায় ধারণ;
জঘনের পরিসর দুই বাহু দিয়া তবে
হয় গো বেষ্টন।
নেত্রের উপমা হ'ল যাহা কিছু বিশাল ধরায়।
প্রত্যক্ষ করিলেও—চিত্তে এঁরে লেখা নাহি যায়॥

যদিও স্নানে সমস্ত বিলেপন ধুয়ে গেছে, যদিও সমস্ত ভূষণ অঙ্গ হতে নামিয়ে রেখেছেন, তবু কেমন সুন্দর দেখাচ্চে।

অথবা:—

রূপহীনা যে রমণী তার শোভা অলঙ্কারে
হয় বিভূষিত;
স্বভাব-সুন্দর যে গো তার শোভা তাহে শুধু
হয় বিকশিত।

রাজা।—এইরূপই বটে।

বর্ণের লাবণ্য যেন নবজাত সুবর্ণের প্রায়;
সুদীর্ঘ নয়ন যেন শ্রুতিযুগে গড়াইয়া যায়;
কপোল-ফলক যেন দ্বিখণ্ডিত-চন্দ্র-আধখান;
পঞ্চশর কামদেব লয়ে হাতে নিজ পঞ্চবাণ
শোষণ-মোহন শর সন্ধান করিয়া আমা'পরে,
রাখিলা নিকটে এঁরে—আমারেই বিঁধিবার তরে।

বিদূষক।—(হাসিয়া) জানি এঁর শোভা-রত্ন সকল রাস্তায় পড়ে' গড়াগড়ি যাচ্ছে।

সুন্দর কামিনী-অঙ্গ—নিজ গুণে অলঙ্কৃত—
স্বভাবতঃ কিবা শোভা পায় ;
অপর রমণীদের তনু-শ্রীটি আচ্ছাদিয়া
বসন-ভূষণ শুধু ভায়।
এইরূপ অপরূপ সৌন্দর্য্য যাঁহার
ধৃতধনু অনঙ্গ সে নিত্য ভৃত্য তাঁর।

অপিচ :—

জঘন বিস্তৃত হেন,—কাঞ্চীলতা তিষ্ঠিতে না পারে ;
স্তনযুগ উচ্চ হেন,—স্তনমুখ নাভি না নেহারে।
নয়ন বিশাল হেন,—কর্ণোৎপলে নাহি প্রয়োজন ;
দ্বিচন্দ্র-পূর্ণিমা-প্রায় তাঁর সেই উজ্জ্বল আনন।

দেবী।—ওগো কপিঞ্জল ঠাকুর! তুমি জিজ্ঞাসা কর দিকি উনি কে ?

বিদূষক।—(তাহার প্রতি) এস গো সুন্দরি! এইখানে বসো। বল দিকি তুমি কে ?

রাজা।—এঁর জন্য আসন।

বিদূষক।—আমার এই উত্তরীয়ই এঁর আসন। (বসিবার জন্য নিজ উত্তরীয় দান) ওগো! এখন বল দিকি যা জিজ্ঞাসা কর্‌লেম।

নায়িকা।—এই কুন্তলদেশে বিদর্ভ নামে এক নগর আছে; সেখানে সর্ব্বজনবল্লভ নামে এক রাজা আছেন।

দেবী।—(স্বগত) তিনি তো আমার মেসো হন।

নায়িকা।—তাঁর গৃহিণীর নাম শশিপ্রভা।

দেবী।—(স্বগত) তিনি তো আমার মাসী।

নায়িকা।—আমি তাঁদেরই কন্যা।

দেবী।—(স্বগত) শশিপ্রভার গর্ভ ভিন্ন এরূপ রূপরাশি আর কোথায় সম্ভব ? বৈদূর্য্য-শলাকা আর কোথায় জন্মে ? (প্রকাশ্যে) তুমি তবে কর্পূর-মঞ্জরী ?

নায়িকা।—(সলজ্জে অধোমুখে অবস্থান)

কর্পূরমঞ্জরী।—দিদি! কর্পূরমঞ্জরীর এই প্রথম প্রণাম গ্রহণ করুন।

দেবী।—ভৈরবানন্দ মহাশয়! আপনার প্রসাদে, কর্পূরমঞ্জরীকে দেখে অপূর্ব্ব আনন্দ লাভ কর্‌লেম। ইনি পনর দিন এইখানেই থাকুন। তার পর, ধ্যানের ব্যোমযানে তুলে আবার ওঁকে নিয়ে যাবেন।

ভৈরবানন্দ।—আচ্ছা, দেবী যা বল্‌চেন, তাই হবে।

বিদূষক।—(রাজাকে উদ্দেশ করিয়া) ওগো আমরা তো নিঃসম্পর্কীয় বাহিরের লোক। নিজ আত্মীয়ের সঙ্গে এঁর এখন মিলন হল। এঁরা তো সম্পর্কে দুই ভগিনী। আর পূজনীয় ভৈরবানন্দই এ দুই জনের মধ্যে মিলন ঘটিয়ে দিলেন। এই ভূ-সরস্বতী মহিলাটি দেবীর দ্বিতীয় দেহ বল্লেও হয়।

দেবী।—ভৈরবানন্দ কর্পূরমঞ্জরীর সঙ্গে জ্যেষ্ঠ ভগিনীর মিলন ঘটিয়ে দিলেন, ওঁকে বিশেষরূপে তুষ্ট করা কর্ত্তব্য।

বিচক্ষণা।—যে আজ্ঞে দেবি।

দেবী।—(রাজার প্রতি) মহারাজ, আমি তবে এঁকে অন্তঃপুরে গিয়ে নিয়ে এঁর বেশভূষার আয়োজন করি গে।

রাজা।—চম্পক-লতার আলবাল, কস্তূরী-কর্পূরেই পূর্ণ করা উচিত।

(নেপথ্যে)

একজন বৈতালিক।—মহারাজের সুখ-সন্ধ্যা হোক্!

দিবসের পিণ্ডীকৃত জীবনের প্রায়
তপন-মণ্ডল ওই, গেল যে কোথায়
এই মুহূর্ত্তের মাঝে—নাহি জানে কেহ ;
কিন্তু গো নলিনী ভাবি' নাথের বিরহ
অতি দীর্ঘ—সেই শোকে হইয়া মূর্চ্ছিত,
পঙ্কজ-নয়ন তার করে নিমীলিত।
নীলামণি-বিনির্ম্মিত * বলভী যাহাতে অবস্থিত,
আর, নানা চিত্রে যার ভিতরের প্রাচীর চিত্রিত,
হেন বাসগৃহ-দ্বার কিঙ্করীরা করি উদ্ঘাটন,
বিছায় গো তাড়াতাড়ি ঋতু-যোগ্য বিলাস-শয়ন ;
শিল্পীনারী সৈরিন্ধ্রীর † পট্টনাদ হয় সমুত্থিত,
—রুষ্ট তুষ্ট নারীদের মধুর হুঙ্কার বিনিঃসৃত।

রাজা।—চল, আমরাও সন্ধ্যার বন্দনা করি গিয়ে।

[সকলের প্রস্থান।

ইতি প্রথম যবনিকান্তর।

---

* গৃহের ছাদের উপর মন্দির-চূড়াবৎ কপোত-নিলয়।
† প্রস্তর দ্বারা কোন দ্রব্য চূর্ণ করিবার শব্দ।

দ্বিতীয় যবনিকান্তর

(রাজা ও প্রতীহারীর প্রবেশ)

প্রতীহারী।—(পরিক্রমণ করিয়া) এই দিক দিয়ে মহারাজ—এই দিক দিয়ে।

রাজা।—(কিয়ৎ পদ গমন করিয়া, কর্পূর-মঞ্জরীকে মনে করিয়া)

একচিত্তে মগ্ন বালা ধ্যানেতে আমার,
চারি ভাব দেখা দেয় তনুতে উহার :—
সুস্থির নিতম্বদেশ—তিলমাত্র নহে বিচলিত ;
উদরের বলী-রেখা অল্প-অল্প হয় তরঙ্গিত ;
আমা পানে চাহি' দেখে, ফিরি ফিরি গ্রীবা বাঁকাইয়া ;
ফিরাইতে চন্দ্রানন, স্তনে পড়ে কুন্তল লুটিয়া।

প্রতীহারী।—(স্বগত) এ কি! একটা পাত-তাড়ির মত—কতকগুল লেখা অক্ষরের মত এখনও যে মহারাজ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। আচ্ছা, আমি বসন্ত বর্ণনা করে' ওঁর উদ্ভ্রান্ত হৃদয়ের আবে-গটা একটু কমিয়ে দি। (প্রকাশ্যে) অল্প-অল্প বিকশিত এই পুষ্পোদ্যানের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করুন মহারাজ।

কোকিলার কণ্ঠরোধ প্রথমেই করিয়া মোচন,
অলির গুঞ্জন-রবে মধুরিমা করিয়া অর্পণ,
বিরহী কোকিল-মাঝে সঞ্চারিয়া রাগ পঞ্চস্বর,
দেখা দেয় রতি-ভোগ্য রাগোন্মত্ত বসন্ত-বাসর।

রাজা।—(সানুরাগে তাহা শ্রবণ করিয়া)

যে আঁখি দর্শন করি' সভাজন-নেত্র-মাঝে
লাবণ্যের শত নদী হয় বহমান ;
সৌভাগ্যের পারস্থিত যে আঁখি-নগর-মাঝে
বিভ্রম-বিলাস-হাস করে অবস্থান ;
সেই পদ্ম-সর-আঁখি অন্তরে শৃঙ্গার-রস
করে সঞ্জীবিত ;
তাহে পুন কন্দর্প ধনুকেতে তীক্ষ্ণ শর
করে সংযোজিত।

(সোন্মাদের ন্যায়) সেই হরিণ-নয়নাকে যে অবধি দর্শন করেছি, সেই অবধিই সে :—

চিত্তে মোর অবস্থিত :— নাহি সে সৌন্দর্য্য-মাঝে
তিলমাত্র ক্ষয়।
লুণ্ঠে সে শয্যায় মোর, সঞ্চরণ করে সে যে
সর্ব্ব দিক্-ময়।
রহে সে বচনে মোর, কাব্যের প্রবন্ধ-মাঝে
তাহারি উদয় ;
ওই তরুণীর রূপ চির-ধ্যান করিলেও
অটুট অক্ষয়।

অপিচ :—

তার সেই তীক্ষ্ণতম সুচপল নয়নের
তৃতীয়াংশ-মাত্র দৃষ্টি
পড়ে যার পানে,
আহত হয় গো সেই —মদনে, মধুপে, চন্দ্রে,
আর বনকোকিলের
পঞ্চম-সুতানে ;
কিন্তু তার পূর্ণ দৃষ্টি যদি কারো'পরে কভু
হয় নিপতিত,
তবে আর রক্ষা নাই— তিল-জলাঞ্জলি-যোগ্য
হয় সে নিশ্চিত।

(স্মরণের ভাবে) অপিচ :—

নয়নের অগ্রভাগে, সারি সারি রহে কত ভৃঙ্গ ;
আর তারি মধ্যদেশে—ঘনীভূত দুগ্ধের তরঙ্গ ;
—তির্য্যক্ দৃষ্টিতে রাজে ধৃতধনু সাক্ষাৎ অনঙ্গ।

(চিন্তা করিয়া) প্রিয় বয়স্যের এত বিলম্ব হচ্চে কেন ?

(বিদূষক ও বিচক্ষণার প্রবেশ ও পরিক্রমণ)

বিদূষক।—বলি ওহে বিচক্ষণা, এ সব কি সত্যি ?

বিচক্ষণা।—খুবই সত্যি।

বিদূষক।—আমার প্রত্যয় হয় না ; কেন না, তুমি বড় পরিহাসশীলা।

বিচক্ষণা।—ঠাকুর! ও কথা বোলো না। পরিহাসের সময়ে পরিহাস—আবার কাজের সময়ে কাজ।

বিদূষক।—(সম্মুখে অবলোকন করিয়া)

এই যে, আমার প্রিয় বয়স্য মানস-হারা হংসের মত, মদবারিস্রাবে ক্ষীণ করীর মত, তাপম্লান মৃণালের মত, বিগতপ্রভ দিন-দীপের মত, প্রভাতের পূর্ণ-চন্দ্রের মত, একেবারে পাণ্ডুবর্ণ ও ক্ষীণ হয়ে পড়েছেন।

উভয়ে।—(পরিক্রমণ করিয়া) মহারাজের জয় হোক্!

রাজা।—ওহে! বিচক্ষণার সঙ্গে দেখ্‌চি, তোমার আবার মিল হয়ে গেছে।

বিদূষক।—বিচক্ষণা আজ আমার সঙ্গে সন্ধি করতে এসেছিল। তার সঙ্গে আমার সন্ধি হয়ে গেছে—তাই আজ সারা-বেলটা দুজনে মিলে মন্ত্রণা করা গেছে।

রাজা।—সন্ধি করে' ফলটা কি হ'ল বল দিকি।

বিদূষক।—কোন প্রিয়জনের কাছ থেকে বিচক্ষণা পত্র নিয়ে এসেছে।

রাজা।—(গন্ধ সূচনা করিয়া) যেন কোথেকে কেতকীকুসুমের গন্ধ আসচে।

বিচক্ষণা।—আমার হাতেই কেতকীপত্রের লিপি রয়েছে।

রাজা।—বসন্তকালে কেতকী-কুসুম কি করে' এল?

বিচক্ষণা।—ভৈরবানন্দ-দত্ত মন্ত্র-প্রভাবে, দেবীর গৃহোদ্যানে একটি কেতকীলতায় ফুল ধরেছে। যে চতুর্থীতে দোলোৎসবের শেষ হয়, সেই সময় দেবী ঐ কেতকীর পাতা দিয়ে গৌরীর অর্চনা করেছিলেন। তার মধ্যে দুটি পাতা কনিষ্ঠা ভগিনী কর্পূর-মঞ্জরীকে তিনি দেন!—কর্পূর-মঞ্জরী তার একটি পাতায় গৌরীর অর্চনা করেন—অন্যটিতে:—

মৃগনাভি-মসী দিয়া দুইটি শোলোক লিখি'
পাঠাইলা সখী তব এ কেতকী-পুষ্প লিপি।

রাজা।—(খুলিয়া পাঠ)

"কুসুমের রসে হংসী পিঙ্গল বরণে তনু
করয়ে রঞ্জিত;
হংসী-পতি হংস তাই ভাবি' তারে চক্রবাকী
হইল বঞ্চিত।
এক স্থানে থাকিয়াও তিলার্দ্ধও তব দৃষ্টি
নাহি আমা পানে;
বুঝি এই কষ্ট মোর —নিজ পূর্ব্ব-দুষ্কৃতির
ফল পরিণামে।"

(দুই তিনবার পাঠ করিয়া) এই অক্ষরগুলিকে মদনের রসায়ন বল্লেও হয়।

বিচক্ষণা।—প্রিয় সখীর অবস্থা বর্ণনা করে' দ্বিতীয় কবিতাটি আমিই রচনা করেছি, মহারাজ পাঠ করুন।

রাজা।—(পাঠ)

তোমার বিরহে, এঁর —দীর্ঘ দিবানিশা-সহ—
নিঃশ্বাসো দীরঘ অতিশয়;
মণি-বলয়ের সাথে স্খলিত হয় গো এঁর
নেত্র হতে অশ্রু-বিন্দুচয়;
উদ্বেগিনী তনুলতা শুকায়ে যেতেছে দিন দিন
তা-সহ জীবিত-আশা, ক্রমশঃই হইতেছে ক্ষীণ।"

বিচক্ষণা।—আমার জ্যেষ্ঠা ভগিনী সুলক্ষণা ওঁর অবস্থা বর্ণনা করে' এই পত্রে যে শ্লোকটি লিখেছেন, মহারাজ তা' শুনুন।

হারগাছি-সমতুল্য সুদীর্ঘ নিশ্বাস সদা বহে;
চন্দনে যন্ত্রণা দেয়; চন্দ্রমা তনুরে শুধু দহে;
স্মৃতি-সম মুখেতেও হাস্য শোভা যেন গো মিলায়;
অঙ্গগুলি পাণ্ডুবর্ণ দিবসের শশিকলা-প্রায়।
তোমা-তরে হে সুন্দর! অশ্রুবারি হয়ে বিগলিত
সরিৎ-আকারে যেন অহর্নিশ হয় প্রবাহিত।

রাজা।—(নিঃশ্বাস ফেলিয়া) কি আর বলব! সুকবিত্বে ইনি তোমার জ্যেষ্ঠা ভগিনীই বটেন।

বিদূষক।—এই বিচক্ষণা মহীতল-সরস্বতী; আর এঁর জ্যেষ্ঠা ভগিনী, ত্রিভুবন-সরস্বতী। এঁদের সঙ্গে আমি আর টক্করা-টক্করি করব না। তবে আমার নিজের ধরণে মদনাবস্থা বর্ণনা করে' একটা কবিতা লিখেছি, সেইটে শোনাই।

রাজা।—আচ্ছা, পড় দিকি, শোনা যাক্।

বিদূষক।—

জোছনা কত না উষ্ণ, চন্দন সে গরলের প্রায়;
হার সে ক্ষতের ক্ষার, দেহ দহে রজনীর বায়;
মৃণাল করাল-বাণ, জলে শুধু তনুলতা জ্বলে,
যদবধি হেরিয়াছি সে পঙ্কজ-বদন-মণ্ডলে।

রাজা।—বয়স্য! কিঞ্চিৎ চন্দনরস তোমারও লাভ হবে। এখন তাঁর সমস্ত বৃত্তান্তটা বল দিকি। অন্তঃপুরে তাঁকে নিয়ে গিয়ে দেবী কি করলেন?

বিদূষক।—তাঁকে মণ্ডিত, তিলকিত, ভূষিত ও তোষিত করলেন।

রাজা।—বিচক্ষণা, তুমি বল, দেবী কি করলেন।

বিচক্ষণা।—

ধরবিত হল অঙ্গে মৃত্তিকা কোমল;
কুঙ্কুমের পঙ্কে তনু হইল পিঙ্গল।

রাজা —

স্বর্ণ-কান্তি হল যেন রসানে উজ্জ্বল॥

বিচক্ষণা।—
মরকত-নূপুরেতে ভূষিত চরণ
বয়স্যা সখীরা সবে করিল ধারণ।
রাজা।—
অধোমুখী তাঁর সেই পঙ্কজ-চরণ
নূপুর সে ভৃঙ্গী সম করিল বেষ্টন।
বিচক্ষণা।—
শুক-পিচ্ছ-সম নীল পট্ট-বাস করে পরিধান।
রাজা।—
খর-বায়ু সঞ্চালিত কদলীর দলাগ্র-সমান॥
বিচক্ষণা।—
নিতম্ব-ফলকে তার পদ্মরাগমণি-কান্তি
হয় নিবেশিত।
রাজা।—
স্বর্ণ-শৈল-শিলা'পরে, ময়ূর করে গো যেন
নৃত্য প্রকটিত॥
বিচক্ষণা।—
কর-পদ্মযুগে তার, দেওয়া হ'ল বলয় মণির ;
রাজা।—
অবনত মুখে যেন, শোভা পায় মদন তূণীর।
বিচক্ষণা।—
স্থাপিত হইল কণ্ঠে পরিপুষ্ট মুকুতার
উৎকৃষ্ট হার ;
রাজা।—
তারকা-মণ্ডল যেন যতনে করয়ে সেবা
মুখচন্দ্র তার।
বিচক্ষণা।—
রতন-কুণ্ডল-যুগ দেওয়া হ'ল শ্রবণ-যুগলে ;
রাজা।—
বদন-মদন-রথ, তাহে যেন দুই চক্রে চলে।
বিচক্ষণা।—
শোভন অঞ্জন দিয়া হ'ল তার নয়ন রঞ্জিত ;
রাজা।—
নব-নীলোৎপল-শরে স্মর যেন করিল সজ্জিত।
বিচক্ষণা।—
কুটিল অলক-মালা লুটাইয়া ললাটে বিরাজে ;
রাজা।—
কৃষ্ণমৃগ রহে যেন পরিপূর্ণ শশাঙ্কের মাঝে।
বিচক্ষণা।—
কুসুম-গুচ্ছের রাশি কবরীতে রহে গো নিহিত ;

রাজা।—
শশি-রাহু-মল্ল-যুদ্ধ তাহে যেন হয় প্রকটিত।
বিচক্ষণা।—
এইরূপে ইচ্ছামত তারে দেবী ভূষিলা যতনে ;
রাজা।—
সাজান সুরভি-লক্ষ্মী যথা কেলি-কুসুম-কাননে।

বিদূষক।—মহারাজ! আমি এখন একটা পারমার্থিক তত্ত্ব বলি, শুনুন :—

দৃষ্টি যার মনোহর তরল ধবল,
তার উপযুক্ত কি গো এ ছার কজ্জল?
সুবিস্তীর্ণ স্তন যার কলসের প্রায়,
এই ছার হার কি গো তাহে শোভা পায়?
জঘন-ফলক যার শোভে চক্রাকারে,
কাঞ্চী-আড়ম্বর কেন তার চারিধারে?
এমন সুন্দরী যে গো—ভূষণ তাহার
দূষণ নামের যোগ্য—কি কহিব আর।

রাজা।—(তাহাকে উদ্দেশ করিয়া)
ত্রিবলী-অঙ্কিত নাভি, তুঙ্গস্তন স্পর্শে বাহুমূল,
উচ্ছ্বসিত সুনিতম্ব, সুচিকণ স্নানের দুকূল,
এসবে সূচিত হয় সৌন্দর্য্য তারুণ্য—নাহি ভুল।

বিদূষক।—(সক্রোধের ন্যায়) ওগো! আমি ওঁকে সর্ব্বালঙ্কারের সহিত বর্ণনা করলেম, আর তুমি কি না ওঁর জল-লুপ্ত প্রসাধনের কথাটাই স্মরণ করুচ?

তুমি কি মহারাজ শোনোনি?—

সুন্দর যে স্বভাবতঃ অলঙ্কারে বিকসিত
হয় তার রূপ।
সাঁচ্চা মণি, বিভূষিত হইলে কাঞ্চনে, ধরে
শোভা অপরূপ॥

রাজা।—
বেশ-রচনার গুণে নিতম্বিনী সুন্দরীরা
মূঢ়-চিত্ত করয়ে হরণ ;
স্বভাব-সৌন্দর্য্য কিন্তু সুরসিক জনদের
হৃদয়েরে করে আকর্ষণ।
শর্করা-সংযোগে কভু এই দ্রাক্ষারস
নাহি হয় আস্বাদনে মধুর সরস।

বিচক্ষণা।—মহারাজ ঠিক্‌ই আজ্ঞা করেচেন।
যে সুন্দরী পীনস্তনী আকর্ণ বিস্তৃত যার
নয়ন-অপাঙ্গ,

চন্দ্র-সম মুখচন্দ্র, লাবণ্য-প্রবাহে যার
সিক্ত সর্ব্ব-অঙ্গ,
যতই কর না কেন বেশভূষা পরিপাটী
তাহাতে রূপ কি তার
তিলমাত্র হইবে বর্দ্ধন ?
প্রকৃত কথাটি এই :— সকল ভূষণ দেহে
হইলেও সংযোজিত
আসলের না হয় খণ্ডন ॥

রাজা।—(বিদূষকের প্রতি) ওগো কপিঞ্জল! বিচক্ষণার উপদেশটা শুন্‌লে ?

কৃত্রিম সে অলঙ্কারে কি হইবে কাজ ?
প্রতারণা-তরে শুধু নটীদের সাজ।
নিজ অঙ্গ হয় যদি জনমনোহর
তবেই সে অঙ্গনাকে দেখায় সুন্দর।
অকৃত্রিম সুদুর্লভ রূপরাশি, যে নারীর
সর্ব্ব-অঙ্গ ছায়,
সুখের যৌবন-কালে বেশভূষা প্রসাধন
সে কি কভু চায় ?

বিচক্ষণা।—মহারাজ! আমি একটা কথা নিবেদন করি, শুধু দেবীর নিয়োগেই আমি তাঁর অনুগত হইনি। কর্পূর-মঞ্জরীর সঙ্গে আমার "তারা-মৈত্রী" বন্ধুত্ব জন্মেছে;—প্রথম দৃষ্টিতেই আমরা পরস্পরকে ভালবেসেছি। এই জন্যই তাঁর কাজে আমার এত অনুরাগ। আবার সেবিকার ভাবে একটা কথা মহারাজকে নিবেদন করি, শুনুন :—

পরীক্ষিতে তাপ তাঁর সখীগণ স্তনদেশ
দেখে হাত দিয়া,
তাপদগ্ধ হয়ে কিন্তু সেই হাত পুনঃ পুনঃ
লয় সরাইয়া।
এ হতে অধিক আছে সুখকর ত্রাসকর
কথা এক—করুন শ্রবণ :—
হস্তছত্রে নিবারিয়া চন্দ্রের কিরণ, তিনি
বিভাবরী করেন যাপন।

শেষে যা স্থির হল, কপিঞ্জল তা মহারাজের কাছে এখনি নিবেদন কর্‌বেন। আর সেইমত মহারাজেরও কাজ কর্‌তে হবে।

রাজা।—কি স্থির কর্‌লে, বল।

বিদূষক।—আজ দোল-চতুর্থী। আজ দেবী, কর্পূর-মঞ্জরীকে গৌরী সাজিয়ে দোলায় চড়াবেন। আর, মহারাজ মরকতকুঞ্জে থেকে তাঁর সেই দোলন দেখ্‌বেন, এইরূপ স্থির হয়েচে। দেবী এত চতুরা হয়েও বিলক্ষণ প্রতারিত হয়েছেন। কথায় বলে, "বুড় বিড়ালী দুধ মনে করে' ঘোল খায়"—এ ঠিক্ তাই হয়েছে।

রাজা।—তোমার মত কাজের লোক কি আর দুটি আছে? সমুদ্রের বৃদ্ধি চন্দ্র ছাড়া আর কে কর্‌তে পারে বল ?

(পরিক্রমণ করিয়া কদলী-গৃহে প্রবেশ)

বিদূষক।—এই স্ফটিকমণির উচ্চ বেদিকা। প্রিয়সখা, এইখানে তুমি বোসো।

রাজা।—(তথা করণ)

বিদূষক।—(হাত তুলিয়া) ওগো! ঐ দেখ পূর্ণিমার চাঁদ।

রাজা।—(দেখিয়া) এই যে! আমার প্রিয়া দোলায় উঠেচেন—তাই ঐ চাঁদমুখটিকে পূর্ণিমার চাঁদ বলে' কপিঞ্জল নির্দ্দেশ কর্‌চে। (চারিদিকে অবলোকন করিয়া)

সমাচ্ছন্ন করি' যত পুরনারীগণের আনন,
লাবণ্য-জ্যোছনা-জলে প্রক্ষালিয়া গগন-প্রাঙ্গণ,
দর্শক-রমণীদের হৃদয়-নিহিত দর্প
একেবারে করিয়া দলন,
দোলা-লীলাভরে, কিবা সরল তরল ভাবে
দেখা দেয় ওই চন্দ্রানন।

অপিচ :—

সুধবল-ধ্বজ-পটে শোভমান উচ্চ পুরদ্বারে
সুর-নারী-ব্যোমযান ঘণ্টারবে যেমতি সঞ্চারে,
সেইরূপ দোলাখানি জনচিত্ত করিয়া হরণ
উর্দ্ধ-অধঃ-আকর্ষণে, কভু করে প্রাকার লঙ্ঘন,
কভু বেগে ওঠে নামে, আসে যায়—অতি মনোরম।

অপিচ :—

রম্-ঝম্-রম্-ঝম্ বাজে কিবা রতন-নূপুর ;
ঝন্-ঝন্ বাজে হার—মেখলার কিঙ্কিণী
ঝিনি-ঝিনি বাজে সুমধুর ;
চঞ্চল বলয়াবলী—শিঞ্জাধ্বনি তাহে মনোরম ;
চন্দ্রাননা ললনার এ হেন হিন্দোল-লীলা
কার চিত্ত না করে হরণ ?

বিদূষক।—ওগো! তুমি তো সূত্রকার—আমি আবার বৃত্তিকার হয়ে সবিস্তারে বর্ণনা করি শোনো।

উপরিস্থ-স্তন-ভারে হইয়াছে ভারাক্রান্ত
চরণ-কমল-যুগ তার।
নূপুর শিঞ্জিত-রবে মনমথ যেন ডাকে
কামী জনে করিয়া ফুৎকার।
দোল-লীলা লম্পট চক্র-সম গোলাকার
সুন্দরীর জঘন-পরিসর।
কাঞ্চী-মণি-কিঙ্কিণী রব-চ্ছলে করে ব্যক্ত
হরষের অস্ফুট স্বর।
দোলনের আন্দোলনে সরি' সরি' পড়ে যেই
মুক্তাবলী-হার
—পুষ্পবাণ-নৃপতির কীর্ত্তি-লতা যেন উহা
করে গো বিস্তার।
সম্মুখের সমীরণ সরায়ে উপরি-বস্ত্র
অন্য অঙ্গ করে প্রদর্শন;
—মদনে ডাকিয়া আনি আদরে যতনে যেন
পার্শ্বদেশে করয়ে স্থাপন।
শ্রবণ-ভূষণ দুটি কুঙ্কুম-লিপ্ত গণ্ড
ঘরষয়ে দোলনের বলে;
কতবার হ'ল দোল সকৌতুকে তারি যেন
সংখ্যাপাত করে রেখাচ্ছলে।
দীঘল নয়ন দুটি ঝটিতি হয় গো ফুল্ল
কৌতূহল-সুখে;
পঞ্চবাণ মনমথ পদ্ম-শর যোড়ে যেন
আপন ধনুকে।
দোলনের রসে ভঙ্গ কভু যাতে নাহি ঘটে,
স্মর তাই হয়ে সমুৎসুক,
থাকি থাকি বারম্বার হানে যেন পৃষ্ঠ-দেশে
বেণী-রূপ মদন-চাবুক।
এ-হেন বিলাসোজ্জ্বল দোলনের চিত্র মনোহর
কার চিত্তে নাহি লিখে সুনিপুণ স্মর-চিত্রকর?

রাজা।—(সবিষাদে) এ কি! কর্পূর-মঞ্জরী দোলা থেকে নেমেছেন দেখচি। আহা! শূন্য ঐ দোলা—শূন্য এ হৃদয়—শূন্য আমার এই দর্শনোৎসুক নয়ন-দুটি।

বিদূষক।—আহা! বিদ্যুল্লতার মত একবার দেখা দিয়েই অদৃশ্য হলেন।

রাজা।—ও কথা বোলো না। বরং বল, রাজা হরিশ্চন্দ্রের পুরীর মত দেখা দিয়েই অদৃশ্য হলেন। (স্মরণের অভিনয় সহকারে)

মাঞ্জিষ্ঠী-বরণ ওষ্ঠ অঙ্গ-যষ্টি—অভিনব
কাঞ্চন-সদৃশ সমুজ্জ্বল;
বাল-ইন্দু-ধবলিমা, বিজয়িনী চারু দৃষ্টি,
অঞ্জনাভ সুচারু কুন্তল;
হরিণী-চঞ্চল আঁখি, কতরূপ রেখা এতে
করয়ে বিলাস;
মহাদর্প কন্দর্প যুব-জন-জয়ে যেন
পূর্ণ-অভিলাষ।

বিদূষক।—এই সেই মরকত-কুঞ্জ। দেখ প্রিয়-সখা, তুমি এইখানে বসে' তাঁর প্রতীক্ষা কর। সন্ধ্যাও নিকটবর্ত্তী। (উভয়ের তথাকরণ)

রাজা।—এমন শীতল যে হিমানী, এও সন্তাপ-দায়িনী বলে' আমার মনে হচ্ছে।

বিদূষক।—রাজলক্ষ্মী-মাত্র সহচরীকে নিয়ে এখন তুমি এখানে একটু বসো মহারাজ; আমি ততক্ষণ শীতল উপচার-সামগ্রীর আয়োজন করি। (প্রস্থান করিয়া সম্মুখে অবলোকন) ও কে?—বিচক্ষণা এই দিকে আসচে না কি?

রাজা।—দুই মন্ত্রীর কথা-মত সঙ্কেত-কাল যেন নিকটবর্ত্তী।

হস্ত-পদ কিসলয় নেত্রযুগ কুবলয়,
মুখ ইন্দু-প্রায়;
তনুটি চাঁপার কলি, তবু চিত্ত উঠে জ্বলি
কি আশ্চর্য্য হায়!

বিদূষক।—(সম্যক্ অবলোকন করিয়া) এই যে! বিচক্ষণা শীতল উপচার-সামগ্রী নিয়ে এই দিকে আসচে।

(উপচার-সামগ্রী লইয়া বিচক্ষণার প্রবেশ)

বিচক্ষণা।—(পরিক্রমণ করত) আহা! প্রিয়-সখীর বিষম বিরহজ্বর উপস্থিত।

বিদূষক।—(নিকটে আসিয়া) ওগো! এ সব কি?

বিচক্ষণা।—শীতল উপচার-সামগ্রী।

বিদূষক।—কার জন্য?

বিচক্ষণা।—প্রিয়সখীর জন্য।

বিদূষক।—ওর অর্দ্ধেক আমাকে দেও।

বিচক্ষণা।—কি জন্য?

বিদূষক।—মহারাজের জন্য।

বিচক্ষণা।—কারণটা কি?

বিদূষক।—কর্পূরমঞ্জরীর কারণটাই বা কি?

বিচক্ষণা।—তা তুমি জান না? মহারাজের দর্শন ভিন্ন আর কি কারণ হ'তে পারে?

বিদূষক।—তুমিও তা কি জান? কর্পূর-মঞ্জরীর দর্শন ভিন্ন আর কি হ'তে পারে?

বিচক্ষণা।—আচ্ছা, মহারাজ এখন কোথায়?

বিদূষক।—তোমার কথা-অনুসারে তিনি এখন মরকত-কুঞ্জে আছেন।

বিচক্ষণা।—আচ্ছা, তুমিও মহারাজের সঙ্গে মরকত-কুঞ্জে একটুখানি অপেক্ষা কর। দুজনের দেখা-সাক্ষাৎ হয়ে গেলে, এই শীতল উপচার-সামগ্রী-গুলিকে জলাঞ্জলি দেওয়া যাবে।

বিদূষক।—(তাহাকে টানিয়া) জলাঞ্জলি?—আ মলো! তোরই জলাঞ্জলি হোক্! (পুনর্ব্বার তাহাকে ঠেলিয়া) আমায় কি এখন দ্বারদেশে থাক্‌তে হবে?

বিচক্ষণা।—দেবীর আদেশ-ক্রমে কর্পূর-মঞ্জরী আস্‌চেন।

বিদূষক।—কোথায় আস্‌তে আদেশ করেচেন?

বিচক্ষণা।—দেবী যেখানে তিনটি গাছের চারা বসিয়েচেন।

বিদূষক।—কি কি গাছের চারা?

বিচক্ষণা।—কুরুবক, তিলক, অশোক।

বিদূষক।—তাতে হবে কি?

বিচক্ষণা।—দেবী এইরূপ বলেচেন:—

"ফুল ধরে কুরুবক কামিনীর আলিঙ্গনে;
—দরশনে, তিলকের
কুসুম-বিকাশ;
অশোক পুষ্পিত হয় কামিনীর পদাঘাতে;
"সাধ" দিয়া তাহাদের
পুর' অভিলাষ।"

এখন তিনি তাই করবেন।

বিদূষক।—আচ্ছা, তবে প্রিয়সখাকে মরকতকুঞ্জ থেকে নিয়ে এসে তমালতরুর আড়ালে রেখে দি। তা হলে সেখান থেকে তিনি দেখ্‌তে পাবেন। (রাজার প্রতি) ওগো! ওগো! ঐ তোমার হৃদয়-সমুদ্রের চন্দ্রলেখা—একবার উঠে দেখ।

রাজা।—(তথাকরণ)

(বিশেষরূপে বিভূষিত হইয়া কর্পূরমঞ্জরীর প্রবেশ)

কর্পূরমঞ্জরী।—বিচক্ষণা কোথায় গেল?

বিচক্ষণা।—(নিকটে আসিয়া) সখি! দেবীর আদেশমত কাজ কর।

রাজা।—বয়স্য! কাজটা কি বল দিকি?

বিদূষক।—তমাল গাছের আড়াল থেকে সবই জান্‌তে পারবে।

রাজা।—(তথাকরণ)

বিচক্ষণা।—এই কুরুবক।

কর্পূরমঞ্জরী।—(কুরুবককে আলিঙ্গন)

রাজা।— পীনস্তনী সুন্দরীর আলিঙ্গন-ভরে
অকস্মাৎ কুরুবক পুষ্পরাশি ধরে;
এরি মধ্যে মধুপেরা পাইয়া সন্ধান
ওরি দিকে দেখ সবে হয় ধাবমান।

বিদূষক।—ওগো! ইন্দ্রজালের কাজটা একবার দেখ:—

শিশু-তরু হইয়াও কুরুবক, তরুণীর
লভি' আলিঙ্গন,
মদন-শরের মত পুষ্প কত রাশি রাশি
করে উদ্‌গিরণ।

রাজা।—দোহদের প্রভাবই এইরূপ।

বিচক্ষণা।—আর এই তিলক-তরু।

(কর্পূর-মঞ্জরী আড়-দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ ধরিয়া অবলোকন)

রাজা।—

তীক্ষ্ণ তরল দৃষ্টি অঞ্জনে ভূষিত
—পঞ্চশর যার পাশে নিত্য অবস্থিত
এ হেন সে মৃগাক্ষীর চারু-নেত্র-কটাক্ষের বলে
শাখা-শিরে দন্তসম ফুটে পুষ্প রোমাঞ্চের ছলে।

বিচক্ষণা।—এই অশোক-তরু।

(কর্পূরমঞ্জরীর চরণাঘাত)

নূপুর রণিত করি' চন্দ্রাননা করে যবে
অশোকেরে পদাঘাত
লীলা-ভঙ্গিমায়,
অমনি গো তরুটির সমস্ত শাখাগ্র-পরে
স্তবকে স্তবকে পুষ্প
দিব্য বাহিরায়।

গগন-অঙ্গন হ'ল দেখিবার যোগ্য বস্তু
সদ্য-বিকশিত ওই
পুষ্প-মহিমায়।

বিদূষক।—ওগো বয়স্য! দেবী যে স্বয়ং গাছদের "সাধ" দিলেন না, তার কারণটা কি জান?

রাজা।—তুমি জান?

বিদূষক।—যদি দেবী রাগ না করেন তো বলি।

রাজা।—বল্‌তে দোষ কি?—মুক্তকণ্ঠে বল।

বিদূষক।—

যৌবন বিগত হলে থাকিতেও পারে অঙ্গে
অঙ্গনার রূপের বিকাশ,
কিন্তু ওগো যৌবনেই সৌন্দর্য্য-অধিষ্ঠাত্রী
দেবতার সাধের নিবাস।

রাজা।—তোমার অভিপ্রায়টা তো শুনলেম। আমি কিন্তু একটা কথা বলি।

ষোড়শী বালারা দেখ অধীর-হৃদয় অতি
অভিনব কৌতূহল-বশে;
কিন্তু গো আনতস্তনী প্রগল্‌ভা নারীই শুধু
পক্ক স্মর-রহস্যের রসে।

বিদূষক।—মনুষ্যের কথা দূরে থাক, তরুরাও দেখ সৌন্দর্য্য রহস্য-বশে বিকশিত হচ্চে। এরা কিন্তু রতি-রহস্য জানে না।

(নেপথ্যে)

বৈতালিক।—মহারাজের সুখ-সন্ধ্যা হোক্!

লোক-লোচনের সাথে পদ্মবনে করি' অর্দ্ধ-
নিদ্রায় মগন,
মানিনী-মানস-সাথে নিজ তীব্র তীক্ষ্ণ ভাব
করিয়া মোচন,
মঞ্জিষ্ঠ-রক্তিম-ছবি, চক্রবাক্-মিত্র, পক্ক-
নারঙ্গ-বরণ
দিনমণি ওই দেখ দ্রুতগতি অস্তাচলে
করয়ে গমন।

রাজা।—দেখ বয়স্য, সন্ধ্যা হয়ে এল।

বিদূষক।—রতি-সংকেত-কাল উপস্থিত, তাই বন্দীরা বল্‌চে।

কর্পূরমঞ্জরী।—সখি বিচক্ষণে! আমি তবে যাই, সন্ধ্যা হয়ে এল।

বিচক্ষণা।—আচ্ছা সখি, তুমি যাও।

[পরিক্রমণ করিয়া সকলের প্রস্থান।

ইতি দ্বিতীয় যবনিকান্তর।

তৃতীয় যবনিকান্তর

(রাজা ও বিদূষকের প্রবেশ)

রাজা।—(কর্পূরমঞ্জরীর উদ্দেশে)

চম্পকের কলিকারে দূর করি' দেও এবে,
কিবা কাজ বল হরিদ্রায়?
তপত-কাঞ্চন-কান্তি সুবিশুদ্ধ হইলেও
কেবা তারে আনে গণনায়?
বকুল-কুসুমরাশি হইলেও নবোদ্‌গত
বল দেখি কিবা ফল তায়?
নবোদিত ইন্দু-সম সুন্দর কিরণ যার
তার লাবণ্যের কাছে
ইহারা কোথায়?

অপিচ:—

মরকত-মণিবুক্ত প্রসারিত হারগাছি-সম,
মালতীর মালা-সম অর্দ্ধ-ঢাকা সুনীল অলিতে,
মুক্তকণ্ঠ-বিকীর্ত্তিত সেই চারু নেত্র অনুপম
গড়ায় শ্রবণে তার—আর তা' প্রবিষ্ট এই চিতে।

বিদূষক—ওগো বয়স্য! তুমি স্বৈরেণের মত বিড়বিড় করে' কি বল্‌চ বল দিকি?

রাজা।—বয়স্য! স্বপ্নে আমি যাকে দেখেছি, তার কথাই এখন ভাবচি।

বিদূষক—ব্যাপারটা কি বল দিকি বয়স্য!

রাজা—দেখ, আমি আছি শুয়ে কেলি-শয্যা'পরে;
দেখিনু স্বপনে,—সেই পঙ্কজ-বদনী
হস্তান্তরে আছে বসি, প্রহারিতে মোরে
তার পদ্ম নেত্র-বাণে; আমিও অমনি
অঞ্চল ধরিনু তার শিথিল করিয়া,
কিন্তু হাত ছাড়াইয়া গেল সুনয়নী,
সেই সঙ্গে নিদ্রা মোর গেল গো ভাঙ্গিয়া।

বিদূষক।—(স্বগত) এইরূপ তা হ'লে বলা যাক্ (প্রকাশ্যে) দেখ বয়স্য, আজ আমিও একটা স্বপ্ন দেখেছি।

রাজা।—(সপ্রত্যাশে) বল দিকি কিরূপ স্বপ্ন?

বিদূষক।—স্বপ্ন দেখ্‌লেম, আমি গঙ্গার স্রোতের উপর শুয়ে আছি। মহাদেবের মাথার উপরে যে গঙ্গার চরণ স্পন্ত, সেই গঙ্গার জলে আমার সর্ব্বাঙ্গ ধুয়ে গেল।

রাজা।—তার পর—তার পর?

বিদূষক।—তার পর, শরৎকালবর্ত্তী জলধারায় আমাকে গ্রাস করে' ফেল্লে।

রাজা।—আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! তার পর?

বিদূষক।—তার পর, ভগবান্ মার্ত্তণ্ড স্বাতি নক্ষত্রে চলে' গেলে পর, যে সমুদ্রে তাম্রপর্ণী মিশেছে, সেই সমুদ্রে সেই মহামেঘও চলে' গেল। আমিও সেই মেঘের মধ্যে বসে' তারি সঙ্গে সঙ্গে চল্লেম।

রাজা।—তার পর, তার পর?

বিদূষক।—তার পর, সেইখানে গিয়ে সেই মেঘ স্থূল জলবিন্দু বর্ষণ করতে লাগ্‌ল। তার পর সমুদ্রের মধ্যে যে ঝিনুক থাকে, তারা তাদের আবরণ উদ্‌ঘাটন করে' জলবিন্দুদের পান কর্‌লে, সেই সঙ্গে আমাকেও পান কর্‌লে। আমি দশমাষা-প্রমাণ মুক্তাফল হয়ে তাদের গর্ভে রইলেম।

রাজা।—তার পর, তার পর?

বিদূষক।—তার পর,—

চউষট্টি শুক্তি-স্থিত মেঘোৎপন্ন সেই সব
জলবিন্দুগণ
ক্রমে সুবর্ত্তুল স্বচ্ছ সমুজ্জ্বল মুক্তা-রূপ
করিল ধারণ।

রাজা।—তার পর, তার পর?

বিদূষক।—তার পর শুক্তিদের গর্ভে থেকে আমিও মুক্তাফল হয়েছি বলে' মনে কর্‌লেম।

রাজা।—তার পর, তার পর?

বিদূষক।—তার পর উপযুক্তকালে, সেই শুক্তিদের সমুদ্র হতে উঠিয়ে এনে বিদারণ করা হল। আমি চৌষট্টি মুক্তাফলের আকারে ছিলেম। লক্ষ সুবর্ণ দিয়ে একজন শ্রেষ্ঠী আমাকে কিনে নিলে।

রাজা। আহা! স্বপ্নের কি বিচিত্রতা! তার পর, তার পর?

বিদূষক।—তার পর, সেই শ্রেষ্ঠী একজন বেধকারকে এনে মুক্তাগুলিকে বিদ্ধ করালে। আমারও একটু বেদনা উপস্থিত হ'ল।

রাজা।—তার পর, তার পর?

বিদূষক।—তার পর,

প্রত্যেক সে মুকুতাটি দশ মাষা ওজনেতে
যার পরিমাণ
—তাহাতে গাঁথিয়া হার এক কোটি স্বর্ণমুদ্রা
হ'ল তার দাম।

রাজা।—তার পর, তার পর?

বিদূষক।—তার পর একজন বণিক, একটা কৌটায় করে' সেই হারটি, পাঞ্চালাধিপতি শ্রীবজ্রায়ুধদেবের কান্যকুব্জ নগরে নিয়ে গেল; আর সেইখানেই কোটি সুবর্ণ-মুদ্রায় বিক্রয় কর্‌লে।

রাজা।—তার পর, তার পর?

বিদূ।—তার পর,

রাজা, নিজ দয়িতার পীন-তুঙ্গ-স্তন-শোভা
করি' নিরীক্ষণ
আর সেই মুক্তা-হার- ছড়াটির চিত্তহারী
শোভা অতুলন,
অরপিলা কণ্ঠে তাঁর;—যত সব রসিক সুজন
ভালবাসে দেখিবারে সমানের যোগ্য সম্মিলন।

অপিচ:—

জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে মদনের শরাঘাতে
ত্রস্ত হয়ে দোঁহে যবে
হইলা মিলিত,
ঘন আলিঙ্গন-বশে সঞ্চালিত হ'ল স্তন
তাহার পীড়নে আমি
হনু জাগরিত।

রাজা।—(একটু হাসিয়া ও চিন্তা করিয়া)

এ মোর অলীক স্বপ্ন করিতেছি মনে মনে
আমি যে স্মরণ,
তারি পাল্টা স্বপ্ন বলি' তুমি চাহ করিবারে
মোরে নিবারণ?

বিদূষক।—ভ্রষ্ট রাজা, ক্ষুধাক্রান্ত ব্রাহ্মণ, অসংযত হৃদয়, বাল-বিধবা, বিরহাতুর মনুষ্য,—এরা, আশারূপ মোদকে আপনাকে আপনি প্রতারণা করে। তা ছাড়া, জিজ্ঞাসা করি তোমায় সখা, এ সব কার প্রভাবে ঘটচে?

রাজা।—প্রেমের।

বিদূষক।—যে প্রেম দেবীতে এত দিন বৃদ্ধি পেয়ে এসেছে, সেই প্রেমের বশে তুমি কি এখন সর্ব্বাঙ্গময় চক্ষে কর্পূর-মঞ্জরীকে নিরীক্ষণ করুচ? দেবী কি তা অপেক্ষা রূপে গুণে কিছু কম?

রাজা।—ও কথা বোলো না।

কোনো কালে, কারো সনে ঘটে যদি প্রেমের বন্ধন,
রূপ নহে,—ওগো সখা বেশ জেনো—তাহার কারণ।
প্রেমই তো সন্ধান করে সৌন্দর্য্যরে,
তাহাতেই হইয়া উৎসুক,
তাই বলি বন্ধ হোক নিন্দাকারী দুর্জ্জন খলদের মুখ।

বিদূষক।—ওগো! এই যে "প্রেম—প্রেম" সবাই বলে, এ প্রেম জিনিসটা কি?

রাজা।—মদনের আদেশক্রমে, পরস্পর-সম্মিলিত নর-নারীর মধ্যে যে প্রণয়-গ্রন্থি নিবদ্ধ হয়, পণ্ডিতেরা তাকেই প্রেম বলেন।

বিদূষক।—সে কিরূপ?

রাজা।—

যাহাতে সরল-ভাব উভয়েরি আত্মমাঝে
হয় সমুদিত,
সংশয়-ঘটনা আদি সকল কলঙ্ক যাতে
সদা বিবর্জ্জিত,
মনোভব-বস্তু সেই সার-বস্তু, প্রেম-নামে
জগতে বিদিত।

বিদূষক।—তাকে কি করে' লক্ষ্য করা যায় বল দিকি?

রাজা।—দোঁহা-মাঝে পরস্পর সেই সে চঞ্চল দৃষ্টি
হয় নিপতিত
অপাঙ্গ পর্য্যন্ত যাহে উভয়ের চিত্ত যেন
হয় বিলুণ্ঠিত।
পরে মন্মথ-রস ক্রমে ক্রমে হয়ে বিবর্দ্ধিত
উভয়ের মনোভাব অচিরাৎ করে প্রকটিত।

অপিচ:—

অন্তর্নিবিষ্ট যাহে নানাবিধ বিলাস-বিভ্রম,
মদনে ভূষিত আর,—প্রেম তারে কহে সর্ব্বজন।
হইলেও দুর্লক্ষ্য হয় যাহা প্রকটিত ভবে,
মহা-স্মর-ইন্দ্রজাল বলি' তায় জানি মোরা সবে।

বিদূষক।—যদি চিত্তগত প্রেমেই অনুরাগ উৎপন্ন হয়, তবে এই সব অলঙ্কার-আড়ম্বরের বিড়ম্বনা কেন?

রাজা।—বয়স্য! এ কথা সত্য।

মেখলা, নূপুর, বালা, মস্তক-ভূষণে কিবা ফল,
কি কাজ সৌন্দর্য্য, রূপে, কিবা কাজ অলঙ্কারে বল?
অপর এমন কিছু রমণীতে আছে গো নিশ্চিত—
সৌভাগ্য-মঞ্জরী যাতে তাহাদের হয় গো আর্জ্জিত।

অপিচ:—

নৃত্য-গীতে কিবা ফল?—কিবা ফল মদিরা-সেবনে?
কি ফল অগুরু-ধূপে? কিবা ফল কুঙ্কুম-লেপনে?
শোভা-সৌন্দর্য্য-রাশি আছে বটে ধরায় প্রচুর
কিন্তু মানুষের কাছে প্রেম-সম কি আছে মধুর?

অপিচ:—

চক্রবর্ত্তি-রাজরাণী, গৃহস্থ-গৃহিণী আর
সামান্য যে অতি
—ইহাদের দোঁহা-মাঝে প্রেমলাভে বিশেষত্ব
নাহি এক রতি।
মাণিক্য- ভূষণ, আর কুঙ্কুম, বসন
—এ সবে হয় কি কভু প্রেম সংঘটন?

অপিচ:—

চঞ্চল লোচন কিম্বা চন্দ্রোপম সুন্দর আনন
অথবা উত্তুঙ্গ স্তন—এই সবে কিবা প্রয়োজন?
বিশেষ কারণ কিছু অবশ্যই আছে ধরণীতে
যাহাতে কভু না সরে রমণীরা হৃদয় হইতে।

বিদূষক।—তাই বটে। কিন্তু আর একটা কথা আমি জিজ্ঞাসা করি, কৌমার-দশায় রমণীদের ততটা সৌন্দর্য্য থাকে নাই বা কেন?—আর যৌবনে তাদের সৌন্দর্য্য এত বৃদ্ধি পায় বা কেন?

রাজা।—

আছেন বিধাতা দুই, অবশ্যই এ জগৎ-মাঝে,—
—একটি নির্ম্মাণ-দক্ষ, অন্যটি যৌবন-দান কাজে।
একজন প্রথমেই করেন গো কুমারীর
অঙ্গাদি গঠন;
দ্বিতীয়, তাহাই পুন ফুটায়ে তুলেন ক্রমে
করি' উৎকিরণ।
রণিত বলয়, কাঞ্চী, শিঞ্জিত নূপুর, আর
মরকত-মণি-মালা, কাঞ্চন-নির্ম্মিত হার,
—যতই প্রবল হোক্ মদনের পঞ্চশর সম,
হৃদয়-হরণ-মন্ত্র এই যে গো নারীর যৌবন
—ইহাই গো মদনের ষষ্ঠ শর গণ্য;
ও-চেয়ে প্রবলতর কিবা আছে অন্য?

আরো দেখ:—

লাবণ্য-পূরিত অঙ্গ চিত্তহারী তারা-যুত
আকর্ণ-প্রসারিত, চারু নেত্র দুটি,
পীন- পয়োধর-বক্ষ বর্ত্তুল নিতম্ব-দেশ
ত্রিবলি-অঙ্কিত-রেখা মুষ্টিগ্রাহ্য কটি,

তরুণীর যউবনে এই পঞ্চ মদনের
জয়-বৈজয়ন্তী-রূপে করয়ে বিরাজ ;
—অন্য অপর দ্রব্যে বল কিবা কাজ ?

(নেপথ্যে)। সখি কুরঙ্গিকে ! নীহারপাতে নলিনীর যেমন কষ্ট হয়, এই শীতল উপচারে আমারও তেমনি কষ্ট হচ্চে।

মৃণাল গরল-প্রায়, হারযষ্টি ভুজঙ্গম,
তাল-বৃন্ত-অনিলেতে অনলেরি বরষণ ;
ওই ধারা-যন্ত্র-জলে যন্ত্রণায় তনু জলে,
চন্দন সে বিড়ম্বন—কোন ফল নাহি ফলে।

বিদূষক।—শুনলে প্রিয়বয়স্য !—অমৃত-রসে প্রাণ যে ভরে' গেল। তাপ-ক্লিষ্ট মৃণালিকাটি যে এখনও উপেক্ষিত হচ্চে ! দুঃসহ তপ্ত জলে কেলি-কুঙ্কুম-ভূমি যে সিঞ্চিত হচ্চে। পরিপুষ্ট মুক্তার কণ্ঠহার যে ছিন্ন হচ্চে ! "গ্রন্থিপর্ণ"ক্ষেত্রে কস্তূরী-মৃগ যে লুণ্ঠিত হচ্চে। তোমার স্বপ্ন দেখচি সত্যই ফলল সখা। এসো, ভিতরে প্রবেশ করা যাক্। এইবার তোমার মদন-পতাকা উত্তোলন কর। কণ্ঠস্বরে, কোকিলের পঞ্চম হুঙ্কার প্রবর্ত্তিত কর। অশ্রুপ্রবাহের বেগ একটু শিথিল কর। দীর্ঘ নিশ্বাসগুলি একটু মন্দীভূত কর। তোমার লাবণ্য পুনর্ব্বার নবভাব ধারণ করুক। এসো, এখন আমরা খিড়কি-দ্বার দিয়ে প্রবেশ করি। (উভয়ের প্রবেশ)

(নায়িকা ও কুরঙ্গিকার প্রবেশ)

নায়িকা।—(সসাধ্বস স্বগত) ও মা, এ কি এ ! পূর্ণিমার চন্দ্র সহসা আকাশ থেকে নেমে এল না কি ! কিম্বা নীলকণ্ঠ তুষ্ট হয়ে মনোভবের নিজ দেহ আবার ফিরিয়ে দিলেন না কি ? কিম্বা যিনি আমার হৃদয়ের দুর্জন, আর নয়নের সজ্জন, তিনিই কি আমাকে দেখা দিলেন ? (প্রকাশ্যে) সখি কুরঙ্গিকে ! আমি যে ইন্দ্রজালের মত সব দেখ্‌চি।

বিদূষক।—(রাজার হস্ত ধারণ করিয়া) ওগো, এ ইন্দ্রজালই বটে !

নায়িকা।—(লজ্জিত)

কুরঙ্গিকা।—সখি কর্পূরমঞ্জরি ! ওঠো ! মহারাজকে অভ্যর্থনা কর।

নায়িকা।—(উঠিতে উদ্যত)

রাজা।—(হস্ত ধারণ করিয়া)

উঠিয়া, গো চন্দ্রাননা ! স্তনভার-সুভঙ্গুর
ওই তব ক্ষীণ মধ্য
ভেঙো না ভেঙো না।
অমনি থাকো গো বসি, হেরিয়া ওরূপখানি
শমিত হউক মোর
নেত্রের বাসনা॥

অপিচ :—

যার লাবণ্যের কাছে দলিত হরিদ্রা সেও
তুচ্ছ অতিশয় ;
কি কনক, কি চম্পক, যার রূপের কাছে
ম্লান হয়ে রয় ;
সেই সে তোমারে আজি হেরিল যে নেত্র-দুটি
—হরিণ-নয়না !
সুবর্ণ-কুসুমে, আমি সেই দুটি নয়নেরে
করি গো অর্চ্চনা।

বিদূষক।—ঘরের ভিতরে থেকে উনি দেখ[illegible] ঘর্ম্মজলে সিক্ত হয়েছেন ! তা এই বস্ত্রাঞ্চল দি[illegible] বাতাস করা যাক্। (তথা করণ) আরে ! আরে এ কি হ'ল ?—বস্ত্রাঞ্চলের বাতাসে প্রদীপ যে নি[illegible] গেল। (চিন্তা করিয়া স্বগত) তা হোক। লীলা উদ্যানে যাওয়া যাক। (প্রকাশ্যে) ওঃ ! অন্ধকা[illegible] যেন নৃত্য করচে ! তা এসো, এখন সুড়ঙ্গ-পথ দি[illegible] প্রমোদ-উদ্যানে বেরিয়ে পড়া যাক।

(সকলের নিষ্ক্রমণ)

রাজা।—(কর্পূর মঞ্জরীর হস্ত ধারণ করিয়া)

ও-কর পল্লব তব, মম হস্তে করিয়া স্থাপন,
মন্থর-গমনে এবে মৃদুমন্দ কর সঞ্চরণ।
গতি-ভঙ্গী হেরি' যাতে কল-হংস-গতি
লোকের নয়নে হয় অপ্রিয় গো অতি।

(স্পর্শ-সুখ অভিনয় করিয়া)

ও-কর-পরশ-বশে সমুদায় অঙ্গ মোর
হর্ষভরে হয়ে রোমাঞ্চিত,
* সপুস-শলাকা সূক্ষ্ম, কদম্ব-কেশর আর
—এ-দুয়েরে করে পরাজিত।

(নেপথ্যে)

বৈতালিক।—চন্দ্রালোক মহারাজের সুখজনক হোক !

---

* দস্তা, রাং, ধাতুবিশেষ।

ভূমণ্ডল-লগ্ন তম বৃক্ষের আকারে শুধু
ইতস্ততঃ এবে দেখা যায় ;
নব ভূর্জপত্র-সম পিঙ্গলবরণ-ছবি
পূর্ব্বদিক হ'ল জ্যোছনায়।
মুচুকুন্দ-কুসুমের সুসূক্ষ্ম কেশর-সম
বরষি' কিরণ
কলা-কলা বৃদ্ধি লভি' ক্রমে চন্দ্র পূর্ণবিম্ব
করিল ধারণ।

অপিচ :—

কি কুঙ্কুম, কি চন্দন, কি কুণ্ডল, কি কঙ্কণ,
—এই সব, দিগ্‌বধু
না করে ধারণ।
অশোষণ অমোহন মদনের অস্ত্র-সম
নভে পুঞ্জীভূত হ'ল
শশাঙ্ক-কিরণ॥

বিদূষক।—ওগো! কনকচণ্ড তো চন্দ্রালোকের শোভা বর্ণনা করলেন, এইবার মাণিক্য-চণ্ডের পালা।

দ্বিতীয় বৈতালিক।—

পুড়ে অগুরুর বাতি, জলে কত প্রদীপ উজ্জ্বল,
ঝালরে ঝুলিছে মুক্তা, মুক্ত আর পারাবত-দল,
সুসজ্জিত কেলি-শয্যা, দূতীগণ করে জলপনা,
শয্যাপাশে দাঁড়াইয়া আছে যত মানিনী ললনা,
—এ হেন বিলাসময় কেলি-গৃহ রহে অগণনা।

অপিচ :—

কর্পূরের চূর্ণ যেন দিগ্বধূর চারু মুখে
করিয়া অর্পণ,
চিক্কণ জ্যোছনা-রাশি নন্দন চন্দন-সম
করি' বিকিরণ,
জীর্ণ কন্দর্পের তরু বর্দ্ধিত করিয়া তুলি
সমস্ত ভুবন,
সজল-জলদ-মুক্ত জলধারা রূপে ছায়
শশাঙ্ক-কিরণ।

বিদূষক।—

দিগ্‌বধূজনোত্তংস * নভঃ-সরোবর-হংস
যার মনে হয়,
নিধুবন-তরু-কন্দ সেই চন্দ্র জনানন্দ
গগনে উদয়।

* জন-উত্তংস = জনোত্তংস। উত্তংস = কর্ণভূষণ।

কুরঙ্গিকা।—

যার গর্ব্ব-হেতু চন্দ্র যে মানিনী-মান-যন্ত্র *
—বিষম দুর্জ্জয় ;
চম্পক-কোদণ্ড যার, প্রচণ্ড কন্দর্প সেই
—তারি জয় জয়।

(কর্পূর-মঞ্জরীর প্রতি) প্রিয়সখি! তোমার রচিত চন্দ্রের বর্ণনাটা মহারাজের সম্মুখে পাঠ করি।

কর্পূর-মঞ্জরী।—(লজ্জিতা)

কুরঙ্গিকা।—(পঠন)

বিরাজে মৃগাঙ্ক শশী নিজ শুভ্র মণ্ডল-অন্তরে।
কেলি-কোকিলটি যেন করিদন্ত-গঠিত পঞ্জরে॥

রাজা।—আশ্চর্য্য! কর্পূর-মঞ্জরীর অভিনব অর্থ আবিষ্কারে কেমন দৃষ্টি! শব্দগুলি কি রমণীয়! —উক্তির কি বিচিত্রতা! কি রসধারা!

ও সুন্দর মুখ তব, চন্দ্র বলি' ভ্রান্তি যেন
কারো চিত্ত-মাঝে নাহি ঘটে কোনক্রমে।
কালিমা-কলঙ্ক-যুত দেখ ওই শশাঙ্করে,
আর দেখ অকলঙ্ক নিজ চন্দ্রাননে।

অপিচ :—

ধবল † খটিকা-রসে চিত্রিত করহ যদি
বদন-মণ্ডল ;
আর যদি হে সুন্দরি, কপোলে লেপন কর
কালিম কজ্জল,
তা হলেই তব ওই মুখের সহিত
চন্দ্র-ভ্রান্তি ঘটিতে গো পারে কথঞ্চিৎ।

(চন্দ্রকে উদ্দেশ করিয়া)

মুক্তশঙ্ক হে শশাঙ্ক! ভ্রমণ কর কি তুমি
পরকীয়া নারীদের সনে?
তাই উনি দণ্ডচ্ছলে চূণ মাখাইয়া পাণ্ডু
করিলেন ও তব আননে।

(নেপথ্যে মহাকোলাহল—সকলের শ্রবণ)

রাজা।—এ কোলাহল কিসের জন্য?

কর্পূরমঞ্জরী।—প্রিয়সখি! এর কারণটা কি জেনে এসো দিকি।

* ঘরট্ট-যন্ত্র = জাঁতা।
† খটিকা—খড়ি।

(কুরঙ্গিকার প্রস্থানানন্তর পুনঃপ্রবেশ)

বিদূষক।—আমার মনে হয়, মহারাজ দেবীকে যে বঞ্চনা করেচেন, তারই জন্য এই কোলাহল।

কুরঙ্গিকা।—প্রিয়সখি! দেবীকে বঞ্চনা করে' মহারাজ যে তোমার কাছে এসেচেন, এই কথা জান্‌তে পেরে দেবী এইখানে আস্‌চেন। তাই কুব্জ, বামন, কিরাত, বর্ষধর, কঞ্চুকী প্রভৃতি অন্তঃপুরচারী-দের এই কোলাহল।

কর্পূরমঞ্জরী।—(সভয়ে) তবে মহারাজ আমাকে পাঠিয়ে দিন—আমি সুড়ঙ্গ-পথ দিয়ে রক্ষাগৃহে যাই। তা' হলে আর দেবী আমাদের মিলনের কথা জান্‌তে পার্‌বেন না।

[সকলের প্রস্থান।

ইতি তৃতীয় যবনিকান্তর।

চতুর্থ যবনিকান্তর

(রাজা ও বিদূষকের প্রবেশ)

রাজা।—ওঃ! কি ভয়ানক গ্রীষ্ম! কি প্রচণ্ড পবন! এ কি কখন সহ্য হয়?
কেন না:—

এ জগতে, মদনের দুটি মুখ্য উপাদান
মনে হয় অতীব দুঃসহ;—
তীক্ষ্ণ-রবি-কবলিত ঘোরতর গ্রীষ্মকাল,
আর, প্রিয়জনের বিরহ।

বিদূষক।—
মদনে পীড়িত কেহ, কেহ বা গো নিদাঘে শোষিত,
আমা-বিধ জন কিন্তু দুয়েতেই সমান বর্জ্জিত।

নেপথ্যে।—তবে কি তোমার মাথা মুড়িয়ে দেব?

রাজা।—(হাসিয়া) বয়স্য! লীলা-বনের স্বচ্ছন্দচারী শুক পক্ষীটা বলে কি?

বিদূষক।—আরে ব্যাটা দাসী-পুত্র!—তোকে শূলে দেওয়া উচিত।

নেপথ্যে।—আমার যদি পক্ষ না থাকৃত, তা হলে তোমার পক্ষে সকলই সম্ভব হত।

রাজা।—(দেখিয়া) এ কি! পাখীটা উড়ে গেল যে।

(বিদূষকের প্রতি)—
নিশার বিস্তার কমে, দিনমান করে বৃদ্ধি লাভ
স্বল্পস্থায়ী হয় শশী, রবি-বিম্ব ধরে চণ্ডভাব;
যে বিধির ক্রম এই, নিদাঘ-দিবসে,
ক্ষুরধারে বিখণ্ডিত কেন না হবে সে?

কিন্তু যদি প্রিয়ার সহিত শুভ-সম্মিলন ঘ[টে] তবেই গ্রীষ্মকাল সুখের হয়।

মধ্যাহ্নে চন্দন-চর্চ্চা, আ-সন্ধ্যা পরিধান
জলার্দ্র বসন;
আ-প্রদোষ জলক্রীড়া, সায়াহ্নে সুশীতল
মদিরা সেবন;
নিধুবন রাত্রিশেষে —এই পঞ্চশর জেনো
প্রবল বিজয়ী;
অবশিষ্ট শর যত ইহাদের তুলনায়
দুর্ব্বল নিশ্চয়ি।

বিদূষক।—ও কথা বোলো না।
তাম্বূলী লতার পত্র যে সময়ে পাণ্ডু-প্রভা
করয়ে বিস্তার;
যে সময়ে দেখা দেয় তৈল-সুমসৃণ পূগ*
আর সহকার;
কর্পূর-চন্দনে যবে সুবাসিত হয় সর্ব্বস্থান;
সেই সে নিদাঘ-কাল—হোক্ সখা তাহার কল্যাণ।

রাজা।—
পঞ্চস্বর-তরঙ্গিণী বেণুবাদ্যধ্বনি যাহা শীতল শ্রবণে;
শিশির-সলিল-সহ বারুণী-মদিরা যাহা শীতল বদনে;
সচন্দন ঘন-স্তনী সুন্দরী কামিনী যাহা শীতল শয়নে;
এই সব নিদাঘের ঔষধ-সমান,
—তাহারাই করে লাভ যারা ভাগ্যবান্।

অপিচ:—
শ্রবণে ভূষণরূপে শিরীষ-ফুলের কি বাহার;
স্তন-পরিসর-মাঝে সিন্ধুবার-কুসুমের হার;
অঙ্গ'পরে আর্দ্র-বস্ত্র, কটিদেশে উৎপল-মেখলা,
দুই হস্তে শোভা পায় অভিনব কিসলয়-বালা;
তাপ-ক্লিষ্ট নারীগণ—মধু-ঋতু হইলে গো শেষ,
ধরয়ে সন্তাপহারী এই সব মনোহর বেশ।

বিদূষক।—কিন্তু আমি বলি:—
মধ্যাহ্নে চন্দন ঘন সর্ব্ব-অঙ্গে করিয়া লেপন,
সায়ংকালে নিরন্তর করাইয়া সলিলে মজ্জন,

---

* পূগ—সুপারী।

শয্যাতলে বারিসিক্ত তালপত্র করিয়া ব্যজন,
নারীর দাসত্ব করে দেখ এই দুর্জ্জয় মদন।

রাজা।—(স্মরণ করিয়া)

প্রতি অঙ্গে নব নব রূপ-ভঙ্গী যে করে ধারণ
—হেন প্রিয়তমা-সনে হয় যার শুভ-সম্মিলন,
দীর্ঘ হইলেও দিন—তার কাছে মুহূর্ত্তের সম;
আর যার নাহি ঘটে প্রিয়া-সনে মধুর সঙ্গম,
দিনগুলি তার কাছে বোধ হয় যেন দীর্ঘতম।

(বিদূষকের প্রতি) বয়স্য! তাঁর সম্বন্ধে কোন সংবাদ-বার্ত্তা আছে কি?

বিদূষক।—আছে সখা। তাঁর সুভাষিত কথা বলছি, শোনো। যে দিন দেবী কর্পূর-মঞ্জরীকে রক্ষাভবন থেকে সুড়ঙ্গ-দ্বার দিয়ে বেরিয়ে যেতে দেখলেন, সেই দিন থেকে দেবী পাথর দিয়ে সেই সুড়ঙ্গের মুখ বন্ধ করিয়ে দিলেন। অনঙ্গ-সেনা, কলিঙ্গ-সেনা, কাম-সেনা, বসন্ত-সেনা, বিভ্রমসেনা এই সেনানামধারী পাঁচ জন চামর-ধারিণী দাসী প্রদীপ্ত করবালধারী সহস্র পদাতিকের সহিত কারামন্দিরের পূর্ব্বদিক রক্ষণের জন্য নিযুক্ত হল। আর অনঙ্গ-লেখা, চিত্রলেখা, চন্দ্রলেখা, মৃগাঙ্কলেখা, বিভ্রম-লেখা এই লেখানামধারী পাঁচ জন সৈরিন্ধ্রী, পুঙ্খিতশরযুক্ত ধনুহস্তে সহস্র ধানুকী দক্ষিণদিকে স্থাপিত হ'ল। আর কুন্দমালা, চন্দনমালা, কুবলয়মালা, কাঞ্চনমালা, বকুলমালা, মঙ্গলমালা, মাণিক্যমালা, এই মালা-নামধারী সাত জন তাম্বূল-করঙ্কবাহিনী, নব-শাণিত-কুন্ত অস্ত্রধারী সহস্র পদাতির সহিত পশ্চিমদিকে স্থাপিত হল। তাদের উপর আবার, মদিরাবতী, কেলিবতী, কল্লোলবতী, অনঙ্গবতী এই বতীনামধারী পাঁচ জন কনক বেত্রধারী সুভাষিতপাঠিকা পরিচারিকা কুমারী, বন্দীনামধারী সেনার অধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত হ'ল।

রাজা।—অহো! দেবীর এই সমস্ত সরঞ্জাম অন্তঃপুরেরই উপযুক্ত।

বিদূষক।—বয়স্য! ঐ দেখ, কি একটা কথা নিবেদন করবার জন্য দেবী সারঙ্গিকা নামক সখীকে পাঠিয়েছেন।

(সারঙ্গিকার প্রবেশ)

সারঙ্গিকা।—মহারাজের জয় হোক্! মহারাজ! দেবী আপনাকে জানাতে বল্লেন, আজ এই চতুর্থ দিবসে ভাবি-বট-সাবিত্রী-উৎসব হবে; এই উৎসব-ব্যাপারে "কেলিবিমান" প্রাসাদে উঠে দেখতে হবে।

রাজা।—দেবীর আজ্ঞা শিরোধার্য্য।

(দাসীর প্রস্থান এবং উভয়ের প্রাসাদ-অধিরোহণ)

(চর্চ্চরীর প্রবেশ)

বিদূষক।—

নৃত্যের বিরাম হলে, মুক্তা-আভরণধারী
চলিত-বসনা এই নর্ত্তকীগণ
যন্ত্র-বিনিঃসৃত জল মণিময় পাত্রে ভরি'
পরস্পর গাত্রে দেখ করয়ে সিঞ্চন।

এ দিকে আবার!—

নর্ত্তকী বত্রিশ জন আবদ্ধ হইয়া কিবা
বিচিত্র বন্ধনে,
নাচিতেছে ঘুরি ঘুরি তাল-লয়-অনুগত
সংযত চরণে।
আরো দেখ দণ্ডাকারে চলিতেছে "দণ্ড-রাশ"
তোমার অঙ্গনে।
অপর নর্ত্তকীগণ রেখামাত্র না লঙ্ঘিয়া
দুই সারি হয়ে,
স্কন্ধে স্কন্ধে শিরে শিরে হস্তে হস্তে হয়ে এক
আর বাহুদ্বয়ে,
নাচিয়া নাচিয়া চলে পরস্পর-অভিমুখে
শুদ্ধ তাল-লয়ে।
অপর নর্ত্তকী-বৃন্দ রতন-কবচগুলি
করি' উন্মোচন
যন্ত্র-যোগে ধারাজল রঙ্গভরে চতুর্দ্দিকে
করয়ে ক্ষেপণ;
—সেই সব জলধারা পড়ে গিয়া প্রিয়জন-গায়
মনোভব মদনের সুতীক্ষ্ণ বারুণাস্ত্র-প্রায়।
এই বিলাসিনীগণ কালিম-কজ্জল-বর্ণ-তনু,
শিখি-পুচ্ছ-আভরণ ধরে—আর তীক্ষ্ণ আঁখি-ধনু;
ভীষণ ব্যাঘ্রের রূপ করিয়া ধারণ
দর্শকজনের করে হাস্য উৎপাদন।
অপর নারীর দল মহামাংস করিয়া ধারণ,
শৃগাল-চীৎকার-সম করিতেছে হুঙ্কার ভীষণ;
রুদ্রমূর্ত্তি নিশাচরী রাক্ষসী সাজিয়া কতিপয়,
ওই দেখ করিতেছে শ্মশান-দৃশ্যের অভিনয়।

কটির কিঙ্কিণী বাজে, শিঞ্জিনী নূপুর-মাঝে,
—ওই দেখ অন্য নারী নর্ত্তনে প্রবৃত্ত ;
কণ্ঠ-গীতি উচ্ছ্বসিত —তাল-লয়-নিয়ন্ত্রিত,
দেখায় উহারা সবে যোগিনীর নৃত্য।
অপর রমণীদল চঞ্চল যাদের বেশ
কৌতূহল-বশে
—বাজায় মোহনবেণু ; তাদের বিচিত্র ভাব
দেখি' লোকে হাসে !
—নাচি' নাচি' যায় চলি' করয়ে প্রণাম ;
প্রণমিয়া চলে, আর হাসে অবিরাম।

(সারঙ্গিকার প্রবেশ)

সারঙ্গিকা।—(সম্মুখে অবলোকন করিয়া) মহারাজ দেখ্‌চি আবার মরকত-কুঞ্জে গিয়ে কদলী-গৃহে প্রবেশ করেচেন। এইবার তবে নিকটে গিয়ে দেবী যা জানাতে বলেচেন, জানিয়ে আসি। (অগ্রসর হইয়া) মহারাজের জয় হোক! দেবী এই কথা বল্‌তে বল্লেন, আজ সন্ধ্যার সময় তিনি আপনার বিবাহ দিয়ে দেবেন।

বিদূষক।—ওগো! এ অকাল-কুষ্মাণ্ডটা কোত্থেকে এসে পড়ল ?

রাজা।—সারঙ্গিকে! সমস্ত খুলে বল।

সারঙ্গিকা।—সমস্ত নিবেদন কর্‌চি :—গত চতুর্দ্দশীতে দেবী পদ্মরাগ-মণিময়ী গৌরী তৈরি করে' ভৈরবানন্দকে দিয়ে তার প্রতিষ্ঠা করালেন। আর নিজেও দীক্ষা নিলেন। তার পর যোগীশ্বরকে গুরুদক্ষিণার কথা জিজ্ঞাসা কর্‌লেন। যোগীশ্বর বল্লেন, যদি গুরুদক্ষিণা দিতেই হয়, তা হলে, আমার গুরুদক্ষিণাস্বরূপ, এই মহারাজকেই একটি কন্যা দান করা হোক্। দেবী বল্লেন, "যে আজ্ঞে গুরুদেব!" যোগীশ্বর আবার বল্লেন ;—"এই লাটদেশে চণ্ডসেন নামে এক রাজা আছেন। তাঁর দুহিতার নাম ধনসার-মঞ্জরী। দৈবজ্ঞরা গুণে বলেচেন, ইনি চক্রবর্ত্তি-গৃহিণী হবেন। তাই মহারাজের সঙ্গে এঁর বিবাহ দেওয়া উচিত। এই গুরুদক্ষিণা যদি দেওয়া হয়, তা হলে রাজা চক্রবর্ত্তী হতে পারেন।" তাতে দেবী হেসে বল্লেন, গুরুদেবের আজ্ঞা শিরোধার্য্য। গুরুর এই গুরুদক্ষিণার কথা জানাবার জন্য দেবী আমাকে পাঠিয়েচেন।

বিদূষক।—কথায় বলে, "মাথার উপর সর্প, দেশান্তরে বৈদ্য"—এ যে তাই হল। আজ এখানে হবে বিবাহ, আর লাটদেশে রইল ধনসার-মঞ্জরী!

রাজা।—ভৈরবানন্দের কতটা ক্ষমতা, তা কি তুমি স্বচক্ষে দেখ নি ? এখন ভৈরবানন্দ কোথায় ?

সারঙ্গিকা।—প্রমোদ-উদ্যানের মধ্যস্থিত চামুণ্ডা-মন্দিরে, দেবী ভৈরবানন্দকে সঙ্গে করে' নিয়ে আস্‌বেন। সেইখানে আজ দক্ষিণাদানের এই কৌতূহল-জনক বিবাহের অনুষ্ঠান হবে। সেই জন্য মহারাজকে এইখানে এখন থাক্‌তে হবে।

[পরিক্রমণ করিয়া প্রস্থান।

রাজা।—বয়স্য! আমার মনে হয়, এই সমস্ত ভৈরবানন্দই ঘটিয়েচেন।

বিদূষক।—তাই বটে। কেন না, মৃগলাঞ্ছন চন্দ্র ব্যতীত কে আর বল, চন্দ্রকান্তমণি-পুত্তলিকাকে আর্দ্র কর্‌তে পারে ? শরৎ-সমীরণ ব্যতীত শেফালিকা-পুষ্পকে কে আর বিকসিত করতে পারে ?

(ভৈরবানন্দের প্রবেশ)

ভৈরবানন্দ।—এই বটতরুমূলে, উদ্‌ঘাটিত সুড়ঙ্গ-দ্বারের আবরণ-স্বরূপ এই চামুণ্ডা। (করযোড়ে প্রণাম করিয়া পঠন)

মহাকাল কল্পান্তের কেলি-নিকেতনে বসি'
ধাতার সে কপাল-চষকে
যিনি গো করেন পান পুরাতন রক্ত-সুরা
মহানন্দে ঝলকে ঝলকে,
সেই সে চণ্ডীর জয়
গায় সর্ব্ব-লোকে।

(প্রবেশ ও উপবেশন করিয়া) কর্পূর-মঞ্জরী এখনও কেন সুড়ঙ্গ-দ্বার দিয়ে বেরুচ্চে না ?

(উদ্‌ঘাটিত সুড়ঙ্গ-দ্বার দিয়া কর্পূর-মঞ্জরীর প্রবেশ)

কর্পূরমঞ্জরী।—গুরুদেব, প্রণাম করি।

ভৈরবানন্দ।—যোগ্য বর লাভ কর, এইখানে বসো।

কর্পূরমঞ্জরী।—(উপবেশন)

ভৈরবানন্দ।—(স্বগত) দেবী যে এখনও আস্‌চেন না ?

(রাজ্ঞীর প্রবেশ)

রাজ্ঞী।—(পরিক্রমণ ও অবলোকন করিয়া)

এই তো ভগবতী চামুণ্ডা। (প্রণাম ও অবলোকন) এ কি! কর্পূর-মঞ্জরীও যে এইখানে। এখন তবে কি করি? (ভৈরবানন্দের প্রতি) সমস্ত বিবাহ-সামগ্রী আমার নিজগৃহে এনে রেখেছি। সেইগুলি. নিয়ে আমি এখনি আস্‌চি।

ভৈরবানন্দ।—আচ্ছা বৎসে! তাই করা হোক্।

রাজ্ঞী।—(বারম্বার পরিক্রমণ)

ভৈরবানন্দ।—(হাসিয়া স্বগত) বুঝেচি, ইনি কর্পূর-মঞ্জরীর স্থান অন্বেষণ করতে গেলেন। (প্রকাশ্যে) বৎসে কর্পূর-মঞ্জরি! সুড়ঙ্গ-দ্বার দিয়ে দ্রুতপদে গিয়ে স্বস্থানে থাকো। দেবী এখানে এলে আবার এসো।

কর্পূর-মঞ্জরী।—(তথাকরণ)

দেবী।—এই তো রক্ষাগৃহ! এ কি! এখানেও যে কর্পূর-মঞ্জরী। আমি বোধ হয়, তবে কর্পূর-মঞ্জরীর মত আর কাউকে সেখানে দেখে থাকব। বাছা কর্পূর-মঞ্জরি! তোমার শরীর কেমন আছে? (আকাশে) কি বল্‌চ?—আমার শরীরে বেদনা—এই কথা বল্‌চ?

রাজ্ঞী।—(স্বগত) আচ্ছা, আবার তবে সেইখানে যাই। ওলো সখীরা! বিবাহ-সামগ্রীগুলি শীঘ্র নিয়ে আয়। (পরিক্রমণ)

(কর্পূর-মঞ্জরীর পুনঃপ্রবেশ ও সেইরূপে অবস্থান)

রাজ্ঞী।—(সম্মুখে অবলোকন করিয়া) এ কি! এইখানে আবার কর্পূর-মঞ্জরী?

ভৈরবানন্দ।—বৎসে বিভ্রমলেখে! বিবাহ-সামগ্রীগুলি কি আনা হয়েচে?

দেবী।—আনা হয়েচে! কিন্তু ধনসারমঞ্জরীর যোগ্য আভরণগুলি আন্‌তে ভুলে গিয়েচি। আবার তবে যাই।

ভৈরবানন্দ।—আচ্ছা।

রাজ্ঞী।— [প্রস্থান।

ভৈরবানন্দ।—বৎসে কর্পূর-মঞ্জরি!—সেইরূপ আবার কর।

[কর্পূর-মঞ্জরীর প্রস্থান।

রাজ্ঞী।—(রক্ষাগৃহে প্রবেশ করিয়া কর্পূর-মঞ্জরীকে দেখিয়া) এই তো এইখানে কর্পূর-মঞ্জরী। সেও তা হ'লে দেখ্‌তে ঠিক কর্পূর-মঞ্জরীর মত—তাই আমার ভুল হচ্ছে। (স্বগত) অবাধ-সঞ্চারী ধ্যানবিমানে করে' যোগীশ্বর বোধ হয় ধনসার-মঞ্জরীকে নিয়ে এসেছেন। (প্রকাশ্যে) ওলো সখি, তোরা আমার কথামত সামগ্রীগুলি নিয়ে আয়। (চামুণ্ডা-মন্দিরে প্রবেশ করিয়া তাহাকে দেখিয়া) কি আশ্চর্য্য সাদৃশ্য!

ভৈরবানন্দ।—দেবি! বসুন। মহারাজও এলেন বলে'।

(রাজা, বিদূষক ও কুরঙ্গিকার প্রবেশ)

(সকলের যথাস্থানে উপবেশন)

রাজ্ঞী।—(নায়িকার প্রতি) ইনি মকরধ্বজেরই যেন মূর্ত্তিমতী সম্পত্তি। শৃঙ্গার-রস-লক্ষ্মী যেন দেহান্তরে অবস্থিতা। ইনি যেন পূর্ণিমা-চন্দ্রের দিবস-সঞ্চারিণী জ্যোৎস্না। অথবা যেন বহুমূল্য মাণিক্য-পেটিকা। কিম্বা রত্নময়ী অঞ্জন-শলাকা। অথবা ইনি বুঝি রত্ন-কুসুমের বসন্তলক্ষ্মী।

বিশ্বজয়ী এঁর এই রূপ মনোহর
যদি কভু হয় কারো নয়নগোচর,
ধনুকে জুড়িয়া শর অমনি মদন
করে তার চিত্ত-মাঝে বসতি স্থাপন।

বিদূষক।—(জনান্তিকে) সখা! বুঝি বা তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হয়। তবে কি না, তটে পৌঁছিলেও নৌকাকে বিশ্বাস নেই। তাই বলি, তুমি এখন চুপ্‌টি করে' থাক।

রাজ্ঞী।—(কুরঙ্গিকার প্রতি) তুমি মহারাজকে সাজিয়ে দেও—আর সারঙ্গিকা ধনসারমঞ্জরীকে সাজিয়ে দিক্।

উভয়ে।—(উভয়ের বিবাহ-যোগ্য বেশভূষা সম্পাদন)

ভৈরবানন্দ।—উপাধ্যায় পুরোহিতকে ডেকে আনা হোক্।

রাজ্ঞী।—মহারাজ! পুরোহিত কপিঞ্জল ঠাকুর এইখানেই রয়েচেন।

বিদূষক।—আমি তো প্রস্তুতই আছি। এসো এসো সখা, তোমার চাদরে গাঁট বেঁধে দি। এখন তোমার হস্ত দিয়ে কর্পূর-মঞ্জরীর হস্ত ধারণ কর।

রাজ্ঞী।—(চমৎকৃত হইয়া) কর্পূর-মঞ্জরী কোথায়?

ভৈরবানন্দ।—(তাঁর মনের ভাব বুঝিয়া বিদূষকের প্রতি) তোমার বিষম ভ্রম হয়েচে;—কর্পূর-মঞ্জরীরই আর একটি নাম ধনসার-মঞ্জরী।

রাজা।—(হস্ত গ্রহণ করিয়া)

"রঙ্গ-"ধাতু-ফলকের সূক্ষ্মাগ্র যেমতি সুতীখণ,
কেতকী-কুসুম-গত গর্ভদল-কণ্টক যেমন,
সুন্দরীর তনুস্পর্শে তেমতি আমার
সর্ব্ব-অঙ্গে হ'ল কিবা পুলক-সঞ্চার।

বিদূষক।—ওগো বয়স্য! এইবার সাত পাক দেও। অগ্নিতে লাজাঞ্জলি নিক্ষেপ কর।

রাজা।—(সাত পাক দিয়া ভ্রমণ)

নায়িকা।—(ধূম-হেতু মুখ ফিরাইয়া অবস্থান)

রাজা।—(পরিণয়-সম্পাদন)

রাজ্ঞী।— [সপরিবারে প্রস্থান।

ভৈরবানন্দ।—পুরোহিতের দক্ষিণা দেওয়া হোক্।

রাজা।—দেওয়া যাচ্চে। বয়স্য! তোমাকে একশত গ্রাম দান করলেম।

বিদূষক।—কল্যাণ হোক্! (নৃত্য)

ভৈরবানন্দ।—মহারাজ, আপনার আর কি প্রিয়কার্য্য করব বলুন।

রাজা।—যোগীশ্বর! আমার এখন আর কি প্রিয়কার্য্য আছে? কেন না:—

কুন্তলেশ-দুহিতার করস্পর্শে যে সুখ আমার,
সে সুখের তুলনায় মোর কাছে স্বর্গসুখো ছার।
লভিলাম রমণীয় চক্রবর্ত্তী রাজার পদবী,
পালন করিব এবে সযতনে সমগ্র পৃথিবী।

তথাপি এইরূপ যেন হয়:—

সত্যেতে আনন্দ লাভ করে যেন সজ্জন সকল,
নিত্য কষ্ট পায় যেন দুষ্টবুদ্ধি দুর্জ্জনের দল।
সত্যাশিস হয় যেন হেথাকার ব্রাহ্মণ সকলে,
বর্ষুক সঞ্চিত মেঘ শস্যোচিত সলিল ভূতলে।
লোভ-পরাঙ্মুখ যেন হয় সর্ব্বলোক,
অনুদিন তাহাদের ধর্ম্মে মতি হোক্।

ইতি শ্রীরাজশেখর-বিরচিত কর্পূর-মঞ্জরী সমাপ্ত

চণ্ডকৌশিক

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর অনুবাদিত

পাত্রগণ

পুরুষবর্গ

সূত্রধার।
পারিপার্শ্বিক।
রাজা হরিশ্চন্দ্র।
বিদূষক।
বনচর।
বিঘ্নরাজ।
কৌশিক (বিশ্বামিত্র)
পাপ-পুরুষ।
ধর্ম্ম।—(চণ্ডাল ও কাপালিক-বেশধারী)
উপাধ্যায় ও বটু
রোহিতাশ্ব।—হরিশ্চন্দ্রের বালক পুত্র।
ভৃঙ্গী।—(শিবের অনুচর)
চণ্ডালদ্বয়।
তাপস, সারথি, বেতাল ও অনুচর প্রভৃতি।

স্ত্রীবর্গ

শৈব্যা।—হরিশ্চন্দ্রের মহিষী।
চারুমতি।—শৈব্যার দাসী।
হেমপ্রভা।—প্রতীহারী।
বিদ্যাত্রয়।

চণ্ডকৌশিক

প্রথম অঙ্ক

নান্দী

যে দেব ত্রৈগুণ্য-ভেদে করেন সমস্ত লোক
সৃজন পালন সংহার ;
যাঁর মহা-বিশ্ব-ব্যাপী অষ্টবিধ-মূরতিতে
পরিব্যাপ্ত জগৎ-সংসার ;
নাহি যাঁর পূজ্য কেহ ;— সে শম্ভুর নৃত্য-কালে
বলয়-রূপিণী-ফণি-ফণার ফুৎকারে
পূজায় যে পুষ্পাঞ্জলি পদতলে বিকীরিত
—পালন করুক তাহা তোমা সবাকারে।

অপিচ :—

"নয়নে অরুণ-রঙ্গ ললাটে ভ্রূকুটি-ভঙ্গ
অধরেতে ঈষৎ স্ফুরণ।
সুন্দরি ! ও-মুখ-শোভা ম্লান করে শশি-প্রভা
—মান ভাঙি কিবা প্রয়োজন ?
মানিনি লো ! তব কোপ বরঞ্চ বৰ্দ্ধিত হোক্"
—কহে হাসি' এইরূপ শিব।
দেবী তাহে হৃষ্ট-মন শিবে করে আলিঙ্গন,
—এতে হোক্ তোমাদের শুভ ॥
যোগানন্দ মন্দীভূত, গৌরী-মুখ-দরশনে
বিলাস-উল্লাস।
কভু ভয়ে উৎকণ্ঠিত, চিত্তের বিকারে কভু,
মৃদু মন্দ হাস ॥
ধনু আকর্ষিলে স্মর, দগধ করিয়া তারে
করুণায় বিগলিত মন ;
রতির ক্রন্দন শুনি', নেত্র হতে বারি-ধারা
অজস্র হয় গো বরিষণ ;
—এ হেন শম্ভুর দৃষ্টি তরল সে অশ্রুজলে
তোমাদের করুক রক্ষণ।

নান্দীর পর সূত্রধার

সূত্রধার।—অতি বাহুল্যে প্রয়োজন নাই। যে রাজসিংহ দুষ্ট অমাত্যদের অসংখ্য কূট-বুদ্ধি-জাল সবেগে অতিক্রম করেন ; যাঁর এক ভ্রূকুটি-ইঙ্গিতে ক্ষুদ্র শত্রুরূপ অসংখ্য কণ্টক সমূলে নিৰ্ম্মূলিত হয় ; যাঁর ভুজ-দণ্ডরূপ মন্দরে মন্থিত হয়ে সমর-সাগর হতে রাজলক্ষ্মী সমুত্থিত হয়, এবং সমুত্থিত হয়ে স্বয়ং যাঁকে পতিত্বে বরণ করে ;—তাঁর যশোগাথা পুরাবেত্তা-গণ এইরূপ কীৰ্ত্তন করেন :—

স্বভাবত সুদুর্ব্বোধ গভীর চাণক্য নীতি
করিয়া আশ্রয়,
নন্দগণে পরাভবি' চন্দ্রগুপ্ত পুষ্পপুর
করেন বিজয়।
কর্ণাট-প্রদেশে আজি করিতেছে আধিপত্য
সেই নন্দ-কুলোদ্ভব
কোন এক নন্দ ;
তাহার নিধন-তরে চন্দ্রগুপ্ত হয়ে পুন
আসে রাজা "মহীপাল"
নাহি কোন সন্দ।

সেই মহারাজ মহীপাল আমাকে আজ্ঞা করেছেন—

(পারিপার্শ্বিকের প্রবেশ)

পারি।—মহাশয় ! সেই রাজা কি আজ্ঞা করেছেন ?

সূত্র।—এই আজ্ঞা করেছেন,—"প্রসিদ্ধ বিজয়-প্রকোষ্ঠের প্রপৌত্র কবিবর ক্ষেমীশ্বরের কৃত চণ্ডকৌশিক নামক অভিনব নাটক তোমরা অভিনয় কর।" সেই প্রসিদ্ধ কবি, নাট্য-বেদ-বিশারদ বিদ্যা-কলাবিৎ লোক-ব্যবহারজ্ঞ সভাসদদের এইরূপ বলেছেন :—

একেবারে দোষ-শূন্য কিম্বা গুণ-বিবৰ্জ্জিত
এ জগতে কিছু নাহি হয় গো দর্শন।

অতএব বলি শুন, দোষগুলি ঢাকা দিয়া
গুণগুলি প্রকাশিয়া কহ বুধগণ ॥

আচ্ছা, পারিপার্শ্বিক, নটেরা এখনও কেন তবে সঙ্গীতের সহিত অভিনয় আরম্ভ কর্‌চে না?

পারি।—(সভয়ে অধোমুখ হইয়া) সেই গ্রহণের সময় যে দ্বিজবরকে দক্ষিণা দেবেন বলে' আপনি প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন, তিনি তা' না পাওয়ায় এখন সেই নিমিত্ত অত্যন্ত কুপিত হয়ে আছেন। আর এইজন্য নটেরাও অত্যন্ত ভাবিত হয়ে পড়েচে।

সূত্র।—(ভীত ও চিন্তিত হইয়া পরে সহর্ষে) দেখ মারিষ!

আজি সেই ব্রাহ্মণেরে করি' প্রতিশ্রুত দান
পালন করিব সত্য আমি গো নিশ্চয়।
রাজা হরিশ্চন্দ্র যথা রাখিলা প্রতিজ্ঞা নিজ
দারা-পুত্র আপনারে করিয়া বিক্রয় ॥

নেপথ্যে।—এসো এসো প্রিয়সখা!

সূত্র।—(নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) এই যে, উল্কাপাতাদির আপদ্-শান্তি করবার জন্য পুরোহিত বিস্তৃতরূপে বিবিধ অনুষ্ঠান আরম্ভ করে' গোপনে মহারাজকে যে ব্রত-নিয়ম ও জাগরণের উপদেশ দিয়েছিলেন, সেই ব্রতাদি সমাপন করে' মহারাজ এখন উদ্বিগ্ন হয়ে ঐ দেখ অন্তঃপুরের দিকে যাচ্চেন।

নিদ্রাবশে নৃপতির
ঢুলু ঢুলু অরুণ লোচন;
জাগরণে মুখশ্রী
শুষ্ক শীর্ণ পদ্মের মতন;
যূথভ্রষ্ট নাগ যথা
দিবসান্তে বিরহ-ব্যথিত।
নৃপতির সেই ভাব
এবে যেন হয় গো লক্ষিত।

[প্রস্থান।

ইতি প্রস্তাবনা।

(জাগরণ-ক্লিষ্ট রাজা ও বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূ।—মহারাজ! রাত্রি-জাগরণে ঢুলু ঢুলু নয়নে, কচ্ছপের মত একটু মুখ বের করে, চোখটি খুলে অন্ধ মূষিকের মত পথ-ঘাট না দেখেই যে ইতস্ততঃ বেড়িয়ে বেড়াচ্চেন?

রাজা।—বন্ধু! নিদ্রাই তো প্রাণীদের শরীর-ধারণের প্রধান কারণ। কেন না, নিদ্রা:—

চিত্তরে প্রসন্ন করে, লঘুতা প্রত্যেক অঙ্গে
করে আনয়ন;
প্রতিভা-বিশেষে করে সমুজ্জ্বল; আর, দোষ
করয়ে হরণ;
ধাতু-সাম্য করে দান, যোগ-বিশেষের সুখ
করয়ে অর্পণ।

আর, আমার দেখ না এখন কি অবস্থা হয়েচে:—

নিদ্রালস্যে সদা মোর গাত্র-ভঙ্গ হয়;
ক্লান্তি-ভারে নিশ্চেষ্ট চিত্ত অতিশয়;
মুখে মোর উঠে সদ্য হাই থাকি থাকি;
তরুণ তপনালোক নাহি সহে আঁখি।

আজ আবার কুলপতি গুরুদেব নিশা-জাগরণের আদেশ কেন দিলেন?—তাঁর অভিপ্রায় কি?

বিদূ।—আমার মনে হয়, বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে দেবী আপনার সহবাসের জন্য উৎসুক হয়ে থাকবেন, আর আপনি তাঁকে সেই সহবাস-সুখ হতে বঞ্চিত করে' একটা অনর্থ বাধাবেন—এই তাঁর অভিপ্রায়; এ ছাড়া আর তো কোন অভিপ্রায় আমি দেখ্‌তে পাইনে।

রাজা।—বয়স্য! এখন পরিহাস রাখো।

বিদূ।—মহারাজ! আপনার কাছে এ পরিহাস, কিন্তু আপনার এই অনাথ বন্ধুটির পক্ষে এ একটা মহা বিপদ।

রাজা।—(সোৎকণ্ঠ আশঙ্কা) আচ্ছা সখা! এতে দেবী কি মনে করবেন বল দিকি?

বিদূ।—আমার তো মনে হয়, দেবী রাগ কর্‌বেন।

রাজা।—তাই বটে, কোন সন্দেহ নেই। দেবীর কোপের কারণও যথেষ্ট আছে।

"সচিবেরা ইঁহারে কি
রাজকার্য্যে রাখিল ধরিয়া?
অথবা সে সখাদের
সখ্য-রসে গেল কি মজিয়া?
কিম্বা বুঝি গিয়াছে সে
অন্য কোন প্রিয়া-সন্নিধানে
—তাই বুঝি ধূর্ত্ত এবে
নাহি আসে আমার এখানে।"

—এইরূপ প্রিয়া মোর কোপ-কষায়িত-নেত্রে
গলিতাশ্রু-ধৌত-আননে
নিশ্বসিয়া মুহুর্মুহু, আমারে বঞ্চক বলি'
কত কি ভাবিছে মনে মনে।

অপিচ :—

বেশ-ভূষা করি রঙ্গে যাপিল প্রদোষ-কাল
হয়ে অতি উৎসুক-অন্তর;
তার পর চাহি' চাহি' আমার পথের পানে
কাটাইল দ্বিতীয় প্রহর।
"সে শঠ না এল" বলি' বিহ্বল হইয়া করি'
অশ্রু বিসর্জ্জন,
বেশ-ভূষা তেয়াগিয়া, শয্যোপান্তে করি' মুহু
পার্শ্ব-বিবর্ত্তন,
মিলনে হতাশ হয়ে, নিশা-শেষ কোনরূপে,
করিল যাপন।

(চিন্তা করিয়া) আহা! নিশ্চয় সে নতভ্রূ :—

কেহ আসিতেছে দেখি', মম আগমন আশে,
বৃথা ব্যস্ত হয়ে, উঠে অভ্যর্থনা-তরে;
অমনি গো সখীগণ মুখ ঢাকি' সঙ্গোপনে
মুচকিয়া হাসাহাসি করে পরস্পরে।
তখন সে প্রিয়া মোর তাদের সম্মুখে
লজ্জায় কাতর হয়ে থাকে অধোমুখে।

বিদূ।—(হাস্য-সহকারে) মহারাজ! গতানুশোচনা করে' কেন বৃথা ক্লেশ পাচ্চেন? আসুন, আমরা সেখানে গিয়ে দেবীকে প্রসন্ন করবার চেষ্টা করি গে।

রাজা।—তুমি ঠিক বলেছ, এসো তবে সেইখানেই যাওয়া যাক্।

(পরিক্রমণ করিতে করিতে নিঃশ্বাস ফেলিয়া)

কিন্তু এখন দেখা করবার সময় নয়—সে সময় চলে' গেছে; তাই এখন আমার যেতে কষ্ট বোধ হচ্চে।

ছিন্ন-ছিন্ন কথা মোর কহিতেছিল সে যবে
পুনঃ পুনঃ করিয়া যোজনা,
আমার পথের পানে অবিরত ছিল চাহি'
যখন সে হরিণ-নয়না,
তৃণমাত্র নড়িলেও আমি আসিতেছি বলি'
করিতেছিল গো কল্পনা,
সে সময়ে অলক্ষিতে যাইয়া পশ্চাতে তার
সাদরে গো করিতাম
যদি আলিঙ্গন,
কিম্বা এই করদ্বয়ে নব-নীলাম্বুজ-নিভ
নেত্র দুটি করিতাম.
যদি আবরণ,
—তা হলে হইত তাহা
সময়-মতন।

বিদূ।—(পরিক্রমণ ও নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) মহারাজ! দেখুন দেখুন, চারুমতি দেবীর নিকট সাজসজ্জার সামগ্রী সব এনে রেখেছে, আর দেবী ঐখানে বসে' তার সঙ্গে কি কথা কচ্চেন।

রাজা।—(দেখিয়া সহর্ষে) কি আশ্চর্য্য!

কৃশাঙ্গী প্রেয়সী মোর শর-গৌর গণ্ডদ্বয়ে
পত্র-লেখা করিয়াছে এবে পরিহার।
আকর্ণ-বিস্তৃত নেত্রে নাহিক অঞ্জন আজি,
আলুলিত স্বভাব-কুঞ্চিত কেশ-ভার।
ধূসর ও-বিম্বাধর; আশ্চর্য্য! তথাপি কিবা
বিমল লাবণ্য,—তবু নাহি অলঙ্কার॥

দৃশ্য—প্রাসাদ-অন্তঃপুর

চিন্তিতা শৈব্যা ও চারুমতি আসীনা।

শৈব্যা।—(খেদ সহকারে) ওলো চারুমতি এ সব নিয়ে যা, এ সব সাজ-সজ্জায় আর কি হবে? দুঃখ-কষ্টে আমার হৃদয় এখন জ্বলচে।

বিদূ।—আহা! এঁর দেখ্‌ছি অত্যন্ত কষ্ট হয়েছে।

রাজা।—সাধু দেবি সাধু! তোমার যেরূপ স্বভাব-সুন্দর দেহের গঠন, তাতে সাজ-সজ্জা তোমার অবহেলার বিষয় হতেই পারে।

যে তাম্বূল-রাগ, তব অধর-লোলুপ
যে অঞ্জন, নয়নচুম্বন-উৎসুক,
যে হার চাহে গো তব কণ্ঠ আলিঙ্গন,
তাহাদের সে সমস্ত নিজ প্রয়োজন,
তোমার তাহারা নহে অঙ্গের ভূষণ।

বিদূ।—মহারাজ! আসুন, এইবার নিকটে যাওয়া যাক্।

রাজা।—দেখ সখা! এইখানে লুকিয়ে থেকে ওদের কি গোপনীয় কথাবার্ত্তা হচ্চে, শোনা যাক্। (তথা অবস্থান)

শৈব্যা।—(নিশ্বাস ফেলিয়া সাশ্রু-নয়নে) দেখ্ চারুমতি! মহারাজ প্রথমে আশ্বাস দিয়ে শেষে কি না আমাকে বঞ্চনা করলেন? আমার অদৃষ্টের পায়ে গড় করি—তাকে আর বিশ্বাস নেই।

রাজা।—ওগো মানিনি!

ভাস্কর যখন হয় জলদে আবৃত
তখন নলিনী যদি হয় গো বঞ্চিত,
সে তো নহে নলিনীর প্রকৃত বঞ্চনা,
ভানুরেও তাহে কেবা দেয় গো গঞ্জনা?

চারু।—ঠাকুরাণি! দুঃখ করে' আর কি হবে? রাজারা যে বহু-বল্লভ, সে তো জানাই আছে।

বিদূ।—(সরোষে) আরে বেটী দাসি! তার চেয়ে বল না কেন, রাজারা বহু কার্য্যে আসক্ত। কেন মিছে মহারাজকে ওঁর অভিমান ও তিরস্কারের পাত্র করিস্ বল দিকি?

রাজা।—সখা! এতে রাগ কোরো না। দেখ:—

মান-গ্রন্থি দৃঢ়রূপে বাঁধিবার বিধি যত
জানে সখীগণ।
ধন্য গো পুরুষ সেই প্রিয়ার যে হয় মিথ্যা
গঞ্জনা-ভাজন।

শৈব্যা।—(রোদন)

চারু।—ঠাকুরাণি! শান্ত হও, শান্ত হও। তুমি অত্যন্ত ভাল মানুষ কি না, তাই তোমার কাছ থেকে বেশি আদর পেয়ে, মহারাজের এত বৃদ্ধি হয়েচে। আমাকে যদি জিজ্ঞাসা কর, তা হলে আমি বলি, দেখেও কিছু দেখ্‌বে না, মিষ্টি কথায় আলাপ করবে, অথচ সারাদিন তিরস্কার করে' কষ্ট দিতেও ছাড়বে না।

শৈব্যা।—তুই যা বলি, আমি সব করব, কিন্তু তাঁকে দেখে আমার হৃদয় যদি বশে থাকে, তবেই তো।

রাজা।—(সত্বর নিকটে আসিয়া) প্রিয়ে!

আমারি অধীন হয়ে
যে মোরে রেখেছে বশে,
আপনারে নাহি পারে
বশে কি রাখিতে সে?

বিদূ।—কল্যাণ হোক!

উভয়ে।—(ভয়ে ভয়ে নিকটে আগমন)

শৈব্যা।—(স্বগত) এ কি? মহারাজ যে। আচ্ছা, এইরূপ তবে বলি; (প্রকাশ্যে) মহারাজের জয় হোক।

চারু।—(আশঙ্কা-সহকারে স্বগত) এ কি! মহারাজ? আ ছি ছি! মহারাজ তবে দেখ্‌চি আমার সব কথাই শুন্‌তে পেয়েচেন। আচ্ছা, এখন তবে এইরূপ বলা যাক, (প্রকাশ্যে) জয় মহারাজের জয়! (আসন আনিয়া) এই আসন, এইখানে মহারাজ বসুন।

(সকলের উপবেশন)

রাজা।(অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া) প্রিয়ে! প্রভাত-কমলের অন্তর্গত ভ্রমরীর মত তৃষিতা হয়ে, আড়চোখে আমার পানে এক একবার চাচ্ছ, আবার অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে নিচ্ছ, এর কারণ কি বল দিকি? আর দেখ সুন্দরি!

ভূষণের অনাদরে যদিও গো হইয়াছে
আরো তব সৌন্দর্য্য-বিকাশ,
তথাপি গো উহাতেই হৃদয়-নিহিত তব
কোপ যে গো হতেছে প্রকাশ।

শৈব্যা।—(অসূয়া-সহকারে অবলোকন) নিদ্রায় অলস অবশ অঙ্গ, রাত্রি-জাগরণে চোখ-দুটি ঢুলুঢুলু রক্তবর্ণ—এতে মহারাজকে বেশ দেখাচ্চে। (অভিমান-ভরে অবস্থান)

রাজা।—(অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া সানুনয়ে) প্রিয়ে! প্রসন্ন হও, আমার উপর রাগ কোরো না।

কুটিল ভ্রূলতা কেন
পড়িয়াছে ললাটে লুটিয়া,
মদনের বৈজয়ন্তী
রূপ-ভ্রান্তি মনে উৎপাদিয়া;
সহসা কেন গো চণ্ডি
বিম্বাধর হতেছে স্ফুরণ,
বিকচ বন্ধুক-বন্ধু
মৃদু-বায়ে কম্পিত যেমন।

(অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া)

মানিনি! প্রসন্ন হও
কেন কোপ কর অকারণে?
আমি নহি তাহা, যাহা
তুমি মোরে ভাবিতেছ মনে।
দণ্ড মোরে দাও প্রিয়ে!
যাহা হয় উচিত বিধান;
দোষাদোষ-নির্দ্ধারণে
কুলপতি সাক্ষাৎ প্রমাণ।

(প্রতীহারীর প্রবেশ)

প্রতী।—জয় মহারাজের জয়! কুলপতির ওখান থেকে একজন তাপস এসেছেন।

রাজা।—হেমপ্রভা! তাঁকে সাদরে অবিলম্বে নিয়ে এসো।

প্রতী।—যে আজ্ঞে মহারাজ!

[প্রস্থান।

(শান্তিজল হস্তে তাপসের প্রবেশ)

তাপস।—(সবিস্ময়ে) অহো! আজ এ কি কাণ্ড?

না হলেও পৌর্ণমাসী অসময়ে কেন এই
চন্দ্রের গ্রহণ?
কেন এই সুভীষণ ঘোরতর দিগ্‌দাহ
—কেন ভূকম্পন?
কেন এই উল্কাপাত? কেন সূর্য্য-চারিদিকে
মণ্ডল-পরিধি?
এ সব উৎপাত হতে ভাবী ফল না জানি কি
ঘটাবেন বিধি।

কিন্তু না, গুরুদেব যখন এই বিষয়ে চিন্তা করচেন, তখন এর পরিণাম নিশ্চয়ই শুভজনক হবে।

শান্তি, স্বস্ত্যয়ন, দান, সাধু সংকীর্ত্তন
আর, সৎ-বিপ্রপদের আশীর্ব্বচন
—এই সবে উৎপাতাদি হয় প্রশমন।

তাই, গুরুদেব কুলপতি, স্বস্ত্যয়নের অবশিষ্ট সর্ব্ব-বিঘ্ন-নাশী শান্তিবারি, রাজা ও শৈব্যাকে দেবার জন্য আমার হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন।

(প্রতীহারীর প্রবেশ)

প্রতী।—আসুন মহাশয়, আসুন। (নিকটে গমন)।

তাপস।—(নিকটে গিয়া) রাজন্! কল্যাণ হোক্!

রাজা।—(ব্যস্তসমস্তভাবে উঠিয়া) মহর্ষি! অভিবাদন করি।

শৈব্যা।—মহর্ষি! প্রণাম।

তাপস।—রাজন্! বিজয়ী হও। দেবি! বীরপ্রসবিনী হও।

রাজা।—(ব্যস্তসমস্ত হইয়া) আসন—আসন।

প্রতী।—(আসন আনয়ন)

রাজা।—এই আসন, এইখানে বসুন।

সকলে।—(উপবেশন)

রাজা।—হেমপ্রভা! যাও, তুমি দ্বার রক্ষা কর গে।

প্রতী।—যে আজ্ঞে মহারাজ!

[প্রস্থান।

তাপস।—রাজন্! গুরুদেব কুলপতি, নিশি-জাগরণের পর, সকলত্র আপনার অভিষেচনের জন্য, স্বস্ত্যয়নের অবশিষ্ট তাঁর আশীর্ব্বাদী শান্তি-জল আপনার নিকটে পাঠিয়েচেন, গ্রহণ করুন।

রাজা।—(সহর্ষে অঞ্জলি-বদ্ধ হইয়া) বড় অনুগ্রহ।

তাপস।—

মন্ত্রপূত, পাপহারী, ক্ষাত্র-তেজ-বৃদ্ধিকারী
স্বস্ত্যয়ন-অবশিষ্ট
পুণ্য এই বারি চমৎকার,
করুক তব কল্যাণ —করুক আনন্দ দান
সকল আপদ নাশ
করুক গো তোমা-সবাকার।

(বারি-সিঞ্চন)

রাজা।—(শান্তিজল স্পর্শ করিয়া) এ কি!
এ যে সেই শান্তি-বারি ক্ষত্রিয়-বীজের যাহা
অঙ্কুর-জনক
—যাহার প্রসাদে ধরে, সূর্য্যবংশী নৃপগণ
উন্নত মস্তক।

তাপস।—ওগো শৈব্যা! গুরুদেব কুলপতির

আদেশ, তুমিও আজ গৃহদেবতা ও ব্রাহ্মণদের বিশেষ-রূপে পূজা-অর্চ্চনা করিবে।

শৈব্যা।—(অঞ্জলি-বদ্ধ হইয়া) যে আজ্ঞে।

তাপস।—রাজন্! তোমার কল্যাণ হোক। গুরু-দেব এখন বহুবিধ অনুষ্ঠান আরম্ভ করেচেন—আমি এখন যাই, তাঁর সেবা করি গে।

[প্রস্থান।

শৈব্যা।—(অপ্রতিভ হইয়া চুপি চুপি) ওলো চারুমতি! গুরুদেব কুলপতিই মহারাজকে নিশা-জাগরণের আদেশ করেছিলেন। আমি দুর্জ্জন কুটিল-হৃদয়, তাই ওরূপ কুৎসিত সন্দেহ আমার মনে উদয় হয়েছিল। আচ্ছা, এইরূপ তবে বলি। (প্রকাশ্যে) নাথ! আমার উপর রাগ করো না।

রাজা।—(সানুনয়ে)

মিথ্যা-দোষে কলুষিত দেখ এ হৃদয়;
যদি প্রিয়ে রাখো মোর এই অনুনয়,
এস তব কণ্ঠে হার দেই পরাইয়া,
কপোলেতে পত্রাবলি দেই বিরচিয়া।

শৈব্যা।—(লজ্জিতা)

রাজা।—(তথা করিয়া) প্রিয়ে!

তব গণ্ড রোমাঞ্চিত—ঝরে স্বেদ-জল,
থরথর বিকম্পিত মোর করতল।
দুয়েতেই শ্রম ব্যর্থ—উদ্যম নিষ্ফল।
পরাইতে কণ্ঠে ওই
স্তন-তরঙ্গিত হার
—পরশ-জনিত কম্প
এখনো যায়নি তার।

শৈব্যা।—নাথ! গুরুদেব কুলপতি যেরূপ আজ্ঞা করেচেন, সেই সব অনুষ্ঠান আমি এখন করতে যাচ্চি।

রাজা।—হাঁ দেবি, যাও, কর গে।

[তাপস ও শৈব্যার প্রস্থান।

সখা! আমার চিত্ত যেরূপ উৎকণ্ঠিত, তাতে এখন কি করে' সময় কাটান যায় বল দিকি?

বিদূ।—মহারাজ! আপনি দেবীর কথা ভেবে সময় কাটান, আমিও ভোজনের কথা ভেবে সময় কাটাই।

(বনচরের প্রবেশ)

বন।—জয় মহারাজের জয়!

বিকট মুখাগ্রে যার-যুথা-ক্ষেত্র হয়ে বিদলিত,
তৎ-লগ্ন সুরভিত পরিমল হয় গো বিকীর্ণ
নিজ নিশ্বাস-মারুতে; দন্তে যার—ঈষৎ-চর্ব্বিত
কসেরু-বিচূর্ণ রাশি ইতস্ততঃ হয় গো বিক্ষিপ্ত;
—যেন শক্র করি' জয় যশে দিক হয় আচ্ছাদিত,
কিম্বা যেন নবঘন বরিষণ করে শিলা-বৃষ্টি;
সদর্প গম্ভীর ঘোর ঘরঘর যাহার শবদে
অরণ্যের সিংহ যত ধায় রড়ে করিয়া গর্জ্জন;
শুনি' সে গর্জ্জন পুন ক্রোধে যার কর্ণ-শুক্তি-পুট
উর্দ্ধে হয় উত্তোলিত; দীপ্যমান রোষ-শিখা-রূপে
জিহ্বা-লতা যার রহে প্রসারিত; যার জটা-ভার
সুবিকট বিদ্যুতের ছটা-সম পিঙ্গল-বরণ;
কান্তি যার সমুজ্জ্বল সুশাণিত করবাল-সম,
নীলকান্ত-সম নীল; কি, তমাল কজ্জল-শ্যামল।
জ্বলে নেত্র সুপিঙ্গল;—মসীবৎ মাংসল শরীর;
স্ফুলিঙ্গাবশেষ-সম দন্ত দুটি যাহার লক্ষিত;
—ঠিক্ যেন করাল সে মুখ-রাহুগ্রাস-ভয়-বশে
সান্দ্র চন্দ্র-কলা দুটি, চন্দ্র হতে হইয়া বাহির
নৈশ তিমিরের গাত্রে ভয়-ত্রাসে রহে সংকুচিত
—এ হেন বরাহ এক সমুত্থিত যূথ-অধিপতি
মৃগয়া-কানন-মাঝে;—যেন সেই মহান্ বরাহ
যার দন্তে হয় ধৃত সমগ্র এ পৃথিবী-মণ্ডল।

এখন মহারাজের যেরূপ আদেশ হয়। আদেশ পেলেই আমি এখনি সেখানে যাই।

রাজা।—(সহর্ষে) আ, বাঁচলেম; এখন সময় কাটাবার একটা স্থান পাওয়া গেল।

বিদূ।—(সহর্ষে) যেখানে অরণ্যে অরণ্যে ঘুরে বেড়াতে হবে, কাঁটা-বন শর-বন মাড়িয়ে যেতে হবে, উঁচুনীচু স্থান ডিঙতে হবে, যেখানে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় জ্বল্‌তে হবে—যে স্থান এই সব দোষে ভরপূর, সেই যদি আপনার আরামের স্থান হল, তা হলে আপনার আয়াসের স্থান না জানি কি!

রাজা।—দেখ সখা! মৃগয়া রাজাদের বড় উপকারী;

দেখ:—

চিত্ত উদ্‌বিগ্ন হ'লে
সত্ত্ব তারে করে বিনোদন;

চল-লক্ষ্যে স্থৈর্য্য আনে,
দেহে করে লঘুতা অর্পণ ;
শীকারে উৎপন্ন হয়
রণ-যোগ্য উৎসাহ-উদ্যম ;
মিথ্যা করি' লোকে বলে
মৃগয়ারে নৃপতি-ব্যসন।
তবে চল, আমরা সেইখানে যাই।
[সকলের প্রস্থান।

ইতি প্রথম অঙ্ক।

দ্বিতীয় অঙ্ক

দৃশ্য—অরণ্য

নেপথ্যে।—ওগো বরাহ-অন্বেষণকারী বনচরেরা !
ওই সে বরাহ দেখ অদূরে পঙ্কের রাশি
করয়ে মর্দ্দন।
বিদলে কমল-বন, মৃণাল অঙ্কুর সব
করয়ে ভক্ষণ।
মুস্তা-ক্ষেতে তোলে মাটি, সেতু ভাঙি জলাশয়ে
করয়ে গমন।
ধরা যায়-যায় হয়ে গহন বনের মাঝে
করয়ে প্রবেশ।
সৈন্য ধায় পিছে পিছে, দুর্গম,কান্তার-মাঝে
পশে অবশেষ॥
এখন তবে চারিদিককার বন ঘিরে ফেল।
অরণ্য-উপান্ত-দেশে বন-রোধ-দক্ষ জালী
জাল-বদ্ধ দিক বিছাইয়া ;
শৃঙ্খল মোচন করি' ব্যাধগণ কুকুরেরে
বন-মধ্যে দিউক ছাড়িয়া ;
পাশ-হস্ত সাদীদের শ্রমক্লান্ত অশ্বগণে
সমাকীর্ণ হোক সব বন,
লগুড় লইয়া হস্তে মহিষ-আরোহী সৈন্য
প্রকম্পিত করুক কানন।

(ভীষণ-উজ্জ্বল বেশে ত্রস্তব্যস্ত হইয়া
বিঘ্নরাজের প্রবেশ)

বিঘ্ন।—(আশঙ্কার সহিত)
আমি যে গো করিয়াছি শম্ভুরো সমাধি ধ্যানে
বিঘ্ন উৎপাদন ;
দক্ষযজ্ঞ অনুষ্ঠানে, শিব-শিবা-কেলি-মাঝে
ব্যাঘাত বিষম ;
ত্রিলোকের আমি সেই হিত-সিদ্ধি-নাশ-প্রিয়
বিঘ্ন সনাতন।
হরি হর প্রজাপতি এঁদেরো দুঃসাধ্য যেই
সৃষ্টিস্থিতি লয়
—উগ্রতপা বিশ্বামিত্র সাধন করেন হেথা
সেই বিদ্যাত্রয়।
আদিম বরাহ-রূপে
উদ্ধার করিলা যথা হরি,
আমিও গো উদ্ধারিব
ত্রিলোকে বরাহ-রূপ ধরি'।

(পশ্চাতে অবলোকন করিয়া সভয়ে) অহো! জগতের কল্যাণে ও পরের পৌরুষে বিঘ্ন উৎপাদন করতে আমি বিলক্ষণ পটু ; আর এ কার্য্যে আমার সাহসও অপরিসীম—নিজ শরীরের প্রতি আমার কিছুমাত্র দৃক্‌পাত নেই। তাই, সাক্ষাৎ কৃতান্তের দন্ত-মধ্যে থেকেও, কোন প্রকারে শরের মুখ এড়িয়ে মহারাজ হরিশ্চন্দ্রকে এই অরণ্যপ্রদেশে তো এনে ফেলেছি। এখন তবে এঁকে বিশ্বামিত্রের আশ্রমে নিয়ে যাওয়া যাক্।

কেননা, সেই প্রসিদ্ধ তীব্রতপা, স্বর্গান্তরের আদি-স্রষ্টা, ত্রিশঙ্কুযাজক ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণ কৌশিক বিশ্বামিত্র সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-বিধায়িনী ত্রিগুণা বিদ্যার সিদ্ধিলাভার্থ, কি এক দুষ্কর সাধনায় এখন নিযুক্ত আছেন।

বিধিই করেন সৃষ্টি—না হরি, না হর ;
হরি-ই পালেন বিশ্ব—না হর ঈশ্বর ;
হর-ই করেন ধ্বংস এ তিন ভুবনে।
একজনে সর্ব্বসিদ্ধি লভিবে কেমনে ?

(চিন্তা করিয়া) অথবা এই পরম নিষ্ঠাবান্ তপস্বীর পক্ষে অসম্ভবই বা কি ? কিন্তু তিনি যখন বশিষ্ঠের প্রতি ক্রোধ-পরতন্ত্র হয়ে এই মঙ্গল-বিরোধী কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েছেন, তখন জানিনে, এর কি ফল হবে।

নেপথ্যে।—ঘোর গহন বনে প্রচ্ছন্ন হয়েছিস্ মনে করে' তোর ভারি গর্ব্ব হয়েচে দেখ্‌চি—আচ্ছা রোস্ বরাহাধম, রোস্!

ক্ষণে ক্ষণে হয়ে দৃষ্ট, ক্ষণে দৃষ্টি-পথ হতে
হয়ে অন্তর্হিত,
মায়ারে আশ্রয় করি,' সকৌতুকে দূরে মোরে
করেচিস্ নীত।
মোর দৃষ্টি-পথমাঝে তুই যদি পড়িস আবার,
ওরে দুষ্ট! পদ্মবন দলিবারে না পারিবি আর।

বিঘ্ন।—(শুনিয়া সহর্ষে) এই যে, এইবার নিকটে এসেচে দেখ্ চি। এখন তবে এখান থেকে বেরিয়ে, মায়া-বরাহ হয়ে দেখা দি। (সত্বর পরিভ্রমণ করিয়া প্রস্থান)

(রথোপবিষ্ট ধনুর্ধারী রাজা ও সারথির প্রবেশ)

রাজা।—(পূর্ব্বোক্ত শ্লোক পাঠ করিয়া, সম্মুখভাগে অবলোকন করিয়া সহর্ষে) সারথি! সারথি! বেশী দূরে যেও না! দেখ:—

মুখের গরাস হতে স্খলিত মৃণাল দেখ
বনভূমি ছায়।
আলোড়িত সর হতে নিঃসৃত সলিল-ধারা
তীরেরে ভিজায়।
প্রমোদদীর্ণ মুখ-ফেনে নব তৃণ-ভূমিগুলি
চিত্রিত-বরণ;
মুস্তা-পরিমল-গন্ধী সুরভি-নিঃশ্বাসে হেথা
ঘন সমীরণ।

(নিপুণভাবে অবলোকন করিয়া সহর্ষে) সারথি! সারথি! ওই সেই বরাহ—দেখ দেখ:—

হেলায় ফিরায়ে স্কন্ধ বেগ-ভরে মূলাঙ্কুর
করি' উন্মূলন।
উৎকণ্ঠ-নাদ-মগ্ন নলিনীরে বক্ত-মধ্যে
করিয়া ধারণ
—সুপ্রসন্ন নাভি-পদ্ম পঙ্কজ-আনন সেই
বরাহাবতার
দন্ত-মধ্যে ধরি' যেন ত্রিভুবন উদ্ধারিতে
আসে পুনর্ব্বার।

(আনন্দে) এই যে আমাকে দেখে আমার দিকেই আস্‌চে।

(শর-সন্ধান)

সারথি।—(সকৌতুকে অবলোকন করিয়া) মহারাজ! দেখুন দেখুন:—

গর্ব্বভরে আসি' কাছে বাণের সন্ধান দেখি'
অমনি সে যায় গো ফিরিয়া;
আয়ত সম্মুখ পদ ভয়ে আকুঞ্চিত করি'
শরীরার্দ্ধ লয় আকর্ষিয়া;
শ্বাসের আধিক্য-হেতু ওষ্ঠ-প্রান্ত-গহ্বর
হয়েছে বিদীর্ণ;
তা-হতে মৃণালাঙ্কুর স্খলিত হইয়া পড়ি'
হতেছে বিকীর্ণ।
লজ্জা পরিত্যাগ করি'
হয়ে অপ্রতিভানন
নিজ দংষ্ট্র তোমারে গো
করে যেন সমর্পণ।

রাজা।—(বাণ ছুড়িয়া নিকটে গিয়া চারিদিকে অবলোকন করত সবিস্ময়ে) এ কি হল! বরাহটা চলে' গেলে পর আমি যে অসময়ে বাণটা ছাড়লেম।

ক্ষণে অন্তর্হিত হয়,
ক্ষণে নেত্র-সুগোচর;
ক্ষণে যায় দূরে চলি,
ক্ষণে সে নিকটতর;
সম্মুখ পশ্চাৎ পার্শ্বে চারিদিকে মুহুর্মুহু
করিছে ভ্রমণ।
বিদ্যুৎ-চপল ও যে কেমনে গো লক্ষ্য ওরে
করে মোর মন?

(নিপুণরূপে অবলোকন করিয়া দূর হইতে দেখিয়া সানন্দে) এ কি! এই অরণ্য অতিক্রম করে' পরিষ্কৃত ভূমিতে যে উঠে পড়ল। সারথি! সারথি! অশ্বদের শীঘ্র চালাও, দেখ, আবার কোথায় এখন যাচ্ছে।

সারথি।—(রথ-চালন) মহারাজ! দেখুন দেখুন!

রথ-বেগে, ধূলিজাল- পরিপূর্ণ বায়ু থাকে
পশ্চাতে পড়িয়া,
সনমুখে মন মোর লক্ষ্যটিরে অনুসরে
সত্বর হইয়া।
নিশ্চল নিষ্কম্প অতি ধ্বজ-পট যার ওই
আকাশের মেঘ ছুঁয়ে যায়
—সেই তব রথ দেখ —যেথা ধায় তব বাণ—
তুল্য-বেগে চলিছে সেথায়।

রাজা।—(সবিস্ময়ে) তাই তো—

ব্যোমচারী পবনেরে
জিনিয়াছে রথ-অশ্বগণ
বেগে জলনিধিরেও
করিয়াছে দেখ অতিক্রম।
এ বড় আশ্চর্য্য কিন্তু শ্যামল বরাহ সেই
—দলিত-অঞ্জন প্রায়—
যত যাই দূরে আমি বরাহ সে আরো যেন
দূর হতে দূরে ধায়;
সূর্য্যের সম্মুখ হতে যেন অন্ধকার-রাশি
ভয়ে পলাইয়া যায়।

(সম্মুখে অবলোকন করিয়া সখেদে) এ কি! এই মহারণ্য অতিক্রম করে' কোথায় না জানি সে অদৃশ্য হল? তার যে কোন পদ-চিহ্নও দেখা যাচ্চে না। আচ্ছা, তবে এই স্নিগ্ধচ্ছায় বনশ্রেণীটি একবার অন্বেষণ করে' দেখি। (তথা করিয়া সানন্দে) হয়েছে! নিশ্চয় সে বরাহটা তপোবনের উপকণ্ঠে আছে। দেখ না কেন:—

কুশভূমে তৃণগুলি কোথায় হয়েছে ছিন্ন
কোথাও আমূল উৎপাটিত।
কুসুম-চয়ন-তরে কোথাও সদয়াকৃষ্ট-
অগ্র-শাখা লতা আনমিত।
এই সব শাখীদের পূর্ব্বে বল্কল ছিল
—ক্ষতচিহ্ন তাই গাত্রোপরে।
এই সব তরু হতে ক্ষীর ঝরে—সদ্য-ছিন্ন
হইয়াছে ইন্ধনের তরে॥

সারথি।—(চারিদিকে অবলোকন করিয়া ও সকৌতুকে শুনিয়া) মহারাজ! দেখুন, দেখুন! বরাহটা এখন আশ্রমের নিকটে বিচরণ করচে, ওকে এখন অন্বেষণ করা বৃথা।

কদম্ব-কোটরে শুক অভ্যাগত জনে করে
স্বাগত ভাষণ।
হব্যগন্ধী সমীরণ —ঘ্রাণ-তৃপ্তিকর—করে
হৃদয় হরণ।
এই সব মৃগকুল ইহারে হেরিয়া, হয়ে
চকিত-নয়ান,
তটোপান্তে কুশ যার —হেন নির্ঝরিণী-জল,
করিতেছে পান।

রাজা।—এই বরাহটা এখন আশ্রমের নিকটে বিচরণ করচে—ওকে অন্বেষণ করে' আর কি হবে? এখন অশ্বেরা জলপান করে' বিশ্রাম করুক। আমি ততক্ষণ কেবল ধনুমাত্র হাতে নিয়ে আশ্রমে প্রবেশ করে' মুনিকে অভিবাদন করি গে। পূজনীয় ব্যক্তিদের পূজা না করে' গেলে অমঙ্গল ঘটে, এইরূপ প্রবাদ আছে। (রথ হইতে অবতরণ)

সারথি।—যে আজ্ঞা মহারাজ!

[প্রস্থান

রাজা।—(চিন্তা করিয়া) আহা! তপোবন-বাসিগণের কি অপার রমণীয় সুখ!—তাতে বন্ধন-বাধা কিছুমাত্র নেই। কেন না:—

বাসনা-বিরত মন সম্ভোগের স্পৃহা কভু
না রাখে অন্তরে;
মমতা-রহিত বলি' স্নেহের বিয়োগে কভু
শোক নাহি করে;
অহঙ্কার-পরিত্যাগে আত্ম-পর-ভেদ-ভাব
হয় অপগত;
লভিয়া পরম শান্তি তপোধন সংযমীরা
আহা সুখী কত!

(সবিনয়ে পরিক্রমণ করিয়া, সভয়ে) ওঃ! এই তপোবনগুলি অসংযমী অবিনয়ী জনের পক্ষে কি দুর্দ্দর্শনীয়! আমি তপোবন পূর্ব্বে কখন দেখিনি, তাই অপরাধীর মত আমার মনে যেন একটা ভয় সঞ্চার হচ্চে। অথবা, তপোময় ব্রহ্ম-তেজের কি অজেয় প্রভাব, এর কাছে আর সমস্ত তেজই পরাভূত হয়। কেন না:—

(ভয়ে ভয়ে পরিক্রমণ)

সৌম্য শান্ত রমণীয়
হইলেও এই সব বন
হেথা আসি' পদে পদে
ভয়াকুল হয় মোর মন;
সর্ব্ব-তেজ খর্ব্ব হেথা ব্রহ্মতেজে—যাহা সর্ব্ব
তেজের কারণ;
স্বজনক জল এলে অগ্নি যথা মৃদুভাব
করয়ে ধারণ।

(ভয়ে ভয়ে পরিক্রমণ)

নেপথ্যে।—আপনারা রক্ষা করুন, রক্ষা করুন।

দেখুন, বিনা অপরাধে এই অনাথা অসহায়া অভাগিনীদের অগ্নিমধ্যে নিঃক্ষেপ করচে। রক্ষা করুন—রক্ষা করুন।

রাজা।—(শুনিয়া ব্যস্তসমস্তভাবে) অহহ! অনতিদূরে ভয়ার্ত্তা রমণীদের বিলাপ-ক্রন্দন শোনা যাচ্চে না? (আশ্চর্য্য হইয়া) এ কি! এ হচ্চে তপোবন, এখানে এরূপ দুষ্ট লোক থাকা কি সম্ভব? আচ্ছা, নিকটে গিয়ে দেখি! (তথা করণ)

নেপথ্যে।—রক্ষা করুন—রক্ষা করুন, ইত্যাদি।

রাজা।—(শুনিয়া আবেগ-সহকারে) ভয়ার্ত্তাদের অভয় দিচ্চি,—ভয় নাই, ভয় নাই। (সক্রোধে) আঃ!

কে না জানি করে এই তপোবন-বিপরীত
দারুণ অহিতকর নিষ্ঠুরাচরণ
এই বাণে স্কন্ধ তার ছিন্ন করি' সর্ব্ব-অঙ্গ
জ্বলন্ত অনল-মাঝে করিব ক্ষেপণ।

(পরিক্রমণ করিয়া, নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) কে ও হোম-সামগ্রীর সন্নিধানে অগ্নি-শালায় বসে' আছে, আর অগ্নিমধ্যে তিনটি দিব্যরূপিণী নারী ভয়ার্ত্তা হয়ে বিলাপ করচে?—নিশ্চয় তাপস-বেশধারী কোন পাষণ্ড হবে।

দৃশ্য—অগ্নিশালা।

বিশ্বামিত্র হোমে প্রবৃত্ত ও হোমাগ্নির মধ্যে
অবস্থিত বিদ্যাত্রয়।

বিদ্যাত্রয়।—(ভয়াকুল হইয়া পূর্ব্বোক্তরূপে) রক্ষা করুন—রক্ষা করুন ইত্যাদি।

বিশ্বা।—(আশ্চর্য্য হইয়া) অহো! কি আশ্চর্য্য!

মন্ত্রপূত হবি মোর একান্তে অনল এই
করিছে বহন;
প্রদক্ষিণ-শিখা হয়ে কার্য্যসিদ্ধি তথাপি না
করিছে সূচন।
ক্রিয়ার প্রভাবে হেথা
ত্রিবিদ্যা যদিও আবির্ভূত,
কিন্তু যে তবুও ওরা
না হতেছে মোর বশীভূত।
(ধ্যানমগ্ন)

বিদ্যাত্রয়।—(পূর্ব্বোক্তরূপে) রক্ষা করুন, রক্ষা করুন ইত্যাদি।

রাজা।—(সত্বর নিকটে আসিয়া) ভয়ার্ত্তদের অভয় দিচ্ছি—ভয় নাই, ভয় নাই। রোস্ দুরাত্মা পাষণ্ডাধম! রোস্ ছদ্মবেশী রাক্ষস! এ কি সব তোর মায়াজাল?

পরা বল্কল-বাস, অক্ষসূত্র-বালা হাতে,
জটাজাল দেখি যে মাথায়।
মহাতপা জিতেন্দ্রিয় শান্ত-আত্মা-মুনি-বেশ
—বল্ দেখি—সেই বা কোথায়
আর কোথা তোর এই জঘন্য ও অকরুণ
নারী-বধ-পাপ-বুদ্ধি হায়!
যেই কার্য্য করেছিস তুই ওরে খল!
ভোগ কর্ এবে তার সমুচিত ফল॥

বিশ্বা।—(ধ্যানে বিরত হইয়া সক্রোধে)

শ্রুতি-কটু ভর্ৎসনা -ঘর্ষণ জাত এই
মোর কোপানল
সমাধি-ব্যাঘাত হেতু অন্তঃক্ষোভ-বায়ু যোগে
হইয়া প্রোজ্জ্বল,
হরিশ্চন্দ্র-দারুকাষ্ঠে
জ্বলি উঠি' প্রলয়াগ্নি-সম
ত্রৈলোক্য দহন-তৃষ্ণা
করিবে গো এবে নিবারণ।

বিদ্যাত্রয়।—(সহর্ষে) আ! আমাদের কি সৌভাগ্য; জয় মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের জয়!

[বিদ্যাত্রয়ের প্রস্থান।

বিশ্বা।—(দেখিয়া সক্রোধে) কি?—এই দুরাত্মা হরিশ্চন্দ্র আমার সিদ্ধিপথের অন্তরায় হল? রোস্! ক্ষত্রিয়াধম, রোস্!

হরি হও, চন্দ্র হও,
কিম্বা হও অর্দ্ধেন্দু-শেখর,
বিদ্যা-নাশে মোর যেই
কোপাগ্নি বর্দ্ধিত ঘোরতর
—তাহে তুই ওরে মূঢ়!
হবি নাকি ইন্ধন নশ্বর?
কান্তা-কেলি-পরায়ণ ভূত-দয়া-বশে শান্ত
এমন যে হর
তিনিও সমাধি ভঙ্গে বিকট ভ্রূকটি ধরি'
—মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর—

আকৃষ্ট শরাসন স্মরেরে সম্মুখে দেখি'
করিলা যেমন
কৌশিকও তোরে মূঢ় নেত্রানলে সেইরূপ
করিবে দহন।

রাজা।—(সভয়ে স্বগত) কি সর্ব্বনাশ! ইনি সেই মহর্ষি কৌশিক বিশ্বামিত্র, আর তাঁরা সেই ভগবতী বিদ্যাত্রয়? পাপাত্মা আমি এঁর সিদ্ধিপথে অন্তরায় হয়ে কি অবিবেচনার কাজই করেচি—এখন নিশ্চয় আমি ওঁর প্রজ্বলিত কোপানলে ভস্মীভূত হব।

বিশ্বা।—(সক্রোধে)

ক্রোধ বিবর্দ্ধিত মোর —ত্রিবিদ্যা সাধন-কার্য্যে
হইয়া ব্যাঘাত;
অভিশাপ দান-তরে হইতেছে প্রধাবিত
দক্ষিণ এ হাত;
আবার এ বাম হস্ত চির-ত্যক্ত নিজ জাতি
করিয়া স্মরণ
উদ্যত হয়েচে এবে ক্ষত্রোচিত শরাসন
করিতে গ্রহণ।
(উত্থান)

রাজা।—(পদতলে পতিত হইয়া) মহর্ষি! ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন। স্ত্রীজনের বিলাপে প্রতারিত হয়ে অজ্ঞানে আমি এ কাজ করেচি—আমাকে ক্ষমা করুন।

বিশ্বা।—দুরাত্মন্! কি? অজ্ঞানে এ কাজ করেচিস্ বলে' আমি ক্ষমা করব? ওরে রে ক্ষুদ্র! আমি কে, তুই কি তা জানিস নে?

দুর্বিনীত যেই বিপ্র ব্রাহ্মণত্ব নিজ বলে
করিল গ্রহণ;
দৃপ্ত বশিষ্ঠের সুত —তাহার কাননে যে গো
ধূমকেতু সম;
স্বর্গান্তর সৃষ্টিকালে জগৎ হইয়া ভীত
দেখিয়াছিল গো যারে
যমের মতন;
চণ্ডাল সে ত্রিশঙ্কুরে যজ্ঞ করাইল যে গো
—সেই কৌশিকেরে তুমি
চেন না রাজন্?

রাজা।—মহর্ষি! প্রসন্ন হোন্, প্রসন্ন হোন্—আমাকে এরূপ মনে করবেন না।

করিল দুর্ভিক্ষে যে গো
জীবিকা আপনি আহরণ;
নৃপতি-সদনে যে গো
দান কভু করেনি গ্রহণ;
যার "আড়ীবক"-যুদ্ধে
জীবলোক হইল কম্পিত
—তপ-তত্ত্বনিধি তার
কাহার না আছে গো বিদিত?

কিন্তু আমি ভীরু জনের কাতর-বিলাপ শুনে ঐরূপ করতে উদ্যত হয়েছিলেম; স্বধর্ম্মে বিক্ষিপ্ত চিত্ত হয়ে আপনাকে আমি জান্‌তে পারিনি আমাকে ক্ষমা করুন, এই আমার নিবেদন।

বিশ্বা।—দুরাত্মন্! বল দেখি, তোমার (ধর্ম্মটা কি?

রাজা।—মহর্ষি!
দান, ত্রাণ, সংগ্রাম—তিন ক্ষাত্র-আচরণ
পুরাণ মুনিরা বলে—এই ধর্ম্ম সনাতন।

বিশ্বা।—কি বল্লে?—
"দান ত্রাণ সংগ্রাম" ইত্যাদি।

রাজা।—হাঁ মহর্ষি।

বিশ্বা।—আচ্ছা, তা হলে কাকেই বা দান করতে হয়, কাকেই বা ত্রাণ করতে হয়, আর কার সঙ্গেই বা সংগ্রাম করতে হয়?

রাজা।—মহর্ষি! শ্রবণ করুন।

বিশ্বা।—বল।

রাজা।—
গুণবান্ ব্রাহ্মণেরে করিবেক দান,
বিপন্ন ভয়ার্ত্ত জনে করিবেক ত্রাণ,
অরাতি জনের সাথে করিবে সংগ্রাম।

বিশ্বা।—মহাত্মন্! তা যদি মনে করেন, তা হলে আমার বিদ্যা-তপের উপযুক্ত আমাকে দান করুন।

রাজা।—(সহর্ষে) তা হলে তো সূর্য্য-বংশীয়েরা অনুগৃহীত হবে। এখন তবে মহর্ষি প্রসন্ন হোন্, প্রসন্ন হোন্।

তব দক্ষিণার তরে পর্য্যাপ্ত নাহি হয়
সকল ভুবন।
সর্ব্বস্ব দান তাই নিবেদিতে হয় মোর
সঙ্কুচিত মন।

সৰ্ব্বধনে পরিপূর্ণ
তুমি ওগো কুশিক-নন্দন ;
সমস্ত এ বসুমতী
তোমারে গো করিনু অর্পণ।

বিশ্বা।—(আশ্চর্য্য হইয়া স্বগত) আচ্ছা, তবে এইরূপ বলি। (প্রকাশ্যে) রাজন্! কল্যাণ হোক্! পণ্ডিতেরা বলেন, দক্ষিণা-রহিত দান দানই নয়। অতএব এক্ষণে দক্ষিণা দিতে আজ্ঞা হোক্।

রাজা।—(লজ্জিত হইয়া স্বগত) এ স্থলে কি করা যায়? (অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া সহর্ষে) তবে এইরূপ বলি। (প্রকাশ্যে) মহর্ষি!

আহরণ করি আনি' করিব সুবর্ণ লক্ষ
দক্ষিণা অর্পণ,
অদ্য হতে এক মাস করিতে হইবে মোরে
ক্ষমা বিতরণ।

বিশ্বা।—আচ্ছা, এই এক মাসকাল সময় দিলেম ; কিন্তু দেখ, এই পৃথিবী ছাড়া আর কোন স্থান হতে তোমার দাতব্য সংগ্রহ করতে হবে।

রাজা।—(সভয়ে স্বগত) এর প্রতিবিধান কিসে হবে? (চিন্তা করিয়া সহর্ষে) হয়েচে! প্রতিবিধানের উপায় ঠাওরেচি। ভগবান্ শিবের আশ্রিত একটি পরম ক্ষেত্র আছে :—

ধরাতল-ফণি-ফণা —তা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে
আছে বারাণসী.
অন্তরীক্ষ পুরী বলি' করেন বর্ণনা যারে
যত মুনিঋষি।
কেশ-অগ্রভাগ যেই তা হতে সহস্র সূক্ষ্ম
অণু-পরিমাণ
শাস্ত্রদর্শী সুধী সবে দেখেন বিশ্বাস-নেত্রে
যার ব্যবধান।

অতএব, সেইখানেই দক্ষিণার সুবর্ণ সংগ্রহ করে' দান করা যাবে। (প্রকাশ্যে) মহর্ষি! আপনার আদেশ শিরোধার্য্য করলেম। (অঙ্গ হইতে আভরণ খুলিয়া) মহর্ষি!

এই সব শ্রীসম্পদ —সমস্ত বসুধা যাহা
শাসিত আমার,
এই সব অস্ত্রচয়, নৃপতির চিহ্ন এই
মুকুট মাথার,
সমর্পিনু তব পদে কুশিক-নন্দন
অনুগ্রহ করি' এবে করহ দর্শন।

(পদতলে পতিত হইয়া উত্থান ও সহর্ষে স্বগত) বহু পরিশ্রমে যে রাজ্যভার এতদিন বহন করেচি, সৌভাগ্যক্রমে আজ তা সফল হল। (সানন্দে)

মুনির যে মন্যু আমি
বজ্র বলি' ভেবেছিনু মনে
কুসুম-মাল্যের সম
পড়ে মোর মস্তকে এক্ষণে।

ভগবতি বসুন্ধরে! তোমাকে স্পর্শ করে' এই কথা আমি বল্‌চি :—

লোক-ধাত্রী দেবি ওগো! সূর্য্যবংশী নৃপতিরা
যশের সহিত তোমা
করিল রক্ষণ ;
দুর্লভ পাত্রের লোভে নির্দ্দয় হইয়া অতি
তোমারে যে করিনু গো
আমি বিসর্জ্জন,
তুই এক দুরাচারে তব কাছে অপরাধী
—মোরে তুমি কর এবে
ক্ষমা বিতরণ।

এখন তবে অযোধ্যায় গিয়ে, মহর্ষির নিকট যা প্রতিশ্রুত হয়েচি, তা সম্পাদন করি গে। পরে দক্ষিণা উপার্জ্জনের জন্য বারাণসী নগরেই যাওয়া যাবে। (প্রকাশ্যে) মহর্ষি! এখন এখান থেকে অযোধ্যায় গিয়ে কার্য্য শেষ করে', পরে ফিরে এসে দক্ষিণা উপার্জ্জনের জন্য বারাণসীতে আমি যাব —এখন আপনার অনুমতি লয়ে বিদায় হই।

বিশ্বা।—(আশ্চর্য্য হইয়া স্বগত) অহো! দুরাত্মার কি স্থৈর্য্য, কি মহানুভাবতা! রে দুরাত্মন্! কিরূপ তোর দান-বীরত্ব, শীঘ্রই তা' দেখা যাবে।

যাবৎ না দেখি আমি, রাজ্য হতে সত্য হতে
হয়েছিস্ তুই ওরে ভ্রষ্ট বিচলিত,
তাবৎ না হবে শান্ত এই তীব্র রোষানল
—তব দুরাচার হতে যাহা উদ্দীপিত।

(প্রকাশ্যে) রাজন্! তাই হোক! তাতে আর আপত্তি কি?

[প্রস্থান।

ইতি দ্বিতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় অঙ্ক

(বীভৎস-বেশে পাপ-পুরুষের প্রবেশ)

পাপ।—(বিকটরূপে পরিক্রমণ ও উচ্চ হাস্য করিয়া)

আরম্ভে মধুর আমি, আধি-ব্যাধি শোক-দুঃখ
আমি মাঝ-খানে ;
নরক-যন্ত্রণা বহু —নিদারুণ সুভীষণ—
আমি পরিণামে।

(সম্মুখে অবলোকন করিয়া, সভয়ে সরিয়া গিয়া) হা জননি! গেলেম, গেলেম! মলেম, মলেম! এই পোড়া নগরী—যার নামও আমি মুখে উচ্চারণ করতে পারিনে—আমাকে উচ্ছিন্ন করচে,—আমাকে বধ করচে। রোস্, এই তো প্রবেশপথ; কিন্তু এই নগরীকে আমি তো এখান থেকে দেখ্‌তে পাচ্চিনে। আচ্ছা, ভাল, আমি এখানে একান্তে বসে' থাকি। আমি যে জন্মান্তরসঞ্চিত মূর্ত্তিমান্ পাপ—আমাকে পরিত্যাগ করে' যারা এই নগরীর মধ্যে প্রবেশ করেচে, তারা যখন সেখান থেকে আবার বেরিয়ে আস্‌বে, তখন আবার আমি তাদের শরীরে গিয়ে সংলগ্ন হব।

নেপথ্যে।—

শিব-পদাম্বুজ-চিহ্ন এ মোর মাথায়
—এতদূর কৃপা দেব করেন আমায় ;
ভবানীরো পুত্র-প্রীতি আমার উপরে,
বহুশাস্ত্র-জ্ঞান, আর তপো-নিষ্ঠা তরে।
তবুও তো এই দেহ
স্নায়ু-অস্থি-গ্রন্থিময়
ত্বকেতে নিবদ্ধ হয়ে
জরজর অতিশয়।

প্রাক্তনের পরিণাম—প্রকৃতি-নিয়ম
সত্যই না পারে কেহ করিতে লঙ্ঘন।

পাপ।—(সগর্ব্বে) আঃ! দুরাচার হরিশ্চন্দ্র যদি এই নগরীর রাজা না হয়, তা হলে তো আমার হয়েই আছে। কে ও কথা কচ্চে? এ কি! ভগবান্ ত্রিলোচনের আসন্ন-পরিচারক ভৃঙ্গী যে এই দিকে আসচে দেখ্‌চি—এই বেলা তবে এখান থেকে সরে' পড়া যাক্।

[প্রস্থান।

(ভৃঙ্গীর প্রবেশ)

ভৃঙ্গী।—"শিব-পদাম্বুজ-চিহ্ন"—ইত্যাদি। (চিন্তা করিয়া) তা না হলে, দেব কেন হরিশ্চন্দ্রেরও দশা-বিপর্য্যয়ের কথা দেবীর কাছে বল্‌বেন?

অদ্ভুত চরিত যাঁর মহাদেব যখন গো
করেন বর্ণনা,
বলিতে বলিতে তাঁর পুলকে বিচ্ছিন্ন হয়
অঙ্গ-ভস্ম-কণা।
ভুরু দুটি তুলি' ঊর্দ্ধে,
ত্রিনয়ন করি' বিস্ফারিত,
নাড়েন মস্তক তাঁর
—অর্দ্ধ-ইন্দু হয় বিচলিত।

এখন সেই হরিশ্চন্দ্র বারাণসী নগরে প্রবেশ করবেন—তাই দেব শশাঙ্ক-শেখর ও ভবানী উভয়েই পর্য্যুৎসুক হয়ে আছেন। আমিও তবে ভগবানের পূজা শেষ করে' সজ্জিত হয়ে থাকি।

[প্রস্থান।

ইতি প্রবেশক।

(সচিন্তভাবে রাজার প্রবেশ)

রাজা।—

প্রীতি-ভরে দান করি' এই পৃথ্বী দ্বিজোত্তমে
হইয়াছে সুপ্রসন্ন এবে মোর মন ;
কিন্তু উদ্‌বিগ্ন পুন, দৈব-কৃত সেই ঋণ
—মহতী দক্ষিণা কথা করিয়া স্মরণ।
কর্ত্তব্য নহে মোর
তাঁর রাজ্যে ধনার্জ্জন করা ;
তাই সে শম্ভুর স্থান
—যাহা নহে এই বসুন্ধরা—
সেই বারাণসীধামে করিয়া গমন
করিতে হইবে এবে দক্ষিণা অর্জ্জন।

(সচিন্তিতভাবে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া) ওঃ! কি কষ্ট, কি কষ্ট!

দারা, পুত্র, নিজ দেহ —ত্যাগ-মধ্যে এই তিন
অবশিষ্ট আছয়ে এখন ;
আজি হল শেষ দিন, প্রতিজ্ঞা অপরিশোধ্য
মুনি তাহে অতীব কোপন।
না শুধি' ব্রাহ্মণ-ঋণ
এ জীবন ত্যজি বা কেমনে,

কর্ত্তব্য-বিমূঢ় হয়ে
সব শূন্য দেখি যে নয়নে।

(সম্মুখে অবলোকন করিয়া সহর্ষে) এ কি ! এই যে বারাণসী। ভগবতি বারাণসি ! তোমাকে নমস্কার। (চিন্তা করিয়া সবিস্ময়ে)

যাহারে কামনা করে সেই সব বেদাধ্যায়ী
ব্রহ্মনিষ্ঠ সন্ন্যাসী সজ্জন
—শম-দম-অবিরোধী ব্রহ্মচর্য্য তপস্যাদি
যারা সবে করিয়া সাধন
নাশিয়াছে মোহ-তম ; দেহান্ত-সময়ে যেথা
মুক্তি-জ্ঞান-কথা হয় শোনান সবায় ;
প্রাণ-ত্যাগ হ'লে পরে জীবের পুনর্জ্জন্ম
আর কভু না ঘটে যেথায়।

অপিচ :—

দৃঢ় ভব-পাশ হতে
জীব মুক্ত হয় গো হেথায় ;
হেথায় ব্রহ্মার শির
হর-হস্ত হতে পড়ি' যায় ;
নাহি ত্যজি' সেই পাপ তবু তাহা হতে মুক্ত
হৈলা ভগবান্ ;
বারাণসী-ক্ষেত্রে তাই পত্নীর সহিত তাঁর
চির-অধিষ্ঠান।

যাই—এখন মুনির ঋণ হতে কোন উপায়ে আমাকে মুক্ত হতে হবে। (চিন্তা করিয়া)

কুবেরে করিয়া জয়
করিব কি ধন আহরণ ?
আমা সম ত্যক্ত-শ্রীর
জয়েই বা কি ফল এখন ?
ভিক্ষা-দৈন্য—সুলভ সে দ্বিজাতির মাঝে,
ক্ষত্রিয় হইয়া ভিক্ষা নাহি মোর সাজে।
মূল ধন না থাকিলে বাণিজ্য না হয়,
নির্ধনের কিসে হবে ধনের সঞ্চয় ?
সবেতেই কালাপেক্ষা হয় প্রয়োজন,
কিন্তু অপেক্ষিতে হেথা আমি যে অক্ষম।

আমার মত হতভাগ্য এখন তবে কি করবে ? (উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া সহর্ষে) হয়েছে ! আমি এখন স্বয়ং :—

পালিব শাশ্বত সত্য
আপনারে করিয়া বিক্রয়,
সত্য অরক্ষিত হলে
অরক্ষিত রহে লোক-দ্বয়।

(মনস্থির করিয়া) দেবী দীর্ঘপথ চলে' শ্রান্ত হয়ে বৎস রোহিতাশ্বের জন্য অপেক্ষা করচেন ? তিনি না আস্‌তে আস্‌তেই—আমি ততক্ষণ আমার কাজটা শেষ করি। (ঊর্দ্ধে অবলোকন করিয়া) এ কি ! সূর্য্যদেব যে মধ্যাহ্নে আরোহণ করেচেন দেখচি।

তপনের তীক্ষ্ণ তাপ প্রচণ্ড কৌশিক-সম
ঘোরতর করিছে দহন।
চারিদিকে পথ সব —এ মোর মানস-সম—
সেই তাপ করিছে বহন।
এ ছায়ারো—দৈব-বশে— দেখ এবে দীন দশা,
তাই ছায়া, দেবীর মতন
শ্রান্ত-ক্লান্ত-দেহ হয়ে তরুদের তলে আসি'
করিয়াছে আশ্রয় গ্রহণ।

প্রতিশ্রুত দক্ষিণার সময় তো আসন্ন—অথবা হরিশ্চন্দ্রেরই আসন্নকাল উপস্থিত। হায় হায় ! এই হতভাগ্যের সর্ব্বনাশ হল। (ভূতলে পতন—পরে উত্থিত হইয়া হতাশভাবে) হতভাগ্য হরিশ্চন্দ্র !

ওরে শঠ ! পূর্ব্বে তুই দ্বিজোত্তমে দক্ষিণার
দিইয়া বচন,
না পূরণ করি' তা, না করিয়া পরিশোধ
ব্রাহ্মণের ধন,
সত্য হতে ভ্রষ্ট হয়ে কোথায় এখন তুই
করিস্ গমন ?

এখন তবে বণিক-বীথিতে উপস্থিত হয়ে, আমার কাজটা শেষ করি ; সেই মুনি এখনি এসে পড়বেন। (সত্বর পরিক্রমণ করিয়া একান্তে অবস্থান)

(কুপিত কৌশিক বিশ্বামিত্রের প্রবেশ)

কৌ।—

হস্তগত বিদ্যা-নাশে
বৃদ্ধি হয় মোর যেই ক্রোধ
দুর্ব্বুদ্ধি সে রাজার
শিষ্টাচারে হয় তার রোধ।
বৃষ্টি-ধারা-সিক্ত বনে শুষ্ক ইন্ধনের মাঝে
অগ্নি যথা জ্বলে বেগ-ভরে

—সেইরূপ আমারেও দহিতেছে কোপানল
গূঢ়ভাবে থাকিয়া অন্তরে।

(সক্রোধে) রে দুরাত্মা হরিশ্চন্দ্র!

যাবৎ না দেখি তোরে রাজ্য-সম সত্য হতে
হলি বিচলিত
তাবৎ শোন রে বলি— কিছুতেই মোর ক্রোধ
হবে না শমিত।

(দেখিয়া সবিস্ময়ে) এই যে, সেই দুরাত্মা—অথবা মহাত্মা—এইখানেই উপস্থিত। আচ্ছা, এইবার নিকটে যাই। (তথা করিয়া সক্রোধে) এখনও আমার সুবর্ণ-দক্ষিণাটা পেলেম না?

রাজা।—(সভয়ে) এ কি! মহর্ষি! অভিবাদন করি।

কৌ।—(সক্রোধে) ধিক্ অনার্য্য! কি?—এখনও অলীক মিষ্ট কথায় আমাকে বঞ্চনা করতে চাস্?

রাজা।—(হাতে কান ঢাকিয়া) মহর্ষি! মার্জ্জনা করুন! মার্জ্জনা করুন!

কৌ।—(সক্রোধে) রে দুরাত্মন্! তুই কেবল অলীক দান করে' আপনার পৌরুষ প্রকাশ করেচিস্?—রোস্—রোস্।

পূর্ণ হইলেও মাস দক্ষিণা আমারে তুই
না করিলি দান।
শুদ্ধ মিষ্ট বাক্য লয়ে হইয়াছিস তুই এবে
হেথা অধিষ্ঠান?
প্রতিশ্রুত ধন তুই না করিলি দান মোরে,
হ'ল তাই ক্রোধ মোর
পুনঃ প্রজ্বলিত;
ঘোর শাপানল মোর হইয়া বিমুক্ত এবে
এখনি রে তোর পরে
হবে নিপতিত।

(শাপ-জল গ্রহণ)

রাজা।—(সভয়ে পদতলে পতিত হইয়া) মহর্ষি! প্রসন্ন হোন্, মার্জ্জনা করুন, মার্জ্জনা করুন!

সূর্য্যাস্ত-কাল-পূর্ব্বে যদি না শুধি গো আমি
দক্ষিণার ঋণ,
দিও শাপ, কোরো বধ— যাহা ইচ্ছা তব, আমি
তোমারি অধীন।

মহর্ষি! প্রসন্ন হোন্—আমি এখনি বণিক্-বীথিতে যাচ্চি।

কৌ।—(শাপ-জল পরিহার করিয়া) আচ্ছা, তুমি সেইখানে গিয়েই দিও।—আমি দ্বিতীয় স্নান সমাপন করে' এখনি আস্‌চি।

[প্রস্থান।

রাজা।—(হতাশভাবে স্বগত) অহো!

ইহলোকে পরলোকে একমাত্র যাহা অতি
ভয়ের কারণ
—ধিক্ ধিক্ সেই ঋণে —পরিণামে ফল যার
অতীব ভীষণ;
যে না দেখিয়াছে কভু "মহাজন"-ক্রুদ্ধ মুখ
—সেই মহাজন।

(পরিক্রমণ করিয়া সহর্ষে দেখিয়া) এই যে বণিক্-বীথি। (মস্তকে তৃণ দিয়া ধৈর্য্য-সহকারে) ওগো সাধুগণ!

কোন কার্য্য-অনুরোধে
অন্য কোন না দেখি' উপায়,
লক্ষ সুবর্ণের পণে
বিকাইব আমি আপনায়।

অতএব আপনারা আমাকে গ্রহণ করুন। (প্রকাশ্যে) কি বল্‌চেন?—কেন আমি এই দারুণ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েচি, এই কথা জিজ্ঞাসা করচেন?—এ কথা কেন পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসা করচেন?—এর উত্তরে এইমাত্র বল্‌তে পারি—বিচিত্র এ সংসার। (অন্যত্র গিয়া পুনর্ব্বার "কোন কার্য্য অনুরোধে" ইত্যাদি) (আকাশে) কি বল্‌চেন?—আমার কিরূপ শক্তি, আমার কি কর্ম্ম, কি বিষয় আমি জানি—এই জিজ্ঞাসা করচেন? (স্মরণ করিয়া)

যে আদেশ করিবেন প্রভু গো আমারে
পালন করিব তাই আমি অবিচারে।
প্রভুর আদেশ-বাক্য না করা লঙ্ঘন
—ইহাই ভৃত্যের পক্ষে পরম ধরম।

(শুনিয়া) কি বল্‌চেন?—"বড় বেশী মূল্য হয়েছে, আর কিছু বল"—এই কথা বলচেন? (খেদ-সহকারে) ওগো সাধুগণ, আমরা এক কথার

লোক—পুনঃপুনঃ বলতে জানি না—আচ্ছা, আপনি তবে যান।

(পুনর্ব্বার অন্যত্র যাইয়া "কোন কার্য্য অনুরোধে" ইত্যাদি)

নেপথ্যে।—নাথ! অত স্বার্থপর হয়ো না। এই মন্দভাগিনীকে প্রথমে সুখের ভাগিনী করে' এখন কেন তাকে সে ভাগ দিতে পরাঙ্মুখ হচ্চ বল দিকি?

রাজা।—(অপ্রতিভ হইয়া) এ কি! দেবী এসেচেন যে! তবে, আর অভিলাষ পূর্ণ হল না।

(বালক পুত্রের সহিত শৈব্যার প্রবেশ)

শৈ।—(পুর্ব্বোক্ত কথা বলিয়া মন্দমন্দ পরিক্রমণ করত) আপনারা আমাকে ক্রয় করুন। যা বলা হয়েছে, তার অর্দ্ধমূল্য পণে এই দাসীকে ক্রয় করুন।

বালক।—আপনারা আমাকেও ক্রয় করুন।

রাজা।—(দীর্ঘ উষ্ণ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া স্বগত) ওঃ! কি কষ্ট! কি কষ্ট!

বৃষ্টি-ধারা-বিন্দু যথা তৃণাগ্রে তরল
—ত্যজিয়াছে লক্ষ্মী মোরে হইয়া চপল।
সখারাও ত্যজিয়াছে
অশ্রুসিক্ত করুণ আননে,
পাই নাই সান্ত্বনা তো
প্রজাদেরও আশ্বাস-বচনে।
দারা-পুত্র এবে দেখ
করিতেছে নিজেরে বিক্রয়
—ইহা দেখি' তবু তো গো
না ফাটিল এ ক্রূর হৃদয়;
তাই মনে ভাবি, ইহা
বজ্র-সারে গঠিত নিশ্চয়।

শৈ।—(আকাশে কর্ণপাত করিয়া) আপনারা কি বলচেন? কি নিয়মে আমি কাজ করব—এই জিজ্ঞাসা করচেন? পর-পুরুষের ভজনা, আর পরোচ্ছিষ্ট ভোজন—এই দুইটি করতে পারব না, এ ছাড়া আর সব কাজই করব;—এই আমার নিয়ম। কি বল্‌চেন? কে আমাকে এই নিয়মে ক্রয় করবে—এই কথা বল্‌চেন? তবে যান, আপনাদের তা হলে আমাকে নিয়ে কোন কাজ হবে না। আচ্ছা, কোন দ্বিজবর দীন-বৎসল সাধু সজ্জন আমাকে বোধ হয় ক্রয় করবেন।

(উপাধ্যায় ও বটুর প্রবেশ)

উপা।—বৎস কৌণ্ডিন্য! সত্যই কি বাজারে দাসী বিক্রয় হচ্চে?

বটু।—আমি কি উপাধ্যায় মহাশয়কে মিথ্যা কথা বলচি?

উপা।—আচ্ছা, তবে সেইখানেই যাওয়া যাক।

বটু।—যে আজ্ঞে! আসুন উপাধ্যায় মহাশয়, আসুন।

উপা।—(পরিক্রমণ পূর্ব্বক দেখিয়া সবিস্ময়ে) আহা! কি সুন্দর এই পণ্য-বীথিকা!

সুবর্ণের রাশি দেখি'
মনে হয় সুমেরুর খনি;
হেরিয়া ও-রত্ন-রাশি
মনে হয় সিন্ধু-বেলা-ভূমি;
নব ঘন-সম সব
মত্ত হস্তী হেরিয়া নয়নে,
দেখিতেছি বিন্ধ্যাচল
—এইরূপ যেন হয় মনে।
এ বিপণি-কল্পলতা
—ধরিয়াছে পল্লব-অংশুক
দেখিয়া কার না মন
লোভ-বশে হয় গো উৎসুক?

বটু।—উপাধ্যায়-মহাশয়! ঐ যেখানে খুব লোকের ভীড় হয়েচে, ঐ বোধ হয় বাজার; ঐখানে আপনাকে যেতে হবে। (নিকটে গিয়া) মহাশয়রা, সরে' যান্‌, সরে' যান্‌।

শৈ।—(বিহ্বল হইয়া) আপনারা আমাকে ক্রয় করুন। (ইত্যাদি)

বাল।—আমাকেও।

উপা।—(দেখিয়া সবিস্ময়ে) এই কি সেই দাসী? ওগো! তুমি কি নিয়মে কাজ করবে বল দিকি?

শৈব্যা।—পরপুরুষ ভজনা ও পরোচ্ছিষ্ট ভোজন—এ ছাড়া আর সব কাজই করব।

বাল।—আমিও।

উপা।—(সহর্ষে)—তোমার কাজের নিয়ম বড়ই উত্তম। আচ্ছা, এই নিয়মেই আমার গৃহে থাকো। দেখ, আমার পত্নী অগ্নি-সেবায় সর্ব্বদা

নিযুক্ত থাকায় গৃহের কাজ ভাল করে' তত্ত্বাবধান করতে পারেন না। আচ্ছা, এই সুবর্ণ নেও।

শৈব্যা।—(সহর্ষে) যে আজ্ঞে, অনুগৃহীত হলেম।

উপা।—(অনেকক্ষণ দেখিয়া সবিস্ময়ে স্বগত)

মাথায় ঘোমটা দেওয়া, সহজ লজ্জার বশে
আনত শরীর ;
গমন মন্থর অতি চরণের অগ্রভাগে
দৃষ্টি রহে স্থির ;
মৃদুমন্দ সুমধুর অল্প কথা কয়,
অঙ্গনার উচ্চকুল ইথে ব্যক্ত হয়।

(সচিন্তভাবে) যার এরূপ আকার-প্রকার, তার অবস্থান্তর হওয়াটা ঠিক নয়। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করা যাক্। (প্রকাশ্যে) ওগো, তোমার স্বামী কি জীবিত ?

রাজা।—(নিশ্বাস ফেলিয়া স্বগত) জীবিত পত্নীর এই অবস্থান্তর চক্ষে দেখে সে কি আর জীবিত থাক্‌তে পারে ?

উপা।—তিনি কি নিকটে আছেন ?

শৈব্যা।—(সাশ্রু-নয়নে রাজাকে অবলোকন)

উপা।—(দেখিয়া সবিস্ময়ে) কি !—ইনিই এর স্বামী ! (অনেকক্ষণ দেখিয়া সখেদে)

বৃষ-সম স্কন্ধ যার, মত্তহস্তি-শুণ্ড-সম
যার স্থূল দীর্ঘ ভুজদ্বয়,
বিশাল যাহার বক্ষ, ভুবন-রক্ষণ-কার্য্যে
সে তো হবে সক্ষম নিশ্চয়।
যে মস্তকে চূড়ামণি উচিত ভূষণ গণি
—তাহে কি না দেখি তৃণচয় !
কিরূপে ঘটিল ইহা ? —অহো ! প্রতিকূল বিধি
কার পরে না হয় নির্দ্দয় ?

(নিকটে গিয়া সাশ্রুলোচনে) মহাত্মন্ ! আমাকে আপনার দুঃখের ভাগী করুন। বলুন, কি জন্য আপনি এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েচেন ?

রাজা।—(চিন্তা করিয়া বিহ্বল-ভাবে স্বগত) এই সাধু লোকটির বাক্য অন্যথা করা উচিত হয় না। (প্রকাশ্যে) দেখুন সাধু ! সবিস্তারে বল্‌বার এ দেশকাল নয়। তাই, সংক্ষেপে বল্‌চি, শুনুন। ব্রাহ্মণের ঋণে পীড়িত হয়ে আমি এই কাজে প্রবৃত্ত হয়েচি। এর পর, আর অধিক বল্‌তে আমাকে অনুরোধ কর্‌বেন না।

উপা।—সেই জন্য এই ধন দিচ্চি, গ্রহণ করুন।

রাজা।—(কর্ণে হাত দিয়া ঢাকিয়া) আমাদের মত লোকের এই ব্রাহ্মণ-বৃত্তি নিষিদ্ধ। আমার প্রতি যদি আপনার অনুকম্পাই হয়ে থাকে, তা হলে আমাকে মূল্যের হিসাবে ধন দান করুন।

শৈব্যা।—(ভয়-ব্যস্তভাবে নিকটে আসিয়া সবিনয়ে অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া) মহাশয়, আমি আপনার কাছে প্রথমে এসেছিলেম, আমাকে ছেড়ে আর কাউকে গ্রহণ করবেন না। আমাকে অনুগৃহীত করুন, আমি আপনার শরণাগত হয়েচি।

উপা।—(সাশ্রুলোচনে) ওগো !

এ লক্ষার্দ্ধ স্বর্ণমুদ্রা তোমাদের উভয়েরে
করিতেছি দান,
পরস্পরে যুক্তি করি' যাহা ভাল বুঝ তাই
করহ বিধান।

(ধন অর্পণ)

শৈব্যা।—(গ্রহণ করিয়া সহর্ষে) আ, কি সৌভাগ্য ! নাথের প্রতিজ্ঞাভার এখন অর্দ্ধমাত্র অবশিষ্ট রইল, আমিও কৃতার্থ হলেম।

উপা।—(স্বগত) এঁদের এই বিহ্বলাবস্থা অবলোকন করাটা আমার উচিত হয় না।

(প্রস্থানোদ্যত)

শৈব্যা।—মহাশয় একটু অপেক্ষা করুন—আমি আমার স্বামীকে ভাল করে' একবার দেখে নি।

উপা।—এই কৌণ্ডিন্য এইখানে রইলেন।

[প্রস্থান।

শৈব্যা।—(রাজার বস্ত্রাঞ্চলে সুবর্ণ বাঁধিয়া দিয়া) নাথ ! এই দ্বিজবরের দাসী হতে আমাকে অনুমতি দেও।

রাজা।—(বিহ্বল হইয়া) আমি আর কি অনুমতি দেব—প্রবল বিধিই অনুমতি দিচ্চেন। (তিরস্কার সহকারে স্বগত) হতবিধে !

দেবী-পদ দিয়া এঁরে পরগৃহদাসী পুন
করিলে এখন ;
চূড়ার রতন যে গো —তাহারে করিলে তুমি
চরণাভরণ ?

(অতীব করুণভাবে) ওঃ, কি কষ্ট !

বিধি-হত মন্দবুদ্ধি এ জনের দারাসুত
হইয়া বিক্রীত
সবিতারো শুভ্রমুখ এই কলঙ্কেতে ম্লান
হইল নিশ্চিত।

(মনস্থির করিয়া প্রকাশ্যে) প্রিয়ে !

সশিষ্য ব্রাহ্মণ এই
তব সেব্য জানিবে গো মনে ;
তাঁর পত্নীরেও তুমি
পরিচর্য্যা করিবে যতনে।
প্রাণেরে করিবে রক্ষা,
শিশুটিরে করিবে পালন ;
যে আজ্ঞা করিবে দৈব
হবে তাই করিতে সাধন।

শৈব্যা।—তাই করব।

(প্রস্থানোদ্যত হইয়া রাজাকে দেখিয়া বিহ্বল-চিত্ত)

বটু।—(সক্রোধে) এসো গো এসো, উপাধ্যায় অনেক দূরে চলে' গেছেন।

শৈব্যা।—(অনুনয়-সহকারে) একটু অপেক্ষা করুন—আমি নাথের মুখখানি ভাল করে' একবার দেখে নি।

রাজা।—(বিহ্বল হইয়া) প্রিয়ে ! ক্ষান্ত হও, ব্রাহ্মণের কষ্ট হচ্চে।

শৈব্যা।—(রাজাকে দেখিতে দেখিতে ধীরে ধীরে পরিক্রমণ)

বালক।—বাবা ! মা কোথায় যাচ্চে ?

রাজা।—(সখেদে) যেখানে তোর পিতার কলত্র দাসী হয়ে যাচ্চে, সেইখানে।

বালক।—ওরে বটু !—মাকে তুই কোথায় নিয়ে যাবি ?

বটু।—(সক্রোধে) দূর হ, গর্ভদাস ! (ঠেলিয়া ফেলিয়া দেওন)

বালক।—অধর-ভঙ্গী-সহকারে পিতা-মাতাকে দর্শন)

উভয়ে।—(সাশ্রু-লোচনে অবলোকন)

রাজা।—ওগো ব্রাহ্মণ ! শিশুর অপরাধ ধরতে নেই —আপনার এরূপ করাটা ভাল হয় নি। (বালককে উঠাইয়া শির আঘ্রাণ ও আলিঙ্গন এবং বিহ্বলভাবে)

ওরে বাছা ! কোপ-ভরে
অধরোষ্ঠ করি' বিস্ফুরণ
দেখিছ কি এ পাপীর
মায়াহীন নিষ্ঠুর আনন ?
মাংসাশী নিকৃষ্ট জীব
—নিজ বৎস প্রিয় নহে যার—
তারো তবু পত্নী প্রিয়,
আমি দেখ উভয়ের বার।

তবে এই চণ্ডালের পিছনে পিছনে কেন আস্‌ছিস্ বল্—তোর মায়ের সঙ্গে যা। (বিহ্বল হইয়া)

শৈব্যা।—নাথ ! এই হতভাগিনীর উপর দয়া করে' মহর্ষি কি একটু কাজের শৈথিল্য করবেন না ? (বালককে লইয়া পরিক্রমণ)

(কৌশিক বিশ্বামিত্রের প্রবেশ)

কৌ।—আঃ ! এখনও আমার দক্ষিণাটা দিলে না ?

রাজা।—(শুনিয়া সভয়ে উঠিয়া) মহর্ষি ! এখন এই অর্দ্ধেক গ্রহণ করুন।

কৌ।—আঃ ! অর্দ্ধেকে কি হবে ? যদি আপনি প্রতিশ্রুত দক্ষিণা আপনার দেয় মনে করেন, তা হলে সমস্তই দিন।

নেপথ্যে।—

ধিক্ তপে, ধিক্ ব্রতে ধিক্ জ্ঞানে, ধিক্ তব
পাণ্ডিত্যে শুনো গো ব্রাহ্মণ !
হরিশ্চন্দ্রের যবে এই শোচনীয় দশা
করিলে গো তুমি সংঘটন ॥

কৌ।—(শুনিয়া সক্রোধে) আঃ ! কে আবার ধিক্ শব্দে আমাকে তিরস্কার করচে ? (ঊর্দ্ধে অবলোকন করিয়া) এই যে বিমানচারী বিশ্ব-দেবতারা এখানে উপস্থিত। (সক্রোধে কমণ্ডলু জল স্পর্শ করিয়া শাপ-জল গ্রহণ করিয়া) ওরে আত্মজ্ঞান-বর্জ্জিত ক্ষত্রিয়-পক্ষ-পাতী ক্ষুদ্রেরা—তোদের ধিক্ !

তোমরা যে পঞ্চজন —ক্ষত্রকুলে তোমাদের
হইবে জনম।
তবু দ্রোণাচার্য্য-সুত তোমাদের কুমারেরে
করিবে হনন॥

(পুনর্ব্বার ঊর্দ্ধে অবলোকন করিয়া সহর্ষে) এই যে !

মম দৃষ্টিপাতে ওরা
ভয়ত্রাসে হইয়া কম্পিত
ঘণ্টানাদী রথ হতে
ব্যোমগর্ভে হতেছে স্খলিত ;
কিরীটের কোণগুলি
ধ্বজ-পটে আছে লগ্ন হয়ে,
কুণ্ডল পড়েছে খসি',
অধোমুখে এইরূপে ভয়ে
নভঃ-পথে ইতস্ততঃ
কে কোথায় পলাইছে ধেয়ে।

রাজা।—(ঊর্দ্ধে অবলোকন করিয়া সভয়ে) অহো! এঁর কি তপঃ-প্রভাব! এই তপ-প্রভাব-বশতই হরিশ্চন্দ্র যে কষ্ট পাবে, তাতে আর আশ্চর্য্য কি! দেখুন মহর্ষি! আমার কথার আর অন্যথা হবে না।

লহ এই অর্থ যাহা উপার্জ্জিনু বিকাইয়া
বনিতা তনয় ;
বাকি অর্দ্ধ দিব আমি চণ্ডালেরে নিজ দেহ
করিয়া বিক্রয়।

কৌ।—(সক্রোধে) অর্দ্ধে কি হবে, প্রতিশ্রুত সমস্ত অর্থ একেবারেই দিতে হবে।

রাজা।—ওগো সাধুগণ! "কোন কার্য্য-অনুরোধে" ইত্যাদি।

(চণ্ডাল-বেশে অনুচরের সহিত ধর্ম্মের প্রবেশ)

ধর্ম্ম।—(স্বগত)

আমা হতে ত্রিভুবন হতেছে রক্ষিত,
সত্য করে মোরে রক্ষা ত্রিলোক-সহিত।
এ রাজার সত্য তাই পরীক্ষা করিতে
চণ্ডালের দেহ ধরি' এনু অবনীতে।

(অনেকক্ষণ ধ্যান করিয়া সবিস্ময়ে) ধ্যান করে' দেখ্‌চি, রাজর্ষি হরিশ্চন্দ্রের সমতুল্য আর কেহই নাই। আচ্ছা, তাঁর কাছেই তবে যাওয়া যাক্। (পরিক্রমণ করিয়া প্রকাশ্যে) ওরে সারমেয়! অর্থের প্যাঁট্‌রাটা সঙ্গে নিয়েচিস্ তো?

অনুচর।—মহত্তর! আপনি কি সুবর্ণাগার করবেন—না সুরাপান করবেন?

ধর্ম্ম।—ওরে! এ সব জিজ্ঞাসায় তোর কি প্রয়োজন? (পরিক্রমণ)

রাজা।—("কোন কার্য্য-অনুরোধে" ইত্যাদি। চতুর্দ্দিকে অবলোকন করিয়া সখেদে) হায়, আমি কি হতভাগ্য! আমাকে কেহই কিনতে চায় না?—হায়! আমার দশা কি হবে? (মূর্চ্ছিত হইয়া পতন)

ধর্ম্ম।—(শুনিয়া দেখিয়া স্বগত) কি! এই মহাত্মা ব্যক্তি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে' আছেন? আচ্ছা, এইরূপ করা যাক্ (ব্যস্তসমস্তভাবে নিকটে আসিয়া প্রকাশ্যে) ওরে ওঠ্! আমিই তোকে কিনব—যে সুবর্ণ-মূল্য চাচ্চিস্, এই নে।

রাজা।—(সহর্ষে উঠিয়া) ওগো সাধু! আচ্ছা, নিয়ে এসো ; (দেখিয়া সবিষাদে) বাপু! তুমি আমাকে কিনতে চাচ্চ?

ধর্ম্ম।—হাঁ, আমিই তোমাকে কিনতে চাচ্চি।

রাজা।—আচ্ছা, আপনি কে বলুন দিকি?

ধর্ম্ম।—

সর্ব্ব-শ্মশানের ওগো আমি অধিপতি,
দণ্ডাধ্যক্ষ পুরুষের সুবিশ্বস্ত অতি।
বধ্যস্থানে নিয়োজিত করে গো যাহায়
—জানিবে গো আমি সেই চণ্ডাল-মশায়।

রাজা।—(আবেগ-ভরে নিকটে গিয়া কৌশিকের পদতলে পড়িয়া) মহর্ষি! প্রসন্ন হোন্—প্রসন্ন হোন্।

অঋণী হইব, বিপ্র! বরঞ্চ দাসত্ব তব
করিয়া স্বীকার ;
চণ্ডালের দাসত্ব করা দেখি নাই শুনি নাই
জীবনে আমার।

কৌশি।—ধিক্ মূর্খ ; তপস্বীরা নিজেই যে দাস ; তোমার দাসত্বে আমার কি কাজ হবে?

রাজা।—(সানুনয়ে) মহর্ষি যা আজ্ঞা করবেন, তাই করব।

কৌ।—শোনো বিশ্ব-দেবতারা, শোনো। যা আমি আদেশ করব, তাই তুমি করবে?

রাজা।—হাঁ, আমি করব।

কৌশি।—আচ্ছা, তা হলে এই ক্রেতার নিকটেই আত্ম-বিক্রয় করে' আমাকে সুবর্ণ দান কর।

রাজা।—(বিহ্বল হইয়া স্বগত) অহো হো! এখন উপায় কি? (প্রকাশ্যে) যে আজ্ঞে মহর্ষি! (চণ্ডালের নিকটে গিয়া) ওগো! স্বজাতি-শ্রেষ্ঠ! এই নিয়মে আমাকে ক্রয় কর।

চণ্ডাল।—কি তোমার নিয়ম?

রাজা।—শোনো:—

ভিক্ষান্নজীবী হয়ে তব স্পর্শ হতে দূরে
অবস্থিতি করিব গো আমি।
যাহা যাহা আদেশিবে অবিচারে করিব তা
রথ্যাম্বর-ধারী ওগো স্বামি!

উভয়ে।—(সপরিতোষে) ওরে! আচ্ছা, এই নিয়মই ভাল; এই নে সুবর্ণ। (দূর হইতে অর্পণ)

রাজা।—(গ্রহণ করিয়া সহর্ষে)

অঋণী হইয়া এবে ব্রাহ্মণের শাপ হতে
পেনু অব্যাহতি;
না হইয়া সত্যভ্রষ্ট চণ্ডালের দাসত্বও
শ্লাঘনীয় অতি।

(কৌশিকের প্রতি সানুনয়ে) মহর্ষি! এই সমস্ত ধন গ্রহণ করুন।

কৌশি।—(অপ্রতিভ হইয়া) সমস্ত ধনই দেবে?

রাজা।—(সানুনয়ে) মহর্ষি!—এই গ্রহণ করুন।

কৌশি।—(গ্রহণ করিয়া স্বগত) এর পর আমার আর কি বল্‌বার আছে?—এখন তবে যাই। (অপ্রতিভভাবে গ্রহণ)

রাজা।—(সবিনয়ে অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া) মহর্ষি! আমার কাল-বিলম্বের অপরাধ মার্জ্জনা করুন।

কৌ। আচ্ছা, মার্জ্জনা করলেম।

[প্রস্থান।

রাজা।—(চণ্ডালের নিকট গিয়া) ওগো স্বজাতি-শ্রেষ্ঠ!—(এই অর্দ্ধোক্তি করিয়া মুখ আবরণ) প্রভো! আজ্ঞা করুন, এখন কি করতে হবে?

ধর্ম্ম।—(সপরিতোষে স্বগত) এমন কাজ করতে হবে, যা' তুমি পূর্ব্বে কখন দেখনি, কিম্বা শোনো নি। (প্রকাশ্যে) ওরে! দক্ষিণ-শ্মশানে গিয়ে শবের বস্ত্রাদি আহরণের জন্য রাত-দিন জেগে থাকৃতে হবে। আমি এখন স্বগৃহে চল্লেম।

রাজা।—যে আজ্ঞে প্রভু!

[সকলের প্রস্থান।

ইতি তৃতীয় অঙ্ক।

চতুর্থ অঙ্ক

দৃশ্য—রাজপথ

(সচিন্ত রাজা ও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চণ্ডালদ্বয়ের প্রবেশ)

চণ্ডালদ্বয়।—আপনারা সরে' যান মহাশয়রা, সরে' যান; ইনি বধ্য নন। তবে আর এখানে কি দেখ্‌চেন? কি বল্‌চেন?—কে ইনি, কোথায় বা এঁকে নিয়ে যাওয়া হচ্চে—এই কথা জিজ্ঞাসা করচেন? ইনি একজন তপস্বী, আমার প্রভু-মহাশয়ের কাছ থেকে বহু সুবর্ণ গ্রহণ করে' তাঁর দাসত্ব স্বীকার করেছেন, তাই রক্ষণ-কার্য্যের জন্য এঁকে দক্ষিণ-শ্মশানে নিয়ে যাওয়া যাচ্ছে।

রাজা।—(নিঃশ্বাস ফেলিয়া স্বগত) কি কষ্ট! আমার বিপদ-পরম্পরায় আর শেষ নেই—উত্তরোত্তর আরও যেন দারুণ হয়ে উঠ্‌চে।

হইনু এখন আমি চণ্ডালের দাস,
করিতে হইবে ঘোর শ্মশানেতে বাস;
শব-গাত্র হতে বস্ত্র
হরিতে হইবে অবিশ্রান্ত
ঘটায়ে বিপদ এত
তবু দৈব না হইল শান্ত।

(শোক-সহকারে) কথায় যে বলে, দুঃখের দ্বারাই দুঃখ অন্তর্হিত হয়, সে ঠিক কথা। পূর্ব্বে দক্ষিণার ঋণের জন্য আমার মহা দুঃখ উপস্থিত হয়েছিল—এখন আবার এই দুঃখে সেই দুঃখ তিরোহিত হল। (বিহ্বল হইয়া)

কি নিমিত্ত করি শোক? —প্রজারা বন্ধুহারা
অনাথা বলিয়া?
—হইয়াছে ভৃত্যগণ অসহায়, সুবৎসল
প্রভু হারাইয়া?
প্রিয়া দ্বিজ-গৃহে দাসী তাই কি গো?—কিম্বা শিশু
বৎসের লাগিয়া?
কিম্বা চণ্ডালের গৃহে এ পাপ-জীবন
দাসত্বে নিযুক্ত—তাই শোকের কারণ?
(স্মরণ করিয়া সখেদে)
দুরারাধ্য তপোনিধি বিশ্বামিত্রে কোনরূপে
প্রসন্ন করিনু যবে
শুধি' তাঁর ধার

অমনি বটুটা আসি' শিশুরে ফেলিল ঠেলি'
—দেখিনু সে অশ্রুময়
মুখানি তাহার ;
তদবধি সেই দৃশ্য অন্তঃশল্য ব্রণসম
অন্তরে অন্তরে দহে
মোরে অনিবার।

চণ্ডালদ্বয়।—আপনারা সরে' যান ইত্যাদি।

রাজা।—(চিন্তা করিয়া সখেদে স্বগত) ওহো হো! কি কষ্ট! যখন দেখ্‌লেম :—

গুরু-ভক্তি-বশে যবে হয়ে ত্বরান্বিত অতি
রোষে রক্তবর্ণ-আঁখি সেই সে ব্রাহ্মণ
ভূমে নিক্ষেপিল বৎসে ;— মাতার অঞ্চল ধরি'
কাঁদিতে লাগিল শিশু ; দেবী গো তখন
অশ্রু-ছলছল-আঁখি কোনরূপে অশ্রু ধরি'
রহিল এ ক্রুর-পরে চাহি বহুক্ষণ।

(বিহ্বল হইয়া) হা দেবি !

যদি তুমি হও ওগো সূর্য্য-কুলোচিত বধূ
—শুভ্র চন্দ্রকুলে যদি তোমার জনম,
সুন্দরি! কেমনে বল আমা হেন ভস্ম-স্তূপে
ঘৃতাহুতি সম তুমি হইলে পতন ?

তা ছাড়া, রাজপুত্রি !
যে তুমি গো উপবনে নবমালিকার পুষ্পে
মালা গাঁথি হইতে গো শ্রান্ত,
সেই তুমি দাস্যবৃত্তি কেমনে করিবে বল
—অনভ্যস্ত তাহে যে নিতান্ত।

চণ্ডালদ্বয়।—ওরে! দক্ষিণ-শ্মশান কাছাকাছি হয়েছে, এইবার একটু তাড়াতাড়ি চল্‌।

রাজা।—(দেখিয়া ধৈর্য্য সহকারে) এই যে দক্ষিণ-শ্মশান !

এই শকুনির দল সুদূর গগন-তলে
অভ্যস্ত মণ্ডল-গতি করি' শতবার
পুচ্ছাগ্র তুলি ঊর্দ্ধে, নিশ্চল যুগল পক্ষ
স্থিরভাবে নভস্তলে করিয়া বিস্তার,
শব-মাংস-লোভবশে মুখ-গহ্বর হতে
বিগলিত লালা-রসে চঞ্চুপুট করিয়া পূরিত,
শব-দেহপরে আসি' বেগ-ভরে হতেছে পতিত।

(নেপথ্যে কলরব)

রাজা।—(কর্ণপাত ও অবলোকন করিয়া অহো! শ্মশানের কি বীভৎস রুদ্রভাব!

এই শৃগালের দল কর্ণ-কটু প্রতিধ্বনি
উঠাইয়া করিছে চীৎকার।
যেন বধ্য-দুন্দুভির অশিব নিষ্ঠুর বাদ্য
ঘোর-রবে ছায় চারিধার।
মড়ার মাথার খুলি তাপেতে ফুটিয়া উঠি'
তাহাতে মস্তিষ্ক সব হয় বিগলিত ;
তাহে অভিষিক্ত হয়ে স্তিমিত জটিল-অগ্র
এই সব হুতাশন হয় প্রজ্জলিত।

(সম্মুখে অবলোকন করিয়া) এই শবও স্পৃহণী বলে' আমার এখন মনে হচ্চে। বাপু শব সর্ব্বস্বাপহারী এই লোলুপ শ্বাপদকুল তোমা মাংস মনের সাধে উপভোগ করচে, তুমিই ধন্য।

মস্তকে বসিয়া কাক ঠোঁট দিয়া করে ভেদ
মুদিত নয়ন।
ওষ্ঠ-প্রান্তে বিনির্গত রসনাগ্র—শৃগাল তা'
করয়ে ভক্ষণ।
কুক্কুর করয়ে ছিন্ন উদরের অন্ত্রচয়,
গৃধ্রগণ তাহে ছিদ্র করে।
এই হিংস্র জীবগণ যা ইচ্ছা করে গো তাই
—শব ওগো! তোমার উপরে।

অহো! এই শরীর কি অসার!

সেই কটি, সেই বক্ষ, সেই মুখ, সেই নেত্র
সেই ভুরুদ্বয়
—সবই অপবিত্র এবে — রক্ত, বসা, মাংস, অস্থি
রস-লালাময় ;
—ভীরুদের ভয়প্রদ বিনীতাত্মা পণ্ডিতের
লজ্জার বিষয়।
তাই বলি, মূঢ় চিত্ত বিষয়ী অজ্ঞান!
কেন বৃথা এই দেহে ক্ষুদ্র অভিমান ?

চণ্ডালদ্বয়।—(সম্মুখে অবলোকন করিয়া) এই তুঙ্গ-তরু-কুহর-বাসিনী ভগবতী চণ্ডী কাত্যায়নীকে প্রণাম করি। (তথা করণ)

চণ্ড-মুণ্ড-খণ্ডিনী মহিষাসুর-মর্দ্দিনী
দেবি ওগো! নমস্তে নমস্তে!
ভগবতি কাত্যায়নি গজ-চর্ম্ম-আচ্ছাদনি !
রক্ষ মোরে চণ্ড শূল হস্তে॥

রাজা।—(চারিদিকে অবলোকন করিয়া সবিস্ময়ে) অহো! কাত্যায়নী দেখ্‌চি বীভৎস-উপচার-প্রিয়।

নির্মাল্য পচাধসা, মৃত-গো-মহিষ-কণ্ঠ
বিলম্বিত ঘণ্টা কণ্ঠে ধরে ;
ঠনঠ্‌ঠন ঠনঠ্‌ঠন্‌ ঘোরতর শ্রুতিকটু
শব্দে তার শ্রবণ বিদরে।
পঞ্চাঙ্গুলি-রক্ত-রেখা- -আলপনা বিরচিত
তলদেশে যার
হেন তরু-স্তম্ভে বসি' বলি-লুব্ধ বায়সেরা
করিছে চীৎকার।

(অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া প্রণাম-সহকারে)

প্রেত-গতি-বিধায়িনি! প্রেত-কায়া-বিলাসিনি!
—প্রিয় যার প্রেতের বিমান ;
প্রেতাস্থিতে আছ সাজি, ভৈরবী প্রেত-ভোজী
—তোমা আমি করি গো প্রণাম।

(নেপথ্যে কলরব)

রাজা।—(শুনিয়া) অহো! দিবাবসান হওয়ায় বিহঙ্গেরা স্বনীড়ের জন্য উৎসুক হয়ে, কলরব করতে করতে ঐ দেখ নানা দিক্‌ হতে উড়ে আসচে। (পশ্চিমদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) কি আশ্চর্য্য! দৈব-গতি কেহই অতিক্রম করতে পারে না।

গগনাঙ্গনের দীপ এই সেই রবি
—কালরূপ ভুজঙ্গের শিখা-মণি-চ্ছবি—
ক্ষণেক বাড়বানল-মূরতি ধরিয়া
দীনভাবে জলধিতে পড়িছে ঢলিয়া।

(চারিদিকে অবলোকন করিয়া সবিস্ময়ে)

সন্ধ্যা সে বধ্যার সম
—অস্ত্রাঘাত-শোণিত-রঞ্জিত ;
ম্লান সূর্য্যকর যেন
—স্বল্প অগ্নি চিতাঙ্গার-স্থিত ;
নর-অস্থি, তারা-রূপে
বিকীরিত রহে নভস্থলে ;
বিশদ নর-কপাল
সমুজ্জ্বল—যেন ইন্দু জলে ;
ঘন তমোধূম্রজাল —নিশাচররূপে যেন
ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়ায় ;
অখিল জগৎ হ'ল কাল-কাপালিকের এ
লীলা-ভূমি শ্মশানের প্রায়।

চণ্ডালদ্বয়।—(দেখিয়া) এই যে!

বধ্য-স্থানে বধ্য যথা করয়ে গমন,
তথা অস্ত যায় এবে অনন্ত তপন ;
চণ্ডালের দল যথা আসে বধ্য-স্থানে
—সেইরূপ তমোজাল হেথা আসি' নামে।

রাজা।—(চারিদিকে অবলোকন করিয়া আশ্চর্য্যের সহিত) এই শ্মশান-বৃক্ষগুলি এখন অতি গম্ভীর ভীষণ ভাব ধারণ করেছে।

উড়ি' আসি' তরুস্কন্ধে বিশাল কোটর-দ্বারে
পেচকেরা করিছে কূজন ;
পাখা-নাড়া দিয়া গৃধ্র করিয়া অস্ফুট রব
তরু-শিরে করে আগমন ;
শাখা-অগ্রে লম্বমান গলদঙ্গ শবদের
ঘন ঘোর বসা-গন্ধ করিয়া আঘ্রাণ,
শ্বসিয়া অনল-শিখা শৃগাল ক্রন্দন-রবে
ছাইতেছে সমস্ত এ ভীষণ শ্মশান।

একজন।—(জনান্তিকে) ওরে! এই দক্ষিণ-শ্মশানে নানা প্রকার বেতাল আছে, আয়, শীঘ্র এখান থেকে যাওয়া যাক।

অন্য।—চল, আমরা যাই।

উভয়ে।—(প্রকাশ্যে) ওরে, প্রভুর আজ্ঞা, তুই এই শ্মশানে ঘুরে ঘুরে বেড়াবি, আর এখানে থেকে সাবধানে কাজকর্ম্ম করবি।

রাজা।—(সহর্ষে) প্রভুর যা আদেশ, তাই করা যাবে।

(নেপথ্যে কলরব)

চণ্ডালদ্বয়।—(সভয়ে) মা গো! কি ঘোর নৈশ কলরব ; এইবার আমরা পালাই।

[প্রস্থান।

রাজা।—(স্তম্ভিতভাবে পরিক্রমণ করিয়া দেখিয়া) অহো! এই শব-স্থান কি বীভৎস-দর্শন!

পুরানো কূপের সম
গোলাকার কোটর-নয়ন ;
ক্ষুদ্র মাথা, উচ্চ নাসা,
বক্র দন্ত, বিকট বদন ;
শিরাময় জঙ্ঘাদ্বয়, বৃক্ষের কোটর-সম
নিম্ন উদর।

শিরাচ্ছন্ন সন্ধি-স্থান —হেন প্রেতগণ-বপু
অতি ভয়ঙ্কর।

(সকৌতুকে অবলোকন করিয়া) অহো! এই পিশাচেরা ক্রীড়াকলহেও খুব পটু দেখচি।

প্রেত-মাঝে কোন জন পিইতেছে ঘন রক্ত
অন্য হতে চষক কাড়িয়া;
জলজ্জিহ্ব অন্য প্রেত পর-বক্ত্র-বিগলিত
রক্ত পিয়ে চাটিয়া চাটিয়া।
শোণিতের কণা যাহা ঝরিয়া ঝরিয়া পড়ি'
ভূতলে গড়ায়
দীর্ঘগ্রীব প্রেত এক করে তাহা আস্বাদন
দীর্ঘ রসনায়।

(সকৌতুকে অবলোকন করিয়া বিস্মিত)

মূর্খদের পরিহাসের ন্যায় এই পিশাচদেরও কেলি-কৌতুক দেখে চিত্ত-মাঝে বিরুদ্ধ রসের সঞ্চার হয়।

কিবা সে মধুর মৃদু অঙ্গ-ভঙ্গী কামিনীর
—কটাক্ষ সুন্দর।
আর কিবা এই রুদ্র প্রলয়ের উল্কা-দ্যুতি
দৃষ্টি পরস্পর;
কিবা এই সুবিকট দন্তে দন্তে সংঘট্ট
জ্বলিত অনল সম চুম্বন-নিয়ম;
কিবা গাঢ় আলিঙ্গন —ঠকাঠক ঠকাঠক্
পঞ্জরে পঞ্জরে ঠেকি' শবদ বিষম।

(সদয়ভাবে অবলোকন করিয়া) ধিক্! এ দৃশ্য বড়ই বীভৎস!

চিতানল হতে মুণ্ড আকর্ষিয়া, সাধ করি'
তার মাঝে বাহু-অস্থিখানা,
ঠাণ্ডা করিবার তরে ফুৎকারি' প্রলয় বায়ে
গ্রাসয়ে সে মুণ্ড এক দানা।
আনন দগধ হয়
খাইতে গিয়া তা' লোভ-বশে;
সহিতে না পারি তাপ
উগরিয়া ফ্যালে অবশেষে।

(স্মরণ করিয়া) এদের জন্য কুতূহলী হয়ে আর কি হবে, প্রভুর আদেশমত শ্মশানের চারিদিকে ভ্রমণ করা যাক্। (পরিক্রমণ করিয়া দেখিয়া) অহো! নিশীথিনীর কি গভীর গাম্ভীর্য্য!

মুষ্টি-গ্রাহ্য অন্ধকার চারিদিকে দিগ্বিভাগ
করেছে বিলোপ;
চরণ-স্খলন হয় বিষম ভূমির পরে,
দৃষ্টি-হারা চোখ্।
নাহি অন্য কোন বর্ণ, অঞ্জনের গিরি হতে
অঞ্জন গলিত যেন বৃষ্টির ধারায়;
চারিদিকে একতানে একটি নিলীমা ঘোর
বিরাজ করয়ে যেন নিজ মহিমায়।

আচ্ছা, উচ্চৈঃস্বরে একবার আমি ডাক দিয়ে দেখি। কে আছ গো এখানে? শ্মশানাধিপতি আমার প্রভুর এই আদেশ, তোমরা সবাই শোনো:—

আমারে না জানাইয়া,
মৃতের কম্বল নাহি দিয়া,
কেহ না করিতে যাবে
শ্মশান-উচিত কোন ক্রিয়া।

তাই আজ হতে:—

যাহা বলিলাম আমি অবস্থিত হয়ে হেথা
তোমরা গো করিবে পালন;
না পারি সহিতে আমি প্রভুর আদেশ যদি
একটুকু হয় ব্যতিক্রম।
চতুর্মুখ দেবরাজ, বরুণ পবন-সম
থাকুক না যে কেন হেথায়,
তথাপি হইয়া তার ঘোরতর প্রতিদ্বন্দ্বী
এই বাহু যুঝিবে তাহায়।

এ কি! কেহই যে উত্তর দেয় না। আচ্ছা, অন্যত্র গিয়ে বলি। (পরিক্রমণ করিয়া) কে আছ গো এখানে?

নেপথ্যে।—আমি আছি গো।

রাজা।—(ধৈর্য্য-সহকারে) এই যে উত্তর দিচ্চে। আচ্ছা, এই শব্দের অনুসরণ করে' জানা যাক্, লোকটা কে। (পরিক্রমণ করিয়া নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া সবিস্ময়ে) এ কে?

খট্টাঙ্গ ধারণ করে,
ভস্মে অঙ্গ হয়েচে রঞ্জিত;
নর-অস্থি-অলঙ্কারে
রমণীয় কান্তি উদ্ভাসিত;
করে শোভে নৃ-কপাল
নৃ-করঙ্ক শোভে শিরোদেশে;

সাক্ষাৎ কি ভূতনাথ
আইলেন হেথা নিজ বেশে ?

(কাপালিকবেশে ধর্ম্মের প্রবেশ)

ধর্ম্ম।—আমি গো আমি।
অযাচিত-ভাবে আসি'
লোক-দ্বারে করি ভিক্ষাবৃত্তি,
নিস্তরঙ্গ পঞ্চেন্দ্রিয়
এবে মোর হয়েছে নিবৃত্তি।
সংসার মহাশ্মশান
—তাহারে গো করি' বিসর্জ্জন,
বীভৎস শ্মশানে এই
এবে দেখ করি বিচরণ।

(চিন্তা করিয়া) সেই ভগবান্ রুদ্র মহাব্রত সাধন করে' উচিত কাজই করেছিলেন। সংসার-বন্ধন-হীন স্বেচ্ছাচারীদের এই একমাত্র পবিত্র উৎকৃষ্ট পন্থা। কিন্তু :—

দিনে একবার ভিক্ষা, এক তপ, এক ক্রিয়া
—সহজ সে সব ;
কিন্তু গো আত্মার মাঝে অদ্বৈত আত্মারে দেখা
সেই তো দুর্লভ।

(চারিদিক অবলোকন করিয়া আশঙ্কার সহিত স্বগত)

আমা হতে হয় রক্ষা এ সব ভুবন ;
ভুবনে, ও মোরে সত্য করয়ে রক্ষণ।
পরীক্ষিতে এ রাজার সত্য সবিশেষ
আইনু হেথায় আমি ধরি' এই বেশ।

(চিন্তা করিয়া সবিস্ময়ে স্বগত) আশ্চর্য্য ! শোকগ্রস্ত রাজা হরিশ্চন্দ্রের চরিত্র দুঃখ-পরম্পরা ছাড়া আর কিছুই নয়। অথবা, মহাত্মাদের প্রকৃতিই এইরূপ। কেন না :—

সুখ কিম্বা দুঃখ, কিম্বা সেই মত কোন বস্তু
নিয়ত কি আছে এ জগতে ?
বিবেকের ধ্বংস-হেতু সুখ-দুঃখে বিজড়িত
হয় লোকে জীবনের পথে।
মহাত্মা লোকের হেথা আছে কোন মনোবৃত্তি
সর্ব্ব-বিজয়িনী
—যাতে সুখে সুখ বোধ কিম্বা দুখে দুঃখ বোধ
না হয় কখনি।

আচ্ছা, তাঁরই নিকটে যাওয়া যাক্। (পরিক্রমণ করিয়া ও দেখিয়া শ্লাঘা-সহকারে) এই যে সেই মহাত্মা—এইবার নিকটে যাই। (তথা করিয়া) রাজন্ ! সফল-মনোরথ হোন্ !

রাজা।—আপনি দেখচি একজন কঠোর-ব্রতী নিষ্ঠাচারী সাধু—আপনাকে স্বাগত-সম্ভাষণ করি।

কাপালিক।—আপনার নিকটে আমি ভিক্ষার্থী হয়ে এসেছি।

রাজা।—(লজ্জিত)

কাপা।—লজ্জিত হয়ো না; যোগ-দৃষ্টিতে আমি তোমার সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত আছি। তথাপি এরূপ অবস্থাতেও তোমার অভীষ্ট-দানে দারিদ্র্য নাই জান্‌বে। দেখ :—

সাধুগণ সাধ্যমত যে-কোন-প্রকারে করে
পর-উপকার, পর-হিত ;
অমাবস্যাতেও ইন্দু বনস্পতিরে কভু
রসদানে না করে বঞ্চিত।

তাই বল্‌চি, মনোযোগ দিয়ে শোনো।

রাজা।—বলুন, আমি মন দিয়ে শুন্‌চি।

কাপা।—
গুটিকা, অঞ্জন, বজ্র, দৈত্যাঙ্গনা, রসায়ন
ধাতু-বাদ আছে বিধি যত
—সে সব বেতাল-সিদ্ধি শোনো ওগো মহারাজ,
আছে মোর করতলগত।
তাই বলি, দেখ ভাবি' বিঘ্ন-আচ্ছাদনে যেন
এ সমস্ত না হয় আবৃত॥

অতএব, যাতে বিঘ্ন-সকল দূর হয়, তাই আপনি আদেশ করুন।

রাজা।—দেখুন সাধক ! যোগবলে আপনি তো জানেনই, আমার এই শরীর আমার অধীন নয়; তাই, যে কাজ আমার প্রভুর স্বার্থ-বিরোধী নয়, সেই কাজই আমি করতে পারি।

কাপা।—রাজন্ ! এ কাজে এমন কি আছে, যা আপনার প্রভুর স্বার্থবিরোধী ? দেখুন, আপনার আজ্ঞামাত্রেই আমার অভীষ্টসাধন হতে পারে। এই স্থানের অনতিদূরে সিদ্ধরসের একটি মহানিধি আছে, সেইটি হস্তগত করবার জন্যই আমার এই উদ্যোগ। আপনি এখানে সতর্ক

হয়ে থাক্‌বেন, দেখ্‌বেন, যেন বিঘ্ন-গুলি এসে আমার কাজের অন্তরায় না হয়।

[প্রস্থান।

রাজা।—(সগর্ব্বে চারিদিকে পরিক্রমণ করিয়া) দূর হ বিঘ্নেরা, আমাদের এই পরিসরের মধ্যে তোরা কখনই আস্‌তে পাবিনে।

নেপথ্যে।—যে আজ্ঞা রাজন্!

স্বয়ম্বরা শ্রেয় বিদ্যাগণ
হইয়াছে আজি মুক্তদ্বার,
সিদ্ধিগণ দিবে যাহা চাও;
কে লঙ্ঘিবে আদেশ তোমার?

রাজা। (সহর্ষে) কি আশ্চর্য্য! বিঘ্নেরা আমার কথা শুন্‌লে যে দেখ্‌চি; কি সৌভাগ্য! কি সৌভাগ্য!

(বিমানচারী বিদ্যাগণের প্রবেশ)

বিদ্যাগণ।—সহসা নিকটে আসিয়া) রাজন! হরিশ্চন্দ্র! তোমার কি সৌভাগ্য!

কৌশিক দারুণ মুনি যাহাদের তরে তিনি
করিলেন তব প্রতি ক্রূর আচরণ
সেই বিদ্যাগণ মোরা —তব বিপদের মূল—
হইয়াছি উপস্থিত হেথায় এখন।

রাজা।—(দেখিয়া সবিস্ময়ে স্বগত) কি?—বিশ্বামিত্রের মত উগ্রতপা ঋষিও যাঁদের বশ করতে পারেন নি, সেই ভগবতী ত্রিবিদ্যা কি এঁরা? (প্রকাশ্যে অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া) নমস্কার, ত্রিলোক-বিজয়িনী বিদ্যাদের নমস্কার।

বিদ্যাগণ।—রাজন্। আমরা আপনার অধীন, যা ইচ্ছা আমাদের আজ্ঞা করুন।

রাজা।—ভগবতীগণ! যদি আমাকে আপনাদের অনুগ্রহ-পাত্র বলে' মনে করে' থাকেন, তা হলে আমার প্রার্থনা, আপনারা কৌশিকের নিকটে গিয়ে উপস্থিত হোন্; তা হলে মুনির নিকটে আমি নিজেকে নিরপরাধ বলে' সমর্থন করতে পারব।

বিদ্যাগণ।—(সবিস্ময়ে পরস্পরের প্রতি অবলোকন করিয়া) রাজন্। তাই হোক্।

(সিদ্ধি-রসনিধি স্কন্ধে লইয়া, বেতালগণ কর্ত্তৃক অনুসৃত হইয়া কাপালিকের প্রবেশ)

কাপালিক।—(সহসা নিকটে আসিয়া) রাজন্! এই সিদ্ধিরস-মহানিধি আপনি সৌভাগ্যক্রমে লাভ করেছেন। অতএব, ভগবান্ রসেন্দ্রকে এখন আপনার কাজে লাগান।

যাহার প্রয়োগমাত্রে
এড়াইয়া মরণের হাত
অমর-লোকের মার্গ
অনাসে পাইয়া অচিরাৎ
সিদ্ধগণ বিচরণ
করে সেই মরু-শিরোপরি
যেথা প্রস্ফুটিত হয়
ইষ্ট-কল্প-দ্রুমের মঞ্জরী।

রাজা।—না না, এ দাসব্রতের বিরুদ্ধ; এতে প্রভু বঞ্চিত হতে পারেন।

কাপা।—(সবিস্ময়ে স্বগত) অহো আশ্চর্য্য! আচ্ছা, তবে এইরূপ বলা যাক। (প্রকাশ্যে) তা যদি হয়, তা হলে সকলত্র দাসত্ব-মোচনের মূল্য-স্বরূপ এই মহানিধিটি আপনি গ্রহণ করুন।

রাজা।—তা কিরূপে হবে? কেন না, শাস্ত্রকারেরা দাস-ভাবকে ধন-সম্পর্কহীন বলে' মনে করেন। তবে, এ ধন প্রভুর নিমিত্ত গ্রহণ করা যেতে পারে—সেই জন্যই পরিত্যাগ করা উচিত নয়। আপনার যদি মত হয়, তা হলে প্রভুর জন্য এই গুপ্ত ধন আমি গ্রহণ করি।

কাপা।—(সবিস্ময়ে স্বগত) অহো! কি ধৈর্য্য, কি জ্ঞান, কি মহানুভাবকতা! অথবা:—

বিচলিত হয় গিরি যুগান্ত-প্রলয়-বায়ে
হইয়া তাড়িত;
ধীরের অটল মন কষ্টে পড়িয়াও তবু
নহে বিচলিত।

অতএব, আমার পুনঃ পুনঃ বলাতেও কোন ফল হবে না। (প্রকাশ্যে বেতালের প্রতি) বাপু! যাও, এই রাজার অভীষ্টসাধন কর।

বেতাল।—(প্রণাম করিয়া) যে আজ্ঞে সাধক!

[প্রস্থান।

কাপা।—(চারিদিকে অবলোকন করিয়া) রাত্রি প্রায় প্রভাত হ'ল। এইবার তবে সাধন করা যাক।

রাজা।—দেখুন সাধক, এই দীন জনের প্রস্তাবটা যেন স্মরণ থাকে।

কাপা।—রাজন্! দেবতারা তোমার প্রস্তাব স্মরণে রাখ্‌বেন।

[প্রস্থান।

রাজা।—(পূর্ব্বদিক অবলোকন করিয়া প্রসন্ন-ভাবে) এই যে!

ঘন তম ভেদ করি', প্রাতঃসন্ধ্যা অরুণেরে
পুরোভাগে করিয়া স্থাপন,
ঐ দেখ সূর্য্যদেব জগৎ-হিতের তরে
পূর্ব্বদিকে উদিছে এখন।

আমিও তবে ভগবতী ভাগীরথীর তীরে উপস্থিত হয়ে প্রভুর আদেশ অনুযায়ী কাজ করি।

[প্রস্থান।

ইতি শ্মশান-চরিত নামক চতুর্থ অঙ্ক।

পঞ্চম অঙ্ক

(বিকৃত-মলিন-বেশে রাজার প্রবেশ)

রাজা।—(হতাশভাবে নিঃশ্বাস ছাড়িয়া) ওঃ! কি কষ্ট, কি কষ্ট!

শত্রুতা মুনিবরের সুহৃদ্‌গণের ত্যাগ,
দারাপুত্রের বিক্রয়,
দাসত্ব এ চণ্ডালের —দুর্ব্বার পাপের ফল
এ সকল নিশ্চয়।
মূঢ়-আত্মা ক্রূর আমি এই সব ফল ভুগি
যে পাপের লাগি,
না জানি গো সেই পাপ কি ঘোর দারুণ, আহা!
তাই আমি ভাবি।

(বিহ্বলভাবে) অহো! ভবিতব্যতা কি বলবতী! কেন না:—

ক্রুদ্ধ মুনি বিশ্বামিত্র
—তাঁর সেই কোপের প্রভাবে
নতগ্রীব হয়ে আমি
হারাইনু রাজ্য-লক্ষ্মী আগে;
পরে মুনি দয়া করি'
না লইলা যেই তিন নিধি
—সেই দারা, পুত্র, আত্মা
হরিল গো এ নিষ্ঠুর বিধি।

(চিন্তা করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বিহ্বল-ভাবে) আহা!

কৃশাঙ্গী প্রেয়সী মোর বিধুরা হইয়া
প্রতি নিশি করে শোক আমার লাগিয়া;
কি দিয়া দাসত্ব মোর করিবে মোচন
অনুদিন করে সে গো তাহারি চিন্তন;
মিলনের আশে শুধু বেঁচে আছে প্রাণে,
এ মোর চণ্ডাল-দশা সে তো নাহি জানে।

শত-ধাত্রী কোলে লয়ে পারিত না করিতে গো
প্রশান্ত যাহায়
—সেই তুই কেমনে রে অকাতরে নিদ্রা যাস্
লুটায়ে ধরায়?
শত নৃপ যার আজ্ঞা আনন্দিত-মনে সদা
করিত পালন
—সেই তোরে আজ্ঞা করে এবে কি না শাস্ত্রবিৎ
যত বটুগণ।

(অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া করুণভাবে)

এ মোর মস্তকোপরি সমস্ত বিপদ কেন
হোক্ না পতন;
আমি তো গো করিয়াছি সাদরে তাদের সবে
স্বাগত-ভাষণ।

কার্য্য করি' সুস্থ-মনে যাহারা গো আছে,
বিপদ সম্পদ তুল্য তাহাদের কাছে।
তোর লাগি ওরে বৎস এই দুঃখ আজ
অঙ্কশায়ী শিশু তুই, না করিলি কাজ,
অথচ নিষ্ঠুর দৈব সর্পের মতন
অহেতু সহসা তোরে করিল দংশন।

(আশঙ্কার সহিত)

হউক পাপের শাস্তি —বাছাটির অমঙ্গল
হোক্ প্রতিহত;
কিছু না করিল তবু ঘটালে এ দশা তার
নিষ্ঠুর বিধাত!

(বামাক্ষি ও দক্ষিণ বাহু স্পন্দনে হরষিত হইয়া)

নাচে মোর বাম চক্ষু দক্ষিণ এ বাহু মোর
হতেছে স্পন্দন।
বিপদ সম্পদ মোর উভয়ি ইহাতে যে গো
হতেছে সূচন।

(চিন্তা করিয়া) অথবা, বিপদ-সম্পদের চিন্তা করে' আর কি হবে? দুরাত্মা হরিশ্চন্দ্র দুই পর্য্যাপ্ত-রূপে ভোগ করেচে।

অতঃপর যে বিপদ
সেই তো গো সম্পদ আমার;
মরণই তো এবে মোর
পাপ-মুক্তি-সম্পদ-দুয়ার।

(তাড়াতাড়ি চণ্ডালের প্রবেশ)

চণ্ডাল।—ওরে! পুত্রের—

রাজা।—(আশঙ্কার সহিত) বাপু! পুত্রের কি হয়েছে?

চণ্ডাল।—ওরে! যেখানে প্রিয় পুত্রের পাশে শুয়ে একজন স্ত্রীলোক পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন করতে করতে করুণস্বরে রোদন করচে, সেইখানে শীঘ্র গিয়ে তার শুদ্ধ কম্বলটি হস্তগত কর্ গে। আমি এখন প্রভুর কাছে যাচ্চি।

[প্রস্থান।

রাজা।—(পরিক্রমণ)

নেপথ্যে।—যাদু রে! বাছা রে! তুই কোথায় গেলি রে?—উত্তর দে।

রাজা।—(শুনিয়া সকরুণভাবে) ওহো হো! কি দারুণ বিলাপ!

(বিহ্বলভাবে শৈব্যার প্রবেশ)

শৈব্যা।—যাদু রে! বাছা রে! তুই কোথায় গেলি রে?—উত্তর দে। পিতার মত তুইও কি এই হতভাগিনীকে ত্যাগ করে' গেলি? এই কি তোর উচিত? (মূর্চ্ছা)

রাজা।—(শুনিয়া দেখিয়া বিহ্বলভাবে) কি?—এ হতভাগিনীও স্বামি-পরিত্যক্তা? অহো! সর্ব্বত্র সর্ব্ব-প্রকারেই হতবিধির নির্দ্দয়তা!

শৈব্যা।—(ব্যস্তসমস্ত হইয়া উঠিয়া) সে কি এইখানে আছে?—কোথায় গেল আমার বাছা? (দেখিয়া পরিক্রমণ করিয়া) কেন রে বাছা, আমার সঙ্গে কথা কচ্চিস্ নে? আমি এখানে একাকিনী, আমার বড় ভয় কচ্চে। দেখ্‌চিস্ নে, এ একটা মহাশ্মশান? (উন্মাদ সহকারে) কি বল্‌চিস্? উপাধ্যায়ের জন্য ফুল তুল্‌তে গিয়ে কোটর থেকে বেরিয়ে একটা কাল-সাপে কাম্‌ড়েচে? (সভয়ে) কোথায় সেই কাল-সাপ?—আমাকে কেন কাম্‌ড়ায় না? (চারিদিকে অবলোকন করিয়া) মিথ্যে কথা, মিথ্যে কথা।—কোথায় এখানে কাল-সাপ? (উপবেশন করিয়া করুণভাবে) ওঠ্ রে যাদু, ওঠ্! উপাধ্যায়ের অচ্ছিন্ন বিল্বপত্রগুলি নিয়ে আয়। তাঁর হোমের সময় পেরিয়ে যাচ্চে—সকল ব্রহ্মচারীদেরই ফিরে আস্‌বার এই সময়। কি?—(উঠাইতে উদ্যত হইয়া আবেগ-সহকারে), তবে কি তুই আমাকে ফেলে দূরে চলে' গেচিস্? হায়, আমার কি হবে! আমার সর্ব্বনাশ হল রে! (মূর্চ্ছা)

রাজা।—(বিহ্বল হইয়া) কি কষ্ট! কি কষ্ট! এই কথাগুল নিষ্ঠুর বিধাতারও দুঃশ্রাব্য।

শৈব্যা।—(সংজ্ঞা লাভ করিয়া তিরস্কার সহকারে) হা নাথ! দেখ, এই কোলের বাছার কি দশা হয়েছে। তোমার দেখ্‌চি মায়া-মমতা কিছুই নেই; নিশ্চিন্ত হয়ে তুমি এখন কোথায় আছ বল দিকি? তুমি আমাকে এই আদেশ করেছিলে যে, "দেখো, বালকটিকে সযত্নে পালন করো"—আমি পাপীয়সী সে কথা কৈ আর রক্ষা করতে পাল্লেম?

রাজা।—(সবিশেষ করুণভাবে) অহো! এ বিলাপ কি মর্ম্মস্পৃক্!

শৈব্যা।—(পুত্রের প্রতি অঙ্গ স্পর্শ করিয়া ও দেখিয়া) বাছা রে! এই তোর চাঁদপারা উজ্জল কপালটি, এই তোর সেই ধারে-ধারে লাল স্নিগ্ধ পক্ষ্মল ধবল চোখ দুটি, এই তোর সেই সুগঠিত অস্থি-বদ্ধ কঠিন প্রশস্ত বক্ষ; তবে এই শরীরে পোড়া বিধি কিসের অলক্ষণ দেখ্‌লেন? আর আমার সেই সত্যব্রত নাথের চরিত্র ও আমার চরিত্রেই বা কি দোষ দেখলেন? তবে দেখ্‌চি, ধর্ম্ম সর্ব্ব-প্রকারেই অমূলক, লক্ষণাদি অপ্রামাণ্য, বিজ্ঞান-বেত্তারা মিথ্যাবাদী। কেন না, গণৎকারেরা—সামুদ্রিক-বেত্তারা আমাকে কতবার বলেছে, তোমার এই পুত্র বংশধর হবে, দীর্ঘায়ু চক্রবর্ত্তী রাজা হবে; তা, এই হতভাগিনীর কপাল-দোষে সবই যে মিথ্যা হল।

রাজা।—(আশঙ্কার সহিত) কি? আমার সম্বন্ধে কি কিছু বল্‌চে? (ভাল করিয়া দেখিয়া সাশ্রু-লোচনে) এ কি এ!

মস্তকটি ছত্রাকার প্রশস্ত ললাট-দেশ
নয়ন বিস্তৃত;
চক্রাঙ্কিত পদদ্বয়, করে পদ্ম-চিহ্ন, বাহু
আজানুলম্বিত;
দেহ-মধ্য ক্ষীণ অতি সুবিশাল বক্ষঃস্থল,
স্থূল কটি, সঙ্কীর্ণ উদর;
নিশ্চয় গো এই শিশু নৃপ-কুলাঙ্কুর হবে,
—রাজ-চিহ্ন দেখি যে বিস্তর।

(স্মরণ করিয়া বিহ্বলভাবে) আমার রোহিতাশ্বেরও তো এইরূপ বয়স, তাই আমার হৃদয়ে শঙ্কা হচ্চে।— না না, তা কখনই নয়।

শৈব্যা।—(তিরস্কার-সহকারে আকাশে) মহর্ষি কৌশিক! তোমার মনস্কামনা এখন পূর্ণ হ'ল।

রাজা।—(আবেগ সহকারে) কি?—মহর্ষি কৌশিককে তিরস্কার করচে? কেন তবে পরস্ত্রী বলে' সন্দেহ করচি? এ নিশ্চয়ই শৈব্যা। (অনেকক্ষণ দেখিয়া করুণভাবে) না, আর কোন সন্দেহই নেই। কেন না;—

সেই করুণার্দ্র-বাণী বিস্বর হলেও যাহা
ঈষৎ গম্ভীর;
সেই সে ভ্রমর-নীল কুটিল লুলিত কেশ
শোভে ওই শির;
সেই কৃশ অঙ্গুলি সহসা দেখিলে যাহা
অতি কষ্টে হয় অভিজ্ঞান;
সেই কান্তি, যথা কোন পুরাণো মলিন চিত্র
রেখামাত্রে হয় অনুমান।

হা বৎস রোহিতাশ্ব! কোথায় তুমি? উত্তর দেও। (মূর্চ্ছিত হইয়া পতন, সংজ্ঞালাভ করিয়া রোহিতাশ্বের মুখ অবলোকন করিয়া) হায়, আমি কি হতভাগ্য! এর শৈশবের দন্তোদ্‌গমের সময়টা আমার মনে পড়চে।

মঙ্গল-গুগ্‌গুল দিয়া রচিত হইত এর
আলুলায়িত সূক্ষ্ম জটাবলি;
মুখটি শোভিত যেন মধুপ-দলিত পদ্ম
—এবে সেই দ্যুতি গেছে চলি।

হা বৎস রোহিতাশ্ব! সূর্য্যকুল-নবপল্লব! হা হরিশ্চন্দ্র-হৃদয়নন্দন! কুপিত কৌশিকের দক্ষিণা-ঋণ পরিশোধের তুই তো রে প্রধান পণ্য।

যজ্ঞ-কার্য্যে না করিলে দেবের তর্পণ,
ধন আদি না করিলে অর্থীরে অর্পণ,
কুলোচিত সুখ ভোগ না হ'ল তোমার,
যশের সৌরভ তব না হ'ল বিস্তার;
ক্ষার-ভূমি-স্থিত বট-বীজের সমান
নিষ্ফল হইয়া চলি' গেলে স্বর্গধাম।
মস্তক না হ'ল তব
সুপবিত্র অভিষেক-নীরে
—দানে হস্ত,—পদদ্বয়
অরপিয়া শত্রুজন-শিরে
বাহু তব না হইল কিণাঙ্ক-লাঞ্ছিত ওরে
টানি' ধনুর্গুণে,
প্রতিপদ-চন্দ্রসম হইয়া উদয় হ'লি
বিলুপ্ত গগনে।

(চিন্তা করিয়া) এখন দেবী বিলাপ কচ্চেন, এখন কি ওঁর নিকটে গিয়ে আত্ম-পরিচয় দেব? না, হতভাগিনী এখন পুত্র-শোকে দগ্ধ হচ্চেন, এখন আমার দশা-বিপর্য্যয়ের কথা ওঁর কাছে প্রকাশ করে' ওঁকে কষ্ট দেওয়া উচিত নয়। (আপনাকে অবলোকন করিয়া) দুরাত্মা হতভাগ্য হরিশ্চন্দ্র! —এখনও কেন তোর মরণ হচ্চে না? এর পর আরও না জানি কি দেখ্‌তে হবে! (মূর্চ্ছিত হইয়া পরে ধীরে ধীরে চক্ষু উন্মীলন করিয়া) দুরাত্মা, হতভাগ্য হরিশ্চন্দ্র! এখনও যখন এই দগ্ধ প্রাণ বিসর্জ্জন কর্‌চিস নে, তবে কি আত্মঘাতীর নরক হতে আপনাকে রক্ষা করতে ইচ্ছা কর্‌চিস্?—ধিক্ মূর্খ!

বরঞ্চ গো "অন্ধ-তম"
নরকেতে হইব মগন,
পুত্র-মুখ-ইন্দু যদি
নাহি পুন হয় গো দর্শন।

অপিচ:—

অন্ধ-তম, আর সেই ভৈরব পূয়-বীচি,
ভয়ঙ্কর অসিপত্র-বন;
রউরব, শালমলী— এই সব নরকেও
নাহি হয় যন্ত্রণা তেমন
—তনয়-বিয়োগ-শোকে সুতীব্র যন্ত্রণা হৃদে
অবিরত হয় গো যেমন।

আর বিলম্ব করে' কি হবে? আচ্ছা, তবে ভাগীরথীর ধারে গিয়ে এই পুত্র-শোকানল নির্ব্বাণ করি। (ধীরে ধীরে পরিক্রমণ, পরে স্মরণ হওয়ায় সভয়ে) ওহো! আমি যে নিতান্ত পরাধীন, সে কথা ভুলে গিয়েছিলেম। (চিন্তা করিয়া বিহ্বল-ভাবে) ওঃ! কি কষ্ট! কি কষ্ট!

ধন্য গো স্বাধীন জন, মরণে পায় সে শান্তি
—দুঃখের নির্ব্বাণ;
আত্মবিক্রয়ী যে পাপী স্বাধীন নাহিক হয়
ত্যজিয়াও প্রাণ।

(বিহ্বলভাবে) হায়! আমি কি হতভাগ্য, আমার সে আশাও নাই।

ধৈর্য্যই এ দুঃখের
একমাত্র ঔষধ উত্তম;
অধোগতি হবে, যদি
প্রভু-আজ্ঞা করি অতিক্রম।

(আত্ম-সংযম পূর্ব্বক) এখন তবে এই হৃদয়ের অসহ্য শোকাগ্নি বিবেক-বারিতে নির্ব্বাণ করে' প্রভু-আজ্ঞা পালন করি।

কেন না:—

অনাদি সে ব্যক্ত মধ্যে —অব্যক্ত আদি অন্তে
জানিবে গো বিভ্রমের বশে:
এই যে জগৎ দেখ— পঞ্চত্ব প্রকৃতি তার
—পঞ্চরূপে গঠিত হয় সে।
সংসার-অর্ণবের বীচি-ভঙ্গ-প্রবাহের
উর্ম্মিদল সম
জানিবে গো এই সব পুত্র-কলত্রাদির
বিয়োগ-মিলন।
জ্ঞানী জন, মোহ-ছাড়া না জানেন অন্য কোন
শোকের কারণ।

শৈব্যা।—(সংজ্ঞা লাভ করিয়া) এই পোড়া প্রাণ কেন এখনও আমাকে ত্যাগ করচে না? (অশ্রু মোচন করিয়া) আচ্ছা, তবে এই শ্মশান-তরুতে আপনাকে বন্ধন করে' আত্মহত্যা করি।

রাজা।—(দেখিয়া ভয়-ব্যস্ত হইয়া) ওহো হো! আবার যে একটা ঘোর বিপদ উপস্থিত। আমি কি হতভাগ্য! এখন তবে আমি কি করি? (চিন্তা করিয়া) আচ্ছা, তবে এইরূপ বলি—(অন্য দিকে গিয়া)—"ধন্য গো স্বাধীন জন" ইত্যাদি।

স্বকর্ম্ম-বিচিত্র-ফলে পরলোকে ভিন্ন পথে
হেথা হতে লোক সবে করয়ে প্রয়াণ!
পরলোক-তত্ত্বজ্ঞেরা তাই ত্যজি' ভব-মায়া
মোহ-ক্ষেত্র এ ধরায় করে তুচ্ছজ্ঞান।

শৈব্যা।—(শুনিয়া সভয়ে পাশ-রজ্জু ত্যাগ করিয়া) হা ধিক্, হা ধিক্! মরণের মহোৎসবে মুগ্ধ হয়ে আমি আমার দাসত্বও বিস্মৃত হয়েচি। তা হলে জন্মান্তরেও যে আর আমি এই দাসত্ব হতে মুক্ত হব না; ভগবন্! দেব! স্বামীকেও যে তা হলে আর পাব না; ভগবান্ তা হলে যে আমার সর্ব্বনাশ করবেন। এখন তবে কিছু কালের জন্য এই ঘোর দশাবিপর্য্যয় সহ্য করি; এখন তবে দ্বিজবরের সমুচিত সেবা-শুশ্রূষা করে' ব্রত উপবাস নিয়মে আপনার শরীরকে শোষণ করি—যাতে এই মনুষ্য-লোকে এই হতভাগিনীর আর জন্ম না হয়। (চিতা রচনা)।

রাজা।—(দেখিয়া সকরুণভাবে) এই যে! কালোচিত অনুষ্ঠানে এখন উনি প্রবৃত্ত হয়েচেন। (স্বগত) সাধু দেবি! সাধু! এই অবস্থাতেও উনি কুল-মর্য্যাদা অতিক্রম করেন নি। আচ্ছা, এখন তবে আমি নিকটে গিয়ে প্রভুর আজ্ঞা পালন করি। (তথা করিয়া বিহ্বলভাবে) দেবি! (এই বলিয়া মুখ ঢাকিয়া) মহাভাগে!

আমারে না জানাইয়া
মৃতের কম্বল নাহি দিয়া
কেহ না করিতে পাবে
শ্মশান-উচিত কোন ক্রিয়া।

এখন তবে মৃতের কম্বলখানা আমাকে দেও। (বাষ্পাচ্ছন্ন-নেত্রে কর প্রসারণ)।

শৈব্যা।—(ভীত হইয়া) ওরে বাপু! একটু দূরে দাঁড়া—আমিই তোর কাছে নিয়ে যাচ্চি।

রাজা।—(লজ্জিত হইয়া দণ্ডায়মান)।

শৈব্যা।—(রোহিতাশ্বের শরীর হইতে বস্ত্র খুলিয়া অর্পণ করিতে গিয়া হস্ত দেখিয়া সবিস্ময়ে স্বগত) কি! যে হস্তে চক্রবর্ত্তীর লক্ষণ দেখা যাচ্চে, সেই হস্ত কি না এইরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত? (সরিয়া গিয়া প্রতি অঙ্গ ধীরে ধীরে অবলোকন করত চিনিতে পারিয়া) কি?—নাথ? (সভয়ে) হা নাথ! রক্ষা কর, রক্ষা কর। (ভূতলে পতন)।

রাজা।—(সরিয়া গিয়া) দেবি! আমি

চণ্ডালস্পর্শে দূষিত, আমাকে স্পর্শ কোরো না :—শান্ত হও, শান্ত হও।

শৈব্যা।—(সংজ্ঞালাভ করিয়া) হা ধিক্! হা ধিক্! এ কি এ!

রাজা।—আর কি—স্বকর্ম্মের পরিণাম। দুঃখ করে' আর কি হবে?—ওটা নিয়ে এসো।

শৈব্যা।—(বিহ্বল হইয়া অর্পণ) (আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি) (উভয়ে পরস্পরের প্রতি অবলোকন)

রাজা।—কি!—আকাশ হতে পুষ্পবৃষ্টি?

(নেপথ্যে)।—

আহা! এ হরিশ্চন্দ্র নৃপতি ধীমান্
—কিবা তার ক্ষমা, ধৈর্য্য, কিবা তার দান!
কিবা তার শীল, সত্য, কিবা তার জ্ঞান!

শৈব্যা।—(শুনিয়া শ্লাঘা সহকারে) নাথের গুণ-কীর্ত্তন করে' কে আমার হৃদয়কে এখন আশ্বস্ত করচে? নাথের যদি এইরূপ অবস্থান্তর হয়ে থাকে, তা হলে সমস্ত ধর্ম্মই অমূলক, সকলই অরণ্যে রোদন, সকল বিজ্ঞানই অন্ধকারে নৃত্য।

(ধর্ম্মের প্রবেশ)

ধর্ম্ম।—মহাপতিব্রতে! মহারাজ হরিশ্চন্দ্র! কি?—আমি অমূলক?—আমি অকারণ? দেখ;—

সত্য, দান, যজ্ঞ-কর্ম্মে, অন্য রাজাদের যাহা
দুর্ল্লভ নিশ্চিত,
পবিত্র শাশ্বত সেই ব্রহ্ম-লোক দিতে আমি
হেথা উপস্থিত।

আর বিষণ্ণ হয়ো না। বৎস রোহিতাশ্ব! ওঠো! ওঠো!

রাজা।—(দেখিয়া সহর্ষে) কি?—সেই ভগবান্ ধর্ম্ম? ভগবন্! অভিবাদন করি।

শৈব্যা।—ভগবন্! প্রণাম করি।

রোহিতাশ্ব।—(ধীরে ধীরে চক্ষু উন্মীলন)

ধর্ম্ম।—

হও বৎস সমাশ্বস্ত
—পিতা তব ধর্ম্মে সুরক্ষিত;
পাল প্রজা দীর্ঘকাল
তুমি পুন হইয়া জীবিত।

রোহিতাশ্ব।—(উঠিয়া) কি?—মা? কে তোমাকে এখানে নিয়ে এল?

শৈব্যা।—জাদু! আমার অদৃষ্ট।

ধর্ম্ম।—বৎস! এই ব্রহ্ম-লোকের অতিথি তোমার পিতা দেখ তোমার সম্মুখে।

রোহিতাশ্ব।—তাত! রক্ষা কর, রক্ষা কর। (ভূতলে পতন)

রাজা।—(নিকটে গিয়া) বৎস! আমি চণ্ডাল-স্পর্শে দূষিত, আমাকে স্পর্শ কোরো না।

ধর্ম্ম।—রাজন্!

তোমারে পত্নীরে যিনি করিলেন ক্রয়
সস্ত্রীক ব্রাহ্মণ তিনি জানিবে নিশ্চয়।
চণ্ডাল বলিয়া যারে ভাবিতেছ মনে
তোমার রাজ্যও আছে তাঁহারি সদনে।
জানিতে এ গুহ্যতত্ত্ব শোনো গো রাজন্!
দিব্য চক্ষু তোমা এবে করিনু অর্পণ।
কে আছে এখানে?

(একজন অনুচরের প্রবেশ)

অনুচর।—আজ্ঞা করুন, ভগবন্!

ধর্ম্ম।—এই দিকে এসো।

অনুচর।—আজ্ঞে, এসেছি।

ধর্ম্ম।—মহারাজ! আপনি বিমানে আরোহণ করে' দিব্য চক্ষু দিয়ে এই সমস্ত অবলোকন করুন।

রাজা।—যে আজ্ঞে ভগবন্! (দিব্য-বিমানে আরূঢ় হইয়া ধ্যান করত) ধিক্! কি ভ্রম! কি ভ্রম! বিদ্যাদের পেয়ে পরিতুষ্ট হয়ে মহর্ষি কৌশিক, সচিবদের হস্তে আমার রাজ্য যে ফিরিয়ে দিয়েছেন দেখ্‌চি।

ধর্ম্ম।—রাজন্! আপনার সত্য পরীক্ষা করবার জন্যই মুনি ঐরূপ করেছিলেন, রাজ্যার্থী হয়ে নয়। আর কোন ভয় নাই, এই সমস্ত এখন বিশুদ্ধরূপে অবলোকন করুন।

রাজা।—(পুনর্ব্বার ধ্যান করিয়া আনন্দে) দেবি! কি সৌভাগ্য!

তোমার গো ক্রেতা যিনি স্বভাব-দয়ালু সেই
দ্বিজনমা দম্পতি শিব-পারবতী;
মোরো ক্রেতা ধর্ম্ম নিজে সেই হেতু মন মোর
শল্য-বিমুক্ত হয়ে শান্ত সম্প্রতি।

ধর্ম্ম।—এখন তবে পৃথিবী-রাজ্যে বৎস রোহিতাশ্বকে অভিষেক করা হোক্।

রাজা।—যে আজ্ঞে ভগবন্।

ধর্ম্ম।—আসন আসন, ছত্র ছত্র, ভৃঙ্গার ভৃঙ্গার।

অনুচর।—

এনেছি এ সিংহাসন
দীপ্যমান মাণিক্য-খচিত;
এই ছত্র, শরচ্চন্দ্র-
প্রভা যেন করে বিকীরিত;
হেম-দণ্ড এ চামর
—প্রসারিত জোছনা-ধবল;
সপ্ত-সিন্ধু হতে এই
ভৃঙ্গারেতে আনিয়াছি জল।

ধর্ম্ম ও হরিশ্চন্দ্র :—(রোহিতাশ্বের অভিষেক)

ধর্ম্ম।—(ঊর্দ্ধে অবলোকন করিয়া) কি সৌভাগ্য, কি সৌভাগ্য! ঐ দেখ বিমানচারী দেবতারাও রোহিতাশ্বের অভিষেক-মহোৎসবে অভিনন্দন করচেন।

এই সব নদীগণ তীর্থ-জলে পূর্ণ করি'
আছে ধরি' সহস্র কলস;
সুস্নিগ্ধ অতি ঘোর গম্ভীর দুন্দুভি-নাদে
আচ্ছন্ন হল দিক্ দশ;
বরষি' মন্দার-রাশি নৃত্য করে ওই দেখ
সুরাঙ্গনাগণ;
নিজ নিজ অংশ দিয়া লোকপালগণ করে
নৃপ আরাধন।
"তর্জ্জন-তৎপর ক্রুদ্ধ কৌশিকের সাথে এবে
হইবে সাক্ষাৎ;
এ অনাথগণে ছাড়ি' কোথা যাও এ সময়ে
—লহ সঙ্গে নাথ।"
এ কথা বলে যারা সাশ্রুনেত্রে ম্লানমুখে
—তাদের ফেলিয়া
কেমনে গো ব্রহ্মলোকে আত্মম্ভরী সম আমি
যাইব চলিয়া?

ধর্ম্ম।—রাজন্! স্বকর্ম্মফলে যাদের বিচিত্র বিভিন্ন স্বভাব হয়েছে, সেই সমস্ত প্রজাদের ভাগ্যে ব্রহ্মলোক কি করে' ঘট্‌বে বল?

রাজা।—

ক্ষণেক, ক্ষণার্দ্ধকাল প্রজাদের সঙ্গে থাকি'
তাহাদেরি লোকে আমি করিব বিহার;
মোর যে সঞ্চিত পুণ্য —কণামাত্র লভি' তার
লভুক গো সেই লোক যাহা গো আমার।

ধর্ম্ম।—(সবিস্ময়ে) অহো! এই রাজর্ষির অলৌকিক চরিত্র! রাজন্! তোমার এই পুণ্য-দানে, তোমার আরও পুণ্য-সঞ্চয় হল; তাই, এই পুণ্যের বলে, তোমার সহিত তোমার প্রজাদেরও শাশ্বত ব্রহ্মলোকলাভ হল। এখন বল, আর কি প্রিয়কার্য্য তোমার করতে পারি?

রাজা।—ভগবন্!

বিদ্যা-লাভে মহর্ষির আমা-পরে মিথ্যা দ্বেষ
হ'ল অন্তর্হিত;
শিশুটিও লভি' প্রাণ চক্রবর্ত্তী নৃপ-পদে
হল প্রতিষ্ঠিত;
তোমারেও দেব আমি করিনু প্রত্যক্ষ,
আরো গো লভিনু আমি ব্রহ্মের সালোক্য,
আর কি এখন বল করিব প্রার্থনা,
এ-চেয়ে প্রিয় তো আর কিছুই দেখি না।

তথাপি আমার এই প্রার্থনা :—

মহী হোক্ আনন্দিত সাধু-সমাগমে;
লভুক সমৃদ্ধি বহু শস্যের উদ্গমে।
ভূপাল বিজয়ী হোন্; কবির প্রবন্ধে যাহা
গুণ-কথা থাকে গো প্রচ্ছন্ন
গুণগ্রাহিগণ তাহা গ্রহণ করেন যেন
তার প্রতি হইয়া প্রসন্ন।
যিনি এই নাটকের প্রয়োগ আদেশ করি'
বস্ত্র অলঙ্কার হেম
রাশি রাশি করিলেন দান,
—সেই "কার্ত্তিকেয়" নৃপ —জগতে তাঁহার কীর্ত্তি
কবি-যশ-সাথে-সাথে
হইয়া গো যেন আগুয়ান
ক্ষীর-সমুদ্রেরো পারে
বিচরণ করে অবিরাম।

[সকলের প্রস্থান।

সমাপ্ত

বিদ্ধ-শালভঞ্জিকা

(নাটিকা)

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনুবাদিত

ভূমিকা

"রত্নাবলী" ও "মালবিকাগ্নিমিত্রে"র ন্যায় বিদ্ধ-শালভঞ্জিকা" (কাঠে-ক্ষোদা পুতুল) একটি নাটিকা। ইহা চারি অঙ্কে বিভক্ত। ত্রিলিঙ্গাধিপতি বিদ্যাধর মল্লের গুপ্ত প্রেম-লীলাই ইহার আখ্যান-বস্তু। চিত্রশালায়, রাজা মৃগাঙ্কাবলীর বিবিধ চিত্র ও একটি দারুময়ী প্রতিমা দেখিয়া মুগ্ধ হয়েন। ইহা হইতেই এই নাটিকার নাম "বিদ্ধ-শালভঞ্জিকা" হইয়াছে। রচনার ভাব-ভঙ্গী দেখিয়া মনে হয়, এই নাটিকাখানি তেমন প্রাচীন নহে। কোন্ সময়ে ইহা রচিত হইয়াছিল, নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। তবে "শার্ঙ্গধর-পদ্ধতি" নামক চতুর্দ্দশ শতাব্দীর একটি গ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে। ইহাতে প্রতিপন্ন হয়, নাটিকাখানি চতুর্দ্দশ শতাব্দীর পূর্ব্বে রচিত। সম্ভবতঃ ইহা ভোজ রাজার রাজত্বকালের পরবর্ত্তী নহে। কেননা, সুবন্ধু-প্রণীত "বাসবদত্তা" গ্রন্থে এই নাটিকার সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। "বাসবদত্তা"র একস্থলে লিখিত হইয়াছে যে, "কুসুমপুরের প্রত্যেক গৃহে 'শালভঞ্জিকা' ও 'বৃহৎ-কথা' বিদ্যমান।" ভোজ-রাজ-প্রণীত "সরস্বতী-কণ্ঠাভরণ" নামক অলঙ্কার গ্রন্থেও এই নাটিকার উল্লেখ আছে। গ্রন্থকারের নাম রাজশেখর। ইনি একজন "মহামন্ত্রি"-পুত্র। রঘুবংশীয় রাজা মহেন্দ্রপাল ইহার শিষ্য ছিলেন। [মহেন্দ্রপাল কিম্বা মহীপাল দেব আর্য্যাবর্ত্তের রাজা। তিনি "কুন্তল," "কুলুথ," "কেরল" (মালাবার), "কলিঙ্গ'" "মুরুল," "মেকল" প্রভৃতি নর্ম্মদা-কূলবর্ত্তী প্রদেশের জাতিদিগকে জয় করেন।]. সম্ভবতঃ একাদশ কিম্বা দ্বাদশ শতাব্দীতে কবি-রাজশেখর আবির্ভূত হয়েন। "বিদ্ধ-শালভঞ্জিকা" ছাড়া, "প্রচণ্ড-পাণ্ডব," "কর্পূর-মঞ্জরী" ও "বাল-রামায়ণ" এই নাটকগুলিও তাঁহার রচনা বলিয়া প্রসিদ্ধ।

পাত্রগণ

পুরুষবর্গ

বিদ্যাধর মল্ল	...	...	ত্রিলিঙ্গ ও কলিঙ্গের অধিপতি।
চারায়ণ	...	...	বিদূষক, রাজার বয়স্য।
ভাগুরায়ণ	...	...	প্রধান অমাত্য।
কালিদাস	...	...	অমাত্যের ভৃত্য।
লাটাধিপতির দূত।			
কুরঙ্গক	...	...	বিদ্যাধর মল্লের একজন কর্ম্মচারী।

স্ত্রীবর্গ

মৃগাঙ্কাবলী	...	...	লাটাধিপতি চন্দ্রবর্ম্মার দুহিতা।
কুবলয়মালা	...	...	কুন্তল-দেশের রাজকুমারী।
মেখলা	...	...	মহিষীর সহচরী।
সুলক্ষণা বিলক্ষণা কুরঙ্গিকা তরঙ্গিকা	...	...	মহিষীর পরিচারিকাগণ।

প্রতীহারী প্রভৃতি।

বিদ্ধ-শালভঞ্জিকা

প্রথম অঙ্ক

নারীর যে কুলগুরু যে করে গো তাহাদের
প্রেম-দীক্ষা দান,
রোহিণী-বল্লভ শশী —তাহারি গো প্রিয়সখা
যে অনঙ্গ কাম,
কুসুমের শর দিয়া যে করিল জয় সেই
দেব মহাদেবে,
প্রেম-লীলা-নাটকের সে সূত্রধারের জয়
বল সবে এবে।

অপিচ :—

নেত্র দগ্ধ সে অনঙ্গ, যাহাদের নেত্রেতেই
পায় পুন প্রাণ,
বিরূপাক্ষ-বিজয়িনী সেই সুলোচনাদের
করি স্তুতিগান।

(সভাসদ্‌দিগকে অবহিত করিয়া)

শিবাঙ্গ-ভুজঙ্গ-ভয় প্রশমন তরে
ঔষধির চূর্ণ যে গো নিজ অঙ্গে ধরে ;
শিব-কণ্ঠ-বিষ লাগি মহাবীর্য্য মণি যে গো
নিজ করে করয়ে ধারণ।
ভূত-ভয় নিবারিতে কুল-বৃদ্ধ-বিনির্দ্দিষ্ট
মন্ত্র যে গো করে উচ্চারণ
—বিবাহের কালে সেই ভীতা প্রীতা অদ্রিসুতা
তোমাদের করুন রক্ষণ।

(নান্দীর পর সূত্রধারের প্রবেশ)

সূত্র।—(নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) না জানি শ্রীযুবরাজ দেবের পরিষদের আজ কি আজ্ঞা হয়!

(নেপথ্যে গান)

যদিও সে কুন্দলতা বিরতা হয়েছে এবে
মকরন্দ-দানে,
তবু অনুরাগে অলি, প্রণয়-ভঙ্গের ভয়ে
কাতর পরাণে,
চারুপুষ্প-সুলোচনা প্রগল্‌ভা তরুণী সেই
সহকার লতাটিকে
নিজ প্রিয়া সম
সংরক্ষণ পরশন আলিঙ্গন, আর কত
আদর করিয়া করে
বদন চুম্বন।

সূত্রধার।—(শুনিয়া) এ কি! পরিব্রাজক সন্ন্যাসী দুহিক-সন্তান কবিরাজ-শেখর-বিরচিত "বিদ্ধ-শালভঞ্জিকা" নামক নাটিকার বর্ণনীয় বিষয়-সূচক গানটি কে যেন গাচ্ছে। (চিন্তা করিয়া) তাই বোধ হচ্ছে, যুবরাজের পরিষদ্ ঐ নাটকটিই অভিনয় করতে আজ্ঞা করেছেন। তা আমিও তবে শিষ্যোচিত ভস্ম-বিভূতি-আদি ধারণ করে' সেই মন্ত্রী ভাগুরায়ণের সুন্দর নামবিশিষ্ট শিষ্য হরদাসের ভূমিকা গ্রহণ করি।

(আকাশে) :—সখা সোমদত্ত! কি বলচ? সেই অকাল-জলদের প্রপৌত্রের গুণবর্ণনা হচ্চে না কি?

ঐ শোনো :—

পরম আশ্রয় যিনি সকল কলার,
জীবনের ব্রত যাঁর পর-উপকার,
রঘুকুল-তিলক সে নৃপতি মহেন্দ্রপাল
শিষ্য গো যাঁহার,
তাঁর গুণ-রাশি ছাড়া এই গুণ বরণনা
আর হবে কার?

(এবং সভাশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ-শঙ্কর শর্ম্মার বচন শুনিয়া)

(কৃষ্ণশর্ম্মার বচন)

শ্রোত্র-রসায়ন বাণী
চাহ যদি করিতে গো পান ;
সাধু-অভিমত বাক্য
রচিবারে চাহ যদি জ্ঞান ;

রস-সিন্ধু-পর-পারে তোমার গো অভিলাষ
থাকে যদি করিতে গমন ;
জীবন-তরুর ফল আস্বাদন করিবারে
কুতূহলী হয় যদি মন ;
কবিরাজ-শেখরের সুধা-নিস্যন্দিনী কথা
—ওহে ভাই করহ শ্রবণ।

[প্রস্থান।

ইতি প্রস্তাবনা।

(হরদাসের প্রবেশ)

হরদাস।—(শিরঃকম্পন সহকারে) ওহো হো! বুদ্ধিই সকলের সেরা। তাই শাস্ত্রে উক্ত হয়েছে :—

শ্রীসৌভাগ্য পূর্ণ হলে নাহি থাকে বিপদের ভয় ;
যশঃকীর্ত্তি লাভ হলে মলিনতা কিছু নাহি রয় ;
সঙস্কার শৌচে করে পবিত্রতা দান
বিশুদ্ধ বুদ্ধিই কাম-ধেনুর সমান।

তা, আমাদের গুরুর চরিত্রে বুদ্ধির এইরূপই পরাকাষ্ঠা দেখা যায় বটে।

লাটেশ্বর চন্দ্রবর্ম্মা
—নৃপকুলে যিনি গো তিলক—
তনয়ারে পুত্র বলি'
চালাইলা হয়ে অপুত্রক।
তাঁর মন্ত্রি-চরেরাও সেইরূপ করিল প্রচার।
নীতি-চক্ষু মন্ত্রী আজি কেরল-রাজার,
নিজ ভূপে দেখাইতে আনিল হেথায়
তনয়-প্রতিভূচ্ছলে সেই দুহিতায়।

(আকাশে)।—আর্য্য চারায়ণ! কি বলচ? মহারাজ তো সহস্র অন্তঃপুরচারিণী নায়িকায় পরিবেষ্টিত। তবু এখন সেই লাটেশ্বর-দুহিতাকে না পেলেই কি তাঁর নয়? না, না, তা নয়। এর মধ্যে কিছু নিগূঢ় কথা আছে—কার্য্য সিদ্ধ হলেই তা প্রকাশ পাবে।

নেপথ্যে।—মহারাজ প্রত্যূষেই আজ জেগেচেন —আজ তাঁর সুপ্রভাত।

সম্প্রতি :—

যাদের দারুণ মান
জ্যোৎস্নাতেও হয়নি ভঞ্জন,
পিকেরো পঞ্চম-তান
ভাঙিবারে হয় নি সক্ষম,
সেই সব ললনারা— যেমতি উষার বায়ু
হইল কম্পিত—
অমনি বল্লভ-পদে আপন মস্তক সবে
করিল নমিত।

ওগো বন্দিগণ! মহারাজের মন্ত্রিবিনির্ম্মিত বাস গৃহের প্রান্তে যে সব অন্তঃপুর-লোক বাস করে, তারা তোমাদের জিজ্ঞাসা কর্‌চে, মহারাজ বিদ্যাধর-মল্ল কোন্ সময় জাগেন? আচ্ছা, এখনও কেন প্রভাতী স্তুতি গাওয়া হচ্চে না?

উজ্জয়িনী নগরীর বাসুকির জয়! আপনার সুপ্রভাত! এখন :—

পুরাতন মুক্তামণি- সম-আভা দু-তিনটি
তারা মাত্র ব্যোমে অবস্থিত ;
জ্যোৎস্নাপানালস-বপু চকোর-অঙ্গনা সবে
মাতোয়ারা হয় গো লক্ষিত ;
গত-মধু ম্লানচ্ছবি শশধর অস্তাচলে
করিছে গমন ;
যেন বাল-বিড়ালের নেত্র-দ্যুতি, পূর্ব্বদিক
করেছে ধারণ।

অপিচ :—

নিজ-নিজ পতি-পরে সুন্দরীদিগের মান
করিয়া ভঞ্জন,
হর্ম্ম্য-পারাবতদের কলনাদী বাচালতা
করিয়া অর্পণ,
সুভাবুক কবিদের
উজ্জ্বল প্রতিভা করি' দান,
দীর্ঘ ধূলি-শয্যা হতে
রাজ-হস্তী করিয়া উত্থান
করে যে শৃঙ্খল-ধ্বনি
তাহে আরো হইয়া বর্দ্ধিত
প্রাভাতিক তূর্য্যনাদ
গগন করিল আচ্ছাদিত।

হরদাস।—প্রত্যূষেই যে আজ মহারাজ জেগেছেন, সে কেবল মন্ত্রীরই মন্ত্রণা-প্রভাবে। কেননা :—

সুখ-শয়নের তরে কারিগর দিয়া মন্ত্রী
করিল নির্ম্মিত
নৃপের কৃত্রিম গৃহ সচ্ছিদ্র স্তম্ভের দ্বারা
করি' সুশোভিত।

তাই, আমিও এখন মন্ত্রীর আদেশে সচ্ছিদ্র স্তম্ভ-যুক্ত রত্নময় সেই চতুঃশালা বাস-গৃহের শিল্পীদের পারিতোষিক দেওয়াবার জন্য মহাভাণ্ডাগারে যাচ্চি।

[প্রস্থান।

ইতি বিষ্কম্ভক।

বাসগৃহে উৎকণ্ঠিত রাজা শয়ান—বিদূষক দ্বারে অবস্থিত।

রাজা।—(গা-মোড়া দিয়া শয্যা হইতে উঠিয়া)

সে মুখ থাকিতে বল
কে করিবে শশীর সুখ্যাতি ?
সে কান্তি থাকিতে আহা
কি করিবে কাঞ্চনের ভাতি ?
সে নেত্র থাকিতে বল
কে আর গো নীলোৎপলে চা'বে ?
সে মৃদু হাসির কাছে
স্বরগের সুধা কোথা লাগে ?
ধিক্ কন্দর্পের ধনু
সেই ভুরু যুগলের পাশে,
সত্য, সৃষ্টিক্রমে বিধি
পুনরুক্তি নাহি ভালবাসে।

বিদূষক।—(নিকটে আসিয়া) কল্যাণ হোক্!

রাজা।—"সে মুখ থাকিতে বল" ইত্যাদি।

বিদূষক।—হি হি হি হি! প্রভাতে প্রিয় বয়স্যের এ কি অপূর্ব্ব শ্লোক পাঠ হচ্চে ?

রাজা।—"সে মুখ থাকিতে বল"—ইত্যাদি।

বিদূ।—কি আশ্চর্য্য, এরূপ চিত্তবিক্ষেপ এঁর কোথেকে উপস্থিত হল ? (চিন্তা করিয়া) আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করেই দেখি পীড়ন না কর্‌লে সহকার তরুও (সম্মুখে দাঁড়াইয়া) তার রস-সর্ব্বস্ব মোচন করে না। দাড়িম-ফল পাক্‌লে যেমন ফাটো-ফাটো হয়, কৌতূহলে আমার হৃদয়টাও যেন সেই রকম হয়ে উঠেচে! তা, প্রিয়সখা, আসল ব্যাপারটা কি হয়েছে, আমাকে বলে' সুখী কর।

রাজা।—(বিদূষকের পানে তাকাইয়া) এ কি! চারায়ণ যে! সখা, তোমাকে বল্‌ব না কেন; সুহৃদের কাছে কোন গোপনীয় কথা প্রকাশ কর্‌লে চিন্তা-ভার বিভক্ত হয়ে লঘু হয়ে পড়ে।

বিদূ।—বল তবে, আমি শোন্‌বার জন্য ব্যগ্র হয়ে আছি।

রাজা।—দেখিনু প্রত্যূষে আজি স্বপন-দশায়,
জ্যোৎস্না-পরিধি-মাঝে কোন ললনায়;
নখে ম্লান শরচ্চন্দ্র,
সর্ব্ব-অঙ্গ এমনি মোহন,
অনঙ্গ-তরঙ্গ-জল
উথলিয়া তিতিল শয়ন।

বিদূষক।—মহারাজ, তুমি দেখ্‌চি নিতান্তই মহিলা-লম্পট; কুবলয়মালা নামে যে স্ত্রীলোকটি নর্ম্মদা নদী পার হয়ে এসেছিল, তাকে কি উপায়ে হস্তগত করা যায়, আমি যে তারই অনুসন্ধান কর্‌চি, আর এই সময়েই কি না আবার একটা "গোদের উপর বিষ-ফোড়া" উপস্থিত। হুঁ, তার পর, তার পর ?

রাজা।—তার পর:—

কল্পনা-তুলিকা দিয়া কন্দর্প করিল চিত্র
চিত্রপটে যে চারু বালায়
সে চিত্র নিরখি' আমি হইনু গো বন্দী তার
সম্পূর্ণ হয়ে নিরুপায়।

"সে মুখ থাকিতে বল" ইত্যাদি।

বিদূষক।—তার পর, তার পর ?

রাজা।—তার পর অমৃত-কথা শ্রবণ কর, মধুর-গণ্ডূষ কর, নয়নামৃত পান কর:—

এই দেখ হার-গাছি কেরল-রমণীদের
সুবিমল শুভ্র হাসি-প্রায়;
—চন্দ্রপ্রভ মুক্তাবলী যার মধ্যরত্নে, দিক্
উদ্ভাসিত কুঙ্কুম-প্রভায়;
এই হারগাছি লয়ে নিজ কুচ-তট হতে
সুন্দরী সে মদির-নয়নী
সোৎকণ্ঠে মম কণ্ঠে —"নমো মনমথ" বলি'
অর্পিল অমনি।

বিদূ।—(যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া উপবীতধারী এই ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদে তোমার স্বপ্নটি যেন সত্য হয়। (স্বগত) আরে ব্যাটা ইন্দ্রজালিক স্বপ্ন! তুই দেখ্‌চি মহামতিদেরও মতিভ্রম জন্মে দিতে পারিস। (প্রকাশ্যে) তার পর—তার পর ?

রাজা।—তার পর:—

"কে তুমি গো ?—কেন বালা
এলে হেথা বল মোরে বল"

—এই কথা বলি', তার
ধরিনু গো বসন-অঞ্চল।
নব-নীলোৎপল-নেত্রে ঘন ঘন দৃষ্টিপাত
করিয়া আমায়,
বাস-গৃহ হতে বালা গেল চলি' প্রাণে বধি'
কে জানে কোথায়।

বিদূ।—আচ্ছা, দেবী তো এক শয্যায় তোমার সঙ্গে শুয়েছিলেন, তিনি তখন কি করলেন?

রাজা।—চঞ্চল হইল হার নিতম্বে দেবীর
অনঙ্গ-তরঙ্গ-বেগে কাঁপিল শরীর।
অমনি শয়ন ত্যজি'
মান-সূত্র ধরিয়া গো হাতে
অন্তঃপুর হতে দেবী
চলি গেলা কঞ্চুকীর সাথে।

বিদূ।—নাগরালি করে' তুমি তখনই কেন তাঁর সাধ্যিসাধনা করলে না? চন্দ্রকর প্রসারিত হলে, নীলোৎপলিনীর কমল বিকসিত না হয়ে আর কতক্ষণ থাকতে পারে?

রাজা।—(খেদে ঈষৎ হাসিয়া) সেই স্বপ্নদৃষ্টার ধ্যানে আমার চিত্ত এমনি বিকল হয়েছিল যে, সাধ্যিসাধনা করা দূরে থাক্, আমি দেবীকে ধরে' রাখ্‌তেও পারলেম না।

বিদূ।—সত্য, "নটকে মাথা মুড়তে দেখে, উপবিষ্ট পণ্ডিও মাথা মুড়োলো" এ যে তুমি তাই করলে মহারাজ।

রাজা।—(সখেদে ঈষৎ হাসিয়া) ভগবতি আশা! তুমি সত্যই অপ্রতিহত। আচ্ছা, তুমি একটু ভাল করে' বিচার করেই দেখ না।

কে পারে করিতে পান —থাকিলেও চারিদিকে—
অমৃত-জ্যোছনা?
মৃণালের তন্তু দিয়া করিতে কে পারে বল
বস্ত্রের রচনা?
কে করে গো পরিমাণ অশেষ সে পরিমল
বকুল-মালার?
স্বপ্নের সে কমলাক্ষী কেমনে প্রত্যক্ষ বল
হইবে আমার?
(স্মরণ করিয়া হৃদয়-দেশ অবলোকন পূর্ব্বক)
ইহা কি প্রত্যক্ষ জ্ঞান?—ইহা কি গো স্বপ্ন?
অথবা এ দুই হতে একেবারে ভিন্ন?
কেন না, সে সুন্দরীকে
প্রত্যক্ষ তো নাহি দেখা যায়
অথচ এই হার-গাছি
আসিয়াছে এ মোর গলায়।

বিদূ।—এই স্বল্পলব্ধ মোদকটি পেয়ে সখা তুমি (সমস্ত গ্রামের লোককে নিমন্ত্রণ করতে যাচ্ছ! ত এখন চল, দেবীকে গিয়ে প্রসন্ন করা যাক। দেখ বরং উপস্থিত তিত্তিরীয়ও ভাল, তবু পরদিনের ময়ূ কিছু নয়।

রাজা।—সখা, যা তোমার অভিরুচি।

বিদূ।—প্রণয়-প্রণত সংস্র সহস্র সামন্ত রাজাদে বাস-মণ্ডপ ত্যাগ করে' এসো, এই গুপ্তদ্বার দি মকরন্দ-উদ্যানে প্রবেশ করা যাক্। (তথা করণ)

নেপথ্যে।—মহারাজ! দেখুন, আপনার সুখ সম্ভোগের জন্য বসন্ত অবতরণ করচেন, তা এখন:—

লতাদের গ্রন্থি-গর্ভে বিনিহিত পুষ্পচয়
মধ্যে তার অঙ্কুর পল্লব;
পিক-বধূ-কণ্ঠমাঝে বাঞ্ছামাত্র রূপ ধরি'
আছে এবে সে পঞ্চম-রব;
মনসিজ-দেবের সে অভ্যাস আয়ত্ত ধনু
পরিত্যক্ত যদিও গো
বহুদিন হতে,
দুই তিন দিন মাঝে দেখো গো আবার তা
জিনিবে অভ্যাস-বশে
এ তিন জগতে।
যত সব সখীজন রক্ষা করিবার তরে
প্রবাস-বিগত-ভর্ত্তা বিরহিণী জনে,
সহকার-মঞ্জরীর প্রথম-উদ্‌গত-শিখা
তাড়তাড়ি উপাড়িয়া যাইছে গোপনে।

বিদূ।—বন্দীদের কথায় মনে হচ্চে, উপবনে বসন্তের সবে আরম্ভ হয়েচে মাত্র। কিন্তু এই কেলি-বনভূমিতে সেচনার দ্বারা অবিরত জলসেক হওয়ায় বসন্তের পূর্ণ আবির্ভাব হয়েচে বলে' মনে হয়।

রাজা।—তাই তো, দেখ না:—
"বিচকিল"-পুষ্প এবে পরিপুষ্ট মুকুতার
সৌসাদৃশ্য করেছে ধারণ;

বাহ্লীকী-দশন-ছটা অরুণ-বরণ পত্রে
ছাইয়াছে অশোক এখন ;
পলাশ-কুসুম-অগ্রে
বসিয়াছে কৃষ্ণ অলিচয়,
পলাশের কৃষ্ণ বৃন্ত
দীর্ঘ বলি' তাহে মনে হয় ;
রক্তবর্ণ পুষ্পগুচ্ছ
পাটলী-তরুতে যায় দেখা
যেন কি অপূর্ব্ব লিপি
তাহাতে গো রহিয়াছে লেখা।

বিদূ।—(চিন্তা করিয়া) রক্তবর্ণ অশোক-পুষ্প, লাল-লাল ঈষৎ-ধূসর সুন্দর মাধবী-পুষ্প প্রভৃতি অসংখ্য অসংখ্য কুসুম-সম্পদ ছেড়ে আমার দৃষ্টি শুধু কুষ্মাণ্ডের মত সাদা সিন্ধুবার-পুষ্পে, দধির মত সাদা নবমালিকার ফুলের উপরেই প'ড়ে আছে।

রাজা।—(পবনস্পর্শে)

কেলি-চ্ছলে দোলাইয়া যেন গো দোলায়,
মৃগাক্ষীর মান-তন্তু ছেদিয়া হেলায়,
রাগরাজ পঞ্চমেরে পরভৃত বিহঙ্গের
কণ্ঠমাঝে করি' সংক্রামিত
স্মর-জয় মহাসাক্ষী দক্ষিণ-সমীর কিবা
ধীরে ধীরে হয় প্রবাহিত।

আরো দেখ :—
সুরতের শ্রমে শ্রান্ত ভুজঙ্গ-রমণীদের
পানোৎসবে হয়ে কিছু হ্রাস,
বিরহি-নিঃশ্বাসে পুন পরিপুষ্ট হয়ে কিবা
বহে এই মলয়-বাতাস।

বিদূ।—তাই বটে।

লঙ্কার তোরণ-মাল্য যে করে কম্পন ;
সিংহলী নারীর মান যে করে ভঞ্জন ;
দ্রাবিড় অঙ্গনাদের দেয় যে গো অতিশয়
মদন-উল্লাস ;
দোলাইয়া দেয় যে গো করণাটী ললনার
মুক্ত কেশপাশ ;
যা হ'তে বিলাস-লীলা
পায় শিক্ষা লাট-দেশ-নারী ;
মহারাষ্ট্রী প্রমদার
যে গো চিত্ত উনমাদকারী ;

সেই যে বসন্ত-বায়ু হইয়া উন্মত্ত
দেখ কিবা চারিদিকে করিতেছে নৃত্য।
* এই এ নববসন্তে, কুসুম-পরাগ-পুঞ্জে
ধবলিত করি শরীর, গুন্‌গুন্ অলি গুঞ্জে ;
"সিন্দুর" "সিন্ধুবার" ঐ, পরিমল কিবা ছাড়ে,
কম্পিত-কুসুম-অঙ্গে ভ্রমরদল বিহারে।

রাজা।—(একটু হাসিয়া) সংস্কৃততেও তোমার দেখ্‌চি খুব মুখ ছোটে।

বিদূ।—আমাদের মত লোকের যোগ্য যে প্রাকৃত পন্থা—তুমি যে মহারাজ এখন সেই পন্থা ধরেছ। মহামন্ত্রী যে স্ফটিক-শিলার মন্দির তৈরি করিয়েছেন, সেই "কেলি-কৈলাসে" এখন যাওয়া যাক্। (পরিক্রমণ করত) ক্রৌঞ্চীর ক্রেঙ্কারের মত মনোহর শব্দ কোথা হতে শোনা যাচ্চে ?

রাজা।—(শুনিয়া সেই শব্দ অনুসরণ করিয়া উর্দ্ধে অবলোকন)

প্রাকার-শিখর-দেশে দেখ গো চাহিয়া সবে
মেলি' নেত্রদ্বয়,
ভাবি' দেখ, অন্তরীক্ষে অকলঙ্ক শশাঙ্ক কে
হইল উদয় ?
কে করে গো বরিষণ পক্ক লবণীর সম
স্বচ্ছ জ্যোৎস্না-রাশি
উপবন-চকোরেরা যার পানে ধায়, হয়ে
সুধার পিয়াসী।

বিদূ।—মহারাজ ! কোথায় সে ?

রাজা।—ঐ দেখ না। (সবিস্ময়ে অবলোকন করিয়া) কি ? তুমি কি দেখ্‌তে পাচ্চ না ?

রশনার মণি হতে
মঞ্জুল শিঞ্জিত শোনা যায় ;
নিঃশ্বাস-সৌরভে মুগ্ধ
অলিগণ ওই দিকে ধায় ;
অলঙ্কার ঝঙ্কারিয়া
গীত-ধারা করিছে বর্ষণ,
লীলা-দোলা-ক্রীড়ারত
ওই দেখ সেই চন্দ্রানন।

বিদূ।—মহারাজ ! তুমি ঠিক্ ঠাউরেছ ; দোলনার কাষ্ঠদণ্ড-গুলোর মাথা এখান থেকে দেখা যাচ্চে বটে।

* কতকটা হ্রস্ব দীর্ঘ রক্ষা করিয়া সংস্কৃত ছন্দানুসারে পঠিতব্য।

রাজা।—(পুনর্ব্বার দেখিয়া) সখা, এই সেই আশ্চর্য্য চন্দ্রমা।

বিদূ।—তাই তো, আমাদের দেখা না দিয়ে চাঁদটি তো বেশ দোলা-খেলা কচ্চেন।

রাজা।—সখা! আর একটা সুখের কথা বলি শোনো, ওর লাবণ্যশ্রী সেই স্বপ্নদৃষ্ট ললনার মত মনে হচ্চে।

বিদূ।—কিরূপ বল দেখি?

রাজা।—শর-গাছ বড় হয়ে উঠলে যেমন সাদা হয়, ঠিক্ সেই রকম রং।

বিদূ।—করি-শাবকের দাঁতের মত সাদা?—মহারাজ! দোলনার শব্দ থেমে গেছে—তাই বোধ হচ্চে, উনি দোলনা থেকে নেমেচেন; এইবার তবে নিকটে যাওয়া যাক্। (পরিক্রমণ করত) এই তো সেই "কেলি-কৈলাস"—এইবার প্রবেশ করা যাক্। (তথা করণ)

রাজা।—ফেনরাশির মত শুভ্র তেজোময় এই তো সেই কৈলাস।

বিদূ।—এই সুন্দর স্ফাটিক-ভবনের ভিত্তিতে যে চিত্রকর্ম্ম আছে, সেইগুলির প্রতি একবার দৃষ্টিনিবেশ করুন; এই দেখুন মহারাজ, দেবীর সঙ্গে পাশা খেল্‌চেন—এই তাম্বূল-করঙ্ক-বাহিনী "নাগবল্লী"। এই চামর-গ্রাহিণী "প্রভঞ্জনিকা"; এই "টপ্পরকর্ণ" নামে অশ্বশালার মর্কট।

রাজা।—সখা, এই যে তোমার চিত্র রয়েছে।

বিদূ।—(সক্রোধে) আমাকে ঠিক্ আঁক্‌তে পারে নি—ব্রাহ্মণীই জানেন, আমি কিরূপ—তিনি আমাকে বলেন, "তুমি প্রত্যক্ষ দেবতা"।

রাজা।—উপবনে শুক কি বল্‌চে শোনো।

বিদূ।—কি বল্‌চে?

রাজা।—"তুমি দেবতা না ভূত?"

বিদূ।—দুর্জ্জনের কথায় কে কর্ণপাত করে? (অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া) এ কোন্ অপূর্ব্ব সুন্দরীর পূর্ণ সৌন্দর্য্য-চ্ছটায় যেন আর সকল সুন্দরীকে উপহাস কর্‌চে?

রাজা।—আমাদের কাছেই শুধু অপূর্ব্ব নয়, অনঙ্গদেবের কাছেও এ অপূর্ব্ব। (সম্যক্ অবলোকন করিয়া) এই তো আমার সেই মনঃসাগরের শশি-লেখা। অহো! কি রূপ-সম্পদ!

সুনীল নয়নদ্বয়
নীলোৎপলে করয়ে গঞ্জন;
শশি-সম মুখ-শশী,
ভুরু-লেখা কাম-শরাসন;
তনুর লাবণ্য কিবা
—কোথা আর নাহি যায় দেখা;
দশন-পল্লবে, গাত্রে
কি অপূর্ব্ব মনোহর রেখা;
হেন সুন্দরীর রূপ বর্ণনা করিতে কাম
করিয়া প্রয়াস;
বর্ণনা-নৈপুণ্য শুধু এই সুযোগেতে তিনি
করেন অভ্যাস।

বিদূ।—(স্বগত) দেবীর এই পরিজনের মাঝে ইনি আবার কে? (চিন্তা করিয়া) বোধ হয়, কৌতূহলবশে দেবী নবাগত নিজ মাতুলপুত্র মৃগাঙ্ক-বর্ম্মাকে বারম্বার মহিলা-বেশ পরিয়ে থাকেন। চিত্রকরেরা তো প্রকৃত বৃত্তান্ত জানে না, আমার মনে হয়, তাকে দেখেই এ চিত্র এঁকেচে। তা, আমি আর কিছু ফাঁস কর্‌ব না, প্রিয় সখা দেখে খুব আশ্চর্য্য হোন্। তাঁর বিস্ময়টা আরও বাড়িয়ে দেওয়া যাক। (প্রকাশ্যে) এঁর সাজসজ্জা দেখে মনে হয়, ইনি কুমারী।

রাজা।—ঠিক বলেছ সখা।

এ বেশ-বিশেষে বালা
কন্যা বলি' হয় গো সূচিত,
কেননা "চোলক" নীল
এঁর চিত্রে হয়েচে চিত্রিত।
পরিণয়-কাল হতে
নারীদের পরিধান-রীতি
নীবীর-বন্ধন-গ্রন্থি
—দেখিতে যা মনোহর অতি।
যে করেছে এই চিত্র
কি আশ্চর্য্য তাহার গো রূপ;
নিশ্চয় করেছে চিত্র
চিত্রকর দেহ-অনুরূপ।
এই চিত্রকর্ম্মে দেখি
একধারা রেখা-সন্নিবেশ
তাই মোর মনে হয়
—চিত্রকারী রমণী-বিশেষ।

(সম্যক্ অবলোকন করিয়া) মদনের পতাকার

মত এই যে সুন্দরী—এ নিশ্চয় আপনাকেই আপনি চিত্র করেচে।

বিদূ।—তাই বটে; বড় লোকদের ঘরে এইরূপ হয়ে থাকে শোনা যায়। যে রকমের চিত্রকর, তারি অনুরূপ চিত্রকর্ম্ম; যে রকমের কবি, তারি অনুরূপ কাব্য-রচনা।

রাজা।—ঠিক বলেছ; যেমন আকৃতি, গুণও তার সেইরূপ হয়ে থাকে। তা ছাড়া, দেখ সখা চারায়ণ!

লঘুতনু হইলেও পরিপুষ্ট অঙ্গভঙ্গে
ক্রম-পরিণত-রেখা
পূর্ণমূর্ত্তি হয় গো লক্ষিত।
স্বেদ-রোমাঞ্চাদি যত সাত্ত্বিক গুণ বিন্যাসে
তরল চিক্কণ চারু
ভাব কিবা হয় প্রকটিত॥

বিদূ।—এই দিকে পরিজন-বেষ্টিতা দেবী মদনবতী কি চিত্রিত হয়েছেন?

রাজা।—এই রূপসী-রত্নটি কে, দেখা যাক।

বিদূ।—হাঁ, এ তিনিই বটে।

রাজা।—(স্বগত) চক্ষু এক, কিন্তু তিনি যে বহুধা। (বিদূষকের প্রতি) কোথায় তিনি?

বিদূ।—এই যে—এই যে!

রাজা।—(দেখিয়া সোৎকণ্ঠে)

যে বিধাতা নীলোৎপল শশাঙ্ক ও মৃণালিকা
রম্ভা-লতা কমলাদি
করিলা গঠন,
সেই বিধি সৃজিল এ মৃগশিশু-নয়নীরে
—সৃষ্টিক্রম একাধারে
করি' আনয়ন।

বিদূ।—(স্তম্ভে পুত্তলিকাকে দেখিয়া) এও কি সেই?

রাজা।—এও যে আমার সেই লোচন-চকোর-চন্দ্রিকা।

(অবলোকন করিয়া সোৎকণ্ঠে)

সেই সে দুগধ সম মুগধ-মধুরচ্ছবি
অঙ্গ যষ্টি তার;
তরুণ কেতকী-পত্র সম দীর্ঘ নেত্রদ্বয়
কম্বু-কণ্ঠ আর;
সেই সে গো চন্দ্রাননা দেখি যে হেথায়,
মদনের অস্ত্ররূপে যেন শোভা পায়!

(বিতর্ক-সহকারে)

স্বপনে দেখিনু যারে আর তো দেখেনি কেহ
আমার সহিত;
কে গো তবে এই বালা? এ কি গো রচনা কারো
মানস-কল্পিত?
তাই ভাবি, পদ্মনেত্রী সেই বালা কোথাও গো
আছে ধরা-মাঝে;
নতুবা গো সেইরূপ দীর্ঘ নেত্র এই চিত্রে
কেমনে বিরাজে।

(অবলোকন করিয়া) আচ্ছা ভাল, সেই স্বপ্নলব্ধ হার আবার তার যোগ্য স্থান লাভ করুক, এই পুত্তলিকার কণ্ঠমূলে সঞ্চরণ করুক, নব-বিচকিলতার কলিকাগুলি আবার একেই অলঙ্কৃত করুক। (তথাকরণ)

বিদূ।—এখানেও তো আবার সেই একই চিত্র চিত্রিত দেখ্‌চি। (উল্লাস সহকারে) মৃগাঙ্কের প্রতিবিম্বমালায় তুমি প্রতারিত হচ্চ সখা। এই আবার সেই সাক্ষাৎ পূর্ণিমার চাঁদ।

রাজা।—আবার কোথায় আমার সেই নয়নের অমৃত-বৃষ্টি?

বিদূ।—এই যে, এই যে। দেখ না, ইনিই তো চন্দ্রকলা সদৃশ বক্রদৃষ্টিচ্ছটা-কটাক্ষে দিঙ্‌মুখ উদ্ভাসিত কর্‌চেন, করসঞ্চালনে অশোক-পল্লব বিস্তার কর্‌চেন, পদক্ষেপে পঙ্কজ-আকুল ভ্রমরকুল রচনা কর্‌চেন।

রাজা।—তুমি যার প্রশংসা কর্‌চ, এই তো আমার সেই সত্য স্বপ্ন। (অবলোকন করিয়া) সেই তো এই কামের সঞ্জীবন—আমার হৃদয়ের বিশল্যকরণ ঔষধি। (চিন্তা করিয়া)

ভুরু-নৃত্যে সুপণ্ডিত, ঈষৎ তরল দৃষ্টি,
স্তন বক্ষে অলপ প্রকাশ;
কটিদেশ কৃশ অতি, জঘন ঘন বিশাল,
প্রতি অঙ্গে খেলিছে বিলাস;
স্মর-সখা যউবন যা' চাই সকলি দেছে
পুরাইতে নিজ অভিলাষ।

অপিচ:—

তরলিত ভুরুলতা, উদ্‌গত কর হতে
অঙ্গুলি-নিচয়:

সম্মুখে পড়িয়া আছে দৃষ্টি এঁর, নাহি কোন
লক্ষ্যের বিষয় ;
আননে অধর-দল
একটুকু আছে উন্মীলিত ;
তাই মনে হয়, রত
কাব্য-রচনায় এঁর চিত।

বিদূ।—তাই বটে ; ওঁর সম্মুখেই অর্দ্ধলিখিত অক্ষরগুলি রয়েছে।

রাজা।—(পাঠ)

"ধরয়ে প্রত্যঙ্গে কত ঘরষ-রেখা সুতরুণী"

(চিন্তা করিয়া) অহো! এ যে শিখরিণী ছন্দ! অহো! কি সুন্দর বাক্য! অহো! কি উপাদেয় বৈদর্ভী রীতি! অহো! অপর্য্যাপ্ত মাধুর্য্য! অহো! কি নির্দ্দোষ প্রসাদ-গুণ!

বিদূ।—তা, যথাসময়ে সুন্দরীর নিকট গমন কর; নয়নাঞ্জলিপুটে পূর্ণিমা-চন্দ্র পান কর; সুভাষিত-সাগরে কর্ণকুহর পূর্ণ কর; রভস-উত্তম্ভিত-হস্ত নৃত্যকারক মদন তোমাকে নৃত্য করাক্।

রাজা।—(পদান্তরে দাঁড়াইয়া চারি দিক অবলোকন করিয়া) অহো! এ যে আমার সেই একই প্রিয়া।

সেই সে সুন্দর তনু
ইতস্তত রহে চিত্রমাঝে,
আবার দেখি যে উহা
এই পুত্তলিকায় বিরাজে।
স্মর-শরাহত হয়ে
লাঘবিতে ব্যথা আপনার,
যেন বিভাগিয়া তনু
ধরে রূপ চতুর্থ প্রকার।

এসো তবে, আমরা নিকটে গিয়ে ওঁর মধুর বাক্য শুনে শ্রবণ চরিতার্থ করি। শুক্তি ব্যাপারান্তরে গৃহীত হলেও সে কখন আপনার মুক্তা ত্যাগ করে না। (পরিক্রমণ করত)

বিদূ।—(সম্মুখে সরিয়া ভয়সূচক স্ফোটন) সর সর, এ নিশ্চয় একটা ভূত; রোস্, কুপিতা দেবীর বাঁকা ভুরুর মত আমার এই লাঠি দিয়ে ওকে পেড়ে ফেলচি, আমার পুরুষত্বটা একবার দেখ।

রাজা।—তা হলে মালতী-কুসুমকে তোমার দুকূল বলে কল্পনা করা হবে।

বিদূ।—তবে এটা কি?

রাজা।—সখা! বোধ হয়, উনি স্ফটিক-ভিত্তির ও-ধারে আছেন, স্বচ্ছ স্ফটিক-ভিত্তির ভিতর দিয়ে ওঁকে স্পষ্ট দেখা যাবে। এসো তবে কেলি-কৈলাসের পিছনে গিয়ে ওঁকে দেখি। (তথাকরণ)

বিদূ।—উনি তাড়াতাড়ি প্রস্থান করেছেন, কেননা, তাড়াতাড়ি যাওয়ার দরুণ দেবীর ভবন-অভিমুখে যে পদচিহ্নগুলি পড়েছে, সেগুলি অসমান দেখাচ্চে।

রাজা।—হৃদয়! তোমার মঙ্গল হোক! তুমি ওঁকে অনুসরণ কর্তে গিয়ে আমাদের কথাও একটু স্মরণ কর়ো।

(নেপথ্যে)

ত্রিলিঙ্গাধিপতির জয় হোক! এই মধ্যাহ্নকাল মহারাজের সুখ-জনক হোক্! এখন এই মধ্যাহ্নে :—

নিজ শিরোপরি করী ধরিয়াছে কর্ণতাল
পদ্মলতা-দল-লালসায় ;
নবতৃণপুঞ্জ ভাবি' নিজ-পিচ্ছ-মাঝে শিখী
আপনার মস্তক লুকায় ;
শূকর মৃণাল ভাবি' নিজ দংষ্ট্রাঙ্কুরটিকে
বৃথা দেখ করিছে লেহন ;
নিজ দেহচ্ছায়াকেই কর্দ্দমের রাশি ভাবি'
তাহে ধায় মহিষের মন।

আরো দেখুন :—

হরিণাক্ষী সুন্দরীরা প্রমদ-কানন-সরে
স্নানতরে করিছে প্রবেশ ;
জঘন-মণ্ডলে জল হইয়া গো বিচঞ্চল
আঘাতিছে সর-তটদেশ ;
নাভির কুহর-মাঝে উলসিত হয়ে জল
বিস্তারয়ে কল্লোল অশেষ,
আর নামি' পড়ে অবশেষ।

বিদূ।—ওগো! এই মধ্যাহ্নকালে দেবী কি কর্‌চেন, তাঁর ভবনে গিয়ে সে সংবাদটা জানা যাক্।

[প্রস্থান।

ইতি শ্রীকবি-রাজশেখর-বিরচিত
বিদ্ধ-শালভঞ্জিকা নাটিকার
প্রথম অঙ্ক।

দ্বিতীয় অঙ্ক

(মুখামুখী হইয়া দুইজন দাসীর প্রবেশ)

প্রথম।—(পরিক্রমণ করিয়া পরে দ্বিতীয় দাসীর অঞ্চল ধরিয়া) ওলো তরঙ্গিকা! রাজার কোন কথা বুঝি তোর মনে এখন ক্রমাগত জাগচে, তাই তুই আমাকে না দেখেই চলে' যাচ্চিস্।

দ্বিতীয়।—সখি কুরঙ্গিকা! রাগ করিস্ নে। অন্য বিষয় ভাবচি বলে' তোকে যে আমি দেখ্‌তে পাই নি,—গৌরীর দিব্যি—তা নয়।

কুরং।—অন্য বিষয় কি ভাব্‌চিস্ বল্ দিকি?

তরং।—সে কথা তোর কাছে বলতেও যেন আমার বুক্ কেঁপে উঠছে।

কুরং।—অভিন্নহৃদয় সখীর কাছেও বল্‌তে আশঙ্কা? তাতেই তো আমার জান্‌তে আরও ইচ্ছা হচ্চে।

তরং।—যা হবার, তা হবে, তোর কাছে আমি ঢাকব না। ন্যায় হোক্, অন্যায় হোক্, সখীর কাছে বল্‌তে বাধা কি?

কুরং।—আমিও তো তাই বলি—সহকারের কাছে কোকিল কি তার প্রণয়ের কথা বল্‌তে কুণ্ঠিত হয়?

তরং।—তা বটে; তবু একটা কথা আছে সখি, "মন্ত্রের রক্ষণ,—সিদ্ধির লক্ষণ।"

কুরং।—ও কথা বোলো না। কৃকলাসের মাথায় সোনা যে রকম কেউ পেতে পারে না, প্রাণ থাক্‌তে আমারও পেটের কথা কেউ জান্‌তে পারবে না।

তরং।—তবে শোনো প্রিয় সখি! কুন্তলাধিপতি চণ্ড-মহাসেন নামে একজন রাজা রাজ্যচ্যুত হয়ে এখানে এসেছেন; তাঁরি কুবলয়মালা নামে একটি কন্যা আছে; সে যে সময়ে নর্ম্মদা-নদীতে অবগাহন করে' তীরে উঠ্‌ছিল, সেই সময়ে আমাদের রাজা তাকে দেখ্‌তে পেয়ে, তার রূপে মুগ্ধ হন; তাই মহিষী এ কথা জান্‌তে পেরে নিজ মাতুল চন্দ্র-বর্ম্মার পুত্র মৃগাঙ্ক-বর্ম্মার সহিত তার বিবাহ দেবার জন্য, উদ্যোগ করতে আমাকে পাঠিয়েচেন—আমি সেই কথা ভাব্‌ছিলেম, এমন সময়ে তুমি সখি, আমাকে দেখতে পেলে।

কুরং।—কি আশ্চর্য্য! দেবী তো খুব বিচক্ষণ দেখচি। এরূপ করায় সপত্নীক্ষোভ-নিবৃত্তি হবে, আবার মাতুল চন্দ্র-বর্ম্মার উপরেও মনের টান্ দেখান হবে।

তরং।—সখি! তুমি এখন কোথায় যাচ্চ বল দিকি?

কুরং।—আজ দেবী চারায়ণ ঠাকুরের মিথ্যা বিবাহের উদ্যোগ করে' তাকে ঠকাবেন—তাই বিবাহ-সামগ্রীর আয়োজন করতে আমাকে পাঠিয়েচেন। এখন তবে চল, দুজনেই আমরা নিজের নিজের কার্য্যসিদ্ধি করি গিয়ে।

[প্রস্থান।

ইতি প্রবেশক।

(সোৎকণ্ঠ রাজা ও বিশেষরূপে বিভূষিত বিদূষকের প্রবেশ)

রাজা।—(মদন-লক্ষণ ব্যক্ত করিয়া)

পঞ্চশর-কামে যবে করিলেন ভস্মীভূত
দেব মহেশ্বর,
প্রজাপতি সৃজিলেন নিরুপম অঙ্গ এই
অভিনব স্মর;
ইতস্ততঃ বিনিক্ষিপ্ত তারি এই শত শত বাণ
আপুঙ্খ সর্ব্বাঙ্গে পশি' দেহ হল কদম্ব সমান।

(সন্তাপিত হইয়া)

চন্দ্রমা গলিত হয়ে হয় যদি কখন গো
অমৃতের বাপী;
তাহার কলঙ্ক যদি উৎপল-বনের রূপ
ধরে গো কদাপি;
সেই হ্রদে স্নান করি' সর্ব্বাঙ্গ হয় যদি
একেবারে জড়ের মতন,
তবু না শমিত হবে মোর এই দুর্নিবার
মনসিজ-অনল-দহন।

তা ছাড়া, দেখ সখা চারায়ণ!

আজি দেখ কামদেব ধরিয়াছে পবনাস্ত্র
পুষ্পবাণে হইয়া গো শিথিল-যতন,
হার-সূত্র-সম-দীর্ঘ আকুল নিঃশ্বাসে মোর
দুকূল-অঞ্চল দেখ হতেছে কম্পন।

এখন তবে সেই প্রস্ফুটিত-মালতী-লতাবৃত "তুষারপুঞ্জ" নামে কদলীগৃহের পথ দেখিয়ে নিয়ে চল।

বিদূ।—(ইঙ্গিত পূর্ব্বক পথ দেখাইয়া)

রাজা।—তোমার এ মৌনভাব কেন বল দেখি?

বিদূ।—(ভূমিতে অক্ষর লিখন)

রাজা।—আমরা অষ্টাদশ প্রকারের লিপি জানি, কিন্তু তোমার এ অক্ষর আমার বুদ্ধির অতীত।

বিদূ।-(দন্তে জিভ কাটিয়া) ওহো! আমি আজ দীক্ষিত হয়েচি—তাই মৌন হয়ে আছি।

রাজা।—সে কিরূপ?

বিদূ।—দেবী সম্প্রতি আমার বিবাহ দিয়ে দেবেন।

রাজা।—সেই পুরাণো ব্রাহ্মণীর সঙ্গে?

বিদূ।—না গো না, তার সঙ্গে নয়।

রাজা।—আবার তবে কার সঙ্গে?

বিদূ।—ওল্লাদেশ হতে মৃগাঙ্ক-বর্ম্মার যে পুরোহিত এসেছেন, তাঁরই কন্যার সঙ্গে।

রাজা।—পুরোহিতের নামটা কি?

বিদূ।—পুরোহিতের নাম শশশৃঙ্গ। আমার হবু-গৃহিণীর নাম "অম্বরমালা"—আর তার জননীর নাম "মৃগতৃষ্ণা"।

রাজা।—(স্বগত) আমার বোধ হয়, দেবী ওকে নিয়ে একটু মজা করতে চান। তা, আমি আর কিছু ফাঁস করব না। তামাসাটা কতদূর গড়ায়, দেখা যাক্।

(দাসীর প্রবেশ)

দাসী।—(পরিক্রমণ করিয়া সম্মুখে অবলোকন) এ কি! মহারাজ যে চারায়ণ ঠাকুরের সঙ্গে আমোদ-প্রমোদ কর্‌তে কর্‌তে" তুষারপুঞ্জের" নিকটে রয়েচেন; এখন তবে দেবীর আদেশটা ওঁকে জানাই। (নিকটে গিয়া) মহারাজের জয় হোক্! দেবী মহারাজকে জানাতে বল্লেন, চারায়ণের দ্বিতীয়বার বিবাহ হবে। আপনাকে তার বরযাত্রী হতে হবে। তাঁরই দ্বিতীয় গৃহিণীর জন্য এই কদলী-গৃহ, তা মহারাজ প্রবেশ করুন। দেবী পরিজনদের নিয়ে সেইখানে আছেন।

(দেবী ও পরিজনাদির সহিত বধূবেশে একজন দাসের প্রবেশ)

দেবী।—ওলো মেখলা! জামাতার মুখ দেখিয়ে দে।

মেখলা।—(তথাকরণ ও শির আঘ্রাণ করিয়া) চারায়ণ ঠাকুর! রক্তবস্ত্র সরিয়ে ফেলে পরস্পর শুভদৃষ্টি কর।

বিদূ।—(তথাকরণ)

দেবী।—মেখলা! শীঘ্র সাত পাক দেওয়াও, তার পরেই প্রজ্বলিত অগ্নিতে লাজাঞ্জলি দিতে হবে।

বিদূ।—ওগো দ্বিতীয় ব্রাহ্মণি! ধ্রুব ও সপ্তর্ষি-মণ্ডল দেখ।

দাস।—(দেখিয়া) ধ্রুব ও সপ্তর্ষিমণ্ডল আমার দেখা হয়েছে।

বিদূ।—ওগো সুন্দরি! বল, ধ্রুব দেখেছি, সপ্তর্ষিমণ্ডলও দেখেছি।

দাস ও বিদূ উভয়ে।—(পুনঃ পুনঃ ঐরূপ কথন)

দাস।—চারায়ণ ঠাকুর! আমি দেবীর দাস বব্বুল, তোমাকে আমি বিবাহ কর্‌চি। এ কথা দ্বীপান্তরেও শোনা যায় না যে, পুরুষ পুরুষকে আর স্ত্রী স্ত্রীকে বিবাহ করে। আর এই অম্বরমালা অম্বরমালাই বটে; অর্থাৎ আকাশ-কুসুম মালিকার মতই অলীক।

বিদূ।—আরে দাসীর বেটি কোথাকারে! কুট্টিনি! ঠেঁটি নচ্ছার! তুই আমাকে ঠকিয়েছিস্?—এখন তুই আপনাকে রক্ষা কর্।

সকলে।—(হাস্য)

বিদূ।—(পরিক্রমণ)

রাজা।—দেবি! চারায়ণ ভারি রেগে গেছে—এখন কুবলয়বতীর কাছে গেল। আমাদেরও এখন যেতে হবে। কর্পূর-দ্বীপ হতে একজন বিষ-বৈদ্য এসেছেন, তিনি প্রসিদ্ধ ওষধিপূর্ণ মাধবীলতা-মণ্ডপটি মাঞ্জিষ্ঠ-পুষ্পগুচ্ছে অলঙ্কৃত করেছেন—এরূপ ব্যাপার ত পূর্ব্বে কখন দেখিনি—তাই তাঁকে দেখতে যাচ্ছি—আর প্রিয়বয়স্যকেও সান্ত্বনা কর্‌তে যাচ্ছি। তুমিও সন্ধ্যা হলে সেই অদ্ভুত ব্যাপার দেখতে যেও।

দেবী।—ওলো কুরঙ্গিকা! মহারাজের সঙ্গে সঙ্গে তুই যাচ্ছিস্?

[পরিজনসহ প্রস্থান।

কুরং।—(পরিক্রমণ করিয়া) এই যে চারায়ণ ঠাকুর নবমালিকা-ঝোপের মধ্যে ময়ূরের মত শুধু মুখটি লুকিয়ে আছে।

রাজা।—ওকে তবে এখানে নিয়ে এসো।

কুরং।—(কিঞ্চিৎ নিকটে আসিয়া) ওগো অম্বরমালা-বল্লভ! তোমাকে মহারাজ ডাক্‌চেন (অঞ্চল ধরিয়া আকর্ষণ)

বিদূ।—আরে দুষ্ট দাসী! ভবিষ্য-কুট্টিনি! তুইও আমার সঙ্গে পরিহাস করুচিস্? রোস্, তোর কুটিল হৃদয়ের মত আমার বাঁকা লাঠি দিয়ে এখনি তোকে পিটিয়ে দিচ্চি।

রাজা।—কুরঙ্গিকা! দেবীর পরিজনদের মধ্যে গিয়ে দেবীর আশ্রয় গ্রহণ কর। চারায়ণ রেগেছে।

কুরং।— [পরিক্রমণ করিয়া প্রস্থান।

বিদূ।—প্রিয় সখার চিত্ত-বিনোদনের জন্য মহা-মন্ত্রী যে চতুঃশালা-গৃহ নির্ম্মাণ করিয়েছেন, তাতে কোন দেবতা-বিশেষ অধিষ্ঠিতা হয়েচেন না কি?

রাজা।—(দেখিয়া স্বগত) হৃদয়! তোর আজ অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন; সেই স্বপ্নদৃষ্ট জনের তুই প্রত্যক্ষ দর্শন পেলি। (প্রকাশ্যে) দেখ সখা চারায়ণ! আমার মন-ময়ূরের নৃত্যকারিণী বুঝি সেই বর্ষালক্ষ্মী। তোমাকে বল্‌চি শোন—সেই সুদক্ষ প্রজাপতির একটি নিপুণ রচনা।

যে বিধাতা গড়িয়াছে জড় চন্দ্র ও কদলী
—অকাল-শীতল;
আর যে গো রচিয়াছে বিভ্রম-বিলাস-হীন
সেই নীলোৎপল;
সেই সে বিধাতা হতে
হবে কি এ সুন্দরীর জন্ম?
নবতর উষ্ণরশ্মি
চন্দ্রিকা কি হইল উৎপন্ন?

তা ছাড়া এঁর এখন সেই বয়স দেখ্‌চি, যে বয়সে রাতদিন নব নব ভূষণে ভূষিত হতে ইচ্ছা হয়।

ওঠানো কুঞ্চিত কেশ; কতই বিচিত্র ঢঙে
কবরী-বন্ধন;
দন্ত-প্রসাধন-কর্ম্ম, বসনে নীবীর গ্রন্থি,
ভুরুর নর্ত্তন;
নয়নের আড়-দৃষ্টি; —এ সব বিলাস-চেষ্টা
রমণীরা করে অনুক্ষণ;
কিন্তু দেখ তাহাদের শইশবে এই সব
নাহি পায় স্ফুরিত তেমন।

বিদূ।—(আকার অবলোকন করিয়া উপহাস-সহকারে) সম্মুখে এগিয়ে এসো; চল, দেবীর কাছে যাওয়া যাক।

রাজা।—সখা। দেখা যাক্ তো।

বিদূ।—মহারাজ, তুমি ভারবাহী বলীবর্দ্দের মত যেতে যেতে শ্রান্ত হয়ে পড়চ কেন? তুমি তবে গুলঞ্চ-লতার মত এইখানেই গজ্জাতে থাকো, আমি দেবীর কাছে যাই।

রাজা।—তোমাতে সকলি সম্ভব—তোমাতে সকল মধুই আছে।

বিদূ।—(হাসিয়া সম্মুখে দেখিয়া) ওগো, ও যে ভারি হাত-পা ছুড়চে দেখচি।

রাজা।—(হাসিয়া) আরে, ও গোলা নিয়ে খেল্‌চে। দেখ না:—

চারু পদচারে কিবা মণিময় নূপুরের
হয় ঝনৎকার;
ঝঞ্জনি' মেখলা বাজে, ঝলকিয়া ওঠে কণ্ঠে
কণ্ঠ-রত্ন-হার;
চঞ্চল কঙ্কণ হতে
ওঠে কিবা মধুর নিক্কণ;
সুন্দরীর গোলা-খেলা
করে মোর হৃদয় হরণ।

বিদূ।—তাই বটে।
চরণের সঞ্চালনে
বিচলিত বসন-অঞ্চল;
আন্দোলিত বেণী-লতা,
তাহে কাঁপে মল্লিকার দল।
চমকে মেখলা-দাম, কঙ্কণ-কিঙ্কিণী-রাজি
ঝলকিয়া উঠে ক্ষণে ক্ষণে;
কন্দুক-কেলি-তাণ্ডবে চন্দ্রাননী শোভা পায়
আহা যেন স্মর-রঙ্গাঙ্গনে।

রাজা।—এই যে সখীর নৃত্য থেমেচে—শুধু থামা নয়, বক্ষে কর-পদ্ম রেখে, যেন চিন্‌তে পেরেছেন—এইরূপ ভাবে দেখচেন। দেখ:—

সুন্দরীর মুখশ্রীতে অভিভূত হয়ে ইন্দু
মলিন যেমন
তেমতি কন্দুক এক আছে হস্তে, মুখ ধরে
রক্তিম বরণ।
কেতকীর অগ্রভাগে ভ্রমর বসিলে যথা
কিষ্ট ক্লান্ত কেতকীর দল,
সেইরূপ নেত্র দুটি; অপাঙ্গ-তরঙ্গে তারি
আমারেই দেখিছে কেবল।

বিদূ।—এসো মহারাজ, সুন্দরীটিকে এইবার

অনুসরণ করা যাক্। এইবার মহারাজ দৃষ্টি দিয়ে অমৃত-গণ্ডূষ পান কর।

(পরিক্রমণ করিয়া সোপান অবতরণ)

বিদূ।—এ কি! দেবকুলের অনক্ষর লেখার মত যে আর তাকে দেখা যাচ্ছে না।

রাজা।—ঐন্দ্রজালিক গন্ধর্ব্বপুরীর মত দেখা দিয়েই যে অদৃশ্য হল।

বিদূ।—এসো মহারাজ, ভাল করে' দেখা যাক্। বোধ হয়, সে দেয়ালের আড়ালে রয়েছে। (চতুর্দ্দিক্ অবলোকন)

রাজা।—(সবিষাদে ভূমির দিকে তাকাইয়া)

এই ভূমিতল দেখ মৃগাক্ষীর চরণের
অলক্তকে হয়েছে রঞ্জিত;
ইহাই সে কন্দুকের ক্রীড়া-বিচরণ-ভূমি
—স্পষ্টরূপে হতেছে সূচিত।
এ কি অদ্‌ভুত কাণ্ড!
কৃশোদরী তবু অদর্শন!
বুঝিয়াছি স্মর, এই
মোহ-মায়া করিলা সৃজন।

(সন্তোষের সহিত চারিদিকে অবলোকন করিয়া)

চূড়ার অরুণ মণি করে যেন এই স্থান
তিলক-ভূষিত;
সুন্দর গ্রথিত মালা তরল কুন্তল হতে
হেথায় পতিত;
হেথা দেখ মুক্তাগুলি হার হতে চ্যুত হয়ে
ভূমিতল করে আচ্ছাদন;
কর্ণপাশ হতে দেখ স্খলিত হয়েচে হেথা
"তালপত্র"—কর্ণ-আভরণ।

বিদূ।—মহারাজ, দেখ দেখ, এখানে একটি তালপত্রও রয়েচে—এই যে এতে কি অক্ষরও লেখা আছে—কালি দিয়ে লেখা অক্ষর যদি পড়া অভ্যাস থাকে তো এই নেও পড়।

রাজা।—(পাঠকরণ)

তারুণ্য স্বহস্তে যেন
কুঁদিয়া তুলেছে প্রতি অঙ্গ,
মুখর হয়েছে আরো
সুচতুর নয়ন-অপাঙ্গ।

(চিন্তা করিয়া) এ কি! এ কবিতাটির যে শুধু দুটি পদ—চার পদ এখনও পূর্ণ হয় নি।

বিদূ।—বিকলাঙ্গের ন্যায় উর্দ্ধজানু হয়ে কিছুকাল থাকা যাক্। তা মহারাজ এসো, এই ঘেরা বারান্দায় বসা যাক্। (কথা করণ)

(নেপথ্যে)

পক্ব তালপত্র সম বদন পাণ্ডুর;
নেত্র হতে অশ্রু তব ঝরে ঝুরুঝুর;
কেলি-পদ্ম-বনে যথা বহে সমীরণ
নিঃশ্বাস তেমনি তব বহে অনুক্ষণ;
গৌরীর শপথ করি' বলিতেছি শোনো,
নিশ্চয় তোমার চিত্তে আছে যুবা কোন;
ছি ছি সখি এ কি তব
ব্যবহার অতি অশোভন,
ধূলা-খেলা-সঙ্গিনী যে
তারো কাছে করিছ গোপন?

বিদূ।—(চমকাইয়া) মহারাজ, শিখা-বন্ধন করুন—শিখা-বন্ধন করুন, একটা অমানুষী বাণী শোনা যাচ্চে।

রাজা।—দেয়ালের আড়াল থেকে কে যেন কথা কচ্চে।

বিদূ।—মহারাজ, কথাটা ব্যাখ্যা ক'রে আমাকে বল।

রাজা।—সখা! বোধ হয়, কোন অনুরক্তা লজ্জাবতী রমণী নিজ মনের গোপনীয় কথা ব্যক্ত করুচে।

নেপথ্যে।—(বাক্‌স্তম্ভ-সহকারে) সখি! এ স্থলে কি কোন সংশয়ের সম্ভাবনা আছে?

রাজা।—সখা! শুনলে?

বিদূ—হি হি হি হি! ওগো, বলি শোনো, পণ্ডিতেরা মর্কটের মত মূল না পেলেও পল্লব গ্রহণ করে; আবার মূর্খেরা কাঁটাল-বনের মালীর মত, মূল ধরুতে গিয়ে, ফল পেয়ে যায়। তবে শোনো, আমি এর কিছু না জেনেও ব্যাখ্যা করুচি। এ কথাটা কোন সামান্য যে-সে লোকের সম্বন্ধে বলা হয় নি—চন্দ্রকে ছেড়ে চন্দ্রকান্ত-মণি কখনই বিগলিত হয় না।

রাজা।—খনি বিনাও পদ্মরাগ-মণি জন্মাতে পারে—এ যে তোমার সেই রকম তর্ক হল।

(পুনর্ব্বার নেপথ্যে)

শুক্তি হতে সদ্য-মুক্ত
স্বচ্ছ-প্রভ মুকুতার প্রায়
অশ্রুকণা ঝরি, তব
নয়ন-অঞ্জন ধুয়ে যায়।
ক্ষান্ত হও সখী ওগো
কাঁদিও না, পড়ি তব পায়॥
পারদের রসে সিক্ত কাঞ্চন যেমনি,
তনু তব পাণ্ডুবর্ণ হয়েছে তেমনি।
লীলা-কমলের অগ্র হতেছে স্খলিত,
হার-লতা বক্ষোমাঝে হয় বিচলিত,
ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস হয় যে নিঃসৃত;
নীবিবন্ধ থাকিতেও
খসি পড়ে কঞ্চুক-বসন
—সূচিত করিছে ইথে
অতি দুর্ব্বলতার লক্ষণ।
মুখবর্ণ তাহে ম্লান
যেন দিবা-শশীর মতন
সেই বিম্বাধর-মল্লে
যে অবধি করেছ দর্শন
সে অবধি দেখা দেছে
এই সব বিলাস-বিভ্রম
তাই বলি চন্দ্র বিনা
শেফালিকা ফোটে কি কখন?

বিদূ।—সেই স্বপ্নদৃষ্টাকেই তুমি দোলায় দুলতে দেখেছ, তাকেই স্তম্ভনিবদ্ধ পুত্তলিকারূপে দেখেছ, অন্যত্র তাকেই গোলা-খেলা করতে দেখেছ, এখন আবার তাকে দেখেই মহারাজ তোমার চিত্তোদ্বেগ হচ্চে।

নেপথ্যে।—সখি মৃগাঙ্কাবলি! তোমার মুখপাত্র হয়ে আমাকেই দেখচি দূতীর কাজ করতে হবে।

রাজা।—তাকেই উদ্দেশ ক'রে মদনদেব দেখ্‌চি মৃগাঙ্কাবলী এই পঞ্চাক্ষরী নামটি আমার মনে অঙ্কিত করে' দিলেন।

নেপথ্যে।—মহারাজের সম্মুখে তোমার অবস্থা নিবেদন কর্‌বার জন্য আমি দুটি শ্লোক রচনা করেছি —সেই শ্লোক দুটি শোনো দিকি সখি!

চন্দ্রের কিরণজাল চন্দনের রস ভাবি'
সুন্দরী করিতে যায় সর্ব্বাঙ্গে লেপন।
কাম তো সে পুষ্পশর —এই ভাবি' ফুল ছেঁড়ে
মনের আবেগে করি' অধর দংশন।
সর্ব্বারাধ্য মনমথে নিন্দা করে অহর্নিশি
চুষি চুষি হাতের আংগুল;
তোমা তরে হে সুন্দর হইয়াছে সে বরাঙ্গী
একেবারে যেন গো বাতুল।

আরো দেখ:—

অন্তস্তাপে হস্তজল যায় শুকাইয়া;
অশ্রু জমি' ঝরে যেন প্রণালী বাহিয়া;
শ্বাস বহে, প্রদীপের
বিকম্পিত কলিকার মত;
পাণ্ডুবর্ণে দেহ মগ্ন;
বর্ণনা করিব আর কত?
হস্ত-ছত্রে চন্দ্রকর
আচ্ছাদন করি' সুনয়নী,
তব পথ চাহি' থাকে
বাতায়নে সমস্ত যামিনী।

বিদূ।—আমার বোধ হয়,এই সোনার চতুঃশালা-গৃহে কতকগুলি ব্রহ্মদত্যি আছে—তারাই এইরূপ গুজগুজ করে' কথা কইচে। সন্ধ্যা-কালটা ভূতদের বড়ই প্রিয়; এখন প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এল, এসো মহারাজ, নীচে নামা যাক্।

রাজা।—ঠিক্ বলেছ সখা—(উভয়ে অবতরণ)

নেপথ্যে।—সায়ন্তন সন্ধ্যা মহারাজের সুখদায়িনী হোক্!—এখন:—

দিবসের অবসন্ন
গতপ্রায় জীবন-উপরি
করুণা করিয়া রবি
ঈষদুষ্ণ কিরণ বিতরি,
অম্বর হইতে নামি'
যান চলি রক্ত অস্তাচলে;
জগৎ হইল শ্যাম
স্বল্প ব্যাপ্ত তিমির-পটলে,
পুরাতন চিত্র যথা
ধূমশ্যাম হয় কাল-বলে।
পর-গৃহ-নিবাসিনী শিল্পকরী নারীদের
করের কঙ্কণ হতে
ধীর-ধ্বনি হয় সমুত্থিত,

স-উল্লাস-লীলা ভরে দূতীগণ প্রণয়ীর
কলহ-মিলন-কাজে
এবে দেখ হয়েছে ব্যাপৃত ;
চন্দনের রসে ধৌত সৌধতলে বেশ্যাগণ
রাখিয়াছে শয়ন সজ্জিত
তাহে যেন পুষ্পায়ুধ উদ্যত করিয়া বাণ
নিরন্তর আছে অবস্থিত,
এ হেন সুরম্য সন্ধ্যা দেখ ওগো মহারাজ
হইয়াছে এবে উপস্থিত ।

রাজা ।—এসো, দেবীর ভবনে গিয়ে সন্ধ্যা-উপাসনা করা যাক্ ।

ইতি দ্বিতীয় অঙ্ক

তৃতীয় অঙ্ক

(দাসীর প্রবেশ)

দাসী ।—(পরিক্রমণ করিয়া) প্রিয়সখী বিচক্ষণাকে কিছু দিন থেকে ভারি উৎকণ্ঠিতা দেখ্‌ছিলেম —এখন জ্যোছনাও সম্মুখে—যেন করিদন্ত-মুসলের মত আমার হৃদয় বিদীর্ণ কর্‌চে । এখন কোথায় তার দেখা পাই (সম্মুখে দেখিয়া) এই যে প্রিয়সখী কি বল্‌তে বল্‌তে এই দিকেই আস্‌চেন ।

(দ্বিতীয়া দাসীর প্রবেশ)

দ্বিতীয়া দাসী ।—(স্বগত) আহা ! প্রভু-কার্য্যে মহামন্ত্রীর কি অসীম ভক্তি !

প্রথমা ।—কোন বড় লোকের কার্য্যসিদ্ধির চিন্তাতেই সখী দেখ্‌চি মগ্ন—আচ্ছা, পিছন দিক দিয়ে গিয়ে ওর চোখ্‌ টিপে ধরি । (তথাকরণ)

দ্বিতীয়া ।—(স্বগত) এ যে প্রিয়সখী সুলক্ষণার মত করস্পর্শ । (প্রকাশ্যে) সখী সুলক্ষণা ! বুঝেছি—চোখ ছেড়ে দেও ।

সুলক্ষণা ।—(চোখ্‌ ছাড়িয়া অভিমান-ভরে) —ওলো বিচক্ষণে ! তোকে আমি এত ভালবাসি, তবু তুই আমাকে দেখা দিস্‌নে—এ তোর কিরূপ ধারা ?—তাই আমি তোর ’পরে রাগ করেচি ।

বিচক্ষণা ।—(সবিনয়ে) প্রিয়সখি সুলক্ষণে ! রাগ করিস্‌নে । মহামন্ত্রী ভাগুরায়ণ আমার উপর যে কাজের ভার দিয়েচেন, তারই দরুণ এরূপ হয়েচে —আমার অপরাধ নেই ।

সুল ।—(উপহাস সহকারে) প্রিয়সখি বিচক্ষণে ! তোর চেয়ে মন্ত্রণায় বিচক্ষণ আর কে আছে ?

বিচ ।—তা বটে ! এই মহিলা-নীতি-নৈপুণ্য আমাদের মত লোকেরই উপযুক্ত ।

সুল ।—মহিলা-নীতি-নৈপুণ্যে যদি মহিলাজনের অদর্শন হয়,তা হলে আমাদের মত লোকের চোখে তো তোমাকে দেখ্‌তে পাওয়া যাবেই না ।

বিচ ।—আচ্ছা বল দেখি, তোমার মহিলা-নীতি-নৈপুণ্যটা কিরূপ ?

সুল ।—তুমি বল—তার পর আমি বল্‌ব । প্রথমে সহকার-মঞ্জরী দেখা দেয়, আর তাই চুম্বন করে’ পরে কোকিলের গলা ছাড়ে ।

বিচ ।—আচ্ছা, তবে শোনো । ভগবান্‌ ভাগুরায়ণ আমাকে এক দিন খুব আদর-যত্ন করে’ এই কথা বল্লেন, “দেখ বিচক্ষণা ! আমাদের এই রাজ-রহস্যে তোমাকে একটু সাহায্য করতে হবে ।”

সুল ।—তোমার সখি কি বুদ্ধি ! তাই তো মহামন্ত্রী তোমাকেই এই কথা বল্লেন—তা বিচক্ষণা আর বিচক্ষণা হবে না ?—বকুল-মালা সুরভি-গন্ধ বিস্তার করে, এও কি কাকেও বল্‌তে হয় ?

বিচ ।—আমি সবিনয়ে বল্লেম, “আচ্ছা, আমি যথাসাধ্য কর্‌ব”—তিনি আমাকে বল্লেন, “দেখ এই মৃগাঙ্ক-বর্ম্মাই মৃগাঙ্কাবলী ।”

সুল ।—তার পর, তার পর ?

বিচ ।—তার পর, তাকে বিবাহ করে’ মহারাজ শ্রীবিদ্যাধর মল্লদেব পৃথিবীর চক্রবর্ত্তী রাজা হবেন ; তাই তার বাস-গৃহের ভিত্তিতে প্রবেশের যে গর্ত্ত-পথ তৈরি করে’ রাখা হয়েছে, সে পথ দিয়ে নিয়ে গিয়ে তাকে কোন প্রকারে মহারাজের দৃষ্টিগোচর করাতে হবে ; আর কি কি কাজ কর্‌তে হবে, তা হরদাস তোমাকে বল্‌বে । তুমি তার প্রিয়-সখী, তাই এই গোপনীয় রাজকার্য্যে তোমার সাহায্য প্রার্থনা করা যাচ্ছে—সোপান-পঙ্‌ক্তি অবলম্বন করেই উপরে আরোহণ কর্‌তে হয় । তার পর হরদাস আমাকে যা কর্‌তে বল্লেন, সেই কথামত আমি তাকে সখী-ভাবে এইরূপ বল্লেম, “দেখ সখি মৃগাঙ্কাবলি ! এই বাস-গৃহে কামদেব আস্‌চেন, তাঁকে দেখে, তোমার নিজ কণ্ঠ হতে কুসুমমালা খুলে

তাঁর কণ্ঠে ফেলে দেবে, তা হলে তিনি তোমার অনুরক্ত হবেন ;" আমার কথামত মৃগাঙ্কাবলীও সেইরূপ সমস্ত করে; তার পর আবার দোলায় দুলে মহারাজকে দেখা দেয় ; কেলি-কৈলাস-গৃহের স্ফটিক-ভিত্তির মধ্যে থেকে নিজের ছবি আঁকে ; আর শূন্যগর্ভ থামের ভিতর থেকে কথা কয় ও শ্লোক পাঠ করে।

সুল।—আচ্ছা, মৃগাঙ্কাবলীর বিবিধ বিলাস-ভঙ্গী দেখে মহারাজ কি করুলেন ?

বিচ।—পোষা হাতীর প্রিয় ব্যবহারে বুনো হাতী প্রতারিত হয়ে যা করে, তিনিও তাই করুচেন। কাঁচা সুপারির ছালে মাজা-ঘষা, দ্রাবিড় দেশের শ্যামা-রমণীর দাঁতের পাটি যে রকম সাদা হয়, সেইরূপ সুন্দর চাঁদনী রাতে আকুল হয়ে তিনি এইরূপ বিলাপ করেন :—

জ্যোৎস্নাময়ী রজনীরে গাঢ়তম মসীপুঞ্জে
করে' দেও শ্যামল বরণ ;
মন্ত্রতন্ত্র প্রয়োগিয়া শ্বেতোৎপল-যূথ হ'তে
মৃদু হাসি করহ হরণ ;
চন্দ্রমারে শিলাপট্টে অতি সূক্ষ্ম কণারূপে
চূর্ণ চূর্ণ করে' ফ্যাল পিষি,
যাহাতে দেখিতে পারি স্বপ্ন-দৃষ্টা সে বালায়
অনল অঙ্কিত দশ দিশি।

সুল।—আচ্ছা, তার এখন কিরূপ অবস্থা ?

বিচ।—বিরক্ত সে সৌধ-গৃহে ;
উপবন করি পরিহার ;
জ্যোৎস্না নাহি লাগে ভাল ;
ত্রস্ত দেখি' চিত্রগৃহ-দ্বার ;
ভাল মনে হয় বিষ ;
শোয় পদ্মপত্র শয্যাতলে,
কল্পনায় সে রূপটি
আস্বাদন করি' কুতূহলে।

এখন তুমি বল দিকি, সেই মহিলা-নীতি-নৈপুণ্যটা কিরূপ ?

সুল।—কিরূপ শুনবে ? একদিন মহারাজ কানে কানে আমাকে এইরূপ বল্লেন ; দেখ, তুমি দেবীর এ গোপনীয় কথাটা প্রকাশ করো না।

বিচ।—সে কথাটা কি বল দিকি ?

সুল।—কথাটা হচ্ছে এই :—চারায়ণ মিথ্যা বিবাহে প্রতারিত হয়ে লজ্জিত হয়—সে এখন তার পাণ্টা নেবার জন্য ধাত্রীকেও ঠাকাবার মৎলব করচে। তাই, সন্ধ্যাবেলায় যখন খুব ঘোর অন্ধকার, সেই সময়ে যখন মেখলা প্রমোদ-উদ্যানে যাবে, সেই সময়ে তুমি বকুল-গাছে উঠে নাকিসুরে তাকে এই কথা বলুবে—"ওলো মেখলা, বৈশাখ-পূর্ণিমার সন্ধ্যাকালে এইখানে তোর মরণ হবে," আমিও তাকে সেইরূপ বল্লেম।

বিচ।—তার পর, তার পর ?

সুল।—তার পর সে ভয়ে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে কোন প্রকারে তার সম্মুখে গিয়ে কৃতাঞ্জলি হয়ে এই কথা বল্লে, "ভগবতি অশরীরী দৈববাণি! আমার মরণের কথা যেমন তুমি জান, কেমন করে' আমি বাঁচ্‌তে পারি, দয়া করে' সেটা আমাকে বলে' দেও।

বিচ।—তার পর, তার পর ?

সুল।—তার পর এইরূপ তাকে বলা হ'ল ; যদি গান্ধর্ব্ববিদ্যা-নিপুণ কোন ব্রাহ্মণকে বিলক্ষণ দক্ষিণা দিয়ে তুষ্ট করে', তার পদতলে পতিত হয়ে, তার দুই জঙ্ঘার ফাঁকের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারিস্, তা হলে তুই রক্ষা পাবি।

বিচ।—বাঃ! তোর চতুরতাকে বলিহারি! কেননা, ব্রাহ্মণের চরণ পবিত্র বলে' মুনিরাও তা স্মরণ করে' থাকেন।

সুল।—(চিন্তা করিয়া) ওঃ! ব্রাহ্মণের কি কপট নাটক-কবিত্ব!

বিচ।—তার পর—তার পর ?

সুল।—তার পর, সেই কথা শুনে, মেখলা চোখের জল পুঁচ্‌তে পুঁচতে আমার সম্মুখেই মহারাজের নিকটবর্ত্তী দেবীকে সেই কথা নিবেদন করুলে ; রাজা বল্লেন, দেখ সুন্দরি! বিষণ্ণ হয়ো না ; কেননা, গান্ধর্ব্ববিদ্যা-বিশারদ ব্রাহ্মণ আমারি অধীন ; তবে কেন বিম্বাধর এখনও অশ্রুজলে সিক্ত করুচ ? এইরূপে দেবীকে আশ্বস্ত করুলেন ; আর দেবীও আজ পূর্ণিমা বলে' পূজা-সৎকারের আয়োজনের জন্য আমাকে পাঠিয়েছেন।

বিচ।—তা এসো, এখন সেই সব অনুষ্ঠান করা যাক্‌। [প্রস্থান।

ইতি প্রবেশক।

(উৎকণ্ঠিতচিত্ত রাজা ও স্নানশুচি বিদূষকের প্রবেশ)

রাজা।—(অনুধ্যান করত)

মনে পড়িতেছে এবে সে কামিনী—তরঙ্গিত-
বলি-রেখা আঁকা যার
বক্ষের উপরে—
ক্রমে সোজা করি' কণ্ঠ, চরণাগ্র-অঙ্গুলীতে
ভর দিয়া, উচ্চ হয়ে
উল্লাসের ভরে,
ধরিয়া সখীর হস্ত একদৃষ্টে বহুক্ষণ
দাঁড়ায়েছিলেন, মোরে
দেখিবার তরে।

বিদূ।—মেখলার প্রাণ বাঁচাবার জন্য যে "সমাধান" যোগ করা যাচ্চে, তা ভঙ্গ কোরো না—দেবীর সম্মুখে মেখলাকে বাঁচাতে হবে। (স্বগত) ওরে দুষ্ট দাসী! ক্রুদ্ধ চারায়ণের দুই পায়ের মধ্য দিয়ে তুই যখন গলে' যাবি, তখন তোর বিশেষ লাঞ্ছনা হবে।

রাজা।—(বিদূষকের বাক্য না শুনিয়া) "মনে পড়িতেছে এবে"—ইত্যাদি।

বিদূ।—মহারাজ, তাকে আর স্মরণ কোরো না—সে সন্তাপ-দায়িনী ডাকিনী।

রাজা।—কি বল্লে?—সন্তাপদায়িনী?—তবে বল না কেন, কোকিলের কাকলী গীতস্বর তোমার কানে ভাল লাগে না; সুধাস্যন্দিনী চন্দ্রমূর্ত্তি তোমার চোখে কষ্টকর বোধ হয়; চন্দন-রস তোমার শরীরকে দহন করে?

বিদূ।—আমি কথাটা একটু বেঁকিয়ে ঘুরিয়ে বল্লুম—তুমি ওর থেকে সার উদ্ধার কর।—হংসই নীর হতে ক্ষীর উদ্ধার করে। আর কি বলব বল! অলসের বিদ্যার মত তুমি দেবীকে ঝাঁ করে' ভুলে গেলে।

রাজা।—আশৈশব যার উপর প্রেম ক্রমশঃ বৃদ্ধি হয়েছে, সেই দেবীকে কি কখন ভোলা যায়? কিন্তু—

বিশ্ব-সুন্দরীর মাথে
বামপদ করিয়া স্থাপন
ভোগ করেছেন দেবী
সবলে যে মনোরূপ ধন
স্মরের শাসনে তাহা
দ্বিধা ভাগ করিনু এখন।

বিদূ।—সেই দোল্‌নার দোলার মত এখন তোমার মনের দোলা যে থামে নি দেখচি।

রাজা।—তাই বটে।

মালতীর মালা কি গো দলিবার যোগ্য?
সহিতে পারে কি বাধা অনুরাগ নব্য?
ম্লান বকুলের মালা কে করে বর্জ্জন?
দেবীর প্রণয় কভু হয় কি খণ্ডন?

বিদূ।—ওগো! এ সব দাক্ষিণ্য-বচন-বিন্যাসে কি প্রয়োজন? পুরাণ পত্র দূর করে' না দিলে নব পল্লবের তেজ হয় না। যে কস্তূরীমৃগ তরুণ গ্রন্থি-পর্ণের অঙ্কুর-লুব্ধ, তার কি "দমনকে"র মাঠে চর্‌তে ভাল লাগে?

রাজা।—সখা! তোমার যা মুখে আস্‌চে, তাই বলুচ। যাতে কোন আশঙ্কার কারণ নেই—তাতেও তুমি আশঙ্কা করুচ।

বিদূ।—পরের ভাবনা ভেবে আমার কি হবে বল।—তাই বলুচি, আমার সমাধি ভঙ্গ কোরো না—দেবীর সম্মুখে মেখলাকে আমার বাঁচিয়ে দিতে হবে।

(সপরিজনে দেবী ও মেখলার প্রবেশ)

দেবী।—ওলো সুলক্ষণে! মহারাজ ও চারায়ণ ঠাকুর কি অন্তঃপুর-দ্বারের উপান্ত-প্রদেশে এসেছেন?

সুল।—হাঁ, এসেছেন।

বিদূ।—এই দ্বারের উপান্ত-প্রদেশ—এইখানে বসা যাক্ মহারাজ! (তথা করণ)

দেবী।—জয় হোক্ মহারাজের! এসো, চারায়ণ ঠাকুর এসো। আমার ধাত্রী-কন্যার জীবন ভিক্ষা দেও—মেখলাকে বাঁচাও।

বিদূ।—এই আমি প্রস্তুত আছি।

মেখলা।—(বদ্ধাঞ্জলি হইয়া) চারায়ণ ঠাকুর! তুমি মহাব্রাহ্মণ, আমি তোমার শরণাপন্ন হলেম। (বিদূষকের পদদ্বয় নিজ মস্তকে আরোপণ)

নেপথ্যে।—কোথায়?—কোথায় সে দুষ্ট দাসী? আমরা সব কালপুরুষ, গলায় শিক্‌লি বেঁধে মেখলাকে আমরা নিতে এসেছি।

বিদূ।—(বহুবিধ লাঠি উঠাইয়া) আমি যখন পিঙ্গলিকার প্রণয়ী গন্ধর্ব্ববেদ-বিচক্ষণ রক্ষক রয়েছি, তখন কালই বা কে?—কালপুরুষেরাই বা কে—কালের শৃঙ্খলই বা কি? (বহুবিধ প্রকারে লম্ফ-ঝম্প পূর্ব্বক পরিক্রমণ)

মেখলা।—(পদদ্বয়ের মধ্য দিয়া প্রবেশ) ওগো ! আমাকে রক্ষা কর—রক্ষা কর।

বিদূ।—(উচ্চৈঃস্বরে গান করিয়া চুপি চুপি) দেখ দেখ মহারাজ—বিলাসিনীরূপ মন্মথরথে আমি আরোহণ করেছি।

মেখলা।—মা গো, এইবার প্রাণ রক্ষা হল।

বিদূ।—(বাহুতে তাল ঠুকিয়া হাস্য-সহকারে) আরে বেটী দাসী ! অলীক বিবাহে আমাকে ঠকিয়েছিলি বলে' আমি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেম—এখন এই প্রার্থনা করি, তুই প্রশস্ত কঙ্কণালঙ্কৃতা আমার ব্রাহ্মণী হ'।

মেখলা।—(অপ্রতিভ হইয়া রোদন)

দেবী।—মহারাজ ! আমার প্রিয়সখী মেখলাকে ঠকানো হয়েছে—ঠিক হয়েছে, ভালই হয়েচে। যেমন কর্ম্ম, তেমনি ফল।

বিদূ।—মহারাজের প্রিয় বয়স্যকে যে আপনি ঠকিয়েছেন, সেও ঠিক্ হয়েছে—ভালই হয়েছে !

দেবী।—মহারাজের সখা বলেই তোমার সঙ্গে একটু পরিহাস করেছিলেম।

মেখলা।—দেবী এইরূপ উত্তর দিতে পারেন। মহারাজ ওর গুরু ; কেতকী-কুসুমবাসিত খদির-সার হতেও অন্য প্রকার গন্ধ বেরোয়।

দেবী।— [কুপিত হইয়া পরিজন-সহ প্রস্থান।

বিদূ—(পার্শ্বে অবলোকন করিয়া) এখন প্রিয়সখা একলা হয়েছেন।

রাজা।—দেবী কাঁদতে কাঁদতে গেলেন—তাই বোধ হচ্চে, ভারি অপ্রতিভ হয়েচেন।

বিদূ।—কাঁদুন কাঁদুন—তাতে কি ওঁর মুক্তাগুল ঝরে যাবে ? এসো মহারাজ, এখান থেকে উদ্যানের দিকে যাওয়া যাক্। (পরিক্রমণ)

বিদূ।—ওগো ! আমার হাতে সে হাত রেখেছিল—কি তার মৃদুমসৃণ চরণক্ষেপ ! যেন বহু ভ্রমরবৃন্দের দ্বারা উৎপন্ন—যেন বহু কোকিলকুলে জন্ম, যেন তৈলমার্জ্জিত কজ্জলপুঞ্জ হতে সংজাত, যেন ইন্দ্রনীল চূর্ণ হতে সম্ভূত, যেন শিতিকণ্ঠের কণ্ঠে গঠিত, যেন নারায়ণের শরীর হতে নির্গত, যেন চন্দ্রের কলঙ্ক হতে বহির্গত, যেন নীলোৎপল-দলে বিরচিত, যেন হস্তীর মদজল হতে উৎপন্ন, যেন তিমিরপুঞ্জ ভুবনের গর্ভাঞ্জন,—যার সম ও বিষম জানা নেই, শ্যাম-ধবল যাতে নির্ণয় হয় না, লঘু-দীর্ঘের যাতে ভেদ নাই, দূর-নৈকট্য যার বোঝা যায় না, এরূপ ভাবে সে সঞ্চরণ করে' আমার হাতে হাত রেখেছিল।

রাজা।—তাই বটে। (আমার মনে হয়)

এবে মৃগাক্ষীরা করে তিমিরানুরূপ বেশ
কান্তজন অভিসার-তরে ;
কর্ণে ধরে কেকিপিচ্ছ, শ্যাম মরকত-বালা,
পরে দুটি সুকোমল করে ;
কণ্ঠে নীলকান্ত-হার মুখে পত্রলেখা শোভে
মৃগমদ-কস্তুরী-রচিত
সুনীল কমলরাজি শিখর-ভূষণ তার
—সুনীল বসন পরিহিত।

(নেপথ্যে)

দুগ্ধবৎ মুগ্ধ যার কিরণ তরল
উদ্বেলিত করিতেছে জলনিধি-জল,
সুধা-লেপে ধবলিত করিতে ভুবন
লেপন-বর্ত্তিকা যে গো করয়ে ধারণ,
মদন-বল্লীর সম জ্যোছনা যাহার
মহৌষধি-পত্ররাশি করয়ে বিস্তার,
অনঙ্গের কেলি-গৃহ জগৎ-ভবনে
বিভূষিত করে যে গো চন্দন-লেপনে,
জনানন্দ সেই চন্দ্র ঢালে হাস্যধারা ;
নলিনী মলিনী হল বিকশিল তারা।
রথাঙ্গ দগ্ধাঙ্গ হল বিচ্ছেদ-দহনে
ব্যথিত বিরহি-প্রাণ শশীর কিরণে।

(পুনর্ব্বার নেপথ্যে)

প্রথমে দেখিতে যে গো যবাগ্র সূত্রের মত
কিম্বা কেতকীর সূক্ষ্ম অগ্রপত্র প্রায়,
ধরে কান্তি মৃণালের, তারা-হারা শোভা কভু
কভু বৃষ্টিধারা-ভ্রান্তি চিত্তে জনমায়,
সে সুধাংশু-কর এবে স্ফাটিক দণ্ডের শোভা
করিয়া ধারণ যেন ক্রমে বৃদ্ধি পায়।

অপিচ :—

সদ্য চন্দনের পঙ্কে
পিচ্ছিল করিয়া ব্যোমাঙ্গন,
ঐরাবত দন্তখণ্ড-
সম শোভা করিয়া ধারণ,

সমুদিত শশধর ; —করে প্রলম্বিত যেন
মুক্তাহার-লতা
অথবা সুন্দরীদের স্বরলিপি পঠনের
কেলি-দীপ যথা।

বিদূ।—এই কলকণ্ঠী নগরবাসিনী দেবীর উদ্দেশে পূর্ণিমা চন্দ্রোদয়ে, কর্পূর-চন্দন নামধেয় কোন মাগধ, মৃগাঙ্কশ্রী চন্দ্রমার অভ্যুদয়কে অভিনন্দন করুচে। এই সময়ে কিছু বল্‌বার জন্য আমারও যেন মুখ চুল্‌কিয়ে উঠ্‌চে, আমি তবে এইরূপ বর্ণনা করি :—শশিরূপ মসিপাত্র হতে খাঁড়গুড়ের রস চুঁয়ে পড়ে' তিমির-কজ্জলিত নভঃফলকের নক্ষত্রমালাকে মলিন করুচে।

রাজা।—সখে! এখনও তুমি শিশুর মত কি কথা বল্‌চ ?

বিদূ।—আচ্ছা, এইবার তবে যুবজনের উক্তিতে বর্ণনা করি :—

অকঙ্কণ অকুণ্ডল দশদিগ্‌বধূ যেই
তাহারি ভূষণ ;
অকুঙ্কুম অচন্দন ধরণীমণ্ডল যেই
তাহারি মণ্ডন ;
অশোষণ অমোহন মকরকেতন যেই
তারি অস্ত্র যেন
মৃগাঙ্ক-কিরণাবলী পুঞ্জীকৃত হয়ে শোভে
গগন-অঙ্গন।

রাজা।—(চারিদিকে অবলোকন করিয়া মদনাকৃতি অভিনয় করত) ভগবন্‌ যামিনীনাথ! এ কি তোমার বিপরীত আচরণ।

হর-শিরোমণি ওহে!— যার ক্ষীর-সিন্ধু হতে
লক্ষ্মী ও কৌস্তুভ-মণি লভেছে জনম ;
চির-সউহার্দ্দ যার কুমুদ-সরের সাথে ;
অমৃত পীযুষবর্ষী যাহার কিরণ ;
স্পর্দ্ধা যার মৃগাক্ষীর বদন-কমল সনে ;
সেই চন্দ্র তুমি কেন বল তো এখন
অগ্নিশিখা আমা-'পরে করিছ সিঞ্চন ?

অপিচ :—

যে জ্যোছনা-ধারা আগে যন্ত্র-দিয়া দ্রবীভূত
কেতকা-উদর-দল-স্রোত-শোভা
করিত ধারণ
যার শোভা হেরি পূর্ব্বে হইত গো অনুভব
যেন চারু মুক্তাহার সুবিধানে
হতেছে গ্রন্থন,
সেই সে চন্দ্রিকা এবে বৰ্দ্ধিত হয়েছে এত
—কলস ভরিয়া যেন হতে পারে
তার উৎসেচন ;
অথবা অঞ্জলিপুটে ধরিবারে পারা যায় ;
মৃণাল-অঙ্কুর কিম্বা পারে পি'তে
হয়েছে এমন।

(চিন্তা করিয়া) বিপরীত আচরণই বটে! অথবা শশধর মাদৃশ জনের পক্ষে প্রাণ সংশয়-হেতু বিষস্বরূপ ; বিষ যত স্বচ্ছ, ততই আরো বিষম হয়। চন্দ্র যত বিশদ হচ্চে, ততই যেন তার দাহকতা-শক্তিও বাড়্‌চে। (চতুর্দ্দিক্‌ অবলোকন করিয়া প্রার্থনা-সহকারে)

তোমরা চকোর সবে! উন্নত করিয়া কণ্ঠ
চঞ্চু দিয়া ক্রমে ক্রমে
সমস্ত এ চন্দ্রিকার জল করি' পান
মৃগাঙ্কের তেজোরাশি খর্ব্ব করি বিধিমতে
বিরহ-বিধুরদের বাঁচাও গো প্রাণ।

(সম্মুখে অবলোকন করিয়া) এই যে সেই মৃগাঙ্কাবলী।

বিদূ।—ওগো, এ মৃগাঙ্কাবলীই বটে ; কেননা, এক চন্দ্রের কখনই এতটা কান্তি-বিস্তার হতে পারে না।

রাজা।—এসো,আমরা এই কদলী-লতার অন্তরাল হতে ওঁর বিশ্রান্তালাপ শুনি। কর্ণযুগল ওঁর সরস বচন সাধ মিটিয়ে শুনুক্‌। (তথাকরণ)

(বিচক্ষণার সহিত মৃগাঙ্কাবলীর প্রবেশ)

মৃগা।—(অনুধ্যানের অভিনয় সহকারে, পঠন)

রাজা।—(খেদ সহকারে) অহো! এর মদন-মন্ত্রাক্ষরগুলি—এই সুভাষিত বচনগুলি কি চমৎকার!

বিদূ।—আমি বলি, এগুল পোড়া মদনের হাতের ধারালো বল্লম বই আর কিছুই নয়।

কণ্ঠে মুক্তামালা শোভে
স্তনে কর্পূরের চূর—স্বচ্ছ অতিশয়
সর্ব্বাঙ্গে চন্দন ঘন
পাণিদ্বয়ে সুবেষ্টিত মৃণাল-বলয় ;

পরিধান করে তন্বী
কিবা চারু পরিসূক্ষ্ম চীনাংশুক বাস,
সুধাংশুর দেবী যেন
নিশাকালে আরোহণ করিতে আকাশ
সহসা স্খলিত হয়ে
ধরাপৃষ্ঠ আলো করি সহসা প্রকাশ।

বিদূ।—ওগো,সে কথা সত্য, চন্দ্রের অধিদেবতাই আকাশ থেকে স্খলিত হয়েছেন বটে। উনি লাঞ্ছন-চ্ছলে, মৃগলাঞ্ছনের মণ্ডলমধ্য এই অল্পক্ষণ হ'ল ত্যাগ করে' যে এসেছেন, এখন তারই বিষয় ভাবচেন।

রাজা।—দেখ সখা, পরিপুষ্টতা লাভ করেও চন্দ্রিকা তবু কেমন দীপ্তি পাচ্ছে, ওর স্মরজাত পাণ্ডুতা দেখ কেমন ফুটে বেরিয়েছে, শঙ্খ শুক্তি-যুক্ত হলেও তবু তার মধ্যে মুক্তাবলী অনুমান করা যায়। তাই :—

দলিত হরিদ্রা প্রায় গৌরকান্তি যে শরীরে
হয় প্রতিভাত
তাহে প্রকাশিত এবে অপূর্ব্ব পাণ্ডুতা এই
বিরহ-সঞ্জাত।
কাঞ্চন রজত মিলি সুন্দরীর সর্ব্বাঙ্গ নির্ম্মিত
পাণ্ডুতার বল তাহে আরো যেন হয়েছে বৰ্দ্ধিত।

বিদূ।—পারদ-রস-চুম্বিত সুবর্ণের ন্যায় ওঁর লাবণ্য ; এখন পাণ্ডুতা এসে এই গৌরবর্ণকে ক্রমশঃ যেন ঘিরে ফেলেছে।

মৃগা।—তাকে দেখে অবধি, হৃদয়, তুই যে একে-বারে ম্লান হয়ে পড়েচিস্—আশ্চর্য্য! অথবা, বকুলের মূলে সুরা-গণ্ডুষ-সেক, আর বকুলের ফুলে মদিরা-গন্ধোদ্গার।

বিদূ।—এই পাণ্ডুতার কারণ কি?

রাজা।—কারণ আর কিছুই নহে ওর প্রেমা-সক্তহৃদয়ই আপনার সঙ্গে আপনি কলহ করুচে।

মৃগা।—ওগো কর্পূর শলাকা-শীতল বিম্বাধরমল্ল! তুমিও যখন ক্লিষ্ট হচ্চ, তখন আর আমার নিবৃত্তি কোথায়? চন্দ্রমণির অগ্নি নিস্তন্দিত হচ্চে—এখন এর প্রতীকারই বা কি?

রাজা।—আমি এখন মৃগাঙ্কাবলীর প্রতারণার পাত্র—আমাকে ধিক্!

মৃগা।—সখি! মদন সামান্য কুসুমবাণ হয়ে, মানুষের এইরূপ দশা কি করে' করে বল দিকি?

রাজা।—সলিলময়ী হয়েও দেখ হিমানী দহন করে। কুসুমময় হয়েও স্বভাব-প্রচণ্ড মদনও তাই পঞ্চমশরী।

বিদূ।—দেখ বয়স্য, বর্ষাঋতুর চিনির পুতুলের মত ক্ষণে ক্ষণে ক্ষয় হয়েও ইনি কাকে না তাপিত করেন?—ম্লান হয়েও মরুবক কদলী সুগন্ধা—বিরহ-ক্ষীণ হয়েও ইনি অতি রমণীয়া। তা ছাড়া, কুরন্টক-কুসুম-মালার ন্যায় ম্লায়মান হয়েও বেশ রক্তিমা প্রদ-র্শন কচ্চেন।

মৃগা।—সখি, কি করা যায়, দুশ্ছেদ্য এই প্রেমের ডোঙা। সখি, সে বড় নির্দ্দয়, অথবা পরদুঃখে দুঃখিত জন অতি বিরল। নব বসন্তের পাখী যে কোকিল, তার ঝঙ্কার স্বল্পমাত্র হলেও, বিমুক্ত কুসুমগুচ্ছের মত অসহ্য। ওগো ত্রিভুবনের অদ্বিতীয় ধানুকী মন্মথ! চন্দ্রশেখরকে ছেড়ে তোমার তীক্ষ্ণ শরে মহিলাজনকে নিগৃহীত করুতে কি লজ্জাবোধ হচ্চে না?

বিদূ।—যার অঙ্গ নেই, সেই অনঙ্গের আবার রণোদ্যোগ—তাই আমার ভারি হাসি পাচ্চে।

রাজা।—এ সময়ে এত উচ্চহাস্য করে' কেন আমাকে কষ্ট দেও?

মৃগা।—সখি বিচক্ষণা, বুঝি লোকজন আসচে।

বিচ।—কদলীবনের আড়াল থেকে দেখা যাক্, ব্যাপারটা কি। (তথাকরণ)

বিদূ।—এসো প্রবেশ করা যাক্ (পরিক্রমণ)।

রাজা।—(শীতল উপচারসামগ্রী অবলোকন করিয়া, এবং অভিনয়-পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া)

মৃণাল বলয়রূপে করেছে ধারণ,
বসন্ত-পল্লব যত ইহারই কারণ।
কদলী-দল-অংশুক ইহারই নিশ্চিত,
স্মরজ্বর তাহে যেন দেখি সংক্রামিত।

এই পরিত্যক্ত শীতল সামগ্রীর দ্বারা আমার হৃদয়ানল নির্ব্বাণ করি। (তথা করিতে উপবেশন)

রাজা।—অথবা বিবেচনা না করেই এ সকল বস্তু ব্যবহৃত হয়েচে, কেন না :—

শীতাংশু ও কালকূট সহোদর সম,
ফণীদের লীলাস্পদ তরু সে চন্দন।
সিন্ধু হতে মুক্তাহার হয় সমুৎপন্ন,
পঙ্কজ সে ভাস্করের সখা বলি' গণ্য।

এই সব যত কিছু স্মরতাপহারী বলি'
জগতে প্রথিত,
আসলে নহেক তাহা —ব্যবহারে ভুলাইয়া
করে প্রবঞ্চিত।

বিচ।—সখি মৃগাঙ্কাবলি! আমার দূতীগিরি সফল হয়েছে—মহারাজেরও এইরূপ অবস্থান্তর ঘটেচে।

রাজা।—(সন্তাপ অভিনয় করিয়া)
ব্যজন-সমীরে শুধু
নিঃশ্বাসেরে করিছে বর্দ্ধন;
চন্দনের রস শুধু
বাষ্পধারা বিস্তারে সক্ষম;
কুসুম-শয়ন শুধ্
কামাস্ত্রের হয়েছে সহায়;
দ্বিগুণ মদনাগুন
—বিরামের হবে কি উপায়?

বিদূ।—ওহো! একটা মুদ্রাঙ্কিত লিপির মত কি যেন দেখা যাচ্চে।

রাজা।—শুধু লিপি নয়, এ যে স্মরসম্বন্ধীয় সন্ধি-বিগ্রহের কথা। দেখ না কেন:—

সুকোমল তালপত্রে মুদ্রিত রয়েছে দেখ
স্তনাঙ্ক-চন্দন;
মৃণালের মত সূক্ষ্ম তন্তু দিয়া পত্রখানি
করেছে বন্ধন;
কোন নায়িকার এই স্মরলিপি সুনিশ্চয়
হয়েছে পতন।

বিদূ।—কেন আমাদের কাছ থেকে চলে' গিয়েছিলেন, তাই বোধ হয়, এতে বলা হয়েচে।

রাজা।—(বিদূষকের কান ধরিয়া) রত্নশলাকার উৎপত্তিস্থান বিদুর-পর্ব্বত-ভূমির মত তোমার কথায় কোন রস নেই। উপরে নাম কি লেখা আছে দেখাও।

বিদূ।—(তথাকরণ)

রাজা।—(পঠন) নির্দ্দয়! হতভাগিনীর—

বিদূ।—মুদ্রা উদ্ঘাটন করে' দেখাচ্চি (তথা করিয়া) ওগো! এই রত্নকোষ লিপিখানি যে অক্ষরশূন্য!

রাজা।—করুণ-গম্ভীর এই লেখাটি আমার পক্ষে দুর্বোধ হয়ে পড়েচে—আমার মন অত্যন্ত ব্যাকুল হয়েচে বলেই বুঝতে পাচ্চিনে। (চিন্তা করিয়া) এটা তালপত্রের ঠোঙ্গা না? (চিন্তা করিয়া) যেরূপ সন্ধি-বন্ধন-বেশযুক্ত পত্রখানি দেখচি, তাতে গুপ্ত প্রেমের কথাই বোধ হয় সূচিত হচ্চে।

বিদূ।—(অবলোকন করিয়া সহর্ষে) ওগো! তোমার বুদ্ধিকে বলিহারি যাই। রোহিণীবল্লভ মৃগ-লাঞ্ছনের বর্ণনাও তো হতে পারে।

রাজা।—(ব্যাকুলভাবে পঠন)

"সারা অঙ্গে যউবন করুক না যত কেন
অক্ষর বিকাশ
তথাপি লোচনযুগে কি চতুর প্রগল্‌ভতা
হয় গো প্রকাশ!
দৃশ্যবস্তু হতে আঁখি অখিলের ভাবরাশি
করয়ে গ্রহণ—"

(মনে মনে বিতর্ক করিয়া)

তাই বটে, তাই বটে অক্ষরের মাত্রাগুলি
গেছে ভাঙি করের কম্পনে;
—স্বেদজলে লুপ্তশ্রী; পদ অসম্পূর্ণ বলি'
অর্থবোধ নাহি হয় মনে।
পুনরুক্তি করে ব্যক্ত হৃদয়-চাঞ্চল্য,
খণ্ডবাক্যে ব্যক্ত হয় চিত্তের বৈকল্য।

বিদূ।—দেখুন মহারাজ, কেলিকদলী-সমূহ করি-শুণ্ডদণ্ডের বেষ্টন বলে' মনে হচ্চে; এমন সুন্দর স্থানকে কি উপেক্ষা করা যায়?—আসুন তবে এই পথটি অনুসরণ করা যাক্।

রাজা।—রত্নাকরই মৃগাঙ্কের অনুসরণ করে—আর আমি তোমারই হৃদয় অনুসরণ করি। অতএব তোমার যেখানে অভিরুচি, চল।

বিদূ।—(অঙ্গুলী দ্বারা নির্দ্দেশ) এখান থেকে তিনি নিশ্চয় মাধবী-লতামণ্ডপে গিয়েছেন; কেননা, মদনের পদচিহ্নের মত পদপংক্তি যেন দেখা যাচ্চে। অতএব সাবধান হয়ে পথ নির্দ্ধারণ করা যাক্। (উভয়ের তথাকরণ)

মৃগা।—(লতান্তরে চন্দ্রিকাস্পর্শ অভিনয় করিয়া)

দুর্বৃত্ত হিমাংশু ওরে প্রিয়-বিরহের লাগি
পুড়িতেছি ঘোর তুষানলে।
অঙ্গের রেখাটি মাত্র করিস্ না স্পর্শ তুই,
এমন কি—পরিহাসচ্ছলে।

ও তোর কিরণরাজি মনোজ্ঞ মৃণাল-সম
পড়ি' গাত্রে দহিছে সবলে।

(এইরূপ দুই তিনবার কহিয়া রোদন)

রাজা।—(বিদুষকের প্রতি) নেত্রযুগলকে সার্থক কর।

নয়নের তারকারে
ঈষৎ করিয়া উৎপীড়ন,
পক্ষ্মাগ্রে গাঁথিয়া ফোঁটা
ক্রমে ধারা করি বিকিরণ,
মনস্তাপ বাড়াইয়া
আপনার গরিমার ভরে
পদ্মনেত্র হতে ওঁর
অশ্রুর প্রবাহ দেখ ঝরে।

অপিচ :—

তীক্ষ্ণাগ্র কুসুমবাণ প্রথমে মোচন করি'
—হেন মনে লয়—
সহসা বারুণবাণ হানে সুন্দরীর প্রতি
মদন দুর্জ্জয়।
নচেৎ কেমনে এই বারিধারা, বিস্ফারিত
নয়নের প্রণালী বাহিয়া,
ভাসাইয়া মুখপদ্ম ত্রিবলী-বিপিন-মাঝে
নদীসম আসিল নামিয়া।

(বিদুষকের হস্তধারণ করিয়া সানুরাগে অগ্রসর হইয়া)

যে জন যাহার জন্য দলিত মৃণালোপম
ক্লিষ্ট অঙ্গ করয়ে ধারণ
তার তরে সেও যদি সহ্য করে অবিরত
অখণ্ড সে মদন-শাসন।

অতএব এই সমদুঃখসুখী জন তোমার নিকট বদ্ধাঞ্জলি প্রসারণ করচে।

মৃগা।—(সস্পৃহ ও সসাধ্বস অবলোকন করিয়া স্বগত) এ কি বিনা মেঘে বর্ষণ? অথবা অশুক্তিসম্পুট হতে মুক্তার উৎপত্তি? কাঞ্চন-তরু কি সহকারে পরিণত হল? পিত্তল ধাতু কি কনকত্ব প্রাপ্ত হল? যাঁর দর্শনে আমার তনু মহামূল্য বলে' আমার নিকট প্রতিভাত হচ্চে—(চুপি চুপি সখীর প্রতি) সখি, ইনি কি সেই রাজা বিদ্যাধর মল্ল,—যিনি শ্রীসরস্বতীর বল্লভ, এবং শ্রী, সরস্বতী ও মদনসুন্দরী যাঁর বল্লভা।

বিচ।—হ্যাঁ, ইনিই সেই রাজা।

রাজা।—একটু পরে কিন্তু এইরূপ বলতে হবে যে,—ইনিই মৃগাঙ্কাবলীর বল্লভ, আর এঁরই বল্লভা মৃগাঙ্কাবলী। (অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি)

দৃষ্টি তব, হে সুন্দরি কর তরঙ্গিত,
ইন্দীবর ওর কাছে হউক লজ্জিত।
বিকাশো অধর-বিম্ব, প্রবালের ঘুচুক রক্তিমা;
অনাবৃত কর বপু, কাঞ্চনেতে পড়ুক কালিমা;
মু'খানি একটু খোলো, নভে হোক্ দ্বিচন্দ্র-মহিমা।

মৃগা।—(স্বগত) ভগবতি শশিশোভনা যামিনি! তুমি শতযামা হও। আজ সপ্তর্ষিমণ্ডল চিত্রশিখণ্ডীহারে বিভূষিত। (চিত্রশিখণ্ডী=অঙ্গিরা নক্ষত্র)

রাজা।—সখা, ওঁর গলায় হার না থাকাটা উচিত হয় না। অঙ্গিপদি নক্ষত্র-হার বিনা উত্তর দিকের শোভা হয় না। (নিজ কণ্ঠ হইতে অবতারিত করিয়া নায়িকাকণ্ঠে অর্পণ)

বিদু।—যোগ্য মিলনে কে না প্রীত হয়? কেননা, সুন্দরী এখন নিটোল মুক্তার হারে অলঙ্কৃত হয়ে বক্রোক্তি-অলঙ্কার-ভূষিত সু-কবিজনের রচনার ন্যায় শোভা পাচ্ছেন।

(নেপথ্যে)

লতামণ্ডপ প্রভৃতি বিলাস-স্থানগুলি ত্যাগ করা হোক্, খিড়কির দ্বারগুলি বন্ধ করা হোক্; দ্বারে অর্গল পড়ুক; প্রহরী ও কঞ্চুকীরা নিজ নিজ স্থানে অবস্থান করুক; বারবিলাসিনী-গৃহীত মশালের দীপ্ত আলোকের মত দীপ্তিমতী মহারাণী, সিদ্ধ-বিষবৈদ্য-দত্ত ঔষধ-সংস্থিত সহস্র মাঞ্জিষ্ঠস্তবকে অলঙ্কৃত হয়ে, মাধবীলতামণ্ডপ দেখ্‌তে এসেছেন।

বিচ।—(সত্রাসে) প্রিয়সখি, মহারাজকে পরিত্যাগ কর।

রাজা।—যদি প্রার্থনা-ভঙ্গ না কর, তা হলে আমি তোমার দয়ার প্রার্থী।

বিদু।—বয়স্য, শীঘ্র ত্যাগ কর। নচেৎ, পায়রার মত আমাদের পিঞ্জরবদ্ধ হয়ে থাকতে হবে। (যথাযথ পরিক্রমণ করিয়া সকলে নিষ্ক্রান্ত)

তৃতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।

চতুর্থ অঙ্ক

(নেপথ্যে)

মহারাজ কর্পূরবর্ষের সুপ্রভাত। সম্প্রতি :—
রজত-পিণ্ডের মত শশধর পাণ্ডুবর্ণ ধরে'
ধীরে ধীরে যাইতেছে ওই দেখ পশ্চিম সাগরে।
সলিল-বুদ্‌বুদ-প্রায় আকাশের তারকামণ্ডলী
একে একে সবে দেখ নত হয়ে পড়ে নীচে চলি'।
কুরণ্টক-পুষ্পসম পাণ্ডুবর্ণ যত ক্ষুদ্র দীপ,
চকোর-নয়ন-সম অরুণ-বরণ পূর্ব্বদিক্।

(জাগরিত বিদূষক ও সুপ্তা ব্রাহ্মণীর প্রবেশ)

বিদূ।—ওগো ছেলের মা, ওঠো, ওঠো, উঠে সন্ধ্যাবন্দনাদি কর। এসো গো, এসো, রাত্রি প্রভাত হল। কর্পূর-রাজ্যের রাজ-বন্দীদের প্রভাতগীতি শ্রবণ কর। দেবীর দরবারে সারারাত জেগে ক্লান্ত, তাই ব্রাহ্মণীর বুঝি এখনও ঘুম ভাঙচে না? আচ্ছা, আমি ততক্ষণ অপেক্ষা করে' থাকি—কেননা, ব্রাহ্মণেরা বলেন, সুখসুপ্ত ব্যক্তিকে জাগাতে নেই।

ব্রাহ্মণী।—(স্বপ্নে কথন) দেবী বিচক্ষণাকে দিয়ে রাজাকে এইরূপ বলে' পাঠালেন :—ওলাদেশ হতে আগত মৃগাঙ্ক-বর্ম্মার প্রিয় ভগিনী মৃগাঙ্কাবলী স্নেহ-বশে ভ্রাতাকে দেখবার জন্য এসেছেন। আর মাতুল চন্দ্রবর্ম্মের লক্ষ্মীস্বরূপা আমার মাতুলানী "হারলতা" এই কথা বলে' পাঠিয়েছেন :—"এই তোমার ভগিনী মৃগাঙ্কাবলী দৈবজ্ঞদের কথামত চক্রবর্ত্তি-গৃহিণী হবেন, অতএব এঁর যোগ্য বর মিলিয়ে দেও। তার পর দেবী মহারাজকে এইরূপ নিবেদন করুলেন :—তোমা ছাড়া অন্য বর কে এঁর যোগ্য হতে পারে? কেননা, পদ্মরাগমণি পূর্ণিমার চাঁদকেই অলঙ্কৃত করে। তাই বল্‌চি, আর্য্যপুত্র, ওঁকেই তুমি বিবাহ কর, নিজের লক্ষ্মী অন্যের হস্তগত হওয়া উচিত নয়। তা ছাড়া এটা আশঙ্কারও বিষয় নয়। দেখ, দেবী আপনা হতেই এই বিবাহটা সযত্নে প্রবর্ত্তিত করুচেন। কেননা, মহাকুল-প্রসূতাদের নিকট ভর্ত্তার প্রিয়ই প্রিয়, আপনার প্রিয় প্রিয় নয়। আরো, আমিই পুনর্ব্বার তাঁর বিবাহ দিচ্ছি। মগধাধিপতির কন্যা অনঙ্গলেখা, মালবরাজের কন্যা রত্নাবলী ও প্রিয়দর্শনা, পাঞ্চালরাজের কন্যা বিলাসবতী, অবন্তীরাজের কন্যা কেলিমতী, জালন্ধররাজের কন্যা লীলাবতী, কেরল-রাজের কন্যা পত্রলেখা—এঁদেরই মত এই বিবাহ আমিই আবার দিয়ে দিচ্চি। তাই আজ দ্বিতীয় প্রহরে বিবাহ-লগ্ন স্থির হয়েচে। পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করায় মহারাজ "আচ্ছা বিবাহ করব" বলে' শেষে প্রতিশ্রুত হলেন। এখন ভবে সেই মেখলা-ব্যাপারের প্রতিশোধ-স্বরূপ মহারাজ এই বিবাহে প্রতারিত হোন্। আমার কুপিত ভ্রাতার জন্য বিবাহ-উৎসব পরে হবে।

বিদূ।—(হাসিয়া) মহারাজই জানেন আর ধর্ম্মই জানেন, এতে কে প্রতারিত হচ্চে। বুড় বিড়ালীকে দুগ্ধ বলে' আমানী খাওয়াতে হবে! যেমন বৃদ্ধ মার্জ্জারী আমানীর দ্বারা প্রতারিত হয়, সেইরূপ কুবলয়মালাকে প্রতারিত করবার জন্য আবার এক-জন মহিলার সহিত বিবাহ হচ্চে। (ঊর্দ্ধে অবলোকন করিয়া) অনেক বেলা হয়েচে, ব্রাহ্মণীকে এইবার জাগিয়ে দি। ব্রাহ্মণি, ওঠো ওঠো, দেবী তোমাকে ডাক্‌চেন।

ব্রাহ্মণী।—(জাগরণ অভিনয় পূর্ব্বক উত্থান করিয়া) এ কি! ভোর হয়েচে যে! ওগো মৃগতৃষ্ণি-কার জামাই! তুমি মহারাজের কাছে যাও, আমিও দেবীর কাছে চল্লেম।

(রাজা ও বিদূষকের প্রবেশ)

রাজা।—(মদন-পীড়া অভিনয় করিয়া) সখা, এখন গ্রীষ্মকালের শৈশবাবস্থা উত্তীর্ণ হয়েছে :—

নিশাচর-প্রহরীর কার্য্যকাল না হইতে শেষ
যে করে গো অসময়ে প্রহরীকে বিরাম আদেশ,
নারিকেল-জলেরে যে কি এক কাঠিন্য করে দান,
রাজরম্ভা-ফলদের যে করে গো পক্বতা-বিধান,
সেই সে নিদাঘ-লক্ষ্মী দিবা-অবসানে
উপভোগ্যা হয়ে রাজে' বিশ্বজন-প্রাণে।

অপিচ:—

গ্রীষ্মকালে মৃগাক্ষীর মৃণাল-রচিত আর্দ্র
বিলাস-বলয়,
শিরীষের কর্ণভূষা, মল্লিকা-কুসুমে গাঁথা
কণ্ঠহার-চয়,
চন্দন-রসার্দ্র-তনু —এই সব যত কিছু
প্রসাধন-ক্রিয়া
—বিনা তন্ত্র-মন্ত্র-বলে রতিপতি মদনেরে
রাখে জিয়াইয়া।

বিদূ।—তাই বটে। আমাদের মত টেকো লোকের মাথায় এই গ্রীষ্ম যেন স্ফুলিঙ্গ বর্ষণ কর্‌চে বলে' মনে হয়।

রাজা—(হোহো করিয়া হাসিয়া) হাঁ, তপন কর্তৃক যেমন মস্তক, তেমনি নখ, তেমনি পথের ধূলিও পরিতপ্ত হয়ে থাকে। তাই তো রাজপত্নীরা অসূর্য্যম্পশ্য হয়ে অবস্থিতি করেন।

যে মধুর সৌরভ কাড়ি' লয় হৃদয় পরাণ
শীতল-বায়ু-মিশ্রিত যে বারুণী লোকে করে পান,
মৃগাক্ষীর সেই স্তন হিমোপম সুশীতল অতি
—এই সবে আরো যেন উত্তেজিত হয় রতিপতি।

তাই বটে সখা, শোনা যায়,—

উশীর-লতার মূল, সুরভিত জাতিতরুগণের বল্কল,
চন্দন-গাছের সার, অশোকের আর্দ্র নব পল্লব সকল,
শিরীষ-কুসুম-চয়, কদলীর বিকশিত কুসুম-সম্ভার,
পুরাকালে এই সব পঞ্চশরে গ্রীষ্মঋতু দিত উপহার।
শীতলোপচার-যোগ্য খর-সূর্য্যকরবর্ষী
নিদাঘ-সময়,
প্রিয়ার বিরহ আর, —এই দুই যুগপৎ
সহ্য নাহি হয়।

নেপথ্যে।—দোলায় অবস্থিত সখীরা সরল দীর্ঘ চরণ কুঞ্চিত করে' বলয়-ভূষিত করযুগলে ওঁর নূপুরাভরণ আকর্ষণ কর্‌চে, তাদের করযুগে নিপীড়িত হওয়ায় ওঁর পর্য্যন্ত-বিলম্বিত কেশকলাপ সূচিত হচ্চে; দোলাভরে উদর কুব্জ হওয়া প্রযুক্ত কঞ্চুকাবৃত স্তনভার ঈষৎ শিথিল হওয়ায় তাহা হতে যে কনক-কিঙ্কিণীগুলি ছিন্ন হয়ে পড়ুচে, সখীগণ কর্তৃক তা অপনীত হচ্চে; আর ঊর্দ্ধ-করাগ্রের আকর্ষণে ওঁর বসন চঞ্চল হয়ে উঠ্‌চে।

রাজা।—(সখীগণের সহিত প্রিয়ার দোলা-বিহার দেখিয়া বিদূষকের প্রতি) সখা!

আমারে হৃদয়ে রাখি স্মরতপ্তা প্রিয়া মোর
করিছেন দোলা-খেলা সখীজন সাথে,
এই অবসরে যেন আসেন অনঙ্গদেব
আপনার বিশ্বজয়ী ধনু লয়ে হাতে।

বিদূ।—বিচক্ষণার কাছ থেকে জানা গেছে, দেবী এঁর সঙ্গে তোমার বিবাহ দেবেন।

রাজা।—দেখ, সেই অসমাপ্ত চতুষ্পদী শ্লোকটি পরিসমাপ্ত করে' প্রিয়া আমাকে উপহার দিয়েছেন।

বিদূ।—তবে অনুগ্রহ করে' প্রিয় বয়স্য, সেই শ্লোকটি পাঠ কর দিকি।

রাজা।—(পঠন)

"যউবন সারা অঙ্গে করুক না যত কেন
লেখার বিকাশ
তথাপি লোচনদ্বয় কি চতুর প্রগল্‌ভতা
করে গো প্রকাশ।
দৃশ্যবস্তু হতে আঁখি অখিলের ভাবরাশি
করয়ে গ্রহণ,
দেখিতে সে দৃশ্যবস্তু মনোবৃত্তি সমুৎসুক
হয় গো তখন।"

দেখ:—

নিজকণ্ঠ হতে খুলি মম কণ্ঠে দিল প্রিয়া
স্বপ্নযোগে সেই কণ্ঠহার
সেই হার পুন আমি প্রেয়সীর স্তনতটে
নিক্ষেপিয়া দিনু উপহার।

বিদূ।—(স্মরণ অভিনয় করিয়া) ওগো প্রিয় সখা, একটা গোপনীয় কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ব?

রাজা।—কর না।

বিদূ।—মৃগাঙ্কাবলী ও কুবলয়মালার মধ্যে কতটা অন্তর?

রাজা।—সে পরস্ত্রীভাবেই রয়েছে।

বিদূ।—আমি তো রাজ-ব্যবহারে অনভিজ্ঞ। আমাদের পল্লীগ্রামে তো শ্যালকভার্য্যাকে অর্দ্ধভার্য্যা বলে। তা, মৃগাঙ্কাবলী ও কুবলয়মালার মধ্যে তফাৎটা কি?

রাজা।—মৃগাঙ্কাবলী ও কুবলয়মালার মধ্যে যে তফাৎ, তাই।

বিদূ।—একই কথা দুবার বলেই কি কথাটা বলা হয়?

রাজা।—আচ্ছা, তবে আর একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে বল্‌চি। চন্দন-সার ও অগুরু-সারের মধ্যে যে প্রভেদ, তাই।

বিদূ। ঠিক্ বোঝা গেল না।

রাজা।—বুঝিয়ে বল্‌চি।

প্রথমার অবয়ব লাটদেশী চম্পক-উপমা,
কুন্তল শ্যামল অতি, রত্নময়ী রূপের রচনা।
অন্য মুক্তাময়ী সৃষ্টি ; উভয়েই মদনের
বিলাস-আলয়।
কিন্তু প্রথমার বপু জগৎ-লাবণ্য-পণে
হয় বিনিময়॥

সখা, দেবী এঁর সঙ্গে আমার বিবাহ দিয়ে দেবেন, এ কি কখন সম্ভব?

বিদূ।—অসম্ভব কিসে দেখ্‌লে? (সম্মুখে দেখাইয়া) এই যে, সম্বন্ধিনীর দাসীরা এই দিকে আস্‌চে।

রাজা।—তোমার আবার সম্বন্ধিনী কে?

বিদূ।—দেবী।

রাজা।—(উচ্চ হাস্য করিয়া) আচ্ছা এসো, আমরা চিত্রশালায় গিয়ে থাকি। (সেইরূপ অবস্থান)

(নেপথ্যে)

(পেটিকাহস্তে দাসীদের প্রবেশ—সকলের পরিক্রমণ)

একা।—ওগো তরঙ্গিকে, মহারাজকে কোথায় দেখ্‌তে পাওয়া যাবে বল্ দিকি?

দ্বিতীয়া।—সই কুরঙ্গিকে! ঐ যে ঐখানে দাঁড়িয়ে আসন্ন বিবাহের কৌতূহলে টগ্‌বগ করে' ফুট্‌চেন!

অন্যা।—দেখ্ বিচক্ষণা, তরঙ্গিকা বলে কি; যে ব্যক্তি সহস্র মহিষীকে বিবাহ করেছে, তার আবার কৌতূহল কি লা?

অপরা।—প্রিয়সখি বিচক্ষণা! তুই দেখছি কিছুই বুঝিস্‌নে, নিতান্ত আনাড়ী। কন্দর্প-চরিতে কামীজনের যে নিত্য নূতনে মন যায়।

তরঙ্গিণী।—(সম্মুখে অবলোকন করিয়া) এই যে মহারাজ; মুখখানি ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, শরীর ক্ষীণ হয়ে পড়েচে; ঐ যে, প্রভাতের পূর্ণিমার চন্দ্রের মত মহারাজ শনিগ্রহ চারায়ণ ঠাকুরকে সঙ্গে করে' চিত্রশালার দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন দেখ্‌চি!

সকলে।—(অগ্রসর হইয়া) মহারাজের জয় হোক! দেবী বলে' পাঠালেন, লগ্ন আসন্ন, তা এই পরিচ্ছদ পরে' চৌকোতে গিয়ে অধিষ্ঠান করুন।

রাজা।—দেবীর আদেশ শিরোধার্য্য।

বিদূ।—(আপনাকে নিরীক্ষণ করিয়া) ওগো! তোমাদের এই সম্বন্ধীর অশন-বসনের কি ব্যবস্থা হল বল দিকি?

দাসীরা।—এই নেও দিচ্চি।

বিদূ।—জিনিসটা কি?

দাসীরা।—অশোকের দোহদে যা ব্যবহার হয়, তাই (অর্থাৎ প্রমদার পদাঘাত) আর ভগবান্ ত্রিলোচন যা মাথায় ধারণ করেন (অর্থাৎ অর্দ্ধ-চন্দ্র) তাই।

বিদূ।—(লাঠি উচাইয়া) আরে বেটি, আমি মহারাজার প্রিয় বয়স্য, পিঙ্গলী নাম্নী ব্রাহ্মণীর প্রিয়-পতি মহাব্রাহ্মণ—আমাকে অপমান? তোরা দাসীর জাত, তোদের মন বড় কুটিল, তাই এই লাঠি দিয়ে তোদের মুখ থেঁৎলে দিচ্চি রোস্।

তর।—মাপ কর ঠাকুর, মাপ কর; তুমি কি না দেবীর সম্বন্ধী, তাই দেবীর সহচরীরা তোমার সঙ্গে একটু ঠাট্টা-মস্‌করা করচে।

অন্যা।—ওলো, দুর্ব্বাসা-চারায়ণের সঙ্গে ঠাট্টা-মস্‌করা করে' কাজ নেই।

তর।—দুর্ব্বাসা এখনি সুবাসা হবেন। আয় আমরা এখন বিবাহের কাজকর্ম্ম করি। ওলো সুলক্ষণা! হারযষ্টি! বালকণ্ঠি! বসন্তলতা! মাঙ্গলিকা! কামকেলি! মৃগাঙ্কলেখা! বকুলাবলি! পরভৃতিকা! বিচক্ষণা! কল্পলতা! রসিক-রাজ মহারাজের হাতে কঙ্কণ বন্ধন করে' বিবাহের অনুষ্ঠান আরম্ভ করে' দে।

(সকলে অগ্রসর হইয়া রক্তবস্ত্র, কুঙ্কুম, কঙ্কণ, কুসুমাদি আনয়ন)

রাজা।—(পরিধান অভিনয়)

বিদূ।—(রাজ-গৃহীতাবশিষ্ট অধিবাসন-দ্রব্যাদি দ্বারা আপনাকে বিভূষিতকরণ)

বিচ।—ওগো, তোমরা বিলম্ব কর্‌চ কেন? বিবাহের গোড়ায় কাজগুলো হোক্ না, সাজসজ্জা কর, গান গাও, নাচো।

বিদূ।—ওগো, এঁদের মধ্যে আমিও গান গাব, নাচব।

রাজা।—তোমার যা অভিরুচি। (বিদূষকের সহিত সকলের নৃত্য-গীত)

নেপথ্যে।—ওলো বিচক্ষণা আর সব সহচরীরা, তোমরা বিলম্ব কর্‌চ কেন?—মহারাজকে নিয়ে এসো। সপরিবারে দেবী বিবাহের চৌকোয় এসে পৌঁছেছেন।

তর।—এই দিক দিয়ে মহারাজ, এই দিক দিয়ে।

(সকলের পরিক্রমণ)

(তৎপরে দেবী ও বধূবেশা মৃগাঙ্কাবলী ও কুবলয়-মালার প্রবেশ)

দেবী।—(চুপি চুপি) বৎসে কুবলয়মালে! তোমার মনোরথ সিদ্ধ হয়েচে।

রাজা।—(স্বগত)

অন্তস্তাপে সন্তাপিত আমি যেন দিবা মূর্ত্তিমান,
প্রিয়া মোর চন্দ্রমুখী— তাই তিনি রজনী-সমান;
রক্তাংশুক-রূপ সন্ধ্যা আমাদের মধ্যে বিদ্যমান।

দেবী।—আর্য্যপুত্র! ওঁর মুখ উদ্ঘাটন কর—গৃহের মধ্যে চন্দ্রের উদয় হোক্।

রাজা।—(উপবেশনপূর্ব্বক ঐরূপ করিয়া স্বগত)

নিজ কুলপতি শশি সুবদনী-মুখচন্দ্রে
হ'লে পরাজিত
নাসা-নাল-সন্নিবদ্ধ ইন্দীবর নেত্রচ্ছলে
হল দ্বিধাকৃত।

দেবী।—বৎসে মৃগাঙ্কাবলি! তারা দর্শন কর, পদ্ম-শয্যা বিছিয়ে দেও।

মৃগা।—(লজ্জাবশে চক্ষু ইতস্ততঃ স্থাপন করিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া ঊর্দ্ধদিকে অবলোকন)

রাজা।—(স্বগত)

অবতারি' ভূমিতলে তারকার হার,
দিশিদিশি বিকীরিয়া কেতকী-সম্ভার,
দুগ্ধশুভ্র চন্দ্রিকারে বিরচি' গগনে,
সুন্দরীর চারু-দৃষ্টি চারি দিকে ভ্রমে'।

বিদু।—(জনান্তিকে) এই কুবলয়মালা আড়-চোখের কটাক্ষে কার মাধুরী যেন প্রাণ-ভরে' পান করচে।

রাজা। তাই বটে।

জলের প্রণালী-সম সুন্দরীর আয়ত অপাঙ্গে
কটাক্ষ-শফরীগুলি প্রতিক্ষণে লম্ফ দেয় রঙ্গে।
কামের সর্ব্বস্ব ধন বিধিমতে করিয়া রচনা
আমাপানে মুহুর্মুহু একদৃষ্টে চাহে সুলোচনা।

ইনিই কি তবে পর-স্ত্রী?

বিদু।—প্রেমের খাতিরে ইনি তোমারি।

দেবী।—(জনান্তিকে কুবলয়মালার প্রতি) দেখ, তোমার স্বামীকে দেখ, আর্য্যপুত্র তোমাকে বিবাহ করচেন। এইবারে সাত পাক দেও; আর অগ্নিকুণ্ডে লাজের (খই) আহুতি দেও।

রাজা।—(বিবাহ করিয়া উপবেশন)

(প্রতীহারীর প্রবেশ)

প্রতীহারী।—মহারাজ! দেবীর মাতুল চন্দ্র-বর্ম্মার প্রধান দূতের সহিত আর্য্য ভাগুরায়ণ দ্বারদেশে উপস্থিত।

রাজা।—(দেবীর মুখ অবলোকন)

দেবী।—অবিলম্বে নিয়ে এসো।

প্রতী।—যে আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

(দূত ও ভাগুরায়ণের প্রবেশ)

উভয়ে।—ত্রিলিঙ্গাধিপতি মহারাজের জয় হোক্!

ভাগু।—লাটাধিপতির দূত মহাশয়! এই দিক দিয়ে আসুন—এই দিক দিয়ে আসুন।

রাজা।—(উপবেশন করিয়া) চন্দ্রবর্ম্মার কুশল তো?

দূত।—মহারাজের অনুগ্রহে।

দেবী।—আমার মাতুলানী হারলতা ভাল আছেন?

দূত।—আজ্ঞা হাঁ।

দেবী।—গুরুজনেরা আমাকে বিস্মৃত হন নি তো?

দূত।—বরং তাঁরা আপনার অন্তরাত্মাকে বিস্মৃত হতে পারেন। (দেবীর প্রতি) একটা সুসংবাদ দি—আপনার মাতুলের একটি পুত্রসন্তান হয়েছে। (সকলের হর্ষ) আর আমার প্রভু আপনাকে এই কথা বলতে আমাকে আদেশ করেছেন :—

অপুত্র ছিলাম পূর্ব্বে মৃগাঙ্কাবলীরে তাই
পুত্ররূপে করিনু প্রচার।
প্রধান সচিব তব আনাইলা এইখানে
পুত্রচ্ছলে তনয়া আমার।
বংশের তিলক মোর সুলক্ষণ পুত্র এক
জন্মেছে সম্প্রতি।
তনয়া মৃগাঙ্কাবলী রূপে গুণে অতুলনা
সুচরিত্রা অতি।

বলিলা দৈবজ্ঞ এক— চক্রবর্ত্তি-গৃহিণী এ
হইবে নিশ্চয় ;
যশঃপূত উচ্চকুল কোন নৃপ সনে যেন
হয় পরিণয়।

ভাগু।—(স্বগত) আমাদের নীতি-পাদপ-লতাবলম্বিনী বুদ্ধি এইবার ফলবতী হল দেখ্‌চি।

বিদূ।—(হস্ত উঠাইয়া) ওগো, ওরো যে বিবাহ হয়ে গেল—দেখ্‌চ না, প্রিয় বয়স্যের হাতে রক্তসূত্র কঙ্কণ—আর মৃগাঙ্কাবলীও বর-স্ত্রীর ভূষণে ভূষিতা! (সকলের বিস্ময়)

দেবী।—(জনান্তিকে) দৈবের কি লীলা দেখ, আমি ক্রীড়াচ্ছলে আমোদ করে' যে অলীক বিবাহ ঘটালেম, তা কি না সত্য হয়ে দাঁড়াল। আচ্ছা, তাই হোক্‌। মাতুল মহাশয়ের কথামত আমি তো অন্তরের সহিতই এই বিবাহ দিয়ে দিয়েছি।

দূত।—দেবি! ভবাদৃশ জনের কর্ত্তব্যানুসারিণী বুদ্ধি যদৃচ্ছাক্রমে কার্য্যে পরিণত হয়।

বিদূ।—(জনান্তিকে) দেবীর এখন অনুতাপ হচ্চে।

রাজা।—তাই বটে। অনুকূল দৈব সকলেরই মঙ্গল করেন।

দেবী।—(জনান্তিকে) ওলো! কার্য্যগতিকে আমাদের ভুল হয়ে গেছে। এই দুই জনের মিলন বিধির নির্ব্বন্ধ।

মেখলা।—দেবী গোড়ায় যেরূপ উদারতা দেখিয়েছেন, সেইরূপ উদারভাবেই সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ হোক্‌। জল সরে' গেলে সেতুবন্ধের আর প্রয়োজন কি? বিবাহ হয়ে গেলে নক্ষত্রগণনায় কি ফল?

বিদূ।—ওগো অমাত্য-চূড়ামণি! আপনি দ্বিতীয় চাণক্য! ভাগুরায়ণ! এই কুবলয়মালা এখন প্রিয় বয়স্যেরই সম্পত্তি। কেননা, মহামুনিরা এইরূপ বলেছেন—

ভার্য্যা পুত্র আর দাস—ধনহীন এই তিন জন।
লভয়ে আশ্রয় যার তাহারি ইহারা হয় ধন॥

দূত।—অহো! মহারাজের নর্ম্মসচিবের কি অপূর্ব্ব স্মরণ-শক্তি।

ভাগু।—চারায়ণ যা বলেছেন। এই কঙ্কণে আর কি হবে? দেবি! কুবলয়মালারও বিবাহ দিয়ে দিন।

দেবী।—মহামন্ত্রী যেরূপ স্থির করেছেন, তাই হবে।

বিদূ।—(কুবলয়মালার হস্ত ধরিয়া রাজহস্তে স্থাপন) পল্লীগ্রামের লোকেরা বলে:—"শ্যালক-ভার্য্যা অর্দ্ধ-ভার্য্যা"। উনি তো এখন মহারাজের পূর্ণ ভার্য্যাই হলেন। (সকলের হাস্য)

দেবী।—(অপ্রতিভভাবাপন্না)।

বিদূ।—(দাসীর প্রতি) ওগো! বিবাহটা হয়ে গেল, এখন তোমরা একটু নাচ-গান কর—আমিও তোমাদের সঙ্গে যোগ দি। (তথাকরণ)।

মৃগা।—(চুপি চুপি সহর্ষে) এসো কুবলয়মালা! আমাকে আলিঙ্গন কর। তুমি এখন আমার সপত্নী।

ভাগু।—(দক্ষিণ চক্ষুর স্পন্দন সূচনা করিয়া জনান্তিকে) না জানি আর কি হর্ষের কারণ উপস্থিত।

(প্রতীহারীর প্রবেশ)

প্রতী।—মহারাজ! শ্রীবৎস নামে সেনাপতি এসেছেন—কুরঙ্গক পত্র হস্তে দ্বারে দণ্ডায়মান।

ভাগু।—তাকে নিয়ে এসো।

[প্রতীহারীর প্রস্থান।

(কুরঙ্গকের প্রবেশ)

কুরঙ্গক।—(প্রণাম করিয়া) মহারাজের জয়! (পত্র প্রদান)

ভাগু।—(পত্র গ্রহণ করিয়া পঠন)

স্বস্তি তব মহারাজ! নর্ম্মদা-বীচি-মুখরিত
নূপুরাখ্য রাজধানী; তাহে স্থিত "কর্পূর-বরষ"
—সে রাজ্যের রাজা যিনি, তাঁর পূজ্য চরণ-কমলে
সেনাপতি "শ্রীবৎসল" ভক্তিভরে অবনত-শিরে,
অঞ্জলি রচিয়া মূর্দ্ধে করিতেছে এই নিবেদন।

অন্য শুভ-ঘটনা লিখিত হইতেছে। কর্চুলি-দেশতিলক নৃপতি, আপনার প্রতাপে, মহামন্ত্রী ভাগুরায়ণের বিশদ বুদ্ধিপ্রভাবে, এবং মাদৃশ ক্ষুদ্র পদাতিকের আদেশ-অনুসারে কার্য্য নির্ব্বাহ হওয়ায়, পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর বিভাগের সকল প্রচণ্ডবৃত্তি রাজারাই দণ্ডের দ্বারা বশীভূত হয়েচে—কেবল দক্ষিণের নৃপতিরা এখনও বশীভূত হয় নাই। তথাপি আমার এই নিবেদন—স্ববংশীয়ের দ্বারা অপহৃত-রাজ্য যে কুন্তলাধিপতি বীরপাল, তিনি মহারাজের শরণাগত হয়েচেন এবং মহারাজের আদেশক্রমে তাঁকে পুরোভাগে রাখিয়া আমরা পয়োষ্ণী নদীতীরে বাস-সন্নিবেশ করিয়াছি।

সংগ্রামে নিপুণ বড় কর্ণাটের অধিবাসিগণ ;
"সিংহল" নামেতে নৃপ সিংহসম যাঁর পরাক্রম।
সুপ্রচণ্ড অসিধারী, ধনুকেতে সুনিপুণ অতি,
অশ্ব যার সমুন্নত সেই 'পাণ্ড্য" সুরলাধিপতি।
অন্ধ্রদেশ-অধিপতি রন্ধ্রহীন যার পরাক্রম ;
"কুন্তল"—কুন্তল-রাজ রণভূমে যে গো দেবোপম।
অধিক কহিব কিবা, কোঙ্কণাদি অন্য নৃপ যত
এ সংগ্রামে তাহারাও হইয়াছে যুঝিতে উদ্যত॥

ইতিমধ্যে তাদের সহিত আমাদের সৈন্যের যুদ্ধ হয়ে গেছে।

রাজা—সমর-কর্ম্মে কার্ণাটেরা স্বভাবতঃই উদ্ধত।

ভাণ্ড।—(পাঠ করণ) সেখানে :—

"করিদন্তাঘাতে যার বাহিরিছে প্রাণ-বায়ু
—ওই বীর বল্লভ আমার।"
"কুন্তাস্ত্রে হইয়া বিদ্ধ তবু যে গো অগ্রসর
—ওই বীর বল্লভ আমার!"
"যে কবন্ধ করিতেছে সুন্দর তাণ্ডব-নৃত্য
ওই বীর বল্লভ আমার।"
"ছিন্ন হইলেও কণ্ঠ মুখে যার প্রকটিত
প্রেমবদ্ধ ভ্রূকুটি-রচনা
বল্লভ আমার ওই' —এই বলি' বাছি লয়
নিজ কান্ত যত দেবাঙ্গনা।
রণভূমি-মাঝখানে তাঁদের এই কথাগুলি
বল দেখি শুনিয়াছে কে না?

আর অধিক লিখিবার প্রয়োজন কি, তাহাদিগকে জয় করিয়া আমরা বীরপালকে স্বরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছি ; অবশিষ্ট ব্যাপার মহারাজ কুরঙ্গক-প্রমুখাৎ অবগত হইবেন।"

কুরঙ্গ।—মহারাজ, আমি আর কি বল্‌ব, আমার মুখের কথা জয়ঢাকের মুখেই ব্যক্ত হচ্চে।

রাজা।—যে কথা পত্রে লেখা থাকে, তা পত্রবাহকের মুখেও শোনা যায়।

ভাণ্ড।—

পূর্ব্বদিকে গঙ্গাপ্লুত তটভূমি যার সীমা-শেষ ;
দক্ষিণেতে তাম্রপর্ণী নদীপূত দাক্ষিণাত্য দেশ ;
পশ্চিমে নর্ম্মদা নদী ; উত্তরেতে ক্ষীরসিন্ধু সীমা ;
সর্ব্বত্র এবে ব্যাপ্ত রাজচক্রবর্ত্তীর মহিমা।

(কৃতাঞ্জলি হইয়া রাজার প্রতি) এখন আপনার আর কি প্রিয় কার্য্য করতে পারি, বলুন।

রাজা।—এ অপেক্ষা আমার আর কি প্রিয় হতে পারে অমাত্যবর?

কোপ-কষায়িতা দেবী হইলেন অনুকূল
এবে মোর প্রতি ;
গুপ্তভাবে লভিলেও সে মৃগাঙ্কাবলী, মোর
কলত্র সম্প্রতি ;
তব নীতিবশে আর সেনাপতির বিক্রমে
লভিলাম চক্রবর্ত্তী পদ।
কি আর চাহিব আমি ইহা হতে আর কিবা
আছে বল অধিক সম্পদ?

তথাপি এই প্রার্থনা করি ;—

হরের বামাঙ্গখানি যত দিন করিবে গো
অলঙ্কৃত কুসুমস্তবক-পীনস্তন ;
হরির যুগল বাহু যত দিন লক্ষ্মীকণ্ঠ
দৃঢ়রূপে আলিঙ্গিয়া র'বে অনুক্ষণ ;
ব্রহ্মার যুগল হস্ত যত দিন রবে ব্যগ্র
ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-প্রসারণে ;
তাবৎ সাধুর উক্তি শ্রুতি-শুক্তি-লেহ্য-মধু,
স্থায়ী হয় যেন এ ভুবনে।

ইতি শ্রীমান্ বাল-কবিরাজ-রাজশেখর-বিরচিত
বিদ্ধ-শালভঞ্জিকা নাটিকার চতুর্থ অঙ্ক।

সমাপ্ত

মহাবীর-চরিত

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর অনুবাদিত

পাত্রগণ

পুরুষবর্গ

দশরথ, জনক, রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, পরশুরাম, বিশ্বামিত্র, শতানন্দ (জনকের পুরোহিত), বশিষ্ঠ (দশরথের পুরোহিত) রাবণ, বিভীষণ, কুম্ভকর্ণ, মেঘনাদ, সুগ্রীব, অঙ্গদ, হনুমান, ইন্দ্র।

যুধাজিৎ—দশরথের সারথি।

মাল্যবান—রাবণের মাতামহ ও প্রধান মন্ত্রী।

সম্পাতি }
জটায়ু } গৃধ্ররাজ (ভ্রাতৃদ্বয়)

চিত্ররথ—গন্ধর্ব্বরাজ।

কুশধ্বজ—জনকের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ইত্যাদি।

স্ত্রীবর্গ

সীতা, উর্ম্মিলা, মন্দোদরী, সূর্পনখা, তাড়কা-রাক্ষসী, কৌশল্যা, কৈকেয়ী, সুমিত্রা।

মাণ্ডবী }
শ্রুতকীর্ত্তি } —কুশধ্বজের কন্যাদ্বয়।—ইত্যাদি

মহাবীর-চরিত

প্রথম অঙ্ক

আপনাতে স্থিত যিনি,
হত-পাপ, নিত্য সনাতন,
ক্রম-ভাগ-হীন সেই,
জ্যোতির্ম্ময় চৈতন্তে নমঃ।

নান্দ্যন্তে সূত্রধার

সূত্র।—আজ ভগবান্ কালপ্রিয়নাথের উৎসবে সমাগত মহামান্য পণ্ডিত-মণ্ডলী এই আদেশ করেছেন :—

মহাপুরুষের কোপ
যে নাটকে গম্ভীর-ভীষণ,
প্রসন্ন কর্কশ যার
বিপুলার্থ ভারতী-বচন,
অলৌকিক পাত্র-মাঝে
বীর-রস যথা অবস্থিত,
প্রতিযোগী পাত্রেতেও
সূক্ষ্মভেদে যাহা প্রকটিত,
সেইরূপ নাট্য আজি
এই-স্থলে হোক অভিনীত।

(সহর্ষে) এই কথার ভাবে বোধ হচ্ছে, মহাবীর-চরিতই আজ আমাদের অভিনয় করতে হবে।

বাক্য-পটু কবিবর বশীভূত বাণী যাঁর
কাব্য-কথা তাঁর রামাশ্রিত।
নিঃসৃত যে বাক্য-রস তাহারি নিকষ যাঁরা
তাঁহারাও হেথা উপস্থিত॥

এখন আমি আপনাদের নিকট এই নিবেদন করচি :—দক্ষিণাপথে পদ্মপুর নামে একটি নগর আছে। সেখানে তিত্তিরি-শাখী কাশ্যপগোত্রীয় চরণ গুরুর শিষ্য পংক্তিপাবন পঞ্চাগ্নি-ব্রতধারী সোমরস-পায়ী উচ্চবংশ-প্রসূত কতকগুলি ব্রাহ্মণ বাস করেন। তৎকুলসম্ভূত, বাজপেয়-যজ্ঞকারী মহাকবি সুগৃহীত-নামা ভট্টগোপালের পঞ্চম পৌত্র, পবিত্র-কীর্ত্তি নীলকণ্ঠের ও জাতুকর্ণী দেবীর পুত্র শ্রীকণ্ঠ উপাধি-ধারী ভবভূতি নামক কবি আমাদের পরম মিত্র।

পরম-হংসের শ্রেষ্ঠ, মহর্ষিগণের মাঝে
অঙ্গিরা যেমনি
সার্থক-গৃহীত-নামা "জ্ঞান-নিধি" নামে গুরু
তাঁহার তেমনি।
এই সেই ভবভূতি, প্রিয় এঁর বীর, আর
অদ্ভুত রস।
বর্ণনা করিয়া তাই অলৌকিক পরাক্রম
অতুল সাহস
রচিলেন এই নাট্য— রাবণ-দমন সেই
শ্রীরাম-চরিত,
ত্রিলোকের দুঃখ-মূল যাহা হতে একেবারে
হয় উন্মূলিত।

অতএব এই রাম-চরিত আপনাদের সর্ব্বতোভাবে পবিত্র করুক। আর, সেই শ্রোত্রিয়-পুত্র ভবভূতিও এইরূপ বলেচেন :—

আদিকবি বাল্মীকি
মুনিবর প্রচেত-নন্দন
—তাঁহারি রচনা যেই
রঘুপতি-চরিত পাবন ;
সেই চরিতের মাঝে,—আমি যে গো ভক্ত তাঁর—
সুখে চরে আমারো বচন
তোমরাও কৃতী সবে, সুপ্রসন্ন-মনে ইহা
সযতনে কর গো সেবন।

(নটের প্রবেশ)

নট।—সভ্যগণ আমাদের প্রতি সুপ্রসন্ন। কিন্তু নাটকটি সম্পূর্ণ নূতন বলে' কথার আরম্ভটা কি, তাই তাঁরা জানতে ইচ্ছে করচেন।

সূত্র।—যজ্ঞানুষ্ঠানের অভিপ্রায়ে ভগবান্ কৌশিক মুনি বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ যাঁর কুল-পুরোহিত, সেই ইক্ষ্বাকু-বংশীয় রাজর্ষি দশরথের গৃহে গমন করে' নিজ তপোবনে আবার ফিরে এসেচেন। এবং :—

বিজয়ি-সহজ বীর্য্য
অস্ত্র-যোগে করিয়া বর্দ্ধন,
বিশ্ব-হিত-বীজ সেই
—সীতা-সনে ঘটায়ে মিলন,
দশানন-কুল-নাশী শ্লাঘ্য কল্যাণের পাত্র,
অনুজ-সহায়,
সেই শ্রীরামেরে মুনি শিক্ষা দিলা বিধিমতে
ধনুর বিদ্যায়।
বিশ্বামিত্র মুনি হ'তে পেয়ে নিমন্ত্রণ
জনক গৃহীত-ব্রত, যজ্ঞের কারণ
পাঠাইলা যজ্ঞস্থলে "কুশধ্বজ" নামে তাঁর
আপন ভ্রাতায় ;
সীতা উর্ম্মিলারে লয়ে, তাই দেখ কুশধ্বজ
আইলা হেথায়।

[প্রস্থান।

ইতি প্রস্তাবনা।

দৃশ্য—সিদ্ধাশ্রমের পথ

(কন্যাদ্বয়কে লইয়া সারথি ও রাজার প্রবেশ)

রাজা।—আয়ুষ্মতী সীতা উর্ম্মিলা! আজ ভগবান্ বিশ্বামিত্রকে তোমাদের শ্রদ্ধধান-চিত্তে প্রণাম কর্‌তে হবে।

কন্যাদ্বয়।—যে আজ্ঞা কাকা।

রাজা।—

পবিত্র ত্রেতাগ্নি খ্যাত,
ইনি অগ্নি চতুর্থ যেমন।
চারি বেদ খ্যাত ভবে,
ইনি বেদ অধিক পঞ্চম।
কিম্বা ইনি গতিশীল তীর্থের সমান,
অথবা যেন গো ইনি ধর্ম্ম মূর্ত্তিমান।

সারথি।—সাক্ষাত্ত-নাথ! তাই বটে। মহত্ত্বে বিশ্বামিত্র-ঋষিকে কেহই অতিক্রম কর্‌তে পারে নি। তাঁর সম্বন্ধে আখ্যান-বেত্তারা, ত্রিশঙ্কুর কথা, শৌনঃশেফের কথা, রম্ভার শৈলত্বপ্রাপ্তির কথা—এইরূপ কত আশ্চর্য্য কথাই বলে' থাকেন। অতএব :—

ব্রহ্মা আদি দেবর্ষির যে শান্তি বাঞ্ছিত
সেই শান্তি যে মুনির হয়েচে অর্জ্জিত,
তপস্তেজোধাম যিনি, স্বয়ং ব্রহ্ম উপনীত
নিকটে যাঁহার
সর্ব্ববিদ্যাধর গুরু— প্রদত্ত তাঁহারি পরে
গৃহ্য-কর্ম্ম-ভার,
আপনিও লোক-শ্লাঘ্য গৃহিজন-মাঝে শ্রেষ্ঠ
গৃহস্থ উদার।

রাজা।—সাধু সাধু! সারথি! তুমি যথার্থ কথাই বলেছ। মহর্ষি ভগবান্ বিশ্বামিত্র, যিনি ব্রহ্মাকে সাক্ষাৎ লাভ করেছেন, তিনিই শুভ-পরিণামের প্রকৃষ্ট সেতু।

তাঁহার সংসর্গ-লাভ
যদি কেহ করে একবার
ধ্বংস হয় তমোরাশি
চিত্তে আসে প্রশান্তি অপার,
ইহলোকে পরলোকে
শুভ ফল হয় গো বিস্তার।
পুনঃ পুনঃ করে যে গো তাঁর সহবাস
কি এক মহিমা যেন হয় পরকাশ।
প্রসন্ন হইলে তিনি
যে আশিস্ হয় উচ্চারিত
নিশ্চয় তাহাতে হয়
অশেষ সুফল প্রসবিত।

সারথি।—হরিৎ পরিসর-যুক্ত কৌশিকী-নদী-পরিবেষ্টিত ঐ সিদ্ধাশ্রমের রমণীয় অরণ্য দেখা যাচ্চে। আরো ঐ দেখুন, কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্র বালক-দুটির সঙ্গে আপনাকে অভিনন্দন করবার জন্য উঠে দাঁড়িয়েছেন।

রাজা।—তা যদি হয়,এসো, আমরা এইখানে রথ থেকে নামি, (কন্যাদ্বয়ের সহিত অবতরণ করিয়া) সারথি! সৈনিকদের বল, যেন তারা আশ্রম-ভূমির নিকটে না আসে।

সারথি।—যে আজ্ঞে মহারাজ!

[প্রস্থান।

দৃশ্য—সিদ্ধাশ্রম।

(রাম-লক্ষ্মণের সহিত বিশ্বামিত্রের প্রবেশ)

বিশ্বা।—(স্বগত)

শুভদিনে রাক্ষসের বিনাশ-কারণ
রক্ষোনাশী শুভক্রিয়া করিব সাধন।
রাম-সনে বৈদেহীর
বিবাহের হবে অনুষ্ঠান,
করিতে হইবে আরো
শুভ যজ্ঞ-দীক্ষার বিধান।
জগত-কল্যাণ-তরে দৈত্য-অরি বিষ্ণুদেব
রামরূপে হেথা আবির্ভূত ;
তাঁরে দিয়া করাইব যত তাঁর অলৌকিক
ব্যাপার অদ্ভুত।
ইহাতেই ব্যগ্র মোরা, এতেই হতেচে চিত্তে
সুখ অনুভূত॥

আর এ সম্বন্ধে যে আচার-ব্যবহার নির্দ্দিষ্ট আছে, তৎসমস্তই আমরা মিথিলার রাজর্ষিকে বলে' পাঠিয়েছিলেম। তাঁকে বলেছিলেম :—"তুমি এই যজ্ঞে যজমানরূপে নিমন্ত্রিত হয়েছ জানবে—এবং সীতা ও উর্ম্মিলার সহিত কুশধ্বজকে এখানে পাঠিয়ে দেবে"—এখন দেখচি, আমার প্রিয় সুহৃদ সে সমস্তই করেচেন।

কুমারদ্বয়।—গুরুদেব! না জানি এ মহাত্মা কে—যাঁর অভিনন্দনের জন্য আপনি পর্য্যন্ত উঠে দাঁড়িয়েছেন।

বিশ্বা।—শোনো তবে, ইনি নিমিকুল-বংশধর বিদেহ-রাজ্যের রাজর্ষি।

বৃদ্ধ নৃপ সীরধ্বজ এবে সেই রাজকুলে
উত্তরাধিকারী
যাজ্ঞবল্ক্য মুনি যাঁরে করালেন অধ্যয়ন
বেদগ্রন্থ চারি।

কুমারদ্বয়।—যাঁর গৃহে সেই মাহেশ্বর ধনুর পূজা হয়?

বিশ্ব।—হাঁ, তিনিই।

কুমারদ্বয়।—(কৌতূহল সহকারে) আরও একটা আশ্চর্য্য কথা শোনা যায়, সেখানে নাকি একটি অযোনি-সম্ভবা কন্যা আছে?

বিশ্বা।—(হাসিয়া) হাঁ, তাও আছে বটে।

সেই নৃপ যজমান
এই মম যজ্ঞের ব্যাপারে
স্নেহ-বশে পাঠাইলা
"কুশধ্বজ" কনিষ্ঠ ভ্রাতারে।

অতএব তোমরা এই রাজর্ষির সহিত বিনীত ব্যবহার করবে।

কুমারদ্বয়।—যে আজ্ঞে।

রাজা।—(কুমারদ্বয়কে নিরীক্ষণ করিয়া)

স্বাভাবিক পুণ্যশ্রীতে, সুশোভিত না জানি গো
কাহার সন্তান,
কৃতোপনয়ন দুটি ক্ষত্রিয়-বালক বলি'
হয় অনুমান।
জাতিতে ক্ষত্রিয় এরা ব্রহ্মচর্য্যধারী,
নবীন বয়স, কিবা মূর্ত্তি মনোহারী।

তাই বটে :—

পৃষ্ঠের উভয় পার্শ্বে
তূণীর রয়েছে বিলম্বিত,
কঙ্ক-পত্র-বাণ-পুঙ্খ
ঊর্দ্ধদিকে চূড়ায় চুম্বিত।
ভস্মলিপ্ত বক্ষঃস্থল
রুরু-চর্ম্মে করে আচ্ছাদন,
করিয়াছে পরিধান
মঞ্জিষ্ঠায় রঞ্জিত বসন।
মুর্ব্বালতা-তন্তু দিয়া
কটি-বস্ত্র দৃঢ়-নিয়ন্ত্রিত,
হস্তেতে ধনুক, আর
দণ্ড এক পিপ্‌পল-নির্ম্মিত;
দুই হাতে আছে দুটি
অক্ষমালা বলয়-আকারে,
এই সব চিহ্ন দেখি,
ক্ষত্র বলি বুঝিনু ইহারে।

কন্যাদ্বয়।—আহা! এরা কি সৌম্য-দর্শন!

রাজা।—(নিকটে আসিয়া) মহর্ষি! প্রণাম করি।

বিশ্বা:—রাজর্ষি জনকের গৃহ হতে কুশলে-কুশলে এখানে এসে পৌঁছেচ দেখে বড় সুখী হলেম। তুমি আমার পুত্র-স্বরূপ—এসো, আলিঙ্গন কর। (আলিঙ্গন করিয়া)

সুখে আছেন তো সেই যজ্ঞকর্ম্ম-অনুষ্ঠাতা
বিদেহাধিপতি ?
আর সেই জনকের পুরোহিত "শতানন্দ"
গৌতম সুমতি ?

রাজা।—আপনি যখন আমার জ্যেষ্ঠের গৃহকৃত্য-সম্পাদনে ব্রতী হয়েছেন, তখন আর তিনি সুখী হবেন না?—সেই সঙ্গে তাঁর পুরোহিত গৌতমও সুখী।

কন্যাদ্বয়।—প্রণাম করি।

রাজা।—
খুঁড়িতে খুঁড়িতে মাটি
লাঙলেতে—যজ্ঞভূমিস্থিতা
—সহসা সেথান হতে—
বিনির্গত হন এই সীতা,
আর ইনি উরমিলা
জনকের দ্বিতীয় দুহিতা।

বিশ্বা।—কল্যাণ হোক।

লক্ষ্ম।—(জনান্তকে) এঁর এই জন্মবৃত্তান্ত বড়ই অদ্ভুত।

রাম।—
যজ্ঞভূমি হতে জন্ম,
ব্রহ্মবাদী নৃপ এঁর পিতা।
কি সৌম্য উজ্জ্বল মূর্ত্তি
স্নেহ হয় হেরি' এই সীতা॥

রাজা।—ভগবন্!
কে এ দুটি ব্রহ্মচারী, ক্ষত্রকুল-সমুদ্ভব
তব অনুগত ?
প্রতাপ বিক্রম যেন, ধর্ম্মকে সম্মুখে রাখি
হইলা উদ্গত।

বিশ্বা।—দশরথের পুত্র রাম-লক্ষ্মণ।

কুমারদ্বয়।—(বিনীতভাবে নিকটে আসিয়া) গুরুদেব! অভিবাদন করি।

রাজা।—কি সৌভাগ্য, আজ মহারাজ দশরথের পুত্রদ্বয়কে দেখ্‌তে পেলাম। (আলিঙ্গন করিয়া)

রাঘবের বংশ ছাড়া এহেন পুত্রের জন্ম
কোথায় সম্ভব ?
দুগ্ধের সাগর বিনা চন্দ্র-কৌস্তুভ হয়
কোথায় প্রসব ?

পূর্ব্বে এই কর্ণামৃত কথাটি শুনেছিলেম :—

কোশলেন্দ্র দশরথ
ঋষ্যশৃঙ্গে সেবা করি'
অতি কষ্টে লভিলেন
পুণ্যশ্রীক পুত্র চারি।
পার-কামী হয়ে তাঁরা দীপ্ত শ্রেয়ঃ-পথে
সেবিছেন ব্রহ্মচর্য্য এবে বিধিমতে।

আপনি যখন সেই রঘুকুল-পুত্রদের আশীর্ব্বাদ করে' তাদের সকল অশুভ ধ্বংস করেছেন, তখন তাদের উৎকর্ষ নিশ্চয়ই সিদ্ধ হয়েছে।

যাঁদের বশিষ্ঠ ঋষি, শিক্ষা দেন সুপবিত্র
বেদের বিধান,
নর-পালনাধিকার, একমাত্র যাঁহাদের
মাঝে অধিষ্ঠান,
সুমহান্ সূর্য্যবংশে যাঁদের প্রসব
সেই নরপতিদের মহিমা-গৌরব
কেমনে জানিব বল আমরা অধম
—কি বাক্যে, কি মনে, মোরা
বুঝিতে অক্ষম।

বিশ্বা।—সে কি কথা ?
সদা যাঁরা অবিশ্রান্ত পুণ্যকর্ম্মে রত,
পুণ্যকল্প কীর্ত্তি-রাশি যাঁদের প্রখ্যাত,
মহাভাগ্য তাঁহাদের তোমরাই জানো,
তোমরাই তাঁহাদের স্তুতিতে সক্ষম।

সখা! লোকাচারজ্ঞ ব্যক্তিরা একটু বিশ্রাম করে' তার পর বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হয়। তা এসো। আমরা এই বিকঙ্কত-বৃক্ষচ্ছায়ায় একটু বিশ্রাম করি।

(সকলে পরিক্রমণ করিয়া উপবেশন)

নেপথ্যে।—জয় জয় জগৎপতি রামচন্দ্রের জয়!

(সকলে বিস্মিত হইয়া অবলোকন)

রাজা।—ভগবন্! ইনি আবার কোন্ দেবতা ?

বিশ্বা।—ইনি উতথ্য-কুল-সম্ভূত মহর্ষি গৌতমের ধর্ম্মপত্নী অহল্যা। এঁরই গর্ভে আঙ্গিরস শতানন্দের জন্ম। কোন সময়ে এঁর সহিত ইন্দ্রের সহবাস হয়। সেই হেতু ইন্দ্রকে এই গৌতম-পত্নী অহল্যার উপপতি বলে' সকলে নির্দ্দেশ করে। তাতে মহর্ষির বিষম ক্রোধ উপস্থিত হয়। তিনি নিজ ধর্ম্ম-পত্নীকে "অন্ধতমিস্র

নরকে পাষাণময়ী হয়ে অবস্থান কর্" এইরূপ ধ্যান-যোগে অভিশাপ প্রদান কর্লেন। ইনি এখন রামভদ্রের তেজঃ-প্রভাবে সেই পাপ হতে মুক্ত হয়েছেন।

রাজা।—এই বৎস সূর্য্যবংশ-কুমারের কি অপরিসীম স্বাভাবিক অনুপম শক্তি-সামর্থ্য!

সীতা।—(সস্নেহ-অনুরাগ-ভরে নিরীক্ষণ করিয়া চুপি চুপি) এঁর যেরূপ শরীরের গঠন, এঁর প্রভাবও তারই অনুরূপ।

রাজা।—(নিঃশ্বাস ফেলিয়া)

যদি না জনক রাজা, করিতেন অনিবার্য্য
হরধনু-উত্তোলন-পণ,
তাহা হলে করিতেন, সমতুল্য জানকীরে
মহাপুণ্য শ্রীরামে অর্পণ।

(একজন তাপসের প্রবেশ)

তাপস।—রাবণ-পুরোহিত "সর্ব্বময়" নামে একজন বৃদ্ধ রাক্ষস এসেছেন। কোন রাজকার্য্য-উপলক্ষে সাক্ষাৎ কর্তে চান।

কন্যাদ্বয়।—কি?—রাক্ষস?

কুমারদ্বয়।—দেখতে বড় কৌতূহল হচ্চে।

রাজা ও বিশ্বামিত্র।—(পরামর্শ করিয়া) আচ্ছা, আসুক।

[তাপসের প্রস্থান।

(রাক্ষসের প্রবেশ)

রাক্ষস।—

মাতামহ মাল্যবান নিষেধ করিলা, বলে
করিতে হরণ
—তাই মোরে পাঠাইলা রাজধানী মিথিলায়
রাজা দশানন।
অযোনিজা রাজবালা তাহারে ইচ্ছুক তিনি
করিতে বরণ॥

সেই যজমান জনক রাজারও সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়েচে। তাঁরই কথামত আমি এক্ষণে কৌশিক কুশধ্বজের নিকটে এসেছি। (পরিক্রমণ)

রাম-লক্ষ্মণ।—(সীতা ও ঊর্ম্মিলা সম্বন্ধে স্বগত) আহা! অমৃত-অঞ্জনের মত ঐ চক্ষুর দৃষ্টিতে প্রাণ যেন জুড়িয়ে যাচ্চে।

সীতা ও ঊর্ম্মিলা।—(রাম-লক্ষ্মণের সম্বন্ধে স্বগত) চোখ আর ফিরাতে পারচিনে—দেখে চোখ জুড়িয়ে যাচ্চে।

রাক্ষ।—(নিকটে আসিয়া দর্শন) এই সেই অসাধারণ রূপসী সীতা? ইনি দেব-পত্নী হবার উপযুক্ত। ঋষি! নমস্কার। রাজার কুশল তো?

উভয়ে।—এসো এসো—এইখানে বোস।

মাথার মুকুট ত্যজি', যাঁহার শাসন
দেব-রাজ ইন্দ্র করে মাথায় বহন
—ভাল তো আছেন তব সে প্রভু এখন?

রাক্ষ।—(নিকটে আসিয়া) হাঁ, আমার প্রভু ভাল আছেন। আর মহারাজ এই কথা আমাকে বল্তে বলেছেন :—

অযোনিজ কন্যারত্ন আছয়ে তোমার
পাণিগ্রহণের প্রার্থী আমি গো তাহার।
রতন কোথাও যদি থাকে এ ভুবনে
ইন্দ্রকেও ছাড়ি আসে আমার সদনে।
জ্ঞানী জনে বলে, কন্যা পরকীয় ধন,
যদি সেই কন্যা মোরে করহ অর্পণ,
পুলস্ত্য-কুলজ-শ্রেষ্ঠ হবে বন্ধু তব,
বাড়িবে তোমার তাহে সম্বন্ধ-গৌরব।

সীতা।—ধিক্ ধিক্! রাক্ষস আমাকে প্রার্থনা করচে?

ঊর্ম্মি।—সত্যি কি তাই?

রাজা ও বিশ্বামিত্র।—(চিন্তিত)

লক্ষ্ম।—(জনান্তিকে) দাদা! আপনি দেখ্‌চেন না, রাক্ষস-রাজ এই দেবীকে প্রার্থনা কর্চে?

রাম।—দেখ ভাই!

এ কন্যার অধিকারী সর্ব্বসাধারণ,
নির্ভয়ে প্রার্থনা তাই করে অন্য জন।
ব্রহ্মার প্রপৌত্র যে গো ভুবন-বিজেতা
তার পক্ষে এ কি বড় অসঙ্গত কথা?

লক্ষ্ম।—দাদা, আপনার অতিসৌজন্যে সেই স্বভাব-শত্রু রাক্ষসের প্রতিও আপনি সম্মান প্রদর্শন করচেন—সেই রাক্ষস-রাজ :—

বেদত্রয় উন্মূলিয়া
করিতেছে ক্ষাত্র-তেজ হ্রাস,
"অনরণ্য"-ঐক্ষ্বাকুরে
পূরাকালে করিয়াছে নাশ।

রাম।—শত্রু সর্ব্বতোভাবে বধ্য বটে, কিন্তু তাই বলে' অপরিমেয় কঠোরতপা একজন অলৌকিক মহাবীরকে সামান্য লোক বলে' নির্দ্দেশ করাও উচিত হয় না।

লক্ষ্ম।—যে ব্যক্তি বীরপুরুষের আচার-ব্যবহার পরিত্যাগ করেচে, তার আবার বীরত্ব কিসের?

রাম।—ভাই, ও কথা বোলো না।

কৃতবিদ্য হইয়াও,
উচ্চ কুলে জনমি সুক্ষণে
ধর্ম্মপথ হতে ভ্রষ্ট
—হেন কথা বলিব কেমনে?
তা ছাড়া, সকল গুণ
নাহি থাকে কভু একজনে।
হেলায় জিনিল যে গো দেব ষড়াননে
সেই ভগবান্ ঋষি জামদগ্ন্য বিনে—
নিরবিঘ্নে যে করিল ত্রিভুবন জয়
তাহার মতন বীর কেবা আর হয়?

রাক্ষ।—ওগো! এতে চিন্তার বিষয় কি আছে?

ইন্দ্রবজ্র হয়ে পাত যার বক্ষে তৎক্ষণাৎ
চূর্ণ হয়ে হয় নিষ্পেষিত,
—খণ্ডগুলি প্রবেশিয়া, ক্ষতগ্রন্থি উৎপাদিয়া
কিণ-অঙ্করূপে উদ্ভাসিত।
ঐরাবত-দন্তোদ্যম যাঁর পরে পণ্ডশ্রম
—ভুবন-বীরের সেই বুকে।
নৃপবালা এই সীতা হউন গো বিরাজিতা
সুরনারী-গাঁথা মাল্যরূপে॥

(নেপথ্যে কলরব)

রাজা।—ভগবন্! যাঁরা এই যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হয়েছেন, সেই সব ঋষিরা নানাদিক হতে স্ত্রী-পুত্রের সহিত এখানে আসচেন, তাই উচ্চনাদে এই কলরব হচ্চে।

(সকলের উত্থান)

লক্ষ্ম।—এ আবার কে?

বৃহৎ নর-কপাল গাঁথা দিয়া অন্ত্রজাল
করকশ নলতৃণ-প্রায়।
যেন কত কঙ্কণ শব্দ করি' ঝঞ্জন
সমস্ত অম্বরতল ছায়।
পীতবর্ণ-উদ্‌বমিত রক্ত-পঙ্কে কর্দ্দমিত
বাহিরের অঙ্গন-বিস্তার।
উদ্ভাসিত রক্ত-ছটা, মূরতি কি সুবিকটা,
প্রলম্বিত লোল স্তন-ভার।
ধাইয়া আসিছে রড়ে উদ্ধত দরপ-ভরে,
ভইরব দেহের আকার॥

বিশ্বা।—

সুকেতুর কন্যা এই
সুন্দাসুরের পত্নিনী
রাক্ষসী তাড়কা নাম
ঘোরা মারীচ-জননী।

কন্যাদ্বয়।—কাকা! কাকা! এ কি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি!

রাজা।—ভয় নাই বৎসে!

বিশ্বা।—(রামের চিবুক স্পর্শ করিয়া) বৎস! ওকে বধ কর।

সীতা।—হা ধিক্! উনিও যে বধ করতে যাচ্ছেন?

রাম।—ভগবন্! ও যে স্ত্রীলোক!

ঊর্ম্মি।—দিদির কাছে শুনেছি বটে।

সীতা।—(বিস্ময় ও অনুরাগ-সহকারে) দেখ, স্ত্রীলোক বলে' ওঁর মনের ভাবটা কেমন বদ্‌লে গেল।

রাজা।—সাধু রামভদ্র! সত্যই তুমি ইক্ষাকু-কুল-প্রসূত।

রাক্ষ।—ইনি সেই দশরথ-পুত্র রাম?

উত্তাল তালের মত যে তাড়কা অতিশয়
ভীষণ-দর্শন
—অকম্পিত হয়ে উনি হইলা উদ্যত তারে
করিতে নিধন।

বিশ্বা।—বৎস! শীঘ্র বধ কর। দেখচ না, সম্মুখে ব্রাহ্মণগণের জনতা হয়েচে।

রাম।—এর ভাল মন্দ আপনিই জানেন।

সর্ব্ব-দোষ হতে মুক্ত তুমি ভগবান্,
তাই তুমি হইয়াছ বেদের সমান,
তোমারি আদেশ পুণ্য-পাপের প্রমাণ।

[পরিক্রমণ করিয়া প্রস্থান।

সীতা।—ও মা! চলে' গেলেন যে। কি সর্ব্বনাশ! প্রলয়-ঝড়ের মত রাক্ষসীটা ওঁকে তাড়া করেচে দেখ।

রাজা।—(ধনু আস্ফালন করিয়া) রোস্ পাপিষ্ঠে! রোস্!

(নেপথ্যে কলরব)

ত্রিপুর-অসুর-যাতী, দেব-তেজোদ্দীপ্ত
জ্বলন্ত সহস্র বজ্রে যে ধনু নির্ম্মিত—
রামের সম্মুখে আসি' হোক্ অধিষ্ঠিত।

সীতা।—(চুপি চুপি) আমার এখনও সন্দেহ হচ্চে।

বিশ্বা।—(রাজার প্রতি)

রাজা।—করি-শাবক যেমন তার ক্ষুদ্র শুণ্ডটি পর্ব্বতের উপর স্থাপন করে, তেমনি দেখ, বৎস রাম ধনুকটির উপর নিজ ভুজ-দণ্ড স্থাপন করেচেন।

উর্ম্মি।—উনি কি পারবেন ?

রাজা।—ঐ! ধনুর্গুণের টঙ্কার-ধ্বনি শোনা গেছে, ধনুও তবে আকৃষ্ট হয়েচে।

উর্ম্মি।—(হৃষ্টা লজ্জিতা সীতাকে আলিঙ্গন করিয়া) আমাদের কি সৌভাগ্য!

রাজা।—(সবিস্ময়ে) কি আশ্চর্য্য! ভগ্নও যে হয়েচে।

রাক্ষ।—(স্বগত) কি আশ্চর্য্য! দুরাত্মা হত-ভাগা রামের শক্তি-সামর্থ্য দেখচি সকলকেই ছাড়িয়ে উঠেছে।

লক্ষ্ম।—

দোর্দ্দণ্ডে ধনুর্ভঙ্গ, তাহা হতে সমুৎপন্ন
হর-ধনু-টঙ্কার এমনি,
রাম-বাল্য-সুচরিত হয়ে যেন উদ্‌ঘোষিত
সমুত্থিত ডিণ্ডিমের ধ্বনি।
সে টঙ্কার বেগে দেখি, যেন হয়ে ঠেকাঠেকি
অধ-উর্দ্ধে স্বর্গ মর্ত্ত্য যায় উলটিয়া,
ব্রহ্মাণ্ডের ভাণ্ডোদরে, প্রচণ্ড শবদ কোরে
পিণ্ডিত চণ্ডিমা যেন বেড়ায় ঘুরিয়া।
—কি আশ্চর্য্য! এখনো গো যায়নি থামিয়া ?

রাজা।—(সহর্ষে উন্মাদ-বৎ)

এসো বৎস রামচন্দ্র রঘুর নন্দন!
শির চুম্বি' করি তোমা গাঢ় আলিঙ্গন।
দিবানিশি হৃদে রাখি ও-পদ-যুগল,
অথবা প্রণমি ওই চরণ-কমল।

(রামের প্রবেশ)

রাম।—এ কি! অতি-বাৎসল্যে আপনি যে সম্বন্ধের সীমাও লঙ্ঘন কচ্চেন।

বিশ্বা।—আপনি গুরুজন, বৎস রামভদ্র আপ-নার পুত্রের সমান।

রাজা।—(প্রণাম করিয়া) ভগবন্!

সীতায় লভিলা রাম,
পূর্ণ হইল তব আশীর্ বচন।
এই উৎসবে আজি
লক্ষ্মণেরে উরমিলা করিনু অর্পণ॥

কন্যাদ্বয়।—(সাশ্রু-নয়নে) ও মা! আমাদের যে সম্প্রদান হয়ে গেল।

রাক্ষ।—(স্বগত) যা দ্রষ্টব্য, তা দেখলেম।

বিশ্বা।—আপনার এই শোভন দান আমরা শিরোধার্য্য করলেম। এখন আপনার শেষ বক্তব্য কি বলুন।

রাজা।—না না, আপনিই আজ্ঞা করুন।

বিশ্বা।—আপনার দুই দুহিতা মাণ্ডবী ও শ্রুত-কীর্ত্তিকে ভরত-শত্রুঘ্নের জন্য প্রার্থনা করি।

রাক্ষ।—(স্বগত) ভাল, অরণ্যবাসী সাধু ব্রাহ্ম-ণের সহিত ক্ষত্রিয়ের এ কি বিজাতীয় বন্ধুত্ব!

রাজা।—ভগবন্! এতে কি কিছুমাত্র বিচার করবার আছে? তবে কথা হচ্চে, এ বিষয়ে আমি পরাধীন।

বিশ্বা।—আপনি কার অধীন, বলুন দিকি ?

রাজা।—প্রথমে তো আপনার অধীন।

বিশ্বা।—আর কার অধীন ?

রাজা।—আর্য্য সীরধ্বজ ও গৌতম শতানন্দের অধীন।

বিশ্বা।—(হাসিয়া) সীরধ্বজ ও শতানন্দ এ দুজনের আমিই তো কার্য্যাধ্যক্ষ ও পরামর্শ-দাতা।

রাজা।—তবে এ বিষয়ে যা কর্ত্তব্য, মহর্ষি তা আপনিই জানেন।

জনক ও রঘুর কুলে
এ সম্বন্ধ কার নহে প্রিয় ?
দাতা ও গ্রহীতা যেথা
স্বয়ং আপনি পূজনীয়॥

বিশ্বা।—বৎস শুনঃশেফ! অযোধ্যায় গিয়ে মহর্ষি বশিষ্ঠকে আমার নাম করে' এই কথা বল :—

এই চারি রঘুপুত্রে, নিমিকুল-সমুদ্ভবা
চারি রাজসুতা আমি করিনু অর্পণ।

আদান-প্রদান-কার্য্য উভয়ি করেছি আমি
একাবারে হয়ে যেন বশিষ্ঠ গৌতম ॥

তার পর, সমস্ত দিন মহর্ষিদের নিমন্ত্রণ করে' তুমি মহারাজ দশরথের সঙ্গে বৈদেহ-নগরে আস্‌বে। পরে, মৈথিল-রাজের এই যজ্ঞ সমাপ্ত হ'লে এবং কেশ-কর্ত্তন প্রভৃতি মাঙ্গলিক ক্রিয়া সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হ'লে, তার পর কুমারদের পরিণয় হবে।

কুমা।—(স্বগত) এ অপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি হতে পারে ?

কন্যাদ্বয়।—কি সৌভাগ্য! এখন আর ভগিনীদের মধ্যে কখন ছাড়াছাড়ি হবে না।

রাক্ষ।—ওগো, এখনও ধর্ম্ম-কথা শোনো। তোমরা অন্যকে কন্যা যে দান করচ—দেখো, এতে অনর্থ উপস্থিত হবে।

সবিনয়ে যাচিছেন
জানকীরে পৌলস্ত্য-রাবণ,
শ্লাঘ্য এই প্রার্থনায়
না করিছ আদর-যতন ?
ত্রিলোক-পতির সনে সম্বন্ধ বন্ধুতা হবে
ইথে তব নাহি কি আকাঙ্ক্ষা ?
নতুবা গো অন্যভাবে সীতারে যাইতে হবে
রাবণের পুরী সেই লঙ্কা।
পুরন্দর-পুরী-মাঝে পুরাকালে ঘটিল যে
দারুণ ব্যাপার
—দেখো যেন তোমাদেরো সেইরূপ বন্দিদশা
না হয় আবার।

(নেপথ্যে কলরব)

রাজা।—অকাল-মেঘের মত বহুসৈন্য নিয়ে কে দুজন ছুটে আস্‌চ ?

বিশ্বা।—
সুবাহু, মারীচী রক্ষ
—তাহাদেরি ইহারা নন্দন,
সুন্দ উপসুন্দ নাম
—ঘোরতর যজ্ঞ-বিনাশন।

তা, দেখ বৎস রামলক্ষ্মণ! এই যজ্ঞ-বিঘ্নকারী রাক্ষসদের বধ কর।

কুমারদ্বয়।—যে আজ্ঞে। (বিকটভাবে পরিক্রমণ)

কন্যাদ্বয়।—এখন না জানি আবার কি হবে।

রাক্ষ।—
বেশ হল! ভাল হল! অভীষ্ট হইল সিদ্ধ
—এবে হবে যজ্ঞ বিপর্য্যস্ত।
এ কার্য্যের শেষ দেখি' মাল্যবান অমাত্যরে
নিবেদিব যা হল সমস্ত ॥

রাজা।—(ধনু আস্ফালন করিয়া) বৎস রামভদ্র! বৎস লক্ষ্মণ! অপ্রমত্ত হয়ে প্রমত্ত রাক্ষসদের উপর জয়লাভ কর।

বিশ্বা।—(হাস্য-সহকারে হস্ত ধারণ পূর্ব্বক)
এই দিকে একবার এসো গো রাজন্!
দেখ রাম-লক্ষ্মণের অতুল বিক্রম।
অথর্ব্ব-বেদ-উক্ত
মারণাদি অভিচার-সম
সকল রাক্ষসে এরা
অনায়াসে করিবে নিধন।
[সকলের প্রস্থান।

ইতি কৌমার নামক প্রথম অঙ্ক।

দ্বিতীয় অঙ্ক

দৃশ্য—লঙ্কায় রাবণ-অমাত্য
মাল্যবানের প্রাসাদ

(মাল্যবান সচিন্তভাবে উপবিষ্ট)

মাল্য।—দেখ, যে অবধি মায়া-বিদ্যা-প্রভাবে, সিদ্ধাশ্রমের বৃত্তান্ত অবগত হয়েচি, সেই অবধিই :—

ছুড়িয়া ফেলিল দূরে গিরি-নিভ মারীচেরে
তৃণবৎ যে রাজ-তনয়,
সুবাহুরো হন্তা যে গো —তাড়কারি সেই রাম
ব্যথিতেছে এ মোর হৃদয়।

আর সেই একজনের দ্বারা তার অসংখ্য অনুচরেরাও নিহত হল—এও ভারি আশ্চর্য্য!

বধিতে ত্রিপুরাসুরে, দেব-বীর্য্য-সার দিয়া
ব্রহ্মযোনি করিলা নির্ম্মাণ
প্রসিদ্ধ যে হর-ধনু, দুই খণ্ড করি' ভাঙে
সেই ধনু মহাবীর রাম।

আরো, দিব্য-অস্ত্র-বিদ্যা— বিজয়-জননী যাহা—
কৃশাশ্বের শিষ্য বিশ্বামিত্র-
ঋষি হতে লভিলেন অমিত-শকতিশালী
সেই রাম—এও যে বিচিত্র।
বিজ্ঞ মুনি বিশ্বামিত্র হেরি' চক্ষে মায়াবিৎ
মোদের সে দূত
তবু করিলেন দান রাবণ-বিরোধী দিব্য
অস্ত্র অদভুত ?

এ কি !—বৎসা শূর্পনখা যে !

(শূর্পনখার প্রবেশ)

শূর্প।—মাতামহের জয় !

মাল্য।—বৎসে ! বোসো ! রাজ-সন্নিধানে কোন সংবাদ দেবার আছে না কি ?

শূর্প।—শুনতে পাই নাকি সেখানে বিবাহ-ব্যাপার সমস্ত সম্পন্ন হয়ে গেছে। আরো শুনতে পাই, মহর্ষি অগস্ত্য না কি রামের নিকট মঙ্গল-উপহার-স্বরূপ মাহেন্দ্র-ধনু পাঠিয়ে দিয়েচেন।

মাল্য।—যে সকল অস্ত্র জগতের মধ্যে অচিন্ত্য-শক্তি, রাম সেই সকল অস্ত্র ব্রহ্মর্ষিদের নিকট হতে লাভ করেচেন। (সচিন্ত)

ক্ষত্রের অমোঘ অস্ত্র
ব্রাহ্মণের অনুগ্রহ-ফল।
বিপ্র-আশীর্ব্বাদযুক্ত
ক্ষাত্রতেজ দুর্জ্জয় প্রবল॥

শূর্প।—সে তো মানুষ বৈ তো নয়—তবে এত চিন্তা কিসের ?

মাল্য।—বৎসে ! তা নয়—তা নয়।

জন্ম-মাত্র যে রাঘব কি যে অলৌকিক রূপ
করিলা ধারণ,
—মর্ত্ত্যত্বে কি আসে যায়— দেবাসুরে গুণ তার
করিছে কীর্ত্তন।
আর, ঋষি দেবগণ চিন্তার অতীত-শক্তি
বস্তু আনি' করিছে যোজন।
বরদান-কালে ব্রহ্মা "মর্ত্ত্যে শুধু তব ভয়"
—রাবণেরে বলেন তখন॥

তা ছাড়া :—
স্বভাবতঃ সেই রাম ধর্ম্ম-রক্ষাকারী
আমরাও ধর্ম্ম-দ্রোহী বিরুদ্ধ-আচারী।
শক্ত প্রতিযোগী তাই রামে হয় বোধ',
তার সনে আমাদের অর্থতঃ বিরোধ॥

শূর্প।—তাতে আর সন্দেহ কি ? কিন্তু যখন দশানন বিংশতি নেত্র ঈষৎ নিমীলিত করে' অধো বদনে আছেন, তখন এ বেশ জানি, তাঁর দারুণ হৃদয় বেদনার বেগ সহজে নিবৃত্ত হবে না।

মাল্য।—কি আশ্চর্য্য !
বিশ্বের সৃজন-কারী যুগান্তের আদি গুরু
পুলস্ত্য প্রভৃতি সপ্ত ব্রহ্মার নন্দন
জনকের পূজ্য যদি, নহে কি গো প্রিয় তবে
আমাদেরো সনে তাঁর সম্বন্ধ স্থাপন ?
আচ্ছা যেন তাই হ'ল ; কিন্তু সেই সুদুর্ল্লভ
তপোদীপ্ত দীপ্তশ্রী পৌলস্ত্য রাবণ
—জগতের পতি যিনি —তাঁহার ন্যূনতা কিসে
জনকের হৃদি-মাঝে হইল ধারণ ?

অথবা :—
প্রার্থনা প্রকাশি তবু না হইলা তব দ্বারে
আমাদের প্রভু ফলবান।
বরঞ্চ বিদ্বেষ-বশে বিরুদ্ধ-চরিত রামে
করিলে গো তুমি কন্যাদান।
পরের উৎকর্ষ আর আত্মযশোমান-ভঙ্গ
—স্ত্রীরত্নে না লভি'—
কেমনে সহিবে বল ত্রিভুবন-পতি সেই
রাবণ গরবী ?

(নেপথ্য হইতে প্রতীহারীর অর্দ্ধ-প্রবেশ)

প্রতী।—পরশুরামের কাছে যে দূতকে পাঠান হয়েছিল, সে তমাল-রসে-লেখা এই তালপত্রলিপি নিয়ে এসেছে। [পত্র দিয়া প্রস্থান।

মাল্য।—(গ্রহণ করিয়া পাঠ)

"স্বস্তি। মহেন্দ্রদ্বীপ হইতে পরশুরাম লঙ্কার অমাত্য মাল্যবান্‌কে অভিবাদন করিতেছেন।"

শূর্প।—এ কি রকম ? প্রভুর মত অবজ্ঞার ভাবে পত্রটা লিখেছেন যে !

মাল্য।—"এবং অত্রস্থলে পরম শৈব লঙ্কেশ্বরকে অভিনন্দন করিয়া বলিতেছেন, তোমার তো বিদিত আছে, আমরা দণ্ডকারণ্যের তীর্থোপাসক তপোধনদিগের প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক অভয় দান করিয়াছি। শুনিলাম, সেখানে নাকি বিরাধ, দনু, কবন্ধ প্রভৃতি

বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে। অতএব আপনি তাহাদের নিষেধ করিয়া—সদাচার, আমাদের হিত, ও শৈব-প্রীতির অনুসরণ করুন।

আপন কল্যাণ-তরে, বিপ্রগণের প্রতি
অত্যাচার করহ বর্জ্জন,
নতুবা সে তব মিত্র, জামদগ্ন্য পশুরাম
দুঃখিত হবেন বিলক্ষণ॥ ইতি”

শূর্প।—এই কথাগুলি বিলক্ষণ গুরু-গম্ভীর অথচ ঈষৎ মৃদুভাবে বিন্যস্ত।

মাল্য।—কি আশ্চর্য্য! তুমি বলচ কি?—ইনি আর কেউ নন—ইনি স্বয়ং জামদগ্ন্য।

বংশ, তপ, বিদ্যা, বীর্য্য এ সবের অতিশয়
করিয়া সাধনা
উপচিত শান্তি যাঁর, সর্ব্বত্যাগ করি' যিনি
বিমুক্ত-কামনা,
শৈব-ভক্তি হ্রাস হ'লে প্রভুবৎ আমাদের
দেন উপদেশ,
কভু কোন কার্য্য দেখি' হন আমাদের প্রতি
কঠোর বিশেষ।

(চিন্তা করিয়া)

বৎস!

রামের এ ধনুর্ভঙ্গে, শম্ভু-শিষ্য ভার্গবের
হৃদয়ে বাজিবে,
কেমনে পরশুরাম, এই ঘোর অপমান
সহজে সহিবে?
পরস্পর-ক্রোধ-বশে, রণে দোঁহা-প্রাণ যদি
হয় গো সংকার
তাহা হ'লে এর চেয়ে, সুসংবাদ আমাদের
কিবা আছে আর?

এর মধ্যে যারই জয় হোক্ না, আমাদের পক্ষেই ভাল। ক্ষত্রিয়ান্তক পরশুরাম রাজপুত্র রামের উপর যদি জয়লাভ করেন, তা হলে তাকে বধ না ক'রে তাঁর ক্রোধ-শান্তি হবে না। এইরূপে রাম-নিধনরূপ অভীষ্ট আমাদের সিদ্ধ হবে। আর যদি রাম বিজয়ী হন, তা হলে ব্রাহ্মণপ্রিয় রাম ব্রহ্মর্ষিকে কখনই বধ করিবেন না। তখন পরশুরাম জীবন্মুক্ত হলেও পরিত্যক্ত অস্ত্র আবার গ্রহণ করবেন—এরূপ হলে আরও তুমুল কাণ্ড উপস্থিত হবে।

শূর্প।—এ দুয়ের মধ্যে প্রভেদ কি?

মাল্য।—যদি জামদগ্ন্য অরণ্যব্রত রাঘবকে বধ করতে গিয়েও তার প্রাণবধ করতে না পারেন, আর সেই রাজপুত্র রাম যদি পুনর্ব্বার জয়াভিলাষে বদ্ধপরিকর হয়ে প্রকৃষ্ট-উৎসাহ-শক্তি-সম্পদ-যুক্ত ধর্ম্ম-বিজয়ী ভার্গবকে পরাভূত করেন, তা হলে সকলেই তখন বিজয়ীরই পক্ষাবলম্বী হবে। আমরা যে দেবতাদের বলপূর্ব্বক পরাভূত করেচি—অন্তর্নিহিত-কোপ সেই দেবতারাও তখন সহসা বিজয়ীর আশ্রয় গ্রহণ করবেন। আর অসুরদের কর্ত্তৃক দেবতারা অপমানিত হওয়ায়, ত্রিভুবনের প্রজাবৃন্দও যে অসুরদের উপর নিত্যরুষ্ট, সে কে না জানে?

কার্ত্তবীর্য্যে বধ করি', করিলেন যেই মুনি
সর্ব্বক্ষত্র-নিধনের মঙ্গলাচরণ
—সেই দুষ্ট ভার্গবের উচিত দমন হ'লে
পরে যদি পরাভূত হয়েন রাবণ,
ধর্ম্মিষ্ঠ অথচ বলী সৌম্যাচারী রাম
একমাত্র বিশ্বপতি হবেন তখন।

শূর্প।—এখন তবে কি কর্ত্তব্য? এ বিষয়ে চিন্তা করে' আপনি কি স্থির করলেন?

মাল্য।—এখন পরশুরামকে উত্তেজিত করাই কর্ত্তব্য।

শূর্প।—রাম যদি তাকে পরাভব করে, সেও তো বড় দোষের কথা হবে।

মাল্য।—তা হলেও বলের দ্বারা তার প্রতীকার হতে পারে, কিন্তু—

সেই পঞ্চভূত যদি থাকে এই ভবে,
আর যদি শক্তিচয় থাকে সেই সবে,
কার সাধ্য পরাভব করে গো ভার্গবে?

এখন তবে ওঠো—মিথিলায় যাওয়া যাক্। প্রথমে চল মহেন্দ্র-দ্বীপে গিয়ে ভগবান্ ভার্গবের সহিত সাক্ষাৎ করি গে।

মাহাত্ম্যে গভীর যিনি শুচিগণ-অগ্রগণ্য
সুজন সরল।
প্রশান্ত প্রসন্ন-চিত পুণ্যের সমষ্টি যিনি
বিশ্বের মঙ্গল।
প্রভুত্বে উৎকর্ষ যাঁর আর যাঁর তপস্যার
বিশুদ্ধ বিকাশ

—হেরি সে পরশুরামে বল হয় উত্তেজিত,
পাপ হয় নাশ।

[উঠিয়া পরিক্রমণ ও প্রস্থান।

ইতি বিষ্কম্ভক।

নেপথ্যে।—ওগো বিদেহ-নগরস্থ রাজান্তঃপুর-চারিগণ! কন্যান্তঃপুরগত রামভদ্রকে এই কথা বলঃ—

কৈলাসের উত্তোলনে, আর, ত্রিভুবন জয়ে
ভুজ-বল যাঁহার প্রথিত
সেই রাবণের যিনি দুর্দ্দম রণ-মদ
করেন গো হেলায় শমিত
—দুর্জ্জয় সে কার্ত্তবীর্য্য; তার স্কন্ধ ছেদি যিনি'
ক্রোধবশে কুঠারের ঘায়
করিলা নির্ম্মুণ্ড শাখা তরুসম পুরাকালে
—উপনীত তিনি গো হেথায়।
একবিংশবার যিনি করেন ক্ষত্রিয়কুলে
সম্যক্ সংহার,
ক্রৌঞ্চ-গিরি ভেদি যিনি করেন এ ধরাতলে
নব হংস-দ্বার,
হেরম্ব-ভিরিঙ্গি-আদি ভূত-সৈন্যবল যাঁর
—সেই তাড়কারি,
তাহারে জিনিলা যিনি —সেই বীর জামদগ্ন্য
মহা-ধনুর্দ্ধারী।
নিজ গুরু শঙ্করের
ধনু ভগ্ন হইয়াছে শুনি'
তোমারে গো জিজ্ঞাসিতে
রোষ-ভরে আইলেন মুনি।

(ধৈর্য্য-সহকারে রাম ও ত্রস্ত-ব্যস্ত হইয়া সীতা ও সখ্যের প্রবেশ)

রাম।—
মহাভাগ্য-মহানিধি, মহাদেব-শিষ্য যিনি,
বিশুদ্ধ চরিত যাঁর বেদ অধ্যয়নে,
—ভৃগুকুল-পতি সেই পরশুরামেরে আমি
—কি সৌভাগ্য মোর আজি—দেখিব নয়নে।
আমারেও দেখিবারে তিনিও উৎসুক অতি;
কিন্তু এ সরলা সীতা পেয়ে মনে ত্রাস
লজ্জা ত্যজি' আসি' হেথা নিবারণ করে মোরে
কুলস্ত্রী-উচিত স্নেহ করিয়া প্রকাশ।

সীতা।—দেখ সখ্য! উনি আবার এখানে কি জন্যে?

সখ্য।—কুমার! এত তাড়াতাড়ি করবার কি দরকার?

রাম।—এ সময়ে উৎসাহ-উদ্যম সংযম করে' নিশ্চেষ্টভাবে থাকা উচিত হয় না।

সখ্য।—শুনেছি নাকি সেই পরশুরাম বারম্বার সমস্ত জীবলোককে নিঃক্ষত্রিয় করে' ভয়ানক কাণ্ড করেছিলেন।

রাম।—সেই মহাজ্ঞান-নিধির মাহাত্ম্যের কি ঐখানেই শেষ মনে কর?

কার্ত্তিক-বিজয়ে শ্লাঘ্য বিখ্যাত সে বাহু-বল
করিয়া প্রকাশ,
একবিংশতি বার বিপুল ক্ষত্রিয়কুলে
করিয়া বিনাশ,
কাশ্যপ গুরুরে তিনি সদ্বীপা সমগ্র পৃথ্বী
অশ্বমেধে করিলেন দান,
বাণ-প্রয়োগের ভয়ে সমুদ্র সরিয়া দূরে
ত্যক্তভূমে করিল প্রস্থান।
এ সমস্ত করি' তিনি বিষম কঠোর তপ
করিছেন এবে অনুষ্ঠান॥

(নেপথ্যে)

অব্যাহত-পরাক্রম ভার্গব এক্ষণে
পশে রোষে অন্তঃপুরে রাম-অন্বেষণে।
বেত্র-পাণি রক্ষিগণ
ভগ্ন-বল বিষণ্ণ অন্তরে
কষ্টে হেরে সে মুরতি
দৃষ্টি-ঘাতী—ত্রস্ত দৃষ্টি-ভরে,
আর, যত পরিজন
মুক্তকণ্ঠে হাহাকার করে!

রাম।—ইনিই তো শিষ্টাচার-পদ্ধতির প্রণেতা। তবে, এমন বিদ্বান্ হয়ে, এরূপ ভুল করচেন কেন? আচ্ছা, আমি ওঁর কাছে যাচ্চি। (ধীর ও উদ্ধত-ভাবে পরিক্রমণ)

সখ্য।—ওঃ! চারিদিকেই "হা হা! মহারাজ! চন্দ্রমুখ! হা রামচন্দ্র! হা জামাতা!"—এইরূপে সমস্ত অন্তঃপুরের পরিজনেরা কাতরভাবে বিলাপ

করচে।—ঠাকরণ! আপনি স্বয়ং প্রভুকে এই কথা জানান্।

সীতা।—তিনি তাড়াতাড়ি চলে' গেলেন—আচ্ছা, আমি এখনি তাঁর কাছে যাচ্চি। (পরিক্রমণ)

সখ্য।—কুমার! কুমার! দেখুন, ঠাকরণ বিহ্বল-চিত্ত হয়ে, বিপথে কোথায় যে চলে' যচ্চেন, তার ঠিক্ নেই!

রাম।—(সপ্রেম অনুকম্পা-বশতঃ ফিরিয়া আসিয়া) দেখ, সীতা অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েচেন—তুমি ওঁকে সান্ত্বনা কর।

সখ্য।—সখি! সুরাসুর-মর্দ্দন-সমর্থ ত্রৈলোক্য-মঙ্গল, মহতী জয়শ্রী-লাঞ্ছিত বিভ্রম-বিলসিত-নেত্রোৎপল-শোভিত স্নেহ-বিকশিত কুমারের মুখ-পদ্ম তো সর্ব্বদাই তোমার সম্মুখে দেখ্তে পাও—এখন কুমার বিজয়-অভিমুখে যাত্রা করচেন—এখন কেন উদ্ভ্রান্ত হচ্চ বল দিকি?

সীতা।—ওযে নিঃক্ষত্রিয়কারী পরশুরাম—তাই আমি এত উদ্বিগ্ন হয়েচি।

রাম।—প্রিয়ে! নিরুদ্বিগ্নমনে ফিরে যাও।

মধূক-কুসুম-কান্তি
অঙ্গ তব লাবণ্যের সার,
তাহে হইতেছে এবে
আতঙ্ক উৎকম্প অনিবার।
মুহূর্ত্ত করহ সহ্য
—এখনি গো আসিব আবার।
গুরু শ্বাসে নিপীড়িত
আধ-ফুটো পয়োধর-দুটি
ত্রিবলী-তরঙ্গ-রাজি
পরে যেন পড়িতেছে লুটি'
এবে শুধু ভয় হয়
—ক্ষীণ-মধ্য পাছে যায় টুটি'।

(নেপথ্যে)

ওগো! অন্তঃপুরচারী রক্ষিগণ! কোথায় দাশরথি রাম?

স্ত্রীলোকগণ।—কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ! উনি যে আবার কুমারকে ডাকচেন।

রাম।—যিনি অকুটিল সরল সাহসের প্রভাবে অতি দারুণ কাণ্ড সম্পাদন করেছিলেন—পুষ্করাবর্ত্তক মেঘ-গর্জ্জনের ন্যায় তাঁর সেই পরিপুষ্ট গম্ভীর কণ্ঠস্বর আমার কানে কি ভালই লাগ্চে! (পরিক্রমণ)

সীতা।—এখন উপায় কি? (রামের ধনু আটকাইয়া) আর্য্যপুত্র! যতক্ষণ না পিতা আসেন, ততক্ষণ তুমি ওখানে যেও না।

সখ্য।—ভয়ে দেখচি প্রিয়সখীর লাজুকতা চলে গেছে।

রাম।—(স্বগত) অনুরাগে আমি পরাস্ত হলেম। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা, আমি তবে ধনু ত্যাগ করে' এখনি শূন্য-হস্তে যাই।

(নেপথ্যে)

ওগো! অন্তঃপুরচারী রক্ষিগণ! দাশরথি রাম কোথায়?

সীতা।—আমি তবে ওঁকে আটকে রাখি।

রাম।—কি আশ্চর্য্য!

তপোবল-নিধি সেই ভার্গবের আগমনে
একদিকে করে আকর্ষণ
সৎসঙ্গ-অনুরাগ আর বীর-রসোন্মাদ;
অন্য দিকে দেখ গো এখন
বৈদেহীর আলিঙ্গন চন্দন-শশাঙ্ক সম
—সুশীতল অতি—
উৎপাদি আনন্দ মনে চৈতন্য বিলোপ করি'
রোধে মোর গতি।

সখ্য।—দীপ্যমান দিবাকর-উদ্ভাসিত বপু
—তাহার সংযোগে আরো অধিক ভাস্বর
সুতীক্ষ্ণ পরশু হস্তে করিয়া ধারণ,
সর্ব্বক্ষত্র-নাশী সেই ভার্গব আগত;—
সহস্র অনল-শিখা সম বিশৃঙ্খল
জটাভার; দীর্ঘ দৃঢ় পাদক্ষেপ-ভরে
আকুল বিহ্বল হয়ে কাঁপে বসুন্ধরা।

রাম।—
এই সে ভার্গব মুনি
ত্রিভুবনে বীরের প্রধান
তেজোরাশি, তপোবল
দুয়ের মিলন মূর্ত্তিমান,
প্রচণ্ড সে বীররস
পিণ্ডভাবে যেন অধিষ্ঠান।
পুণ্যবান্ হইলেও ভীম-কর্ম্মা অতি
ব্রতের পরম নিধি, অমিত-শকতি,

—সৌম্য দারুণ মূর্ত্তি করিয়া ধারণ
বিরাজ করেন (সবিস্ময়ে) যেন অথর্ব্ব-নিগম।
মহারুদ্র কাল-অগ্নি প্রণয়-প্রণয়ী যিনি,
দেব-দেব ত্রিপুর-নাশন।
উপজিলে ক্রোধ, যাঁর অতি তীক্ষ্ণ শক্তি-সার
বিনাশিতে পারে ত্রিভুবন
—তাঁর সেই শক্তি-রাশি পৃথক্ হইয়া আসি
বিপ্ররূপে উদয় এখন।

অহো! ইনি আপনার ইচ্ছামত কি অদ্ভুত সাজেই সজ্জিত হয়েচেন।

দীপ্ত শিখা-উদ্ভাসিত ভাস্বর কুঠার-অস্ত্র
রহে সন্নিধান।
স্কন্ধে তূণ, শিরে জটা, পৃষ্ঠে ধনু, মৃগ-চর্ম্ম
চীর পরিধান।
বিরাজিছে হস্তে শর, জপমালা-অক্ষ-সূত্র
বলয়-আকারে,
অহো! এই পরিচ্ছদ উগ্র শান্ত দুই শোভা
ধরে একাধারে।

প্রিয়ে! দেখ, ইনি পূজনীয় ব্যক্তি, তুমি এখান থেকে গিয়ে অবগুণ্ঠন পরে' এসো।

সীতা।—কি সর্ব্বনাশ! সেই পরশুরাম আবার এসেছে? (অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া) আমাকে রক্ষা কর—রক্ষা কর—জানি নাথ তুমি বীরজনপ্রিয়—কিন্তু আমাকে ক্ষমা কর—ওর কাছে তুমি যেও না।

রাম।—দেখ প্রিয়ে!

ওই যে গো মহামুনি অদ্বিতীয় বীর উনি
—তাই মোর সমধিক প্রিয়।
ক্ষত্রিয়া তুমি গো সীতা কেঁপো না গো হয়ে ভীতা
—ক্ষত্র হয়ে ছিছিছি ও কি ও?
এ জগতে কীর্ত্তি যার হয়ে আছে সুবিস্তার,
দর্পে হয় বাহু কণ্ডূয়ন
—সেই সে সমর-কামী ক্ষত্রিয় রাঘব আমি
—আমি ওঁরে ভেটিতে অক্ষম?

(ক্রুদ্ধ জামদগ্ন্যের প্রবেশ)

জাম।—কি আশ্চর্য্য! দুরাত্মা ক্ষত্রিয়-বটু একেবারে আত্মজ্ঞান-রহিত দেখ্‌চি।

শঙ্কর ভবানীপতি— সর্ব্বভূতে দয়া যাঁর,
শান্ত-আত্মা অতি
—ধনু তাঁর করি' ভগ্ন না যদি করয়ে শঙ্কা
তাঁরে এক রতি,
শোনে নিকি ক্ষত্র-বটু মহাদেব-পুত্র সেই
কার্ত্তিকের নাম?
—মদান্ধ তারকে বধি' বিশ্বেরে আনন্দ যিনি
করেন প্রদান?
অথবা শোনেনি সে কি আছে শম্ভু-প্রিয় শিষ্য
স্কন্দেরি সমান?
আমার ক্রোধ-শান্তিরই দেখ্‌চি এই দারুণ পরিণা[ম]
উন্মাদন ভুজবলে, যে সব ক্ষত্রিয়-পরে
কষ্টে আধিপত্য আমি করিনু স্থাপন
—সেই সব ক্ষত্রগণ পুনঃ দেখি ধনু ধরে,
তাদের ঔদ্ধত্য পুন করি যে শ্রবণ।

রাম।—তপ-তেজ বীর্য্য যাঁর
করে নাহি কেহ অতিক্রম,
যশোনিধি সেই মুনি
সত্য গর্ব্বে পূর্ণ যাঁর মন,
আমার এই হস্ত আজি
তাঁর প্রতি ধায় রোষ-ভরে
নব-ধনু-শিক্ষা-বলে
দর্প চূর্ণ করিবার তরে;
তা ছাড়া, বন্দিতে ব্যগ্র
পূজ্য ও চরণ দুটি ধরে'।

কিন্তু তাও বলি, শিষ্টাচারের উনি উপযুক্ত পাত্র নন

জাম।—ওগো অন্তঃপুর-রক্ষিগণ! কোথায় [সে] দাশরথি রাম?

রাম।—এই যে আমি। এই দিকে আসুন—এ[ই] দিক্ দিয়ে।

জাম।—সাধু রাজপুত্র সাধু! তুমি যথার্থ[ই] ইক্ষ্বাকু-বংশীয়।

ক্ষত্র জাতি-পরিশুদ্ধ
দেখি তব সাহস-বিক্রম।
করি-কুম্ভ-বিদারণ
সিংহ করে যেই অন্বেষণ
আর অগ্নি দর্প-ভরে
আপনারে করিলে অর্পণ?

স্ত্রীলোকগণ।—স্বস্তি! স্বস্তি! রামের যেন কোন অমঙ্গল না হয়।

জাম।—(নিরীক্ষণ করিয়া স্বগত) ক্ষত্রিয়-কুমারটি বড়ই সুন্দর—ওকে বধ করব ?

শিরে শোভে কাক-পক্ষ, আনন হয় গো লক্ষ্য
স্বভাবতঃ গম্ভীর সুন্দর।
দেখে মনে হয় হেন প্রৌঢ় ও বাল্য যেন
ধরে শোভা হয়ে একত্তর।
সহসা দেখিয়া ওরে সৌন্দর্য্যে মন যে হরে
—তবু হবে বধিতে উহারে।
কি আশ্চর্য্য হায় হায়! কি আর আছে উপায়,
ধিক্ এ নিষ্ঠুর বীরাচারে!

(প্রকাশ্যে)

অক্ষুণ্ণ যে হর-ধনু
পূর্ব্বে কভু পায়নি আঘাত
হইল দ্বিখণ্ড এবে
—এই কথা শুনি অকস্মাৎ
ক্রোধানলে প্রজ্বলিত ভার্গব পরশুরাম
ভয়ঙ্কর অ.ত।
জ্বলন্ত-পরশু তাঁর এখনি গো তব কণ্ঠে
হইবে অতিথি
—যার তরে শঙ্করের "খণ্ডপরশু" নাম
ত্রিলোকে বিশ্রুতি।

স্ত্রীলোকগণ।—কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ! উনি যে একবারে রেগে আগুন।

রাম।—(ধৈর্য্য, বহুমান ও কৌতুকের সহিত নিরীক্ষণ করিয়া) আপনি তো সেই মহাত্মা—যিনি পুরাকালে সসৈন্য কার্ত্তিকেয়কে পরাজিত করায়, মহাদেব আপনার গুণে বশীভূত হয়ে, সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত আপনাকে শিষ্য করে' রাখেন, আর শেষে প্রীত হয়ে এই পরশুটি প্রসাদ-স্বরূপ দান করেন ?

সখ্য।—ঠাকরণ! দেখ দেখ, রাজকুমারের মনে যথেষ্ট ভক্তিভাব আছে, অথচ নিষ্কম্প ধীর-গম্ভীরভাবে ভগবান ভার্গবের ঐ অস্ত্রকে যেন উপহাস করচেন।

সীতা।—(সবিস্ময়ে অস্ত্র-দর্শন)

জাম।—(স্বগত) আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! মহাবীরমাত্রেরই এইরূপ ভাব। সে যে কি অচিন্ত্যনীয় মাহাত্ম্য ও সৌজন্য, তা কোন লক্ষণের দ্বারা নিরূপণ করা যায় না—ক্রোধে গম্ভীর, পৌরুষে ধীর। (প্রকাশ্যে) রাম! দাশরথি! হাঁ, এই সেই পূজ্যপাদ গুরুদেবের প্রিয় পরশু।

সখা।—যা হোক, এই আলাপে মনে হয়, ক্ষণকালের জন্যও যেন কোপের শান্তি হয়েচে।

জাম।—

অস্ত্রের প্রয়োগে শিক্ষা কার শ্রেষ্ঠতর
—কার্ত্তিকে আমাতে ইথে বাধিল সমর।
ভূত-সৈন্যে হইলেও কুমার বেষ্টিত
করিলাম আমি তাঁরে যুদ্ধে পরাজিত।
গুণপক্ষপাতী গুরু দেব ত্রিলোচন
অল্পতেই হয়ে তুষ্ট, করি' আলিঙ্গন
করিলেন এই অস্ত্র মোরে অরপণ।

রাম।—(স্বগত) কি ?—"অল্পেতেই' এই কথা বল্লেন না ? অহো! গর্ব্ব-গৌরবের এ যে পরাকাষ্ঠা। (প্রকাশ্যে) সেই জন্যই তো ভগবান্! আপনার বীর-যশ ভূলোক-দ্যুলোকে বিস্তৃত।

সুপ্রচণ্ড চণ্ডীপতি ত্রিভুবন-গুরু সেই
দেব-দেব শম্ভু ভগবান্।
যে পরশু-সংস্রবে ত্রিলোকে প্রথিত তাঁর
"খণ্ডন-পরশু" এই নাম,
—তারকারি স্কন্দে জিনি'— সে পরশু লাভ করি
খ্যাত তুমি গো পরশুরাম।
জমদগ্নি-পুত্র তুমি, তব গুরুদেব সেই
পিনাকী মহেশ ভগবান্।
তব মহাবলবীর্য্য— বাক্য-অগোচর যাহা—
কার্য্যে তার ব্যক্ত পরিণাম॥
সপ্ত সিন্ধু-মহী তব
অকপট বদান্যতা-সীমা।
ক্ষত্রব্রহ্ম তপোনিধি!
অলৌকিক তোমার মহিমা॥

সখ্য।—রাজকুমার জানেন, গুরুজনদের কিরূপ প্রিয় কথা বলতে হয়।

জামদগ্ন্য।—

ওগো রাম! হৃদি তব যেমন মহান্
তেমনি গো তুমি সর্ব্ব-নয়নাভিরাম।
না জানি কি গুণে তুমি এত রমণীয়
সর্ব্বাংশেই তুমি মম হৃদয়ের প্রিয়।
হেরম্বের এক দন্তে বিদ্ধ যেই বক্ষ,
কার্ত্তিকের বাণ-চিহ্ন যাহে হয় লক্ষ্য,

সেই বক্ষ পাতি দিয়া —লভিয়া গো তোমা হেন
অলৌকিক বীর—
ইচ্ছা হয় আলিঙ্গিতে; সত্য কহি, দেখ মোর
রোমাঞ্চ শরীর।

সখ্য।—ঠাকুরাণি! দেখ, আমাদের রাজকুমার লোকের কত প্রিয়। তুমিই কেবল লজ্জায় পরাঙ্মুখী হয়ে ওঁর সংসর্গ-সুখ হতে আপনাকে বঞ্চিত কর্চ।

সীতা।—(অশ্রুপূর্ণ-নয়নে নিঃশ্বাস ত্যাগ)

রাম।—ভগবন্! আপনি আলিঙ্গনের কথা বল্‌চেন—কিন্তু এ ব্যাপার যে তার বিপরীত।

সখ্য।—(স্বগত) এঁর ধীর-স্নিগ্ধ বিনয়ও কেমন আত্ম-গৌরবে ভূষিত!

জাম।—(স্বগত) এই রাজকুমারের অন্তঃকরণটি দেখ্‌চি সৌজন্যপরিশুদ্ধ, আর ইনি আত্ম পর উভয়েরই সমান গুণগ্রাহী। এই প্রকৃত বিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে মহান্ অহঙ্কারও যে বিদ্যমান, তা নিপুণবুদ্ধি ব্যক্তি ভিন্ন সহসা কেউ বুঝ্‌তে পারে না।

অপূর্ব্ব চরিত্র এঁর
অলৌকিক অদভুত অতি
আকৃষ্ট আমি গো তাহে
—তবুও অনাস্থা আমা প্রতি?
না জানি কি পদার্থ এ
দেখি বীর-শিশুর আকারে
বিধাতা গড়িল যেন
অপ্রমেয় মাহাত্ম্যের সারে।

আশ্চর্য্য!—
সবার বাঞ্ছিত পুণ্য
—ত্রিভুবনে অভয়-প্রদান;
—সেই পুণ্যরাশি দিয়া
যেন ওই দেহের নির্ম্মাণ।
বিস্ফুরিত তাহে লক্ষ্মী, মান, পরাক্রম।
সাত্ত্বিক-গুণ-উজ্জ্বল তেজ ও ধরম॥
লোক-ত্রাণতরে যেন তিন বেদ করিল গো
মূরতি গ্রহণ।
বেদ-রত্ন-রক্ষা-তরে ক্ষাত্র ধর্ম্ম করে যেন
শরীর ধারণ॥
শক্তির সমষ্টি, আর
নিখিল সঞ্চিত পুণ্য
আবির্ভূত যেন দেহে আসি'॥

(প্রকাশ্যে) ওগো! এই বধূটিকে ভিতরে নিয়ে যাও।

রাম।—(স্বগত) বটে বটে।

(নেপথ্যে)

ধনুর্দ্ধারী সীরধ্বজ
করিছেন হেথা আগমন।
আর তাঁর পুরোহিত
শতানন্দ ঋষি গউতম॥

সখ্য।—ঠাকরণ! তোমার পিতা এসেছেন এসো, আমরা ভিতরে যাই।

সীতা।—(স্বগত) ভগবতি সংগ্রাম-লক্ষ্মি!—আর্য্যপুত্র যেন বিজয়ী হন—কৃতাঞ্জলি হয়ে এই প্রার্থনা করি।

[নারীগণের প্রস্থান।

জাম —
মনীষী জনক ইনি— শতানন্দ পুরোহি[ত]
যাঁহার রক্ষণে নিয়োজিত,
আদিত্যের শিষ্য সেই যাজ্ঞবল্ক্য মুনি যাঁ[রে]
ব্রহ্মজ্ঞান করিলা বিবৃত।

যদিও ইনি সদাচারী, তবু ক্ষত্রিয়। তাই এঁ[কে] দেখে যেন আমার শিরঃশূল উপস্থিত হচ্চে।

(ব্যস্তসমস্ত হইয়া জনক ও শতানন্দের প্রবেশ)

শতা।—রাজন্! এ স্থলে এখন কি কর্ত্তব্য?

জন।—ভগবন্!

মহর্ষি পরশুরাম অতিথি যদি গো [এ]
এই গৃহে এসে,
পাদ্য-অর্ঘ্য কুশাসন বিপ্রবরে দেওয়া যো[গ্য]
—মধুপর্ক শেষে।
কিন্তু পুত্র-রত্ন পরে করেন যদি গো ইনি
শত্রুতাচরণ,
তা হ'লে করিতে হবে ইঁহার বিরুদ্ধে [প্র]
ধনুক ধারণ।

(পরিক্রমণ)

রাম।—ভাল, আপনি এত অশ্রু মোচন কর[চেন] কেন?

জাম।—না না—ও কিছু না।

যারে হেরি' সুখরাশি একত্র মিলিয়া যেন
চিত্ত মাঝে হয় গো বিস্তার,
যারে হেরি' হৃদি-মাঝে জনমে প্রগাঢ় স্নেহ
—নয়নের আনন্দ অপার,
সেই গো শ্রীমান্ তুমি মঙ্গল-কঙ্কণ, হস্তে
করিয়াছ নব পরিধান।
হৃদয়ের প্রিয় তুমি তুমিই করেছ মোর
গুরুদেব শিবে অপমান।
তাই তুমি বধ্য এবে, তথাপি হতেছে ইথে
ব্যথিত গো এ মোর পরাণ॥

রাম।—ভার্গব! জানি, আমার প্রতি আপনার দয়া আছে।

জাম।—ওরে! মনে করচিস্ কি তুই রক্ষা পাবি?

অমৃত-পূরিত স্নিগ্ধ জলদ-সমান
সুন্দর শরীর তোর কিবা শোভমান
—সেই দেহে অবস্থিত কম্বু-কণ্ঠ তোর,
তাহাতে পড়িবে হায় এ কুঠার মোর।

রাম।—সত্যই দেখচি, আমার পরে আপনার করুণার উদ্রেক হয়েছে।

জাম।—ওরে ক্ষত্রিয় ডিম্ব! শুনতে পাই নাকি একটি ক্ষুদ্র নববধূকে তুই সম্প্রতি বিবাহ করেচিস্, তাই আমার বড় কষ্ট হচ্চে। এরূপ কষ্ট আমার পূর্ব্বে কখন হয়নি, আমার পক্ষে এ এক নূতন ব্যাপার।

প্রসিদ্ধ প্রবাদ আছে— লোকেও তা অবিরত
করে গো কীর্ত্তন
—জামদগ্ন্য-রাম পূর্ব্বে আপন মাতার মুণ্ড
করিলা ছেদন।
তা ছাড়া, ওরে মূঢ়!—
ক্ষত্র-পরে রোষ করি' ক্ষত্র-নারী-গর্ভ হতে
ক্ষত্র-পুত্র বাহির করিয়া
খণ্ড খণ্ড করি' কাটি,' একবিংশতিবার
রাজকুলে সমস্ত বধিয়া,
সেই রক্ত-পূর্ণ হ্রদে মহানন্দে স্নান করি'
পিতৃবধ-রোষানল যে করে শমিত,
সেই সে পরশুরাম;— উদ্দাম স্বভাব তার
সর্ব্বভূত-মাঝে কার নহে গো বিদিত?

রাম।—এ স্থলে তো নৃশংসতা দোষ দেখা যাচ্চে—এতে আবার শ্লাঘা কিসের?

জাম।—আরে ক্ষত্রিয় বটু!—তোর তো ভারি ধৃষ্টতা দেখচি।

প্রহার করহ মোরে
নোয়াইয়া ধনুক তোমার,
আমি চাই—শক্রজন
আগে করে আমারে প্রহার।
আঘাত করিলে আমি
অগ্ন্যুদ্গারী প্রদীপ্ত কুঠারে,
স্কন্ধ-বন্ধ ছিন্ন তব
এখনি যে হবে সে প্রহারে,
কবন্ধ হইলে পরে
পারিবে কি পুন যুঝিবারে?

জনক, শতানন্দ।—বৎস রামভদ্র! নিজ শক্তি-সামর্থ্যে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে' নির্ভয়ে অবস্থান কর। এখন কিছু কাল সহসা কোন কাজে প্রবৃত্ত হয়ো না।

রাম।—হায়! এখন আবার অনুমতির অপেক্ষায় থাক্‌তে হল।

জামদগ্ন্য।—আঙ্গিরস! মঙ্গল তো?

শতানন্দ।—হাঁ, সমস্ত মঙ্গল—বিশেষতঃ আপনার দর্শনে। তা ছাড়া;—আপনি যদি অতিথি হয়ে এসে থাকেন, আপনি আমাদের পূজ্যতম অতিথি—আমরাও আপনার অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত।

জাম।—তুমি পুরোহিত, সদাচারী, গৃহাশ্রমী, যাজ্ঞবল্ক্যের শিষ্য। সর্ব্বাংশেই যোগ্য—কিন্তু আমি আতিথ্য-প্রার্থী নই।

শতানন্দ।—দেখুন, কন্যান্তঃপুরে সহসা প্রবেশ করে' আপনি অন্তঃপুরের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করেচেন।

জাম।—দেখ, আমি অরণ্যবাসী ব্রাহ্মণ। রাজগৃহ ব্যবহারে নিতান্ত অনভিজ্ঞ।

রাম।—(স্বগত) যিনি সমস্ত পৃথিবী দক্ষিণা-স্বরূপ কাশ্যপকে দান করেন, অন্য সাধারণ রাজাদের প্রতি তাঁর এই গর্ব্বোপহাস শোভা পায়।

জনক।—আমাদের রক্ষিত রাঘব-শিশুর অনিষ্ট আপনি কেন ইচ্ছা করচেন?

(কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চু।—দেবীরা কঙ্কণ-মোচনের জন্য সমবেত হয়েচেন, মহারাজ! বরকে পাঠিয়ে দিন।

জনক-শতানন্দ।—বৎস রামচন্দ্র! শ্বশ্রূজন তোমাকে ডাকুচেন, তুমি যাও।

রাম।—জামদগ্ন্য! দেখুন, গুরুজনেরা আমাকে এইরূপ আদেশ করুচেন।

জাম।—আপত্তি কি? তুমি যাও, লোক-ধর্ম্ম পালন কর গে। জ্ঞাতিরা তোমাকে এখন দেখুন। কিন্তু দেখ, অরণ্যবাসীরা জনপদে অধিক কাল থাকতে পারে না। তাই শীঘ্র আমি যেতে ইচ্ছা করি। অতএব অনর্থক যেন কালক্ষেপ করা না হয়।

রাম।—আচ্ছা।

(সুমন্ত্রের প্রবেশ)

সুমন্ত্র।—মহর্ষি বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র আপনাকে আর ভার্গবকে আহ্বান করুচেন।

অন্য লোক।—মহর্ষিরা কোথায়?

সুম।—মহারাজ দশরথের নিকটে।

রাম।—গুরুজনের আদেশ—যাওয়া যাক্।

অন্য লোক।—এসো, আমরাও সেইখানে যাই।

[সকলের প্রস্থান।

ইতি পরশুরাম-সংবাদ নামক দ্বিতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় অঙ্ক

দৃশ্য—যজ্ঞ-সভা

(বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, জনক ও শতানন্দের প্রবেশ)

বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র।—শোনো জামদগ্ন্য!

যজ্ঞ-পূর্ত্ত-কর্ম্মাদির বিঘ্নকারী মহাশত্রু
যে রাক্ষসগণ
তাদের দমন করি' হলেন ইন্দ্রের যিনি
মিত্র প্রিয়তম,
বজ্রীর দ্যুলোক সম ভূলোকে সৌরাজ্য যিনি
করিলা স্থাপন,
যাঁহার সম্মুখে থাকি' মোরা দোঁহে করি সদা
মঙ্গল চিন্তন,
অধিক বলিব কিবা— সূর্য্যবংশোদ্ভব যিনি
—অধিপতি এই বিশ্ব-মাঝে
সেই পুত্র-প্রিয় রাজা বয়োবৃদ্ধ দশরথ
অভয় যাচেন তোমা-কাছে।

অতএব আপনি এই নিষ্ফল কলহ হতে বিরত হোন্। দেখুন:—

বৃহৎ বাছুর এক, হইয়াছে আনা তব তরে,
অন্ন হইতেছে পাক দিয়া তাহে ঘৃত।
শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ তুমি, আসিয়াছ শ্রোত্রিয়ের ঘরে,
আতিথ্য গ্রহণ করি' কর অপ্যায়িত॥

জাম।—এ স্থলে আমার নিবেদন এই, যদি রাম একজন মহাবীর না হতেন, তা হলে আমি তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করতে পার্‌তেম।

শিশু হইলেও দেখ অলৌকিক কার্য্যতরে
সুবিখ্যাত রাম।
"অসহন হইলেও ভার্গব রহিল সহি'
ঘোর অপমান
গুরুজন-বাক্যে শুধু",—এ কথা উঠিলে কে গো
করিবে বিশ্বাস?
বিশ্বাস করেও যদি প্রকৃত কথাটি কে গো
করিবে প্রকাশ?
বীরব্রত যাহাদের প্রায়ই তাহাদের হয়
শত্রু রাশ-রাশ॥

তা ছাড়া:—

মহৎ জনের যশ শূন্য পরিপূর্ণ করি'
বিশ্বময় হইলে বর্দ্ধন,
একটুও ছিদ্র তাহে পায় যদি অতিকষ্টে
নীচ-চেতা জন-সাধারণ,
বাড়াইয়া তোলে তাহা;—সে কলঙ্ক-কিম্বদন্তী
কভু নাহি হয় উপশম।

বশিষ্ঠ।—শোনো বৎস! যাবজ্জীবন এই অস্ত্র-পিশাচকে অবলম্বন করে' আর কি হবে? জামদগ্ন্য, তুমি বেদ-বিৎ, শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ ও বনবাসী—তুমি পবিত্র পন্থার অনুসরণ কর। "মৈত্র, করুণা, মুদিত, উপেক্ষা" এই চারিটি চিত্ত-প্রসাদনী বৃত্তির অনুশীলন কর। তোমার শোক-বিরহিতা জ্যোতিষ্মতী সাত্বিকা বৃত্তি বিমলা হোক্, আর তুমি পরশুকেও পরিত্যাগ কর। এই প্রসন্নতা হতে উৎপন্ন অন্তঃসাধন-সাধ্য, সর্ব্বার্থ-সামর্থ্য-বিশিষ্ট, বলান্বিত ঋতম্ভর নামক দর্শন-বিজ্ঞান অন্তর্জ্যোতি-বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিকট আবির্ভূত হয়, এবং বিপর্য্যাস জ্ঞানরূপ মলাবরণও দূর হয়। অতএব ব্রাহ্মণের সেইরূপ আচরণ করা কর্ত্তব্য—যদ্দ্বারা মৃত্যুরূপ পাপকে

অতিক্রম করা যায়। আর তপস্যাতেও তো তোমার বিলক্ষণ অভিনিবেশ আছে। দেখ :—

ঋষি-পরিষৎ এই, ভরত-মাতুল হেথা
বৃদ্ধ যুধাজিৎ,
অমাত্যগণের সহ আর বৃদ্ধ লোমপাদ
নৃপ উপস্থিত।
অবিরত-যজ্ঞ এই ব্রহ্মবাদী বৃদ্ধ রাজা
জনক-কুলের পতি
—ইনিও তোমার কাছে অভয় দানের তরে
দেখ করেন মিনতি।

জাম।—সে কথা সত্য। কিন্তু—
রামচন্দ্রে বধ করি, শত্রু-মূল যতক্ষণ
করিতে না পারি উৎপাটন
তাবৎ আচার্য্য হরে, আচার্য্যাণী পার্ব্বতীরে
নারিব যে করিতে দর্শন।

বিশ্বা।—যদি গুরুর নাম-রক্ষার অনুরোধে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়ে থাকো, তা হলে আমিও তো তোমার গুরুজন—আমার কথাটাও মনে কোরো।

ব্রহ্মা হতে তিন ঋষি হন উৎপন্ন
বশিষ্ঠ ও ভৃগু—দুই, অঙ্গিরা গো অন্য।
এই সে বশিষ্ঠ আমি, তুমি সেই ভৃগুঋষি পুত্র
আর এই শতানন্দ—অঙ্গিরার ইনি গো প্রপউত্র।

জাম।—প্রায়শ্চিত্ত করিব গো
অতিক্রমি' গুরুজন-বাণী,
তবু না করিব ত্যাগ
শস্ত্রগ্রহব্রত কভু আমি।
মোক্ষাপেক্ষা মান-রক্ষা
স্বভাবতঃ আমার যে প্রিয়,
তার সাক্ষী দেখ না গো—
তোমরা তো আমারি আত্মীয়
—তোমরা মোক্ষের প্রার্থী,
করুণার্দ্র তোমাদের চিত,
আমার কর্কশ বাহু
ধনুর্গুণ-কিণাঙ্কে লাঞ্ছিত।

বিশ্বা।—(স্বগত)
প্রশস্ত মাহাত্ম্য-গুণ
পদে পদে করি' উদ্‌গিরণ
মর্ম্ম-ভেদী বাক্যে, মোর
বিস্ময় করিল উৎপাদন।

জাম।—তা ছাড়া, ভগবন্ কুশিক-নন্দন!
ব্রহ্মে মন যাঁহাদের
দিবা-নিশি রহে একতান
—সেই বশিষ্ঠাদি ঋষি
তোমরা তো অতি মান্যমান।
বীরাচারে তোমরাই গুরু পুরাতন
তোমাদেরি জিজ্ঞাসি গো, বল তো এখন ;—
ভৃগু-কুলে জন্ম লভি,' বহু পুণ্যফলে
যে হয়েচে শস্ত্র-ধারী এই ভূমণ্ডলে
কি তার উচিত করা এইরূপ স্থলে ?

বশি।—(স্বগত)
গুণের প্রভাবে ইনি অতীব মহান্,
স্বভাবে আবার ইনি অসুর সমান।
চরিত্রে উৎকর্ষ-লাভ
করিলেন সরব-প্রকারে,
দর্প স্ফুটি ওঠে তাই
ইঁহার গো সমস্ত আকারে।

বিশ্বা।—বৎস! আমি এই কথা বলি ;—
ব্যক্তিগত অপরাধে—গর্ভজাত ক্ষত্রকেও
কোপবশে করিয়া সংহার—
সমস্ত ক্ষত্রিয়-কুল নির্ম্মূল করিলে তুমি
—দেখ ওগো—একবিংশবার।
তার পর ব্রাহ্মণের ক্ষেত্রজ ক্ষত্রিয় যারা
তাহাদেরো বধিলে আবার।
স্বজন চ্যবন-আদি নিবারিলে, তব ক্রোধ
হইল নিবৃত্ত।
তখন বিরত হয়ে আবার এ কার্য্যে কেন
সহসা প্রবৃত্ত ?

জাম।—পিতৃবধ প্রযুক্ত ক্ষত্র-বধ-মহাব্যাপারে নিযুক্ত হয়ে আবার যে আমি তাহা হতে বিরত হয়েছিলেম, এ কথা আমি অস্বীকার করি নে।

—প্রিয় হইলেও মোর - বিসর্জ্জিয়া ক্ষত্রিয়ের
নিধন-উদ্যোগ
বজ্র-সম পরশুরে সমিৎ-ছেদনে কি গো
করি নি প্রয়োগ ?
যথা আশীবিষ হয়
বিষ-বহ্নি হইলে বিগত
—সেইরূপ বাণ-দন্ত
হয় নিকি স্বকার্য্যে বিরত ?

সত্য বটে করেছিনু, কোপ ও কুঠার ত্যাগ
চ্যবনাদি-আত্মীয় বচনে,
কিন্তু কালে পুন যে গো, ক্ষত্রকুলে ছায় ধরা
—দিক যথা দগ্ধোত্থিত বনে।

অন্য কারণেও রাম আমার বধ্য।

রাঘবের শিশু এই
করেছে গুরুরে অপমান
তার শিরশ্ছেদ করি'
বনে যবে করিব প্রস্থান।
—রাঘব-জনক-কুল চির-শান্তি লাভ যেন
করেন তখন,
ঔদ্ধত্য-অত্যাচার আর যেন কেহ পুন
না করে কখন।

শতা।—কার এমন শক্তি আছে যে, আমার প্রিয় যজমান রাজর্ষি বিদেহ-রাজের কিম্বা তাঁর জামাতার ছায়াকেও আক্রমণ করতে পারে?

এই গৃহ-পতি-গৃহে
আমরা গো চির-অবস্থিত
—শুক্র স্তম্ভাধারে যথা
গৃহ্য-বহ্নি সতত রক্ষিত।
করে যদি আমাদের ঘোরতর অপমান
সেই গৃহে প্রবেশিয়া অন্যে
ধিক্ তবে আমাদের!— ধিক্ আঙ্গিরস-কুলে!
ধিক্ বলি এ মোর ব্রাহ্মণ্যে।

বিশ্বা।—সাধু বৎস গৌতম! সাধু এই রাজা সীরধ্বজ জনক যিনি—তোমার মত পুরোহিত লাভ করে' কৃতার্থ হয়েচেন।

যে রাষ্ট্রের সুরক্ষক
পুরোহিত বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ
সে রাজ্যের দুঃখ-কষ্ট
ক্ষয় ধ্বংস না ঘটে কখন।

জাম।—দেখ গৌতম! তোমার মত অনেক পুরোহিতের ব্রহ্মতেজে ক্ষত্রিয়গণ তখন সুরক্ষিত ছিল। কিন্তু সে তেজ এখন আর কোথায় রইল? এ তুমি জেন, সামান্য তেজোরাশি অলৌকিক জ্যোতিতে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়।

শতা।—(সক্রোধে) ওরে পশু! নিরপরাধ-রাজকুল-হন্তা—মহাপাতকি! অশিষ্ট বিকৃত-চেষ্টান্বিত বীভৎসকর্ম্মা! অপূর্ব্ব পাষণ্ড! স্বধর্ম্ম-ত্যাগী ধানুকী! কি?—তুই এখানেও ধৃষ্টতা করচিস্?—আরে! তুই কি ব্রাহ্মণ? অহো! তোর আচার মহা-ব্রাহ্মণেরই অনুরূপ বটে!

জননীর শিরশ্ছেদ,
গর্ভগত শিশুর ছেদন
যজ্ঞ-রত নৃপে বধ
—এ কি নয় ব্রহ্মহত্যা সম?

জাম।—আরে স্বস্তিবাচনিক প্রতিগ্রহোপজীবী সামন্ত-পুরোহিত! তুই আমাকে স্বধর্ম্মত্যাগী ধানুকী বলিস্?

শতা।—আরে দুষ্ট দুর্মুখ ভৃগুবংশ-কলঙ্ক!

রাজগণ, গুরুগণ আপন মহিমাগুণে
অতি ক্ষমাশালী
—তাই তো সহেন এঁরা, কিন্তু শতানন্দ কভু
না সহিবে গালি।

(শাপ-প্রদানার্থ কমণ্ডলু-জলে আচমন)

বশি।—কে আছ গো ওখানে? ওঁকে শান্ত কর! শান্ত কর! ওঁর ব্রহ্মতেজ, ব্যজন-প্রজ্বলিত মন্ত্রপূত দধিসিক্ত ঘৃতাহুতি-প্রাপ্ত অগ্নির ন্যায় অতি ভয়ঙ্কর।

শতা।—(ক্রোধে শাপোদক গ্রহণ করিয়া) ভো ভো সভাসদ্‌গণ! আপনারা দেখুন:—

শত্রুকৃত অপমানে ক্রোধ মোর প্রজ্বলিত
হয়েছে এমনি
—প্রলয়-ক্ষুভিত বায়ু— তাহা হতে ছোটে যেন
প্রচণ্ড অশনি—
এই আততায়ী জনে, ক্রম-সম ভস্মসাৎ
করিব এখনি।

(নেপথ্যে)

ভগবন্! শান্ত হোন্। ইনি আপনার গৃহাগত অতিথি। অতএব আপনার দুর্জ্জয় তপস্তেজ শমিত হোক্।

নানা-গুণে শ্লাঘ্য ইনি
দ্বিজোত্তম তাতে গো আবার,
তা ছাড়া আত্মীয় জন
—এ কি তব উচিত ব্যাভার?

সুবিদ্বান্ হইলেও
বিচলিত ইনি মার্গ হতে
—করুন ক্ষত্রিয় জয়,
তুমি শান্তি ভজ বিধিমতে।

বশিষ্ঠ।—(শাপোদক শতানন্দের হস্ত হইতে সরাইয়া) বৎস শতানন্দ! বৈবাহিক মহারাজ দশরথ যা বল্লেন, তাই ঠিক্—তা ছাড়া :—

যা কিছু কল্যাণকর এই শুভ কার্য্যে আজি
এসো মোরা করি গো চিন্তন।
জাবালি-প্রভৃতি-সহ অগ্নি সাক্ষী করি' তুমি
শান্তি-কার্য্য কর সম্পাদন।
তার পর বামদেব অমঙ্গল জিনিবারে
মন্ত্র করি' জপ
জয়-অনুকূল সূক্ত আর,সাম-অনুবাক্,
—পড়ুন সে-সব।

(আলিঙ্গন করিয়া প্রস্থানোদ্যত)

জাম।—এই ক্ষত্রিয়াশ্রিত বটুর আস্ফালনটা একবার দেখ—কিন্তু ওতে কি হবে? ওগো দশরথ-জনকের প্রসাদোপজীবী ব্রাহ্মণেরা! আর, সপ্ত-দ্বীপ ও কুল-পর্ব্বত-প্রদেশ-নিবাসী ক্ষত্রিয়গণ!—তোমাদের আমি বল্‌চি শোন :—

তোমাদের মধ্যে হেথা— কিবা তপে কিবা শস্ত্রে
আছে যার দর্প বিলক্ষণ
—প্রচণ্ড আমি যে শত্রু না পারি সহিতে মোরে—
যত ইচ্ছা করুন গর্জ্জন।
আমি গো পরশুরাম অরাম ও অজনক
করি' ধরণীরে
তবু তৃপ্তি না লভি' তাদের সমস্ত বংশ
নাশিব অচিরে :

(নেপথ্যে)

ভার্গব! ভার্গব! তোমার যে ভারি অহঙ্কার দেখচি।

জাম।—আমার এই গর্ব্বোক্তি সহ্য করতে না পেরে জনক দেখচি ক্রুদ্ধ হয়েছেন।

(জনকের প্রবেশ)

জনক।—বিনষ্ট সমস্ত শত্রু,
বার্দ্ধক্য তাহে উপস্থিত।
গৃহ-কর্ম্মে সদা রত,
পরব্রহ্ম-তত্ত্বে মগ্ন চিত।
তাই মোর স্বাভাবিক
ক্ষত্র তেজ ছিল প্রশমিত,
আবার যে দেখি উহা
মহারোষে হয়ে প্রজ্বলিত
ধনুরে বিজয়-কার্য্যে
এখনি করিছে নিয়োজিত।

জাম।—ওগো জনক!
শুনি তুমি ব্রহ্মনিষ্ঠ
—আর বৃদ্ধ, ধর্ম্মপরায়ণ।
যাজ্ঞবল্ক্য-ঋষি-কাছে
বেদান্ত করেছ অধ্যয়ন।
শিষ্টতা-বশত দেখ করি নম্র ব্যবহার
তোমা প্রতি আমি।
আর, তুমি রোষ-বশে নির্ভয়ে বলিছ মোরে
কর্কশ বাণী?

জন।—এ যে বিনীত অথচ মর্ম্ম-ভেদী কথা বল্‌চে দেখচি। ওগো সভাসদ্, তোমরা শ্রবণ কর।

জনম ভৃগুর কুলে— আরো নাকি শুনি বিপ্র
তপস্যায় রত,
তাই শত্রু হইলেও এতক্ষণ সহিয়াছি
—আর সব কত?
ও দুষ্ট চপলমতি পুনঃ পুনঃ হেয় জ্ঞান
করে তৃণ প্রায়।
বিপ্র হইলেও ধনু প্রয়োগ করিতে হবে
—কি আছে উপায়॥

জাম।—(ক্রোধ ও দর্পের হাস্য হাসিয়া) কি বল্লে গো—কি বল্লে?—ধনু?—আশ্চর্য্য!

যাজ্ঞবল্ক্য শিষ্য বলি' আমিই করিনু
এর অতিমাত্র গর্ব্ব উত্তেজন।
বৃথা গর্ব্বে স্ফীত হয়ে— জরায় জর্জ্জর অতি—
কহে কি এ প্রলাপ-বচন?
দেখেনি কি ক্ষত্র-পুত রিপু-শিরে-শাণ-দেওয়া
সুতীক্ষ্ণ আমার এই ভীষণ কুঠার
—যাহা ক্ষত্র-দরশনে প্রজ্বলিত হয়ে উঠি
অট্টহাস-অগ্নিকণা করয়ে উদ্গার।

জন।—(আবেগ সহকারে) অধিক কথার প্রয়োজন নাই—

জ্যা-জিউভা করি' বার, কোটি দংষ্ট্র তীক্ষ্ণধার
করুক ধনুক ঘোর ঘর্ঘর গর্জ্জন।
জগতের গ্রাস-তরে যম যথা হাস্য-ভরে
ব্যাদান করে গো তার প্রকাণ্ড বদন,
যেন তারি অনুরূপ হয় মোর এ ধনুক
উদর করিয়া তার বিপুলায়তন।

(ধনুতে জ্যা আরোপণ)

(নেপথ্যে)

ক্ষান্ত হও নরপতি— ওহে ক্ষত্র ধনুর্দ্ধারী
বীর পুরাতন!
ও-দ্বিজ উদ্দেশে কেন তব হস্ত, শর আজি
করে গো গ্রহণ?
—যেই হস্ত গো-সহস্র
করে সদা যজ্ঞে বিতরণ
—যেই হস্ত জরা-বশে
হইয়াছে পলিত অক্ষম।

জন।—সখা! মহারাজ দশরথ!
বলুক না মোর প্রতি
কটু উক্তি যত ইচ্ছা তার।
দ্বিজ যদি কটু বলে
মর্ম্মভেদ তাহে হয় কার?
কিন্তু এই পাপ-বটু সে বৎসের অমঙ্গল
করিছে ঘোষণা,
বটুর সে কটু কথা কোন্ প্রাণে সখা ওগো—
সহিব বল না।

জাম।—আরে দুরাত্মা ক্ষত্রিয়াধম! আমাকে বটু বলে' গাল দিচ্চিস্?

ওঠ্ রে ওঠ্ রে তবে,
যে ভীষণ কুঠার আঘাতে
স্তনাস্ত্র, যকৃৎ, ক্লোম
স্নায়ু-গ্রন্থি-অস্থি-শুক্র-সাথে
ছেদন করেছি কত
আর, গ্রীবা দন্ত কণ্ঠ মুণ্ড,
এবে সে কুঠার তোরে
কাটুক করিয়া খণ্ড খণ্ড,
রক্ত-ফেন-পিণ্ড তার
শিরা হতে ছুটুক প্রচণ্ড।

দশ।—(উভয়ের মধ্যে আসিয়া) ওগো ভার্গব! ওগো ভার্গব!

নৃপ জনকেরি মত দেহের অবস্থা মম
নহে কি সমান?
বলেছ যে কটু বাক্য তাহাতে ব্যথিত অতি
আমার পরাণ।

জাম।—তাতেই বা কি?

দশ।—তাই বল্‌চি, তোমার এ কটূক্তি আমাদের দুজনেরই অসহ্য।

জাম।—আর এক প্রভু হয়ে আমাকে শাসন করতে এলে না কি? এ বেশ জেনো, পরশুরাম স্বভাবতই দুর্দ্দান্ত—এ পর্য্যন্ত সে কখনই কারও শাসন মানে নি। আর তুমিও তো ক্ষত্রিয়।

দশ।—সেই জন্যই তো তোমাকে আমাদের দমন করা উচিত।

দুর্দ্দান্ত জনগণে কেমনে শাসিতে হয়
ক্ষত্রই জানে তা'
তুমি অতি দুর্দ্দান্ত আমরা ক্ষত্রিয় হেথা
তব শাসয়িতা।
সদা শান্ত হও এবে
নতুবা গো করিব শাসন।
ব্রাহ্মণ কথায় হবে
শান্তিপ্রিয় শান্তিপরায়ণ
—তা না হয়ে ক্ষত্র-সম
অস্ত্র কি না করেছ ধারণ?

জামদগ্ন্য।—(হাস্য করিয়া) তোমরা ক্ষত্রিয় রাজারা যার রক্ষক ও নেতা, সেই জামদগ্ন্য বহুকালের পর আজ তোমাদের পেয়ে সনাথ হল।

দশ।—সে বিষয়ে কি কোন ভুল আছে?
অজ্ঞ বা বিপথগামী
অথবা যে হইয়া সন্দিগ্ধ
হেন আচরণ করে
—দুই লোকে যাহা গো নিষিদ্ধ
—গুরুই রক্ষক তার; কিন্তু যে করয়ে পাপ
জানিয়া নিশ্চিত,
—না শাসিলে রাজা তারে প্রজার বিপ্লব ঘোর
হয় উপস্থিত।

বিশ্বা।—মহারাজ! তুমি ঠিক্ বলেছ।

না যদি হইয়া থাকে জ্ঞানের উদয়,
কিম্বা যদি হয় ভ্রান্তি, অথবা সংশয়,
তা হলে কর গো সেবা বশিষ্ঠ-চরণ,
হবে সদ্য জ্ঞানোদয়—ভ্রান্তি-বিমোচন।
কিন্তু জেনে-শুনে যদি কর পাপাচার
সহিবে না নৃপগণ সে দোষ তোমার।

জাম।—ব্রহ্ম-ধর্ম্ম, ধনুর্ব্বিদ্যা উভয়েরি গুরু মোর
শিব ভগবান্।
সর্ব্বক্ষত্র-নাশী যে গো কেমনে করিবে ক্ষত্র
তারে শিক্ষা দান?
শ্রেষ্ঠ সে বশিষ্ঠ তাঁরে
বৃদ্ধ বলি' করি গো সম্মান।
জ্ঞান, তপে, মোর চেয়ে
কে অধিক—কেই বা সমান?

বশি।—ভৃগুপুত্র তো আমাদের স্নেহের পাত্র—তার কাছে পরাজিত হওয়াও সুখের বিষয়; কিন্তু;—

যে সকল শিষ্টাচার আমাদের পালনীয়
—প্রিয় অতি সরব প্রকারে,
—আমাদের কুলমাঝে কি বিপ্লব উপস্থিত—
দেখ সেই প্রাচীন আচারে।

জনক-দশরথ-বিশ্বামিত্র।—অশিষ্টাচারী অনার্য্য!

জগতের সনাতন গুরু বশিষ্ঠ তাঁরেও তুমি
অসঙ্কোচে বলিতেছ পরুষ বচন?
অশিষ্ট তুমি তো অতি তোমারে করিব মোরা
দুরদান্ত গজ-সম এখনি দমন॥

জাম।—আমার এইরূপ অবমাননা?

অন্তরের ধৈর্য্য-ভরে বৃদ্ধদের অনুরোধে
যে কোপ করিনু সঙ্কুচিত,
মর্ম্ম-বিদ্ধ-শেল-সম হৃদয় দহন করি'
এত দিন যাহা অবস্থিত
—যুগান্ত-পবন-ক্ষুব্ধ সিন্ধু-জল হতে যথা
বাড়বাগ্নি হয় সমুত্থিত—
আমার এ রোষানল তিরস্কার-অপমানে
পুনঃ প্রস্ফুরিত।
ভাগ্যক্রমে আবার—
অপমান-নিবন্ধন পরশুর রূপে মোর
রোষ প্রজ্বলিত,
পৃথিবীরো সব রাজা দশরথ-সৈন্য-দলে
এবে উপস্থিত।
বহুকাল পরে পুনঃ কুপিত সে কৃতান্তের
আনন্দ বিপুল।
দ্বাবিংশতিবার তরে প্রলয়ে বিধ্বংস হবে
ক্ষত্রিয়ের কুল॥

বশি।—হায় হায়! কি কষ্ট!
যদিও আত্মীয়, তবু
করিতেছে ঘোর আচরণ,
অবধ্য কেমনে তবে
ভার্গব হইবে এখন?
মুহু আমি করি যদি
একটুকু কোপ-দৃষ্টিপাত
তাহে বৎস ভার্গবের
অমঙ্গল হবে অচিরাৎ।

বিশ্বা।—ওরে জামদগ্ন্য! জলে শস্ত্র-সামর্থ্য যেমন নিষ্ফল হয়, তেমনি ব্রহ্ম-তেজও কি নিষ্ফল হবে মনে করচ?

ব্রহ্ম-ক্ষত্র-সমাজেরে করিতেছ তিরস্কার,
হইয়াছ নিদারুণ বৎস-রাম-প্রতি।
সম্বন্ধ-বন্ধনে তুমি রক্ষণীয় মোর, তাই
তব অত্যাচারে আমি কষ্ট পাই অতি।
তব প্রতি কোপ-হেতু দক্ষিণ এ পাণি মোর
ব্যগ্র হয়ে শাপোদক করে অন্বেষণ,
পূর্ব্ব-অভ্যাসের বশে অপর হস্তটি পুন
তৎপর হইয়া খোঁজে ক্ষাত্র-শরাসন।

জাম।—শোনো কৌশিক!

ব্রহ্মণ্য-লভিয়া যদি
ব্রহ্ম-তেজ কর গো ধারণ,
মোর উগ্র তপোবলে
আমি তোমা করিব দহন।
পক্ষান্তরে যদি ওগো! স্বজাতি নিয়মে শস্ত্র
করহ গ্রহণ
তা হ'লে জানিবে, মোর পরশুও নিজকার্য্য
করিবে সাধন।

(নেপথ্যে)

সকলে শ্রবণ কর!—আমি কৌশিক-শিষ্য রাম প্রণতি-পুরঃসর এই কথা নিবেদন করচি;—

পৌলস্ত্য-বিজয়োদ্ধত কার্ত্তবীর্য্য মহারথ
—তার ঘোরতর শত্রু, যিনি সেই কার্ত্তিক কুমার,
সেই কার্ত্তিকের জয়ী যিনি গো ভার্গব ওই,
জিনিব তাঁহারে রণে—তোমাদের করি নমস্কার।

দশ।—এ কি! রামচন্দ্র এখানে কেন? এ কি ব্যাপার?

জন।—তা', বেশ হয়েচে, এতে আপনি সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করুন। রামভদ্র! বিজয়ী হও।

জগতের পতি ইনি
অদ্বিতীয় বীর ধনুর্দ্ধারী,
উদ্ধত গর্ব্বিত যত
—তাহাদের দর্প-খর্ব্বকারী।
যাদের সমস্ত ভার
বশিষ্ঠের হস্তে সমর্পিত
—সেই মোরা আছি হেথা
প্রতিভূর রূপে অবস্থিত।

দশ।—

জ্ঞান-জ্যোতি-প্রভাবেতে ভূত-ভাবী-বর্ত্তমান
যাঁরা অবগত
—সেই ব্রাহ্মণেরা, শিশু রামের মহিমা ব্যাখ্যা
করিলেন কত।
খ্যাতনামা রক্ষা-ব্রতী আমরা যে শুদ্ধাচারী,
করি যজ্ঞ যাগ
—জনমি' এ শুদ্ধ কুলে রাম যেন করিল গো
পুনর্জ্জন্ম লাভ।

জাম।—এসো গো রাজপুত্র! তুমি কি মনে করচ জামদগ্ন্যকে জয় করবে? (সস্মিত) তা কখনই পারবে না। তোমার সংহারক রেণুকা-নন্দন দুর্দ্দমনীয়। দেখ;—

ব্রহ্মাণ্ড-নিকুঞ্জবন তাহে রহে অনুক্ষণ
কোদণ্ড-টঙ্কার মোর হয়ে পুঞ্জীকৃত।
ক্ষত্র-কণ্ঠ-বিনিঃসৃত রক্ত স্রোতে নির্ব্বাপিত
ছিল যে শরাগ্নি, পুন হোক প্রজ্বলিত।
রুদ্র-কাল-সর্ব্বগ্রাস করুক ধনু অভ্যাস
—করাল সে শরজাল করি' বিকীরিত॥

[সকলের প্রস্থান।

ইতি সংসৃষ্ট নামক তৃতীয় অঙ্ক।

চতুর্থ অঙ্ক

(নেপথ্যে)

ওহে বিমানচারিগণ! তোমরা এখন মঙ্গল-অনুষ্ঠানের উদ্যোগ কর।

কুশাশ্ব মুনির শিষ্য
ভগবান্ কৌশিকের জয়!
জয় ক্ষত্র-সন্ততির
—সূর্য্যবংশে যাঁদের উদয়।
ক্ষত্র-শত্রু শাসয়িতা
—ব্রত যাঁর অভয়-প্রদান
—সর্ব্ব-জগতের যিনি
একমাত্র শরণ্য মহান্
—বিজয়ী হউন সেই
দিনকর কুলচন্দ্র রাম।

(ব্যস্তসমস্ত হইয়া শূর্পণখা ও মাল্যবানের প্রবেশ)

মাল্যবান।—বৎসে! দেখেছ?—এখন ইন্দ্রাদি দেবতারা সকলে একত্র মিলে আপনা হতেই রামের স্তুতিপাঠের কাজ করচেন।

শূর্প। আপনি যা লক্ষ্য করেছেন, তা ঠিক। ভয়ে আমার হৃদয় কাঁপচে। এখন কি করা যায়?

মাল্য।—পূর্ব্বে রাজা দশরথ ভরত-মাতা কৈকেয়ী রাণীকে দুই বর দেবেন বলে' প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন. তাঁরই মন্থরা নামে দাসী অযোধ্যা হতে মিথিলা দূতরূপে প্রেরিত হয়েছে। সে এখন মিথিলার উপকণ্ঠে অবস্থিতি করচে, গুপ্তচরের মুখে অবগত হওয়া গেল। দেখ, তার শরীরে প্রবেশ করে' তোমার এখন এইরূপ করা উচিত। (কানেকানে কথন)

শূর্প।—হতভাগ্য রাম কি এইরূপ করবে?

মাল্য।—ইক্ষ্বাকু-বংশে—বিশেষতঃ ওরূপ বিজয়েচ্ছু রামের—সদাচারের কখনই ব্যতিক্রম হবে না।

শূর্প।—তার পর?

মাল্য।—তার পর, রাম যখন যোগাচারের রীতি অনুসারে লোকালয় হতে বহুদূরে গিয়ে রাক্ষসদের নিকটে উপনীত হবেন, এবং সেই সব অপরিচিত স্থানে বিচরণ করবেন, তখন তাঁকে আক্রমণ করবার বেশ সুযোগ হবে। সেখানে বিরাধ, দনু প্রভৃতি দণ্ডকারণ্যবাসী মুনিগণের যজ্ঞবিঘ্নকারী কবন্ধেরা

বিচরণ করে। যখন রামের প্রভু-শক্তি সাহস-বিক্রম সমস্ত বিলুপ্ত হবে, তখন তারা অনায়াসেই তাকে ছলের দ্বারা প্রতারিত করতে সমর্থ হবে। যে সীতা-হরণে রাবণের অনিবার্য্য আগ্রহ, তাও তখন অনায়াসে সিদ্ধ হবে। আর, শত্রু-নিপাতের সহিত স্ত্রীরত্ন হরণ করাটাও প্রয়োজনীয়।

শূর্প। -আচ্ছা, লক্ষ্মণ সঙ্গে থাকলে তার সম্বন্ধে কিছু করা কি আবশ্যক?

মাল্য।—অস্ত্র-পারদর্শী বীর
যথা রাম তেমনি লক্ষ্মণ।
উভয়েরে একসঙ্গে
ছদ্মভাবে করিবে দমন॥

শূর্প।—এখন রাম দূরে আছেন—রাবণের সহিত তাঁর কোন শত্রুতা নেই—তাঁকে লঙ্কার সন্নিহিত দণ্ডকারণ্যে ছলক্রমে এনে, সীতাহরণ-উপলক্ষে শত্রুতা উত্তেজন করাটা আমার ঠিক্ বলে' মনে হচ্চে না। আর, স্বাঘটিত শত্রুতায়, প্রকারান্তরে প্রতিশোধ লওয়াই কর্ত্তব্য।

মাল্য।—বৎসে! অযোধ্যা তো দূর নয়—সে তো নিকটেই। রাবণের অনুচর সুন্দ-উপসুন্দের পুত্র সেই মারীচ ও সুবাহুর বিজেতা ও তাড়কা-নিধন-কারী সেই যে রাম, সে কি রাবণের বদ্ধবৈর নয়? আর, সীতা-হরণ না হলেও রাম-রাবণের শত্রুতা অনিবার্য্য। দেখ:—

এ জগৎ পাল্য তার, মোরা নিত্য জগতেরে
করি উৎপীড়ন।
এ স্থলে কেমনে রাম চির-বৈরী সনে করে
সন্ধি সংস্থাপন?
দেবগণ পতিরূপে
যাহারে গো করিল বরণ
—কোন্ ধন-তরে প্রার্থী
হইবে সে রঘুর নন্দন?
অতএব দান-নীতি
তাহে দেখ নাহি প্রয়োজন।
ভেদ নীতি তাও ব্যর্থ,
—একমাত্র অস্ত্রই সাধন॥
প্রবল শত্রুর প্রতি দণ্ডের বিধিও কভু
করিবে না প্রকাশ্যে প্রয়োগ।
গোপনে নীরব-ভাবে প্রয়োগ করিবে উহা
—তারি এই সুন্দর সুযোগ।

তা যদি হয়, তবে সীতা-হরণ ছাড়া আর এখন কি করা যেতে পারে বল?

অপিচ:—
নিজ জায়া জানকীরে করিলে হরণ,
হয় সেই রাম লবে মৃত্যুর শরণ,
নয় অপমানে হয়ে প্রতাপ-বিহীন
থাকিবে গো মৃতবৎ সারা নিশি-দিন।
কিম্বা অনুতাপ করি' স্বকার্য্যের তরে
আমাদের সনে সন্ধি করিবে সত্বরে।
অপমানোদ্দীপ্ত রোষে আমাদের বধিবারে
উত্থান করেন তিনি যদি
—বীর্য্যে যিনি সূর্য্য সম—না পারিবে নিরোধিতে
বেগ তাঁর প্রচণ্ড জলধি।
কিন্তু রাবণের সেই
পূর্ব্ব-সখা, ইন্দ্রের নন্দন
ভীমবল কপিরাজ
"বালী" তাঁরে করিবে নিধন।

এই প্রসঙ্গে আরও অনেক চিন্তা করবার আছে।

শূর্প।—কিরূপ?

মাল্য।—বৎসে! তুমি রাবণের অত্যন্ত প্রিয়। তা ছাড়া তুমি কার্য্যজ্ঞ, অতএব তোমার কাছে মনের খেদ নিঃশঙ্কে বলা যেতে পারে।

রাজ্যের নৈকট্য-হেতু অপকারী অপকৃত
—উভয়ের মাঝে বৈর সতত সম্ভবে।
তা ছাড়া ক্ষত্রিয় রাম প্রজার পালনে রত
—কাজেই মোদের তিনি শত্রু দুই ভাবে।
আর সেই বিভীষণ তৃতীয় দৌহিত্র মোর
—রাক্ষস রাজার যে গো শত্রু স্বাভাবিক,
নিকটে হেরিয়া তারে কাল-ভুজঙ্গের মত
চিত্তে আবির্ভূত হয় ভয় সমধিক।

কুম্ভকর্ণ থেকেও না থাকার মধ্যে—কারণ, সে নিদ্রাসক্ত ও অত্যাহারী। আর বিভীষণ নীতি ও সুশীলতাদি আত্মগুণ-সম্পন্ন, তাই প্রজারা তার প্রতি অনুরক্ত। আর খর, দূষণ, ত্রিশিরা, তাদের রাজসেবাই কৌলিক ব্যবসায়। বৎস যেমন ধেনুর দুগ্ধ দোহন করে, তারা তেমনি রাজার

অর্থ শোষণ করে। অমাত্যাদি প্রজাবর্গও ভেদ-নীতির দ্বারা বশীভূত, সুতরাং তারাও প্রতিকূল-চারী হবে। অতএব এই অন্তর্ভেদ-জর্জর রাজকুল, রামের আক্রমণমাত্রেই আপনা হতেই সমস্ত চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। শাস্ত্রে আছে ;—শত্রুর আক্রমণ-কালে "স্বল্পমাত্র ছিদ্র থাকিলেও তার প্রতিবিধান করা দুঃসাধ্য।" এরূপ স্থলে বিভীষণরূপ মহাবিপদের প্রতিবিধান কিরূপে করা যেতে পারে, তারই এখন উপায় চিন্তা করা কর্ত্তব্য। সে উপায়—প্রকাশ-দণ্ড, গুপ্ত-দণ্ড, কারাবন্ধন কিম্বা নির্ব্বাসন। এ স্থলে সমসম্পর্কীয় রাক্ষসেরা কি করে' প্রকাশ-দণ্ড সহ্য করবে বল? গুপ্ত-দণ্ডও প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা পূর্ব্ব হতেই অনুমানে জানতে পারেন। আর, প্রজাগণ কুপিত হ'লে, সেই সময়ে যদি আবার রাম আমাদের আক্রমণ করে, তা হলে তার পরিণামও অত্যন্ত ভয়ানক হয়ে উঠবে।

জোর করি' যদি তারে
কারাগারে করহ বন্ধন
খর-আদি মিত্র তার
করিবে বিরুদ্ধ আচরণ।
নির্ব্বাসিত হইলেও
সঙ্গে যাবে তারা সমুদয়
খর-প্রভৃতির কথা
তাই অগ্রে চিন্তার বিষয়।

দেখ, বিভীষণ যদি সহায় হয়, তা হলে রামের বিশেষ সুবিধা হবে।

শূর্প।—কি আশ্চর্য্য! অনুজীবী বৃত্তি ভোগীদের নিজের কোন গৌরব নাই। কুল-সম্বন্ধে খর প্রভৃতিরা তো রাবণের তুল্য, তবু মাতামহ তাদের সম্বন্ধে এইরূপ মনে করূচেন?

মাল্য।—সৎকুলোদ্ভব ব্যক্তিমাত্রেরই এইরূপ আচার।

শূর্প।—আচ্ছা, খর প্রভৃতিকে না পেলে বিভীষণ কি করবেন?

মাল্য।—তিনি অতি বুদ্ধিমান্, কার্য্য-নাশের সম্ভাবনা দেখ্‌লে আপনা হতেই তিনি সরে' পড়বেন। কিন্তু তিনি কিছুতেই আমাদের উপেক্ষণীয় নন—তাঁকে অন্তরের মূর্ত্তিমান বিভীষিকা বলে' আমাদের সর্ব্বদাই মনে করতে হবে। কেন না :—

বাল্য হতে বরাবর
দৃঢ় সখ্য যাঁহার সহিত
—সেই সুগ্রীবের তিনি
লইবেন আশ্রয় নিশ্চিত।
প্রসন্ন হইয়া বালী অনুজে যেথায় ভূমি
করেছিল দান
—সেই গিরি "ঋষ্যমূক" সুগ্রীব সুহৃদ তাঁর
করে অধিষ্ঠান।

তার পর বিভীষণ, রামের আশ্রয় গ্রহণ না করে' প্রথমে বালীর সাহায্যে আক্রমণের চেষ্টা করবে—আর যদি রামের আশ্রয় পায়, তা হলে আর বালীর অপেক্ষা করূবে না।

শূর্প।—পরশুরাম-বিজয়ী রামের সহিত বালীর যদি বিরোধ উপস্থিত হয়, তা হলে রাম তাকে নিশ্চয়ই বধ করবেন। তার পরেই বিভীষণের সহিত রামের মিলন হয়ে মহা অনর্থ উপস্থিত হবে, এইরূপ আমার তো আশঙ্কা হয়।

মাল্য।—হাঁ বৎসে!

যে করিবে বালী-বধ তার হস্তে আমাদেরো
নিশ্চয় মরণ।
সমস্ত হইলে নাশ একমাত্র বংশধর
র'বে বিভীষণ।
ধর্ম্মপরায়ণ রাম তাহারেই করিবেন
রাজ্য সমর্পণ।"

শূর্প —(সাশ্রু-নয়নে) এইরূপ হবে নাকি?

মাল্য।—বৎসে! এখন তবে তুমি সেইখানে যাও। আর যদি জনক, বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র দশরথের নিকট না থাকেন, তা হলে কাজটা আরও সহজে হতে পারবে। আমি এখন লঙ্কায় চল্লেম।

শূর্প।—হা মাতঃ কৈকসি! তোমাকেও এই দুঃখ দেখ্‌তে হল?

মাল্য।—

হা বৎস খর দূষণ মোর দোষে তোমাদের
ঘটিবে মরণ।
হা হা বৎস বিভীষণ নিজ কর্ম্মে তুমি হেয়
আমারি কারণ।
মোর প্রতি সুবৎসল হা বৎস রাবণ তুমি
—দেখি তব সঙ্কট অপার।

বৎসে কৈকসি ওরে! সর্ব্বনাশ হল তোর,
তিন পুত্রে না দেখিবি আর ॥

[উভয়ের প্রস্থান।

ইতি মিশ্র বিষ্কম্ভক।

(বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের সহিত দশরথ ও জনকের প্রবেশ)

(দুই রাজার পরস্পর আলিঙ্গন)

জন।—রাজন্! তোমার সৌভাগ্য যে, তুমি বৎস রামভদ্রের মত পুত্রলাভ করেছ।

মহাবীর রাম—তাঁর অপ্রাকৃত অলৌকিক
চেষ্টা আচরণ
নানা-গুণ-সমন্বিত মহাফল-উৎপাদক
অতি অনুপম।
—শুধু আমাদের নহে— বিশ্বজগতের উহা
মঙ্গল-কারণ ॥

বশিষ্ঠ।—(বিশ্বামিত্রকে আলিঙ্গন) সখা কুশিক-নন্দন!

রামের মাহাত্ম্য—সে যে আমাদেরো আশিষের
অতীত বিষয়।
তাঁ-হতে কৃতার্থ মোরা কৃতার্থ গো আর যত
লোক সমুদয় ॥

বিশ্বা।—

তাঁর এই মাহাত্ম্য—স্বোপার্জ্জিত প্রকৃষ্ট পুণ্যেরই চরম ফল। এ উৎকর্ষের আমরা কে?—এতে আমাদের কোন হাত নেই।

দশ।—ভগবান্ কুশিক-নন্দন! তা কখনই না।

পূর্ব্বকালে দিলীপাদি আদিত্য-কুল-সম্ভব
মহাবল-পরাক্রান্ত নৃপ সমুদয়,
মূর্ত্তিমান তেজোরাশি যে বশিষ্ঠ মহর্ষিরে
কুল-দেবতার সম করিলা আশ্রয়
—সেই অরুন্ধতী-পতি আপনি মোদের প্রতি
যখন আছেন সদা প্রসন্ন সদয়,
তখন তো এ সমস্ত মহাতপা তাপসের
অব্যর্থ আশিষের সুফল নিশ্চয়।

বশি।—বিশ্বামিত্রের তপ এইরূপই বটে:—

অপ্রমেয় মহাতপ দুর্দ্ধর্ষ বিশ্বামিত্রে
মহাতেজে জ্বলে নিরন্তর।
অতি-উৎকর্ষ-হেতু ব্রহ্মর্ষির তপ-তেজ
বাক্য ও মনের অগোচর ॥

বিশ্বামিত্র।—ভগবন্ বশিষ্ঠ!

সনৎকুমার, আর আঙ্গিরস শতানন্দ
এই দুই জন
মহাবিদ্যা-তপোময়;— এঁদের মাহাত্ম্য যদি
করহ কীর্ত্তন
—সত্য-বাক্ তুমি অতি— অবশ্য হইবে সত্য
তোমার বচন।

কিন্তু রামভদ্রে এ সমস্ত কিছুই বিচিত্র নয়—যেহেতু দশরথ তাঁর জনক।

বৈবস্বত মনুবংশে পুণ্যরাশি মূর্ত্তিমান্
ছিলেন যে সব রাজা পবিত্র-চরিত।
বিনা-উপদেশে যাঁরা, না করি অপেক্ষা কারো
রক্ষা করিতেন প্রজা যেমন উচিত,
—সেই নৃপগণ-মাঝে ধুরন্ধর অতিশয়
ক্ষত্রিয়-পুঙ্গব বীর—গুণের আকর
—এই সেই পৃথ্বীপতি শ্লাঘ্য নৃপবর।
বৃত্র-অরি জম্ভজয়ী বিশ্বের ঈশ্বর যিনি
মরুদ্গণ-পতি
—সেই দেবরাজ ইন্দ্র অনেক সংগ্রাম-স্থলে
হয়ে ভীত অতি
অসুর-জয়ী এ বীরে করেছেন কতবার
প্রার্থনা-মিনতি।

এমন যে ইনি—এঁর পুত্র কি এঁর সদৃশ হবে না?—এতে আর আশ্চর্য্য কি?

ভগবান্ ইন্দ্রদেবে করিল যে জয়, সেই
রাজা দশানন।
তারে যে হৈহয়-পতি —কার্ত্তবীর্য্য রণস্থলে
করিল দমন
—তার হন্তা সুবিখ্যাত মহাবীর জামদগ্ন্যে
বৎস মোর করে পরাভব।
তাঁহারে জিনিয়া রাম কি না করিল গো জয়?
—তাঁর জয়ে জিত আর সব ॥

দশ।—এ কি! সহসা লোকেরা যে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে দুই পাশে দাঁড়িয়ে গেল।

বিশ্বা।—এ কি! বৎস রামভদ্র যে জামদগ্ন্যের সহিত এই দিকে আস্‌চেন।

বীর-শ্রী বিজয় আর— হয়ে তাহে শোভমান
রাম সমাগত।
—জামদগ্ন্য-মুনি প্রতি নতশির—যদিও গো
গুণেতে উন্নত।
ভৃগুপতি ভার্গবেরে হৃত-বীর্য্য-দর্প হেরি'
সংগ্রাম-বিবাদে
লজ্জায় কাতর রাম— গুরু-কাছে শিষ্য যথা
প্রথমাপরাধে।

(রাম ও জামদগ্ন্যের প্রবেশ)

রাম।—
বন্দ্য পদ-যুগ যাঁর সতত করয়ে সেবা
ব্রহ্মবাদিগণ,
বিদ্যা-তপোব্রত-নিধি তপস্বিগণের মাঝে
যিনি সর্ব্বোত্তম
—সেই তুমি তব কাছে অবিনয়-দোষে দোষী
হয়েছি দৈবাৎ,
ক্ষমা কর ভগবন্! কৃতাঞ্জলি হয়ে যাচি
তোমার প্রসাদ।

জাম।—বৎস! তুমি তো জামদগ্ন্যের নিকট অপরাধী নও—তুমি বরং তাঁর উপকারই করেছ।

পুণ্য বিপ্র-জাতি-মাঝে যে গুণ সতত রাজে
—সেই শাস্ত্র চরিত্র যে করিল হরণ
বিনাশিয়া তার পূর্ব্বে সমস্ত চেতন;
এক হইয়াও যাহা, বহু দোষ-কর, আহা
সেই দর্প-ব্যাধি মোর করেছ শমিত
ব্রাহ্মণ-বৎসল!—তাহে আমি উপকৃত।

রাম।—যখন আপনার সহিত কলহ করে' শস্ত্র ধারণ করেছি, তখন আপনার নিকটে অপরাধী নই তো আর কি?

জাম।—অপরাধ কিসের?—এই তো তোমাদের ন্যায্য কাজ।

শারীরীদিগের দোষ ঔষধে অসাধ্য বলি'
হয় যবে ধার্য্য
—যথা বৈদ্য তথা রাজা— শস্ত্রপাণি হয়ে তবে
সাধেন স্বকার্য্য।

রাম।—আমি আপনার সঙ্গে উত্তর-প্রত্যুত্তর করি, আমার কি এমন যোগ্যতা?—এখন আসুন মহর্ষি—এই দিকে আসুন।

জাম।—বৎস!—আবার কোথায় যেতে হবে?

রাম।—যেখানে পিতা ও তাত জনক আছেন—না না, যেখানে মহর্ষি বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র আছেন, সেইখানে।

জাম।—তা তো আমি এখন পারচিনে। কিন্তু আবার রাজাজ্ঞাও অনতিক্রমণীয়।—আচ্ছা, চল। (পরিক্রমণ করিয়া) ভগবন্ বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র!

এই সেই সৌম্য রাম হইয়াও শান্ত যে গো
ধরে অতি প্রচণ্ড বিক্রম
—আমি যে পরশুরাম —আমাতেও প্রতিষ্ঠিত
দেখ এঁর বিজয়-শাসন।

রাজদ্বয়।—কি গম্ভীর সৌজন্য!

রাম।—আমি আপনাদের সকলকেই একে একে নতশিরে প্রণাম করি।

সকলে।—এসো বৎস, এসো! (আলিঙ্গন)

জাম।—ভগবন্ বশিষ্ঠ! এই আমি জমদগ্নি-পুত্র—আপনাকে ও বিশ্বামিত্রকে প্রণাম করে' এই নিবেদন করচি:—

আপনারা গুরু, আমি দোষী বিলক্ষণ,
করেছেন রাম তাই আমারে শাসন।
বৃদ্ধের বচন লঙ্ঘি' আমার যে মহাপাপ
হয়েছে বিশেষ
সেই পাপ-শুদ্ধি-তরে কোনরূপ প্রায়শ্চিত্ত
করুন আদেশ।
পূর্ব্বে তো আপনারাই ছিলেন ধরম-দ্রষ্টা;
গুরু হতে বহু জ্ঞান করি' আহরণ
মন্বাদির প্রবচন একত্র সংগ্রহ করি'
করিয়াছিলেন ধর্ম্ম-শাস্ত্র প্রণয়ন।

বশি।—নিষ্পাপ শ্রোত্রিয়-বংশে তোমার জন্ম। তুমি দুর্বিনীত হলেই আমরা দুঃখিত, আর তা না হলেই আমরা সুখী হই। যা শ্রেয়, তাই যেন অনুষ্ঠিত হয়—এই হচ্চে বৃদ্ধদের মনোগত স্বাভাবিক ইচ্ছা। এখন তুমি সম্পূর্ণরূপে পাপমুক্ত ও পরিশুদ্ধ হয়েছ।

বিশ্বা।—তোমার পাপরাশি রামভদ্রের দ্বারা বিনষ্ট হয়েছে, আমরা জানি। কেন না, ধর্ম্মাচার্য্যেরা বলেন, রাজদণ্ডও প্রায়শ্চিত্তের ন্যায় পাপশোধক। অতএব প্রজাপালক স্বয়ং নিকটে থাকতে ভগবান্ বশিষ্ঠ আর কি আদেশ করবেন বল?

রাম।—ধর্ম্মের প্রত্যক্ষ-দর্শী ঋষিদেরই এই সমস্ত প্রসন্ন-গম্ভীর পবিত্র বচন।

দশ।—ভগবন্ জামদগ্ন্য!

স্বভাবতঃ পবিত্র যে, তার কাছে অন্য আর
কি আছে পাবন?
তীর্থোদক আর বহ্নি —এদের বল কে আর
করয়ে শোধন?

রাম।—ভগবতি বসুন্ধরে! প্রসন্ন হয়ে তোমার রন্ধ্র-মধ্যে আমাকে স্থান দেও!

জন।—ভগবন্! যদি আপনি প্রসন্ন হয়ে থাকেন, তা হলে বিশ্বস্ত-মনে উপবেশন করে' আমাদের গৃহকে পবিত্র করুন। আপনার এই পবিত্র আসন।

জাম।—যাজ্ঞবল্ক্য-শিষ্য রাজর্ষির যা অভিরুচি।

(সকলের উপবেশন)

দশ।—

জনপদ-বহির্দ্দেশে
তোমরা তো চির-অবস্থিত,
আমরাও গৃহে থাকি'
নিজ কার্য্যে সদাই ব্যাপৃত।
আমাদের মাঝে যাহা সুদুর্ঘট—সেই চির-
বাঞ্ছিত মিলন
বহুপুণ্য-পরিণামে আজি দেখ এই গৃহে
হল সংঘটন।

তা ছাড়া:—

কি করিব স্তুতি তার— তেজোরাশি যার স্তুতি-
পথের অতীত।
কি দিব তাহারে আমি সমগ্র পৃথিবী যার
দানে বিতরিত।
সর্ব্বত্যাগী যেই মুনি
—পরিজনে তার হবে কিবা?
পুত্রসহ তবু আমি
করিব গো আজি তব সেবা।

জাম।—তোমরা যে এইরূপ হবে, তাতে আর আশ্চর্য্য কি!

দীপ্ততম তেজ বলি'
কহে যারে সুধীগণ সব,
জ্যোতির নিধান সেই
সূর্য্যদেব যে কুল-প্রভব
সেই তুমি তব ভাগ্যে এ হতে অধিক আর
আছে কিবা গৌরব-বিষয়?
তাহে পুনঃ যজ্ঞরত পরমার্থ-রাজ-ঋষি,
—তোমরা সে ইক্ষ্বাকু-তনয়॥
বশিষ্ঠ গো তব গুরু অমেয়-মহিম যিনি
—বেদসম পূজ্য অতিশয়।

অপিচ।—

ধনুর শিক্ষায় তব, বাসবের যুদ্ধ-সাধ
হয়েছে সমাপ্ত।
জয়-স্তম্ভ-বিচিহ্নিত সপ্তদ্বীপ-বসুন্ধরা
তোমারি আয়ত্ত।
তব কুল-চিরকীর্ত্তি ভগবতী ভাগীরথী,
সাগর অপার।
এ সব প্রসিদ্ধ কাজে অসীম মাহাত্ম্য তব
হয়েছে বিস্তার॥

বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র।—(চুপি চুপি) এই বিনয়-শিক্ষাও দেখছি বৎস রামের কাছে থেকেই হয়েচে।

জাম।—রামভদ্র! এখন অনুমতি দেও, আমি অরণ্যে যাই।

বিশ্বা।—আমাকেও আপনারা এখন অনুমতি দিন, আমি বিদায় হই।

রঘু ও জনক-গৃহে পুত্র-কন্যাদের-শুভ
পরিণয় করিনু দর্শন।
ভার্গব-বিজয়ী-রামে—(অর্দ্ধোক্তি)
ভার্গব-বিদিত-শক্তি রামেরে অভিনন্দিয়া
সুখে গৃহে করিব গমন॥

দশ।—বৎস রামভদ্র! তোমার গুরুদেব কৌশিক তো চল্লেন।

বিশ্বা।—(সাশ্রুলোচনে আলিঙ্গন করিয়া) সৌম্য! তোমাকে ছেড়ে যেতে আমায় প্রাণ চাচ্চে না।

কিন্তু দেখ, অনুষ্ঠান মোদের করিতে হয়
নিত্য নিয়মিত।
এই নিত্যতার হেতু স্বাধীনতা আমাদের
হয় অপহৃত।
অগ্নি-হোত্রী গৃহস্থের গৃহস্থতা সর্ব্বদাই
বিঘ্ন-সমন্বিত॥

বশিষ্ঠ।—স্বগৃহ হতে স্বগৃহে যাওয়া-আসা সেও আপনার স্বেচ্ছাধীন।

বিশ্বা।—ভগবন্! যদি ইচ্ছা হয় তো আসুন—সিদ্ধাশ্রম প্রদেশে আমরা উভয়েই যাই। আপনি সঙ্গে গেলে মধুচ্ছন্দার পুত্র বড়ই সুখী হবে।

বশি।—সে কি?—আপনার এই সামান্য অনুরোধটুকুও আমি রাখ্‌ব না?

রাজদ্বয়।—আহা! ব্রহ্মর্ষিদের সম্মিলন কি রমণীয়, কি পবিত্র!

মাহাত্ম্য জানেন যাঁরা পরসপরের,
অন্যে কিন্তু নাহি জানে স্বরূপ যাঁদের,
তাঁদের বিরোধ যদি এত মধুময়
কত না সুন্দর আহা তাঁদের প্রণয়।

(নেপথ্যে)

আমি রাম-বধূ—গুরুজনদের অভিবাদন করি।

ঋষিগণ।—বৎসে জানকি!

বিনয়-মঙ্গল-শোভী মহাবীর পতি তব
বৃত্রারির মহাভয় করেন শমিত,
ক্ষত্রিয়-প্রধান রাম তাঁহার গৃহিণী তুমি
তোমারেও পূজে শচী মনের সহিত।

রাম।—(স্বগত) এইরূপ রাক্ষসেরাও যেন অচিরাৎ সমূলে নির্ম্মূল হয়।

ঋষিগণ।—তোমার কল্যাণ যেন স্থায়ী হয়।

(উত্থান)

অন্য লোক।—(উঠিয়া) প্রণাম—প্রণাম।—

জাম।—আমি আপনাদের অভিবাদন করি।

বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র।—

চির-শান্তি হোক তব পরম জ্ঞানের জ্যোতি
তোমা-কাছে হউক প্রকাশ।
ও-অন্তঃকরণে তব শুভ সংকলপ যেন
অবিচ্ছেদে সদা করে বাস।

[বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের প্রস্থান।

জাম।—(কিঞ্চিৎ পরিক্রমণ করত দাঁড়াইয়া) বৎস রামভদ্র! এইদিকে একবার এসো তো।

রাম।—(নিকটে আসিয়া) আজ্ঞা করুন।

জাম।—

ক্ষত্রিয়ে উচ্ছেদ করি'
করিনু গো বিশ্রাম যখন
তখনো যে ধনু আমি
ভাল বুঝি' করিনু ধারণ
—হইল সে ধনু এবে
দেখ, মোর নিষ্প্রয়োজন।

কিন্তু না, কাষ্ঠাদি ছেদনের জন্য এই পর এখনও কিছু প্রয়োজন আছে।

পুণ্য-নদ-নদী-তটে দণ্ডক নামক ব[নে]
বাস করে বহু ঋষিগণ,
তাদের নিধন-তরে লঙ্কার রাক্ষস ক[ত]
সেথা করে সদা বিচরণ।
উৎকৃষ্ট এই ধনু হবে অতি উপযোগী
রাক্ষস-নিধনে
তাই বলি বৎস ওগো! কর তুমি অধিকার
ইহারে এক্ষণে।

(ধনু অর্পণ)

রাম।—(প্রণাম করিয়া) আপনার আ[জ্ঞা] শিরোধার্য্য।

জাম।—(সাশ্রুলোচনে পরিক্রমণ করিয়া) আয়ুষ্মন্! এখন তবে ফিরে যাও।

[প্রস্থান

রাম।—(সাশ্রুলোচনে) ভগবান্ ভার্গব চ[লে] গেলেন? (চিন্তা করিয়া) আমিও কি তবে অ[...] কোন উপায়ে দণ্ডকারণ্যে যাবার চেষ্টা দেখ্‌ব[?] গুরুজনেরা আমাকে বড় ভালবাসেন—তাঁরা [...] আমাকে সেখানে পাঠাবেন? না, [...] পাঠাবেন না।

শস্ত্রত্যাগী ভৃগুপুত্র,
পরতন্ত্র আমি এইক্ষণে,
নিষ্ঠুর রাক্ষস হায়
বিনাশিবে যত তপোধনে।

দৃশ্য—অযোধ্যার রাজপ্রাসাদ

(নেপথ্যে)

দাদা! দাদা!

মেঝোমাতা কৈকেয়ীর
মন্থরা প্রিয় সহচরী
তব দরশন-তরে
আসিয়াছে অযোধ্যানগরী।

রাম।—আমরা দুজন শিশু প্রবাসে যাওয়ায় তাঁর অত্যন্ত কষ্ট হয়ে থাকবে। এখন তাঁর সেই কষ্ট কোন প্রকারে দূর হলেই ভাল। দেখ ভাই লক্ষ্মণ – তাঁকে এইখানে নিয়ে এসো।

(লক্ষ্মণ ও মন্থরা-শরীর-প্রবিষ্ট শূর্পনখার প্রবেশ)

শূর্প।—(স্বগত) আমি শূর্পনখা মন্থরার শরীরে তো প্রবেশ করেছি। বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র চলে' যাওয়ায় আমার কাজও সুসম্পন্ন হয়েছে। অহো! ইনিই পরশুরাম-বিজয়ী ক্ষত্রিয়-কুমার রাম? (নিরীক্ষণ করিয়া) আহা! এঁর দেহের গঠনটি কি সুন্দর!—কি নয়নরঞ্জন!—সমগ্র শ্রীসৌন্দর্য্য যেন মূর্ত্তিমান হয়ে ঐ দেহে বিরাজ করচে। চির-বৈধব্য-দুঃখে যে জনের সংসার-সুখ একেবারে ধ্বংস হয়ে গেছে, তার সেই সতীত্ব-রস-পূর্ণ হৃদয়কেও পুনর্ব্বার যেন বিচলিত করচে।

রাম।—(প্রণাম করিয়া) মন্থরে! মায়ের কুশল তো?

শূর্প।—সুখ ও কুশল উভয়ই। তোমার স্নেহময়ী মধ্যমা মাতা তোমাকে আলিঙ্গন করে' এই আজ্ঞা করচেন:—"দেখ বৎস! পূর্ব্বে মহারাজ আমাকে দুটি বর দেবেন বলে' প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন—তোমার পিতার এই পত্রখানিই এই বিষয়ের বার্ত্তাবাহক-স্বরূপ" (পত্র প্রদান)

লক্ষ্ম।—(গ্রহণ করিয়া পাঠ)

"একটি বরের দ্বারা বৎস ভরত রাজ্য-শ্রী সম্ভোগ করুক।" (স্বগত) এ কিরূপ? দাদা থাকতে ভাই ভরতের রাজ্য-প্রার্থনা? (প্রকাশ্যে) "অন্য বরের দ্বারা রাম কালহরণ না করিয়া দণ্ডকারণ্যে গমন করুক।" (স্বগত) হা! মাতঃ! দাদার বনগমন প্রার্থনা করে' তুমি এ কি কাজ করলে? (প্রকাশ্যে)

"চতুর্দ্দশ বর্ষ রাম থাকুন আশ্রয় করি'
দণ্ডক-অরণ্য,
জানকী লক্ষ্মণ ছাড়া সঙ্গে কেহ নাহি যাবে
পরিজন অন্য" ॥

(স্বগত) হা! পাপীয়সী ধূর্ত্ত মাতৃ-অধম।

ভরত আর শত্রুঘ্ন
আমি এ লক্ষ্মণ, আর রাম,
মা বলিয়া এতদিন
যারে সদা করিনু আহ্বান
সেই মাতৃ-সম্ভাষণ
পরিত্যাগ করি' তুই আজ
ওরে দুষ্টা পাপীয়সী
বল্ দেখি কি করিলি কাজ?

রাম।—অহো! এ তো আমার পরে যার-পর-নাই অনুগ্রহ।

গমনাজ্ঞা হল সেথা যেথায় যাবার তরে
উৎসুক এ মন,
বিচ্ছেদও হবে না ইথে তুমি ভাই সঙ্গে মোর
করিবে গমন।

লক্ষ্মণ।—দাদা, আপনি আমাকে সঙ্গে যেতে অনুমতি দিলেন, এ আমার পরম সৌভাগ্য।

রাম।—আর্য্যে মন্থরে! এই আমি চল্লেম।

শূর্প।—এখন সেই ভগবান্ সংসারকে আমি প্রণাম করি, যেখানে এরূপ কল্পতরু জন্মায়।

[শূর্পনখার প্রস্থান।

লক্ষ্মণ।—এই যে! মাতুল যুধাজিৎ দাদা ভরতের সঙ্গে এই দিকে আসচেন।

রাম।—এতে আমার হর্ষ বিষাদ দুই হচ্ছে।

ভরতে না আলিঙ্গিয়া অরণ্যে যাইতে মোর
মন নাহি সরে।
আবার প্রবাসে মোর, দুঃখার্ত্ত দেখিতে তারে
হৃদয় বিদরে ॥

দৃশ্য—অন্তঃপুরের কক্ষ

(দশরথ আসীন)

(যুধাজিৎ ও ভরতের প্রবেশ)

যুধাজিৎ ও ভরত।—(দশরথের নিকটে গিয়া) মহারাজ! সমস্ত প্রজাবর্গ একমত হয়ে আপনার নিকটে যা নিবেদন করচে, শ্রবণ করুন:—

(নেপথ্যে)

"এই যে তোমার পুত্র ত্রিবেদের পরিত্রাতা
—তোমারি প্রসাদে প্রভো—পেয়ে সেই রাম
সনাথ হয়েছি আজি কল্যাণ হয়েছে লাভ,
করি বিচরণ এবে হয়ে পূর্ণকাম" ॥

দশ।—সখা জনক!

শুভাকাঙ্ক্ষী প্রজাগণ তাহাদের মন-সাধ
—অভিষেক করা হয় যুবরাজ রামে।
কিন্তু দেখ প্রিয়সখা! রামের যাঁহারা প্রিয়
সে বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র নাহিক এখানে॥

জন।—

যদিও এ শুভকর্ম্ম
তাঁহাদের অসাক্ষাতে হয়,
তবুও তাঁহারা দেখো
আনন্দিত হবেন নিশ্চয়,
তাহা ছাড়া মন্ত্রাভিজ্ঞ
বামদেব থাকিতে কি ভয়?

দশ।—তা যদি হয়, অভিষেক-মহোৎসবের সঙ্গে জামদগ্ন্য-বিজয় মহোৎসবও যোগ করে' দেওয়া হোক্।

রাম।—সে উৎসব এখন কেন?

দশ।—দেখ সুমন্ত্র, অভিষেক-সামগ্রী সমস্ত সংগ্রহ করে' নিয়ে এসো। যে যা প্রার্থনা করবে, তাই যেন তাকে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে দান করা হয়।

রাম।—(নিকটে আসিয়া এবং প্রণাম করিয়া) আমি একজন প্রার্থী উপস্থিত আছি।

দশ।—বৎস! তুমি আবার কিসের প্রার্থী?

রাম।—

যে দুইটি বর পূর্ব্বে তব প্রতিজ্ঞাত
—মেঝ-মাতা তাহা আজি চাহিচেন তাত।
সে বিষয়ে মোরা তাই করি এ প্রার্থনা
—অনুগ্রহ করি তাঁর পুরাও বাসনা।

দশ।—

সত্যসন্ধ রঘুবংশ, কেন বৎস করিতেছ
সন্দেহ তাহায়?
তাহে তুমি দুত এবে প্রাণ দিয়া পালিব সে
মোর প্রতিজ্ঞায়॥

রাম।—ভাই! পত্র-খানি পড় দিকি।

লক্ষ্মণ।—(পাঠ) "একটি বরের দ্বারা বৎস ভরত রাজ্যশ্রী ভোগ করুক—অন্যটির দ্বারা রাম বিনা-কালহরণে দণ্ডকারণ্যে গমন করুক"।

অন্য লোকেরা।—এ আবার কিরূপ কথা? হায় হায়, কি সর্ব্বনাশ!

রাজা।—(মূর্চ্ছিত)

রাম ও লক্ষ্মণ।—তাত! শান্ত হোন্! শান্ত হোন্

জন।—

ইক্ষ্বাকু-তিলক নৃপ তাঁরি ইনি পত্নী, শুদ্ধ
রাজ-কুলে জনম ইঁহার।
হেন সাধ্বী সতী হয়ে কি করিয়া করিলেন
এই ঘোর রাক্ষস-ব্যভার।
—মোদের নিকটে ইহা অশ্রুত-পূরব, অতি
অদভুত বিস্ময়-ব্যাপার॥

রাম।—তাত! তাত!

হও যদি সত্যসন্ধ,
প্রিয় তব হয় যদি রাম,
প্রসন্ন হইয়া তাত
মেঝমারে কর পূর্ণকাম॥

দশ।—তাই হোক্, আর উপায় কি?

জন।—হা বৎস রামভদ্র! হা বৎস লক্ষ্মণ!

পুত্রে দিয়া রাজ্য-লক্ষ্মী
যা করিলা রাজা দশরথ
দুগ্ধ-পোষ্য হয়ে তুমি
লইলে সে আরণ্যক ব্রত?

বৎসে জানকি!—

ধন্য বলি তোরে আমি শ্বশুরের আজ্ঞাক্রমে
যাইতে পারিলি তুই নিজ পতি সাথে।

দশ।—হা বৎস জানকি!

মঙ্গল-কঙ্কণ-গাছি করিয়া ধারণ আজি
উপহাররূপে যাবি রাক্ষসের হাতে?

(উভয়ে মূর্চ্ছিত)

রাম।—এ কি! গুরুজনেরা যে অত্যন্ত ব্যাকু[ল] হয়ে পড়লেন।

লক্ষ্মণ।—দাদা!

কেন হেন সকরুণ স্নেহের আবেগ ওগো
—কেন এত খেদ?
ভরত-জননী দেখ কয়েছেন আমাদের
বিলম্ব নিষেধ॥

দেখ দাদা, স্নেহ-বশে অতিমাত্র কাতর হয়ো না।

রাম।—ধন্য তোমার আচার-নিষ্ঠা! ধন্য তোমা[র] অমানুষিক মনের বল! এখন ভাই তবে বৈদেহীকে নিয়ে এসো।

[লক্ষ্মণের প্রস্থান।

ভরত।—মাতুল! মাতুল! এ কি আমাদের গৃহের উপযুক্ত?

যুধা।—দেখ বৎস! আমি উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়েচি।

মহারাজ মৃত্যু-মুখে, পুত্র দুটি বন-মাঝে
করিছে গমন।
রাক্ষসের বলিরূপে অভাগিনী বধূটিও
হইল অর্পণ।
লোক হল নিরাশ্রয় কলঙ্কে বিনষ্ট হল
মোদের এ কুল
ভগিনীর দউরাত্ম্যে সমস্ত জগৎ হল
বিহ্বল আকুল।

(লক্ষ্মণ ও সীতার প্রবেশ)

লক্ষ্মণ।—দাদা! এই বধূঠাকুরাণী।

রাম।—এই দিক্ দিয়ে, এই দিক্ দিয়ে। (সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত গুরুজনকে প্রদক্ষিণ করিয়া) মাতুল!

এই পিতা, এই তাত, অপত্য-বৎসলা আর
এই মাতৃগণ।
আপনি-ই করিবেন এঁদের সান্ত্বনা, মোরা
চলিনু এখন॥

(পরিক্রমণ)

যুধা।—(আবেগ-সহকারে) কি?—তোমাদের আমি অরণ্যে বিসর্জ্জন করব? (উঠিয়া অনুগমন)

ভরত।—(অনুগমন করত) মাতুল! বল, আমি এখন কি করি?

দৃশ্য—রাজপথ

যুধা।—রামভদ্র! রামভদ্র! দেখ, তোমার চরণ-সেবক ভরতও অরণ্য-সহচর হয়ে তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাচ্চে।

রাম।—না না—ওঁকেই পিতা বর্ণাশ্রমরক্ষার্থে নিয়োগ করেছেন।

ভরত।—লক্ষ্মণ কিম্বা শত্রুঘ্ন সেই কাজে কেন নিযুক্ত হোন্ না।

রাম।—এ স্থলে স্বরুচি-অনুসারে কি কেউ কাজ করতে পারে?

ভরত।—আমার একান্ত ইচ্ছা, আমি আপনার সঙ্গে যাই।

রাম।—দেখ ভাই, আমি জীবিত থাকতে, তুমি কিম্বা আর কেউ পিতৃ-নিয়োগ কখনই লঙ্ঘন করতে পারবে না।

ভরত।—হায় হায়! এই হতভাগ্যকে তবে কি পরিত্যাগ করলেন?

যুধা।—বৎস! শান্ত হও—শান্ত হও।

ভরত।—(সংজ্ঞালাভ করিয়া) মাতুল, তুমি আমাকে উদ্ধার কর।

যুধা।—আচ্ছা, তবে এইরূপ হোক্। (ভরতের কানে-কানে কথন) দেখ রামভদ্র! ভরত এই নিবেদন করচে:—"ভগবান্ শরভঙ্গ আপনাকে যে স্বর্ণ-পাদুকা পাঠিয়েছেন—সেই পাদুকা-যুগল প্রসাদ-স্বরূপ আমাকে দান করুন।"

রাম।—(পাদুকা উন্মোচন করিয়া) এই নেও ভাই।

ভরত।—(মস্তকে স্থাপন করিয়া) হা! দাদা—

রাম।—(আলিঙ্গন করিয়া) ভাই! আমার এই পাদুকা নিয়ে তুমি ফিরে যাও। তাতদ্বয় অনেক-ক্ষণ ধরে' মূর্চ্ছিত হয়ে আছেন, তুমি তাঁদের শীঘ্র গিয়ে বাঁচাও।

ভরত।—

যাবৎ না দাদা হেথা
করিবেন পুনরাগমন
—নন্দীগ্রামে পাদুকার
অভিষেক করি' সম্পাদন
পৃথিবী পালিব আমি,
জটা শিরে করিয়া ধারণ।

(সীতা ও রামকে প্রদক্ষিণকরণ)

লক্ষ্মণ।—দাদা! লক্ষ্মণের প্রণাম গ্রহণ করুন।

ভরত।—(আলিঙ্গন করিয়া বাষ্পস্তম্ভিত-নেত্র)

রাম।—ভাই! তুমি গিয়ে এখন তাতদ্বয়ের প্রাণ বাঁচাও।

দৃশ্য—প্রাসাদ

ভরত।—কি কষ্ট! এখনও পর্য্যন্ত নিঃশ্বাসের দেখা নেই। (বীজন)

জনক।—(চারিদিকে চাহিয়া) হা! আমার বেঁচে কি ফল?

দশ।—(নিঃশ্বাস ফেলিয়া) বৎস রামভদ্র! যেও না—যেও না।

যায় চলি' প্রাণ-বায়ু অন্ধকারে চারিদিক
হইল আবৃত
মর্ম্ম-চ্ছেদী নব-ব্যাধি সর্ব্বাঙ্গ শরীরে মোর
হয় প্রসারিত।
তব চন্দ্রানন বৎস মম নেত্র-সন্নিধানে
কর আনয়ন।
কথা দেও মোরে পুত্র— সহসা নির্দ্দয় কভু
হয়ো না এমন॥

(উন্মাদের ন্যায়) ওগো! এই হতভাগ্য এখন কোথায় প্রবেশ করচে? (জনক কর্ত্তৃক নীত হইয়া বিহ্বলভাবে প্রস্থান)

যুধা।—দেখ দেখ বৎস রামভদ্র!

ভিন্নরুচি নরনারী এক ভাবে এক কার্য্যে
হইয়া মিলিত
উদ্‌ভ্রান্ত ইতস্ততঃ মুক্তকণ্ঠে হাহারব
করে উচ্চারিত।
মিথিলা নগরী তব সহসা গো ভিন্ন রূপ
করিল ধারণ,
অশ্রু-কর্দ্দমিত মার্গ দুর্দ্দিন-বরষা যেন
করয়ে সূচন।

রাম।—মাতুল! মাতুল! আপনি ফিরে যান। এই ভরতকে আপনার হাতে দিয়ে গেলেম।

যুধা।—বৎস! আমাকেও তোমার অনুগামী হতে বল।

রাম।—ছি ছি, সে কি কথা? আপনারা গুরুজন—আমরাই আপনাদের অনুগত, আপনারা আমাদের অনুগামী হতে পারেন না। মা'র আদেশ, আমরা তিন জন মাত্র যাব, আমাদের সঙ্গে আর কেউ যেতে পারবে না।

যুধা।—আমিই কি একলা সঙ্গে যাব?—আবাল-বৃদ্ধ সমস্ত প্রজারাই যাবে। তুমি কি দেখ্‌চ না?—

বৃদ্ধ হইলেও এই
অযোধ্যার মহা বিপ্রগণ
যজ্ঞ-পাত্রগুলি সব
স্কন্ধোপরি করিয়া বহন,
স্বীয় বাজপেয় যজ্ঞে, উপার্জ্জিত আতপত্র
লয়ে নিজ হাতে
ধাইতেছে ঊর্দ্ধশ্বাসে আতপের তাপ পাছে
লাগে তব মাথে;
অগ্রে যায় হোম-ধেনু— গৃহীতাগ্নি পত্নীগণ
চলিছে পশ্চাতে।

রাম।—মাতুল! মাতুল! গুরুজনেরাই অধর্ম্ম হতে শিশুদের রক্ষা করবেন—অতএব আপনি প্রসন্ন হয়ে ফিরে যান—এঁদেরও ফিরিয়ে নিয়ে যান। (প্রণামকরণ)

যুধা।—ওঠো বৎস, ওঠো। তোমার এই প্রজাদের বঞ্চনা করে' আমিই বা এখন কোথায় যাই?

হে লক্ষ্মণ মহাবাহু! বৈদেহ-নন্দিনি ওগো!
রাম সনে করহ প্রস্থান।
পাপাত্মা ফিরিনু আমি— কি আর বলিব বল—
তোমাদের হউক কল্যাণ॥

(প্রতিনিবৃত্ত হইয়া রোদন করিতে করিতে) আহা, আহা! ওগো তোমরা সকলে শ্রবণ কর:—

যুগে যুগে এই কথা সর্ব্বভূতগণ-মাঝে
গাথা-গানে হইয়া কীর্ত্তিত
প্রাতঃ-পবিত্রকর চরিত্র-পঞ্জিকারূপে
লোক-মাঝে হবে অধিষ্ঠিত।

লক্ষ্মণ।—দেখুন দাদা! শৃঙ্গবের-পুরবাসী নিষাদ-পতি গুহ আপনাকে বলেছিলেন, দুর্বৃত্ত বিরাধ-রাক্ষস সেই প্রদেশের প্রান্তদেশ আক্রমণ করে' নানা প্রকার উৎপাত করচে।

রাম। আচ্ছা, তবে সেই দুর্বৃত্ত বিরাধ রাক্ষসের নিধনার্থ প্রথমে প্রয়াগ সন্নিহিত পবিত্র ভাগীরথী-বেষ্টিত "চিত্রকূট"-পর্ব্বতে যাওয়া যাক্। পরে, মুনি-গণ-সেবিত সেই দণ্ডকারণ্যে উপনীত হয়ে, সেখানে রাক্ষসদের বধ করে', তার পর গৃধ্ররাজ জটায়ুর নিকট-বর্ত্তী সেই জনস্থানে যাওয়া যাবে।

[সকলের প্রস্থান।

ইতি চরিত্র নামক চতুর্থ অঙ্ক।

পঞ্চম অঙ্ক

দৃশ্য—মলয়-পর্ব্বত-গুহা

(জটায়ুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সম্পাতির প্রবেশ)

সম্পা।—নিশ্চয়ই আজ জটায়ু ভায়া আমাকে অভিবাদন করতে মলয়-কন্দর-কুলায়ে আস্‌চে। কেন না :—

বিশাল জটায়ু-পক্ষ করিছে পর্য্যায়ক্রমে
সঙ্কোচ বিস্তার ;
তাহে দিক ক্ষণে দৃষ্ট ক্ষণে দৃষ্টি-অন্তর্হিত
হয় বারম্বার।
পক্ষবেগে মেঘ-রাশি নীহারেতে পরিণত
—তাহাতে বিদ্যুজ্জ্যোতি হতেছে স্ফুরণ।
সুদূরে পাষাণ-স্তূপ ভাঙি পড়ে ঝন্‌ঝনিয়া
—নিশ্চয় জটায়ু হেথা করে আগমন॥
দূর-উদ্বেলিত যার বাড়ব-অনল
উত্তাল তরঙ্গে যার উচ্ছলিত জল
হেন সিন্ধু-রন্ধ্র-মাঝে
মহাবেগে করিয়া প্রবেশ
জটায়ুর পক্ষ-বায়ু
পূর্ণ করে পাতাল-প্রদেশ।
তাহা হতে সমুত্থিত— বিষ্ণুমূর্ত্তি-বরাহের
স্ফীত কণ্ঠ হতে যেন—
করাল সে অকালের মহা কাল-রজনীর
ভৈরব গরজন।

(জটায়ুর প্রবেশ)

জটা—
কাবেরী মেখলারূপে আছে যারে ঘিরি
এই সেই সুবিখ্যাত মলয়ের গিরি।
এরি এক সানু-দেশে অন্তরীক্ষ হতে আমি
হতেছি পতন
—যেথায় নিবসে' মোর অগ্রজ বিহঙ্গ-রাজ
কশ্যপ-নন্দন।
—মলয়-পর্ব্বত-পরে অন্য এক ছিন্ন-পক্ষ
শৈলেন্দ্র যেমন॥
ধারণ করিয়া পক্ষ তবু ক্লান্ত অঙ্গ মোর
অন্তরীক্ষে উঠিবার শ্রমে,
সর্ব্বশক্তিমান কাল জরা নামে ধরে শক্তি
—রোধে উহা অন্য শক্তিগণে।

এই তো আমার অগ্রজ মন্বন্তর-স্থায়ী পুরাতন গৃধ্ররাজ সম্পাতি। অহো! এঁর কি ভ্রাতৃ-স্নেহ!

পুরাকালে খেলাচ্ছলে উড়িয়া অভ্যাস-বশে
হইতাম সূর্য্য-সন্নিহিত।
—অত্যন্ত নৈকট্য হেতু— প্রখর তপন যবে
গাত্র মোর উত্তাপে দগিত,
তখন আমার পরে পক্ষ বিস্তারিয়া উনি
যতনে ধরিয়া
শিশু বলি' আমারে গো রক্ষিতেন তাপ হতে
করুণা করিয়া।

(নিকটে অগ্রসর হইয়া) দাদা! কাশ্যপ! জটায়ুর প্রণাম গ্রহণ করুন।

সম্পা।—এসো ভাই গৃধ্ররাজ এসো।
মহাবীর গরুড়ের ঔরসে, ও মম
জননী "শ্যেনীর" গর্ভে, তোমার জনম।
"বিনতা" মোদের পিতামহী সাধারণ॥

(আলিঙ্গন করিয়া) ভাই জটায়ু! এতদিনে রামভদ্রের পিতৃ-শোক কি কিছু কমে নি?

বিরাধ-রাক্ষস-মাংসে গৃধ্রেরা হইয়া তৃপ্ত
মোরে করে এই নিবেদন :—
চিত্রকূট হতে রাম কার্য্য সমাপন করি'
গিয়াছেন শারঙ্গ-আশ্রম।
সে সময়ে শরভঙ্গ
প্রবেশ করেন হুতাশনে।
দেখিলেন তথা রাম
সুতীক্ষ্ণ-আদি মুনিগণে॥

জটা।—হাঁ, তাই বটে। এখন আবার অগস্ত্যের মুখে শুনলেম, তিনি পঞ্চবটীতে গিয়ে বাস করচেন।

সম্পা।—(অনেকক্ষণ পরে স্মরণ হওয়ায়) হাঁ! গোদাবরী-তট-প্রদেশের জনস্থানে পঞ্চবটী বলে' একটা স্থান আছে বটে। দেখ বৎস জটায়ু! বিষয়-বাহুল্য ও কালের দুরত্ত-হেতু আমার স্মৃতি-লোপ হয়েচে।

কল্পের প্রারম্ভ-কালে জানি আমি, যে সময়ে
দিব্য-গঙ্গা-পতাকা-সমান

বিষ্ণুর চরণ-যুগ আকাশের ঊর্দ্ধদেশে
অতি উচ্চে করে গো উত্থান,
আর প্রান্তভাগে সেথা সপ্তসিন্ধু বিভাগিয়া
অদ্রি অবস্থিত
—এপার-টি দৃশ্য যায় ও-পার অদৃশ্য—তাও
মোর পরিচিত।

জটা।—একদা সেইখানে কামুকী শূর্পনখা রঘুনন্দনকে দেখতে পেয়ে তাঁর সংসর্গ কামনা করে।

সম্পা।—অহো! একেবারে মর্য্যাদা-জ্ঞানশূন্য!

বহু যুগ-জীবী যে গো ত্রয়োদশ পূর্ণ যার
এই যুগ ত্রেতা
সে কি না লজ্জিত করি' দুগ্ধপোষ্য সেই বৎসে
হ'ল না লজ্জিতা।

জটা।—
কর্ণ নাসা ওষ্ঠ তার ছেদন করিয়া পরে
অনুজ লক্ষ্মণ
দশানন-তিরস্কার -ঘোষণা-স্বরূপ তারে
করিল প্রেরণ।

সম্পা।—সেই হেতু, তার পরেই শত্রুগণ এসে তাঁকে আক্রমণ করে।

জটা।—হাঁ। রামভদ্র একাই
চউদ্দ-হাজার-চৌদ্দ
রাক্ষসেরে বধিলেন রণে।
আর সে দূষণ, খর,
ত্রিমূর্ধা—এই তিন জনে।

সম্পা।—আশ্চর্য্য! অথবা, দাশরথীর পক্ষে এ আর আশ্চর্য্য কি! কিন্তু দেখ, বৃহৎ একটা বৈর-দ্বার এখন হতে উদ্‌ঘাটিত হল। তাই আমি অত্যন্ত চিন্তিত হয়েচি। তা দেখ ভাই জটায়ু, এই সময়ে রাম-লক্ষ্মণকে এক মুহূর্ত্তও ছেড়ে থেকো না।

নিকটে রাবণ শত্রু,
মদান্ধ মায়াবী সে যে অতি,
অপ্রমেয় বীর্য্য তার,
ধরে সে যে অতুল শকতি।
কেমনে সহিবে বল ভগিনীর অপমান
সেই দশানন?
কেমনে সহিবে আর পুনঃ পুনঃ রাম হতে
স্বজন-নিধন?

তাই বলি, অকস্মাৎ
কি বিপদ উপস্থিত অহো!
এখন রক্ষিতে হবে
শিশুদের দক্ষতার সহ।

আমিও সমুদ্রে দিন-কৃত্য সমাপন করে' কিসে আমাদের চেষ্টা শুভফলে পরিণত হয়, তারই চিন্তা করি গে।

[প্রস্থান।

জটা।—(আকাশে উঠিয়া)

এই দেখ আমি এবে উড়িয়া প্রচণ্ড বেগে
মহাকাল প্রলয়ের পবন সমান
—অন্তরীক্ষ সুবিস্তৃত —করি' তারে সংকুচিত,
এক-ই চুমুকে যেন করিয়াছি পান।
মলয়-পর্ব্বত হতে ক্ষিপ্রগতি নভ-পথে
নিবাস-গিরিতে এবে আমি' উপনীত
—বৃক্ষলতা-জালে যাহা সতত আবৃত।
জন-স্থান-মধ্যস্থিত এই গিরি, প্রস্রবণ নাম
—উপান্তে অরণ্য শোভে;—
সুনিবিড় তরুরাজিসমাকীর্ণ
নিরন্তর-স্নিগ্ধচ্ছায় নিরমল যার পরিসর-ভূমি।
গিরিরে বেষ্টন করি' প্রবাহিত নদী গোদাবরী
—কলনাদে মুখরিত গহ্বর; স্নিগ্ধ ভাব ধরে
গিরির নীলিমা ঘোর, নিরন্তর মেঘ বরিষণে।
আর, এই পঞ্চবটী। (ধ্যান করিয়া) এ কি

চিত্র-মৃগ রামে দেখ
বহু দূরে করে আকর্ষণ।
যে দিকে গেলেন রাম
সেই দিকে গেল গো লক্ষ্মণ।
কুটীরে পশিল দেখ
ভিক্ষুরূপে দশানন ভূপ,
হায় হায়! এইবার
ব্যকত করিল নিজরূপ।

কি প্রমাদ!—
সংখ্যায় সহস্রাধিক পিশাচ-বদন ধারী
গর্দ্দভ জুড়িয়া নিজরথে,
দেখ পাপাচারী ওই লয়ে যায় বধূটিরে
না জানি কোথায় কোন্ পথে।

পৌলস্ত্য! পৌলস্ত্য!

ব্রহ্মা-আদি বিশ্বেশ্বর প্রলয়ে করিলা যারা
বেদের উদ্ধার
—সেই কুলে জন্ম তব, সমাপ্ত করেছ সর্ব্ব
বেদ-ব্রতাচার।
বরুণ-বিজয়ী তুমি তপোদৃপ্ত সাধু অতি,
রক্ষ-অধিপতি,
কেমনে গো বিগর্হিত কুল-কলঙ্কিত কাজে
হ'ল এ দুর্ম্মতি?

কি? অবজ্ঞা করে' আমার কথায় কর্ণপাতও কর্‌লে না?—আরে দুরাত্মা রাক্ষসাধম! রোস্ রোস্—

তুণ্ডে করি' ছিদ্রীকৃত অস্থি তব শিরস্থিত
আকর্ষিয়া করিব বাহির।
ক্লোম প্লীহা যকৃতের স্নায়ু অস্ত্র সকলের
ছুটাব গো তপত রুধির।
সুতীক্ষ্ণ করাতি-সম প্রচণ্ড নখরে মম
ছেদিব গো ধমনী ও গ্রীবা
তাহা হতে ঝনৎকার উঠিবে গো চমৎকার
—তাহে তৃপ্তি হবে মোর কিবা!

[প্রস্থান।

ইতি—বিষ্কম্ভক।

দৃশ্য—পঞ্চবটী

(লক্ষ্মণের প্রবেশ)

লক্ষ্মণ।—হা! দাদা, তুমি কোথায়? হায় হায়! দাদা মারীচের হাতে বিপাকে পড়ে' না জানি কি কষ্টই পাচ্চেন।

মূর্ত্তিমান ক্রোধ ইনি
চলন্ত গো শোক-হুতাশন
মর্ম্মতাপে তপ্ততনু
অতি কষ্টে করেন ধারণ।
কুটিল বিটঙ্ক-সম বঙ্কিম ভ্রূভঙ্গে শুধু
করিছে সূচনা
—রামের হেথায় যাহা বিপত্তি-জনক ঘোর
হয়েচে ঘটনা।
অন্তঃস্ফুর প্রচণ্ড সে
সর্ব্বগ্রাসী ঘোর কোপানল

রেখেছেন চাপি আর্য্য
প্রকটিত শুধু ধৈর্য্যবল।
বাহিরে উদ্‌গত ধূম,
বাড়বাগ্নি জ্বলিছে অন্তরে;
সিন্ধু যথা, বিদ্যুন্ময়
বজ্রগর্ভ মেঘ-ছায়া ধরে।

(রামের প্রবেশ)

রাম।—
বজ্র কীল হৃদি মম সুতীব্র ধিকার বোধে
হতেছে স্পন্দিত।
লজ্জা-সঙ্কুচিত মন মহা ঘোর অন্ধকারে
হয়েচে মজ্জিত।
জটায়ু-নিধন-হেতু দগধ হতেছি শোকে
—নাহি প্রতীকার।
তাহে পুন সীতা-পরে অনুকম্পা, মর্ম্মভেদ
করে গো আমার॥

লক্ষ্ম।—দাদা! দাদা! তোমার মত অলৌকিক-কর্ম্মা পুরুষেরা বিপদে কখনই এরূপ মুহ্যমান হয় না।

রাম।—ভাই! রামের অলৌকিক কর্ম্মই বটে।

যে সকল নরপতি
মহাতেজা সূর্য্যকুল-কেতু,
সমস্ত এ ত্রিলোকের
সুরক্ষক—বিপদের সেতু,
—আমা হতে হল এবে
তাঁহাদের ঘোর অপমান।
জটায়ু কল্পান্ত-জীবী
আমা লাগি' গেলা স্বর্গধাম।
পত্নীরে হারায়ে বনে
লোকের অকৃত যেই কাজ
তাহাই দেখ না কেন
কৃত হল আমা হতে আজ।

হা! তাত, কাশ্যপ, শকুন্তরাজ! তাদৃশ তীর্থরূপ সাধু পুরুষ আর কোথায় পাওয়া যাবে?

লক্ষ্ম।—তাত জটায়ুর চরম অবস্থা এখনও যেন প্রত্যক্ষ দেখচি;—তিনি এই কথাটি বলে' বীরলোকে প্রস্থান কর্‌লেন:—দেখ বৎস!

ওষধির মত যারে বনে বনে করিতেছ
সদা অন্বেষণ

—সেই সীতা আর মোর প্রাণ—দুই হরিল সে
দুষ্ট দশানন।

রাম।—ভাই! ভাই! কি দারুণ মর্ম্মভেদী তোমার এই কথা!

লক্ষ্ম।—এসো দাদা, এখন তবে সর্ব্বপ্রকারে তার বৈর-সাধনে প্রবৃত্ত হওয়া যাক।

রাম।—হাঁ ভাই। কিন্তু যেরূপ ঘোরতর অপমান, তার তুল্য প্রতিশোধ কি হতে পারে বল দিকি?

পূর্ব্বেই রাক্ষস-বধে ছিল মোর মতি
বহু কারণেতে তারা বধ-যোগ্য অতি।
তাহাদের বধিলেও
কোথা শান্তি বল তো লক্ষ্মণ?
কুলধ্বংস করা ছাড়া
অন্য কাজ কি আর এখন?

তবু ভাই দেখ:—
সুপ্রচণ্ড ঘন-পিণ্ড
অন্তর্মুখী স্তব্ধ ক্রোধ মোর
সহসা প্রসারি' শিখা
মুহুর্মুহু জ্বলি' উঠে ঘোর।
না পাইয়া অন্য দাহ্য,
দেহ-ধাতু করে মোর পান।
সিন্ধুর বাড়ব-সম
দহে মোরে, কর এবে ত্রাণ॥

লক্ষ্ম।—এই সব অরণ্যে বিবিধ মৃগযুথেরা ভ্রমণ করচে, বিরাট গিরিগহ্বরে উন্মত্ত শ্বাপদ-কুল বিচরণ করচে। আর দেখুন, এই অরণ্য দক্ষিণ অভিমুখে প্রসারিত। আসুন দাদা, এই পথ দিয়েই যাওয়া যাক।

রাম।—এই জনস্থান-প্রদেশ আমি কখন পূর্ব্বে দেখিনি।

লক্ষ্ম।—আমরা তখন পিতৃসখা গৃধ্ররাজ জটায়ুকে অগ্নিসাৎ করে' পঞ্চবটী-আশ্রম হতে কতকাল হল বহির্গত হয়েছি। তাই মনে হয়, এখন আমরা জন-স্থানের সীমা ছাড়িয়ে অনেক দূর এসে পড়েচি। সম্মুখে যখন এই সকল ভীষণ অরণ্য দেখা যাচ্চে, তখন নিশ্চয় এইটিই জনস্থানের পশ্চিমস্থ কুঞ্জবান নামক দস্যু-কবন্ধ-অধিষ্ঠিত দণ্ডকারণ্য-বিভাগ।

রাম।—সেই দুরাত্মা কান্তার-মণ্ডূক দস্যু-কবন্ধকে একবার দেখতে হবে।

নেপথ্যে।—কে আছ গো ওখানে? রক্ষা রক্ষা কর। এই দুরাত্মা কবন্ধ রাক্ষস এ স্ত্রীলোককে ধরে' টানাটানি করচে।

শ্রমণা নামেতে আমি
তপঃসিদ্ধা শবর-তাপসী
এসেছি খুঁজিতে রামে
—মতঙ্গের আশ্রম-নিবাসী।

রাম।—ভাই লক্ষ্মণ! যাও যাও।

লক্ষ্ম।—এই আমি চল্লেম।

[প্রস্থান।

রাম।—কোথা হায় তুমি প্রিয়ে!
কহ মোরে মধুর বচন।
পরাভূত যে গো, তার
দুরলভ শোক-বিনোদন।
পৌলস্ত্য অনিন্দ্য হরে করে বিচরণ,
কলঙ্কের অপমান আমাতেই রহিল এখন।
তাড়কা-বধের লাগি
রাবণের বাড়িয়াছে ক্রোধ।
সেই শত্রুতার বশে
বহুগুণে নিল তার শোধ॥

(লক্ষ্মণ ও শ্রমণার প্রবেশ)

লক্ষ্ম।—
রাক্ষসেরে দেখিবারে
কৌতূহল ছিল গো দাদার,
দেখা হ'ল না গো তাঁর
সেই সে কিম্ভূত-কিমাকার॥
কর-পত্র-সম তার সুতীখন দন্তধার
চর্ব্বিত তাহে প্রাণী কত।
তাহা হতে বিনিঃসৃত রক্ত করে বিপ্লাবিত
শ্মশ্রুগুচ্ছ তার অবিরত।
অতি দীর্ঘ বাহু তার শরীর বিকৃতাকার,
মুখ তার অতি অদভুত॥

দেখুন ঠাকরাণি। এই আমার দাদা।

শ্রমণা। মহারাজের জয় হোক্!

রাম।—ভাল, আপনি আমাদের কেন অন্বেষণ করচেন বলুন দিকি?—প্রয়োজনটা কি?

শ্রম।—রাবণানুজ বিভীষণের নাম কি শুনেচেন?

রাম।—তাঁর নাম কে না শুনেচে?

শ্রম।—যে সময়ে দৈব-বশে খরদূষণ প্রভৃতি নিহত হয়, সেই সময়ে তিনি কোন কারণবশতঃ আত্মীয়-স্বজনদের নিকট হতে প্রস্থান করে', সুগ্রীবের সখ্যতার অনুরোধে, ঋষ্যমূক-পর্ব্বতে এসেছিলেন এবং এখন সেইখানেই বাস করচেন—তিনিই এই পত্রখানি আমার হাতে দিয়েচেন। (পত্র প্রদান)

লক্ষ্ম।—(গ্রহণ করিয়া পাঠ)

স্বস্তি!

মহারাজ রামচন্দ্রকে প্রণাম পুরঃসর বিভীষণের নিবেদন :—

বিপর্য্যস্ত ভাগ্য যার দুই গতি আছে তার
মনে আমি গণি :—
ধর্ম্মের সাধনা এক, আর এক ধরমের
রক্ষক আপনি।

রাম।—ভাই লক্ষ্মণ! প্রিয় সুহৃদ লঙ্কেশ্বর বিভীষণ যা বল্‌চেন, তার প্রত্যুত্তরে তাঁকে কি বলা যায় বল দিকি?

লক্ষ্ম।—যখন আপনি লঙ্কেশ্বরকে প্রিয় সুহৃদ বল্লেন, তখন আর বল্‌তে বাকি রইল কি?

রাম।—যা বল্লে লক্ষ্মণ।

শ্রম।—আমরা অনুগৃহীত হলেম।

লক্ষ্ম।—আর্য্যা শ্রমণা! বিভীষণ-সম্পর্কে যদি কোন কথা বল্‌বার থাকে তো বলুন।

শ্রম।—আপাতত কিছু বল্‌বার নেই। যখন সেই দুরাত্মা রাক্ষসাধম একটি স্ত্রীলোককে হরণ করে' নিয়ে যাচ্ছিল, সেই সময় "অনসূয়া"—নামাঙ্কিত একটি উত্তরীয় নীচে পতিত হয়, সেই উত্তরীয়টি তারা নিয়ে রেখে দিয়েচে।

রাম।—হা প্রিয়ে! মহাবণ্য-বাস-প্রিয়সখি!—বিদেহ-রাজনন্দিনি! (মনের আবেগ সম্বরণ)

লক্ষ্ম।—আর্য্যে! সেটি কারা নিয়ে রেখেচে? আর, কার জন্যই বা রেখেচে?

শ্রম।—ঋষ্যমূকে যারা রাম-গুণ-পক্ষপাতী, সেই সুগ্রীব, বিভীষণ, হনুমান প্রভৃতি।

রাম।—সেই নিস্বার্থ পরমোপকারী মহামহিম মহাত্মাদের আমি একবার দেখ্‌ব। আর সেটি নিশ্চয় সীতারই বাস-চ্যুত অভিজ্ঞান। এখন তবে ঋষ্যমূক-অভিমুখেই যাওয়া যাক্।

শ্রম।—তবে এই দিক দিয়ে আসুন মহারাজ, এই দিক দিয়ে। (পরিক্রমণ)

লক্ষ্মণ।—হনুমানের বীরত্বের তো খুব খ্যাতি আছে। তিনি জন্মমাত্রই নাকি দেবাসুরেরা তাঁর অদ্ভুত কার্য্যের কথা শুনে একবারে ত্রস্তব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। আরো নাকি শোনা যায় :—

বজ্রীর যে মহাবীর্য্য, উত্তুঙ্গ পবন ধরে
যে বীর্য্য মহান্,
—আর বালী মহাবাহু ;—সমস্তই হনুমানে
এক বিদ্যমান।

শ্রম।—হাঁ, তিনি এইরূপই বটেন। আর সুমেরু-নিবাসী বানর-সৈন্যের প্রবীণ সেনাপতি-কেশরীর পত্নী অঞ্জনার ক্ষেত্রজাত ও সূর্য্যদেবের ঔরসজাত পুত্র এই হনুমান। কিন্তু একাকী হনুমানের দ্বারা কি হবে?

নারিকেল-রস সম জলধির জল যারা
এক-ই চুমুকে করে পান,
উৎক্ষিপ্ত করে যারা বড় বড় গিরি-চূড়া
নিকুচ-উঞ্ছ সমান,
নিবাস-দ্রুমের ন্যায় ব্রহ্মাণ্ড সবলে যারা
নাশিতে সক্ষম
—এ হেন অসংখ্য কপি বালীরাজের করে
চরণ বন্দন।

রাম।—আর্য্যে! দেখ দেখ—দক্ষিণদিকে বিপুল অগ্নিরাশি সঞ্চিত হয়েচে। এ কি ব্যাপার?

শ্রম।—কুমার লক্ষ্মণ সেই "যোজন বাহু" কবন্ধের চিতা নির্ম্মাণ করেচেন।

রাম।—বড় ভাল কাজ হয়েচে।

লক্ষ্ম।—দাদা! দেখুন। কি আশ্চর্য্য! কি আশ্চর্য্য!

যেথায় হতেছে পাক ঘন-পিণ্ড রক্তরাশি,
—দৃশ্য চমৎকার—
বিযুক্ত হইয়া মাংস উর্দ্ধে ছুটে নলকান্তি
করিয়া টঙ্কার,
মেদ বিগলিত হয়ে বুদ্‌বুদ্ উর্ম্মি যেন
হয় প্রবাহিত
—সেই চিতানল হতে সুদিব্য পুরুষ এক
হয় সমুত্থিত।

(দিব্য-পুরুষের প্রবেশ)

দিব্য।—মহারাজ রামচন্দ্রের জয়!
শ্রীর পুত্র দনু আমি
শাপ-বশে হয়েছিনু রক্ষ,
ইন্দ্রাস্ত্রে কবন্ধ হই,
তবাশ্রয়ে লভিলাম মোক্ষ।

রাম।—শুনে সুখী হলেম।

দনু।—আমি মাল্যবান্ কর্ত্তৃক প্রেরিত হয়ে, আপনাকে আক্রমণ করবার অভিপ্রায়ে, সেই হিংসা-দূষিত অরণ্যে এসেছিলেম। না না, সেই পাপ-কথা আর স্মরণ করে' কাজ নেই। সম্প্রতি আপনার মাহাত্ম্যে আমার অন্তরে যে সহজ জ্ঞান-জ্যোতির আবির্ভাব হয়েচে, তাতে কোন বস্তু আমার নিকট এখন প্রত্যক্ষবৎ প্রতিভাত হচ্চে। আপনি আমার মহৎ উপকার-সাধন করেচেন, তাই আপনাকে সেই কথা জানাচ্চি।

তোমার বধের তরে যাচিতে গো বালী রাজে
মাল্যবান্ হয়েন প্রেরিত
রাবণের সখ্য-বশে রাখিতে সে অনুরোধ
হয়েছেন তিনিও স্বীকৃত।

রাম।—চরিত্রবান্ বীরমাত্রেরই তো এই রীতি।
তাঁর ন্যায় মহাবীর না করেন মিত্র-কার্য্যে
ঔদাস্য ধারণ।
যুঝিতে তাঁহার সনে আমারো গো হইয়াছে
সমুৎসুক মন॥

অন্য সকলে।—মহারাজ রাম ভিন্ন এরূপ কথা আর কে বলতে পারে?

রাম।—ভদ্র! তোমার সৌজন্যের কাজ তো হয়ে গেল। এখন মহাভাগ তুমি স্বর্লোকে গিয়ে আনন্দ কর গে।

দনু।—যে আজ্ঞে।

[প্রস্থান।

লক্ষ্ম।—আচ্ছা, আর্য্যে! বালী-রাবণের মধ্যে মৈত্রী-বন্ধন কিরূপে হল?

শ্রম।—

ভুকৈলাসেরে ঊর্দ্ধে তুলি' জিনিয়া তাহার পরে
তিনটি বন,
দর্প-মদে মত্ত হয়ে বাহু-যুদ্ধে সমুদ্যত
হইল রাবণ।
সেই যুদ্ধে বালী তারে
বাহু-কক্ষে করিয়া গ্রহণ,
সপ্ত সমুদ্রের মাঝে
সান্ধ্য-পূজা করি' সমাপন,
পরে করিলেন মুক্ত;
তখন সে হইয়া প্রণত
যাচিল তাঁহার সখ্য,
বালী তাহে হলেন সম্মত।

লক্ষ্ম।—দুরাত্মা পৌলস্ত্য-কুল-কলঙ্ক! এই তো ক্ষত্রিয়-সন্তাপকারী বীর্য্যোৎকর্ষ?

রাম।—উত্তরোত্তর রাবণের এই ভাব-পরিব[র্ত্তন] দেখে সমস্ত জীবলোক বিস্মিত।

লক্ষ্ম।—আর্য্যে! আপনার সম্মুখে যে শ্বে[ত] পর্ব্বত দেখা-যাচ্চে—ওটির নাম কি?

শ্রম।—

এ নহে গো শ্বেত-গিরি, বালীরাজ-যশোরূপে
হয়েচে উদয়।
—"দুন্দুভি" মহিষাসুর দৈত্যরাজ—তারি এই
অস্থি সমুদয়॥

লক্ষ্ম।—ঐ অস্থিরাশিতে পথ-সকল রুদ্ধ হ[য়ে] আছে—এখন তবে অন্যদিক দিয়ে যাওয়া যাক্।

রাম।—না না, এসো। (পদ-দ্বারা অ[স্থি] নিঃক্ষেপ)

শ্রম।—আশ্চর্য্য!

বানর-পুঙ্গব বালী, প্রচণ্ড দোর্দ্দণ্ড বলে
নিক্ষেপিলা গিরি হতে "দুন্দুভি" মহিষাসুরে;
অকাল-জলদ-শুভ্র বর্ম্ম-বোধা অস্থি তার,
অঙ্গুষ্ঠের বলে শুধু, রাম নিক্ষেপিলা দূরে।

লক্ষ্ম।—প্রশান্ত-গম্ভীর নীল অতি রমণীয় অরণ্[য] গিরিভূমি ঐ সম্মুখে বিস্তৃত দেখা যাচ্চে।

শ্রম।—এ হচ্চে ঋষ্যমূক ও পম্পাসরোবরে[র] প্রান্তদেশ। আর সম্মুখেই মতঙ্গমুনির আশ্রম। স্থানটি বহুকাল জনশূন্য হলেও সমিধ-যুক্ত স্বতঃ[প্র]অগ্নিদেব এখনও এখানে প্রজ্বলিত, আর সন্নিকটেই সোমপানের চষক-পত্রাদি উপকরণ ও কুশরাশি সর্ব্বদাই সজ্জিত।

রাম।—তপস্বী জনের প্রয়োজন আমাদের চিন্তার অতীত।

শ্রম।—মহারাজ! দেখুন। এখানে :—

হরষে বিহগ-কুল, বেতসে আসিয়া বসে,
তাহা হতে পুষ্প কত ঝরে সদা সে পরশে।
হয়ে তাহা সুরভিত, স্বচ্ছতোয় সুশীতল
নির্ঝ'রণী বহি' যায় ; কুঞ্জ-পক্ক-জম্বু-ফল
স্খলিত হইয়া পড়ে, হয়ে তাহে মুখরিত
শত-স্রোতে মহাবেগে তটিনীটি প্রবাহিত।

অপিচ :—

ফুৎকার-শবদ করে
গুহাবাসী ভল্লুক তরুণ
প্রতিধ্বনি উঠি' তাহে
সে শবদ বাড়ায় দ্বিগুণ।
গজ ভগ্ন শল্লকীর— শাখা-গ্রন্থি আছে পড়ি'
হেথায় হোথায়,
শীতল-কষায়-কটু নির্য্যাস-সৌরভ তার
চারিদিকে ছায়।

লক্ষ্ম।—আচ্ছা, দাদা সহসা অশ্রু-বিগলিত-দৃষ্টিতে পূর্ব্ববায়ু-তাড়িত ঐ কদম্ব-কাননের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করে' ধনু হাতে নিয়ে স্থিরভাবে দাঁড়ালেন কেন বলুন দিকি ?

শ্রম।—বৎস! দেখছ না কি ?

বিকাশ-উন্মুখ যত কুসুম কদম্ব,
কলকণ্ঠে-নীলকণ্ঠ করে নৃত্যারম্ভ।
ঊর্দ্ধ-বিকশিত নীল
তমাল-কুসুম-সম
পর্ব্বত-শিখরোপরি
সমুদিত নবঘন।

লক্ষ্ম।—(স্বগত) অন্য কোন রসের আবির্ভাবে দাদার মন কি এখন বিক্ষিপ্ত ?

নেপথ্যে। মাতামহ! তুমি ফিরে যাও।

অনুচিত হইলেও তোমার আদেশে আমি
রামচন্দ্রে করিব নিধন।
তুমি পূজনীয় মোর, মিত্রের যে গুরুজন
তিনি গো আমারো গুরুজন॥

লক্ষ্ম।—আর্য্যে! এ কে ?

শ্রম।—মহারাজ! দেখ দেখ।

দেবরাজ-দত্ত চারু কনক-কমল-মালা
"বালী" কণ্ঠে করে পরিধান।
পিঙ্গ অঙ্গে হয় বোধ— সন্ধ্যারাগ-বিচ্ছুরিত
যেন মহা-মেঘ তড়িদ্‌বান্।
গিরি-শিখরের পাশে উড়ি' চলে নভস্তলে ;
বেগ-হেতু যেন যায় দেখা
—গৈরিকাঙ্ক-গিরি-শায়ী লক্ষ্মীর কেশের মাঝে
পরিসূক্ষ্ম সীমন্তের রেখা।

লক্ষ্মণ।—দাদা, দাদা! বীর-সমাজ-বিনোদন সেই ইন্দ্রের প্রিয় সুহৃৎকে এইবার দেখ্‌তে পেয়েচি।

রাম।—(স্বগত) উনি একজন মহাবীর।

(বালীর প্রবেশ)

বালী।—সপ্তদ্বীপ-পরপারে গিরি-"চক্রবাল"
—তাহারে বেষ্টন করি' আছে আলবাল।
সেই আল করি' ভগ্ন সপ্ত-সিন্ধু-মহাস্রোত
মহাবেগে করি' নিঃসারিত,
পুরাতন ত্রিলোকের শিথিলিয়া গ্রন্থিচয়,
আপাতাল করি উন্মূলিত,
চন্দ্র-সূর্য্য-স্তবকেরে বিপর্য্যস্ত করি,'
নিঃক্ষিপ্ত করিয়া তারা-পুষ্প ভূরি ভূরি,
সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড পারি করিতে উচ্ছেদ,
কিন্তু এই কার্য্যে মোর হয় বড় খেদ।

এইরূপ অনুচিত কাজ করতে অনুরুদ্ধ হয়ে, লোকে বিপুল অন্যায়-গহ্বরে পতিত হয়। রাবণের সহিত যে দিন আমার মৈত্রীবন্ধন হয়, সেই দিনের কথা মাল্যবান আমাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ায়, আমি সেই রঘুকুল-ধ্বজের নিধনে নিযুক্ত হয়েচি। অহো! কি কুগ্রহ! প্রাতঃকাল থেকে আমার অনুসরণ করে,' আমাকে কিষ্কিন্ধ্যায় পাঠিয়ে, তবে সে প্রস্থান করেচে। হায় হায়! কি কষ্ট!

স্বকীয় সারল্য-গুণে
যে রাম অতীব শুদ্ধ-চিত
মায়াবী দুরাত্মা রিপু
তাঁহারে করিল প্রতারিত।
ধর্ম্মাত্মা জগৎ-পূজ্য আইলেন গৃহে মোর
না করিনু আমি তাঁর উচিত আতিথ্য।
না কহিনু প্রিয় কথা, ধিক্ মোরে! পাপী আমি
রিপুসম এবে কিনা বধিতে প্রবৃত্ত ?

সম্প্রতি গুপ্তচরের মুখে অবগত হলেম, সুগ্রীবকেও না বলে' বিভীষণ শ্রমণাকে রামের নিকট পাঠিয়েছেন। লঙ্কার আধিপত্য বিভীষণকেই দেবেন বলে' অঙ্গীকার করে', রাম এখন মতঙ্গাশ্রম-উপকণ্ঠে অবস্থিতি কর্‌চেন। আচ্ছা, তবে আমি এইখানেই অবতরণ করি। (তথা করণ) ওগো! কে আছ ওখানে?

বিজিত-পরশুরাম, সত্যধর্ম্মা, অভিরাম
—গুণনিধি সেই রামে দেখিতে আগত।
করি' তোমা দরশন, সার্থক এ দুনয়ন,
দর্প-কণ্ডু রণসাধ বাড়ে মোর কত।

রাম।—ভাই লক্ষ্মণ! ওঁকে বল, আমি এইখানেই আছি।

লক্ষ্মণ।—(নিকটে আসিয়া) দাদা এইখানে আছেন, আপনি আসুন।

বালী।—তুমি কি সেই লক্ষ্মণ?

লক্ষ্মণ।—আজ্ঞে হাঁ।

(উভয়ে নিকটে গমন)

বালী।—(স্বগত)
এই তো সে রাম, চরিতাভিরাম,
প্রকাণ্ড মহান পুরুষানুপম
—স্বীয় আচরিত উত্তর চরিত,
পূর্ব্ব চরিতেরে করে অতিক্রম।

(প্রকাশ্যে) রাম!
তোমারে হেরিয়া মোর, আনন্দ বিস্ময় দুঃখ
একত্র উদয়।
দৃষ্টিতে বিতৃষ্ণা নাহি, যত দেখি তব যেন
তৃপ্তি নাহি হয়।
তবে কি না, নহি আমি তব সঙ্গ-সুখ-কামী
বৃথা বাক্যে কিবা প্রয়োজন?
পরশুরামেরে জিনি' প্রখ্যাত হয়েছ তুমি,
এবে ধনু করহ গ্রহণ॥

রাম।—
দেখা হল, কি সৌভাগ্য!' মানিলাম সব সত্য
তোমার বচন।
কিন্তু তুমি শস্ত্র হীন কেমনে গো শস্ত্র রাম
করিবে গ্রহণ?

বালী।—(হাসিয়া) ওগো মহাক্ষত্রিয়! আমি যে তোমার অনুকম্পার অযোগ্য; আমার প্রতি কেন তুমি অনুকম্পা প্রকাশ কর্‌চ?

মোদের চরিত কে না জানে ত্রিভুবনে
—কি হইবে করি' ব্যাখ্যা পুন তা বচনে?
সাজো রণে, সত্য-প্রিয় তুমি সত্যসন্ধ,
শস্ত্র-যুদ্ধে যদি হয় তোমার নির্ব্বন্ধ,
আছে মোর এই সব ভূধর-প্রস্তর
—বানরদিগের যাহা সংগ্রাম-অস্তর।

এসো তবে, এই দিকে এসে দাঁড়ান যাক্।

লক্ষ্মণ।—দাদা! উনি যা বল্লেন, তা ঠিক্—যে জাতির যে যুদ্ধ-পদ্ধতি।

বালী ও রাম।—(পরস্পরের প্রতি)
তব সনে রণোৎসব
অতিশয় শ্লাঘ্য বলে' গণি;
কিন্তু তুমি হ'লে গত
বীরশূন্য হবে যে ধরণী।

[পরিক্রমণ করিয়া প্রস্থান।

লক্ষ্মণ।—ধনুর টঙ্কারে বালী যে অত্যন্ত কুপিত হয়েচেন দেখ্‌চি।

মেঘের গর্জ্জন-সম সুতীব্র গম্ভীর-স্বন
অবিরত ছাড়িয়া হুঙ্কার
গুঞ্জাফল-বর্ণ প্রায় মুখ ব্যাদানিয়া ধায়
দিক্-চক্রবালের মাঝার।
উত্তোলিত—ক্রান-কেতু পিঙ্গল লাঙ্গুল-কেতু,
ছুটে যেন বিদ্যুৎ সমান,
সর্ব্ব-অঙ্গ প্রসারিত, নভ তাহে আচ্ছাদিত
—ক্রোধভরে ঘোর কম্পমান।

(নেপথ্যে)—বিভীষণ! বিভীষণ!

বালী রাজেরি তো এই কণ্ঠের নিঃস্বন
তাঁরি তো এ নবঘন-প্রচণ্ড গর্জ্জন।
কোথা হতে আসে এই টঙ্কার ভীষণ?
পিনাকী করেন কি গো পিনাকাস্ফালন?

লক্ষ্মণ।—আর্য্য! উনি আবার কে?

শ্রম।—বিভীষণের সখা সুগ্রীব এই যুদ্ধে যোগ দিতে আস্‌চেন। আর, সমস্ত বানর-সেনাপতিরাই গিরি-গহ্বর হতে লাফ দিয়ে পড়চে।

লক্ষ্মণ।—এইবার তবে ধনুকে আমারও জ্যা আরোপণ করতে হবে দেখ্‌চি।

শ্রব।—ঐ দেখ, রাম-তূণীর-শায়ী শর—বালীর শরীর, "দুন্দুভি-দৈত্যের খর্পর, সপ্ততাল, গিরি, মহী-তল—একেবারে এক-সঙ্গে সমস্ত ভেদ করেচে।

(নেপথ্যে)—

শোনো বলি তোমাদের
পৌলস্ত্য, সুগ্রীব, অগ্রগণ্য!
আমার শপথ, যদি
চিত্ত তব না হয় প্রসন্ন।
ওগো কপি-বীর সবে! যদি গো এখনো মোরে
রাজা বলি' করহ গ্রহণ,
হোক্ শাস্তি বলি আমি; লভিয়াছি রাম হতে
বহুমূল্য বীরের মরণ।
এবে করি উপদেশ:— তব রাজা আমি যথা
—সুগ্রীবো তেমনি।
যেমন সুগ্রীব এই —মোর পুত্র অঙ্গদেও
জানিবে এমনি॥

লক্ষ্মণ।—বালীর আদেশে অনুচরেরা এখন যুদ্ধে বিরত। বানর-যূথ-পতিরাও বীরাচার ত্যাগ করতে হল বলে' অসহ্য দুঃখে অভিভূত হয়ে, নীরবে দণ্ডায়-মান। আর দেখ, দাদাও অশ্রুপূর্ণ-নয়নে সস্নেহে বালীর দিকে চেয়ে আছেন। বিভীষণও বালীর শপথে আবদ্ধ হয়ে, তাঁর স্বাস্থ্য-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করচেন। নিষ্ঠুর প্রহারের মর্মচ্ছেদী বেদনা-বেগ সযত্নে গোপন করে,' বালী নিজকণ্ঠস্থ কনক-কমল-মালাগাছি আলিঙ্গনচ্ছলে সুগ্রীবের কণ্ঠে পরিয়ে দিলেন। আহা! এই আসন্ন অবস্থাতেও এঁর বীরশ্রী কেমন দীপ্যমান!

দৃশ্য—যুদ্ধ-ক্ষেত্র

(বালী মৃত্যুশয্যায় শয়ান। সুগ্রীব, বিভীষণ ও রামের প্রবেশ)

মহাকুল-সমুদ্ভূত— যশ, কীর্ত্তি, বীর্য্য যার
অপ্রাকৃত—নহে সাধারণ,
মহা-মহীধর-সম অতি সারবান্ যিনি
—পুণ্য-শ্রী করেন ধারণ।
এবম্বিধ জনে বধি' ঘোর দৈব দুর্ব্বিপাক
সর্ব্বজনে করে নিপীড়ন॥

বালী।—বৎস বিভীষণ! দেখ দেখ, ভায়া সুগ্রীবের বুকে সহস্র পদ্মের মালাগাছি কেমন সুন্দর দেখাচ্চে!

সুগ্রীব ও বিভীষণ।—(চুপি চুপি)

বিনা-মেঘে সহসা গো
এ কি এ দারুণ বজ্রপাত!
নৃশংস বিধির এ কি
বিপরীত বিষম আঘাত।
আর্য্যের শপথে বদ্ধ
—লঙ্ঘিব গো কেমনে আদেশ
থাকি বা কেমনে বল
সহি' এই মর্ম্মঘাতী ক্লেশ?

বালী। রামভদ্র! রামভদ্র!

রাম।—আর্য্য! এই যে আমি।

বালী।—

হ'লেও অপ্রিয় অতি যার সনে সখ্য তোরে
হয়েছিনু যুক্ত
—প্রাণ দিয়া এবে সেই সখ্য ঋণ হতে আমি
হইলাম মুক্ত।
তব সম সাধুজন- গুণ-রাশি-সমুচিত
সখ্য অভিরাম
তাহাও এ মৃত্যুকালে যথাশক্তি দেখ তোমা
করিনু গো দান।

রাম।—(বিনয়-লজ্জা-সহকারে অবস্থান)

সুগ্রীব, বিভীষণ।—(জনান্তিকে) আর্য্যে শ্রমণে! অমৃতের হ্রদস্বরূপ এই মহারাজ রাম হতে আমাদের এই দৈব-দুর্ব্বিপাক কিরূপে ঘট্‌ল বল দিকি?

শ্রম।—শোনা যায়, মাল্যবান্ কর্ত্তৃক এইরূপ (উভয়ের কর্ণে কথন)

বালী।—ভাই সুগ্রীব!

সুগ্রী।—(অশ্রু-স্তম্ভিত)

বালী।—ছি সুগ্রীব! তুমি আমার কথায় উত্তর দিচ্ছ না?—তুমি কি আমার প্রতিকূল পক্ষ?

সুগ্রী।—(সকরুণভাবে) আর্য্য! আর্য্য! আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে আজ্ঞা করুন!

বালী।—বৎস, বল দিকি আমি তোমার কে?

সুগ্রী।—গুরু ও প্রভু।

বালী।—আর, তুমিই বা আমার কে?

সুগ্রী।—শিষ্য ও দাস।

বালী।—ভাই! আমাদের উভয়ের মধ্যে পরস্পর কিরূপ সম্বন্ধ বল দেখি?

সুগ্রী।—বশিত্ব আপনার, আর বশ্যতা আমার—এই সেবা-সেবক সম্বন্ধ।

বালী।—(হস্ত ধারণ করিয়া) আচ্ছা, তবে এই রামকে তোমার হস্তে আমি সমর্পণ করলেম। রামভদ্র! হস্ত গ্রহণ কর।

রাম, সুগ্রীব।—পূজনীয় গুরুজনের বাক্য কে না শিরোধার্য্য করে?

বিভী।—(স্বগত) অহো! উনি এ স্থলে বিস্তর কথা বল্‌তে পারতেন—কিন্তু বিশুদ্ধ মৈত্রী-ধর্ম্ম স্বীকার করে' কেমন সংক্ষেপে নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন।

বালী।—ভাই সুগ্রীব! আচ্ছা বল দিকি, ব্রহ্ম-পুত্র আচার্য্য জাম্ববানের কাছ থেকে মৈত্রী-ধর্ম্ম সম্বন্ধে পারমার্থিক বচন তুমি কিরূপ সংগ্রহ করেছ?

সুগ্রী।—

প্রাণপণে উপকার, না কর অনিষ্ট কোন,
কাপট্য বর্জ্জন,
আত্মবৎ প্রীতিদান এই মৈত্রী মহাব্রত
—মিত্রের ধরম।

বালী।—রামভদ্র! সূর্য্যবংশপুরোহিত মহর্ষি বশিষ্ঠের নিকটে তোমারও এইরূপ শিক্ষা না?

রাম।—হাঁ আর্য্য, আমারও এইরূপ শিক্ষা।

বালী।—আচ্ছা, তবে এই মৈত্রধর্ম্ম-অনুসারে তোমরা পরস্পরের সহিত ব্যবহার করবে। আমার অনুরোধে অগ্নি সাক্ষী ক'রে তোমাদের মধ্যে এইবার সখ্য বন্ধন কর। আর অধিক সময় নেই। মতঙ্গ মুনির এই অগ্নিও নিকটে আছে।

রাম, সুগ্রীব।—(পরস্পরের হস্ত ধারণ)

মতঙ্গ-পূতাগ্নি-কাছে
এই সখ্য হউক বন্ধন,
মম হৃদি হোক্ তব,
তব হৃদি হউক গো মম।

বালী।—আর দেখ রামভদ্র! এই বিভীষণকে তুমি লঙ্কাধিপত্য প্রদান করবে বলে' শ্রমণার সম্মুখে প্রতিশ্রুত হয়েছ, এ কথা যেন স্মরণ থাকে।

বিভী।—(লজ্জা ও আশঙ্কার সহিত) কি!—আমার কথা তবে জান্‌তে পেরেচেন?

শ্রমণা, লক্ষ্মণ।—ওঃ! উনি দেখ্‌চি চরের চক্ষু দিয়ে সমস্ত দেখ্‌তে পান।

রাম।—হাঁ, আমি প্রতিশ্রুত হয়েচি বটে।

বিভী।—তবে দেখ্‌চি মহারাজ রামচন্দ্রও আমার প্রতি প্রসন্ন। (প্রণাম)

সুগ্রী।—শ্রমণা-বৃত্তান্ত আমি অবিদিত হলেও, এর ফলিতার্থ আমি অনুমান করতে পারচি।

রাম।—দেখ প্রিয়সখা, মহারাজ সুগ্রীব বিভীষণ! এই সৌমিত্রি লক্ষ্মণ এখন তোমাদেরি।

লক্ষ্ম।—আর্য্য! আমি লক্ষ্মণ, আপনাদের অভিবাদন করি।

উভয়ে।—এসো বৎস এসো। (আলিঙ্গন)

শ্রম।—কি গম্ভীর ও সরস এই মিত্রতার অঙ্গীকার।

বালী।—বৎস বিভীষণ! তুমি স্বার্থ-সাধন করচ—এই মনে করে' লজ্জিত হয়ো না; এই ব্যাপারের এইরূপই পরিণাম। রাবণেরো যে মরণ সন্নিকট, তা আমার এই আসন্ন-মৃত্যুতেই জানা যাচ্চে। অপত্য-স্নেহ সকল স্নেহাস্পদের প্রতি সমান হলেও, রাবণের হিতসাধন করাই, রাবণ-অন্নে প্রতিপালিত মাতামহ মাল্যবানের বিশেষ ধর্ম্ম। কিন্তু মাতামহ নিজেই বল্লেন, প্রিয় রামচন্দ্রের সহিত যোগ দেওয়া বিভীষণের খুবই উচিত। তাঁর ন্যায় গম্ভীর-বুদ্ধি মহাপুরুষ রাবণের কুপ্রবৃত্তি ও দুষ্কর্ম্মের কথা বিলক্ষণ অবগত আছেন ওগো! এইবার আমার প্রাণ বহির্গত হচ্চে। আমার মৃত্যু হলে, তোমরা আমাকে জল-প্রপাতের শ্মশানে নিয়ে যেও।

সকলে।—

হা বীর বাসব-পুত্র অকম্পিত-প্রাণ যথা
"মন্দার"-অচল।
জগতে অপ্রতিরথি! উদ্ধত "দুন্দুভি"-নাশী
মহাবাহু-বল!
আহা! তুমি হলে গত হায় হায়! আমাদের
বাঁচিয়া কি ফল?

বালী।—ওগো মহাত্মা প্লবঙ্গ-পুঙ্গব সকল তোমরা শ্রবণ কর:—

সুগ্রীব আর অঙ্গদের প্রভুত্ব আছে যে হেথা
—সে কেবল তোমাদেরি সৌজন্য-প্রভাবে।
মম প্রীতি-অনুরোধে, তাহাদের করিবে গো
আনুকূল্য—না দেখিবে তাচ্ছীল্যর ভাবে।

রাম-রাবণের যুদ্ধ
হইয়াছে এবে সমাগত,
স্নেহ-কৃতাঞ্জলি হয়ে
বলিতেছি—কোরো সাধ্যমত।
অসাধ্য কি তোমাদের
তব বীর্য্য কে না অবগত?

অপিচ :—

আনমিত-কর্ণ-যুগ দিঙ-মাতঙ্গের সনে
দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে কর যে গো দারুণ প্রহার,
পুচ্ছ-আস্ফালন করি' সিন্ধু গর্ভ বিদারিয়া
রসাতলে কিবা তব লম্ফ চমৎকার!
রিপু-বিদলন-কারী তোমাদেরি অনুরূপ
এ সব কপিত্ব আর পৌরুষ বিক্রম
গাঢ় অনুরাগ-ভরে প্রকটিত কোরো রণে,
দেখো যেন হয়ো না গো কভু বিস্মরণ।

[সকলের প্রস্থান।

ইতি আরণ্যক-নামক পঞ্চম অঙ্ক।

ষষ্ঠ অঙ্ক

(বিষণ্ণ মাল্যবানের প্রবেশ)

মাল্য।—(সচিন্ত) ওঃ! রক্ষপতি রাবণের দুর্নীতি-বৃক্ষের পুষ্প-কলিকা চারি দিকেই বিকীর্ণ।

সেই বিটপীর বীজ —জনক রাজার কন্যা
সীতারে প্রার্থনা।
অঙ্কুর জানিবে তার :— রামলক্ষ্মণেরে শূর্প-
নখার বঞ্চনা।
পল্লব—মারীচ-মায়া, আর তার শাখা জাল :—
অযোনিজা জানকীরে সবলে হরণ।
সুব্যক্ত কলিকা তার :— বালীর নিধন, আর
রাম-বিভীষণ-মাঝে মৈত্রী সংস্থাপন॥

আর শীঘ্র এই বৃক্ষে ফলও ধরবে বলে' মনে হয়। দেখ, আমার মত পরিণত-বুদ্ধি ব্যক্তিরা ভাবী ঘটনা পূর্ব্ব হইতেই জান্‌তে পায়।

(নিঃশ্বাস ফেলিয়া) অহো! ভাগ্যের কি প্রতিকূলতা!

এ বিপদ প্রতীকারে মন্ত্রশক্তি প্রয়োগিয়া
করিলাম যে সব উপায়
—অলসের কার্য্য সম আপনা আপনি ভ্রষ্ট
সে সমস্ত হইল গো হায়!

(অনুতাপ সহকারে) ওঃ! মন্ত্রি-পদের কি কষ্ট!

প্রমত্ত পুরুষগণ কোন বাধা নাহি মানি'
যে যে কার্য্য স্বেচ্ছামত করে সম্পাদন,
দৈব হইলেও বক্র— তবু সেই কাজে জেদ
প্রতীকার-চিন্তা সদা করে মন্ত্রিগণ।

অহো! সেই দুরাত্মা ক্ষত্রিয়-বটু, বীরত্বে সকলকেই অতিক্রম করেচে। অমন যে সৌর্য্যতেজঃ-সম্পন্ন কপি-চক্রবর্ত্তী বালী, তাকেই যখন শরের দ্বারা বিদ্ধ করলে, তখন তার অসাধ্য কি আছে? (স্মরণ পূর্ব্বক) আর, গুপ্তচরও কিষ্কিন্ধ্যা থেকে ফিরে এসে এই কথা বল্‌চে, সীতার অন্বেষণে কপি পুঙ্গবেরা দিকে দিকে ধাবমান।

নেপথ্যে।—

সপ্তাধিক শিখা যার
প্রজ্বলিত - হেন হুতাশন
দিগন্তে অরুণ-ভ্রান্তি
সহসা গো করে উৎপাদন।
বিহঙ্গেরো লক্ষ্যাতীত
প্রকাণ্ড যাদের আয়তন
—হেন তপ্ত হৈম গৃহে
অর্দ্ধদগ্ধ রক্ষোবীরগণ
ছুটিয়া পলায় সবে
প্রলয়ের করিয়া আশঙ্কা
—সেই মহা হুতাশন
গ্রাস করে সমস্ত এ লঙ্কা;
চিত্রকূট গিরি হতে করিয়া আরম্ভ।
আর যেথা আছে ঘিরি সাগর-তরঙ্গ॥

(তাড়াতাড়ি ত্রস্তব্যস্ত হইয়া ত্রিজটার প্রবেশ)

ত্রিজ।—কনিষ্ঠ মাতামহ! রক্ষা কর, রক্ষা কর।
(বুক চাপড়াইতে চাপড়াইতে আসিয়া পতন)

মাল্য।—বৎসে! কাতর হয়ো না। কেন এত চেঁচাচ্চ? বল, কি অনিষ্ট ঘটেচে।

ত্রিজ।—(উঠিয়া) কনিষ্ঠ মাতামহ! আমি হতভাগিনী, কি আর বল্‌ব। কোত্থেকে একটা দুষ্ট

বানর এসে সমস্ত নগর দগ্ধ করে' রাক্ষসদের উপর গাছ-পাথর ছুড়ে উৎপাত কর্‌ছিল, তাই দেখে কুমার অক্ষ তাকে আক্রমণ করায়, বানরটা কুমারকে বধ করে' পালিয়ে গেছে।

মাল্য।—(খেদ-সহকারে) বল কি?—নগর দগ্ধ—কুমার নিহত? না জানি এ বানরটা কে (স্মরণ করিয়া) চর বলেছিল বটে, হনুমান দক্ষিণদিকে গেছে। ওঃ!—

হনুমান লঙ্কাপুরী
দগ্ধ করি' তৃণের সমান
লঙ্কাপতি রাবণের
তীব্র তেজ করিল নির্ব্বাণ।

বৎসে! সে কি সীতার সমস্ত বৃত্তান্ত জান্‌তে পেরেচে?

ত্রিজ।—কনিষ্ঠ মাতামহ! আমার সামনেই দেখলেম, একটা ক্ষুদ্র মর্কট সীতার সঙ্গে কি কথাবার্ত্তা কচ্ছিল, আর সীতা নিজের মাথা থেকে অভিজ্ঞান-চিহ্ন স্বরূপ একটা কেশাভরণ খুলে দিল। এইমাত্র আমি জানি।

মাল্য।—এই কি যথেষ্ট নয়? (আশঙ্কার সহিত) এতেই যে তার সমস্ত কার্য্য সিদ্ধ হ'ল। শুনতে পাই নাকি, তার মতন আরও কত কোটি কোটি বানর-বর্গ আছে।

ত্রিজ।—(মনে মনে চিন্তা করিয়া) অমন সুকুমার-দর্শনা স্নেহবতী মানুষী হয়ে, সীতা কি করে' আমাদের রাক্ষসদেরও মধ্যে রাক্ষসী হয়ে পড়্‌ল?

মাল্য।—এ তো ঠিকই হয়েচে।

অমল সতীত্ব-জ্যোতি প্রশান্ত-কিরণ বলি'
জগতে কীর্ত্তিত।
কিন্তু সে অভাগী সীতা আমাদের দুষ্কৃতির
ফলরূপে এবে প্রজ্বলিত॥

ত্রিজ।—কনিষ্ঠ মাতামহ! প্রথমে, দণ্ডকারণ্য-পর্য্যন্ত-বিস্তৃত বিবিধ পর্ব্বত-প্রদেশে আমাদের রাক্ষসদের বাস ছিল—তখন আমরা সমস্ত জম্বুদ্বীপময় ইতস্ততঃ বিচরণ করতেম। এখন দেখ, আমরা নিতান্ত অক্ষম হয়ে এই লঙ্কায় বাস করচি। এখন এর প্রতীকার কি?

মাল্য।—বৎসে। তুমি এত কাতর হয়েছ কেন?

সুবর্ণময় "ত্রিকূট"—তাহার উপর
প্রতিষ্ঠিত দেখ এই লঙ্কার নগর;
ইহার প্রাকারগুলি সপ্তপ্রকারের [illegible]
ধাতুতে নির্ম্মিত,
অভ্রস্পর্শী উর্ম্মিময় সুদুস্তর সিন্ধু [illegible]
পরিখা বেষ্টিত।

(চিন্তা করিয়া) অথবা এও বাহুল্য মাত্র—

রাবণের ভীমবাহু দৃপ্ত-রিপু নাশ [illegible]
দীক্ষিত যখন—
(বামাক্ষি স্পন্দনে)
দুর্ব্বিপাক বিধাতা কি বাক্যও [illegible]মাদের এই
সহিতে অক্ষম?

বৎসে! বৎস কুম্ভকর্ণের নিদ্রার আর কত বাকি?

ত্রিজ।—কনিষ্ঠ মাতামহ! এই কৃষ্ণচতুর্দ্দশীতে চতুর্থ মাস সমাপ্ত হয়েচে।

মাল্য।—শুনতে পাই, এখনও নাকি তাঁর জাগরণের অনেক বিলম্ব আছে। (স্মরণ করিয়া) বিবেচনা করে' দেখতে গেলে, কনিষ্ঠ বৎস বিভীষণই দূরদর্শী। তার অবিমৃষ্যকারিতা হতেও পরিণামে শুভ ফল প্রসূত হবে। চারিদিক ভেবে দেখ্‌লে মনে হয়, শেষে একমাত্র বিভীষণই বংশস্থিতির মূল-রূপে বর্ত্তমান থাক্‌বে।

ত্রিজ।—(সভয়ে) কনিষ্ঠ মাতামহ! ধিক্ [illegible] পাপ-কথা মুখে আন্‌বেন না।

মাল্য।—কেন বল দিকি?

ত্রিজ।—অন্য কোন অশুভ ঘটনার সময় কনি[illegible] মাতামহ এরূপ করে' কখন তো বলেন নি?—এ [illegible] নূতন কথা শুন্‌চি।

মাল্য।—বৎসে! চারিদিক ভেবেই কথাটা বলেচি। দেখো, এর পরিণাম এইরূপই হইবে কেন না:—

ইচ্ছামত অবিরত
বিচরণ করি' নভস্থলে
সূর্য্য যথা রশ্মি সহ
অবশেষে যায় অস্তাচলে,
—সেইরূপ রক্ষোনাথ শুভ কুলে লভিয়া গো[illegible]
জনম গ্রহণ,

পাপ-বুদ্ধি-প্রণোদিত পাপাচারে কাটাইয়া
সমস্ত জীবন,
প্রবল যে ভবিতব্য তাহা ছাড়া আর কোথা
হইবে পতন ?

রাজার সুবুদ্ধি-পরিচালিত সুনীতিই এখন এর একমাত্র প্রতীকার। বৎসে! মহারাজ দশাননের সে নীতির কোন উপক্রম কিংবা উদ্যোগ দেখতে পাচ্ছ কি ?

ত্রিজ।—কনিষ্ঠ মাতামহ! এখন আমাদের প্রভু "সর্ব্বতোভদ্র" অট্টালিকায় আরোহণ করে'—যেখানে রাক্ষসকুল-কালরাত্রি সীতাকে রাখা হয়েছে—সেই অশোক-বনের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন। আরও একটা কথা স্ত্রীলোকদের মুখে শোনা গেল নগরের এই অগ্নিকাণ্ড দেখে আমাদের ঠাকুরাণীও নাকি অত্যন্ত ভাবিত হয়ে, মহারাজকে বোঝাবার জন্যে সেইখানে গেছেন।

মাল্য।—দেবী মন্দোদরী অতি উচ্চদরের স্ত্রীলোক, তাই তিনি রাজাকে বোঝাবার জন্য এত ব্যগ্র হয়েছেন। কিন্তু মহারাজ তো সেরূপ লোক নন—তাই এখনও তাঁর চৈতন্য হচ্ছে না। এসো, এখন ঘরের ভিতরে গিয়ে, চরেরা কি-কি কাজ করলে, জানা যাক।

[উভয়ের প্রস্থান।

ইতি বিষ্কম্ভক।

দৃশ্য—রাবণের প্রাসাদ

(উৎকণ্ঠিত হইয়া রাবণের প্রবেশ)

রাবণ।—(সীতাকে ভাবিতে ভাবিতে)

থাকিতে ও-মুখখানি
চন্দ্রমায় কিবা প্রয়োজন ?
কি হবে গো নীলোৎপলে
থাকিতে ও চঞ্চল লোচন ?
থাকিতে ও-ভুরুভঙ্গী
কি করিবে স্মর ধনু ধরি'
কি করিবে ঘন-ঘটা
থাকিতে ও-কুন্তল কবরী ?
থাকিতে ও তনু-খানি
কোথাই বা লক্ষ্মীর মাধুরী ?

(স্মরণ করিয়া সোল্লাসে)

অহো! দল-মুখ-বিদারিত—যজ্ঞ-ভূমি-সমুত্থিত সেই রমণীরত্নকে ধ্যান করতে করতে, আমার চিরকালের কামনা এতদিনের পর সিদ্ধ হল। (চিন্তা করিয়া) অনুকূল বিধাতার এইরূপই নাকি বিলাসলীলা। (সগর্ব্বে) অথবা, এই বিধাতাই বা কে ?

যদি না থাকিত মোর আলস্যের দোষ,
ভুঞ্জিতাম আরো কত সুখ-পরিতোষ।
ব্রহ্মাণ্ড পেষণ করি' ব্রহ্মাকে ভুবন হতে
করিতাম কিছু অপসৃত।
যশঃ-প্রতাপের তরে চন্দ্র-সূর্য্যে ইচ্ছামত
করিতাম গগনে স্থাপিত।
কিন্তু কেন অকারণে বেচারা বিধির পরে
করি আমি রোষ,
বিধি যবে বিধিমতে সাধিছে সদয় হয়ে
আমারি সন্তোষ।

(দাসীর সহিত মন্দোদরীর প্রবেশ)

দাসী।—এই দিকে ঠাকরুণ, এই সোপান-পথের দ্বার। এইবার তবে উঠুন।

মন্দো।—(সোপান আরোহণ পূর্ব্বক রাবণকে নিরীক্ষণ করিয়া) (স্বগত) এই যে, মহারাজ দশানন এইখানে বসে' অশোক-বনের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছেন। শত্রুপক্ষ আক্রমণ করেচে, তবু রাজকার্য্যে একেবারে উদাসীন! (প্রকাশ্যে) মহারাজ দশাননের জয় হোক।

রাবণ।—(মুখের ভাব সম্বরণ করিয়া) এ কি! মন্দোদরী যে। (পার্শ্বে উপবেশন করাইয়া)

মন্দো।—(উপবেশন করিয়া) এই বিষয়ে কি ভাবচ বল দেখি ?

রাব।—কোন্ বিষয় ?

মন্দো।—শত্রুপক্ষের আক্রমণের বিষয় ?

রাবণ।—(অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া) কি শত্রুপক্ষ ?—শত্রুপক্ষের আক্রমণ ?, যা কখন শোনা যায় নি, তাই তুমি শুনেছ দেখচি।

যার বাহু পরাক্রান্ত মত্ত-দিগ্‌দন্তি-দন্ত
রুধিয়াছে; আর, দিক-পালে
একসঙ্গে রণস্থলে আটকিয়া বাহুবলে
করিয়াছে জয় এক-কালে;

প্রজ্বলন্ত অশনির সুপ্রচণ্ড প্রহরণে
বক্ষ-চর্ম্ম ছিন্ন-ভিন্ন যার,
তার প্রতিদ্বন্দ্বী রিপু নিতান্ত কল্পিত জেনো,
—এ অপূর্ব্ব প্রমাদ কাহার ?

আচ্ছা, তবু শোনা যাক্। দেবি! সে রিপু কে বল দিকি ?

মন্দো।—সেনাপতি সুগ্রীবের অধীনস্থ সমস্ত বানর-সৈন্য-পরিবৃত, অনুজসহচর, দাশরথি রাম।

রাবণ।—কি ? অনুজের সহিত সেই তপস্বী রাম ? দেবি! তার কিম্বা তাদের আক্রমণে আমার কি হতে পারে ?

মন্দো।—মহারাজ! তাদের সম্মিলনই ভয়ের কারণ। আরও শুনলেম, সাগর-তটে সেনা-সন্নিবেশ করে' রাম যখন ভগবান্ সাগরকে আহ্বান করেন, তখন নাকি তিনি ভয়ে ঘর থেকে বেরুন নি।

সাগর-গরভে রাম হানেন কি-জানি এক
অস্ত্র অজানিত,
তাহার মহিমা-বলে নিমেষে সমস্ত জল
হইয়া আবৃত
চক্রসম ঘুরি'-ঘুরি' উত্তাপে হইয়া পাক
হ'ল রক্তময়।
নক্রাদি উঠিল ভাসি', কচ্ছপ-সমূহ হ'ল
শীর্ণ অতিশয়,
সহসা মূর্চ্ছিত হল অসংখ্য সাগর-নর,
শঙ্খ-শুক্তি সব
হইয়া গো বিস্ফোটিত তাহা হতে উঠিল গো
সুপ্রচণ্ড রব

রাব।—(অবজ্ঞার সহিত) তার পর কি হল ?

মন্দো।—মহারাজ! তার পর, পুঙ্খমাত্র দৃশ্যমান এইরূপ তীক্ষ্ণ শর-নিকরে শরীর ক্ষত-বিক্ষত হওয়ায়, তোমার ভয় ত্যাগ করে', সমুদ্র তখন জল-গর্ভ হতে নির্গত হলেন। তার পর, রামের পায়ে পড়ে' রামকে অভ্যর্থনা করে', যাবার পথও দেখিয়ে দিলেন। আরও শোনা যায় নাকি,তিনি এখন রামের সাহায্য করচেন।

রাবণ।—(সাহসের সহিত) আচ্ছা, শোনাই যাক্। দেবি! সে কিরূপ পথ বল দিকি ?

মন্দো।—মহারাজ! সহস্র সহস্র বানরেরা অসংখ্য পর্ব্বত এনে এখন সেতু নির্ম্মাণ করুচে।

রাবণ।—দেবি! বোধ হয়, তোমাকে কেউ প্রতারণা করেচে। কেন না, সাগরের দুরবগাহ গাম্ভীর্য্য মহিমা চির-প্রখ্যাত।

জম্বুদ্বীপে, কিম্বা আরো অন্য অন্য দ্বীপ-মাঝে
আছে যত গিরি অধিষ্ঠিত
তাহে নাকি সাগরের উদরের কোণ-মাত্র
কভু নাহি হয় গো পূরিত।

তা ছাড়া, আমার কিসেই বা ভয় ?

কণ্ঠনলী বিদারিত তাহা হতে প্রবাহিত
অভিনব যে শোণিত-জল
—সেই অর্ঘ্য দিয়া আমি হয়ে কৃতাঞ্জলি-পাণি
ধুয়েছিনু যাঁর পদতল,
হরষাশ্রু-মধু-রাশি স্ফুট-শ্রী-ঈষৎ-হাসি
হেন দশ-মুখাম্বুজ, যাঁর পদে করেছিনু দান,
সেই মহাদেব মোর, সাহসের সাক্ষাৎ প্রমাণ।

মন্দো।—কোন বানরের হস্ত-নৈপুণ্যে নূতন কোন কিছু নির্ম্মাণ হয়েচে কি না, আপনি একবার অবধারণ করুন। কেন না, দেখা গেল, কতকগুল পর্ব্বত জলের উপর ভাস্‌চে।

রাবণ।—(মাথা নাড়িয়া) "শিলা জলে ভাসে," —এ নিতান্ত নির্ব্বোধ স্ত্রীলোকেরই উক্তি। দেবি! অধিক আর কি বল্‌ব :—

জানেন গো ব্রহ্মা মোর বেদশাস্ত্র-জ্ঞান
জানে শচীপতি মোর আদেশ-বিধান।
অশনি জানে গো মোর ধৈরয কেমন,
যশে মোর পরিপূর্ণ এ তিন ভুবন।
কৈলাস বলের মোর নিকষ-প্রস্তর,
অধিক বলিব কিবা, নিজে মহেশ্বর
জানেন সাহস মোর—যাঁর পদতল
অভিষিক্ত করি আমি দিয়া রক্ত-জল।

(নেপথ্যে ঘোর কলরব)

মন্দো।—মহারাজ! রক্ষা কর, রক্ষা কর।

(সত্রাসে উদ্‌গ্রীব হইয়া নিরীক্ষণ)

রাবণ।—দেবি! ভয় নাই।

(পুনর্ব্বার নেপথ্যে)

ভো ভো! লঙ্কা-দ্বার-রক্ষি রাক্ষসগণ!
দ্বার শীঘ্র কর রুদ্ধ ; স্থাপন করহ তাহে
সোজা গুরু লৌহের অর্গল।

তদুপরি রাখো শস্ত্র পরীক্ষা করিয়া দেখ
স্বকুলের সব বলাবল।
তেজোহীন ক্ষীণ-প্রাণ শিশু ও যুবতি-জনে
বদ্ধ রাখো ঘরে।
খাদ্যের সামগ্রী যত সংগ্রহ করিয়া রাখো
যতন-আদরে।
প্রধান সুগ্রীব-সহ কপি-পরিবৃত
লক্ষ্মণের সাথে হেথা রাম উপস্থিত।

(প্রতীহারীর প্রবেশ)

প্রতী।—মহারাজ! সেনাপতি প্রহস্ত কোন বিষয় মহারাজের নিকট নিবেদন করবার জন্ম দ্বার-দেশে দাঁড়িয়ে আছেন।

রাবণ।—কি?—সেনাপতি প্রহস্ত?—আচ্ছা, তাকে নিয়ে এসো।

প্রতী।—যে আজ্ঞে। [প্রস্থান।

(প্রহস্তের প্রবেশ)

প্রহ।—মনুষ্য-পুত্রের এরূপ তেজ-বীর্য্য তো কখন দেখি নি।

উত্তাল তরঙ্গ-রাজি বিক্ষোভিত করে সদা
যার চারি ধার,
'গোষ্পদের সম লঙ্ঘি' এ হেন সে সুদুস্তর
ভীম পারাবার,
লঙ্কাপানে দৃষ্টি রাখি' মন্দ-মন্দ পদ-চারে
হয়ে উপনীত
বিষম "সৌবল" শিরে সৈন্যদের স্কন্ধাবার
করিলা স্থাপিত।
আর স্বল্প কপি-সহ সম্মুখ-প্রাঙ্গণে আসি'
নিজে অধিষ্ঠিত॥

(সম্মুখে নিরীক্ষণ করিয়া) এই যে লঙ্কেশ্বর।

রাব।—সেনাপতি! এই কলরবের হেতু কি বল দিকি?

প্রহ।—(স্বগত) কথার ভাবে বোধ হচ্ছে, মহারাজ এখনও কিছুই জানেন না। আচ্ছা, এখন তবে, কি কি কাজ করেছি, তাই শুধু জানাই।

(প্রকাশ্যে)

সম্যক্ হয়েছে রুদ্ধ
নগরের কপাট দুয়ার।
আপ্ত, ভক্ত, রক্ষিগণ
করিতেছে রক্ষা চারিধার।

রাব।—কি নিমিত্ত?

প্রহ।—(স্বগত) কি?—এঁর এখনও এইরূপ অজ্ঞান-অবস্থা? আচ্ছা, তবে (প্রকাশ্যে) মহারাজ লঙ্কেশ্বর!

মনুষ্য-সন্তান-মাত্র অনুজেরে সাথে করি'
যথাশক্তি রুধিয়াছে এই মহা লঙ্কাপুরী।
খাদ্যের সামগ্রী সব।
হ'ল তাই সুদুর্লভ॥

(প্রতীহারীর প্রবেশ)

প্রতী।—মহারাজ! একটা বানর রামের দূত বলে, পরিচয় দিয়ে দেউড়িতে দাঁড়িয়ে আছে।

রাবণ।—(অবজ্ঞা-সহকারে) বানর?—নিয়ে এসো।

প্রতী।—যে আজ্ঞে। (প্রস্থান করিয়া অঙ্গদের সহিত পুনঃ প্রবেশ) ঐ মহারাজ। নিকটে এগিয়ে যাও।

অঙ্গ।—(নিকটে গিয়া) পরম শৈব লঙ্কেশ্বরের জয়!

রাবণ।—তুমি সুগ্রীবের অনুচর?

অঙ্গ।—না, আমি তাঁর অনুচর নই।

রাবণ।—তবে কার?

অঙ্গ।—লঙ্কেশ্বর! আমি কে, ও কি জন্য এসেচি, শ্রবণ করুন।

গর্ব্বিত রাক্ষস-দল তাহাদের বনে যিনি
মূর্ত্তিমান দাবানল প্রায়
—সেই রাম-আজ্ঞাক্রমে দূত হয়ে আসিয়াছি
শাসিবারে তোমারে হেথায়।
সীতারে ছাড়িয়া দেও স্ত্রী সুহৃদ জ্ঞাতি পুত্র'
—আসি' তুমি তাদের সহিত
লক্ষ্মণের কর সেবা নতুবা উদ্ধত রাজা!
শরে তুমি হইবে শাসিত।

রাবণ।—(হাসিয়া) বানরও বক্তা হল?—এতে আর আমার বক্তব্য কি আছে?

অঙ্গ।—আমি স্বল্পভাষী বটে, কিন্তু তুমি এ নিশ্চিত জেনো—

তোমার মস্তক আজি লক্ষ্মণ-পদাব্জ-তলে
হবে অবনত,
কিংবা তাঁর তীক্ষ্ণ বাণে হবে বিদ্ধ, বল এবে
কিবা অভিমত।

রাবণ।—(সক্রোধে) ওরে! কে আছিস ওখানে, এই কর্কশ-ভাষী দুর্মুখটার মুখশুদ্ধি করে' নিয়ে আয় তো।

প্রহ।—মহারাজ! ও তো দূত-মাত্র, ওর উপর রাগ করে' কি ফল?

রাব —ওর মুখ-সংস্কার করে' দিলেই, সেই তপস্বী রামের কথার উপযুক্ত প্রত্যুত্তর দেওয়া হবে।

অঙ্গ।—(অঙ্গের রোঁয়া ফুলাইয়া)

যদি না হতেম আমি পরাধান শ্রীরামের
দৌত্য-কার্য্য-ভারে,
—তীখন করাতি-সম বিষম নখের ক্রূর
প্রচণ্ড প্রহারে
শিথিলিয়া শিরোবন্ধ, ছিন্ন করি' দশমুণ্ড
দশদিকে না বিলায়ে বলি-উপহার
কভু না নিবৃত্ত হত এ রোষ আমার।
[লম্ফ দিয়া প্রস্থান।

রাবণ।—(নিরীক্ষণ করিয়া) কি আশ্চর্য্য! জাতি-সুলভ চাপল্য কখনই ঘোচবার নয়।

প্রহস্ত।—এখন মহারাজের কি আদেশ হয়, শোনবার জন্য হৃদয় উৎকণ্ঠিত হয়ে আছে।

রাবণ।—এ বিষয়ের আদেশ কি আবার জিজ্ঞাসা করতে হবে?

ভুবন-প্রখ্যাত বল শক্রনাশী সমুদ্ধত
রাক্ষসের দল
অবস্থিত চারিধারে ;— এখনি ভাঙিয়া ফেল
দ্বারের অর্গল।
খুলে দাও বহির্দ্বার, শক্রনাশী অস্ত্র, ভুজে
করি, আস্ফালন
উৎকট এ মর্কটের বৃথোত্থান লম্ফ ঝম্প
করহ খণ্ডন।

প্রহস্ত।—যে আজ্ঞে মহারাজ।
[প্রস্থান।

(নেপথ্যে ঘোর কলরব)

সকলে।—

(পুনঃপ্রবেশ)

বধিতেছে রক্ষোগণে
ভীমমূর্ত্তি কপি-বীর যত
চারিদিকে বাঁধে বেদী
রক্ষ-মুণ্ড ভেদি' অবিরত।
যাহারা ক্রোধান্ধ হয়ে, বাহির হইতে চায়
পূর্ব্বেই তাদের সবে করিছে ছেদন।
নিঃক্ষেপিয়া গণ্ড-শৈল মহাবেগে ইতস্ততঃ
পুর-দ্বার চারিদিকে করিছে ভগন॥

[সভয়ে প্রস্থান।

রাবণ।—(ঊর্দ্ধদিকে অবলোকন ও সক্রোধে উৎপ্রেক্ষণ) কি?—আমার বিদ্বেষী ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতারাও আত্মজ্ঞানরহিত হয়ে আমার বিরুদ্ধে উত্তেজিত হয়েচেন? আচ্ছা, দেবি! তুমি অন্তঃপুরে যাও। আমি এখন :—

কতিপয় ভুজে মোর, মুখ্য কপি বীরগণে
মহাবেগে দিকে দিকে করি' নিঃক্ষেপণ ;
অন্য দক্ষ বাহু দিয়া যুদ্ধ অভিনয়-নট
তাপস-অঙ্কুরদ্বয়ে করিব পেষণ।
রাম মোর ছিদ্র—ইহা মনে মনে ভাবি' যারা
বৃথা সেই ছিদ্র মাত্রে করিল আশ্রয়,
—বাকি বাহু দিয়া টানি' সেই দুষ্ট দেবগণে
পাঠাইব কারাগারে হইয়া নির্দ্দয়।
[বিকটভাবে পরিক্রমণ করিয়া প্রস্থান।

দৃশ্য—আকাশ-মার্গ

(রথে সারথি মাতলির সহিত পরিজন-পরিবৃত ইন্দ্রের প্রবেশ)

মাত।—দেব দিবস্পতি! এই লঙ্কা অভিমুখে :—
প্রলয়-বিপ্লব-কালে মহাঘোর সুবিকট
গর্জে যথা সপ্তসিন্ধু
একসঙ্গে করি' মহারোষ—
সেইরূপ লক্ষ লক্ষ শক্রদের লম্ফ-ঝম্পে
রক্ষদের যাতায়াতে,
সমুত্থিত প্রচণ্ড নির্ঘোষ।

তাই মনে হয়, রাক্ষসাধিপতি রাবণ যুদ্ধার্থে বহির্গত হয়েচেন।

ইন্দ্র।—সারথি! দেখ দেখ :—

ঘোর আক্রমণ দেখি' রক্ষ-পতি লয়ে সাথে
জ্ঞাতি পুত্র দাস শত শত,
উদ্‌ঘাটি' কপাট ঝট্‌, তাড়ায়ে মর্কট সব,
পুরী হতে হল বহির্গত।

(শব্দ শুনিয়া) আঃ! উত্তরদিক হতে কনক-কিঙ্কিণী-জাল-ঝঙ্কৃত রথে কে না জানি সবেগে এই-দিকে আস্‌চে?

সারথি।—(নিরীক্ষণ করিয়া) যাঁকে আপনি অনুগ্রহ করে' গন্ধর্ব্ব-রাজ্যে অভিষিক্ত করেছেন, সেই চিত্ররথ।

(বিমানারূঢ় চিত্ররথের প্রবেশ)

চিত্র।—দেবরাজের জয়!

ইন্দ্র।—গন্ধর্ব্বরাজ! সমর-দর্শনের জন্য কি তোমার ঔৎসুক্য হয়েচে?

চিত্র।—তাও বটে, আবার তা ছাড়া আরও কিছু প্রয়োজন আছে।

ইন্দ্র।—অন্য কি প্রয়োজন?

চিত্র।—অলকেশ্বরের আদেশ।

ইন্দ্র।—কিরূপ?

চিত্র।—তিনি আমাকে বল্লেন :—

জন্ম-কাল হতে যে গো প্রবল আধির সম
আমারে ও ত্রিলোকেরে
দিয়াছে মরম-পীড়া অতি দুনিবার
—বিধির বিপাক-বশে আজি সেই রাবণের
আসিয়াছে মৃত্যু-দিন,
—শুভাশুভ ফলাফল জেনে এসো তার।"

তাই, এই কথা জান্‌বার জন্য আমাকে তিনি পাঠালেন।

ইন্দ্র।—কি?—সমকুল-প্রসূত ব্যক্তিদেরও এই-রূপ মনের ভাব?

চিত্র।—সহোদর ভ্রাতারাও যে পরস্পর শত্রু হবে, তাতে আর বিচিত্র কি? কেন না, কুবেরের রত্ন ও পুষ্পক-রথাদি সেই দুর্বৃত্ত রাবণ হরণ করে-ছিল, এ কথা তো সুপ্রসিদ্ধ।

অথবা :—

ত্রিলোকের মাঝে আছে
সুপ্রসিদ্ধ জীব-জন্তু যত
—উদ্ধত ব্যাভারে তার
বহু ক্লেশ পেয়ে নানামত
শ্রীরামের প্রতি তারা অনুরাগ-ভরে
প্রতীক্ষা করিছে তাঁর বিজয়ের তরে।

ইন্দ্র।—(নিরীক্ষণ করিয়া) গন্ধর্ব্বরাজ! সুবেল-গিরির এই অধিত্যকা হতে বানরেরা কিল-কিল-কোলাহলে দিক মুখরিত করে', ছত্রভঙ্গ হয়ে, ঊর্দ্ধ-শ্বাসে যেরূপ ছুটেচে, তাতে মনে হয়, রাবণের অস্ত্রে তারা আহত হয়েচে।

চিত্র।—দেবরাজ! দেখ দেখ :—

মহারথী রক্ষোনাথ সুবিষম গিরি-শিরে
চালাইয়া রথ
শিঞ্জিনী-নির্ঘোষে তার, প্রতিধ্বনি-পূর্ণ করি'
প্রান্ত-গিরি যত,
সমস্ত এ গগনের বিবর-বিস্তার
তুলিল বধির করি'—এমনি টঙ্কার।

ইন্দ্র।—দেখ গন্ধর্ব্বরাজ! সংগ্রামের রীতি-অনুসারে উভয়ের যুদ্ধ-সজ্জা সমান হয়নি—(আবেগ-সহকারে) সারথি! সারথি! রামভদ্রকে আমার এই সাংগ্রামিক রথটি উপহার দেও। আমি গন্ধর্ব্ব-রাজের বিমানে আরোহণ করচি।

(তথা করণ)

সারথি।—যে আজ্ঞা মহারাজ! [প্রস্থান।

চিত্র।—যেরূপ তুমুল যুদ্ধ চল্‌চে, তাতে ভাল করে' নিরীক্ষণ না করলে কিছুই বোঝা যায় না। দেখুন না কেন :—

রক্ষ-কপি-বীর সবে উভয়ের অস্ত্রক্ষেপে
উভয়ে বিহ্বল-চিত্ত
—উভে হতজ্ঞান।
ক্রমে হল কাছাকাছি, ছত্র-ক্রম গেল ঘুচি,
চুলাচুলি ঘুসাঘুসি
বাধিল সংগ্রাম।
বিষম তুমুল রণে পরস্পর প্রহরণে
বিমর্দ্দিত নিষ্পেষিত
শরীর সবার।
তাহা হতে রক্তধারা বহে প্রবাহের পারা
রুদ্ধ হ'ল রণ-ভূমি
—পথ চলা ভার।

কোন বীর, রুণ্ড হতে মুণ্ড কারো করি' খণ্ড
বিশাল দোর্দ্দণ্ড-বলে,
শত্রুর বিকট দেহ করিয়াছে বিনিক্ষিপ্ত
সমর-অঙ্গন-তলে।
জীর্ণ চিত্রকূট সম প্রকাণ্ড সে বপু তার
—তাহার পতন-ভারে
কোটি কোটি শূর-কীট পড়িয়া তাহাতে চাপা
বিলীন গো চারি ধারে।

ইন্দ্র।—গন্ধর্ব্বরাজ! এই দিকে, এই দিকে:—
প্রাস-বিদ্ধ বীর-অঙ্গে রক্তধারা ছুটে রঙ্গে,
অগ্রমাংস তাহে সংলগন।
সে মাংসের লোভ-বশে গৃধ্রাজ আসি বসে
—রোম-চ্ছায়া যার অতুলন।
সংগ্রামেতে দিয়া ভঙ্গ, রুধিরাক্ত-সর্ব্ব-অঙ্গ
শস্ত্র-ক্ষত যত বীরগণ,
ওই গৃধ্র-রোম-চ্ছায়ে বিষম উত্তাপ দায়ে
বিশ্রাম করয়ে কিছুক্ষণ।

এ দিকে আবার:—
বীরগণ যাহাদের বিদীর্ণ ত্বকের ঘের,
যাহাদের মাংস সব
দলিত পেষিত;
ধমনী হয়েছে ছিন্ন মহা অস্থি-স্নায়ু ভিন্ন
অন্ত্রচয় যাহাদের
স্পষ্ট সুলক্ষিত;
—তাহারাও রণে মাতি শত্রু-দিকে বক্ষ পাতি
প্রহার প্রতীক্ষা করে
হয়ে ধৈর্য্যান্বিত।

চিত্র।—দেবরাজ! রক্ষপতির এই সৈন্য-বিন্যাস-পদ্ধতি অতি অপূর্ব্ব!

সমরাগ্রে ভৃত্যবর্গ, বেষ্টিত অনুজগণে
মেঘনাদ পার্শ্বে অবস্থিত।
অন্য পার্শ্বে কুম্ভকর্ণ —বীর-মাঝে সুদুর্ম্মদ—
অসময়ে নিদ্রা-উদ্বোধিত।
পৃষ্ঠভাগে অবস্থিত দশানন-জননীর
ভীষণ বিকট জ্ঞাতিগণ;
মধ্যেতে আছেন বসি বিন্ধ্যবৎ রথ-শিরে
দুর্বিগাহ লঙ্কেশ রাবণ।

ইন্দ্র।—দেখ গন্ধর্ব্বরাজ! আক্রমণে অভিনিবিষ্ট-চিত্ত হয়ে, সম্মুখে শত্রুদের নিরীক্ষণ করেও, রামভদ্র কেমন নির্ভয় নিষ্কম্প! অথবা, এই তো উচিত। কেন না, এ কথা চির-প্রসিদ্ধ—

ঘোর ঝঞ্ঝা দিবানিশি বহে যদি দিশি দি
মহাসার কুল-গিরি
কিঞ্চিৎও কম্পিত তাহে
নহে কদাচন।
গাম্ভীর্য্য-গরিমা, আর অক্ষত মহিমা যাঁ
সেই ব্রহ্মমূর্ত্তি সিন্ধু
কভু নাহি করে ত্যাগ
মর্য্যাদা আপন॥

চিত্র।—দেখ দেখ!

মেঘনাদ-বধ-তরে ধনু আকর্ষণে ব্য
যাঁহার অঙ্গুলী-কিসলয়
—সেই ভক্তি-নম্র ভাই লক্ষ্মণেরে কষ্টে ত্যজি
স্থানান্তরে হইয়া উদয়
রঘুপতি রাম এবে —সমর-কুশল যে
কুম্ভকর্ণ আর সে রাবণ—
লক্ষ্য করি' তাহাদের, পুনঃ পুনঃ ধনুগু
পরশিয়া করেন মার্জ্জন।

আমার মনে হয়, এ অতি দুষ্কর ব্যাপার।

এই সব রক্ষবীর সবে মিলি একসা
একই কালে করিতেছে রণ।
স্বরঘ-কুল-অঙ্কুর শ্রীরাম ও লক্ষ্মণে
একে একে করি' আক্রমণ,
কোটি কোটি শস্ত্র-জাল মুহুর্মুহু বরষি
চতুর্দ্দিকে করে আচ্ছাদন।

অথবা, এমনই কি দুষ্কর:—

ইহারাও দুই জন শ্রীরাম আর লক্ষ্
শত্রু-শস্ত্র নিজ বাণে
করি খান্ খান্
প্রকটি' প্রভাব-শক্তি —অক্ষত-মহিমা-দীপ্তি—
রণস্থল-মাঝে দেখ
কিবা শোভমান।

(চারিদিকে অবলোকন করিয়া)

কি আশ্চর্য্য! এই বানরদের মধ্যে পাঁচ-ছয় জন, নিজনামের যোগ্যতা প্রকটিত করে' কেবল রামভদ্রের চরণ-সেবাতেই নিযুক্ত। দেখ না কেন—

সুগ্রীব রথের আগে, অঙ্গদ সে পৃষ্ঠভাগে
পার্শ্বে ভাবী লঙ্কাধীশ,
আর জাম্বুবান।
অনুজ লক্ষ্মণ-পাশে
রহে হনুমান॥

(চিন্তা করিয়া) রামভদ্রের পাদ-পদ্ম-সেবকদের উভয় পক্ষেই মঙ্গল। কেন না—

স্বামি-ভক্তি, আর ধৈর্য্যে অক্ষত-শরীরে এরা
কিবা অবস্থিত।
রক্ষোগণ-আক্রমণে অন্য কপিদের মাঝে
দৈন্য সুলক্ষিত॥

ইন্দ্র।—দেখ গন্ধর্ব্বরাজ! মনুষ্য-লোকে বাৎসল্যই সমস্ত ইন্দ্রিয়-বশীকরণের চূর্ণ-মুষ্টি-স্বরূপ। কেন না—

ক্ষিপ্রহস্ত-আদি গুণে লক্ষ্মণেরে কিছুমাত্র
ন্যূন বলি' নাহি হয় জ্ঞান।
আবার, সে খ্যাতনামা শূর-শ্রেষ্ঠ মেঘনাদও
লক্ষ্মণেরি তুল্য বলবান্।
রাবণ ও রঘুপতি তাঁহারাও তুল্য অতি;
কিন্তু যবে পরস্পরে
ঘোরতর হয় বাণ-বৃষ্টি।
সেই সংগ্রামের স্থানে দুই স্নেহাস্পদ-পানে
উভয়েরি ছুটে স্নেহ-দৃষ্টি॥

চিত্র।—দেবরাজ! এই তো উচিত কাজ। মহাত্মারা যে বাৎসল্যের অনুসরণ করেন, সে তো প্রসিদ্ধই আছে।

(বিস্ময় ও ঔৎসুক্য-সহকারে) দেখুন দেবরাজ—

হইয়া মরম-বিদ্ধ
লক্ষ্মণের বজ্রসম শরে
কুপিত রাক্ষস-দল
যায় ধেয়ে সম্মুখ-সমরে;
রক্ষোনাথও কতিপয় পুত্রে হেরি' রণস্থলে
যুদ্ধে নিপতিত,
রাম সনে যুদ্ধ ত্যজি' মেঘনাদ-পার্শ্বে দ্রুত
হন অধিষ্ঠিত।

এইবার রামভদ্রের অমঙ্গল হবে বলে' আশঙ্কা হচ্চে।

ইন্দ্র।—গন্ধর্ব্বরাজ! অমঙ্গল আবার কিসের? কুকুৎস্থ-কুল-অঙ্কুরদিগের অচিন্তনীয় মহিমা চির-প্রসিদ্ধ। দেখ না কেন—

দশানন হইলেও বীর-সমাজের মাঝে
অদভুত রণে শোভমান,
শত শত রক্ষোনাথে একশরে বিনাশিতে
পারে এই মহাবীর রাম।

চিত্র।—দেবরাজ! বহু জনের আক্রমণেও যে ব্যক্তি সফলতা লাভ করে, তার জয় জনসংখ্যার উপর নির্ভর করে না। দেবরাজ! এই দিকে একবার অবহিত হয়ে দেখুন—

এই দিকে মহাবেগে
হইলে গো রাবণ নির্গত,
যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী কুম্ভকর্ণ
রাম-শরে হইয়া বিক্ষত
উচ্চে করে হাহাকার; এইরূপ পিতৃ-দশা
করিয়া দর্শন
কুম্ভনামে পুত্র তার —মূর্ত্তিমান গর্ব্ব, কিম্বা
ভূধর জঙ্গম—
অতিরোষে মহাবেগে হয়ে ধাবমান
পিতার নিকটে আসি হয় অধিষ্ঠান।

(বিস্ময় সহকারে) অহো! মর্কট জাতির কি ছিদ্র-সঞ্চারিতা!—রন্ধ্র দেখলেই তার মধ্যে প্রবেশ করে। কেন না—

কুম্ভ যবে ধাবমান
রাম-প্রতি হয়ে অতি ক্রুদ্ধ,
ইতিমধ্যে রণস্থলে
কপি এক তারে করে রুদ্ধ।

(সবিশেষ নিরীক্ষণ করিয়া) এ কি! এ যে সুগ্রীব।

রুদ্ধ করি' বাহু-দণ্ডে মহাবলে করিয়া পীড়ন
ভূমে ফেলি করে বিদলিত।
তাহাতেও নহে তুষ্ট, ক্রোধান্ধ হইয়া পুন
মাষবৎ করে নিষ্পেষিত॥

(আশঙ্কার সহিত)

ইহা দেখি' কুম্ভকর্ণ অতিশয় দ্রুতগতি
আক্রমিয়া সুগ্রীবেরে করিল ধারণ।
সুগ্রীবও নিপুণ অতি নিজেরে মোচন করি'
স্বসা-সম নাসা তার করিল ছেদন॥

ইন্দ্র।—গন্ধর্ব্বরাজ! এই দিকে, এই দিকে।

অনুজ লক্ষ্মণ ওই
রক্ষোনাথ-মেঘনাদ-প্রতি
কি যে অস্ত্র হানিয়াছে
—অনির্ব্বাচ্য অদ্ভুত অতি
যার লাগি ক্রোধে অন্ধ
হইয়াছে উভয়ে সম্প্রতি।

অহহ! এইবার লক্ষ্মণের রক্ষা পাওয়া দুষ্কর দেখছি। দেখ না কেন :—

মন্ত্রের প্রভাবে যার গতি অবিদিত
—নাগপাশ হানিল গো সেই ইন্দ্রজিত।
দুর্ভেদ্য অস্ত্র সেই খণ্ডিল লক্ষ্মণ;
হেনকালে মহারোষে আসি' দশানন,
শতঘ্নী দিয়া মর্ম্ম বিঁধিল সবলে
মূর্চ্ছিয়া লক্ষ্মণ পড়ে হনুমান-কোলে॥

চিত্র। দেবরাজ! এইবার লক্ষ্মণ অত্যন্ত আহত হয়েছেন। ভাইকে মূর্চ্ছিত দেখে রামের চিত্ত যুগপৎ করুণা ও বীররসে পূর্ণ হওয়ায় মূর্চ্ছিত লক্ষ্মণকে দেখবার জন্য উৎসুক হয়ে বিভীষণের নিকট হতে যেমন তিনি আসবেন, অমনি রাক্ষস-সৈন্য চারিদিকে তাঁর গতিরোধ করলে, কিন্তু তিনিও তৎক্ষণাৎ তার প্রতিবিধান করলেন।

যে অবস্থা শঙ্করের হয় সেই পুরাকালে
ত্রিপুর-বিজয়ে,
সেইরূপ অবস্থায় রঘুপতি রাম এবে
অবস্থিত হয়ে
ক্ষণমাত্রে শরজালে কুম্ভকর্ণে খণ্ডে খণ্ডে
করিয়া ছেদন,
রক্ষ-সৈন্যে ভস্ম করি' অতি ব্যগ্র হয়ে তথা
করিলা গমন।

(নিরীক্ষণ করিয়া) অহো! রঘুপুঙ্গবের কি বাৎসল্য-মহিমা! উনি অনুজের অবস্থা নিজ হৃদয়ে যেন প্রত্যক্ষের ন্যায় অনুভব করচেন। (চারিদিকে নিরীক্ষণ করিয়া সহর্ষে) আ, বাঁচা গেল। রঘুকুল-কুমার দুটি এখনও নিরাপদে আছেন। কেন না, সপরিবারে রাবণও এখন এই মহাবিপদ-সাগরে বিক্ষুব্ধ-চিত্ত (পুনর্ব্বার দুজনকে নিরীক্ষণ করিয়া) কিন্তু এখনও যে মূর্চ্ছিত দেখ্‌ছি। বড়ই চিন্তার বিষয় হল। কেন না :—

বহু ছল জানে এই রিপু রক্ষোগণ,
তাহাতে অবশ তনু এবে দুই জন।
বানর সহায় যত তারাও বিহ্বল;
এই তো অবস্থা—দেখি, কিবা হয় ফল।
না জানি বিধাতা এখন কি করেন।

ইন্দ্র।—গন্ধর্ব্বরাজ! কেন তুমি এরূপ আশঙ্কা করচ? দেখ, লক্ষ্মণকে বাঁচাবার জন্য, অচিন্ত্য-মহিম মহাশক্তি-সম্পন্ন বীরাগ্রগণ্য হনুমানকে বলা হয়েচে। সম্প্রতি :—

রোম-কূপ প্রস্ফুরিত করি' হনুমান
—প্রলয়ের রক্তোবৃষ্টি যেন মূর্ত্তিমান—
লম্ফ দিয়ে উঠে বেগে অন্তরীক্ষ-তলে,
লাঙ্গুলাগ্রে টলাইয়া নক্ষত্র-মণ্ডলে।
যেমন মনের তার ঔৎসুক্য অপার
—তারি উপযুক্ত এই উদ্যোগ-ব্যাপার।
কোথা হতে গিরি এক করি' আহরণ,
মুহূর্ত্তে সুবিজ্ঞ হনু করে আগমন।

চিত্র।—(সোল্লাসে) দেবরাজ! দেখুন।
চন্দ্রের আলোক লভি' কুমুদ যেমনি,
লউহ লভিয়া যথা অয়স্কান্ত-মণি,
ভবসিন্ধু-গতজন লভি' তত্ত্বামৃত,
—সেইরূপ গিরি-বায়ু হনুর আনীত
আঘ্রাণিয়া দুইজনে লভিল চেতনা,
দ্রব্যবিশেষের হেন অজ্ঞেয় মহিমা!

(দক্ষিণদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) এ কি! লঙ্কে প্রলয়ের উদ্বেল সমুদ্রের মত আবার যে শত্রু-আক্রমণে ধাবমান। (মনে মনে বিচার করিয়া) সম্প্রতি ধর্ম্মযুদ্ধের বিধানে নিবারিত হয়ে, রাবণ মেঘনাদ প্রভৃতি রাক্ষস-সৈন্যের বহুতর প্রধান ব্যক্তি, রাম-লক্ষ্মণের প্রতি এখনও উপেক্ষা করচেন এবং রাম-লক্ষ্মণও সহস্র সহস্র রাক্ষস-কীটদের এখন গণনার মধ্যেই আনচেন না।

(পুনর্ব্বার লক্ষ্মণকে নিরীক্ষণ করিয়া)
শাণে ঘসা মণি যথা,
মেঘ-মুক্ত যথা দিনমণি,
নিষ্কাশিত অসি যথা,
চ্যুত-চর্ম্ম ভুজগ যেমনি,
মোহ-মুক্ত হয়ে এবে
শোভিতেছে লক্ষ্মণ তেমনি।

জয় জয় দিব্যৌষধি !
কিবা তার অচিন্ত্য মহিমা !
সুসম্ভব অসম্ভব
কিছু তাহে নাহি দেখি সীমা ॥

(নিরীক্ষণ করিয়া) এ কি ! কপি-রাক্ষসদের মধ্যে আবার যে যুদ্ধ আরম্ভ হয়েচে দেখ্‌চি। দেখ না কেন :—

অবিরাম যুদ্ধমাঝে পরস্পরে স্পর্দ্ধা করি'
অহমিকা-ভরে
—রাক্ষসেরা তীব্র বাণে কপিগণ তীক্ষ্ণ নখে—
বিঁধে পরস্পরে।
রণ-ভূমি বিদলিত তাহা হতে সমুত্থিত
ধূলিজাল-কণ
সুরভিত চূর্ণরূপে বীরগণ নিজ বুকে
করে তা ধারণ।

(সবিশেষ নির্দ্ধারণ করিয়া) সন্ধ্যার ঘন অন্ধকারে ও প্রাতের অরুণালোক যে প্রভেদ, এই রাক্ষস ও বানর-সৈন্যের মধ্যে সেইরূপ প্রভেদ দেখা যাচ্চে। দেখ না কেন :—

যেথা যেথা রক্ষ-সেনা প্রতিক্ষণে হইতেছে
অতীব ক্ষয়িত
—সেখানেই কপিসেনা অনন্ত-গুণেতে পুন
হয় গো বর্দ্ধিত।

ইন্দ্র।—গন্ধর্ব্বরাজ! এই দিকে আবার ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত।

রক্ষোনাথ রঘুনাথ
—এ দিকে লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিত
রণ-স্থল-মাঝে দোঁহে
দ্বন্দ্বভাবে এবে একত্রিত।
মহাশক্তিশালী উভে ধনুর শিক্ষায় দোঁহে
কেহ নহে ন্যূন।
দিব্য অস্ত্র-সঞ্চালনে আর প্রতীকারে তার
উভয়ে নিপুণ।
দোঁহে রণে মহাবীর্য্য করিয়া প্রকাশ
প্রস্যাপ-সম দোঁহে সৈন্য করে নাশ।

চিত্র।—দেবরাজ! এই দুই মহাবীরের যুদ্ধপ্রভাব বহুবিস্তৃত।

এ দুই যুগলবীর সিংহ-নাদে পূর্ণ করে
ককুভ-মণ্ডল,
শরজালে ব্যোম, আর অরাতির দেহ-খণ্ডে
সর্ব্ব ধরাতল।
আমাদেরো দৃষ্টি-পথ
নেত্র-জলে হইল আবিল
সহসা রোমাঞ্চ, আর
কম্পন এ দেহে দেখা দিল।

(সবিশেষ দেখিয়া) প্রত্যক্ষ ও অনুমান-প্রমাণের দ্বারা একই বস্তুর কতটা প্রভেদ উপলব্ধি হয়। দেখ না কেন :—

রাবণের বীর্য্য হতে রাম-বীর্য্য রণস্থলে
প্রত্যক্ষ নিরখি দশগুণ পরিমাণ।
আর, পার্শ্ব-নিপতিত রক্ষ-মুখ্যদের হেরি'
অনন্ত গুণ বলি, হয় অনুমান ॥
যেমনি রাক্ষসগণ অস্ত্র-ধৃত-ভুজ-কেতু
করিয়া ঘূর্ণিত
বহুবল-দর্প-ভরে যুঝিতে যুঝিতে সবে
হল উপনীত
—অমনি রামের সেই শর-পক্ষ-সঞ্চালিত
পবনের ভরে
দীপ্ত যে প্রতাপানল —পতঙ্গ-সমান তাহে
ঝাঁপ দিয়া পড়ে।

(চিন্তা করিয়া) এই সৃষ্টি পাঞ্চভৌতিক বলেই প্রসিদ্ধ। তাই :—

সমগ্র যে ত্রিভুবনে না হইত পর্য্যাপ্ত
রক্ষদের দাঁড়াবারো স্থান
—পঞ্চত্ব লভিয়া এবে ভূমি মাত্রে লীন হয়ে
এবে তারা করে অবস্থান।

ইন্দ্র।—গন্ধর্ব্বরাজ! দেখ, এই রাম-লক্ষ্মণ কি আশ্চর্য্যরূপেই প্রতারিত হচ্ছে। কেন না :—

রাম-লক্ষ্মণের বাণে রাবণের এক মুণ্ড
যেই ছিন্ন হয়
অমনি তাহার স্থানে অনন্ত মস্তক আসি'
হয় গো উদয়।
আর, মেঘনাদ-গুণ অতুলন, বর্ণিবারে
কে বল সক্ষম ?
রাম-লক্ষ্মণেরো দেহে অচিন্ত্য প্রভাব কিবা
—যাতে কদাচন

ধৈর্য্য ও উৎসাহের না হয় বিরাম
—শিরশ্ছেদেও ক্ষান্ত নহে ধমুর্ব্বাণ।

(নেপথ্যে)

ওগো রামভদ্র! যে অস্ত্র-প্রয়োগে ঐ দুরাচারের বধসাধন হতে পারে, সেটিকে কেন উপেক্ষা করচ? অবহিত হয়ে শ্রবণ কর :—

সীতারে লভহ তুমি, লভুক উচিত প্রীতি
এ তিন ভুবন ;
—বিভীষণ লঙ্কাপুরী ; লভুক রাবণ পুনঃ
দেবত্ব আপন।
কি আর বলিব বল, যে সকল মুনিগণ
প্রত্যক্ষ করিয়াছেন পরম-তত্ত্বরে
তাঁহারা লভেন যেন পরম পবিত্র শান্তি
প্রসাদ-আনন্দ-পূর্ণ আপন অন্তরে।

চিত্র।—(শুনিয়া) কি আশ্চর্য্য! দেবর্ষিরাও যে ওদের বধের জন্য রাম-লক্ষ্মণকে ত্বরা দিচ্চেন। অথবা, দুষ্ট-দমনে কার না মনস্তুষ্টি হয়?

(ব্যস্তসমস্ত হইয়া বিস্ময় ও ঔৎসুক্যের সহিত)

দেবরাজ! দেখুন :—

রাম ও লক্ষ্মণ দোঁহে করিয়া স্মরণ
ব্রহ্ম-অস্ত্র আর দিব্য-অস্ত্র নারায়ণ
—সেই সব অস্ত্র-বাণে ক্রমশ যখন
রাবণ ও রাবণি-মুণ্ড করিলা ছেদন
—রণভূমে পড়ে দেহ তাদের দোঁহারি,
অন্তঃপুরে মূর্চ্ছা যায় যত রক্ষ-নারী।
আকাশ হইতে রাম-লক্ষ্মণের শিরে
সুমঙ্গল পুষ্প-বৃষ্টি হইল অচিরে।

ইন্দ্র।—(নেপথ্য-অভিমুখে অবলোকন করিয়া সোল্লাসে) গন্ধর্ব্ব-রাজ! দেখ, এই সুপ্রসিদ্ধ ত্রিভুবন-শত্রু দশাননের নিধন-বৃত্তান্ত শুনে সুমনা মহর্ষিগণ অতীব আনন্দিত হয়ে, মহোৎসব উপভোগ বাসনায় আমার প্রতীক্ষা করচেন। আমি তবে এঁদের মনোরথ সম্পাদনার্থে এখনি যাত্রা করি। তুমিও এই সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করে' প্রিয়সখা অলকেশ্বরকে পরিতুষ্ট কর গে।

[পরিক্রমণ করিয়া সকলের প্রস্থান।

ইতি ষষ্ঠ অঙ্ক।

সপ্তম অঙ্ক

(শোকাকুলা লঙ্কার প্রবেশ)

লঙ্কা।—(আক্রোশ সহকারে) হা মহারাজ দশানন! ত্রৈলোক্য-বিজয়ী দুর্দ্ধর্ষ দুঃসাহসী মহাবীর! সকল-রাক্ষস-লোক-প্রতিপালন-সমর্থ মহাবাহু! হা কেকসী-পুত্র-তিলক। হা বন্ধুজনবৎসল! এখন আমি তোমাকে কোথায় দেখতে পাব? হা কুমার কুম্ভকর্ণ! হা বৎস মেঘনাদ! কোথায় তুমি? আমার কথার উত্তর দেও। কি?—কেহই আর কথা কচ্চে না? হা দুষ্টদৈব-দুর্ব্বিপাকগ্রস্ত! তোমার শেষে কি না এই পরিণাম?—অথবা তোমাকে কেন আমি বৃথা তিরস্কার করি?—আমারই দুশ্চরিতের এই ফল!

(অলকার প্রবেশ)

অল।—অহো! রক্ষপতির এ কি দশা-দুর্বিপাক! এই বিপুল রাক্ষস-সৃষ্টি মুহূর্ত্তমধ্যে বিনষ্ট হয়ে শেষে কিনা শুধু বিভীষণ মাত্র অবশিষ্ট রইল! (শব্দ শ্রবণ করিয়া পরিক্রমণ) কি?—আমার কনিষ্ঠা ভগিনী লঙ্কা, অভিনব ভর্ত্তৃ-বিরহ-ব্যথায় বিধুর হয়ে ক্রন্দন করচেন? (নিকটে আসিয়া) ভগিনি! আশ্বস্ত হও! আশ্বস্ত হও!

লঙ্কা।—(দেখিয়া) এ কি! আমার ভগিনী অলকা যে।

অলকা।—ভগিনি! ধৈর্য্য ধর, ধৈর্য্য ধর—এইরূপই সংসারের গতি।

লঙ্কা।—ভগিনি! আমার আর সান্ত্বনা কোথায়, এখন আমার কেবল যুবতিজনেরাই অবশিষ্ট রইল। শুনতে পাই নাকি, এখন বিভীষণই একমাত্র কুলতন্তু—বংশধর যে বেঁচে আছে। কিন্তু এই হতভাগিনীর এমনি দুর্ভাগ্য, সেও নাকি এখন শত্রুপক্ষের সেবায় নিযুক্ত।

অলকা।—না বোন্, তা নয়—তিনি আমাদের শত্রুপক্ষ নন।

লঙ্কা।—তবে কিরূপ?

অলকা।—তিনি যার শত্রু, সে তো চলে গেছে। ত্রিভুবনের সহিত যাঁর সম্বন্ধ, সেই দাশরথিই এখন আমাদের স্বভাব-মিত্র।

লঙ্কা।—(আশ্বসিত হইয়া) তাই না কি?

অলকা।—হাঁ বোন্, তাই।

লঙ্কা।—আমাদের স্বামীর এ কি বিপরীত পরিণাম!

অলকা।—অনুসন্ধান না করে' কেন এরূপ কথা বল্চ ?

কেন পিতৃ আজ্ঞাক্রমে, ভ্রাতা-মাত্র লয়ে সাথে
দণ্ডক-অরণ্যে রাম করিলে প্রবেশ
যেরূপ গর্হিত কাজ করে তব দশানন
তারি এ সমস্ত ফল জানিবে বিশেষ।

লঙ্কা।—তুমি আবার এই সময়ে এরূপ কথা কেন উপস্থিত করলে ?

অলকা।—শোনো তবে ;—রাবণের বৈমাত্র ভাই কুবের, গন্ধর্ব্ব-রাজ চিত্ররথের কাছ থেকে সমস্ত বৃত্তান্ত জান্‌তে পেরে, আত্মীয় স্বজনদের সান্ত্বনা করবার জন্য, বিভীষণের লঙ্কাভিষেক দেখ্‌বার জন্য, আর, রাবণ-অপহৃত বিমান-রাজ-"পুষ্পক"কে রামভদ্রের সেবায় নিযুক্ত থাকতে উপদেশ দেবার জন্য, আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন।

লঙ্কা।—কি ? ভগবান্ পশুপতির মিত্র স্বয়ং ধনেশ্বর রামভদ্রের সেবা করচেন ?

অলকা।—এতে আর আশ্চর্য্য কি বোন্।

পরমার্থ দর্শীদের ইনিই পরম তত্ত্ব ;
পুরাণ পুরুষ ইনি—জেনো ইহা ধ্রুব সত্য ;
ইনিই প্রকৃতি মূল ত্রিধায় হইয়া ভিন্ন
সাধুদের ত্রাণ-তরে মর্ত্ত্যে অবতীর্ণ।

লঙ্কা।—আচ্ছা, আমাদের প্রভু রাক্ষস-নাথ কি এ কথা জান্‌তেন না ?

অলকা।—তুমি কি জান না, শাপ প্রভাবে তিনি মোহগ্রস্ত হয়েছিলেন ?—তাঁরও কোন অপরাধ নেই।

(নেপথ্যে কলরব)

উভয়ে।—(ব্যস্তসমস্ত হইয়া সভয়ে কর্ণপাত)

(পুনর্ব্বার নেপথ্যে)

ওগো ত্রিভুবন-বাসী প্রাণীগণ ! তোমরা সকলে অবহিত হয়ে শ্রবণ কর :—

বসু, সূর্য্য, রুদ্র সহ
দেবরাজ করি' আগমন
"সাধু সাধ্বী সীতা" বলি'
করিলা সমভিনন্দন।
অনলে প্রবেশ করি' পুনঃ শুদ্ধভাবে সীতা
করে নির্গমন ;
ইনি তব কুল-স্থিতি —সাদরে গ্রহণ কর
ওহে রঘূত্তম !

অলকা।—কি ?—রাবণ-গৃহ-বাস-জনিত কলঙ্ক-সংশয় অপনোদন করবার জন্য, অগ্নি-প্রবেশ-নির্গতা সীতাদেবীকে এই দেবগণও অভিনন্দন করচেন ? অহহ !

পতিব্রতাময় জ্যোতি অগ্নির জ্যোতিতে কিনা
হইল শোধিত ?
—বড়ই আশ্চর্য্য ইহা কিম্বা বুঝি লোকাচার
হ'ল অনুসৃত ॥

লঙ্কা।—(শব্দ শ্রবণ করিয়া) এই যে ! সুমঙ্গল তূর্য্য-ধ্বনি-মিশ্রিত গীতও যে শোনা যাচ্চে।

অলকা।—(নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) এই যে, সীতার অগ্নিশুদ্ধি অনুমোদন করবার জন্য অপ্সরা ও দেবর্ষিগণও এখানে অবতীর্ণ হয়েছেন। আর বিভীষণ রামভদ্রের আদেশে কৃতাভিষেক হয়ে তাঁদের সহিত মিলিত হয়ে পুষ্পকরথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ রামভদ্রের নিকটে যাচ্চেন। এখন তবে এসো ; যিনি নিজ স্বাভাবিক মহিমায় বিরাজমান, সেই মহানুভব মহা-চরিত রামকে দর্শন করে' আমাদের চক্ষু সার্থক করি।

[পরিক্রমণ করিয়া প্রস্থান।

ইতি মিশ্র-বিষ্কম্ভক।

(পুষ্পকরথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বিভীষণের প্রবেশ)

বিভী।—রামভদ্রের আদেশ-অনুযায়ী তো সমস্ত কার্য্যই সম্পন্ন করা হ'ল। সেই আদেশ অনুসারেই মাতলির অভ্যর্থনার পর :—

অনর্গল অশ্রু-ধারে রেখাঙ্কিত গণ্ডস্থল
সুরলোক-বন্দি নারীগণ ;
কনক-কঙ্কণ-চ্যুত, পালয়ে নিয়ম-ব্রত
এক বেণী করিয়া ধারণ ;
ভূমিতলে বিলুণ্ঠিত, ম্লান বস্ত্র পরিধৃত
তাহাদের করিনু মোচন ;
কিবা হাসি-হাসি মুখে স্বর্গধাম-অভিমুখে
এবে তারা করয়ে গমন।

(নিকটে আসিয়া) জয় রামভদ্রের জয় ! মহারাজ ! এই পর্য্যন্ত আপনার আদেশ সম্পাদন করেছি :—

বন্দি-পূর্ণ কারাগার
শৃঙ্খলে ছিল গো অলঙ্কৃত ;
এবে উহা সুদর্শন
স্বর্ণময় পতাকা-শোভিত।

আর, এই সেই "পুষ্পক" নামে বিমান-রাজ :—

অবারিত পথ-চারী প্রভু-ইচ্ছা-অনুসারী
ইহা অনুক্ষণ।
যাহা তব মনোরথ তাহাই বিমান-রথ
করিবে সাধন ॥

রাম।—সাধু লঙ্কেশ্বর! সমস্ত কাজই বেশ সুসম্পন্ন হয়েচে। (সুগ্রীবের প্রতি) সখা সুগ্রীব! এখন আর কি করতে বাকি আছে বল।

সুগ্রীব।—

দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপে তব ত্রিলোক-কণ্টক সেই
হল উন্মূলিত ;
দেবীর কলঙ্ক-কথা অগ্নি-শুদ্ধি-অনুষ্ঠানে
হল প্রশমিত ;
গুণবান্ বিভীষণে অভিষেক করি' হল
প্রতিজ্ঞা পালিত।

সম্প্রতি যখন হনুমান দ্রোণ-পর্ব্বত আন্‌তে গিয়েছিলেন, সেই সময় কুমার ভরত তাঁর নিকট হতে সবিশেষ সংবাদ পেয়ে, সেই অবধি অত্যন্ত বিষন্ন হয়ে আছেন। দেখ হনুমান! তাঁর কাছে একজন দূত পাঠিয়ে দেও। আর, আপনি স্বয়ং "পুষ্পকে" আরোহণ করে' বিমান-রাজকে অলঙ্কৃত করুন।

রাম।—প্রিয়সখা! তোমার যথা অভিরুচি। (তথা করণ)

দৃশ্য—আকাশ-পথ

সীতা।—(চুপিচুপি লক্ষ্মণের প্রতি) আমাদের এখন কোথায় যেতে হবে?

লক্ষ্ম।—দেবি! রঘুকুল-রাজধানী অযোধ্যায়।

সীতা।—বনবাসের নির্দ্দিষ্ট কাল কি উত্তীর্ণ হয়েচে?

লক্ষ্ম।—দেবি! আজই তার শেষ দিন।

সকলে।—(বিমান-গতি নিরীক্ষণ)

সীতা।—(আশ্চর্য্য হইয়া) দূর হ'তে যার দক্ষিণ-ভাগ নির্ণয় করা যাচ্চে না—ঐ বিস্তীর্ণ শ্যামল ভূমি-খণ্ডগুলি কি বল দিকি নাথ?

রাম।—দেবি! ওগুলি ভূমিখণ্ড নয়।

প্রসিদ্ধ যে অষ্ট মূর্ত্তি তাহারি এ অম্বুময়
মূরতি প্রথম ;
কীর্ত্তিত সাগর নামে —বর্ণিতে গাম্ভীর্য্য যার
মানব অক্ষম।

সীতা।—বৃদ্ধদের মুখে শোনা যায়, আমার জ্যেষ্ঠ শ্বশুরেরা নাকি এই সাগর নির্ম্মাণ করেছিলেন। আচ্ছা, ঐ সাগরের মধ্যেও, অভিনব তৃণাচ্ছন্ন ভূমিতে দূর-প্রসারিত শুভ্র বস্ত্রের মত কি ওটা দেখা যাচ্চে?

লক্ষ্ম।—দেবি!

বানর নায়ক যত সোৎসাহে কুতূহলে
আর্য্যের শাসন শিরে
করিয়া ধারণ,
কল্পান্ত কালাবধি লোক-পূজ্য যারা অতি
সে সব দিগন্ত-গিরি
করি' আনয়ন
নিরমল যেই সেতু —রঘু-কীর্ত্তি-স্তম্ভরূপে
জলধির মাঝে দৃষ্ট
হতেছে এখন।

রাম।—(অঙ্গুলীর দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া) দে ভাই লক্ষ্মণ!

চিনিতে কি পারিতেছ এই সব ভূমি-ভাগ
—তমাল-নিকুঞ্জ-পুঞ্জ মিলিত হইয়া যেথা
ছায়া-অন্ধকারময় —শীতল তুষার-সম
ঊর্দ্ধে সুবিস্তৃত স্বচ্ছ মলয়ের তুঙ্গ শৃঙ্গ
—যাহা হতে নিপতিত নির্ঝরিণী-অগণন।

লক্ষ্মণ।—হাঁ। দাদা, তাই বটে। আবার নিকটেই ওদের সেই পুরাতন গুহা।

গর্জ্জনে জর্জ্জর যেথা দিক সমুদায়,
বজ্র-নির্ঘোষে নভ বধিরের প্রায়,
সুপ্রচণ্ড বায়ু-বেগে
মুহুর্মুহু মেঘের সঞ্চার,
ঘন ক্রম-অন্ধকারে
অন্ধীভূত নয়ন সবার,

বংশ-গুচ্ছপরে যেথা
জলধারা হয় বরিষণ
—সেই সে গুহায় মোরা
এক রাত্রি করিনু যাপন।

সীতা।—(স্বগত) হায়! এই হতভাগিনীর দুরদৃষ্টক্রমেই এঁরা এইরূপ অবস্থার পরিবর্ত্তন অনুভব করচেন।

বিভী।—মহরাজ রামভদ্র! ঐ দেখুন, কাবেরী-তীরস্থ প্রসিদ্ধ ভূমিভাগ দেখা যাচ্চে।

এরি প্রান্ত-সীমাবর্ত্তী ভূধর-নিতম্ব-দেশে
শোভে কত পুরাতন
তুঙ্গ বনস্পতি।
তারি তলে, মধুস্রাবী তাম্বুলী ও পুগ-লতা
ঘনীভূতভাবে দেখ
করে অবস্থিতি।
বিরাজে আশ্রম নানা —যেথায় করেন বাস
কল্পস্থায়ী ভূত-সাক্ষী
যত মুনিগণ
—দৃঢ় তপস্যায় যাঁরা আর বেদ-অধ্যয়নে
পরব্রহ্মে করিলা গো
সাক্ষাৎ দর্শন।

এরি অনতিদূরে, দক্ষিণ দিকে, লোপামুদ্রার সুবিস্তৃত পরিসর-ভূমিতে কুম্ভ সম্ভব অগস্ত্যের এই জ্যোতি :—

যাঁহার লীলায় এই অম্বুনিধি, মরুভূমে
হয় পরিণত;
বিন্ধ্যাচল-বৃদ্ধি যিনি খর্ব্ব করি' গর্ব্ব তাঁর
করেন বিগত;
যাঁহার জঠরানলে
ভস্ম হয় বাতাপির দেহ
—অচিন্ত্য প্রভাব তাঁর
পারে কি গো বর্ণিবারে কেহ?

সেই অমিত-প্রভাব মহাত্মাগণ—যাঁরা সকল অন্তরাত্মার সাক্ষিস্বরূপ—তাঁদের বন্দনা কোথা হতেই বা করা যায়?

(সকলের প্রণাম)

(আকাশে)

অনুজের সহ মিলি'
প্রজা তুমি করহ পালন;
কল্পান্ত-স্থায়ী হোক্
যশোরাশি তব হে রাজন্!
লভুক সে অমরত্ব
—রাম-নাম যে করে কীর্ত্তন॥

রাম।—(শ্রবণ করিয়া) সেই মহামুনির ভক্তজন এই অশরীরী বাক্যে পরম অনুগৃহীত হল।

(অন্যদেরও অভিনন্দন)

বিভী।—মহারাজ রামভদ্র! পম্পা-প্রান্তবর্ত্তী এই সমস্ত প্রদেশ বহুকাল হতে পরিচিত হলেও এর নিদর্শনগুলি বলপূর্ব্বক যেন আমাদের নেত্র আকর্ষণ করচে।

এক বাণে বিদ্ধ সেই পরিচিত তাল-খণ্ড
সম্মুখে নিরখি;
এইখানে তব বাণে বালিরে করিলে তুমি
খেলনার কপি;
হেথা তুমি সকৌতুকে নিক্ষেপিলে পদাঘাতে
কবন্ধ-কঙ্কাল-রাশি।
হেথা দেবী-উত্তরীয় দেখিলে রাজন্ তুমি
হনুর নিকটে আসি॥

সীতা।—(স্বগত) কি? আমার উত্তরীয় উনি হনুমানের হাতে দেখেছিলেন?

রাম।—(স্মরণ করিয়া) দেখ দেবি! তোমাকে যখন হরণ ক'রে নিয়ে যায়, সেই সময় "অনসূয়া"-নামাঙ্কিত উত্তরীয়খানি তোমার অঙ্গ হতে স্খলিত হয়ে নীচে পতিত হয়। আমি ব্যাকুল হয়ে তোমার অনুসন্ধান করতে করতে, হনুমানের কাছে এই প্রথম নিদর্শনটি দেখতে পাই।

দরশন মাত্রে হল
শরচ্চন্দ্র নয়নে উদয়;
কর্পূর-পরাগে পূর্ণ
হল যেন গাত্র সমুদয়;
অমৃত-কুম্ভের জলে
সিক্ত হল অন্তর-নিলয়।

সীতা।—(লজ্জিতা)

লক্ষ্মণ।—এই—

পিতৃ-মিত্র গৃধ্ররাজ পাপাত্মা রাবণে করি'
পশ্চাৎ-ধাবন

জরাজীর্ণ দেহ ত্যজি' অভিনব যশো-দেহ
করিলা ধারণ।

সীতা।—(স্বগত) আমার জন্য সেই মহাত্মার এইরূপ দশা হল?

সুগ্রী।—মহারাজ! এই প্রসিদ্ধ দণ্ডকারণ্যের সীমা এইবার ছাড়িয়ে যাওয়া গেল। এখন আমরা সেইখানে এসেচি :—

স্বসা-কর্ণ-নাসাচ্ছেদ প্রতিশোধ-তরে
যেথা আসি' দুষণাদি তব হস্তে মরে।

সীতা।—(কম্পমানা) আবার যে রাক্ষসের কথা শোনা যাচ্চে।

রাম।—আর কোন ভয় নাই—এখন তাদের কেবল নাম মাত্র অবশিষ্ট।

লক্ষ্মণ।—পুরুষোত্তম-পদ-লাঞ্ছিত মধ্যমলোকের আকাশ-প্রদেশটি দেখবার জিনিস বটে।

(রথের উচ্চ গতি)

রাম।—(সবিস্ময়ে নিরীক্ষণ করিয়া)

যে দেবতা আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী পুরুষের
উদ্ভব-কারণ,
ত্রিবেদ-মূরতি-সার তেজের যে মূলাধার
—সেই সে তপন
সন্নিহিত এই পথে; —দেখিতেছি এই রথে
করি' আরোহণ।

(সকলে কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রণাম)

সীতা।—(ঊর্দ্ধে নিরীক্ষণ করিয়া) ও মা! দিনেও যে তারকা-মণ্ডল দেখা যাচ্চে।

রাম।—সূর্য্যকিরণে চক্ষু প্রতিহত হওয়ায়, অতি-দূরত্ব-প্রযুক্ত দিবসে তারকা-মণ্ডল দেখা যায় না। কিন্তু বিমানে আরোহণ করায় সে দূরত্ব আর নাই।

সীতা।—(সকৌতুকে) আহা! গগনোদ্যানে যেন কত ফুল ফুটে আছে।

রাম।—(চারিদিকে অবলোকন করিয়া) এখন জগতের দিগ্‌বিভাগ নিরূপণ করা অসম্ভব। কেন না:—

দূর বলি' স্পষ্টরূপে পৃথিবীর বস্তু কোন
নহে দৃশ্যমান;
আবার এ অন্তরীক্ষ —তাও যেন চারিদিকে
এক-ই সমান।

সুগ্রী।—মহারাজ! ভ্রাতার সৌহার্দ্দ্যবশে যদৃচ্ছাক্রমে দিগ্‌দিগন্তে বিচরণ করে' এখানকার সমস্তই আমি অবগত আছি।

উদয়াস্ত-গিরি এই —যার প্রতি উদয়াস্ত
—চন্দ্র-সূর্য্য-পরে করি'
বিশ্বাস স্থাপন—
তাহাদের ক্রোড়ে বসি' বাল্য ও বার্দ্ধক্য মোর
নিরভয়ে কুতূহলে
করিনু যাপন।

মহারাজ! এই দিকটা একবার মনোযোগ দিয়ে দেখুন:—

কৈলাস, অঞ্জন-গিরি —উভয়েরি তুল্যরূপ
উচ্চতা বিস্তার;
ধরণীর বক্ষে যেন চন্দন কস্তুরী লি[illegible]
দুটি স্তন-ভার।

আর এই দিকে কাঞ্চন-গিরি, আর তার ওদিকে গন্ধমাদন পর্ব্বত। তার পরে যে সকল ভূমি—সে সমস্ত আমাদের মত লোকের অগম্য।

রাম।—(চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, ভয় ও বিস্ময়ে) কি আশ্চর্য্য। সমস্ত জগৎ যেন এখানে একটি স্থানের মত নেত্রগোচর হচ্চে। সমস্ত সৃষ্টি কি বাস্তবিকই এরূপ সীমাবদ্ধ?

সীতা।—ও মা! এ তো কখন দেখিনি—এ কি অদ্ভুত জীব?—না মানুষ না পশু।

রাম।—দেবি! এরা হচ্চে অশ্বমুখী কিন্নর-মিথুন—এইরূপ অনেক জীব এই সব দেশে বিচরণ করে।

বিভী।—এই যে, এই দিকে আসচে—বোধ হয়, এরা অলকেশ্বর কুবেরের দূত।

(নেপথ্যে)

মহারাজ! দিনকর কুলমণি! রামভদ্র! কৈলাস-পতির আদেশে আপনাকে অভিনন্দন করতে আমরা অযোধ্যায় যাচ্ছিলেম, আমাদের শুভযাত্রার পুণ্যফলে ইতিমধ্যেই আপনাকে এইখানে দেখতে পেলেম। তাঁর আদেশ পালন করতে গিয়ে আমাদের বিশেষ উপকার হল—সেই পুরাণ পুরুষের অবতার-শ্রেণীর

মধ্যে যিনি অবস্থিত—সেই পরম জ্যোতির সহিত আজ আমাদের সৌভাগ্যক্রমে সাক্ষাৎ হল।

(প্রদক্ষিণ করিয়া অভিবন্দন)

সকলে।—(নিরীক্ষণ)

(পুনর্ব্বার নেপথ্যে কিন্নর)

বিপন্ন-বৎসল তুমি, জগৎ-জনের তুমি
আত্মীয় বান্ধব !
তুমি গো কমলাকর —যেথা করে বিচরণ
সুধী-হংস সব।
জন্ম-আদি কর্ম্ম-বশে তৃষায় কাতর যত
মনীষী-চকোর
—সহস্র বৎসরাবধি তব যশঃ-সুধাপানে
হয়ে থাক্ ভোর।

(নেপথ্যে কিন্নরী)

যাবৎ ফণীন্দ্র-শিরে থাকে ভূমণ্ডল,
যাবৎ গো অন্তরীক্ষে শোভে গ্রহদল,
তাবৎ ত্রিলোকে, তব পুণ্য-যশো-গীতা
অমল চরিত-কীর্ত্তি— গীত হোক্ সীতা।

রাম-সীতা।—(লজ্জায় সঙ্কুচিত-নেত্র)

অন্যেরা।—এ কথা শুনে আমরা বড়ই সুখী হলেম।

রাম।—লঙ্কেশ্বর!—এখানে আর অধিকক্ষণ থাকা উচিত বলে' মনে হচ্চে না, এখন পৃথিবীর সন্নিকটে যাওয়াই ভাল।

বিভী।—মহারাজ!

সুর-নদী-ধৌত-শিলা এই সে হিমালয়ের
পুণ্য পাদমূল ; —যেন উজ্জ্বল কর্পূর-খণ্ড—
যত জীর্ণ-ত্বকধারী ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ
অধ্যাত্ম বিদ্যার সেবী —তত্ত্বালোকে যাহাদের
নষ্ট মোহ-অন্ধকার —সেই ঋষিদের জ্যোতি
স্বভাব-মধুর সৌম্য জাগে হেথা অনুক্ষণ।

লক্ষ্ম।—দাদা! এই পূর্ব্ব-পরিচিত প্রদেশগুলি ছেড়ে চক্ষু যেন আর কোথাও যেতে চায় না।

রাম।—(নিরীক্ষণ ও স্মরণ করিয়া আবেগ-সহকারে) ভাই লক্ষ্মণ! এই প্রান্তবর্ত্তী তপোবন-প্রদেশগুলি গুরুদেব বিশ্বামিত্রের চরণ-সঞ্চারে পবিত্র হয়ে আছে। এইখানে যাজ্ঞবল্ক্যের শিষ্য দ্বিতীয় বিদেহাধিপতি কুশধ্বজের সঙ্গে থেকে, সেই গুরুজনদের সহিত অমৃতময় বাক্যালাপের আমোদ উপভোগ করে,' সে সময়ে কতই না বাল্যোচিত ক্রীড়া করতেম।

সীতা।—(স্বগত) কাকার কথা হচ্চে না? (চারিদিকে ব্যগ্রভাবে অবলোকন)

রাম।—লঙ্কেশ্বর! যে প্রদেশগুলি গুরুচরণ-পঙ্কজে পবিত্র, বিমানারোহণে তার উপর ওঠা উচিত হয় না।

(নেপথ্যে)

ওগো রাম-লক্ষ্মণ! সেই মহর্ষি বিশ্বামিত্র তোমাদের আজ্ঞা করচেন :—

উভয়ে।—(বিমান-অধিদেবতাকে থামিতে ইঙ্গিত করিয়া) বলুন, আমরা অবহিত হয়ে শুনচি।

(পুনর্ব্বার নেপথ্যে)

অযোধ্যা নগরী-মুখে যাইবার পথে
দেখ যেন বিলম্ব না হয় কোন মতে।
অরুন্ধতী-সহচর মহর্ষি বশিষ্ঠ
করেন প্রতীক্ষা তব হইয়া সতৃষ্ণ।

আমি এখন মাধ্যাহ্নিক অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত—দণ্ড-দ্বয়ের মধ্যে এখনি আস্‌চি।

উভয়ে।—যে আজ্ঞা গুরুদেব। (পুনর্ব্বার বিমানে অধিষ্ঠিত হইয়া)

রাম।—কি আশ্চর্য্য? মহাত্মারাও বাৎসল্য-পরতন্ত্র! তপ ও বেদাধ্যয়নে তাঁদের সময় খণ্ডিত বিভক্ত হলেও, এই বাৎসল্যের প্রভাবেই দেখ তাঁদের এখানে আস্‌তে হচ্চে। অথবা এইরূপই উচিত। কেন না, তাঁরা মৃদুস্বভাব ; কি উপবনের মৃগ, তরু, কি মনুষ্য—সকলেরই প্রতি তাঁদের সমান করুণা। বিশেষতঃ—

সূর্য্যবংশী রাজকুলে
আমাদের শুধু গো উদ্ভব
শাস্ত্র শস্ত্র-জ্ঞানাদিতে
সংস্কার দোঁহা হতে সব।

বিভী।—(দেখিয়া) এ কি! অকাল-নীহার-জালের ন্যায় পৃথিবীর ধূলায় সহসা যে দিক্ আচ্ছন্ন হয়ে গেল!

সকলে।—(সবিস্ময়ে দর্শন)

রাম।—(চিন্তা করিয়া) বোধ করি, হনুমানের কাছ থেকে আমাদের সংবাদ পেয়ে ভরত সসৈন্যে এখানে আস্‌চেন।

(হনুমানের প্রবেশ)

হনু।—(পাদপদ্ম স্পর্শ করিয়া প্রণাম করত) মহারাজ!

পবিত্র চরিত তব অন্তরে করিয়া ধ্যান
এতদিন ভরত আছিলা
কোন মতে;
সংবাদ পাইয়া এবে আমার নিকটে ইনি
ভেটিবারে আসিছেন
দ্রুত এই পথে।
জটা-চীর-ধারী হয়ে অমৃত-আস্বাদময়
রাম নাম মুখে সদা
করি' উচ্চারণ,
আনন্দে উৎফুল্ল যত মন্ত্রিদের সঙ্গে লয়ে
ভরত করেন দেখ
হেথা আগমন!

রাম।—(সোল্লাসে) অগো! এত দিনের পর ভাই, আবার তোমার সৌহার্দ্দ উপভোগ করতে পেলেম—সকল আনন্দের উপর এই আমার চূড়ান্ত আনন্দ।

লক্ষ্ম।—(ঔৎসুক্যের সহিত) সখা হনুমান! দাদা ভরত কোথায়?

হনু।—সৈন্যের সম্মুখে যে পাঁচ ছয় জন দাঁড়িয়ে আছে—আর, তাদের আগে যিনি নিজ অনুজের সঙ্গে রয়েচেন—তিনিই ভরত।

লক্ষ্ম।—(নিরীক্ষণ)

সীতা।—(নিরীক্ষণ করিয়া) এ কি! এ যেন আর কে। তার মত তো দেখাচ্চে না।

বিভী।—ওহে বিমান-রাজ! অনেক দিনের পর আত্মীয়দের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ হল—এইবার আলিঙ্গনাদির দ্বারা এঁরা স্পর্শানন্দ উপভোগ করুন—অতএব তুমি এইবার একটু থামো।

সকলে।—(বিমান হইতে অবতরণ)

(কতিপয় প্রধান পুরুষে পরিবৃত হইয়া ভরত-শত্রুঘ্নের প্রবেশ)।

রাম।—(সবেগে পাদপতিত ভরতকে উঠাইয়া) এসো ভাই, এসো।

বিকসিত পঙ্কজের নালের সমান
রোম-হর্ষ স্পর্শে তব করি' অনুভব;
—ব্রহ্মানন্দ হয় যথা লভি' তত্ত্বজ্ঞান—
সেইরূপ সুখ মোর অন্তরে উদ্ভব।

(গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া)

লক্ষ্ম।—(চরণে পতিত ভরতকে আলিঙ্গন)

শত্রুঘ্ন।—(রাম-লক্ষ্মণকে অভিবাদন)

উভয়ে।—কুলমর্য্যাদার অনুসরণ কর।

ভরত-শত্রুঘ্ন।—(সীতাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া)

সীতা।—কুমার! তোমরা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রিয় হ[illegible]

রাম।—ভাই ভরত-শত্রুঘ্ন!

পোত-রূপে ইঁহাদের পাইয়াছিলাম আমি
সেই মহা বিপদ-সাগরে
কপীন্দ্র সুগ্রীবে এই আর এই ধর্ম্ম-রত
মিত্র লঙ্কেশ্বরে।

এঁদের আলিঙ্গন কর। (সুগ্রীব ও বিভীষণকে প্রদর্শন করিয়া)

ভরত-শত্রুঘ্ন।—(আলিঙ্গন করিয়া যথোচিত সেবা)

ভরত।—দাদা! আমাদের কুল-গুরু মহর্ষি বশিষ্ঠ সিংহাসন গ্রহণের জন্য সমস্ত অভিষেক-সামগ্রী সজ্জিত করে' আপনার প্রতীক্ষা করচেন; এখ[illegible] যেরূপ আজ্ঞা হয়।

রাম।—(স্বগত) মহর্ষি বিশ্বামিত্রের প্রতী[illegible] আমার থাকা উচিত—আবার এদিকে মহর্ষি বশি[illegible] এইরূপ আজ্ঞা করচেন। আচ্ছা, এর সময়োচি[illegible] প্রতীকার করা যাবে। (প্রকাশ্যে) কুলগুরুর য[illegible] আদেশ।

সকলে (পরিক্রমণ)

(দশরথ-পত্নীগণ-সেবিতা অরুন্ধতীর সহিত বশিষ্ঠের প্রবেশ)

বশি।—(স্বগত)

কুমার সুক্ষেত্র ইনি গুণমণিগণ-খ[illegible]
সুবিপন্ন প্রাণীদের
পুণ্য-ফল যেন মূর্ত্তিমান।
রাম ইনি কৃপারাম নয়নের পূজা-স্থা[illegible]
হেরিয়া ইঁহারে তাই
হরষে উথলে মোর প্রাণ॥

যাই হোক, তবু লোকাচার অনুসরণ করা কর্তব্য। (প্রকাশ্যে) বধূ কৌশল্যা, সুমিত্রা !

উভয়ে।—আজ্ঞা করুন গুরুদেব।

বশি।—সৌভাগ্যক্রমে বাছারা দুজনেই অক্ষত-শরীরে ফিরে এসেচে।

উভয়ে।—আপনারই আশীর্ব্বাদ-প্রভাবে।

অরু।—(কৈকেয়ীকে দেখিয়া) বৎসে কৈকেয়ি ! তুমি কেন এত বিপন্ন হয়ে আছ ?

কৈকেয়ী।—জননি ! দুর্ভাগ্যক্রমে সকলেই এই হতভাগিনীর কলঙ্ক ঘোষণা করচে। যে বাছাদের প্রবাসের মূল—যে মন্থরার কথার বশ ছিল, সেই অধম জননী এখন বাছাদের মুখ কি করে দেখ্‌বে ?

অরু।—বৎসে ! বৃথা অপবাদের ভয় কোরো না। মহর্ষিরা অন্তর্দৃষ্টিতে প্রকৃত কথা তখনই জান্‌তে পেরেছিলেন।

সকলে।—সে কিরূপ ?

অরু।—মাল্যবানের কথামত শূর্পনখা মন্থরার রূপ ধরে' এইরূপ করেছিল।

সকলে।—কি আশ্চর্য্য ! দুষ্টাশয় রাক্ষসেরা এই অবলা-জনকেও কষ্ট দিয়েচে ?

বশি।—না, না, এই শুভ কার্য্যের সময়ে একটুও দুঃখ করা উচিত নয়। কি ? এখনও রাক্ষসদের অত্যাচারের কথা ?

রাম।—(বশিষ্ঠকে দেখিয়া সোল্লাসে) এই সেই মহর্ষি বশিষ্ঠ।

পূর্ণচন্দ্রে হেরি' যথা চন্দ্রকান্ত মণি
—এঁরে হেরি' মন মোর গলে' গো তেমনি।

(লক্ষ্মণের প্রতি) ভাই ! এই দিকে, এই দিকে।

উভয়ে।—(নিকটে আসিয়া) মহর্ষি কুল-গুরুদেব ! রাম-লক্ষ্মণের প্রণাম গ্রহণ করুন।

বশি।—

নীতি, ধর্ম্ম আর জ্ঞান, যে সময়ে যাহা তুমি
করিবে সাধন
যথাযথ কালে যেন বিশুদ্ধ দৃষ্টিতে তাহা
করহ দর্শন।

উভয়ে।—(অরুন্ধতীকে অভিনন্দন)

অরু।—অভীষ্ট সিদ্ধ হোক্ !

উভয়ে। ক্রমানুসারে সকল মাতাদের অভিনন্দন)

সকলে।—(গাঢ় আলিঙ্গন ও মস্তক আঘ্রাণ করিয়া) আমরা যা চিন্তা করি, তাই যেন তোমাদের হয়।

সীতা।—(নিকটে আসিয়া বশিষ্ঠকে প্রণাম)

বশি।—বৎসে। বীর-প্রসবিনী হও।

সীতা।—(অরুন্ধতীকে প্রণাম)

অরু।—(সীতাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া)

লোপামুদ্রা অনসূয়া আর দেখ এই আমি
অরুন্ধতী তেথা
—ছিলাম তিনটি, এবে তোমা লয়ে হোক্ সীতা ?
চারি পতিব্রতা।

সীতা।—(শ্বশ্রূকে অভিবন্দন)

সকলে।—জাদু ! বংশধর-পুত্র-প্রসবিনী হও।

(নেপথ্যে)

ভগবান্ বিশ্বামিত্র
এই আজ্ঞা করেন ঘোষণ :—
ঘরে ঘরে পুরবাসী !
উৎসবের কর আয়োজন।
নিজ নিজ কর্ম্মে, সব
কর্ম্মচারী হও অবহিত,
দ্বিজবর ! কর সব
অভিষেক-সামগ্রী সজ্জিত।

বশি।—(শুনিয়া) বৎসের কি সৌভাগ্য-মহিমা ! ভগবান্ বিশ্বামিত্র স্বয়ং সিংহাসনে রামভদ্রকে অভিষিক্ত করবার জন্য এখানে সমাগত।

অন্যেরা।—আমাদের কি আনন্দের দিন !

সকলে।—

যজ্ঞ-বিঘ্ন-শান্তি তরে দশরথ-কর-হতে
লইনু ইঁহারে যবে
—যে ছিল সঙ্কল্প মনে তার অনুযায়ী কাজ
ভাবিনু—কভু কি হবে ?
দৈবের প্রসাদে এবে —রামের পৌরুষ-বলে
সফল হইল সব
নিশ্চিন্ত হইয়া তাই রামে করি' অভিষেক
মোরা করি মহোৎসব।

(সকলের পরিক্রমণ)

বশি।—ইনি সেই বিশ্বামিত্র।

স্বাভাবিক ক্ষাত্র-বীর্য্য আর বিপ্রোচিত তেজে
বিশেষ উৎকর্ষ যাঁর,
অলৌকিক ব্যাপারের আশ্চর্য্য নিধি যিনি
—কি না গো আশ্চর্য্য তাঁর?

(বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র-নিকটে আসিয়া পরস্পরের অভ্যর্থনা করত)

বিশ্বা।—মহর্ষি বশিষ্ঠ! এখনও কিসের প্রতীক্ষা করচেন?

বশি।—যথোচিত অনুষ্ঠান আরম্ভ করুন।

বিশ্বা।—(দেবর্ষিগণকে উদ্দেশ করিয়া) আপনারা রামভদ্রের অভিষেক-কার্য্য সম্পন্ন করুন।

অন্যেরা।—(যথোচিত কার্য্যের অনুষ্ঠান)

(নেপথ্যে দুন্দুভি ধ্বনি)

সকলে।—(সবিস্ময়ে পুষ্পবৃষ্টি করণ)

বশি।—এই লোকপালদের সহিত দেবরাজ রামভদ্রের অভিষেকে অনুমোদন করচেন।

রাম।—(কৃতাভিষেক হইয়া বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের নিকটে আসিয়া) গুরুদেব! আপনাদের উভয়কে অভিবাদন করি।

উভয়ে।—

রামভদ্র! গুণারাম! ভ্রাতৃগণ-সুসেবিত
হইয়া এখন
—ইক্ষাকুর নৃপগণ সেই ভার বহুকাল
করিল বহন—
—সেই রাজ্য-ভার তুমি আজি হতে তব শিরে
করহ ধারণ।

অন্যেরা।—তথাস্তু। (অনুমোদন)

বিশ্বা।—বৎস! রামভদ্র!

রাম।—আজ্ঞা করুন গুরুদেব!

বিশ্বা—

সুগ্রীব বিভীষণ উৎসব-আমোদ তো উপভোগ করলেন—এখন এঁদের, আর এই পুষ্পককে বিদায় দিয়ে সঙ্কল্প-সময়-সুলভ রাজরাজ কুবেরের আশ্রয় এখন তুমি গ্রহণ কর।

রাম।—(তথা করণ)

বিশ্বা।—বৎস রামভদ্র!

গুরুতর পিতৃ-আজ্ঞা করিলে পালন
ধর্ম্মও রক্ষিত হল—আর ত্রিভুবন;
মনস্তাপ ঘুচাইলে নাশি' রক্ষ-দলে,
দেবেরা কৃতার্থ সবে; ইহা হতে আর
অধিক কি শ্রেয় বল আছে করিবার?

রাম।—এর অধিক শ্রেয় আর কি হতে পারে? তথাপি ভগবৎ-চরণ-প্রসাদে এইটি যেন হয়—

নৃপগণ ক্ষীণ-তন্দ্র
ভূমণ্ডল করুন পালন।
মেঘগণ যথাকালে
বারি-ধারা করুক বর্ষণ।
ঘুচিয়া উৎপাত সব —যাউক সমগ্র রাজ্য
শস্যেতে ভরিয়া।
দিউক আনন্দ সদা কবিগণ সুবিশদ
শ্লোক বিরচিয়া।
সুপণ্ডিত সুধীগণ সমধিক মন দিয়া
পর-রচনায়
প্রচুর আনন্দ-রস অবিরত উপভোগ
করুন তাহায়।

[সকলের প্রস্থান।

সমাপ্ত

গ্রন্থাবলী-সিরিজ

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ গ্রন্থাবলী

(চতুর্থ ভাগ)

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত

কলিকাতা, ১৬৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, বসুমতী বৈদ্যুতিক রোটারী মেসিনে

শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মুদ্রিত।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

সূচীপত্র

বেণীসংহার নাটক

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর অনুবাদিত

ভূমিকা

বেণী-সংহার নাটকের রচয়িতা সুপ্রসিদ্ধ ভট্টনারায়ণ। বঙ্গাধিপ আদিশূর কনোজ হইতে যে পঞ্চ ব্রাহ্মণকে বঙ্গে নিমন্ত্রণ করিয়া আনেন, তাহার মধ্যে ভট্টনারায়ণ একজন; ইনি শাণ্ডিল্য-গোত্রীয় ছিলেন; এই জন্য আধুনিক বঙ্গের সমস্ত শাণ্ডিল্য-গোত্রীয় ব্রাহ্মণেরই ইনি আদি-পুরুষ।

আদিশূরের পর ২১ জন রাজা হইয়া, তাহার পর বল্লালসেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বল্লালসেন বঙ্গের অধিপতি ছিলেন, ইহা একরূপ স্থির হইয়াছে। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী রাজাদের রাজত্বকাল গড়ে তিন শত বৎসর ধরিলে, আদিশূরের রাজত্বকাল দশম শতাব্দী বলিয়া নির্দ্ধারণ করিতে হয়। অতএব আনুমানিক নবম হইতে দশম শতাব্দীর মধ্যে যে কোন সময়ে বেণীসংহার নাটক রচিত হইয়া থাকিবে।

পাত্রগণ

পুরুষবর্গ

যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, কৃষ্ণ, ধৃতরাষ্ট্র, দুর্য্যোধন, কর্ণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, সঞ্জয় (ধৃতরাষ্ট্রের সারথি); সুন্দরক (কর্ণের অনুচর); চার্ব্বাক (তাপস-বেশধারী রাক্ষস); দুর্য্যোধনের সারথি; একজন রাক্ষস; অনুচর, দূত, সৈনিক ইত্যাদি।

স্ত্রীবর্গ

দ্রৌপদী, ভানুমতী (দুর্য্যোধনের স্ত্রী); গান্ধারী (ধৃতরাষ্ট্রের স্ত্রী); দ্রৌপদীর পরিচারিকা; ভানুমতীর পরিচারিকা; সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের মাতা; একজন রাক্ষসী ইত্যাদি।

বেণীসংহার নাটক

প্রথম অঙ্ক

নান্দী।

ইন্দু-করে বিকশিত মুকুল যাহার,
নিবারিত হইয়াও মধুকরগণ
পিয়ে যার মধু—হরিচরণ-বিকীর্ণ
হেন পুষ্পাঞ্জলি—সভা-নয়ন-রঞ্জন—
করুক মোদের সবে সাফল্য বিধান॥

অপিচ :—

রাধায় ত্যজিল কৃষ্ণ যবে সেই কালিন্দীর
পুলিনের পরে,
রাস-রস-প্রিয়-রাধা কাঁদিতে কাঁদিতে চলে
কেলি-মান-ভরে।
কৃষ্ণ যান পিছে পিছে রাধার পদাঙ্কে পদ
করিয়া স্থাপন
—হইয়া রোমাঞ্চ তনু ; প্রসন্ন-দৃষ্টিতে রাধা
কৃষ্ণের মুখের পানে ফিরি' ফিরি' চাহেন তখন ;
—অক্ষুণ্ণ এ অনুনয় তোমাদের করুক পোষণ॥

অপিচ :—

ধূর্জ্জটী করিলা যবে ত্রিপুরে দহন,
প্রীতা হয়ে দুর্গা তাহা করেন দর্শন।
অসুর-বধূরা সবে "এ কি হ'ল" বলি দেখে
ভয়েতে বিহ্বল,
দেখেন করুণ-ভাবে শান্তচিত্ত তত্ত্বসার
মহর্ষি সকল,
সস্মিত দেখেন বিষ্ণু ; আকর্ষিয়া অস্ত্র-শস্ত্র
দৈত্য-বীরগণ
—প্রশমিয়া বধূর উদ্বেগ—সগর্ব্বে মা ভৈ বলি
করয়ে দর্শন,
—দেবেরা সানন্দমনে ;—এ হেন ধূর্জ্জটী তোমা
করুন রক্ষণ॥

(সূত্রধারের প্রবেশ)

সূত্রধার। অতি প্রসঙ্গে প্রয়োজন নাই।
ভারত নামেতে যেই অমৃত-আখ্যান
শ্রবণ-অঞ্জলিপুটে সবে করে পান,
তার রচয়িতা যে গো কৃষ্ণদ্বৈপায়ন,
আমি করি এবে তাঁর চরণ বন্দন॥

(চারিদিকে অবলোকন করিয়া) এই পরিষ[illegible]
মহামান্য অগ্রগণ্য সুধীবর্গের নিকট আ[illegible]
কিছু নিবেদন আছে ;—

অপর কুসুমাঞ্জলি কাব্যের প্রবন্ধ-রূপে
হেথা আমি করি বিকিরণ।
স্বল্পগুণ হইলেও মধুকর-সম সবে
মধুবিন্দু করিও গ্রহণ॥

এখন আমরা সিংহ-লক্ষণান্বিত কবি ভট্টনা[illegible]
য়ণের রচিত বেণীসংহার নামক নাটক অভি[illegible]
করতে উদ্যত। তা, কবি পরিশ্রমের অনুরো[illegible]
হোক্, উদাত্ত আখ্যান-বস্তুর গৌরবেই [illegible]
নবনাটক দর্শনের কৌতূহলেই হোক্, আপ[illegible]
এক্ষণে অবহিত হয়ে দর্শন শ্রবণ করুন,
আমাদের প্রার্থনা।

(নেপথ্যে)—মহাশয়! শীঘ্র করুন—শীঘ্র কর[illegible]
এই রাজ-পুরুষ আর্য্য বিদুরের আজ্ঞাক্রমে [illegible]
নটদের এই কথা বলছেন :—"বাদ্য-বিন্যা[illegible]
সমস্ত কার্য্য এখনি আরম্ভ ক'রে দেও। [illegible]
দেবকীনন্দন চক্রপাণির প্রবেশ-কাল। [illegible]
ভরত-কুলের হিত-কামনায় স্বয়ং দৌত্য স্বী[illegible]
ক'রে মহারাজ দুর্য্যোধনের সন্নিবিষ্ট শি[illegible]
দিকে যাত্রা করতে উদ্যত, তাঁর সঙ্গে পরা[illegible]
নারদ, তুম্বুরু, জামদগ্ন্য প্রভৃতি মুনি[illegible]
আসছেন।"

সূত্রধার। (শুনিয়া সানন্দে) ওগো! দেখ দে[illegible]
যিনি সকল জগতের সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা, [illegible]

কংসারি বিষ্ণু কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ-প্রলয়াগ্নি প্রশমনার্থ দৌত্য স্বীকার ক'রে ভরতকুলকে ও সেই সঙ্গে সকলকেই অনুগৃহীত করেছেন। তবে পারিপার্শ্বিক! তুমি এখনও কেন নটদের নিয়ে ঐক্য-সঙ্গীত আরম্ভ করচ না বল দিকি?

(পারিপার্শ্বিকের প্রবেশ)

পারি। আচ্ছা, এই আমি আরম্ভ ক'রে দিচ্ছি। কোন্ ঋতুর উপযোগী গান হবে বলুন দিকি?

সূত্র। যে ঋতুতে চন্দ্রাতপ, নক্ষত্র, গ্রহ, ক্রৌঞ্চ, হংস, সপ্তচ্ছদ, কুমুদ, কোকনদে, ও কাশ-কুসুম-পরাগে দিঙ্মণ্ডল ধবলিত, যে ঋতুতে জলাশয়ের জল স্বাদু, সেই শরৎকালকে আশ্রয় ক'রে, সঙ্গীতকার্য্যে প্রবৃত্ত হও। এই শরৎকালে:—

* সুপক্ষ মধুরভাষী মদগর্ব্বে সমুদ্ধত
যাহাদের আরম্ভ উদ্যম।
—সেই ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ পূরি' আশা, কাল-বশে
ধরাপৃষ্ঠে হইল পতন॥

পারি। (সভয়ে) মহাশয়! থাক্ থাক্, ও-সব কথায় কাজ নেই।

সূত্র। (অপ্রতিভ হইয়া সস্মিত) মারিষ! শরৎকালের বর্ণনায় আমি ধার্ত্তরাষ্ট্র অর্থাৎ হংসের কথা বল্‌ছিলেম—রাজপুত্রদের কথা নয়।

পারি। কি জানি মশায়—কিন্তু আপনার এই অমঙ্গলের কথাটা পাছে সত্যি হয়, তাই মনে ক'রে আমার বুকটা যেন কাঁপছে।

সূত্রধার। মারিষ! সে সব কিছু ভেবো না—কংসারি শ্রীকৃষ্ণ যখন সন্ধির জন্য স্বয়ং দৌত্য-কার্য্যের ভার নিয়েছেন, তখন সব অমঙ্গল দূর হবে।

বৈরানল নির্ব্বাপিয়া,
অরিগণে করি' প্রশমিত
পাণ্ডুপুত্রগণ সবে
হোক্ সুখী মাধব-সহিত।

* রক্ত-প্রসাধিত-ভূমি
আর যাঁরা বিক্ষত-বিগ্রহ
—সেই কুরু-পুত্রগণ
স্বস্থ হোন্ ভৃত্যগণ-সহ।

(নেপথ্যে—তিরস্কার-সহকারে)

আরে! দুরাত্মা বৃথা-অমঙ্গল-পাঠক নটাধম!
লাক্ষা-গৃহ জ্বালাইয়া, বিষ-অন্ন খাওয়াইয়া
কেশ-বস্ত্রে ধরি' টানি'
সভা-মাঝে দ্রৌপদী বধূকে,
—জীবিত থাকিতে আমি—ধনে প্রাণে করি' হানি
ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ
পারিবে কি থাকিতে গো সুখে?

(উভয়ের শ্রবণ)

পারি। মহাশয়! কোত্থেকে এ কথাটা আস্‌ছে?

সূত্র। (পৃষ্ঠভাগে অবলোকন করিয়া) এই যে, বাসুদেবের আগমনে, কুরুদের সহিত সন্ধির প্রস্তাবে অসহিষ্ণু হয়ে, ক্রুদ্ধ ভীমসেন পৃথুল ললাটতলে বিকট ভ্রূকুটি ধারণ ক'রে, খর-দৃষ্টি-পাতে আমাদের সবাইকে যেন গ্রাস করতে করতে সহদেবের সহিত এই দিকে আস্‌ছেন। তা, এখন ওঁর সম্মুখে থাকাটা আমাদের ভাল নয়। আসুন, আমরা অন্যত্র যাই।

[প্রস্থান।

ইতি প্রস্তাবনা।

(সহদেবের সহিত ক্রুদ্ধ ভীমসেনের প্রবেশ)

ভীম। আরে! দুরাত্মা বৃথা-অমঙ্গল-পাঠক নটাধম! (ইত্যাদি পুনরাবৃত্তি)

সহদেব। (সানুনয়ে) দাদা! ক্ষান্ত হোন্, ক্ষান্ত হোন্। নটমুখের বাক্য আমাদেরই অনুকূল। দেখুন:—(বৈরানল নির্ব্বাপিয়া ইত্যাদি পুনরাবৃত্তি পূর্ব্বক) "বৈরানল নির্ব্বাপিয়া ইত্যাদি যা বলেছে, সে তো যথার্থ কথা। আরও এই কথা

---

* ইহা দ্ব্যর্থাত্মক। ধার্ত্তরাষ্ট্র—এক জাতীয় হংস ও ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ। সুপক্ষ—উৎকৃষ্ট পাখা ও সৈন্য। আশা—দিক্ ও মনোরথ। মানস সরোবর হইতে ফিরিয়া আসিয়া ধরাপৃষ্ঠে হংসের অবতরণ এবং ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণও প্রথমে নিজ মনোরথ সিদ্ধ করিয়া শেষে রণক্ষেত্রে পতন।

* ইহাতেও দ্ব্যর্থ আছে। রক্ত-প্রসাধিত ভূমি—অনুরক্ত-গণকে যাঁরা ভূমি দান করেছেন ও যাঁদের রক্তে ভূমি অলঙ্কৃত হয়েছে। বিগ্রহ—দেহ ও যুদ্ধ। স্বস্থ—স্বর্গস্থ ও সুস্থ।

বলেছে "সভৃত্য কৌরবেরা রক্তালঙ্কৃত-ভূমি ও ক্ষত-দেহ হয়ে স্বস্থ হোক্ অর্থাৎ স্বর্গস্থ হোক্ !"

ভীম। (তিরস্কার-সহকারে) না না, কৌরবদের অমঙ্গল চিন্তা করা কি তোমাদের উচিত ? যাও, তোমরা সব ভাই মিলে তাদের সঙ্গে সন্ধি কর গে।

সহ। (সরোষে) দাদা !

ধৃতরাষ্ট্র-তনয়েরা পদে-পদে করিয়াছে
বৈর-আচরণ,
কোন্ অনুজেরা তব সহিত তা'—নৃপতি না
করিলে বারণ ?

ভীম। সে কথা সত্য। তাই আজ হ'তে তোমাদের থেকে আমি পৃথক্ হলেম। দেখ :—

কৌরবদিগের সনে ঘটিল শত্রুতা মোর
আমি শিশু ছিলাম যখন,
তাহাদের বিদ্বেষের নহে রাজা—অরজুন
অথবা গো তোমরা কারণ।
তব সংযোজিত সন্ধি—ভীম হয়ে ক্রোধে প্রজ্বলিত—
জরাসন্ধ-বক্ষ সম করিবে গো পুন বিয়োজিত।

সহ। (অনুনয়-সহকারে) দাদা, তুমি অত ক্রুদ্ধ হ'লে মহারাজ বোধ হয় মনে মনে কষ্ট পাবেন।

ভীম। কি ?—দাদা কষ্ট পাবেন ? তিনি কি জানেন, কষ্ট কাকে বলে ? দেখ :—

দেখিলেন যবে দাদা পাঞ্চালীর সেই দশা
নৃপ-মাঝে রাজার সভাতে;
অরণ্যে মোদের বাস বহুকাল ধরি' যত
বলকল-ধারী ব্যাধ-সাথে;
বিরাট-নিবাসে মোরা অনুচিত কাজে লিপ্ত
কত দিন ছিনু সঙ্গোপনে;
—এই সব কুরু-কার্য্যে আমার এ কষ্ট দেখি
তাঁর কষ্ট হয়েছিল মনে ?

তাই বল্‌ছি সহদেব, তুমি ফিরে যাও। যার বহুদিনের সঞ্চিত ক্রোধ এখন প্রজ্বলিত হয়ে উঠেছে, সেই ভীমের এই কথাগুলি তুমি রাজাকে জানাও গে।

সহ। দাদা, কি কথা জানাবো ?

ভীম। সহিষ্ণু অনুজ-মাঝে
তব আজ্ঞা করিয়া লঙ্ঘন
পাপে মগ্ন হয়ে আমি
হইয়াছি নিন্দার ভাজন।
রক্তারুণ গদা মোর ক্রোধ-বশে উত্তোলি
উদ্যত করিতে আমি কৌরব-বিনাশ।
আজ হ'তে জেনো দাদা, তুমি নহ প্রভু মো
আমিও নহি গো তব আজ্ঞাবহ দাস ॥
—এই কথা জানিও। (উদ্ধত-ভাবে পরিক্রম

সহ। (ভীমের অনুগমন করিয়া) এ কি ! দ যে দ্রৌপদীর অন্তঃপুরের দিকে গেলেন। আ আমি তবে এইখানেই থাকি। (অবস্থান)

ভীম। (ফিরিয়া আসিয়া ও অবলোকন করি সহদেব ! তুমি দাদার অনুবর্ত্তী হও। আ অস্ত্রাগারে গিয়ে অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হই গে।

সহ। দাদা ! ও তো অস্ত্রাগার নয়—ও যে পাঞ্চা অন্তঃপুর।

ভীম। (মনে মনে বিতর্ক করিয়া) কি ? অস্ত্রাগার নয় ?—এ পাঞ্চালীর অন্তঃপু (চিন্তা করিয়া সহর্ষে) হাঁ, পাঞ্চালীর স আমার পরামর্শ করতে হবে। (স সহদেবের হস্তধারণ-পূর্ব্বক) ভাই, তুমিও এ কৌরবদের সঙ্গে দাদা সন্ধি ইচ্ছা ক'রে আমা কি কষ্ট দিচ্ছেন, তা তুমিও দেখ।

(উভয়ের প্রবেশ)

দৃশ্য।—প্রাসাদের অন্তঃপুর।

ভীম। (সক্রোধে ভূতলে উপবেশন)

সহ। (ব্যস্ত-সমস্তভাবে) দাদা ! এইখানে আ পাতা আছে, এইখানে ব'সে মুহূর্ত্তকাল কৃ আগমন প্রতীক্ষা করুন।

ভীম। দেখ ভাই, "কৃষ্ণার আগমন"—এই ক প্রসঙ্গে কৃষ্ণের নাম মনে প'ড়ে গেল। আ ভগবান কৃষ্ণ কিরূপ সন্ধি করবার সুযোধনকে ব'লে পাঠিয়েছেন ?

সহ। দাদা ! পাঁচটি গ্রামের পণে।

ভীম। (কান ঢাকিয়া) ওঃ ! এ যদি সত্য মহারাজ অজাতশত্রুর তেজের কতটা অপ হয়েছে—শুনে আমার হৃদয় যেন কাঁপছে ! ভাই, তুমি যেন এ কথা ভীমকে বল নি—ভী যেন এ কথা কিছুই শোনে নি। (ফিরি দণ্ডায়মান)

ক্ষাত্র-তেজ যাহা ছিল
অগ্রজের প্রচণ্ড দুর্জ্জয়
দ্যূত-ক্রীড়াকালে তাও
হারাইলা নৃপতি নিশ্চয়।

(নেপথ্যে)—ঠাকুরাণি! অত অধীর হবেন না।

সহ। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া স্বগত) এই যে, দ্রৌপদী অশ্রুজল কোনরূপে সম্বরণ ক'রে দাদার কাছে আস্‌ছেন। এইবার দেখছি ঘোরতর বিপদ উপস্থিত।

আর্য্য আজি ক্রুদ্ধ হয়ে যে বৈদ্যুতিক জ্যোতি
করেন ধারণ
—বর্ষা-সম কৃষ্ণা আসি নিশ্চয় তাহারে আরও
করিবে বর্দ্ধন।

(দাসীর সহিত সেইরূপ ভাবে দ্রৌপদীর প্রবেশ)

দ্রৌপদী। (ছল-ছল চোখে নিঃশ্বাস ফেলিয়া)

দাসী। ঠাকুরাণি! অত অধীর হবেন না। কুমার ভীমসেন কৌরবদের বদ্ধ-শত্রু, তিনি নিশ্চয় আপনার কোপ শান্তি করবেন।

দ্রৌ। ওলো বুদ্ধিমতিকে! তা হ'তে পারে যদি মহারাজ প্রতিকূল না হন। তাই নাথকে দেখবার জন্য আমার হৃদয় উৎসুক হয়েছে। আমাকে তাঁর ঘরে নিয়ে চল্।

দাসী। এই দিকে ঠাকুরাণি, এই দিকে। (পরিক্রমণ) এই তাঁর ঘর—প্রবেশ করুন।

দৃশ্য।—ভীমের কক্ষ।

দ্রৌ। নাথকে বল্, আমি এসেছি।

দাসী। যে আজ্ঞে ঠাকুরাণি! (পরিক্রমণ করত নিকটে আসিয়া) কুমারের জয় হোক্!

ভীম। (না শুনিয়া, "ক্ষাত্র-তেজ যাহা ছিল" ইত্যাদি পুনরাবৃত্তি)

দাসী। (ফিরিয়া আসিয়া) ঠাকুরাণি! একটা সুসংবাদ দি। দেখে মনে হ'ল, কুমার যেন কুপিত হয়ে আছেন।

দ্রৌ। ওলো, তা যদি হয়, ওঁর অবজ্ঞাতেও আমার মনে সান্ত্বনা হচ্ছে। আচ্ছা, তবে এইখানে একান্তে ব'সে শোনা যাক, নাথ কি বলচেন। (উভয়ের তথাকরণ)

ভীম। (সহদেবের প্রতি) কি?—পঞ্চ গ্রামের পণে সন্ধি?—

শত শত কৌরবের
—রণে আমি সংহারিব প্রাণ
দুঃশাসন-বক্ষ হ'তে
রুধির করিব আমি পান।
গদায় করিব চূর্ণ
দুর্য্যোধন-উরুস্থল আজ
করুন না সন্ধি কেন
পণ লয়ে তব মহারাজ।

দ্রৌ। (সহর্ষে, জনান্তিকে) নাথ! এরূপ কথা তো তোমার আগে কখন শুনি নি—ঐ কথা আবার বল, আবার বল।

ভীম। (না শুনিয়া, "শত শত কৌরবের" ইত্যাদি পুনরাবৃত্তি)

সহ। দাদা! মহারাজ যা ব'লে পাঠিয়েছেন, আপনি তার গূঢ় তাৎপর্য্য ঠিক্ গ্রহণ করতে পারেন নি।

ভীম। এর আবার গূঢ় তাৎপর্য্য কি?

সহ। মহারাজ এইরূপ ব'লে পাঠিয়েছেন:—

ভীম। কার নিকট?

সহ। দুর্য্যোধনের নিকট।

ভীম। কি ব'লে পাঠিয়েছেন?

সহ।— * ইন্দ্রপ্রস্থ, বৃকপ্রস্থ, জয়ন্ত, বারণাবত
যাহাদের নাম
—চারি গ্রাম দেও মোরে, তাহা ছাড়া পঞ্চমেতে
আরও কোন গ্রাম

ভীম। তার পর কি?

সহ। তাই, এই চার নামের গ্রাম প্রার্থনা করায়, আর পঞ্চম গ্রামের নাম উল্লেখ না করায়, আমার মনে হয়, বিষভোজন, জতুগৃহ, দ্যূত-সভাদি অপকার-স্থান স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ভীম। (দর্প-ভরে) ভাই! এতে হ'ল কি?

সহ। দাদা! এর দ্বারা স্বগোত্র-ক্ষয়ের আশঙ্কা

---

* ইন্দ্রপ্রস্থ অর্থাৎ খাণ্ডবপ্রস্থে নির্ব্বাসন—বৃকপ্রস্থ অর্থাৎ বৃকোদর ভীমের বিষপান—জয়ন্ত অর্থাৎ দ্যূতক্রীড়ায় পরাজয়—বারণাবত অর্থাৎ জতুগৃহ দাহন ইত্যাদি স্মরণ করাইয়া শেষে পঞ্চম গ্রাম অর্থাৎ পঞ্চত্ব-প্রাপ্তিসূচক সংগ্রাম প্রার্থনা।

প্রকাশ করা হ'ল; আর, কুরুরাজের সহিত সন্ধি হ'তে পারে না, এই কথা বলা হ'ল।

ভীম। এ সমস্তই অনর্থক; কেন না, এখান থেকে আমরা বনে গিয়ে যখন সমস্ত কুরুবংশ ধ্বংস করব ব'লে প্রতিজ্ঞা করি, তখনি ত প্রকারান্তরে বলা হয়েছিল, কুরুদের সহিত সন্ধি হ'তে পারে না। তা ছাড়া, ধার্ত্তরাষ্ট্রদের কুলক্ষয় হবে ব'লে লোক-মাঝে তো প্রসিদ্ধই আছে।

সহ। (লজ্জিত)

ভীম। কি?—আরে মূর্খ! এটা তোমাদের লজ্জার বিষয় হ'ল?

তব লজ্জা হ'ল, শুনি— ক্রোধবশে লোক-মাঝে
শত্রুর নিধন?
আর নাহি লজ্জা হয় পত্নীর স্বচক্ষে দেখি—
কেশ-আকর্ষণ?

দ্রৌ। (জনান্তিকে) নাথ, এদের তো লজ্জা নেই। কিন্তু তুমিও কি আমাকে বিস্মৃত হবে?

ভীম। দেখ ভাই, পাঞ্চালীর এত বিলম্ব হচ্ছে কেন?

সহ। দাদা! তিনি অনেকক্ষণ হ'ল এসেছেন—রোষের আবেশে আপনি তা লক্ষ্য করেন নি।

ভীম। (দেখিয়া সাদরে) দেবি! আমার অত্যন্ত রাগ হয়েছিল, তাই তুমি কখন্ এসেছ, জান্‌তে পারি নি। তুমি কিছু মনে কোরো না।

দ্রৌ। নাথ! তুমি যদি উদাসীন হও, তা হলেই মনে করব। কুপিত হ'লে কিছু মনে করব না।

ভীম। তোমার যদি অপমান বোধ না হয়ে থাকে (হস্ত ধরিয়া পাশে বসাইয়া, মুখাবলোকন), তবে কেন তোমাকে এরূপ উদ্বিগ্ন দেখছি বল দিকি?

দ্রৌ। (কষ্টে দীর্ঘনিঃশ্বাস) নাথ! তুমি কাছে থাকতে আমার আর উদ্বেগ কিসের?

ভীম। না, তুমি উদ্বেগের কারণটা আমাকে বলচ না। (কেশ অবলোকন করিয়া) অথবা বলেই বা কি হবে?

জীবিত ও সন্নিকটে
থাকিতে গো পাণ্ডুপুত্রগণ
পাঞ্চাল-দুহিতা যবে
এ বৈধব্য করেন বহন।

দ্রৌ। ওলো বুদ্ধিমতিকে! নাথকে বল্, আমার অপমানে আর কারই বা কি কষ্ট হয়েছে?

দাসী। যে আজ্ঞে ঠাকুরাণি! (ভীমের নিকটে আসিয়া, অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া) কুমার! আজ দেবীর এ অপেক্ষাও অধিক কোপের কারণ আছে।

ভীম। কি? এর চেয়েও অধিক?—বল বল।

মুক্তবেণী এই কৃষ্ণা —যিনি কুরুবংশ-বনে
মহা ঘোর ধূম-শিখা সম—
এঁর গাত্র পরশিয়া সেই কুরু-দাবানলে
কে করে পতঙ্গ-আচরণ?

দাসী। শুনুন কুমার! আজ দেবী মায়ের সঙ্গে, সুভদ্রা প্রভৃতি সপত্নীবর্গে পরিবেষ্টিত হয়ে, গান্ধারী ঠাকুরাণীর পাদবন্দন করতে গিয়েছিলেন।

ভীম। ঠিকই করেছিলেন, কেন না, গুরুজনেরা প্রণম্য; তার পর, তার পর?

দাসী। তার পর ফিরে আস্‌বার সময়, দেবীকে ভানুমতী দেখতে পেলেন—

ভীম। (সক্রোধে) আঃ! শত্রু-পত্নী দেখতে পেলে? ঠিক্! ঠিক্! এ স্থলে দেবীর ক্রোধ হবারই কথা। তার পর, তার পর?

দাসী। তার পর, তিনি দেবীকে দেখে, সখীর মুখের পানে চেয়ে হেসে বল্লেন—

ভীম। শুধু দেখলে তা নয়—আবার কথা বল্লে? ওঃ! কি করা যায়?—তার পর, তার পর?

সহ। "ওগো যাজ্ঞসেনি! শোনা যাচ্ছে নাকি সম্প্রতি পাঁচটি গ্রাম প্রার্থনা করা হয়েছে। তবে এখনও কেন তোমার চুল বাঁধা হয় নি বল দিকি?"

ভীম। সহদেব!—শুনলে?

সহ।—দাদা! ও তো দুর্য্যোধনের স্ত্রীর উক্তি দেখুন:—

সাহচর্য্য-বশে শুধু স্বামীর সদৃশ হয়
স্ত্রীগণের চিত।
বিষ-বৃক্ষাশ্রিতা-লতা মধুর হলেও করে
অজ্ঞেরে মূর্চ্ছিত॥

ভীম। বুদ্ধিমতিকে! তার পর, দেবী কি বল্লেন?

দাসী। কুমার! দাসী সঙ্গে থাকলে তিনি নিজে কিছু বলেন না।

ভীম। আচ্ছা, তুমি কি বল্লে, বল।

দাসী। কুমার! আমি এই কথা বল্লেম ;—"বলি ওগো ভানুমতি! তোমার চুল বাঁধা থাক্‌তে, আমাদের ঠাকুরাণী কেমন ক'রে চুল বাঁধেন বল দিকি ?"

ভীম। (পরিতুষ্ট হইয়া) বেশ বলেছ বুদ্ধিমতিকে! আমাদের দাসীর উপযুক্ত কথাই হয়েছে। (নিজের আভরণাদি বুদ্ধিমতিকাকে প্রদান করিয়া অধীরভাবে আসন হইতে উত্থান) ওগো পঞ্চাল-তনয়ে! আর দুঃখ কোরো না—অধিক আর কি বল্‌ব, শোনো আমি কি করতে যাচ্ছি—শীঘ্রই দেখবে, ভীম :—

চলন্ত-ভুজ-ঘূর্ণিত
প্রচণ্ড সে গদার আঘাতে
চূর্ণি দুর্য্যোধন-উরু,
ঘন-রক্ত-লিপ্ত সেই হাতে
মুক্তকেশ তব, দেবি!
বন্ধন করিয়া দিবে মাথে।

দ্রৌ। নাথ! কুপিত হ'লে তোমার অসাধ্য কি আছে? তোমার ভ্রাতারাও যেন সর্ব্বপ্রকারে এ কার্য্যে অনুমোদন করেন।

সহ। এ কার্য্য আমাদেরও অনুমোদিত।

(নেপথ্যে মহা কোলাহল)

সকলে। (সবিস্ময়ে শ্রবণ)

ভীম।—মন্থ-দণ্ড সঞ্চালনে অর্ণব-সলিলে যার
গহ্বর প্লাবিত,
—সে মন্দর-গিরি হ'তে সুগভীর ধ্বনি যথা
হয় সমুত্থিত,
শত ভেরী-ঢক্কা-নাদে প্রলয়-সংঘট্ট-ঘটা
যথা নিনাদিত,
কৃষ্ণা-ক্রোধ-অগ্র-দূত কুরুপতি-বধ-রূপ
ঘোর ঝঞ্ঝা-সম
সিংহ-প্রতিধ্বনি-প্রায়— কে এ দুন্দুভি ঘোর
করে গো বাদন?

(ত্রস্তব্যস্ত-ভাবে কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চুকী। ইনি নিশ্চয় ভগবান বাসুদেব।

সকলে। (কৃতাঞ্জলি হইয়া সমুত্থান)

ভীম। কোথায়—কোথায় ভগবান?

কঞ্চু। পাণ্ডব-পক্ষপাতী ব'লে সুযোধন তাঁকে বন্ধন করবার উপক্রম করেছিল।

সকলে। (ভয়-ব্যাকুল)

ভীম। কি?—তিনি কারাবদ্ধ?

কঞ্চু। না না, তাঁকে বন্ধন করবার উপক্রম করেছিল।

ভীম। ভগবান কি করলেন?

কঞ্চু। তার পর, ভগবান বিশ্বরূপ প্রদর্শন করায়, তারই তেজঃপুঞ্জে কুরুকুল মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল: তখন তাদের পরিত্যাগ ক'রে আমাদের শিবিরে তিনি এসে উপস্থিত হলেন। আর এখন তিনি কুমারকে শীঘ্র দেখতে চাচ্ছেন।

ভীম। (উপহাস-সহকারে) কি? দুরাত্মা সুযোধন ভগবানকে বন্ধন করতে চায়? (আকাশে দৃষ্টিপাত করিয়া) আরে দুরাত্মা কুরুকুল-কলঙ্ক! এইরূপ ভগবানের মর্য্যাদা লঙ্ঘন ক'রে এখন দেখছি তুই পাণ্ডব-ক্রোধের শুধু উপলক্ষ-মাত্র হলি।

সহ। দাদা! এই হতভাগ্য দুরাত্মা সুযোধন, ভগবান বাসুদেবকে কি এখনও চেনে নি?

ভীম। ভাই! ও নিতান্ত মূঢ়—কি ক'রে চিন্‌বে বল? দেখ :—

আত্মাতে যাঁদের রতি, নির্ব্বিকল্প সমাধিতে
যাঁহারা নিরত,
জ্ঞানোদ্রেকে যাঁহাদের মোহ-তমো-গ্রন্থিচয়
হয়েছে বিগত
—সাত্বিক সে মুনিগণ কোনরূপে যাঁহারে গো
করেন দর্শন,
যিনি—কি জ্যোতি, কি তম—দুয়েরি অতীত, যিনি
দেব সনাতন
—তাঁহারে কেমনে বল জানিবে গো স্বরূপত
অজ্ঞানান্ধ জন?

মৈত্রেয় মহাশয়! গুরুজনেরা এখন কি কাজে প্রবৃত্ত?

কঞ্চু। এখন কি কাজে প্রবৃত্ত, কুমার স্বয়ং গেলেই সব জানতে পারবেন। [প্রস্থান।

নেপথ্যে। (কোলাহল) ওগো! দ্রুপদ, বিরাট, বৃষ্ণি, অন্ধক, সহদেব প্রভৃতি আমাদের

সেনাপতিগণ! আর, কৌরব সৈন্যের প্রধান যোদ্ধাগণ! তোমরা সকলে শ্রবণ কর :—

সত্যভঙ্গ-ভীরুজন
যত্নে যাহা করিলা স্থগিত,
শান্ত জন শান্তি-তরে
চাহিল যা হইতে বিস্মৃত,
সেই সে ক্রোধের জ্যোতি, হয়ে আলোড়িত ঘোর
দ্যূতের মন্থনে,
হইয়া বর্দ্ধিত আরো নৃপসুতা দ্রৌপদীর
কেশ-আকর্ষণে,
যুধিষ্ঠির-চিত্ত-মাঝে হয়ে উদ্ভাসিত
কুরু-বনে দেখ এবে হয় প্রকাশিত।

ভীম। (শুনিয়া সহর্ষে ও সক্রোধে) দাদার ক্রোধানল জ্ব'লে উঠুক, জ্ব'লে উঠুক—অবাধে জ্বলে উঠুক।

(পুনর্ব্বার নেপথ্যে কোলাহল)

দ্রৌ। (সবিস্ময়ে) নাথ! প্রলয়কালের ঘোরতর মেঘগর্জ্জনের মত কি জন্য ক্ষণে ক্ষণে এই দুন্দুভি-ধ্বনি হচ্ছে?

ভীম। দেবি! আর কি? এইবার যজ্ঞ আরম্ভ হ'ল।

দ্রৌ। (সবিস্ময়ে) এ কিসের যজ্ঞ?

ভীম। রণ-যজ্ঞ। দেখ :—

এ যজ্ঞে চারিজন মোরা যজমান,
দীক্ষা-গুরু আমাদের হরি ভগবান।
দীক্ষিত হইলা দেখ
এই রণযজ্ঞে নরপতি।
দ্রৌপদী গৃহীত-ব্রতা;
যজ্ঞ-পশু কুরুর সন্ততি।
প্রিয়া-অপমান-ক্লেশ-
উপশম—এ যজ্ঞের ফল,
রাজন্যের নিমন্ত্রণে
যশো-ঢাক্ বাজে এ সকল।

সহ। দাদা! গুরুজনের আজ্ঞা অনুসারে এখন তবে নিজ নিজ বলবিক্রমের অনুরূপ কাজ করা যাক্, চল।

ভীম। ভাই! দাদার আদেশ অনুসারে কার্য্য করতে আমরা প্রস্তুত—চল। (উঠিয়া) দেবি! আমরা কুরু-বংশ ধ্বংস করতে চল্লেম।

দ্রৌ। (ছল-ছল চোখে) নাথ! অসুর-সমরাভিমুখ হরের ন্যায় তোমাদের মঙ্গল হোক্!

দাসী। আরও এই কথা দেবী বল্‌ছেন :—নাথ যুদ্ধক্ষেত্র হ'তে ফিরে এসে আবার আমাকে সান্ত্বনা কোরো।

ভীম।—দেবি! মিথ্যা সান্ত্বনায় কি ফল?

বহুবিধ অপমানে ক্লান্তি ও লজ্জায় হয়ে
মলিন-আনন,
ফিরিবে না কভু ভীম না করিয়া কুরুকুলে
সমূলে নিধন।

দ্রৌ।—নাথ! দ্রৌপদীর অপমানে, ক্রোধে প্রজ্বলিত হয়ে, দেখো যেন রণক্ষেত্রে আপনার শরীরের প্রতি উদাসীন হয়ো না—কেন না শুন্‌তে পাই নাকি, শত্রু-সৈন্যের মধ্যে অতি সাবধানে বিচরণ করতে হয়।

ভীম।—ওগো ক্ষত্রিয়ে!

পরস্পর আক্রমণে গজ-দেহ বিদারণে
সঞ্চিত যে রক্তমাংস-পঙ্ক
—তাহে মগ্ন রথ কত, তদুপরি উঠে যত
মহাবল পদাতি নিঃশঙ্ক।
রক্ত-নদী বহে' যায়, পান-সভা বসে তায়,
অশিব শিবারা মাতি' করে তূর্য্যধ্বনি,
তাহে নাচে তালে তালে, কবন্ধেরা পালে পালে,
—প্রলয়-জলধি সম এই রণ-ভূমি।
এই জলধির জলে হয়ে আনন্দিত,
বিচরিতে পাণ্ডুপুত্র সবে সুপণ্ডিত।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

(কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চু।—মহারাজ দুর্য্যোধন আমাকে এই আদেশ করলেন :—"দেখ বিনয়ন্ধর, তুমি শীঘ্র গিয়ে দেবী ভানুমতীকে অন্বেষণ কর। তিনি মাতৃগণের পাদবন্দনাদি ক'রে ফিরে এসেছেন কি না জেনে এসো। কেন না, তাঁকে দর্শন ক'রে তার পর রণক্ষেত্রে গিয়ে কর্ণ, জয়দ্রথ প্রভৃতি অভিমন্যু-নিহন্তা ক্ষত্রিয়গণকে সম্মানের সহিত অভিনন্দন

করতে হবে।" তাই, আমার এখন শীঘ্র যেতে হবে। কি আশ্চর্য্য! সকলই মহারাজের ইচ্ছা; তাঁর নিয়োগেই বার্দ্ধক্যে অভিভূত হয়েও, কেবলমাত্র পদমর্য্যাদা রক্ষার জন্য এই অন্তঃপুরে আমার এখন বাস করতে হচ্ছে; অথবা জরাকেই বা বৃথা কেন তিরস্কার করি, অন্তঃপুরকর্ম্মচারী-মাত্রেরই তো আমারই মত বেশভূষা ও আমারই মত চেষ্টা-চরিত্র। দেখ, তাই :—

—যথার্থই থাকে যদি, উর্দ্ধে কিছু—তবু নাহি
উর্দ্ধে কভু করি গো দর্শন।
শুনেও শুনি না কানে, শক্তি থাকিলেও দেহে
হাতে যষ্টি করি গো ধারণ॥
ভূমি মাড়াইয়া চলি মন দিয়া সযতনে,
উদ্ধত-ভাবে কভু না করি গমন।
যাহা করি, সকলি সে জীবিকার অনুরোধে
—বার্দ্ধক্য-জনিত তাহা নহে কদাচন॥

(পরিক্রমণ ও দর্শন করিয়া—আকাশে) ওগো বিহঙ্গকে! শ্বশ্রূজনের পাদবন্দনা ক'রে ভানুমতী কি ফিরে এসেছেন? (কান পাতিয়া) কি বল্‌ছ?—

(আকাশে উত্তর)—মহাশয়, দেবী ভানুমতী গুরুজনের পাদবন্দনাদি ক'রে, যুদ্ধে জয়ী হবার আশায় আজ হ'তে ব্রতনিয়ম পালন ক'রে পুষ্পোদ্যানের দেব-গৃহে অবস্থিতি করছেন।

কঞ্চু।—আচ্ছা, বাছা! এখন তবে তুমি তোমার কাজে যাও। আমিও মহারাজকে জানিয়ে আসি, দেবী সেইখানে আছেন। (পরিক্রমণ) সাধু পতিব্রতে সাধু! স্ত্রীলোক হয়েও উনি ইষ্ট-সাধনের চেষ্টা করেছেন, আর মহারাজ কি না, এই প্রবল শত্রু-পক্ষ—শুধু প্রবল নয়—এই বাসুদেব-সহায় শত্রুপক্ষ পাণ্ডবেরা থাক্‌তে অন্তঃপুরে এখন বেশ স্বচ্ছন্দে বিহার-সুখ উপভোগ করছেন। (চিন্তা করিয়া) আর এটিও প্রভুর উচিত কার্য্য হয় নি, কেন না :—

অস্ত্রাদি ধারণাবধি পরশু যাঁহার
অজেয় বলিয়া ছিল জগতে প্রচার
—সে পরশুরাম-জেতা ভীষ্মেরে আহবে
পাণ্ডবেরা শরাঘাতে বধিলেন যবে,
রাজার হল না তাহা শোকের কারণ;
আরও, যবে অভিমন্যু বালক অমন
প্রৌঢ় বীরগণ সনে যুঝি' ক্লান্ত-কায়
ধনু-বিরহিত হ'য়ে একা অসহায়
হলেন নিহত রণে, নৃপতি তখন
শুনিয়া হলেন কত হরষিত-মন॥

দেবতারা সর্ব্বপ্রকারে যেন আমাদের মঙ্গল করেন—যাই, এখন মহারাজের কাছে গিয়ে দেবী ভানুমতীর সংবাদটা দিই গে।

[প্রস্থান।

ইতি বিষ্কম্ভক।

দৃশ্য—উদ্যানস্থ মন্দির।

সখী ও দাসীর সহিত ভানুমতী আসনস্থা।

সখী।—সখি ভানুমতি! অভিমানী মহারাজা দুর্য্যোধনের তুমি মহিষী হয়ে, শুধু একটা স্বপ্ন দেখেই শোকে এত অধীর হয়ে পড়েছ?

দাসী।—ঠাকুরাণি! উনি ঠিকই বল্‌ছেন—স্বপ্নে কি না প্রলাপ দেখা যায়?

ভানু। সে কথা সত্যি। কিন্তু এ স্বপ্নটা আমার বড় অশুভ ব'লে মনে হচ্ছে।

সখী।—প্রিয়সখি! তা যদি হয়, স্বপ্নটা কি, আমাদের বল; আমরা তা হ'লে প্রতিষ্ঠিত দেবতাদের স্তবস্তুতি সংকীর্ত্তনাদির দ্বারা অশুভ শান্তি করি।

দাসী।—উনি তো বেশ কথা বলেছেন। শোনা যায়, দেবতাদের স্তবস্তুতি করলে নাকি অশুভ স্বপ্নও শুভ হয়ে দাঁড়ায়।

ভানু।—তা যদি হয়, তবে বলি, মন দিয়ে শোনো।

সখী।—বল, আমি মন দিয়ে শুন্‌ছি প্রিয়সখি।

ভানু।—ওলো! ভয়ে আমি সব ভুলে গেছি—একটু রোস্, মনে ক'রে বল্‌ছি। (চিন্তা)

(কঞ্চুকী ও দুর্য্যোধনের প্রবেশ)

দুর্য্যো। কে একজন বেশ একটা কথা বলেছে :—

কি নিভৃতে, কি সাক্ষাতে— কি বহুল কি অলপ—
আপনি, কি অন্যের দ্বারায়,
শত্রুর অনিষ্ট যদি করা যায় কোনমতে,
কি আনন্দ হয় গো তাহায়।

তাই, দ্রোণ কর্ণ জয়দ্রথ প্রভৃতির দ্বারা আজ

অভিমন্যু নিহত হয়েছে শুনে, আমার হৃদয় আহ্লাদে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে।

কঞ্চু।—মহারাজ! আপনার যেরূপ শস্ত্র-শিক্ষার প্রভাব, তাতে এ অতি তুচ্ছ কাজ নয়, আর কর্ণ জয়দ্রথ প্রভৃতিরই বা এতে শ্লাঘার বিষয় কি আছে?

রাজা।—বিনয়ঙ্কর! কি বল্‌ছ তুমি?—ছিন্ন-ধনু নিরস্ত্র বালক অনেকের দ্বারা নিহত হয়েছে? দেখ :—

পুরোভাগে শিখণ্ডীরে করিয়া স্থাপন
বৃদ্ধ ভীষ্মে পাণ্ডবেরা করিল নিধন।
এ যেরূপ তাহাদের শ্লাঘার বিষয়
—সেও আমাদেরো তাই, জানিবে নিশ্চয়।

কঞ্চু।—(অপ্রতিভ হইয়া) মহারাজ! আমার তা বল্‌বার অভিপ্রায় নয়—আমার কথাটা ওরূপ ভাবে গ্রহণ করবেন না। তবে কি না, আপনার পৌরুষের ব্যাঘাত ইতিপূর্ব্বে আমরা কখন দেখিনি, তাই ঐরূপ নিবেদন করছিলেম।

রাজা।—সে কথা সত্য। কিন্তু এ তুমি বেশ জেনো :—

বন্ধু, ভৃত্য, মিত্র, পুত্র,
সৈন্যবল, অনুজের সাথ
দুর্য্যোধনে পাণ্ডুপুত্র
নিহত করিবে অচিরাৎ।

কঞ্চু।—(সভয়ে কান ঢাকিয়া) ও পাপ-কথা, ও অমঙ্গলের কথা মুখে আন্‌বেন না।

রাজা।—বিনয়ঙ্কর! আমি কি বলেছি বল দিকি?

কঞ্চু।—

বন্ধু, ভৃত্য, মিত্র, পুত্র
সৈন্য-বল, অনুজের সাথ
পাণ্ডুপুত্রে দুর্য্যোধন
নিহত করিবে অচিরাৎ।

—এইরূপ বলা মহারাজের উচিত ছিল, কিন্তু তা না ব'লে মহারাজ এর বিপরীত কথাই বলেছেন।

রাজা।—দেখ বিনয়ঙ্কর! ভানুমতী পূর্ব্বের মত আমার সহিত বাক্যালাপ না ক'রে প্রাতেই গৃহ হ'তে কোথায় বেরিয়ে গেছেন—তাই আমার মন বড়ই উদ্বিগ্ন হয়েছে। এখন ভানুমতী যে দিকে আছেন, আমাকে তুমি সেই নিয়ে চল।

কঞ্চু।—এই দিক দিয়ে মহারাজ—এই দিক। আসুন।

উভয়।—(পরিক্রমণ)

কঞ্চু।—(সম্মুখে অবলোকন ও চারিদিকে আঘ্রাণ করিয়া) দেখুন!

তুহিন-কণ-শীতল সমীরণে হয়ে বিচলিত
বৃন্তচ্যুত সেফালিকা হেথায় হতেছে বিকীরিত,
মুগ্ধ বধূ-গণ্ড-সম আরক্তিম লোধ্র ফোটে যেথা
কুন্দ কত প্রস্ফুটিত, শোভে যেথা চারু শ্যামলতা
—এ হেন সে বালোদ্যান—
সুশীতল পুষ্প-সুরভিত—
—প্রাতঃকাল-রমণীয়—হের তব সম্মুখে বি[illegible]

আবার দেখুন!—

শিশির-বিমিশ্র মধু, তাহে পূর্ণ যার অভ্যন্তর
রাতে-ফোটা হেন পুষ্প,
আছে পড়ি ভূমে নিরন্তর।
সূর্য্যকর-উদ্ভিন্ন, কমল-মুকুল-ঘন-বাসে
আকৃষ্ট ভ্রমর-বৃন্দ,
উড়ি আসি' ঝাঁকে ঝাঁকে ব[illegible]

রাজা।—(চারিদিকে অবলোকন করিয়া) বিনয়ঙ্কর! দেখ, এই উষাকালে আরও [illegible] রমণীয়তর ব্যাপার দেখা যাচ্ছে। দেখ :—

ফুটো-ফুটো নলিনীর বিকাশ-উন্মুখ-দ[illegible]
উপান্ত-গবাক্ষ-জাল-দিয়া
প্রবিষ্ট যে অলিবৃন্দ—ভানু-করে তাহাদের
নৃপসম দেয় জাগাইয়া।
বিকশিত নলিনীর গর্ভ-শয্যা তারা দেখ
পত্নীসহ করে পরিত্যাগ,
ঘন-পরিমল-বাসে অলপ সূচিত করি'
রজো-লিপ্ত নিজ অঙ্গ-রাগ।

কঞ্চু।—মহারাজ! ঐ দেখুন, ভানুমতী ঐখানে ব'সে আছেন, আর, সুবদনা ও তরলিকা ওঁর সেবা করছে। মহারাজ চলুন, এখন তবে নিকটে যাওয়া যাক্।

রাজা।—(দেখিয়া) দেখ বিনয়ঙ্কর! তুমি এখন গিয়ে যুদ্ধ-রথ সজ্জিত কর গে, আমিও দেবীর সহিত সাক্ষাৎ ক'রে এখনি আস্‌ছি।

কঞ্চু।—যে আজ্ঞা মহারাজ।—

[প্রস্থান।

সখী।—প্রিয়সখি! তোমার কি এখন মনে পড়েছে?

ভানু।—সখি! হাঁ মনে পড়েছে। আমি যেন এই প্রমোদ-বনে ব'সে আছি, আর আমার সম্মুখে অতি সুন্দর একটি নকুল এসে এক-শত সর্প বধ করলে।

উভয়ে।—(স্বগত) কি অশুভ কথা! কি অশুভ কথা! (প্রকাশ্যে) তার পর—তার পর?

ভানু।—শোকে আমার হৃদয় এমনি অভিভূত, আবার দেখ আমি ভুলে গেলেম।

রাজা।—(দেখিয়া) ওহো! দেবী ভানুমতী সুবদনা ও তরলিকার সঙ্গে কি পরামর্শ করছেন। আচ্ছা, এই লতাজালের আড়াল থেকে শোনা যাক, ওঁদের মধ্যে কি গোপনীয় কথা হচ্ছে।

(তথা অবস্থান)

সখী।—সখি! দুঃখ কোরো না—এখন তার পর কি, বল।

রাজা।—কি না জানি এঁর দুঃখের কারণ। অথবা আমি যে ওঁকে কিছু না ব'লে গৃহ হ'তে বেরিয়ে এসেছি, তাতেই হয় তো ওঁর রাগ হয়েছে! ওগো ভানুমতি! দুর্য্যোধন এমন কিছুই করে নি, যাতে তার উপর তোমার রাগ হ'তে পারে।

ভ্রম-বশে তব কণ্ঠে হইল শিথিল কি গো
আজি রাতে এ ভুজ-বন্ধন?
নিদ্রাভঙ্গে পাশ-ফিরি' অভিমুখী হইয়াও
করিনি কি আদর যতন?
অপর স্ত্রীজন-সহ স্বপনে করেছি কি গো
বাক্যালাপ হয়ে লঘু-মন?
কি দোষ দেখিলে মোর যাহাতে হইতে পারি
সখীদেরো নিন্দার ভাজন?

(চিন্তা করিয়া) অথবা—

আমি-ই তোমার এক হৃদয়-আশ্রয়,
আমাতেই আছে বদ্ধ তোমার প্রণয়।
তাই, অতি-প্রেমে বুঝি হয়ে ঈর্ষান্বিতা
কল্পনায় দোষ দেখি হও গো কুপিতা।

তবু, কি বল্‌ছে, শোনা যাক্।

ভানু। তার পর, সেই সুন্দর নকুলটিকে দেখে আমি অত্যন্ত উৎসুক হয়ে উঠ্‌লেম।

রাজা। কি?—সেই সুন্দর নকুলকে দেখে উৎসুক হয়ে উঠেছে? তবে কি মাদ্রীপুত্র নকুলের প্রতি অনুরক্ত হয়ে আমাকে প্রতারণা করছে? (স্মরণ করিয়া, পুনর্ব্বার "আমিই তোমার" ইত্যাদি পাঠ) মূঢ় দুর্য্যোধন! কুলটা-কর্ত্তৃক প্রতারিত হয়েও আপনাকে গৌরবান্বিত মনে ক'রে তুমি কত কি বলেছ!—ওহো! এই জন্যই প্রভাতে এই নির্জ্জন-স্থানে এসে সখীদের সঙ্গে বাক্যালাপ করতে ওর ইচ্ছে হয়েছে। দুর্য্যোধনও কুলটার মনের প্রকৃত ভাব ঠিক্ বুঝতে না পেরে কত কি কল্পনা করছে। আরে পাপীয়সি! আমার পত্নী হয়েও তুই এইরূপ দুশ্চরিতা?

মোর কাছে ভীরু অতি অথচ গো এইরূপ
সাহসের ভাব?
সাক্ষাতে প্রশংসা মোর, অথচ ধরম লঙ্ঘি'
অন্যে অনুরাগ?
জড়বুদ্ধি আমি অতি! সারল্য দেখায়ে মোরে
বক্র-পথ-গামী?
প্রখ্যাত বিশুদ্ধ কুলে জনম গ্রহণ করি'
এ কলঙ্ক গ্লানি?

সখী। তার পর, তার পর?

ভানু। তার পর, আমি তাড়াতাড়ি এই লতামণ্ডপে প্রবেশ করলেম, সেও আমার পিছনে পিছনে এইখানে এলো।

রাজা। ওঃ! কুলটার মতই এই পাপীয়সীর নির্লজ্জতা!

যাহাদের সনে তব গাঢ়তর প্রণয়ের
চিরন্তন যোগ,
গোপনে যাদের কাছে বলেছ আমার কত
প্রেমের সম্ভোগ,
সেই সখীজন কাছে
—কলঙ্কিনি কলুষ-হৃদয়!—
দুশ্চরিত-কথা তব
বলিতে কি লজ্জা নাহি হয়?

উভয়ে। তার পর?—তার পর?

ভানু। তার পর, সে হাত বাড়িয়ে সহসা আমার বুকের আঁচল সরিয়ে দিলে।

রাজা। (সক্রোধে) আর শুনে কি হবে? আচ্ছা, এখনি আমি গিয়ে সেই পরস্ত্রী-অপহারী ধৃষ্ট হতভাগা মাদ্রীপুত্রকে বধ করি গে। (কিয়দ্দূর গিয়া চিন্তা) কিন্তু না, এই পাপীয়সীকে আগে শাসন করতে হবে। (প্রত্যাবর্ত্তন)

উভয়ে। তার পর, তার পর?

ভানু। তার পর, আমি প্রভাতী-মঙ্গলবাদ্যের সহিত মিশ্রিত বার-বিলাসিনীদের সঙ্গীত-শব্দে জেগে উঠলেম।

রাজা। (মনে মনে বিতর্ক করিয়া) কি?—"আমি জেগে উঠলেম?" তবে কি স্বপ্নদর্শনের কথা বল্‌ছে? (চিন্তা করিয়া) আচ্ছা, সখীদের কথায় হয় তো সমস্ত প্রকাশ হবে।

উভয়ে। (বিষণ্ণভাবে পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া) দেখ সুবদনা!—যা কিছু অমঙ্গল হয়েছে, তা ভাগীরথী প্রভৃতির পুণ্যজলে, আর ব্রাহ্মণদের প্রজ্বলিত হোমাগ্নির দ্বারা সমস্ত দূর হবে।

রাজা। আর কোন সন্দেহ নেই—উনি স্বপ্নদর্শনের কথাই বর্ণনা করছেন। আমি অতি নির্ব্বোধ—অন্যরূপ ভাবছিলেম।

অর্দ্ধশ্রুত বাক্য শুনি' সংশয়-জনিত ক্রোধ
ভাগ্যে হ'ল দূর,
ভাগ্যে আমি বলি নাই পরুষ বচন, হয়ে
রোষে ভরপূর।
ভাগ্যে এই মূঢ়-হৃদি শুনিল প্রত্যয় তরে
তার শেষ কথা,
মিথ্যা-অপবাদে ভাগ্যে এ-লোক করেনি ত্যাগ
সেই পতিব্রতা।

ভানু। ওলো! এতে শুভ-সূচক কথা কি আছে বল্!

উভয়ে। (পরস্পরের প্রতি অবলোকন করিয়া চুপি চুপি) এ আদপে শুভ-সূচক নয়। যদি মিথ্যা বলি, তা হলে অপরাধী হব। জিজ্ঞাসা করলে যে ব্যক্তি কঠোর হলেও হিত কথা বলে, সেই সখী। (প্রকাশ্যে) এতে সমস্তই অশুভ সূচনা করছে; এখন, দেবতাদের পূজা ক'রে, দূর্ব্বাদি হাতে নিয়ে, অশুভ দূর করতে হবে; নকুল কিম্বা অন্য কোন দংষ্ট্রীর দ্বারা শত সর্প-বধ স্বপ্নে দেখা পণ্ডিতেরা ভাল বল্লেন না।

রাজা। সুবদনা ঠিকই বলেছে। নকুলের শত-সর্প বধ, ও স্তন-বস্ত্র অপসারণ,—এ সমস্তই আমাদের অনিষ্ট-ফল-দায়ক ব'লে মনে হয়।

পর্য্যায় ক্রমে হয়— কভু শুভ কভু মন্দ—
স্বপন-দর্শন,
স-অনুজ শত মোরা শত সংখ্যা আমাকেই
করে গো সূচন।

(বামাক্ষি স্পন্দন) আঃ! আমি দুর্য্যোধন—এই সব অশুভ সূচনায়—আমারো হৃদয় ব্যথিত হবে? না, এতে ভীরু-জনেরই হৃদয় কম্পিত হয়, দুর্য্যোধন এ সব গণনার মধ্যেই আনেন না। অঙ্গিরা মুনিও এইরূপ মর্ম্মে ব'লে গেছেন:—

গ্রহের সঞ্চার, স্বপ্ন, আরো, দুর্নিমিত্ত যাহা
হয় গো উদয়
—ফলে "কাক-তালী" সম, তাহা হ'তে প্রাজ্ঞ জন
নাহি পান ভয়।

অতএব ভানুমতীর এই স্ত্রীস্বভাবসুলভ অলীক আশঙ্কা দূর ক'রে দি।

ভানু। ওলো সুবদনে! দ্যাখ, উদয়গিরির শিখর হ'তে সূর্য্যদেবের রথ বিমুক্ত হওয়ায় সন্ধ্যারাগ বিগলিত হয়ে কেমন শুভ্র আলোক দেখা দিয়েছে।

সখী। রোষান্বিত কর্ণরাগ-সদৃশ শ্রী ধারণ ক'রে লতা-জালের অভ্যন্তর হ'তে কিরণ বিকীর্ণ ক'রে, উদ্যান-ভূমিকে কনক-বর্ণে রঞ্জিত ক'রে, ভগবান সহস্ররশ্মি এখন দুষ্প্রেক্ষণীয় হয়ে উঠেছেন। রক্তচন্দন ও পুষ্প-অর্ঘ্য দিয়ে সূর্য্যোপাসনার এই ঠিক্ সময়।

ভানু। ওলো তরলিকে! আমার অর্ঘ্য-পাত্রটা নিয়ে আয়, আমি সূর্য্যদেবের পূজা ক'রে নি।

দাসী। যে আজ্ঞে দেবি। (প্রস্থান করিয়া পুনঃ প্রবেশ) ঠাকুরাণি! এই অর্ঘ্য-পাত্র, এইবার সূর্য্যদেবের পূজা করুন।

রাজা। প্রিয়ার নিকটে গিয়ে উপস্থিত হবার এই তো সুন্দর অবসর। (নিকটে অগ্রসর)

সখী। (দেখিয়া স্বগত) এ কি! মহারাজ এসেছেন যে! সর্ব্বনাশ! এইবার দেখ্‌ছি ওঁর ব্রত ভঙ্গ হ'ল।

ভানু। (সূর্য্যের অভিমুখী হইয়া) ভগবন্! গগন-সরোবরের শতদল! পূর্ব্বদিক্-বধূর মুখমণ্ডলের

কুসুম বিশেষ! সকল ভুবনের অদ্বিতীয় রত্ন-প্রদীপ! এই স্বপ্নদর্শনে যদি কিছু অমঙ্গল থাকে, তবে যেন তোমার আরাধনায় আবার তা মঙ্গলে পরিণত হয়। (অর্ঘ্যদান করিয়া) ওলো তরলিকে! আমার ফুলগুলি নিয়ে আয়, অন্য দেবতাদেরও পূজা এই বেলা শেষ করা যাক্।

(হস্ত প্রসারণ)

রাজা। (ইঙ্গিতে পরিজনদের সরাইয়া পুষ্পাদি স্বয়ং আনয়ন—ও স্পর্শসুখ অনুভব করিয়া পুষ্পাদি ভূতলে নিক্ষেপ)

ভানু। (সরোষে) কি আশ্চর্য্য! মাটীতে ফুলগুল ফেলে দিয়ে গেল?—দাসীদের কি বুদ্ধি! (ফিরিয়া রাজাকে দেখিয়া লজ্জাভয়ে থতমত)

রাজা। দেবি! পরিজনেরা নিতান্ত অনিপুণ—আচ্ছা, আমিই তোমার সেবা করছি, কি কর্‌তে হবে, আজ্ঞা কর। অয়ি প্রিয়ে!

সখী-পথ-পানে চেয়ে ধবল ও দীর্ঘ নেত্রে
ভয়ে ভয়ে হেথা কেন কর দৃষ্টিপাত?
হাসিয়া মধুর হাসি যাহা ইচ্ছা আজ্ঞা কর,
—সেবা তরে তব দাস কৃতাঞ্জলি-হাত।

ভানু। মহারাজ! আমাকে অনুমতি দেও, আমার কোন ব্রতনিয়ম পালন করবার ইচ্ছা আছে।

রাজা। তোমার স্বপ্ন-বৃত্তান্ত আমি সমস্তই শুনেছি। প্রিয়ে! তুমি স্বভাবতঃ সুকুমার, কেন বৃথা আপনাকে এইরূপ কষ্ট দেবে বল দিকি?

ভানু। নাথ! আমার অত্যন্ত ভয় হয়েছে, আমাকে অনুমতি দেও।

রাজা। (সগর্ব্বে) তোমার কোন ভয় নেই। দেখ:—

কি ফল অসংখ্য সৈন্যে— ব্যাপ্ত যাহে দিক্ দশ
—সমস্ত ধরণী বিকম্পিত?
কি ফল দ্রোণের, কিম্বা কর্ণের অব্যর্থ বাণে
—যদি হও তুমি গো চিন্তিত?
শত বাহু-ভুজ-চ্ছায়ে নিরাপদে তুমি ভীরু
আছ রাত্রি-দিবা।
নরেন্দ্র দুর্য্যোধন— তাহার গৃহিণী হয়ে
শঙ্কা তব কিবা?

ভানু। নাথ! তুমি নিকটে থাকতে আমার কোন শঙ্কার কারণ নেই, কিন্তু তোমার মনস্কামনা যাতে সিদ্ধ হয়, তাই আমার মনের একান্ত ইচ্ছা।

রাজা। অয়ি সুন্দরি! আমি যাতে পত্নীর সঙ্গে ইচ্ছামত বিহার করতে পাই—এই আমার মনের একমাত্র বাসনা। দেখ:—

প্রেমে ঢুলু ঢুলু আঁখি
—পদ্ম-শোভা করে যা বিকাশ—
লজ্জায় অস্ফুট বাণী,
অথবা সে মৃদু-মন্দ হাস,
অধর অনলংকৃত,
কিম্বা শুষ্ক ব্রত-উপবাসে,
—মুখ-ইন্দু-শোভা যত
—পিতে চিত্ত সদা ভালবাসে।

(নেপথ্যে মহা কোলাহল)

সকলে। (কান পাতিয়া শ্রবণ)

ভানু। (সভয়ে রাজাকে আলিঙ্গন করিয়া) নাথ! রক্ষা কর, রক্ষা কর।

রাজা। (চারিদিকে অবলোকন করিয়া) প্রিয়ে! ভয় কোরো না। দেখ:—

দিগ্‌দিগন্তে নিক্ষেপিয়া বৃক্ষখণ্ড সবে,
তৃণ-মিশ্র ধূলি-স্তম্ভ উড়াইয়া নভে,
পথের খাপরা যত লয়ে নিজ সঙ্গে,
তরু-স্কন্ধ ঘরষণে তুলি ধূম রঙ্গে,
প্রাসাদ-নিকুঞ্জ-মাঝে গরজি গম্ভীর ঘোর
—যেন নব ঘন—
প্রচণ্ড পবন বহে দিশিদিশি, এতে ভীরু
ভয় পাও কেন?

সখী। মহারাজ! এই "দারু-পর্ব্বত"-প্রাসাদে প্রবেশ করুন। ভয়ানক ঝড় উঠেছে। দেখুন, ধুলোয় চোখ ভ'রে যাচ্ছে, বড় বড় গাছ ভেঙে পড়ছে, আর তার শব্দে ভয় পেয়ে অশ্বেরা, অশ্বশালা হ'তে ছুটে বেরিয়ে, পথিকদের আকুল ক'রে তুলেছে।

রাজা। এই বাত্যাচক্র তো দুর্য্যোধনের উপকারী বন্ধু। কেন না, দেখ, এর দরুণ দেবীকে ব্রত-নিয়ম ত্যাগ করতে হ'ল—আমারও মনস্কামনা পূর্ণ হ'ল।

নাহি সে ভ্রূকুটি আর, অশ্রুজলে আঁখি দুটি,
তোমার নাহি রহে আচ্ছাদিত।

না ল'ন ফিরায়ে মুখ, "ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না" বলি
নাহি আর হই নিবারিত।
এবে তন্বী ভয়-বশে হয়ে নগ্ন-পয়োধর
করিছেন মোরে আলিঙ্গন
এই ব্রত-ভঙ্গে আমি ঝঞ্ঝারে বয়স্য ভাবি
—নহে ইহা শত্রু সুভীষণ।

আমার মনোরথ সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হয়েছে—এখন আমি দারুপর্ব্বতে গিয়ে যথেচ্ছা বিহার করি গে।

সকলে। (ঝটিকার বেগ-বশতঃ অতি কষ্টে পরিক্রমণ)

দৃশ্য—দারু-পর্ব্বত প্রাসাদ

রাজা। ঘন-উরু সুন্দরি লো!
ধীরি ধীরি করহ গমন।
এ হেন কম্পিত গতি
অয়ি প্রিয়ে! ছাড় গো এখন।
বাহুলতা দিয়া তব
বক্ষ মোর করহ পীড়ন ॥

(দারু-পর্ব্বতে প্রবেশ)

এখন এই গৃহ-গহ্বরের মধ্যে আসা গেছে—এখানে ঝড়ের বাতাস আর আস্‌তে পারবে না—এখন আর চোখে ধূলিকণা প্রবেশেরও আশঙ্কা নাই—প্রিয়ে! এখন তবে নির্ভয়ে চক্ষু উন্মীলন কর।

ভানু। (সহর্ষে) আঃ বাঁচা গেল—এখানে আর ঝড়ের উৎপাত নেই।

সখী। মহারাজ! এই পর্ব্বতের উপর আরোহণ ক'রে প্রিয়সখীর উরুযুগল শ্রান্ত হয়ে পড়েছে, এখন উনি আসন-বেদীতে বসুন না কেন?

রাজা। (দেবীকে দেখিয়া) ঝড়ের ভয়ে ওঁর বড়ই ক্লেশ হয়েছে দেখ্‌ছি। দেখ:—

নয়ন বিশাল বলি রেণুর পতনে চক্ষু
বিষম পীড়িত,
স্তন-ভরা বুক বলি তনুর কম্পন মাত্রে
হায় বিচলিত।
পৃথুল জঘন বলি অল্প চলিয়াও উরু
হইল ব্যথিত,
বাত্যা-শ্রমে কৃশাঙ্গীর গুরু নিতম্বের ভার
আরো গো বর্দ্ধিত।

সকলে। (উপবেশন)

রাজা। এখানে কিছুই পাতা নেই, দেবী এই কঠিন শিলাতলে কেন বস্‌লেন? কেন না:—

বায়ুভরে বিচলিত, বসন শিথিলীকৃত,
নয়ন-আনন্দ মোর, ও-তব জঘন
—তব নেত্র-দৃষ্টি-হারী এ মোর জঘনোপরি
স্থাপন কর গো যদি— সেই তো শোভন।

(ভয়ে শশব্যস্ত হইয়া তাড়াতাড়ি কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চুকী। মহারাজ, ভেঙে ফেল্লে—ভেঙে ফেল্লে।

সকলে। (উৎসুক হইয়া দর্শন)

রাজা। কে?

কঞ্চু। ভীম—

রাজা। কার?

কঞ্চু। আপনার।

রাজা। আঃ; কি প্রলাপ বক্‌ছ?

ভানু। এ কি অমঙ্গলের কথা তুমি বল্‌ছ?

রাজা। ধিক্ প্রলাপি! বৃদ্ধাধম! আজ তোমার সহসা এ কি রোগ হ'ল?

কঞ্চু। মহারাজ! এ কোন রোগ নয়। সত্য কথাই বল্‌চি।

ভাঙিয়া ফেলিল, ভীম
বায়ু, তব রথের কেতন
—কিঙ্কিণী-ক্রন্দন-রবে
হইল গো ভূতলে পতন।

রাজা। প্রবল বায়ুর বেগে রথের ধ্বজা ভগ্ন হয়ে ভূতলে পতিত হয়েছে—এই তো? তবে তুমি "ভেঙে গেছে" "ভেঙে গেছে" ব'লে চীৎকার ক'রে কেন ওরূপ প্রলাপ বক্‌ছিলে?

কঞ্চু। মহারাজ! সে কিছু নয়। এই দুর্নিমিত্তের শান্তির জন্য আপনাকে জানানো উচিত মনে ক'রে প্রভুভক্তির আধিক্য বশতঃই ঐরূপ বলেছিলেম।

ভানু। নাথ! শান্ত-চিত্ত ব্রাহ্মণের দ্বারা বেদ-পাঠ ও হোম করিয়ে এই অমঙ্গলের শান্তি করা হোক্।

রাজা। (অবজ্ঞার সহিত) আচ্ছা যাও, পুরোহিত সুমিত্রকে গিয়ে বল।

কঞ্চু। যে আজ্ঞা মহারাজ! [প্রস্থান।

(উদ্বিগ্ন হইয়া প্রতীহারীর প্রবেশ)

প্রতী। (নিকটে আসিয়া) মহারাজের জয়! সিন্ধুরাজের মাতা ও দুঃশলা দেউড়ীতে দাঁড়িয়ে আছেন।

রাজা। (স্বগত) কি?—জয়দ্রথের মাতা, আর দুঃশলা? অভিমন্যু-বধে ক্রুদ্ধ হয়ে পাণ্ডুপুত্রেরা পরে আমাদের কারও না কারও নিশ্চয়ই কোন অনিষ্ট ক'রে থাকবে। (প্রকাশ্যে) যাও, শীঘ্র তাঁদের নিয়ে এসো।

প্রতী। যে আজ্ঞা মহারাজ।

[প্রস্থান।

(ভয়াকুল হইয়া জয়দ্রথের মাতা ও দুঃশলার প্রবেশ)

উভয়ে। (সাশ্রুনয়নে দুর্য্যোধনের পদতলে পতন)

মাতা। কুরুনাথ! রক্ষা কর, রক্ষা কর।

দুঃশলা। (রোদন)

রাজা। (ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া উঠাইয়া) মা! শান্ত হও, শান্ত হও। হয়েছে কি? রণক্ষেত্রে অপ্রতিরথ জয়দ্রথের কুশল তো?

মাতা। জাদু! কুশল আর কোথায়?

রাজা। সে কিরূপ?

মাতা। (আশঙ্কার সহিত) আজ পুত্র-বধে ক্রোধে প্রজ্বলিত হয়ে অর্জ্জুন, সূর্য্য অস্ত না হ'তে হ'তেই তাকে বধ করবে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করেছে।

রাজা। (সস্মিত) মায়ের আর দুঃশলার অশ্রুপাতের এইমাত্র কারণ? দেখ, পুত্র-শোকে অর্জ্জুন এইরূপ প্রলাপ ব'কছে। আহা! অবলাদের কি মূঢ়তা! মা! তুমি আর দুঃখ কোরো না। বৎসে দুঃশলে! তুমি আর কেঁদো না। এই ধনঞ্জয়ের সাধ্য কি যে, মহারাজ দুর্য্যোধনের বাহু-পরিঘ-রক্ষিত সেই জয়দ্রথকে বধ করে।

মাতা। জাদু! পুত্র-বধে ক্রোধে প্রজ্বলিত হয়ে, জীবনের মায়া ছেড়ে, শত্রুপক্ষের বীরেরা নির্ভয়ে চতুর্দ্দিকে বিচরণ করছে।

রাজা। (উপহাসের সহিত)

সমাজ্ঞায় দুঃশাসন টানিয়া খুলিয়া দেয়
পাঞ্চালীর কেশ ও বসন।
আমিও সে সভামাঝে "গরু" "গরু" এই বলি
তাহারে গো করি সম্বোধন।

তখন কি অরজুন
করেন নি গাণ্ডীব ধারণ?
যুবা কৃতী ক্ষত্রিয়ের
নহে কি তা ক্রোধের কারণ?

মাতা। তখন তাঁর প্রতিজ্ঞা অসমাপ্ত থাকায়, এখন তিনি আমাদের বধ করবেন ব'লে আবার প্রতিজ্ঞা করেছেন।

রাজা। তা যদি হয়, সে তো আনন্দেরই বিষয়, তাতে তোমার বিষাদ কিসের? বল না কেন, অনুজগণের সহিত এইবার তা হ'লে যুধিষ্ঠির উৎসন্ন যাবে। মা! তোমার পুত্রের পরাক্রম তুমি জান না। ধনঞ্জয় কিম্বা অন্য কারও সাধ্য কি যে, সে দুর্জ্জয়-পরাক্রম জয়দ্রথের নাম পর্য্যন্ত গ্রহণ করে? তাতে আবার সেই শত কুরু-পরিবেষ্টিত বর্দ্ধিত-মহিম কৃপ কর্ণ দ্রোণ অশ্বত্থামা আদি মহারথী থাকায়, জয়দ্রথের প্রভাব তো আরও দ্বিগুণিত হয়েছে।

যুধিষ্ঠির আর সেই
সহদেব নকুল দু ভাই
—জয়দ্রথ তুলনায়
তাহাদের কথাই তো নাই।
ভীমসেন অর্জ্জুনের মাঝে কে পারে যুঝিতে একা
সিন্ধুরাজ-সনে?
—সেই মহাবীর, যার মণ্ডল-আকার ধনু
প্রস্ফুরিত রণে।

ভানু। নাথ! তাও যদি হয়, তবুও প্রতিজ্ঞারূঢ় ধনঞ্জয় শঙ্কার বিষয়।

মাতা। বাছা, তুমি সময়োচিত বেশ কথা বলেছ।

রাজা। আঃ! আমি দুর্য্যোধন, আমার ভয়ের বিষয় কিনা পাণ্ডবেরা? দেখ :—

ধনুর্গুণ-কিণাঙ্কিত নহে দেহ বর্ম্মাবৃত
—হেন মোর শত ভ্রাতৃগণ
মিলিয়া চলে একত্রে লাগালাগি ছত্রে ছত্রে
—পদ্ম-বন বলি হয় ভ্রম।
সূর্য্যালোকে রেণু-সম শত্রু-সৈন্য অগণন
অসি-লতা আস্ফালিছে সবে
ভ্রাতাদের আক্রমণে দিশি-দিশি প্রতিক্ষণে
কোটি-সৈন্য নিহত আহবে।

ভানুমতি! তুমি তো জানো পাণ্ডবদের পরাক্রম —তুমিও এইরূপ মনে করছ? দেখ:—

দুঃশাসন-হৃদয়ের যথা রক্ত-পান,
গদাঘাতে দুর্য্যোধন-উরুভঙ্গ যথা,
তেজস্বী পাণ্ডবদের—তাহারি সমান—
জয়দ্রথ-নিধনের প্রতিজ্ঞার কথা।

কে আছে ওখানে? আমার বিজয় রথ সজ্জিত কর—আমি সেই প্রগল্‌ভ পাণ্ডবকে মিথ্যা প্রতিজ্ঞার দরুণ অপ্রতিভ ক'রে তার আত্মহত্যার বিধান করি গে।

(কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চু।

কনক-কিঙ্কিণী-ধ্বনি যাহে নিরন্তর,
দু দিকে লম্বিত যাহে সহাস চামর,
অশ্বদের ঝম্প-গতি হ'য়ে নিয়ন্ত্রিত
অসহিষ্ণু অশ্ব যাহে রহে সংযোজিত,
বিনষ্ট হয় গো যাহে শত্রু-মনোরথ
—রাজন্! সজ্জিত এবে সেই তব রথ।

রাজা। দেবি! তুমি অন্তঃপুরে যাও—আমি এখন আমার বিজয়-রথে আরোহণ ক'রে সেই প্রগল্‌ভ পাণ্ডবকে মিথ্যা প্রতিজ্ঞার দরুণ অপ্রতিভ ক'রে, তার আত্মহত্যার বিধান করি গে।

[সকলের প্রস্থান।

ইতি দ্বিতীয় অঙ্ক।

—

তৃতীয় অঙ্ক।

দৃশ্য—রণক্ষেত্র।

(বিকৃত-বেশা রাক্ষসীর প্রবেশ)

রাক্ষসী। (বিকট হাস্য হাসিয়া, সপরিতোষে)
বসা মাংস রক্ত-ধারা
জ'মে আছে ঘড়া-ঘড়া।
পিব রক্ত অবিরত,
হউক যুদ্ধ বর্ষশত।

(সপরিতোষে নৃত্য)

সিন্ধু-বধের দিনের মত অর্জ্জুন যদি প্রা দিন এইরূপ ভাবে যুদ্ধ চালান, তা হ'লে আম ভাঁড়ার ঘর রক্তমাংসে একেবারে ভ'রে যা (পরিক্রমণ-পূর্ব্বক চারিদিকে দেখিয়া) না জা রুধির-প্রিয় এখন কোথায়। এই যুদ্ধক্ষে আমার স্বামী রুধির-প্রিয় কোথায় আছে, একব খুঁজে দেখি। (পরিক্রমণ করিয়া) আচ্ছা, হাঁ দিয়ে একবার ডাকি। রুধির-প্রিয়! ও রুধি প্রিয়! বলি, এই দিকে একবার এসো তো গে

(রাক্ষসের প্রবেশ)

রাক্ষস। (ভ্রমণ) টাট্‌কা তাজা মাংস, আর গরমা-গরম রক্ত যদি পাই, তা হ'লে এখুনি আম সব শ্রান্তি দূর হয়।

রাক্ষসী। ওগো রুধির-প্রিয়! রুধির-প্রিয়! ব কোথায় তুমি?

রাক্ষস। (শুনিয়া) আরে! আমাকে ডাকে কে (দেখিয়া) আরে! এ যে দেখছি বসাগন্ধা বসাগন্ধা! আমাকে ডাক্‌ছিস্ কেন রে?

রাক্ষসী। কোন রাজর্ষি এইমাত্র মারা পড়ে তারি শরীরের চর্ব্বি-মাখানো চকচকে তা মাংস ও টাট্‌কা রক্ত আমি এনেছি, এইবার তু খাওয়া-দাওয়া কর।

রাক্ষস। (সপরিতোষে) বসাগন্ধা। তুই বড় এই গরম গরম রক্ত এনে তুই বড় ভাল কর —আমার বড় তেষ্টা পেয়েছিল।

রাক্ষসী। রুধির-প্রিয়! যেখানে হাতী-ঘোড় মানুষের রক্তে একেবারে সমুদ্র হয়ে পড়েছে—প চলা ভার, সেই যুদ্ধক্ষেত্রে তুমি এত ঘুরে বেড়া —তবু তোমার তেষ্টা গেল না?—আশ্চর্য!

রাক্ষস। (সক্রোধে) আরে বসাগন্ধা! আমাদে ঠাকুরাণী তাঁর পুত্র ঘটোৎকচের বধে বড় শো পেয়েছেন, তাই তাঁকে দেখ্‌তে গিয়েছিলেম।

রাক্ষসী। হ্যাঁরে রুধিরপ্রিয়! এখনও কি হিড়িম্ব দেবীর পুত্র-শোক উপশম হয় নি?

রাক্ষস। ওগো! উপশম আর কি ক'রে হবে? অভিমন্যু-বধে সুভদ্রা ও দ্রৌপদীও নাকি তাঁ মতন শোক পেয়েছেন, তাতেই যা একটু সান্ত্বনা।

রাক্ষসী। রুধির-প্রিয়! এই নেও, হাতীর মাথার খুলির এই টাট্‌কা মাংস চাট্‌ ক'রে খাও, আর এই তাজা রক্তের মদ্য পান কর।

রাক্ষস। (তথা করিয়া) আচ্ছা, বসাগন্ধা! তুই কতটা রক্ত মাংস জমা করেছিস্ বল্ দিকি?

রাক্ষসী। ওগো রুধির-প্রিয়! পূর্ব্বে কত জমা করে-ছিলুম, তা তো তুমি জানোই, এখন নূতন যা জমা করেছি, তাই তোমাকে বল্‌ছি শোনো। এক ঘড়া ভগদত্তের রক্ত, সিন্ধুরাজের দুই ঘড়া চর্ব্বি, মংস্য-রাজ ভূরিশ্রবা, সোমদত্ত, বাহ্লীক প্রভৃতি রাজা ও প্রধান পুরুষদের রক্ত চর্ব্বি ও মাংসে ভরা হাজারটে মুখ-খোলা ঘড়া আমার ঘরে এখন মজুদ।

রাক্ষস। (সপরিতোষ আলিঙ্গন করিয়া) তুই বড় ভাল গিন্নী—বড়ই ভাল! তোর এই গিন্নীপনাতে আর হিড়িম্বা ঠাকুরাণীর বন্দোবস্তে আমার দারিদ্র্য-দুঃখ ঘুচল।

রাক্ষসী। রুধিরপ্রিয়! ঠাক্‌রুণ আবার কি বন্দো-বস্ত করেছেন?

রাক্ষস। হিড়িম্বা-ঠাক্‌রুণ আমাকে আদর ক'রে ডেকে এই আজ্ঞা করলেন :—"দেখ রুধির-প্রিয়! আজ হ'তে তুমি আর্য্যপুত্র ভীমসেনের সঙ্গে থেকে সমস্ত যুদ্ধক্ষেত্রময় ঘুরে-ঘুরে বেড়াবে। তাঁর সঙ্গে গেলে হত মানুষের রক্ত-নদী দর্শনে ক্ষুধা-তৃষ্ণা দূর হবে আমারও স্বর্গসুখ লাভ হবে, আর তুমিও নিশ্চিন্ত হয়ে সহস্র ঘড়া রক্ত-চর্ব্বি অনায়াসে সংগ্রহ করতে পারবে।"

রাক্ষসী। রুধির-প্রিয়! কি জন্য কুমার ভীমসেনের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়াবে বল দিকি?

রাক্ষস। বসাগন্ধা! প্রভু ভীমসেন দুঃশাসনের রক্ত পান করবেন ব'লে প্রতিজ্ঞা করেছেন—আমরা রাক্ষসেরাও তাঁর সঙ্গে থেকে রক্ত পান করব।

রাক্ষসী। (সহর্ষে) বেশ করেছ ঠাকরুণ! আমার স্বামীর জন্য তুমি বেশ বন্দোবস্ত করেছ।

(নেপথ্যে মহা কোলাহল)

উভয়ে। (শ্রবণ)

রাক্ষসী। (শুনিয়া সভয়ে) ওগো রুধির-প্রিয়! কিসের এই হৈ-হৈ শব্দ?

রাক্ষস। (দেখিয়া) বসাগন্ধা! ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণের চুল টেনে ধ'রে অসি দিয়ে তাকে বধ করেছে।

রাক্ষসী। (সহর্ষে) রুধির-প্রিয়। রুধির-প্রিয়! এস, আমরাও গিয়ে দ্রোণের রক্ত পান করি গে।

রাক্ষস। (সভয়ে) বসাগন্ধা! ও ব্রাহ্মণের রক্ত, ওতে কি হবে? ও রক্ত গলায় ঢুক্‌লে গলা একে-বারে পুড়ে যাবে।

(নেপথ্যে পূর্ব্বের মত কোলাহল)

রাক্ষসী। আবার যে সেই হৈ-হৈ রৈরৈ শব্দ!

রাক্ষস। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) বসাগন্ধা! অশ্বত্থামা অসি খুলে এই দিকে আস্‌ছেন। দ্রুপদ-পুত্র রাগের মাথায় আমাদেরও বধ করতে পারেন। তা, চল্, এখন আমরা হিড়িম্বা ঠাকরুণের আজ্ঞামত কাজ করি গে।

[প্রস্থান।

ইতি প্রবেশক।

(অশ্বত্থামার প্রবেশ)

অশ্ব। (কোলাহল শ্রবণে খড়্গ নিষ্কাশিত করিয়া)
মহা-প্রলয়-মারুত-সঙ্কালিত-কালাম্বুদ-নাদ—
তার ঘোর প্রতিধ্বনি-সম এ কি প্রচণ্ড শবদ!
এ ভৈরব-রবে পূর্ণ ভূলোক ও দ্যুলোক-কন্দর,
রণ-সিন্ধু হ'তে আজি কি হেতু এ বন্যা ঘোরতর?

(চিন্তা করিয়া) নিশ্চয়, অর্জ্জুন, সাত্যকি কিম্বা ভীম যৌবনদর্পে সম্বন্ধের সীমা লঙ্ঘন করায়, পিতাও ক্রুদ্ধ হয়ে শিষ্যবাৎসল্য পরিত্যাগ ক'রে সমকক্ষভাবে তাদের সহিত যুদ্ধ করছেন। তাই বটে :—

দুর্য্যোধন-পক্ষপাতী হয়ে এবে শস্ত্র দেখ
পিতা মোর করেন ধারণ
—সেই সব মহা অস্ত্র— ভার্গবে জিনিয়া যাহা
পূর্ব্বে তিনি করেন অর্জ্জন।
ধনুর্দ্ধারি-পতি তিনি স্ববিক্রম-অনুরূপ
এবে রোষ করিয়া প্রকাশ
প্রবৃত্ত সংহার-কাজে রণমাঝে কত রিপু
অবিরত করিয়া বিনাশ।

(পৃষ্ঠভাগে অবলোকন করিয়া) রথের অপেক্ষায়

থেকে আর কি হবে? আমি তো এখন অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত। সজল জলধর-প্রভার ন্যায় যেটি ভাস্বর, আর যার মুষ্টি-স্থান সুখ-গ্রাহ্য ও বিমল তপ্তকাঞ্চনে নির্ম্মিত, সেই খড়্গ হাতে ক'রে এইবার তবে আমি রণক্ষেত্রে অবতরণ করি। (পরিক্রমণ ও বামাক্ষি স্পন্দন) সমরেই যার একমাত্র উৎসব-আনন্দ, পিতার বিক্রম দর্শনের জন্য যে এত লালায়িত—দুর্নিমিত্ত এখন কি না সেই অশ্বত্থামা গমনে বাধা উৎপাদন করবে? আচ্ছা, ব্যাপারটা কি জানা যাক। (সদর্পে পরিক্রমণ ও অবলোকন করিয়া) কি?—সমস্ত ক্ষাত্রধর্ম্ম উপেক্ষা ক'রে, সৎপুরুষোচিত লজ্জার অবগুণ্ঠন পরিত্যাগ ক'রে, স্বামি-ভক্তি বিস্মৃত হয়ে, গজ তুরঙ্গ সব পশ্চাতে ফেলে, বংশ ও বয়সের অনুরূপ পরাক্রম কিছুমাত্র প্রকাশ না ক'রে, এই লঘু-চেতা সৈন্যগণ চতুর্দ্দিকে পলায়ন করছে?—ওঃ! তাই এই ভীষণ কোলাহল। (অন্যদিকে অবলোকন করিয়া) হা ধিক্! কি কষ্ট! কি? কর্ণ প্রভৃতি এই সব মহা-রথীরাও যুদ্ধ হতে পরাঙ্মুখ হচ্ছেন? (আশঙ্কার সহিত) কি?—পিতার নিয়োজিত সৈন্যদলেরও এইরূপ অবস্থা? আচ্ছা, হোক্। ভো ভো! কৌরব-সেনা-সমুদ্র-বেলা-রক্ষক মহা-মহীধর নরপতিগণ! ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও, সহসা সমর পরিত্যাগ কোরো না।

রণভূমি তেয়াগিয়া আর নাহি মৃত্যুভয়
—ইহা যদি জানি
তাহা হ'লে হেথা হ'তে অন্যত্তরে পলায়ন
শ্রেয় ব'লে মানি।
অবশ্য জীবের মৃত্যু আছে এক দিন
তবে বৃথা কেন যশ করহ মলিন?
অস্ত্র-শিখা করি ব্যাপ্ত শত্রু-জলধির মাঝে
সেনাপতি পিতা মম
সর্ব্ব-ধনুর্দ্ধারি-গুরু— বিরাজ করেন যবে
বাড়ব-অনল-সম
চিন্তা কি গো কর্ণ তব?— যাও রণে কৃপাচার্য্য!—
কৃতবর্ম্মা! কর তুমি
শঙ্কা পরিহার,
ধনু মাত্র লয়ে পিতা রণ-ভার বহিছেন,
বল দেখি তোমাদের
ভয় কিবা আর?

নেপথ্যে। এখন আর তোমার পিতা কোথায়?

অশ্ব। (শুনিয়া) কি বলছ?—এখন আর আমার পিতা কোথায়?—আরে রণ-ভীরু ক্ষুদ্রাশয় এই প্রলাপ-কথা ব'লে তোর জিহ্বা শতধা বিদীর্ণ হ'ল না?

বিশ্বের দহন তরে উদয় হয় নি আজো
দ্বাদশ তপন,
উনপঞ্চাশৎ বায়ু দিশি দিশি এখনো তো
না করে ভ্রমণ,
প্রলয়-জলদ-জালে এখনো তো নভঃস্থল
হয় নি আচ্ছন্ন,
পিতৃ-মৃত্যু-কথা তবে ওরে পাপ-আত্মা সবে
বলিস কি জন্য?

(আহত হইয়া ভয়াকুল সারথির প্রবেশ)

সারথি। কুমার! রক্ষা কর, রক্ষা কর।

(পদতলে পতন)

অশ্ব। (দেখিয়া) এ কি! পিতার সারথি অশ্বসেন যে! সারথি! তুমি কি পাগল হয়েছ? তুমি ত্রিলোককে রক্ষা করতে পার, তুমি কি না এখন এই শিশুজনের হস্তে রক্ষিত হতে চাচ্ছ?

সারথি। (উঠিয়া সকরুণভাবে) কুমার! এখন আর তোমার পিতা কোথায়?

অশ্ব। (আবেগ সহকারে) কি?—পিতা আর নাই?

সারথি। নাই, কুমার।

অশ্ব। হা পিতঃ! হা পিতঃ! (মূর্চ্ছিত হইয়া পতন)

সারথি। কুমার! শান্ত হও, শান্ত হও।

অশ্ব। (সংজ্ঞা লাভ করিয়া উঠিয়া সাশ্রু-নয়নে) হা পিতঃ! হা পুত্রবৎসল! লোকত্রয়ের অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর! তুমিই তো জামদগ্ন্যের নিকট হ'তে তাঁর সমস্ত অস্ত্র লাভ করেছিলে—এখন তুমি কোথায়?

সারথি। কুমার! শোকাবেগে একেবারে অভিভূত হয়ো না। তোমার পিতা বীরপুরুষোচিত স্বর্গ লাভ করেছেন—তুমিও তাঁর মত বল-বীর্য্যের প্রভাবে শোক-সাগর উত্তীর্ণ হয়ে সুখী হও।

অশ্ব। (অশ্রুপাত করিয়া) সারথি! বল বল:—

ভুজ-বীর্য্য-মহোদধি
এ হেন গো পিতা যে আমার

তিনিও কেমনে আজি
হইলেন নাম-মাত্র-সার ?
প্রিয় শিষ্য ভীম তাঁর
—বড় ভালবাসিতেন যারে—
গুরু-দক্ষিণার ধার
শুধিল কি গদার প্রহারে ?

সারথি। ছি ছি, তা নয়।

অশ্ব। নীতি-ধর্ম্ম বিসর্জ্জিয়া অর্জ্জুন কি তবে
বধিল সে শিষ্য-প্রিয় পিতারে আহবে ?

সারথি। তা কি কখন হ'তে পারে ?

অশ্ব। তবে কি গোবিন্দ তাঁর সুদর্শন-ধারে
করিলা নিহত রণে আমার পিতারে ?

সারথি। না, তাও না।

অশ্ব। এ তিন জন ছাড়া অন্য কোন জনে
পিতারে বধিবে—হেন নাহি লয় মনে।

সারথি। কুমার !

মহা-অস্ত্র-পাণি যিনি,— যাঁহার তুলনা এক
ধূর্জ্জটির সনে—
কুপিত হইলে তিনি এঁরা কি পারেন তাঁরে
আঁটিতে গো রণে ?
শোকে অভিভূত হয়ে করিলেন যবে তিনি
অস্ত্র বিসর্জ্জন,
ক্ষুদ্র এক রিপু আসি এ ঘোর দারুণ কার্য্য
করিল সাধন।

অশ্ব। শোকেরই বা কারণ কি ?—অস্ত্র পরিত্যাগেরই বা কারণ কি ?

সারথি। কুমার ! একমাত্র তুমিই তার কারণ।

অশ্ব। কি ?—আমি ?—আমি তার কারণ ?

সারথি। (অশ্রু মোচন করিয়া) শোনো তবে কুমার :—

সত্যবাদী যুধিষ্ঠির প্রশ্নোত্তরে বলিলেন
"অশ্বত্থামা" হত,
শেষে ধীরে ধীরে "গজ"— এই কথা মুখ হ'তে
হইল নির্গত !
পুত্র-প্রিয় তব পিতা বিশ্বাস করিয়া সেই
রাজার বচন
নয়ন-সলিল, শস্ত্র এক সাথে রণমাঝে
করিলা মোচন।

অশ্ব। হা তাত ! হা পুত্রবৎসল ! কেন আমার জন্য বৃথা জীবন বিসর্জ্জন করলে ? হা শৌর্য্য-রাশি ! হা শিষ্য-প্রিয় ! হা ! যুধিষ্ঠির-পক্ষপাতী !
(রোদন)

সারথি। কুমার ! শোকে অতিমাত্র কাতর হয়ো না।

অশ্ব। মিথ্যা মৃত্যু শুনি মম পুত্র-প্রিয় পিতা ওগো !
বিসর্জ্জিলে প্রাণ তুমি অরাতির শরে।
তোমা-বিরহিত হয়ে এখনো জীবিত আমি
—কেন তবে স্নেহ বৃথা এ নৃশংস-পরে ?
(মূর্চ্ছিত)

নেপথ্যে। কুমার ! শান্ত হও। শান্ত হও।

(উদ্বিগ্ন হইয়া কৃপাচার্য্যের প্রবেশ)

কৃপ। ধিক্ ধিক্ দুর্য্যোধনে অনুজ-সহিত
অজাতশত্রুরে ধিক্ !— ধিক্ আমা সবে
—দর্শন করিল যারা যেন চিত্রার্পিত,
কৃষ্ণা দ্রোণ কেশাকৃষ্ট হইলেন যবে ॥

এখন তবে বৎস অশ্বত্থামাকে কি ক'রে দেখব ?—কিন্তু না, অশ্বত্থামার চিত্ত হিমাচলের ন্যায় গুরু-সার, জগতের অবস্থাও সে বিলক্ষণ বোঝে, শোকের আবেগে সে যে একেবারে অভিভূত হবে, এরূপ আমার আশঙ্কা হয় না। কিন্তু পিতার এরূপ অসম্ভাবনীয় মৃত্যুকথা শ্রবণ ক'রে না জানি সে এখন কি করছে। অথবা :—

একেরি তো কার্য্য-ফলে ধরা-মাঝে এ দারুণ
কাণ্ড সংঘটিত,
দ্বিতীয়ের কেশ-গ্রহে নিশ্চয় এবার হবে
প্রজা নিঃশেষিত।

(চিন্তা করিয়া) এই যে বৎস এইখানে আছে, এইবার তবে ওর নিকটে যাই। (নিকটে গিয়া সভয়ে) বৎস ! শান্ত হও, শান্ত হও।

অশ্ব। (সংজ্ঞা লাভ করিয়া সাশ্রু-লোচনে) হা তাত ! সকল ভুবনের অদ্বিতীয় গুরু ! (আকাশে) যুধিষ্ঠির ! যুধিষ্ঠির !

জন্মাবধি কভু তুমি
বল নাই অসত্য বচন
তুমি গো অজাতশত্রু
কারো দ্বেষ কর নি কখন।

পিতা গুরু দ্বিজ-প্রতি
বল দেখি কেমনে এখন
—মম ভাগ্য দোষ-বশে—
সে সমস্ত করিলে লঙ্ঘন ?

সারথি। কুমার! ঐ দেখ। তোমার মাতুল শারদ্বত তোমার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন।

অশ্ব। (পার্শ্বে অবলোকন করিয়া ছল-চল নেত্রে) মাতুল! মাতুল!

যেই সৈন্যপতি সাথে রণ-ভূমি-মাঝে তুমি
করিলে গমন।
শূরগণ-মাঝে যিনি সমরের অদ্বিতীয়
কণ্ডূ-নিবারণ,
যাঁহার সহিত তব হাস্য-পরিহাস কত
হ'ত অনুক্ষণ
সে তব ভগিনী-পতি বল গো মাতুল—তিনি
কোথায় এখন ?

কৃপ। বৎস! যা জান্‌বার সমস্তই তো তুমি জেনেছ—এখন আর শোকে অভিভূত হয়ো না।

অশ্ব। মাতুল! আমি বিলাপ-ক্রন্দন পরিত্যাগ করেছি—এখন আমি পুত্র-বৎসল পিতার অনুগামী হব।

কৃপ। বৎস! তোমার মত ব্যক্তির এরূপ করা অনুচিত।

সারথি। কুমার! এরূপ কাজ কোরো না।

অশ্ব। সারথি! কি বল্লে?

আমার বিয়োগ-ভয়ে হইলেন যিনি সদ্য
পরলোকগামী
সেই পুত্র-বৎসল পিতার বিরহ সহি
কেমনে গো আমি ?

কৃপ। যে অবধি সংসারের সৃষ্টি, সেই অবধিই এই লোকাচারও প্রসিদ্ধ যে, ইহলোক ও পরলোক —উভয় লোকেই পুত্র পিতার অনুবর্ত্তী হয়ে পিতার সেবা করবে।

পিতৃ-পিণ্ড দান করি শ্রাদ্ধ-আদি অনুষ্ঠিয়া,
মঠ-আদি করি প্রতিষ্ঠিত,
পিতৃ-উপকার মোরা সাধন করিতে পারি
থাকি যদি হেথায় জীবিত ;

নতুবা কেমনে বল করিব তা' যদি হই
ইহলোক হ'তে অপসৃত।

সারথি।—কুমার! শারদ্বত যা বল্লেন, তা ঠিক।

অশ্ব।—আর্য্য! এ কথা সত্য। কিন্তু, এই দুর্ব্বহ শোক-ভার নিয়ে আমি আর তিলার্দ্ধও প্রাণ ধারণ করিতে পারছি নে—তাই আমি সেই দেশে যেতে চাই—যেখানে গেলে পিতাকে ঠিক্ তেমনিটি দেখতে পাব। (উঠিয়া খড়্গ অবলোকন করিয়া চিন্তা) এখন আর শস্ত্র গ্রহণের প্রয়োজন কি? (সাশ্রু-নয়নে কৃতাঞ্জলি হইয়া) ভগবন্ শস্ত্র!

অনুচিত হইলেও অপমান-ভয়ে যিনি
তোমায় গো করিলা ধারণ,
যাঁহার প্রভাব-বলে কিছুই ছিল না তব
এ ধরায় অসাধ্য-সাধন,
সেই তিনি করিলেন পুত্র-শোক-বশে দেখ
তোমা পরিহার।
আমিও তোমারে অস্ত্র করিব মোচন, হোক
কল্যাণ তোমার।

(অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে উদ্যত)

নেপথ্যে। ভো ভো নৃপতিগণ! এই নৃশংস, সেই ক্ষত্রিয়-গুরু ভরদ্বাজের এরূপ অযোগ্য অপমান করলে, আর তোমরা কি না তা দেখেও উপেক্ষা করছ?

অশ্ব। (শুনিয়া সক্রোধে খড়্গ স্পর্শ করিয়া) কি? কি?—গুরুদেব ভরদ্বাজের অপমান?

পুনর্ব্বার নেপথ্যে। ত্রিভুবন-গুরু সেই দ্রোণাচার্য্য রণে
শোক-বশে, অশ্রু-জল-ধৌত-আর্দ্র আননে,
হস্ত হ'তে শস্ত্র যবে করিলা মোচন
—নৃশংস সে ধৃষ্টদ্যুম্ন অমনি তখন
পলিত ধবল মুণ্ড করিয়া ছেদন
প্রস্থান করিল নিজ শিবির আবাসে
—সহিছ তোমরা সবে ইহা অনায়াসে?

অশ্ব। (ক্রোধ-কম্পিত-কলেবরে কৃপ ও সারথির পানে চাহিয়া) তবে কি সত্যই এইরূপ ঘটেছে?—

অস্ত্রধারী যত নৃপ
তাহাদের নেত্র-সন্নিধানে

পক্ক-কেশ পিতা মম

নিশ্চেষ্ট সে ব্রতের বিধানে

আছেন বসিয়া স্থির

মুদিতাক্ষি, শস্ত্র-শূন্য-হাত

—আর সেই অবকাশে

শিরে তাঁর হ'ল শস্ত্রাঘাত ?

কৃপ। বৎস! এইরূপই তো লোকের মুখে শোনা যাচ্ছে।

অশ্ব। তবে কি সেই দুরাত্মা পিতার শিরশ্ছেদ করেছে ?

সারথি। (সভয়ে) কুমার! এই তেজঃপুঞ্জ ভূদেবের পরিভবের জন্যই যেন সেই দুরাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্ন নব-অবতার হয়ে এসেছিল।

অশ্ব। হা তাত! হা পুত্রপ্রিয়! এই হতভাগ্যের জন্য শস্ত্র পরিত্যাগ ক'রে সেই ক্ষুদ্রাত্মার দ্বারা কি না শেষে অপমানিত হ'লে ? অথবা :—

শোকান্ধ-হৃদয় হয়ে রণমাঝে যিনি

দেহ-ত্যাগে সমুদ্যত ছিলেন আপনি

ছেঁচুক মস্তক তাঁর কুক্কুর বা কাক কিম্বা

দ্রুপদ-তনয়,

কিম্বা শস্ত্র-ধন-মত্ত দিব্য-অস্ত্রধারী কোন

রিপু দুর্বিজয়

—তাহার মস্তকোপরি বিন্যস্ত করি গো আমি

এই পদদ্বয়।

আরে দুরাত্মা পাঞ্চালাধম!

শস্ত্র-গ্রহ-পরাঙ্মুখ

পিতা মোর—সুনিশ্চিত জানি

তাঁহার মস্তকোপরি

নির্ভয়ে অর্পিলে তব পাণি ?

তখন কি ধৃত-ধনু এ অশ্বত্থামায় তব

পড়ে নাই মনে ?

—পাঞ্চাল-পাণ্ডুর সেনা বিনাশিতে পারে যে গো

অনায়াসে রণে

ইতস্তত: উৎক্ষিপ্ত লঘু তুলরাশি যথা

প্রলয়-পবনে।

অহো! যুধিষ্ঠির! যুধিষ্ঠির! অজাতশত্রু! সত্যবাদী ধর্মপুত্র! তোমার ও তোমার ভ্রাতৃগণের তিনি কি অপরাধ করেছিলেন ? অথবা, ইতর জনের মত অলীক-প্রকৃতিসুলভ কুটিলতা প্রকাশ ক'রে তোমার কি লাভ হ'ল ? আচ্ছা বল দেখি অর্জ্জুন! সাত্যকি! মহাবাহু মাধব! যিনি সুরাসুর নরলোকের অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর, দ্বিজশ্রেষ্ঠ, পরিণত-বয়স্ক, সকলের পূজনীয় আচার্য্য—বিশেষতঃ আমার পিতা—তাঁর মস্তক, সেই দ্রুপদ-কলঙ্ক নর পশু পাপ হস্তে স্পর্শ করলে—আর তোমরা তা দেখেও উপেক্ষা করলে—এ কি তোমাদের উচিত কাজ হয়েছিল ?—অথবা, এরা সকলেই পাপের ভাগী—

যে সকল নরপশু কাণ্ডাকাণ্ড-জ্ঞান-হীন

রণস্থলে ছিল অস্ত্র ধরি

—কিবা ভীম—কি অর্জ্জুন অথবা—এমন কি—

"নরকের" রিপু সেই হরি—

তাহাদের মাঝে এই মহাপাপ—কৃত, দৃষ্ট,

অথবা অনুমোদিত যাহার দ্বারায়

—এখনি বধিয়া তারে, মেদমাংস রক্ত তার

বলি-উপহার দিব দিক্‌-দেব তায়!

কৃপ। বৎস! ভরদ্বাজেরই তুল্য যে বাহুবলশালী, দিব্য অস্ত্রাদির প্রয়োগে যে সুপণ্ডিত, তার অসাধ্য কি আছে ?

অশ্ব। ভো ভো! পাণ্ডব-মৎস্য-সোমক-মগধ-প্রদেশস্থ ক্ষত্রাধম সকল!—তোরা শোন্ :—

পিতৃমুণ্ড ছিন্ন হ'লে প্রজ্জ্বলন্ত অগ্নি সম

তীক্ষ্ণধার ভাস্বর কুঠারে

যা' করে ভার্গব পূর্ব্বে, তাহা কি তোদের কভু

পশে নাই শ্রবণ-কুহরে ?

ক্রোধান্ধ এ অশ্বত্থামা

রণে করি অরি-রক্তপাত

পিতৃ-তরপণ-ব্রত

আজি সে সাধিবে অচিরাৎ।

সারথি! তুমি যাও, সমস্ত সাংগ্রামিক উপকরণ ও অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত ক'রে এখনি আমার রথ নিয়ে এসো।

সারথি। যে আজ্ঞে কুমার! [প্রস্থান।

কৃপ। বৎস! এই দারুণ অপমানের প্রতিকার করা অবশ্য কর্ত্তব্য। আর, আমাদের মধ্যে তুমি ভিন্ন এর প্রতিবিধান আর কে করতে পারে বল।

অশ্ব। তার পর, আর কি করতে হবে ?

কৃপ। তোমাকেই সেনাপতিত্বে অভিষেক ক'রে সমর-ক্ষেত্রে পাঠাতে আমি ইচ্ছা করি।

অশ্ব। মাতুল! সে অতি তুচ্ছ ব্যাপার। তা ছাড়া আমাকে তা হ'লে পরাধীন হয়ে থাক্‌তে হবে।

কৃপ। না বৎস, তোমায় পরাধীনও হ'তে হবে না—ব্যাপারটাও নিতান্ত তুচ্ছ নয়। দেখ:—

ধৃতরাষ্ট্র-সৈন্য কভু হারায় কি ভীষ্মদেবে
কিম্বা গুরু দ্রোণে
তব তুল্য সেনাপতি হ'ত যদি নিয়োজিত
এই মহা-রণে ?

বৎস! তুমি যদি বদ্ধপরিকর হয়ে সমর-ক্ষেত্রে অবতরণ কর, ত্রৈলোক্যও তোমার গতি-রোধ করতে সমর্থ হবে না, তা কি ছার এই যুধিষ্ঠির-সৈন্য? তাই মনে হয়, কৌরবরাজ অভিষেক-সামগ্রী সজ্জিত ক'রে শীঘ্রই তোমার প্রতীক্ষা করবেন।

অশ্ব। এই অপমান-অগ্নি প্রতিহিংসা-সলিলে কখন্ আমি নির্ব্বাণ করতে পারব, তার জন্য আমি উৎসুক হয়ে আছি—আমার আর বিলম্ব সহ্য হচ্ছে না। আমার পিতার নিধন-সংবাদে কুরুপতি অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়ে আছেন। তাঁকে এখনি গিয়ে বলি,—আজ আমিই সেনাপতির ভার গ্রহণ ক'রে রণ-ক্ষেত্রে প্রবেশ করব—এ কথা শুনলে তিনি কতকটা আশ্বস্ত হবেন।

কৃপ। ঠিক বলেছ বৎস, এসো, আমরা তাঁর কাছে যাই।

(পরিক্রমণ)

দৃশ্য—ন্যগ্রোধ তরু-তল

(কর্ণ ও দুর্য্যোধন আসীন)

দুর্য্যো। তেজস্বী পুরুষ সবে রিপু-হত বন্ধু-জন-
শোক-পারাবারে
ধৃত-অস্ত্র বাহুরূপ ভেলার আশ্রয়ে দেখ
যায় পরপারে।
আচার্য্য শুনিলা যবে
রণস্থলে পুত্রের নিধন
—শস্ত্রগ্রহণের কালে
করিলেন শস্ত্র বিসর্জ্জন ?

পণ্ডিতেরা ঠিকই বলেছেন,—"স্বভাব অপরি-হার্য্য।" কেন না, শোকান্ধ-চিত্ত হয়ে, ক্ষত্রধর্ম্মের কঠোরতা পরিত্যাগ ক'রে তিনি কি না অবশেষে দ্বিজাতি-সুলভ মৃদুতা অবলম্বন করলেন!

কর্ণ। রাজন্! কৌরবেশ্বর! তা নয়।

দুর্য্যো। তবে কি ?

কর্ণ। শুন্‌তে পাই নাকি, দ্রোণের এইরূপ অভিপ্রায় ছিল যে, তিনি পৃথিবী-রাজ্যে অশ্বত্থামাকে অভি-ষিক্ত করবেন। তা না হ'লে তাঁর অস্ত্রধারণই বৃথা।

দুর্য্যো। (মাথা নাড়িয়া) তাই কি ?

কর্ণ। এইজন্যই তাঁর আনুকূল্যে যে সব রাজারা এই কৌরবপাণ্ডব মহা-সমরে প্রবৃত্ত হয়েছিল, তাদের পরস্পর-নিধনে ও প্রধানপুরুষ-বধে তিনি উপেক্ষা করেছিলেন।

দুর্য্যো। এ কথা ঠিক্।

কর্ণ। রাজন্! আর এক কথা। দ্রুপদ, তাঁর বাল্যকাল হতেই এই অভিপ্রায় জান্‌তে পেরে তাঁকে স্বরাজ্যে বাস করতে দেন নি।

দুর্য্যো। অঙ্গরাজ! তুমি ঠিক্ কথা বলেছ।

কর্ণ। এ শুধু আমার কথা নয়, অন্য নীতিজ্ঞ ব্যক্তিরাও এইরূপ মনে করেন।

দুর্য্যো। তাই বটে। এতে আর কোন সন্দেহ নেই।

নচেৎ:—অভয় দিয়া বধিল অর্জ্জুন যবে
সেই সিন্ধুরাজে,
পারিত কি উপেক্ষিতে সেই মহারথী দ্রোণ
এইরূপ কাজে ?

কৃপ। (অবলোকন করিয়া) বৎস। ঐ দেখ, দুর্য্যোধন কর্ণের সঙ্গে ঐ ন্যগ্রোধ-তরুর ছায়ায় ব'সে আছেন, এসো, আমরা ওঁর নিকটে যাই।
(তথাকরণ)

উভয়ে। জয় মহারাজের জয়!

দুর্য্যো। (দেখিয়া) এ কি! কৃপ ও অশ্বত্থামা যে!
(আসন হইতে নামিয়া) গুরুদেব! প্রণাম!
(অশ্বত্থামার প্রতি)

এসো এসো গুরুপুত্র!— পিতা যার রণে হত
মোদেরি কারণ—
চারু অঙ্গে অঙ্গ মম স্পর্শ করি গাঢ়রূপে
কর আলিঙ্গন।

তব পিতৃ-অনুরূপ
দেখি যে গো ও-ভুজ-পরশ,
তনু মোর রোমাঞ্চিত
—সমুদিত অপূর্ব্ব হরষ।

(আলিঙ্গন পূর্ব্বক পার্শ্বে বসাইয়া)

অশ্ব। (অশ্রুমোচন)

কর্ণ। দ্রোণ-পুত্র! আপনাকে শোকানলে অতি-মাত্র নিক্ষিপ্ত কোরো না।

দুর্য্যো। আচার্য্য-পুত্র! এ বিপৎ-সাগরে আমাদের সহিত তোমার প্রভেদ কি? দেখ:—

তব পিতা দ্রোণাচার্য্য আমারো তো পিতৃ-সখা
অতি স্নেহবান্,
শস্ত্রে যথা তব গুরু আমারো তো গুরু তিনি
তোমারি সমান।
তাঁহার নিধনে মোর
হৃদে জ্বলে যেই শোকানল
শোক-তপ্ত তুমি যে গো
—তুমি-ই তা বুঝিবে কেবল।

কৃপ। বৎস! কুরুপতি যা বল্লেন, তাই বটে।

অশ্ব। রাজন! আমার প্রতি তোমার যখন এতটা স্নেহ, তখন আমার শোকভারের লাঘব হওয়াই উচিত। কিন্তু:—

জীবিত থাকিতে আমি পিতারে করিল বধ
কেশ আকর্ষণে,
অন্যে যারা পুত্রহীন এবে তারা পুত্র-স্পৃহা
করিবে কেমনে?

কর্ণ। দ্রোণ-পুত্র! এ স্থলে এমন কি করা হয়েছিল যার দরুণ তিনি,—সেই সর্ব্ব-অপমান-পরিত্রাতা শস্ত্র পরিত্যাগ ক'রে আপনাকে এরূপ শোচনীয় অবস্থায় উপনীত করলেন?

অশ্ব। অঙ্গরাজ! কি বল্লে তুমি?—"এ স্থলে এমন কি করা হয়েছিল?"

পাণ্ডব-সৈন্যের মাঝে নিজ বাহু-বলে বলী—
শস্ত্র যেই করয়ে ধারণ,
পাঞ্চালের গোত্র-মাঝে যেই থাক্ বাল, বৃদ্ধ
গর্ভশায়ী কিম্বা শিশু-জন,
সেই কার্য্য-সাক্ষী হয়ে আমার বিরুদ্ধে যেই
রণস্থলে করে বিচরণ,
ক্রোধান্ধ জগতান্তক সে জন যদিও হয়
—আমি তার কালান্তক যম।
তা ছাড়া ওগো, জামদগ্ন্য-শিষ্য কর্ণ!
এই সেই কুরুক্ষেত্র যেথা পূর্ব্বে জামদগ্ন্য
শত্রু-রক্ত-জলে হ্রদ করিলা প্লাবিত,
তাঁরি মত, ক্ষত্র হস্তে কেশ-গ্রহ-অপমানে
পিতা মোর বিধিমতে হন নিগৃহীত।
তাঁরি এই দীপ্যমান
মহা-অস্ত্র-শত্রু-বিনাশন:
তিনি যা করিলা পূর্ব্বে
—দ্রোণ-পুত্র করিবে এখন।

দুর্য্যো। আচার্য্য-পুত্র! তাঁর ন্যায় অনন্যসাধারণ বীর কি আর কেউ আছে?

কৃপ। রাজন্! দ্রোণ-পুত্র এই সুমহান্ সমর-ভার বহন করতে কৃতসংকল্প হয়েছেন। আমার মনে হয়, ইনি বদ্ধ-পরিকর হ'লে ত্রিলোককেও উচ্ছেদ করতে পারেন—কি ছার এই যুধিষ্ঠির-সৈন্য! অতএব এঁকেই সেনাপতিত্বে অভিষেক করা হোক্।

দুর্য্যো। তুমি উচিত কথাই বলেছ। কিন্তু অঙ্গরাজ সেনাপতি হবেন ব'লে পূর্ব্বেই স্থির হয়ে গেছে।

কৃপ। রাজন্! ইনি এখন অপমানের শোক-সাগরে নিমগ্ন—অঙ্গরাজের জন্য এঁকে এখন উপেক্ষা করা উচিত নয়; এঁর দ্বারাই শত্রুগণ শাসিত হওয়া উচিত—আর তা যদি না হয়, ইনি কি অত্যন্ত ব্যথিত হবেন না?

অশ্ব। রাজন্! কৌরবেশ্বর! এখনও উচিত-অনুচিতের বিচার?

বন্দিগণ স্তুতিবাদে তোমারে জাগাতে এত
করিল যতন
জাগিলে না তবু তুমি করিয়াও সারা নিশি
নিদ্রায় যাপন?
অকেশব অপাণ্ডব, সোমবংশ-শূন্য আজি
করিব ভুবন।
রণ-পরামর্শ সব করিব গো বাহু-বলে
আজি সমাপন,
নৃপ বন-ভারাক্রান্ত ধরা-ভার দেখো আজি
করিব হরণ।

কর্ণ। দ্রোণাত্মজ! এ সব বলা সহজ, কিন্তু করা

দুষ্কর। আর কৌরব-সৈন্যের সাহায্যে এ কাজ অনেকেই করতে পারে।

অশ্ব। অঙ্গরাজ, সে কথা সত্য। কৌরব-সৈন্যের সাহায্যে অনেকেই এ কার্য্য সাধন করতে পারে বটে। দেখ, আমি শুধু শোকার্ত্ত হয়েই এই কথা বল্‌ছি, বীরজনকে তিরস্কার করা আমার অভিপ্রায় নয়।

কর্ণ। মূঢ়! শোকার্ত্ত ব্যক্তির অশ্রুপাত করাই উচিত ও কুপিত ব্যক্তির শস্ত্রধারণ ক'রে রণক্ষেত্রে অবতরণ করাই কর্ত্তব্য—এ সব প্রলাপের কি প্রয়োজন?

অশ্ব। (সক্রোধে) ওরে রাধা-গর্ভভারভূত সূতাধম—কেন এরূপ কটূক্তি করছিস্?

কর্ণ।

সূত হই, সূত-পুত্র হই আমি, যা হই তা হই,
কুলে জন্ম দৈবায়ত্ত, নিজায়ত্ত পৌরুষ নিশ্চয়ি।

অশ্ব। কি বল্লে তুমি? আমি অশ্বথামা শোকার্ত্ত, তাই অশ্রুপাতই আমার একমাত্র প্রতিবিধানের উপায়—শস্ত্র নয়? দেখ:—

গুরু-শাপ-বাক্যে কি গো। বীর্য্য-হীন শস্ত্র মোর
তব শস্ত্র সম?
তব সম আমি কি গো। পলায়ে এসেছি হেথা
পরিহরি রণ?
কুল-কীর্ত্তি-স্তুতি-বেত্তা সারথির কুলে কি গো।
জনম আমার?
ক্ষুদ্র অরি-অনিষ্ট কি শস্ত্রে নয়—অশ্রুজলে
হবে প্রতিকার?

কর্ণ। (সক্রোধে) ওরে বাক্‌-সর্ব্বস্ব, বৃথা শস্ত্রধারী অনিপুণ বটু!—

নির্বীর্য্য বা সবীর্য্য বা —কভু আমি করি নাই
শস্ত্র বিসর্জ্জন,
পাঞ্চালের ভয়ে যথা মহাবাহু পিতা তব
করিলা তখন।

অশ্ব। (সক্রোধে) ওরে রথকার-কুল-কলঙ্ক! রাধা-গর্ভভারভূত! শস্ত্রানভিজ্ঞ! আমার পিতার প্রতিও তুই কটূক্তি করছিস্? অথবা:—

ভীরু হোন্—শূর হোন্— তাঁর মহা ভুজ-বল
খ্যাত ত্রিভুবনে
বসুধা আছেন সাক্ষী তিনি যাহা প্রতিদিন
করিলেন রণে।
কেন ত্যজিলেন শস্ত্র— সাক্ষী তার যুধিষ্ঠির
—যিনি সত্যব্রত,
ওহে রণভীরু কর্ণ! সে সময়ে তুমি কোথা
ছিলে গো বল তো।

কর্ণ। (হাসিয়া) হাঁ, আমি ভীরু, আর তুমিই অদ্বিতীয় বীর'! কিন্তু দেখ, তোমার পিতার কথা মনে ক'রে সে বিষয়ে আমার একটু সংশয় উপস্থিত হয়েছে।

হইয়া নিরস্ত্র রণে
করিয়াও শস্ত্র বিসর্জ্জন
উদ্যতাস্ত্র শত্রুকে কি
বীরেরা না করে নিবারণ?
শিরশ্ছেদ হয় তাঁর
—তবু তিনি স্ত্রীলোকের মত
সর্ব্ব-নৃপ-সন্নিধানে
প্রতিকারে হলেন বিরত।

অশ্ব। (সক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে) দুরাত্মন্! রাজ-বল্লভ প্রগল্ভ! সূতাধম! অসম্বদ্ধ-প্রলাপি!

দুঃখে হোক্ ভয়ে হোক্, না রুধিলা পিতা মোর
দ্রুপদ-পুত্রের সে উত্তোলিত পাণি,
ভুজ-বলে স্ফীত তুমি —রোধো এবে তব শির,
এই দেখ বাম পদ ন্যস্ত করি আমি।

(তথা-করণার্থ উত্থান)

কৃপ ও দুর্য্যোধন। গুরুপুত্র! ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও।

(নিবারণ করিয়া)

অশ্ব। (পদাঘাত)

কর্ণ। (সক্রোধে উঠিয়া খড়্গ আকর্ষণ) ওরে দুরাত্মন্! ব্রাহ্মণাধম আত্মশ্লাঘি!

জাতিতে অবধ্য তুমি, কিন্তু যে চরণ তব
এবে উত্তোলিত
—এই খড়্গে ছিন্ন হয়ে ভূতলে এখনি দেখ
হবে নিপতিত।

অশ্ব। ওরে মূঢ়! জাতির জন্য যদি আমি অবধ্য হয়ে থাকি, এই দেখ, আমি জাতি ত্যাগ করছি।

(যজ্ঞোপবীত ছেদন ও পুনর্ব্বার সক্রোধে)

কিরীটী সে অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা বিফল আজি
করিব গো আমি ;
ধর অস্ত্র, কিম্বা ত্যজি হও মোর সন্নিধানে
কৃতাঞ্জলি-পাণি।

(উভয়ে খড়্গ আকর্ষণ করিয়া পরস্পরকে প্রহার করিতে উদ্যত এবং কৃপ-দুর্য্যোধনের তাহা নিবারণ)

দুর্য্যো। আচার্য্যপুত্র! শস্ত্র-গ্রহণে কি ফল?

কৃপ। বৎস! সূতপুত্র! শস্ত্র-গ্রহণে কি প্রয়োজন?

অশ্ব। মাতুল! মাতুল! ধৃষ্টদ্যুম্ন-পক্ষপাতীর ন্যায় তুমি এই পিতৃ-নিন্দুককে বধ করতে আমায় নিষেধ করছ?

কর্ণ। রাজন্! আমাকে আপনি নিষেধ করবেন না।

বীর-সত্ত্ব বীরগণ ক্ষুদ্রদের উপেক্ষিলে
অবজ্ঞার ভাবে,
এইরূপ আত্মশ্লাঘা করে তারা এই গৃহে
অন্ধ হয়ে রাগে।

অশ্ব। রাজন্! ওকে ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন। ওকে আমার বাহুর মধ্যে এনে একেবারে পিষে ফেলি। তা ছাড়া, স্নেহেতেই হোক্ বা কার্য্যানুরোধেই হোক্, যদি আপনি ঐ দুরাত্মাকে আমার হস্ত হ'তে রক্ষা করতে ইচ্ছে করেন—তাও নিষ্প্রয়োজন। কেন না:—

গুণবান্ তুমি অতি অতি উচ্চ চন্দ্রবংশে
তোমার উদ্ভব,
সূত-পুত্র পাপাত্মা এ, কেমনে হইবে বল
প্রিয় সখা তব?
অর্জ্জুনে বধিব আমি,
ওকে তুমি ছাড়ো মহারাজ,
কর্ণ ও অর্জ্জুন-শূন্য
করিব এ ধরণীরে আজ।

কর্ণ। (খড়্গ উঠাইয়া) ওরে বাচাল! ব্রাহ্মণাধম! তা তুই কখনই পারবি নে। ছাড়ুন, মহারাজ, ছাড়ুন, আমাকে নিবারণ করবেন না। (বধ করিতে উদ্যত)

দুর্য্যোধন ও কৃপ। (নিবারণ করিয়া)

দুর্য্যো। কর্ণ! গুরুপুত্র! আজ তোমাদের এ কি বুদ্ধি-বিপর্য্যয় উপস্থিত হ'ল?

কৃপ। বৎস! তুমি কোথায় পাণ্ডবদের উচ্ছেদ করবে, না এখন কি না আপনাদের মধ্যেই বিবাদ-বিসম্বাদ?—এ কি বিপরীত বুদ্ধি! এই সময়ে যদি আত্ম-বিচ্ছেদরূপ বিপদ উপস্থিত হয়, তা হ'লে জানব, তোমা হ'তেই রাজকুলের এই অনিষ্ট ঘটল।

অশ্ব। মাতুল! এই কটু-প্রলাপী, রথকার-কুল-কলঙ্কের দর্প চূর্ণ করতে আমাকে দেবেন না?

কৃপ। বৎস! এখন নিজ সৈন্যের প্রধানদের মধ্যে বিরোধ করবার সময় নয়।

অশ্ব। মাতুল! তা যদি হয়:—

যাবৎ না এ পাপাত্মা
অরি-শরে হইবে নিধন
—প্রিয় হইলেও অস্ত্র
রণে আমি করিব বর্জ্জন।
ও যদি সেনানী হয়, রুষ্ট ভীমার্জ্জুন হ'তে
মহাভয় হইবে যখন,
রণে যেন মহারাজ ওই প্রিয় সখারেই
সে সময়ে করেন স্মরণ।

(খড়্গ পরিত্যাগ)

কর্ণ। (হাসিয়া) তোমার মত বীরপুরুষের অস্ত্র পরিত্যাগ করলেই বা কি, না করলেই বা কি?

যতক্ষণ অস্ত্র ধরে
মোর এই ভীম করতল
ততক্ষণ অপরের
অস্ত্র ধরি নাহি কোন ফল।
সাধিতে যা' মোর অস্ত্র হয় গো অক্ষম
বল তো, কে পারে তাহা করিতে সাধন?

নেপথ্যে। আরে দুরাত্মন্! দ্রৌপদী-কেশাকর্ষণকারী মহাপাতকি! ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রাধম! অনেক দিনের পর আজ তোকে সম্মুখে পেয়েছি—ওরে ক্ষুদ্র পশু! তুই কোথায় যাস্? আর, পাণ্ডব-বিদ্বেষী ধনুর্দ্ধারী মহামানী কর্ণ, দুর্য্যোধন, সৌবল প্রভৃতি বীরগণ, তোমরাও শ্রবণ কর:—

যেই নীচ নর-পশু পাঞ্চাল-নন্দিনী-কেশ
করে আকর্ষণ,
পরিধান-বস্ত্র তাঁর নৃপতি-গুরু-সম্মুখে
করয়ে হরণ,
যার হৃদয়ের রক্ত করিব গো পান বলি
করেছিনু প্রতিজ্ঞা তখন
—এ মম ভুজ-পঞ্জরে
সে আজিকে হয়েছে পতন ;
কৌরব তোমরা সবে
তারে এবে করহ রক্ষণ।

সকলে। (শ্রবণ)

অশ্ব। ওগো! অঙ্গরাজ! সেনাপতি! জামদগ্ন্য-শিষ্য! দ্রোণোপহাসি!—যার ভুজবলে ত্রিলোক রক্ষিত—দেখ, এখন আসন্নকাল উপস্থিত—এইবার ভীমের হস্ত হ'তে দুঃশাসনকে রক্ষা কর দিকি।

কর্ণ। আঃ! আমি জীবিত থাকতে, কার সাধ্য যুবরাজের ছায়াকেও আক্রমণ করে? যুবরাজ! ভয় নাই, ভয় নাই, আমি যাচ্ছি।

[প্রস্থান।

(নেপথ্যে কোলাহল)

অশ্ব। (সম্মুখে দেখিয়া) মাতুল! হা ধিক্! কি কষ্ট! পাছে ভ্রাতার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয় এই ভয়ে অর্জ্জুন দুর্নিবার শরবর্ষণ কর্‌তে কর্‌তে কর্ণ ও দুর্য্যোধন উভয়েরই পশ্চাতে ধাবমান। হায় হায়! ভীম এইবার বুঝি দুঃশাসনের রক্ত পান কর্‌লে—দুর্য্যোধন-অনুজের এই বিপদ আমি আর নিশ্চিন্ত হয়ে দেখ্‌তে পারছিনে—এখানে সত্য-ভঙ্গ দোষেব নয়—মাতুল! শস্ত্র—শস্ত্র।

সত্য হ'তে মিথ্যা শ্রেয়ঃ ; স্বরগ নরক হোক্
—যা হবার হউক এখন
ভীম-হ'তে দুঃশাসনে রক্ষিবারে পুনঃ আমি
ত্যক্ত-অস্ত্র করিব গ্রহণ।

(শস্ত্র-গ্রহণে উদ্যত)

নেপথ্যে। মহাত্মন্—ভারদ্বাজপুত্র! যে সত্য কখন লঙ্ঘন করনি, এখন যেন তার লঙ্ঘন না হয়।

কৃপ। বৎস! অশরীরী বাণী দেখ তোমাকে অনৃত হতে রক্ষা করছে।

অশ্ব। কি? এই দৈববাণী আমাকে সংগ্রা[মে] অবতরণ করতে নিষেধ করছে? আ[মি] দেবতারাও পাণ্ডবদের পক্ষপাতী? ঐ যে—ভী[ম] দুঃশাসনের রক্ত পান করলে—ওঃ! কি ক[ষ্ট!] কি কষ্ট!

দুঃশাসন-রক্তপান করিয়া দর্শন
উদাসীন-ভাবে তবু রহিনু এখন?
কি আর করিব তবে আমি এই রণে?
দুর্য্যোধন-উপকার করিব কেমনে?

মাতুল! কর্ণের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে, আ[মি] কি অন্যায় অনার্য্য কাজই করেছি—এখন তু[মি] রাজার কাছে শীঘ্র যাও।

কৃপ। বৎস! আমি এখনি এর প্রতিবিধান কর[তে] চল্লেম—তুমি এখন শিবিরে যাও।

[উভয়ে পরিক্রমণ করিয়া প্রস্থান

ইতি তৃতীয় অঙ্ক

চতুর্থ অঙ্ক

(প্রহার-মূর্চ্ছিত দুর্য্যোধনকে লইয়া সারথির প্রবেশ)

সারথি। (ভয়-ব্যস্ত হইয়া পরিক্রমণ)

নেপথ্যে। ওগো নরপতিগণ! তোমরা বাহুবলের অহঙ্কারে এই মহা সমর-দোহদে প্রবৃত্ত হয়েছ কৌরবের পক্ষপাতী হয়ে প্রাণ-সর্ব্বস্ব পণ করেছ তোমরা এখন তোমাদের সৈন্যদের [ত]াদের হত দুঃশাসনের কতক রক্ত পান ক'রে, ও অবশিষ্ট রক্তে স্নান ক'রে, ভীম ঘোর বীভৎস দর্শন হয়ে সেনাদের দারুণ প্রহার করছে—আর হতাশ সৈন্যেরাও ছত্র-ভঙ্গ হয়ে চারিদিকে পলায়ন করছে।

সারথি। (দেখিয়া) দেখ দেখ, ধবল-চপল চামরে যার কনক-কমণ্ডলু চুম্বিত, যার শিখরদেশে বৈজয়ন্তী বিরাজিত, এইরূপ একটা রথ সহস্র সহস্র হত অশ্ব-গজ-নর-কলেবর বিমর্দ্দিত ক'রে ও তজ্জনিত বিষম উদ্‌ঘাতে বিকম্পিত হয়ে

কিঙ্কিণী-ধ্বনি করতে করতে ঐ দিকে যাচ্ছে—ঐ রথে কৃপাচার্য্য আরূঢ় হয়ে অর্জ্জুন-আক্রান্ত অঙ্গরাজকে অনুসরণ করছেন। যাক্! এইবার তবে আমাদের সৈন্যগণের একটা নির্ভয়ের স্থান হ'ল।

(নেপথ্যে—কোলাহলের বিরাম)

(ভীমের প্রবেশ)

ভীম। ওগো! কৌরব-সৈন্যের বীরগণ!—আমাকে দেখে ভয়ে যাদের ধনু,কৃপাণ,তোমর,শক্তি প্রভৃতি অস্ত্র-শস্ত্র হস্ত হ'তে স্খলিত হয়ে পড়েছে—আর ওগো-পাণ্ডব-পক্ষপাতী যোদ্ধৃগণ! তোমাদের ভয় নাই, ভয় নাই। আমি নিহত দুঃশাসনের পীবর-বক্ষঃস্থল-নিঃসৃত শোণিতাসব পান ক'রে মদোদ্ধত হ'য়ে দ্রুতবেগে চলেছি। প্রতিজ্ঞার এখনও কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট আছে; সেই অবশিষ্ট আনন্দ-মহোৎসবের জন্য প্রতীক্ষা ক'রে, কৌরব-রাজের সেই দ্যূত-নির্জ্জিত দাস ভীমসেন, তোমাদের সবাইকে সাক্ষী ক'রে এই কথা বল্‌ছে শ্রবণ কর:—

অভিমানী মান-ধন দুর্য্যোধন নৃপ, আর
কৌরব-বান্ধব সেই কর্ণ, শল্য,
—তাদের সমক্ষে,
পাণ্ডব-বধূর কেশ যে করে গো আকর্ষণ;
—সুতীক্ষ্ণ নখের ধারে বিদারিয়া
তার সেই বক্ষে,
তপ্ত শোণিত, তার থাকিতে থাকিতে প্রাণ,
শোনো সবে আমি আজি, সুখে করিয়াছি পান।

সারথি। (সভয়ে শ্রবণ করিয়া) এই যে, কৌরব-রাজপুত্র-মহাবনের উৎপাত-মারুত-স্বরূপ সেই দুরাত্মা নিকটেই উপস্থিত। এখনও তো মহারাজ সংজ্ঞা লাভ করেন নি। আচ্ছা, আমি তবে এই রথ খুব দূরে নিয়ে যাই। কি জানি যদি সেই অনার্য্য এর প্রতিও দুঃশাসনের মত অনার্য্য ব্যবহার করে। (সত্বর পরিক্রমণ ও অবলোকন করিয়া) এই যে একটি ন্যগ্রোধ তরু। সরসী-সরোজ-সুরভি-শীতল সমীরণে এর ঘন নবীন পল্লবগুলি কেমন সঞ্চালিত হচ্ছে। সমর-ক্লান্ত বীরজনেরই এই উপযুক্ত বিশ্রাম-স্থান। এখানে এই অযত্ন-সুলভ তাল বৃন্তের ব্যজনে, আর হরিচন্দন-শীতল সরসী-সমীরণে, মহারাজ শীঘ্রই বিগত-ক্লম হবেন। আর এই রথও এখন ছিন্ন-ধ্বজ, সুতরাং সহজেই ছায়াতলে প্রবেশ করতে পারছে। (প্রবেশ) কে আছে গো ওখানে? (চারিদিকে অবলোকন করিয়া) এ কি! পরিজন কেউই নিকটে নেই? ভীমের এইরূপ ভীষণ মূর্ত্তি, আর মহারাজের এইরূপ অবস্থা দেখে তারাও দেখছি ভয়ে শিবিরে পলায়ন করেছে। ওঃ! কি কষ্ট, কি কষ্ট!

"পার্থ হ'তে ভয় নাই"
করি এই অভয় প্রদান
দ্রোণাচার্য্য সিন্ধুরাজে
অবশেষে না করিল ত্রাণ।
হইলেও দুঃসাধ্য স্ব-প্রতিজ্ঞা অনায়াসে
রণ-মাঝে করিয়া পূরণ
দুঃশাসন-পরে ভীম করিলেন মৃগবৎ
এ হেন নৃশংস আচরণ?
এ সমস্ত করিয়াও কুরুকুল-প্রতিকূল
দৈব সে এখনো
হইতে গো পারে নাই পূর্ণ-মনোরথ তবু
—মনে হয় হেন।

(রাজাকে অবলোকন করিয়া) এ কি! এখনও মহারাজের চেতনা হ'ল না? ওঃ! কি কষ্ট! (দীর্ঘনিশ্বাস)

মদমত্ত করি-শিশু বন-মাঝে সব তরু
উৎপাটিয়া, রাখে শুধু
একটি গো শাল-তরু যথা;
কুরুকুলে সেইরূপ সমস্ত কুমার হত,
তুমি শুধু অবশিষ্ট
—নেহারেন কটাক্ষে বিধাতা।

হা, হতবিধে! তুমি ভরত-কুলের প্রতি নিতান্তই বিমুখ:—

গদাপাণি ভীমসেন অক্ষত-শরীর রণে
—নাহি তার জীবনে সংশয়,
প্রতিকূল তুমি বিধি করিবে গো পূর্ণ আজি
ভীমের সে প্রতিজ্ঞা নিশ্চয়।

দুর্য্যো। (অল্পে অল্পে সংজ্ঞালাভ করিয়া) আঃ! আমি জীবিত থাক্‌তে সেই পবন-পুত্র বৃকোদরের

সাধ্য কি যে সে তার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করে। ভাই দুঃশাসন! ভয় নাই, ভয় নাই, আমি যাচ্ছি। সারথি! যেখানে দুঃশাসন আছে, সেই দিকে আমার রথ নিয়ে চল।

সারথি। মহারাজ! আপনার অশ্বেরা এখন রথ-বহনে অক্ষম। (চুপি চুপি) আর আমরাও এখন অক্ষম।

দুর্য্যো। (রথ হইতে নামিয়া সগর্ব্বে আবেগ-সহকারে) রথের অপেক্ষায় থেকে আর কি হবে?

সারথি। (অপ্রতিভ হইয়া সকরুণ-ভাবে) ক্ষান্ত হোন্ মহারাজ।

দুর্য্যো। ধিক্ সারথি! রথের প্রয়োজন কি? পদব্রজেই শত্রু-সৈন্যের মধ্যে গিয়ে দুর্য্যোধন আজ সমস্ত শত্রু বিনাশ করবে, আমি কেবল গদামাত্র হস্তে লয়ে সমর-ক্ষেত্রে অবতরণ ক'রব।

সারথি। মহারাজ! আপনি তা পারেন—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

দুর্য্যো। তা যদি হয়, তুমি এরূপ কথা বল্‌ছ কেন? দেখ:—

বালক সে স্বভাবতঃ চঞ্চল-প্রকৃতি
করিল একটা কাজ— এবে তার প্রতি
অস্ত্র উত্তোলন করি, সমক্ষে আমার
পাপাত্মা সে করিতেছে পাপ-ব্যবহার
—এ সময়ে তুমি কি না কর নিবারণ?
নিরখিয়া এইরূপ পাপ-আচরণ
হয় নাকি ক্রোধ তব, দয়া এক রতি?
একটু না হয় লজ্জা তোমার সারথি?

সারথি। (সকরুণভাবে পদতলে পতিত হইয়া) মহারাজ! এখন তবে নিবেদন করি, সেই দুরাত্মা হতভাগা বৃকোদর তার প্রতিজ্ঞা সম্পূর্ণরূপে পালন করেছে—তাই আমি ঐরূপ বলছিলেম।

দুর্য্যো। (সহসা ভূতলে পতন) হা ভাই! দুঃশাসন! আমার আজ্ঞাক্রমেই তুমি পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিলে—হা অদ্বিতীয় বীরপুরুষ! আমি যখন শৈশবে তোমাকে কোলে নিতেম, তুমি কি চাঞ্চল্যই প্রকাশ ক'রতে —হা অরাতি-গজবৃন্দ-কেশরি! হা যুবরাজ! কোথায় তুমি?—উত্তর দেও। (মূর্চ্ছিতের পরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া)

যথেষ্ট সম্ভোগ-সুখে না করিনু তোমারে গো
লালন-পালন,
বৃথায় অগ্রজ আমি আমা-তরে তব এই
বিপদে পতন।
আমারি আদেশে তুমি
করিলে সে অশিষ্টাচরণ,
অথচ তোমারে আমি
নারিনু গো করিতে রক্ষণ। (পতন)

সারথি। মহারাজ! শান্ত হোন্! শান্ত হোন্!

দুর্য্যো। ধিক্ সারথি! তুমি কি করলে?

বালক সে দুঃশাসন আজ্ঞাবহ ভাই মোর
যারে সদা রক্ষা করা
আমার উচিত।
ভীমের সমীপে তারে বলি-উপহার দিয়া
আমি কি না অবশেষে
হইনু রক্ষিত?

সারথি। মহারাজ! মহারথীদের মর্ম্মভেদী বাণ, তোমর, শক্তি, প্রাস প্রভৃতি অস্ত্রের বর্ষণে মহারাজ মূর্চ্ছিত হওয়ায় আমি রথ নিয়ে পালিয়ে এসেছি।

দুর্য্যো। সারথি! তুমি ভাল কাজ কর নি।

অনুজে নাশিল যে গো
—সে পাণ্ডব-পশুর প্রহারে
মূর্চ্ছা ভাঙিল না মোর
এ কি ঘোর দুর্ভাগ্য হা রে!
যে রক্ত-শয্যায় শোয়
মোর সেই ভাই দুঃশাসন
আমি কিম্বা বৃকোদর
তাহে নাহি করিনু শয়ন?

(নিশ্বাসিয়া আকাশ অবলোকন) হা হতবিধে! তোমার কিছুমাত্র দয়া নেই—তুমি ভরত-কুলের প্রতি নিতান্তই বিমুখ।

হবে না কি মৃত্যু মোর? ভীম-হস্তে আমি কি গো
হব না নিহত?

সারথি। মহারাজ! ও পাপ-কথা মুখে আনবেন না।

দুর্য্যো। কি হবে গো রাজ্য-জয়ে প্রাণের সে ভাই যবে হইল বিগত।

(আহত হইয়া একজন দূতের প্রবেশ)

দূত। আপনারা কি সারথির সঙ্গে মহারাজ দুর্য্যোধনকে এই দিকে কোথাও দেখেছেন? কৈ, কেউ যে কিছুই বলে না। আচ্ছা, ঐ যে কতকগুলি বদ্ধ-পরিকর লোক ঐখানে দেখা যাচ্ছে, ঐখানে গিয়ে জিজ্ঞাসা করি। এরা তো ঘন-বর্ম্মজালে দুর্ভেদ্য-মুখ কঙ্কপত্র দিয়ে নিজ নিজ প্রভুর হৃদয় হ'তে শল্য উদ্ধার করছে। আচ্ছা, অন্য দিকে দেখা যাক্। ঐখানে অনেকগুলি বীর একত্র হয়েছে, ঐখানে গিয়ে জিজ্ঞাসা করি। ওহে! মহারাজ কোথায় আছেন, তোমরা কি জান?—এ কি?—এরা যে আমাকে দেখে আরও বেশি কাঁদ্‌তে লাগল। এরাও দেখ্‌ছি কিছুই জানে না। এখানে দেখ্‌ছি একটা ভয়ানক কাণ্ড উপস্থিত, যুদ্ধে পুত্র হত হয়েছে শুনে এই বীরমাতা রক্তবস্ত্র পরিধান ক'রে পুত্রের সহিত একসঙ্গে চিতারোহণ করছেন। সাধু, বীর-মাতা সাধু! জন্মান্তরে তোমার পুত্র কখন আর নিহত হবে না। আচ্ছা, অন্য দিকে এখন খোঁজা যাক্। এই আবার কতকগুলি যোদ্ধা বহু অস্ত্রাঘাতে আহত হয়ে ও ক্ষত-স্থানের প্রতীকারে অসমর্থ হ'য়ে ঐখানে রয়েছে; আবার আর একটি যোদ্ধা শূন্যাসন অশ্বকে পেয়ে রোদন করছে; এদেরও প্রভু নিশ্চয় নিহত হয়েছে। এরাও তো কিছু জানে না; আচ্ছা, আমি তবে অন্যদিকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করি। এ কি! দৈব বিমুখ হওয়ায়, সকলেই যে নিজ নিজ অবস্থানুরূপ বিপদে প'ড়ে একবারে বিহ্বল। এ স্থলে কাকেই বা জিজ্ঞাসা করি, কাকেই বা তিরস্কার করি। দৈবই কেবল এখন তিরস্কারের পাত্র অহো দৈব! যিনি একাদশ অক্ষৌহিণীর অধিনায়ক, শত-ভ্রাতার জ্যেষ্ঠ ও প্রভু; ভীষ্ম, জয়দ্রথ, কর্ণ, শল্য, কৃপ, কৃতবর্ম্মা, অশ্বত্থামা প্রভৃতি রাজ-চক্রের—সকল পৃথিবী-মণ্ডলের অধিপতি—সেই মহারাজকে এত অন্বেষণ করছি, তবু জান্‌তে পারছিনে তিনি কোথায় আছেন? কিন্তু না, দৈবকে কেন বৃথা তিরস্কার করছি। কেন না, বিদুরের নিষেধ-বাক্যে বিদুরের প্রতি ভর্ৎসনা যার বীজ, পিতামহের হিতোপদেশ যার মূল—সেই জতুগৃহরূপ বিষ-বৃক্ষের চির-পোষিত বদ্ধ বৈররূপ আলবালে জল-সেচন হয়ে এই ফল উৎপন্ন হয়েছে। ঐ যেখানে বিবিধ রত্নপ্রভার ছটায়, সূর্য্য-কিরণ-প্রসূত সহস্র ইন্দ্রধনুর ন্যায় দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত,—ঐখানে একটা ভগ্নধ্বজ রথ দেখা যাচ্চে না? ঐখানে নিশ্চয় মহারাজ দুর্য্যোধন বিশ্রাম করছেন। (নিকটে গিয়ে দর্শন) জয় মহারাজের জয়!

সারথি। মহারাজ! যুদ্ধক্ষেত্র হ'তে সুন্দরক এসেছেন।

দুর্য্যো। (অবলোকন করিয়া) এ কি?—সুন্দরক যে! অঙ্গরাজের কুশল তো?

সুন্দ। মহারাজ! শুধু শরীরেরই কুশল।

দুর্য্যো। (ভয়-ব্যস্ত) সুন্দরক! অর্জ্জুনের বাণে রথের অশ্বগণ ও সারথি কি নিহত?—অথবা রথ কি ভগ্ন?

সুন্দ। মহারাজ! রথ ভগ্ন হয়নি—তাঁর মনোরথই ভগ্ন হয়েছে।

দুর্য্যো। (সরোষে) ওরে! এইরূপ অস্পষ্ট কথায় আমার আকুল মনকে আরও আকুল ক'রে তুলছিস্ কেন?—স্পষ্ট ক'রে বল্।

সুন্দ। যে আজ্ঞে মহারাজ! আশ্চর্য্য! মহারাজের মুকুটমণির প্রভাবে রণ-প্রহারবেদনা দূর হ'ল। (সগর্ব্বে পরিক্রমণ) শুনুন মহারাজ! আজ কুমার দুঃশাসন নিহত—(অর্দ্ধোক্তি করিয়া মুখ আচ্ছাদন)

সারথি। সুন্দরক! দৈব আমাদের পূর্ব্বেই তা বলেছেন—তবু আবার বল।

দুর্য্যো। আমরা শুনেছি, তবু বল।

সুন্দর। শুনুন মহারাজ! আজ কুমার দুঃশাসনের বধে আমার প্রভু অঙ্গরাজ কুপিত হয়ে, কুটিল ভ্রূকুটি ললাট-তলে ধারণ ক'রে, অতি ক্ষিপ্রহস্তে অসংখ্য বাণ-বর্ষণ করতে করতে সেই দুরাচার দুরাত্মা মধ্যমপাণ্ডব ভীমসেনকে আক্রমণ করলেন।

উভয়ে। তার পর—তার পর?

সুন্দ। তার পর মহারাজ, উভয় সৈন্যের অশ্ব-পদাতির পদোত্থিত ধূলি-জালে এবং অসংখ্য গজ-বৃন্দের পতন-সমুদ্ভূত ঘন-ঘোর অন্ধকারে উভয় সৈন্যই অন্ধীভূত হ'ল।

উভয়ে। তার পর, তার পর?

সুন্দ। তার পর মহারাজ, সেই অন্ধকারের মধ্যে দূরাকৃষ্ট ধনুকের টঙ্কারোত্থিত গম্ভীর ভীষণ শব্দ প্রলয়-মেঘের গর্জ্জন ব'লে মনে হ'তে লাগল।

দুর্য্যো। তার পর?

সুন্দ। তার পর মহারাজ! উভয়-সৈন্য পরস্পরের প্রতি সিংহনাদে গর্জ্জন করতে লাগল। বীরগণের পরিহিত লৌহকবচে বিবিধ অস্ত্রসমূহ নিপতিত হয়ে তা হ'তে যেন বিদ্যুচ্ছটা বিস্ফুরিত হ'তে লাগল। চাপ-জলধর হ'তে সহস্রধারে শরধারা বর্ষণ হ'তে লাগল। এইরূপে রণদুর্দ্দিন দুর্দ্দর্শন হ'য়ে উঠল।

দুর্য্যো। তার পর—তার পর?

সুন্দ। তার পর মহারাজ, ইতিমধ্যে অর্জ্জুন, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পাছে পরাভব হয়, এই আশঙ্কায়, সেই দিকে তাঁর সেই বানরধ্বজ রথ ধাবিত করলেন; রথের অশ্বগণ বজ্র-গর্জ্জনে হ্রেষারব করতে লাগল, বাসুদেব শঙ্খচক্রগদাদি-লাঞ্ছিত চতুর্ভুজমূর্ত্তি ধারণ ক'রে অশ্ব-চালনায় ব্যাপৃত হলেন—আর পাঞ্চজন্য দেবদত্ত প্রভৃতি শঙ্খ নিনাদিত হয়ে দশদিক্ প্রতিধ্বনিত হ'তে লাগল।

দুর্য্যো। তার পর—তার পর?

সুন্দ। তার পর, ভীমসেন ও ধনঞ্জয় পিতাকে আক্রমণ করেছে দেখে, কুমার বৃষসেন ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে, শিরঃস্খলিত মুকুট পরিত্যাগ ক'রে, কঠিন ধনুর্গুণ আকর্ণ আকর্ষণ ক'রে আর দক্ষিণ হস্তে শর-পুঙ্খ-বন্ধন মুক্ত করে' সারথিকে ত্বরা দিতে দিতে সেইখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

দুর্য্যো। (গর্ব্বিত-ভাবে) তার পর—তার পর?

সুন্দ। তার পর মহারাজ, কুমার বৃষসেন সেখানে এসেই বিগলিত-শিখা-শ্যামল স্নিগ্ধ-পুঙ্খ কৃষ্ণবর্ণ কঠিন কঙ্কপত্রযুক্ত, শিলাময় তীক্ষ্ণধার শল্যরূপ কুসুম-ভূষিত শর-জালে ধনঞ্জয়ের রথকে একেবারে ছেয়ে ফেল্লেন।

দুর্য্যো। (সহর্ষে) তার পর, তার পর?

সুন্দ। তার পর মহারাজ, ধনঞ্জয় তীক্ষ্ণধার ভল্ল ও বাণ বর্ষণ করতে করতে, একটু হেসে বল্লেন, "ওরে বৃষসেন! রণে তোর পিতাও আমার সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারে না, তা তুই তো বালক। যা, তুই অন্য কুমারদের সঙ্গে যুদ্ধ কর্ গে।" এই কথা শুনে, গুরুজনের প্রতি কটূক্তি-জনিত কোপে আরক্ত-মুখ হয়ে, ভীষণ ভ্রূকুটি ধারণ করে ধনুর্দ্ধারী বৃষসেন—পরুষবচনে নয়—কিন্তু মর্ম্মভেদী পরুষবাণে অর্জ্জুনকে ভর্ৎসনা করলেন।

রাজা। সাধু বৃষসেন সাধু! সুন্দরক! তার পর?

সুন্দ। তার পর মহারাজ, ধনঞ্জয় কুমারের শাণিত-শর-প্রহারের বেদনায় কুপিত হয়ে, বজ্র-নির্ঘোষে গাণ্ডীব-টঙ্কার ক'রে শিক্ষা-বলের অনুরূপ বাণ-বর্ষণে দৃষ্টিপথ আচ্ছন্ন ক'রে মুহূর্ত্তের মধ্যে অদ্ভুত কাণ্ড করলেন।

দুর্য্যো। (আকূত-সহকারে) তার পর—তার পর?

সুন্দ। তার পর মহারাজ, তাঁর শত্রু চটুল-হস্তে ধনুর্গুণ সংযোজন ও পরিত্যাগে অত্যন্ত নৈপুণ্য প্রকাশ করছে দেখে, কুমার বৃষসেন আরও ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন।

দুর্য্যো। তার পর?

সুন্দ। তার পর মহারাজ, উভয়ের মধ্যে কিয়ৎ-কালের জন্য যুদ্ধের বিরাম হ'লে, "সাধু কুমার বৃষসেন সাধু"—এইরূপ উভয়-সৈন্যের বীরগণ চীৎকার করতে করতে তাঁকে দেখতে লাগল।

দুর্য্যো। (সবিস্ময়ে) তার পর, তার পর?

সুন্দ। তার পর মহারাজ, পূর্ব্বে যাকে সমস্ত ধনুর্দ্ধারী বীরগণ অবজ্ঞা করেছিল—সেই পুত্রের সমর-ব্যাপার দেখে, প্রভু অঙ্গরাজের মনে কখন রোষ, কখন হর্ষ, কখন করুণা ও কখন শঙ্কার উদয় হতে লাগল; এবং তিনি একসঙ্গেই ভীমসেনের উপর শরধারা ও কুমার বৃষসেনের উপর বাষ্পাকুল দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে লাগলেন

দুর্য্যো। (সবিস্ময়ে) তার পর—তার পর?

সুন্দ। তার পর মহারাজ, কুমারের প্রতি উভয়-সৈন্যের সাধুবাদ শ্রবণে ও কুমারের শরবর্ষণে অর্জ্জুন ক্রোধে প্রজ্বলিত হয়ে, অশ্ব, সারথি, রথ, ধনু, জ্যা, রাজচিহ্ন শুভ্র আতপত্র,—সমস্তেরই উপরে সমানভাবে বাণবর্ষণ করতে লাগলেন।

দুর্য্যো। (সভয়ে) তার পর?

সুন্দ। তার পর মহারাজ, কুমার রথহীন ও ছিন্ন-ধনুর্গুণ হয়ে, চতুর্দ্দিকে শর-পতন-বশতঃ ইতস্ততঃ বিচরণ করতে না পেয়ে, অবশেষে মণ্ডলগতি রচনা ক'রতে লাগলেন।

দুর্য্যো। (আশঙ্কা-সহকারে) তার পর, তার পর?

সুন্দ। তার পর মহারাজ, সারথি, রথ ধ্বংস হওয়ায় প্রভু অঙ্গরাজের রোষ উদ্দীপিত হ'ল। তিনি তখন ভীমসেনের আক্রমণ উপেক্ষা ক'রে ধনঞ্জয়ের উপর অজস্র-ধারে বাণ-বর্ষণ ক'রতে লাগলেন। কুমার বৃষসেনও পরিজনোপনীত অন্য রথে আরোহণ ক'রে আবার ধনঞ্জয়ের প্রতি আক্রমণে প্রবৃত্ত হলেন। আর এইরূপ বল্‌তে লাগলেন, —ওরে পিতৃ-তিরস্কার-মুখর মধ্যম পাণ্ডব! আমার এই বাণ-সকল তোর শরীর ছাড়া আর কোথাও পড়বে না—এই কথা ব'লে সহস্র সহস্র শরে পাণ্ডব-শরীর আচ্ছন্ন ক'রে সিংহনাদে গর্জ্জন করতে লাগলেন।

দুর্য্যো। (সবিস্ময়ে) অহো! মুগ্ধস্বভাব বালকের কি পরাক্রম! তার পর, তার পর?

সুন্দ। তার পর মহারাজ, ধনঞ্জয় সেই শত সহস্র শর অঙ্গ হ'তে ঝেড়ে ফেলে, রথের উৎসঙ্গ-দেশ হ'তে কনক-কিঙ্কিণী-জাল-ঝঙ্কারিণী, মেঘ-মুক্ত নভস্তলের ন্যায় নির্ম্মলা, শাণিত-শ্যামল-স্নিগ্ধমুখী, বিবিধ-রত্ন-প্রভা-সমুজ্জ্বলা, ভীষণ-রমণীয়দর্শনা একটি শক্তি গ্রহণ ক'রে উপহাস-সহকারে কুমারের অভিমুখে নিক্ষেপ করলেন।

দুর্য্যো। (সবিষাদে) ওহোহো!

সুন্দ। তার পর মহারাজ, সেই প্রজ্বলন্ত শক্তিকে দেখে, অঙ্গরাজের হস্ত হ'তে শর-সমেত ধনু, হৃদয় হ'তে বীর-সুলভ সাহস, নেত্র হ'তে অশ্রুজল, মুখ হ'তে হাসি একেবারে স্খলিত হয়ে পড়ল। ধনঞ্জয় হাস্‌তে লাগলেন, বৃকোদর সিংহনাদ ছাড়তে লাগলেন—কুরু-সৈন্যগণ "সর্ব্বনাশ হ'ল, সর্ব্বনাশ হ'ল" এই ব'লে চীৎকার করতে লাগল।

দুর্য্যো। (সবিষাদে) তার পর, তার পর?

সুন্দ। তার পর মহারাজ, কুমার বৃষসেন শাণিত "ক্ষুরপ্র" বাণ আকর্ণ আকর্ষণ ক'রে, অনেকক্ষণ ধ'রে সন্ধান ক'রে—ভগবান ত্রিলোচন ভাগীরথীকে অর্দ্ধপথে যেরূপ ত্রিধা করেছিলেন,—তিনিও সেইরূপ শক্তিকে ত্রিখণ্ড ক'রে ফেল্লেন।

দুর্য্যো। সাধু বৃষসেন সাধু!—তার পর, তার পর?

সুন্দ। তার পর মহারাজ, ইতিমধ্যে বীরেরা মহা কোলাহল ক'রে সাধুবাদ দিতে লাগল, সমর-তূরী নিনাদিত হ'তে লাগল, সিদ্ধ-চারণেরা পুষ্প বিকীর্ণ ক'রে সমরাঙ্গন আচ্ছাদন ক'রে ফেল্লে।

দুর্য্যো। অহো, বালকের কি অদ্ভুত পরাক্রম!—তার পর, তার পর?

সুন্দ। তার পর মহারাজ, প্রভু অঙ্গরাজ এই কথা বল্লেন, "ওগো বৃকোদর! তোমার আমার যুদ্ধ-ব্যাপার এখনও তো শেষ হ'ল না। এখন যদি তোমার অনুমতি হয় তো আমার পুত্রের ও তোমার ভ্রাতার ধনুর্বিদ্যার শিক্ষা-নৈপুণ্য একটু দেখা যাক্। এই যুদ্ধ তোমারও দর্শন-যোগ্য। তার পর ভীমসেন ও অঙ্গরাজ মুহূর্ত্তের জন্য যুদ্ধে বিরত হয়ে অর্জ্জুন ও বৃষসেনের যুদ্ধ দেখতে লাগলেন।

দুর্য্যো। তার পর, তার পর?

সুন্দ। তার পর মহারাজ, শক্তি খণ্ডিত হওয়ায় অর্জ্জুন ক্রুদ্ধ হয়ে এইরূপ বল্লেন;—"ওরেরে দুর্য্যোধন-প্রমুখ!—(অর্দ্ধোক্তি করিয়া লজ্জিত)

দুর্য্যো। সুন্দরক! বল, তাতে দোষ নেই—ও তো অন্যের কথা।

সুন্দ। শুনুন মহারাজ! "ওগো দুর্য্যোধন-প্রমুখ কৌরব-সেনাপতিগণ! ওগো অবিনয়-নদীর কর্ণধার কর্ণ! তোমরা আমার অসাক্ষাতে, একাকী পুত্র অভিমন্যুকে বধ করেছ—এখন আমি তোমাদেরই সাক্ষাতে কুমার বৃষসেনকে এই দেখ বধ করি" এই কথা ব'লে সগর্ব্বে গাণ্ডীব আস্ফালিত ক'রে ভীষণ নির্ঘোষে ধনুর্গুণ টঙ্কার করলেন। প্রভুও তাঁর "কলপৃষ্ঠ" নামে ধনু সজ্জিত করলেন।

দুর্য্যো। (অবহিথ-সহকারে) তার পর, তার পর?

সুন্দ। তার পর মহারাজ, অর্জ্জুন ভীমসেনকে যুদ্ধ করতে নিষেধ ক'রে অঙ্গরাজ ও বৃষসেন-রূপ কূল-ধ্বংসী বাণ-নদী রচনা করলেন। তারাও উভয়ে পরস্পর-প্রতি স্নেহ-প্রদর্শিত শিক্ষা-বিশেষের দ্বারা মধ্যম পাণ্ডবকে আক্রমণ করলে।

দুর্য্যো। তার পর, তার পর?

সুন্দ। তার পর মহারাজ, অর্জ্জুন বাণ বর্ষণ করতে লাগলেন—বাণ বর্ষিত হচ্ছে কেবল উচ্চ জ্যা-নির্ঘোষেই তা জানা যাচ্ছিল; কি নভস্তল, কি প্রভু, কি রথী, কি ধরণী, কি কুমার, কি কেতু-দণ্ড, কি সৈন্য, কি সারথি, কি তুরঙ্গম, কি বীরগণ—কিছুই আর দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল না?

দুর্য্যো। (সবিস্ময়ে) তার পর, তার পর?

সুন্দ। তার পর মহারাজ, কিছুক্ষণ এইরূপ শর-বর্ষণ হবার পর পাণ্ডব-সৈন্যের মধ্যে সহর্ষ সিংহ-নাদ, ও কৌরব-সৈন্য-মধ্যে "হায় হায়! কুমার বৃষসেন হত"—এইরূপ কাতর হাহাকার সমুত্থিত হয়ে মহান্ কোলাহল উপস্থিত হ'ল।

দুর্য্যো। (অশ্রুপাতের সহিত ক্রোধ) তার পর, তার পর?

সুন্দ। তার পর মহারাজ, প্রথমে কুমারের সারথি, তুরঙ্গ নিহত হ'ল; আতপত্র, ধনু, চামর, ধ্বজদণ্ড সমস্ত ভগ্ন হ'ল; অবশেষে স্বর্গ-ভ্রষ্ট সুর-কুমারের ন্যায় একটি বাণে বিদ্ধ হয়ে কুমারও রথ-মধ্যে পতিত হলেন। এই সমস্ত দেখে আমি এখানে আস্‌ছি।

দুর্য্যো। (সাশ্রু-নয়নে) ওহোহো কুমার বৃষসেন! —আর শুনে কি হবে? হা বৎস বৃষসেন! আমার কোলের চঞ্চল শিশু! তুমি আমার কি আজ্ঞাকারীই ছিলে! হা গদা-যুদ্ধ-প্রিয়! হা শৌর্য্য-সাগর! রাধেয়-কুলাঙ্কুর! প্রিয়দর্শন! হা দুঃশাসন-নির্ব্বিশেষ সর্ব্ব-গুরু-বৎসল! কোথায় তুমি?—উত্তর দাও।

বিশাল সে নেত্র দুটি, নবচন্দ্র-কান্তি সম
অতি রমণীয় তার
ফুটন্ত যৌবন।
কেমনে গো অঙ্গরাজ পঙ্কজ-বদনে তার
মৃত্যুর বিকৃত-দৃষ্টি
করিল দর্শন?

সারথি। মহারাজ! শোকে অভিভূত হবেন না।

দুর্য্যো। সারথি! পুণ্যবানেরাই দুঃখ-ভাগী হয়; কিন্তু:—

হত-বন্ধু-অপমান
করিয়া গো প্রত্যক্ষ দর্শন
যে অনলে হৃদি মোর
দগধ হতেছে অনুক্ষণ
তার কাছে কোথা দুঃখ
—কোথা আর হৃদয়-বেদন?

(মূর্চ্ছিত)

সারথি। মহারাজ! শান্ত হোন্, শান্ত হোন্। (বস্ত্রাঞ্চলে বীজন)

দুর্য্যো। (সংজ্ঞা লাভ করিয়া) ভদ্র সুন্দরক! অঙ্গরাজ তার পর কি করলেন?

সুন্দ। তার পর মহারাজ, পুত্রকে সেইরূপ [illegible] দেখে, বিগলিত অশ্রুজল সম্বরণ ক'রে, [illegible] প্রহার উপেক্ষা ক'রে, প্রভু অঙ্গ-রাজ ধনঞ্জয় আক্রমণ করলেন। তার পর, সারথির নি[illegible] রুষ্ট হয়ে, জীবনের আশা পরিত্যাগ ক'রে ঐরূ[illegible] ভাবে তিনি আস্‌ছেন দেখে, ভীমসেন নকু[ল] সহদেব প্রভৃতি পাণ্ডবেরা ধনঞ্জয়ের রথে[র] আগ্‌লিয়ে দাঁড়াল।

দুর্য্যো। তার পর, তার পর?

সুন্দ। তার পর, অর্জ্জুনের ধনুরূপ প্রলয়-মেঘ [হ'তে] অজস্র শর-ধারা বর্ষণে দিঙ্মণ্ডল আচ্ছন্ন হয়ে গে[ল] প্রভু অঙ্গরাজকে শল্য তখন এইরূপ বল্লেন —"দেখ অঙ্গরাজ! তোমার রথের অশ্ব[গণ] নিহত, চক্রনেমি, যুগন্ধর ভগ্ন—এ অবস্থায় শত্রুকে আক্রমণ করা তোমার উচিত নয়"—এই ব'[লে] রথ ফিরিয়ে দিলেন। এবং বহু প্রকারে বুঝি[য়ে] তাঁকে রথ হ'তে নামালেন।

দুর্য্যো।—তার পর, তার পর?

সুন্দ। তার পর, প্রভু অনেকক্ষণ বিলম্ব [illegible] পরিজনদের অন্য রথ আন্‌তে বল্লেন পরিজনেরা অন্য রথ এনেছে দেখে, আমার দিকে চেয়ে বল্লেন:—"সুন্দরক! এই দিকে এসো" আমিও নিকটে গেলেম। তার পর মস্তক হ'[তে] একটা পত্রিকা বার ক'রে নিজ দেহ-বিগ[লিত] রক্তবিন্দুতে বাণ-মুখ লিপ্ত ক'রে সেই বাণ দিয়ে মহারাজকে এই পত্র লিখ্‌লেন।

(পত্রিকা অর্পণ)

দুর্য্যো। (গ্রহণ করিয়া পাঠ)

স্বস্তি মহারাজ দুর্য্যোধন!
সমরাঙ্গন হইতে কর্ণ গাঢ় কণ্ঠালিঙ্গন পূর্ব্বক
নিবেদন করিতেছে:—

"শস্ত্রের প্রয়োগে কৃতী আমারো অধিক যে গো;
ভ্রাতৃগণ-মাঝে যার নাহিক সমান;
নিশ্চয় সে অর্জ্জুনেরে অক্লেশে করিবে জয়"
—এইরূপ করিতে গো তুমি অনুমান।
কিন্তু দেখ তবু আমি পারি নাই বধিবারে
দুঃশাসন-অরি সেই দুষ্ট অরজুনে,

এসো তুমি ত্বরা করি' কর দুঃখ-প্রতিকার
ভুজ-বীর্য্য-বলে কিম্বা অশ্রু-বিমোচনে।

দুর্য্যো। বয়স্য! কর্ণ! কর্ণ!—একে আমি শত ভ্রাতৃ-নিধনে দগ্ধ হচ্ছি, তার উপর আবার কেন তুমি আমাকে বাক্য-শেলে বিদ্ধ করছ বল দিকি? আচ্ছা, ভদ্র সুন্দরক! এখন অঙ্গরাজ কি করছেন?

সুন্দ। মহারাজ! দেহের আবরণ-কবচ অপনীত ক'রে আত্মহত্যায় কৃতসংকল্প হয়ে, এখন তিনি যুদ্ধের চেষ্টায় আছেন।

দুর্য্যো। (শুনিয়া সত্বর উঠিয়া) সুন্দরক! আমার হয়ে তুমি শীঘ্র তাঁকে গিয়ে এই কথা বুঝিয়ে বল, "এখন আর তুমি জয়ের আকাঙ্ক্ষা কোরো না, এখন আমাদের উভয়েরই একই সংকল্প" কিন্তু:—

পার্থেরে করিয়া বধ অন্ত্যেষ্টি-সলিল তার
যত সব বন্ধুবর্গে দিয়া
মোচন করিয়া অশ্রু কতিপয় মন্ত্রী আর
শত্রুদেরো গাঢ় আলিঙ্গিয়া
—সেই শেষ আলিঙ্গন জন্মান্তরে পুন যার
নাহি সম্ভাবনা—
ত্যজিব এ ছার দেহ— হয়ে তপ্ত কিম্বা তৃপ্ত
যা হয় হোক্ না।

কিন্তু না—শোকের বিষয় আমার কিছু বল্‌বার নেই।
তব পুত্র বৃষসেন মমানুজ দুঃশাসন
—রণে হত হ'ল
কি বুঝাব আমি তোমা, তুমিই বা মোরে কিবা
বুঝাবে তা বল।

সুন্দ। যে আজ্ঞে মহারাজ!

[প্রস্থান

দুর্য্যো। এ কি! রথ-চক্রের শব্দ শোনা যাচ্ছে না?

সারথি। মহারাজ! রথ-চক্রের শব্দটা যেন ক্রমেই আরও বৃদ্ধি হচ্ছে।

দুর্য্যো। পরিজনেরা নিশ্চয়ই রথ নিয়ে এসেছে। যাও, তুমি রথ সজ্জিত কর গে।

সারথি। যে আজ্ঞে মহারাজ!

(প্রস্থান করিয়া পুনঃ প্রবেশ)

দুর্য্যো। (অবলোকন করিয়া) এখনও তুমি রথে ওঠো নি?

সারথি। পিতা ও জননী সঞ্জয়ের সঙ্গে রথে আরোহণ ক'রে মহারাজকে দর্শন করতে এসেছেন।

দুর্য্যো। হায় হায়! দৈব কি গর্হিত কর্ম্মই করেছেন! সারথি! তুমি যাও, শীঘ্র রথ নিয়ে এসো, আমিও পিতৃ-দর্শন পরিহার ক'রে একান্তে অবস্থান করি গে।

সারথি। মহারাজ! এখন এই দুই জন আত্মীয়মাত্র আপনার অবশিষ্ট—আপনি কি এঁদের সান্ত্বনা করবেন না?

দুর্য্যো। সারথি! বিধাতা যার প্রতি বিমুখ, সে আবার কি সান্ত্বনা করবে? দেখ:—

অদ্যই আমরা যবে রণ-ভূমে দুই জনে
করিনু প্রস্থান
দুঃশাসন ও আমার আনত মস্তক তাঁরা
করিলা আঘ্রাণ।
ঘটিল সে বালকের শত্রু-শরে রণ-ভূমে
যে দশা বিষম
—গুরুজন-পার্শ্বে গিয়া বল দেখি তাঁহাদের
কি বলি এখন?

তথাপি, গুরুজনের পাদবন্দনা অবশ্য কর্ত্তব্য।

[প্রস্থান।

ইতি চতুর্থ অঙ্ক।

পঞ্চম অঙ্ক।

(রথারোহণে গান্ধারী, সঞ্জয় ও ধৃতরাষ্ট্রের প্রবেশ)

ধৃত। বৎস সঞ্জয়! কুরু-কুল-কাননের একমাত্র অবশিষ্ট পল্লব,—আমার সেই বৎস দুর্য্যোধন বেঁচে আছে কি বেঁচে নেই?

গান্ধা। জাদু! বাছা এখনও বেঁচে আছে যদি সত্য হয়, বল এখন সে কোথায় আছে?

সঞ্জ। ঐ যে, মহারাজ একাকী বটচ্ছায়ায় ব'সে আছেন।

গান্ধা। কি বল্লে জাদু—একাকী? এক শত ভ্রাতা তাঁর পাশে ব'সে নেই?

সঞ্জ। তাত! জননি! ধীরে ধীরে রথ থেকে নাবুন।

(উভয়ের অবতরণ)

লজ্জিত দুর্য্যোধন উপবিষ্ট।

সঞ্জয়। (নিকটে গিয়া) মহারাজের জয় হোক্! এই দেখুন, জননীর সহিত পিতা এসেছেন, মহারাজ কি দেখ্‌তে পাচ্ছেন না?

দুর্য্যো। (অপ্রতিভ হইয়া রহিলেন)

ধৃত। শরীর হইতে বর্ম্ম
একেবারে ক'রি উন্মোচিত,
কঙ্কমুখ-যন্ত্রে শল্য
ধীরে ধীরে করি অপনীত,
বেঁধেছে যে ক্ষত-পরে
ক্ষত-শোষী পটির বন্ধন,
—আর কর্ণ এবে যার
একমাত্র আশ্রয় অধম—
জিত-শত্রু সে রাজায়
দূর হ'তে করিয়া দর্শন
নাহি জিজ্ঞাসিনু তারে
—আমি যে গো হতভাগ্য জন—
"বেদনা কি বৎস তব
হইয়াছে কিছু উপশম"?

(ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী স্পর্শ করিতে করিতে নিকটে আসিয়া দুর্য্যোধনকে আলিঙ্গন)

গান্ধা। বাছা! বাণ-প্রহারের বেদনায় এত কাতর হয়েছ যে, আমাদের সঙ্গেও কথা কইতে পারছ না?

ধৃত। বৎস দুর্য্যোধন! পূর্ব্বে আমি কি কাজ করিনি, যার দরুণ তুমি আমার সঙ্গে কথা কচ্ছ না?

গান্ধা। বাছা! তুমি যদি আমাদের সঙ্গে কথা না কও, তা হ'লে কি দুঃশাসন, দুর্ম্মর্ষণ কিম্বা আর কেউ আমাদের সঙ্গে এখন কথা কইবে?
(রোদন)

দুর্য্যো। আমি পাপী নরাধম, নিজ চক্ষে করিয়াও
অনুজের বিনাশ দর্শন
না করিনু প্রতিকার; পিতা-মাতা উভয়েরি
আমি-ই তো অশ্রুর কারণ।
বিমল ভরত-কুল
—তাহে জাত আমি কুসন্তান
পুত্রক্ষয়-কারী মোরে

গান্ধা। জাদু! দুঃখ কোরো না। তুমিই এখন অন্ধ-দুটির পথপ্রদর্শক হয়ে চিরজীবী হও। অ... রাজ্যেই বা কি হবে?—বিজয়েই বা কি হ...

দুর্য্যো। জননি গো, এ কি তব
অসঙ্গত বিপরীত কথা?
সুক্ষত্রিয়া তুমি যে গো
উচিত কি তব এ দীনতা?
বাৎসল্য-বিহীনা তুমি,
শত পুত্র তোমার নিহত
না ভাবো তাদের তরে,
—এ অযোগ্যে রক্ষিতে উদ্যত?

নিশ্চয় পুত্রশোক হ'তেই এ সব চেষ্টা হচ্ছে।

সঞ্জ। মহারাজ! তবে কি এই লোকপ্রবাদ মিথ্যে যে, "ঘটের কূপ-পতন-কালে রজ্জুও সে সঙ্গে সেখানে নিক্ষিপ্ত হয়"?

দুর্য্যো। এ কথা সমীচীন নয়। উপকরণীয় বস্তু অভাবে উপকরণের কি প্রয়োজন? (রোদন

ধৃত। (দুর্য্যোধনকে আলিঙ্গন করিয়া) বৎস! তুমি নিজে শান্ত হও; আর, আমাকে ও তোমা অভাগিনী মাকেও সান্ত্বনা কর।

দুর্য্যো। তাত! এ সময়ে তোমাদের সান্ত্বনা আ কি করব? কিন্তু এখন এই একমাত্র সান্ত্বনা:-

কুন্তীপুত্রগণে আমি করিব নিধন,
তব পুত্রে বধিয়াছে কুন্তীর নন্দন,
কুন্তীও তোমার মত পুত্র-শোক-গ্রস্ত
হইবে অচিরে—ভাবি হও গো আশ্বস্ত।

গান্ধা। জাদু! এখন এই আমাদের যথেষ্ট যে, তুমি জীবিত আছ—এখন আর কার জন্য শোক করব? তা, দেখ জাদু! যুদ্ধ করবার তোমার এ সময় নয়—তোমার কাছে কৃতাঞ্জলি হয়ে বলছি, তুমি যুদ্ধ হ'তে ক্ষান্ত হও—অনুগ্রহ ক'রে এই কথাটি আমাদের রাখো।

ধৃত। বৎস! আমার সব পুত্রই নিহত হয়েছে— তুমিই একমাত্র অবশিষ্ট—তোমার জননীর কথা—আমার কথা শোনো বৎস! দেখ:-

যার পরাক্রম দেখি ভীষ্ম-দ্রোণ-বল-বীর্য্য
তুচ্ছ জ্ঞান করিত গো শত্রু জ্ঞাতিকুল
—সেই কর্ণ-সম্মুখেই তার পুত্রে ফাল্গুনি

শব পুত্র হত মোর, তোমাতেই শেষ এবে
রিপুর সে প্রতিজ্ঞা-বচন
মোরা অন্ধ পিতা মাতা—আমাদের অনুনয়
এবে বৎস করহ শ্রবণ।

দুর্য্যো। যুদ্ধ-ক্ষেত্র হ'তে ফিরে গিয়ে তার পর আমি করব কি ?

গান্ধা। তোমার পিতা কিম্বা বিদুর যা বল্‌বেন, তাই করবে।

সঞ্জ। রাজন্‌! সেই কথাই ঠিক্‌।

দুর্য্যো। সঞ্জয়! এখনও কি কিছু উপদেশ দেবার আছে ?

সঞ্জ। মহারাজ! যত দিন প্রাণ থাকে, তত দিনই বিজিগীষু নৃপতিদের উপদেশ দেওয়া জ্ঞানীদের কর্ত্তব্য।

দুর্য্যো। (সক্রোধে) ভাল, এখন জ্ঞানীর উপদেশটা কি শোনা যাক্‌!

ধৃত। বৎস! সঞ্জয় তো ঠিকই বল্‌ছেন—এতে রাগ করবার কি আছে ? যদি তুমি এখন প্রকৃতিস্থ হয়ে থাকো, তা হ'লে আমিই তোমাকে বল্‌ছি শোনো।

দুর্য্যো। বল পিতা, বল।

ধৃত। বৎস! অধিক আর কি বল্‌ব, যুধিষ্ঠিরের প্রার্থিত পণ স্বীকার ক'রে এখন সন্ধি কর।

দুর্য্যো। দেখ পিতঃ! মা পুত্র-স্নেহে বিহ্বল হয়ে, সঞ্জয় নির্ব্বুদ্ধিতার বশে, এইরূপ যা-ইচ্ছা তাই বলছেন; আপনারও মোহ উপস্থিত, অথবা পুত্রনাশ-জনিত হৃদয়-জ্বরে আপনিও অভিভূত। বাসুদেবের যে সন্ধির প্রস্তাব আমরা শত-ভ্রাতায় মিলে তখন অবজ্ঞার সহিত একেবারে অগ্রাহ্য করেছিলেম, এখন পিতামহ, আচার্য্য, অনুজ ও নৃপ-মণ্ডলীর বিনাশ দেখে, শুধু দেহের মায়াবশে,—উদাত্ত পুরুষদের যা লজ্জার বিষয়,—সেই দুঃখনিবারক সন্ধি কিনা দুর্য্যোধন আজ পাণ্ডবদের সঙ্গে স্থাপন করবে ? তা ছাড়া সঞ্জয়, তুমি তো একজন নীতিজ্ঞ ব্যক্তি—তুমি তো জানো :—

কভু না করয়ে সন্ধি নৃপগণ, হীনবল
রিপুগণ-সনে
দুঃশাসন-হীন আমি—সানুজ-পাণ্ডব সন্ধি
করিবে কেমনে ?

ধৃত। বৎস! তা হলেও আমার প্রার্থনায় যুধিষ্ঠির কি না করতে পারেন ? তা ছাড়া যুধিষ্ঠির তোমা অপেক্ষা আপনাকে সর্ব্বদাই হীন-বল মনে করেন।

দুর্য্যো। সে কিরূপ ?

ধৃত। শোনো, যুধিষ্ঠির প্রতিজ্ঞা করেছেন, যদি তাঁর এক ভ্রাতারও মৃত্যু হয়, তা হ'লে তিনি আর প্রাণধারণ করবেন না। সংগ্রামে তো ছলের অভাব নেই, তাই তিনি সর্ব্বদাই অনুজের বিপদ আশঙ্কা করেন, এবং এই হেতু তোমাকে তুষ্ট করবার জন্যও তোমার সহিত তিনি সন্ধি করতে সম্মত হ'তে পারেন।

সঞ্জ। ঠিক্‌ কথা।

গান্ধা। বাছা! তোমার পিতার এই যুক্তি-সঙ্গত কথা তুমি শোনো।

দুর্য্যো। তাত! জননি! সঞ্জয়!

একটি অনুজ-নাশে—প্রতিজ্ঞা করিল পার্থ—
করিবে সে প্রাণ বিসর্জ্জন,
শত ভ্রাতৃ-নিধনেও দুর্য্যোধন অনায়াসে
সহিবে এ কষ্টের জীবন ?
দুঃশাসন-রক্তপায়ী ভীমসেনে চূর্ণ করি
এই মোর গদার আঘাতে
না নিক্ষেপি দিকে-দিকে তার সেই পাপ-দেহ
—করিব কি সন্ধি তার সাথে ?

গান্ধা। হা জাদু দুঃশাসন! হা দুর্ম্মর্ষণ! হা বিকর্ণ! বীর-শত-প্রসবিনী গান্ধারী শত পুত্র তো প্রসব করে নি, শত দুঃখ প্রসব করেছিল।

(সকলে রোদন)

সঞ্জ। (অশ্রু ত্যাগ করিয়া) তাত! আপনারা মহারাজকে সান্ত্বনা দেবার জন্যই এখানে এসেছেন—অতএব আপনারা এখন ধৈর্য্য-ধারণ করুন।

ধৃত। বৎস! দৈব এখন তোমার প্রতি বিমুখ। তুমি যদি এখনও শত্রু-সম্বন্ধে অভিমান পরিত্যাগ না কর, অভাগিনী গান্ধারী এখন আর কাকে অবলম্বন ক'রে জীবন-ধারণ করবে ?—তুমিই বৎস এখন তার জীবনের একমাত্র অবলম্বন।

দুর্য্যো। শুনুন বলিঃ—

ভুবন রক্ষিল যারা,
ভুঞ্জিল গো অতুল ঐশ্বর্য্য,
শক্র-গর্ব্ব-খর্ব্বকারী
যাহাদের মহাতেজ বীর্য্য,
সহস্র মুকুট-চূড়া
যাহাদের পদে অবনত,
সেই শত পুত্র তব
অরি নাশি' সমরে নিহত।
সগরের মত এবে
মাতৃ-সাথে তুমি গো এখন
ধরণীর ভার, তাত!
বিনা-শোকে করহ বহন।

এর বিপরীত হ'লে মহারাজের ক্ষাত্রধর্ম্ম লঙ্ঘন করা হবে।

(নেপথ্যে মহা কোলাহল)

গান্ধা। (শুনিয়া সভয়ে) সঞ্জয়! এ কি!— হাহাকার-মিশ্রিত তূর্য্যধ্বনি শোনা যাচ্ছে না?

সঞ্জ। হাহাকার করে, এরূপ ভীরুজন এখানে কোথায়?

ধৃত। বৎস সঞ্জয়! এই হাহাকার যে ক্রমেই বিস্তৃত হচ্ছে—জানো দিকি এর কারণটা কি—নিশ্চয় একটা কিছু ভয়ানক কাণ্ড ঘটেছে।

দুর্য্যো। তাত! যতক্ষণ না আর কিছু অশুভ সংবাদ শোনা যায়, ততক্ষণ অনুগ্রহ ক'রে আমাকে রণস্থলে অবতরণ করতে অনুমতি দিন।

গান্ধা। জাদু! মুহূর্ত্তকাল তুমি এখানে থেকে আমাকে আশ্বস্ত কর।

ধৃত। বৎস! যদি তুমি যুদ্ধে যাব ব'লে কৃতনিশ্চয় হ'য়ে থাকো, তা হলে শত্রুকে বরং গোপনে বধ করবার উপায় চিন্তা কর।

দুর্য্যো। চোখের সম্মুখে দেখি হত বন্ধুজনে
শত্রুবধ অনুচিত কপটে গোপনে।
না পারিব করিতে যা প্রকাশ্য আহবে
—সে কার্য্য করিয়া বল কিবা ফল হবে?

গান্ধা। জাদু! তুমি এখন একাকী—কে তোমাকে সাহায্য করবে?

দুর্য্যো। তব পুত্র-ক্ষয়-কারী
আমি একা বটে গো জননি,
সমতা আনুন দৈব,
নিষ্পাণ্ডব করিয়া ধরণী।

(নেপথ্যে কোলাহল)

ওহে বীরগণ! তোমরা কৌরবেশ্বরকে নিবেদন কর, এখন ঘোর সংহার-কার্য্য আরম্ভ হয়েছে। অপ্রিয় কথা শ্রবণে বিমুখ হয়ে আর কি হবে? এখন সময়োচিত প্রতিবিধান করাই কর্ত্তব্য। দেখ:—

ছাড়ি দিয়া অশ্ব-রশ্মি
শল্য সেই কর্ণের সারথি
—পার্থ-বাণাঙ্কিত-তনু—
শূন্য-রথে চলে ধীর-গতি।
পরিচিত পথ ধরি
অশ্বগণ রথ লয়ে যায়,
জিজ্ঞাসে কুরুরা সবে
"অঙ্গরাজ কোথায়—কোথায়"?
সজল-নয়নে শল্য বলে বার্ত্তা—কাঁপাইয়া
যত কুরুবীরে
এইরূপে শূন্য-রথে শল্য দেখ, যাইতেছে
ফিরিয়া শিবিরে।

দুর্য্যো। (শুনিয়া সভয়ে) আঃ! অস্পষ্ট বজ্রপাতের মত কে নিষ্ঠুররূপে এইরূপ ঘোষণা করছে? কে আছে ওখানে?

(ভয়-ব্যস্ত হইয়া সারথির প্রবেশ)

সারথি। মহারাজ! আমাদের সর্ব্বনাশ হয়েছে।

(ভূতলে পতন)

দুর্য্যো। কি হয়েছে?

ধৃতরাষ্ট্র ও সঞ্জয়। বল, বল কি হয়েছে।

সারথি। মহারাজ! কি আর বলব?

শল্য-সম শল্য যবে শূন্য মনোরথ-সম
কর্ণ-শূন্য রথোপরি
হয়ে অবস্থিত
পশিল শিবির-মাঝে, জন-সঙ্ঘ তথাকার
কর্ণ-শূন্য রথ হেরি
হইল মূর্চ্ছিত।

দুর্যো। হা বয়স্য কর্ণ! (মূর্চ্ছিত)
গান্ধা। জাদু! ধৈর্য্য ধর, ধৈর্য্য ধর।
সঞ্জ। শান্ত হও, শান্ত হও মহারাজ!
ধৃত। ওঃ, কি কষ্ট! কি কষ্ট!

ভীষ্ম দ্রোণ হ'লে হত একটি যে অবলম্বন
মম পুত্র-প্রিয়-সখা—সে কর্ণও হইল নিধন।

বৎস! আশ্বস্ত হও, আশ্বস্ত হও। দেখ হতবিধে!
শত পুত্র-শোক সহি—অন্ধ আমি—ভার্য্যা-সহ
মোর এই শোচ্য দশা
তোমারি গো কৃত;
এ দুর্য্যোধনেও তুমি নিরাশ করিলে হায়
সখা-গুরু-বন্ধুবর্গে
করি নিঃশেষিত।

বৎস দুর্য্যোধন! তোমার অভাগিনী মাতাকে সান্ত্বনা কর।

দুর্যো। (সংজ্ঞা লাভ করিয়া)

ওগো কর্ণ! আমা-প্রতি অবিচল প্রীতি তব
করি প্রকাশিত
শ্রুতি-সুখকর-বাক্য ক্ষণেকের তরে তুমি
কর বিতরিত।
বিচ্ছেদ তোমার সনে কখন তো ঘটে নাই,
তোমার অপ্রিয় আমি
করি নাই কভু,
বৃষসেন-বৎসল! পাসরিয়া সখা-স্নেহ
কেন মোরে তেয়াগিয়া
যাইতেছ তবু?
(পুনর্মূর্চ্ছিত)

সকলে। (সান্ত্বনা দান)
দুর্যো। (সংজ্ঞালাভ করিয়া)

মম প্রাণাধিক সেই অঙ্গরাজ কর্ণ আজি
সমরে নিহত,
আবার চেতনা লভি তবু আমি বেঁচে আছি
—লজ্জা হয় তাত।

অপিচ :—

শোচনীয় হইলেও রণ-হত দুঃশাসন,
বন্ধুবর্গ অন্ত,
শোক করি না গো এবে দুঃশাসন-তরে কিম্বা
আর কারো জন্ত।

কর্ণেতে দুঃশ্রাব্য যাহা কর্ণের সে অমঙ্গল
ঘটালে যে জন
তাহারে সবংশে আজি সমরে বধিব আমি
এই মোর পণ।

গান্ধা। জাদু! ক্ষণেকের জন্য অশ্রুমোচনে ক্ষান্ত হও।
ধৃত। বৎস! ক্ষণেকের জন্য অশ্রুমার্জ্জন কর।
দুর্যো। আমার উদ্দেশে যবে
করিল সে প্রাণ বিসর্জ্জন
সে সময়ে কেহই তো
না করিল তারে নিবারণ।
তার তরে করি আমি
এক বিন্দু অশ্রু বিমোচন
—তাহাও এ দীন জনে
করিতে কি দিবে না এখন?

সারথি! কে না জানি আমাদের কুলান্তকর এই অসম্ভব কার্য্য সাধন করলে?

সারথি। মহারাজ! লোকের মুখে এইরূপ শুনলেম :—

চক্র ভূমে মগ্ন হ'লে,—চক্রপাণি সুত যার,
আমাদের সৈন্যের যে যম,
—ইন্দ্রের নন্দন সেই মহাবীর ধনঞ্জয়
বধিলা গো তাঁহারে রাজন্।

দুর্যো। কর্ণের সে মুখ-চন্দ্র স্মরণ করিয়া
শোক-সিন্ধু মম এবে উঠে উথলিয়া।
বাড়বাগ্নি সম ক্রোধ হয়ে প্রজ্বলিত
আচ্ছন্ন করিছে তাহে এবে মোর চিত।

জননি! তাত! প্রসন্ন হয়ে তোমরা আমাকে যুদ্ধে যেতে অনুমতি দাও।

সুদুঃসহ শোকানলে নিরন্তর দহিতেছি
আমি যে এখন;
—সমান বিপত্তি দুই— বরঞ্চ গো ভাল এবে
সমরে মরণ।

ধৃত। (দুর্য্যোধনকে আলিঙ্গন)

সত্য বটে পুত্র ওগো! অনিশ্চিত রণ-স্থলে
জয়-পরাজয়;
কিন্তু সেই ভীম-কর্ম্মা ভীমে স্মরি ভয়ে দ্রব
হয় যে হৃদয়।

তুমি মানী দুর্য্যোধন শঠতায় নহ দক্ষ
—রণে তব শৌর্য্যেরি প্রকাশ।
শত্রুগণ রণ-মাঝে করে ছল বহুতর
—হায়! মোর হবে সর্ব্বনাশ!

গান্ধা। জাদু! যে আমার শত পুত্রের যম, সেই বৃকোদরের সহিত তুমি যুদ্ধ প্রার্থনা করছ?

দুর্য্যো। জননি! বৃকোদরের কথা এখন থাক্।

হৃদি-মনোরথ যে গো সর্ব্বাঙ্গ-চন্দন-রস,
অমলেন্দু এ মোর নয়নে;
মাতঃ! তব পুত্র-তুল্য, পিতঃ! তব নীতি-শিষ্য,
—সেই কর্ণে যে বধিল রণে,
তারি পরে শর মোর
পড়িবে এক্ষণে।

সারথি! আর কাল-হরণ ক'রে কি হবে? আমার রথ সজ্জিত ক'রে নিয়ে এসো। আর তুমি যদি পাণ্ডবদের ভয় কর, তুমি থাকো; আমি শুধু গদা-হস্তেই রণ-স্থলে অবতরণ করব। আর কিছু ভাব্‌বার দরকার নেই। এই আমি চল্লেম।

[প্রস্থান।

ধৃত। বৎস দুর্য্যোধন! যদি আমাদের দগ্ধ করবে বলেই তুমি স্থিরনিশ্চয় হয়ে থাকো, তা হ'লে অন্ততঃ নিকটস্থ কোন বীরকে সেনাপতি-পদে অভিষিক্ত কর।

দুর্য্যো। পূর্ব্ব-হতেই অভিষিক্ত হ'য়ে আছে।

গান্ধা। কে সে হতভাগ্য?

ধৃত। সে শল্য—না অশ্বত্থামা?

সঞ্জয়। হায় হায়!

ভীষ্ম গত, দ্রোণ হত, অঙ্গরাজ কর্ণ সেও
নিহত গো রণে।
—অতি বলবতী আশা— শল্য সে করিবে জয়
পাণ্ডু-পুত্রগণে?

দুর্য্যো। শল্যেরই বা কি প্রয়োজন? অশ্বত্থামারই বা কি প্রয়োজন?

হয়, রণে প্রাণ দিয়া লভিব গো কর্ণ-আলিঙ্গন
নয়, পার্থ-প্রাণ হরি করিব গো বৈর-নির্য্যাতন।
অভিষিক্ত করিয়াছি তাই আপনারে
অবারিত নয়নের অশ্রুবারি-ধারে।

নেপথ্যে। (কলরবের পর) ওগো কৌরব-সৈন্যের প্রধান বীরগণ! আমাদের দেখে ভয়ে কেন পালাচ্ছ? তোমরা বল, সুযোধন এখন কোথায় আছেন?

সকলে। (সভয়ে শ্রবণ)

(ত্রস্ত-ব্যস্ত হইয়া সারথির প্রবেশ)

সারথি। মহারাজ! একই রথে দুটি বীর-পুরুষ আরূঢ় হয়ে—আপনি কোথায় আছেন জিজ্ঞাসা ক'রে ইতস্ততঃ অন্বেষণ ক'রে বেড়াচ্ছে।

সকলে। কোন্ দুজন?—কে কে?

সারথি। সেই কর্ণারি অর্জ্জুন, আর সেই বৃক-তুল্য বৃকোদর।

গান্ধা। (সভয়ে) জাদু! এখন কি কর্ত্তব্য?

দুর্য্যো। এই গদা তো আমার নিকটেই আছে।

গান্ধা। হায়! এইবার বুঝি এই হতভাগিনীর সর্ব্বনাশ হ'ল।

দুর্য্যো। এখন শোক-বিলাপের সময় নয়। সঞ্জয়! সঞ্জয়! রথে তুলে পিতা ও জননীকে শিবিরে নিয়ে যাও। আমাদের শোক দূর করবার লোক এখন এখানে উপস্থিত।

ধৃত। বৎস! একটু অপেক্ষা কর। কি অভিপ্রায়ে এসেছে, একবার জানি।

দুর্য্যো। তাত! জেনে কি হবে? আপনি যান।

(ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী কিয়দ্দূর গমন করিয়া অবস্থান)

(রথারূঢ় ভীমার্জ্জুনের প্রবেশ)

ভীম। ওগো সুযোধনের অনুজীবিগণ! কেন তোমরা বৃথা ভয়াকুল হয়ে ইতস্ততঃ বিচরণ করছ?—তোমাদের আর কোন ভয় নাই।

দ্যূত-ছল-প্রবর্ত্তক, জতুগৃহ-দাহ-কারী,
কৃষ্ণা-কেশ-বস্ত্রাকর্ষী
দুরাত্মা যে জন;
পাণ্ডবেরা যার দাস;—দ্রোণাচার্য্য, দুঃশাসন
অনুজ-শতের যে গো
সুহৃদ উত্তম;
—কোথা সেই অভিমানী দুর্য্যোধন? রোষ-ভরে
আসি নাই হেথা তাঁরে
করিতে দর্শন।

ধৃত। সঞ্জয়! ও দুর্ম্মতির এ যে দারুণ ভৎর্সনা।

সঞ্জ। তাত! অপ্রিয় কার্য্য সমস্ত শেষ ক'রে এখন অপ্রিয় বাক্য বল্‌তে আরম্ভ করেছে।

দুর্য্যো। সারথি! দুজনকেই গিয়ে বল, আমি এই-খানেই আছি।

সারথি। যে আজ্ঞে মহারাজ। (তাহাদের নিকটে গিয়া) শোনো ওগো ভীম, অর্জ্জুন! মহারাজ পিতা-মাতার সহিত ঐ বট-বৃক্ষের ছায়া-তলে আছেন।

অর্জ্জু। মহাশয়! ক্ষমা করবেন। পুত্রশোকার্ত্ত পিতামাতাকে এখন দর্শন ক'রে বিরক্ত করব না—এখন আমরা তবে যাই।

ভীম। মূঢ়! সদাচার যে অলঙ্ঘনীয়। গুরুজনদের প্রণাম না ক'রে যাওয়াটা উচিত হয় না। (নিকটে গিয়া) সঞ্জয়! গুরুজনদের নিকটে আমাদের প্রণাম জানাও। না, থামো—আমরা নিজেই জানাবো। (রথ হইতে অবতরণ) গুরুজনেরা বন্দনীয়, স্বয়ং গিয়ে আমাদের প্রণাম করা উচিত।

অর্জ্জু। (নিকটে গিয়া) তাত! জননি!

তোমাদের পুত্রদের সর্ব্ব-রিপু-জয়-আশা
যার পরে ছিল বিদ্যমান,
যার গর্ব্বে গরবিত হইয়া তাহারা সবে
করিত গো বিশ্বে তৃণ-জ্ঞান
—সেই রাধা-পুত্র-নাশী মধ্যম পাণ্ডব আসি
তব পদে করে গো প্রণাম।

ভীম। বহুসংখ্য কৌরবে যে করিল নিধন,
দুঃশাসন রক্ত-পানে মত্ত যেই জন,
দুর্য্যোধন-উরু যে গো করিবে ভঞ্জন
কর সে ভীমের এবে প্রণাম গ্রহণ।

ধৃত। দুরাত্মা বৃকোদর! তুমিই যে কেবল শত্রুবিনাশ করেছ, তা নয়; যে অবধি ক্ষত্রিয়গণের সৃষ্টি, সেই অবধিই সমর-বিজয়ীরা জয়লাভ ক'রে আসছে, বীরেরাও যুদ্ধে নিহত হয়েছে; তবে কেন বৃথা আস্ফালন ক'রে তুমি আমাদের বিরক্ত করছ?

ভীম। তাত! রুষ্ট হবেন না।

পাণ্ডুপুত্রগণ-বধূ—কৃষ্ণার আকর্ষি কেশ
যে সকল নৃপগণ করে অপমান
তাহারা সকলে এবে পাণ্ডবের ক্রোধানলে
[illegible]

সংবাদ দিতেছি শুধু—ভুজ-বল-শ্লাঘা কিম্বা
নাহি করি বৃথা অহঙ্কার;
যেই গুরুতর কাজ পুত্র-পৌত্র করে তব
—তুমি তাত সাক্ষী আছ তার।

দুর্য্যো। ওরে পবন-তনয়! তোর নিন্দিত কাজের জন্য বৃদ্ধ রাজার কাছে আবার আত্ম-শ্লাঘা করছিস্?

তা ছাড়া:—

তুমি ভীম, তুমি পার্থ, সেই যুধিষ্ঠির, আর
নকুল ও সহদেব ভাই দুইজন
—তোমাদের ভার্য্যা সেই দ্যূত-দাসী—তার
কেশ সভামাঝে মমাজ্ঞায় করে আকর্ষণ।
যে সকল নৃপগণে বধিলে তোমরা রণে
তাহাদের কি বা দোষ এই বৈর-কাজে?
বাহুবীর্য্য-ধন-মদে ঘোর-মত্ত যে গো আমি
আমারে জিনিলে তবে দর্প তব সাজে।

ওরে দুরাত্মা! সে তোর অসাধ্য। (সক্রোধে উঠিয়া বধ করিতে উদ্যত)

ধৃত। (ধরিয়া বসাইয়া দিলেন)

ভীম। (ক্রোধে প্রজ্বলিত)

অর্জ্জুন। দাদা! এত রুষ্ট হচ্ছ কেন?

কাজে না করিতে পারি মোদের অপ্রিয়
বচনে করিছে এবে—ধর্ত্তব্য কি ও?
শত-ভ্রাতৃ-বধে দুঃখী কহিছে প্রলাপ,
তাহে দাদা বল দেখি কিসের সন্তাপ?

ভীম। ওরে রে ভরত-কুল-কলঙ্ক!

রে কটু-প্রলাপভাষি! না যদি গো করিতেন
গুরুজন মোরে নিবারণ,
গদায় চূর্ণিয়া অস্থি সদ্য তোরে পাঠাতাম
সে দুঃশাসনের সদন!

তা ছাড়া, মূঢ়!

তব কুল-পদ্ম-বনে প্রমত্ত বারণ যে গো
—সেই ভীম হলেও কুপিত
—কু-নৃপ তুই যে অতি—তবুও যে এত দিন
ধরাতলে আছিস্ জীবিত,
তাহার কারণ, তোর অদৃষ্টে ছিল রে দেখা
বিদারিত ভ্রাতৃ-বক্ষঃস্থল।
আর, স্ত্রীলোকের মত নেত্র হ'তে বিসর্জ্জন
[illegible]

দুর্য্যো। আমি তোমার মত কটূক্তি-মুখর নই। কিন্তু :—

অচিরে বন্ধুরা তব সমর-অঙ্গনে সুপ্ত
দেখিবে তোমায়
—ভীম-ভূষা-বিভূষিত গদা-ভগ্ন-বক্ষ-ক্ষত
শোণিত-ধারায়।

ভীম। (হাসিয়া) তোমার কথা কি অবিশ্বাস করতে পারি?—তুমি ঠিকই বলছ—আমার মৃত্যু তো আসন্ন—তবু তোমাকে একটা কথা বলি শোনো :—

মোর পীন ভুজ-দ্বয়ে ঘুরাইয়া গুরু গদা
চূর্ণি বক্ষঃস্থল তব
শিরে পদ করিব স্থাপন,
—কালিকে প্রভাতে তাহা
নৃপগণ করিবে দর্শন।
তব ভ্রাতৃগণ-সহ তোমারে দলিত করি,
যে রক্ত নিঃসৃত হবে
সেই ঘন রকত-চন্দন
আনখ বিলিপ্ত করি'
করিব গো অঙ্গের ভূষণ।

নেপথ্যে। ওগো ভীমসেন! ওগো অর্জ্জুন! যিনি অশেষ অরাতি-সৈন্য নিহত করেছেন, মহাপরাক্রান্ত পরশুরাম-সদৃশ যাঁর যশোরাশি, যাঁর প্রতাপে দিঙ্মণ্ডল তাপিত, সেই শ্রীমান্ অজাত-শত্রু মহারাজ যুধিষ্ঠির এই আজ্ঞা করছেন :—

উভয়ে। দাদা কি আজ্ঞা করছেন?

পুনর্ব্বার নেপথ্যে :—

গৃধ্র-কঙ্ক-বিখণ্ডিত হত দেহে রণ-স্থল
অতীব দুর্গম;
আত্মীয়েরা অন্বেষিয়া দেহগুলি অগ্নিসাৎ
করুক এখন;
জ্ঞাতিগণ জ্ঞাতিদের অশ্রু-মিশ্র জল এবে
করুক অর্পণ।
রিপুদের সঙ্গে দেখ ভানুও হইল অস্তগত,
করহ একত্র এবে—রণস্থলে সৈন্য আছে যত।

উভয়ে। যে আজ্ঞে।

নেপথ্যে। ওরে রে গাণ্ডীব-ধারী মহাবল অর্জ্জুন! অর্জ্জুন!—তুই এখন কোথায় যাস্?

কর্ণ-ক্রোধে এত দিন বিজয়ী ধনুক আমি
করিয়াছিলাম বিসর্জ্জন
শূর-শূন্য রণ-স্থলে তাইতো বর্দ্ধিত হয়
তব বাহু-বীর্য্য-পরাক্রম।
শস্ত্রত্যাগী অবিজিত পিতা মোর, তাঁর
শিরশ্ছেদ-কথা করিয়া স্মরণ
পাণ্ডু-পুত্র-প্রলয়াগ্নি দ্রৌপদ-সৈন্য-নাশী
দ্রৌণি দেখ করে আগমন।

ধৃত। (শুনিয়া সহর্ষে) বৎস দুর্য্যোধন! দ্রোণের অপমানে ক্রোধে প্রজ্বলিত হয়ে ঐ দেখ বীরবর অশ্বত্থামা এসেছেন। পিতা অপেক্ষাও ওঁর সমধিক বল; আর উনি শিক্ষাবান, দেব-তুল্য; অতএব তুমি এগিয়ে গিয়ে ওঁকে অভ্যর্থনা কর।

গান্ধা। যাও জাদু, ওঁর অভ্যর্থনা কর গে।

দুর্য্যো। তাত! জননি! অঙ্গরাজের বধাভিলাষী বৃথা-যৌবন-বল-শস্ত্রধারী এই বীরকে নিয়ে আমাদের কি হবে?

ধৃত। দেখ বৎস! এ সময়ে এইরূপ বাক্যে এতাদৃশ পরাক্রান্ত বীরদের বিরাগ উৎপাদন করা তোমার উচিত নয়।

(অশ্বত্থামার প্রবেশ)

অশ্ব। জয় হোক কৌরব-রাজের!

দুর্য্যো। (উঠিয়া) গুরুপুত্র! এখানে বোসো। (বসাইয়া)

অশ্ব। রাজন্! দুর্য্যোধন!

কর্ণ-তৃপ্তিকর বাক্য
তোমা কাছে কর্ণ কহি-কত
কার্য্যে যা করিল রণে
—সকলি তো আছ অবগত।
দ্রোণ-পুত্র এবে দেখ
ধনুতে জ্যা করি আরোপণ
শত্রু-অভিমুখ হ'তে
করিয়াছে হেথা আগমন;
রণ-পরাভব দুঃখ

দুর্যো। (অসূয়া-সহকারে)—আচার্য্য-পুত্র !
অঙ্গরাজ হ'লে হত তবে তুমি শস্ত্র রণে
করিবে ধারণ
—এই যদি ছিল মনে প্রতীক্ষা কর গো তুমি
আমারো মরণ ;
কেন না, অভিন্ন মোরা ;—দোঁহা মাঝে কেবা কর্ণ
কেবা দুর্য্যোধন ?

অশ্ব। কি ? এখনও সেই কর্ণের পক্ষপাতী—আমাদের প্রতি অবমাননা ? রাজন্! কৌরবেশ্বর! আচ্ছা, তাই হোক্।

[প্রস্থান।

ধৃত। বৎস! এ তোমার কিরূপ মোহ? এই সময়ে কঠোর বাক্য ব'লে অশ্বত্থামার মত ব্যক্তির বিরাগ উৎপাদন করুছ ?

দুর্যো। আমি কি এমন অপ্রিয় মিথ্যা বলেছি, যাতে ও ক্রুদ্ধ হতে পারে ? দেখুন :—

ধনুর্দ্ধারী ক্ষত্র-মাঝে
ছিল যার মহিমা অক্ষত,
তোমাদের ভাগ্য-দোষে
এবে যে গো সমরে নিহত
—সেই অঙ্গরাজ-নিন্দা
মিত্র-কাছে করিছে অশেষ
উহাতে অর্জ্জুনে তবে
বল দেখি, আছে কি বিশেষ ?

ধৃত। অথবা বৎস! তোমারি বা এতে কি দোষ? এখন ভরত-কুলের অন্তিম দশা উপস্থিত। দেখ, গান্ধারি! আমি অতি হতভাগ্য—আমি এখন কি বলি বল দেখি। (চিন্তা করিয়া) আচ্ছা, তবে এইরূপ করা যাক্। দেখ সঞ্জয়, আমার নাম ক'রে ভারদ্বাজ অশ্বত্থামাকে তুমি এই কথা বল—

এই সুযোধন-সহ একসঙ্গে গান্ধারীর
স্তন্য তুমি করিয়াছ পান ;
সেই সে শৈশবের চঞ্চল অঙ্গের ধূলি
বস্ত্র মোর করিয়াছে ম্লান ;
অঙ্গ-নিধন-শোকে অতি-প্রণয়ের বশে
যদি সে বলিয়া থাকে
অপ্রিয়-বচন ;
—তোমার সমীপে বৎস ! কাতর মিনতি মোর—
ক্রোধ পুষি রেখো না গো
মনে বহুক্ষণ।

সঞ্জ। যে আজ্ঞা তাত। (উত্থান)

ধৃত। আর যদি এ কথা গ্রাহ্য না কর, তা হ'লে এইরূপ বলবে :—

অযথা কথায় ভুলি তোমার অমন পিতা
করিয়া গো শস্ত্র বিসর্জ্জন
সহিলা যে সেইরূপ ঘোরতর অপমান,
তাহা এবে তুমি বৎস করিয়া স্মরণ
সেই দুর্য্যোধন-উক্তি মন হ'তে করি দূর
বল-বীর্য্য আত্মা-মাঝে কর আনয়ন।

সঞ্জ। যে আজ্ঞা তাত। [প্রস্থান।

দুর্য্যো। সারথি ! আমার যুদ্ধের রথ সজ্জিত কর।

সারথি। যে আজ্ঞা মহারাজ। [প্রস্থান।

ধৃত। গান্ধারি ! এখান থেকে এসো আমরা এখন মদ্র-রাজ শল্যের শিবিরে যাই। বৎস ! তুমিও সেখানে চল।

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ অঙ্ক

যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদী আসীন।
দাসী ও কঞ্চুকী দাণ্ডায়মান।

যুধি। (সচিন্ত-ভাবে নিশ্বাস ফেলিয়া) ওঃ ! কি কষ্ট, কি কষ্ট !

ভীষ্ম-রূপ মহার্ণব
—আসিয়াছি মোরা তার পারে ;
দ্রোণানল নির্ব্বাপিত
হইল গো যে-কোন-প্রকারে ;
কর্ণ আশীবিষ-সর্প
—হয়েছে সে বিগত-পরাণ ;
মদ্র-অধিপতি শল্য
—সেও তো গো গেছে স্বর্গ-ধাম।
ভীম যে সাহস-প্রিয়, অল্প যার আছে বাকি
সাধিতে বিজয়,
—প্রতিজ্ঞা-বচনে তার করিয়াছে মো-সবার
জীবন-সংশয়।

দ্রৌ। (সাশ্রু-লোচনে) মহারাজ! তার চেয়ে বল্লে না কেন, পাঞ্চালী হতেই এই জীবন-সংশয় ব্যাপার উপস্থিত হয়েছে।

যুধি। কৃষ্ণা! আমি তো—(কঞ্চুকীকে অবলোকন করিয়া) দেখ বুধক!

কঞ্চু। আজ্ঞে মহারাজ!

যুধি। আমার নাম ক'রে সহদেবকে এই কথা বল:—ক্রুদ্ধ বৃকোদরের "আজি বধ করব" এইরূপ সদ্য-পাল্য প্রতিজ্ঞার কথা শুনে মানী কৌরব-রাজ নিরুদ্দেশ হয়ে কোথায় লুকিয়ে আছেন। এখন তাঁর পদ-চিহ্ন অনুসরণ করবার জন্য অতি নিপুণ-বুদ্ধি, বিভিন্ন স্থানের মর্যাদাভিজ্ঞ চর-সকল এবং যারা ঢাক বাজিয়ে ঘোষণা করতে পটু—যারা সুযোধনের বিচরণ-স্থানের সন্ধান জানে—এইরূপ ভক্তিমান সুমন্ত্রিগণ সামন্ত-পঞ্চক প্রদেশের চারিদিকে গমন করুক। আর তারা যদি কৃতকার্য্য হয়, তা হ'লে ধনাদি পারিতোষিক দেবে ব'লে তাদের নিকট অঙ্গীকার কোরো। তা ছাড়া:—

কিবা পঙ্কে, কি সৈকতে— গুপ্ত-পথবেত্তা যারা
যাক্ সেই কইবর্ত্তগণ;
লতা-ঢাকা কুঞ্জ-বন চেনে যারা—সেই সব
গোপালেরা করুক গমন;
শত্রু-মিত্র-পদ-বেত্তা রক্তাভিজ্ঞ ব্যাধ যত
ব্যাঘ্র-বনে করুক ভ্রমণ;
প্রতি মুনি-গৃহে যাক্ চর-সব—যাহাদের
আছে সিদ্ধ-পুরুষ-লক্ষণ।

কঞ্চু। যে আজ্ঞা মহারাজ!

যুধি। আরও এইরূপ সহদেবকে বল্বে:—

সশঙ্ক হইয়া কেহ করিছে আলাপ কি না
—জানুক গোপনে;
সুপ্ত বা রোগার্ত্ত কিম্বা সুরামত্ত—তাহাদের
যাক্ অন্বেষণে।
মৃগদের ত্রাস যেথা,
আর যেথা বিহঙ্গ নীরব,
নৃপ-পদ-চিহ্ন যেথা
—সেই বনে যাক্ তারা সব।

কঞ্চু। যে আজ্ঞা মহারাজ। (প্রস্থান করিয়া পুনঃ প্রবেশ করত সহর্ষে) মহারাজ! পাঞ্চালক এসেছে।

যুধি। শীঘ্র তাকে নিয়ে এসো।

কঞ্চু। (প্রস্থান করিয়া পাঞ্চালকের সহিত পুনঃ প্রবেশ) ঐখানে মহারাজ; পাঞ্চালক, তুমি এগিয়ে যাও।

পাঞ্চা। জয় মহারাজের জয়! মহারাজ ও দেবীকে একটি সুসংবাদ দিই।

যুধি। বাপু পাঞ্চালক! সেই দুরাত্মা কৌরবাধমের কি কোন পদ-চিহ্ন পাওয়া গেছে?

পাঞ্চা। মহারাজ! শুধু পদ-চিহ্ন নয়, দেবীর কেশাকর্ষণ-পাপের প্রধান হেতু—স্বয়ং সেই দুরাত্মাকেই পাওয়া গেছে।

যুধি। (সহর্ষে পাঞ্চালককে আলিঙ্গন করিয়া) বাপু, তুমি উত্তম কাজ করেছ—এ সুসংবাদ বটে। তাকে কি দেখ্তে পাওয়া গেছে?

পাঞ্চা। মহারাজ! শুধু দেখ্তে পাওয়া গেছে, তা নয়, সমর-ক্ষেত্রে দেখ্তে পাওয়া গেছে।

দ্রৌপদী। (সভয়ে) কি? আমার নাথ সমর-ক্ষেত্রে?

যুধি। (সভয়ে) সত্য, ভায়া আমার রণ-ক্ষেত্রে?

পাঞ্চা। আজ্ঞে হাঁ, সত্য। মহারাজের কাছে কি মিথ্যা বল্‌তে পারি?

যুধি। ভীম মহাপরাক্রান্ত জানি আমি, তবু চিত্ত
ভয়-বশে বিবেক-মন্থর,
উত্তোলিত-গদা সেই বৃকোদর-ভুজ-বীর্য্য
জানি তবু শঙ্কিত অন্তর।

(দ্রৌপদীকে অবলোকন করিয়া ও তাঁর মুখের অশ্রুজল মুছাইয়া) অয়ি সুক্ষত্রিয়ে!

গুরুজন, বন্ধুজন
—সহস্র নৃপের সন্নিধান,
সভামাঝে আমাদের
হয়েছিল যেই অপমান
তার প্রতিকার প্রিয়ে
করিব গো হয় প্রাণ দিয়া,
নয় সেই পশু-তুল্য
দুর্য্যোধনে সমরে বধিয়া।
না, তাতে আর কোন সন্দেহ নেই।
যাহার আদেশমতে দুঃশাসন করে তব
কেশ আকর্ষণ

—নিশ্চয় তাহারে ভীম বধি আজি করিবে গো প্রতিজ্ঞা পালন,
কেশও তব বাঁধা হবে বধ হবে যখন সে পাপ দুর্য্যোধন।

পাঞ্চালক! বল বল, সে দুরাত্মাকে কোথায় পাওয়া গেল? এখন সে কোন্ কাজেই বা প্রবৃত্ত?

দ্রৌ। বল বাছা, বল।

পাঞ্চা। মহারাজ! দেবি! আপনারা তবে শুনুন। মহারাজ যখন মদ্র-রাজ শল্যকে বধ করলেন, গান্ধার-রাজের পতঙ্গকুল যখন সহদেবের অনলে প্রবিষ্ট হ'ল, সেনাপতি-নিধনে নিরানন্দ হয়ে যখন বীরগণ রণভূমি ছেড়ে চ'লে যেতে লাগল, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও আপনার অধিষ্ঠিত সৈন্যের ঘোর আক্রমণে শত্রু-সৈন্য পরাজিত হয়ে, যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হয়ে, যখন উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করতে লাগল, কৃপ, কৃতবর্ম্মা, অশ্বত্থামা, যখন বিনষ্ট হ'ল, আর যখন কুমার বৃকোদরের সেই অদ্য-পাল্য প্রতিজ্ঞা দুর্য্যোধন শ্রবণ করলে, তখন সেই দুরাত্মা কৌরবাধম যে কোথায় গিয়ে লুকালো, তা কেউ জানতে পারলে না।

যুধি। তার পর?

দ্রৌ। বল, তার পর কি হ'ল।

পাঞ্চা। মহারাজ! দেবি! অবধান করুন। তার পর, ভগবান বাসুদেবের অধিষ্ঠিত এক রথে আরূঢ় হয়ে ভীমার্জ্জুন কুমারদ্বয় আর আমরা সবাই সমস্ত "সামন্তপঞ্চক"-ময় খুঁজে বেড়াতে লাগলেম, কিন্তু কোথাও সেই অনার্য্যকে পাওয়া গেল না। তার পর, আমাদের ন্যায় ভৃত্যবর্গ দৈবের আচরণে খেদ প্রকাশ করছি, কুমার অর্জ্জুন উষ্ণ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করছেন, বৃকোদর বর্ষা-নিশা-সঞ্চরিত বিদ্যুচ্ছটার ন্যায় পিঙ্গল-কটাক্ষে নিজ গদাকে উদ্দীপ্ত করছেন, ভগবান নারায়ণ অবশিষ্ট স্বল্পকার্য্যের অসমাপ্তির দরুণ বিধাতাকে তিরস্কার করছেন, এমন সময়ে এক জন সংবাদ-দাতা, কুমার ভীমসেনের নিকট এসে উপস্থিত হ'ল। সে সদ্য একটা মৃগ বধ করায় সেই রক্ত তার চরণে তখনও সংলগ্ন; সেই মাংসরাশি ত্যাগ ক'রে সে যেন তখনি আসছে; তার পর, অর্দ্ধস্ফুট-বর্ণে—ভাবার্থ কেবল অনুমান করা যায় মাত্র এইরূপ অস্পষ্ট ভাষায়—কুমারের নিকট হাঁপাতে হাঁপাতে এসে এইরূপ বলতে লাগল:—মহারাজকুমার! এই বৃহৎ সরোবরের তীরে দুইটি পদের অনুরূপ পদ-পংক্তি দেখা গেছে—তার মধ্যে একটি যেন স্থল পার হয়ে এসেছে—আর একটি যেন তা নয়। "কুমারের যথা আদেশ"—এই কথা ব'লে আমরা সবাই ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে তাঁর পিছনে পিছনে যাত্রা করলেম। আর ভগবান বাসুদেব সেই সরোবরতীরে এসে দুর্য্যোধনের পদ-চিহ্ন চিন্‌তে পেরে বল্লেন:—"দেখ বৃকোদর, সুযোধনের সলিল-স্তম্ভনী বিদ্যা জানা আছে, নিশ্চয় সে তোমার ভয়ে এই সরসীর মধ্যে শুয়ে আছে।" কৃষ্ণের এই কথা শুনে, সলিলচারী সৈন্যগণ সরোবরের চারিদিকে ভ্রমণ ক'রে সরোবরের জল আলোড়িত করতে লাগল, ভয়ে কুম্ভীরেরা জল থেকে উঠে পড়ল; কুমার বৃকোদর তখন ভৈরব-গর্জ্জনে বলতে লাগলেন:—ওরে রে বৃথা-প্রখ্যাত অলীক-পৌরুষাভিমানি পঞ্চাল-রাজ-তনয়া-কেশাকর্ষক! মহাপাতকি! ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রাধম!

শুদ্ধ চন্দ্র-কুলে জন্ম— এই পরিচয় দিয়া
এখনো কি গদা তুমি করিছ ধারণ?
দুঃশাসন-রক্ত-পানে যে অরি প্রমত্ত এবে
তার সনে করিবে কি তুমি সম্ভাষণ?
দর্প-মদে অন্ধ হয়ে মধুকৈটভ-দৈত্য সম
হরি সনে হয়েছিলে প্রবৃত্ত সমরে;
মোর ভয়ে নরাধম! ত্যজিয়া সমর-ভূমি
এবে লুকায়েছ আসি পঙ্কের ভিতরে!
তা ছাড়া—রে মানান্ধ কৌরবাধম!
কুরু-অন্তঃপুর-নারী মোর বলে হত-পতি
—করে এবে কেশ উন্মোচন,
পাঞ্চালীর প্রজ্বলিত ক্রোধ-বহ্নি এবে তাই
হইয়াছে প্রায় উপশম।
ভাই তব দুঃশাসন —হৃদয়-নিঃসৃত তার
তপত-শোণিত আমি করিনু যে পান,
দেখিয়াও তাহা চক্ষে, কি করিলে ভীম-প্রতি?
—অসময়ে অস্ত্র কেন তব অভিমান?

দ্রৌ। নাথ! আবার যদি তোমার দর্শন পাই, তবেই আমার কোপের শান্তি হবে।

যুধি। দেখ কৃষ্ণা, এ সময়ে অমঙ্গলের কথা বলা উচিত নয়। বাপু! তার পর, তার পর?

পাঞ্চা। মহারাজ! এইরূপ ব'লে ভীষণ ক্রোধে প্রজ্বলিত উদ্যত-গদা-পাণি বৃকোদর ভীষণ বেগে গদা ঘোরাতে ঘোরাতে সমস্ত সেই বৃহৎ সরোবরের জল আলোড়িত করতে লাগ্‌লেন; সরোবরের জল তীরে ছাপিয়ে উঠল, সমস্ত কমল-বন উৎসন্ন, জলজন্তুরা মূর্চ্ছিত, সমস্ত বিহঙ্গকুল উদ্‌ভ্রান্ত হ'ল।

যুধি। বাপু! তবুও সে জল থেকে উঠল না?

পাঞ্চা। মহারাজ! আর না উঠে থাকতে পারে?

সরোবর-তল-দেশ সবেগে সহসা ত্যজি
করিল উত্থান
—কোপ-হুতাশন হ'তে উর্দ্ধদিকে প্রধাবিত
স্ফুলিঙ্গ সমান।
ক্ষিপ্ত ভীম-বাহু-রূপ
মন্দরে হইয়া সুমথিত
ক্ষীরাম্বুধি হতে যেন
কালকূট হ'ল সমুত্থিত।

যুধি। সাধু সুক্ষত্রিয় সাধু!

দ্রৌ। যুদ্ধ হ'ল কি হ'ল না?

পাঞ্চা। এই জলাশয় হতে উত্থান ক'রে, তোরণাকারে দুই হস্তে গদা উত্তোলন ক'রে দুর্য্যোধন এই কথা বল্লে:—"ওগো পবনপুত্র! তুমি কি মনে করছ, দুর্য্যোধন তোমার ভয়ে লুকিয়ে আছে? মূঢ়! পাণ্ডুপুত্রদের বধ করতে না পেরে লজ্জিত হয়ে প্রকাশ্যেই পাতালে বিশ্রাম ক'রতে আমি উদ্যত হয়েছিলেম। আর, বাসুদেব ও অর্জ্জুন দুই জনেই পূর্ব্বে বলেছিলেন, "ভীম-দুর্য্যোধনের যুদ্ধ জলের অভ্যন্তরে নিষিদ্ধ!" তার পর, কৌরব-রাজ ভূতলে গদা নিক্ষেপ ক'রে ব'সে পড়লেন। আর, যেখানে শত-গজ-বাজি নিহত, গৃধ্রকঙ্ক-জম্বু-ভক্ষিত শত শত মৃতদেহ নিপতিত, যেখানে আমাদের সৈন্যের সিংহনাদ-বিমিশ্র তূর্য্য-ধ্বনি সমুত্থিত, আর সমস্ত দুর্য্যোধনের সৈন্য বিনষ্ট—সেই বন্ধু-শূন্য, বান্ধব-শূন্য কুরুক্ষেত্র অবলোকন ক'রে দুর্য্যোধন উষ্ণ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করতে লাগলেন। তার পর, বৃকোদর তাঁকে বল্লেন:—"ওগো কৌরব-রাজ! বন্ধুজনের বধে র হয়ে আর কি হবে?—এখন দুঃখ করাও বৃথা আমরা পাণ্ডবেরা এসেছি। তবু দেখ, আমি এখন অসহায়। তা ছাড়া:—

এ পঞ্চ পাণ্ডব-মাঝে তুমি যাবে
সুযোধ বলিয়া ভাবো মনের মাঝারে
—শস্ত্র ধরি, বর্ম্মাবৃত হয়ে, তারি সনে
—যথা অভিরুচি তব—মাতো এবে রণে।

এই কথা শুনে কৌরব-রাজ ঈষৎ অশ্রুপাত ক'রে সজল-নেত্রে কুমারের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে এই কথা বল্লেন:—

হত কর্ণ দুঃশাসন —মোর কাছে তোমরা তো
সবাই সমান এবে—এ বেশ জানিও;
—হলেও অপ্রিয় মোর—যুদ্ধ-প্রিয় তুমি, তাই
তব সনে যুদ্ধ করা মোর অতি প্রিয়।

তার পর, ভীম দুর্য্যোধন দুজনেই গাত্রোত্থান ক'রে কোপে প্রজ্বলিত হয়ে, পরস্পরের প্রতি পরুষ তিরস্কার-বাক্য প্রয়োগ করতে লাগ্‌লেন; আর বিচিত্র-বিভ্রমে গদা বিঘূর্ণিত ক'রে মণ্ডলাকারে সমর-ক্ষেত্রে বিচরণ করতে লাগ্‌লেন। এই সময়ে, ভগবান চক্রপাণি মহারাজের নিকট আমাকে প্রেরণ করলেন। আর, মহারাজ! কৃষ্ণ আমাকে এই কথা বল্লেন:—"ভীমের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ না হওয়ায়, আর কৌরবরাজ নিরুদ্দেশ হওয়ায়, আমরা অত্যন্ত হতাশ হয়ে পড়েছিলেম। সম্প্রতি আবার ভীমসেনের সহিত দুর্য্যোধনের সাক্ষাৎ হয়েছে, এইবার তুমি জেনো, ভুবন নিষ্কণ্টক হবে। এখন তোমরা সৌভাগ্যোচিত মঙ্গল-অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। আর কোন সন্দেহ নাই।

সলিলে করহ পূর্ণ রতন-কলস-চয়
—হবে রাজ্য-অভিষেক তব,
বহুদিন হ'তে কৃষ্ণা বন্ধন করেনি কেশ
—হোক্ কেশ-বন্ধন-উৎসব।
কুঠার-প্রদীপ্তকর যেই রাম করিলেন
ক্ষত্র-দ্রুম-ক্ষয়,

আর, এই ভীম—ইঁরা ক্রোধান্ধ হইয়া রণে
হইলে উদয়
রিপু সাধন-পক্ষে পারে কি থাকিতে কভু
একটু সংশয় ?"

দ্রৌ। (সজললোচনে) দেব ত্রিভুবন-নাথ যা আজ্ঞা করছেন, তার কি কখন অন্যথা হ'তে পারে ?

পাঞ্চালক। এ কেবল আশীর্ব্বাদ নয়, মধুসূদনের এ আদেশ।

যুধি। ভগবানের আদেশে কি কারও সংশয় হ'তে পারে ? কে আছ এখানে ?

(কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চু। আজ্ঞে মহারাজ !

যুধি। ভগবান দেবকী-নন্দনের আদেশ শিরোধার্য্য ক'রে ভায়ার বিজয়-মঙ্গল উদ্দেশে যথা-বিহিত অনুষ্ঠান আরম্ভ করা হোক্।

কঞ্চু। (সোৎসাহে পরিক্রমণ করিয়া) ওগো পুরোহিতাদি কর্ম্মকর্ত্তাগণ ! আর অন্তঃপুরচারী প্রধান দৌবারিকগণ !—তোমরা শোনো,—যিনি দুঃসহ প্রতিজ্ঞা-ভার বহন করছেন, যিনি সুযোধন-অনুজ-বিকম্পন প্রচণ্ড পবন, যিনি দুঃশাসন-বিদলন নর-সিংহ, সেই প্রভঞ্জন-পুত্র মহাবলী ভীমের প্রতি স্নেহবশতঃ মহারাজ যুধিষ্ঠির মঙ্গলাচরণ করতে তোমাদের আদেশ করছেন। (আকাশে) কি বল্‌ছ ?—"চারি-দিকেই মঙ্গল-অনুষ্ঠানের বিপুল আয়োজন হচ্ছে দেখ্‌তে পাচ্ছ না কি ?"—এই কথা বল্‌ছ ?—আচ্ছা, বেশ বাছারা বেশ। অনাদিষ্ট হয়েও যারা প্রভুর হিতকার্য্য করে, তারাই যথার্থ স্বামি-ভক্ত।

যুধি। দেখ জয়ন্ধর !

কঞ্চু। আজ্ঞে মহারাজ !

যুধি। তুমি যাও, সুসংবাদ-দাতা পাঞ্চালককে পারিতোষিক দিয়ে পরিতুষ্ট কর।

কঞ্চু। যে আজ্ঞে মহারাজ !

[পাঞ্চালকের সহিত প্রস্থান।

দ্রৌ। মহারাজ ! কেন আবার নাথ সেই দুরাত্মাকে বল্লেন :—"আমাদের পাঁচজনের মধ্যে যার সঙ্গে ইচ্ছা হয় যুদ্ধ কর"—এই মাদ্রী-পুত্রদ্বয়ের মধ্যে যদি একজনের সহিত সে যুদ্ধ প্রার্থনা করে, তা হ'লে যে সমূহ বিপদ উপস্থিত হবে।

যুধি। এখন সুহৃদ্‌-বন্ধু, বীর অনুজ, কৃপ, কৃতবর্ম্মা, অশ্বত্থামা প্রভৃতি রাজন্যবর্গ সমস্তই নিহত। একাদশ অক্ষৌহিণীর মধ্যে যে বান্ধবহীন, যার কেবল শরীর মাত্র বিভব এখন অবশিষ্ট, যে কখন আত্মাভিমান ত্যাগ করে নি, সেই দুর্য্যোধন এখন মনে করছে—"শস্ত্র ত্যাগ করি কি তপোবনে যাই, কি পিতার মুখ দিয়ে সন্ধির প্রস্তাব করি।" এইরূপ যখন দুর্য্যোধনের অবস্থা, তখন সর্ব্ব-রিপু-জয়ের প্রতিজ্ঞাভার হতে যে অনায়াসে মুক্ত হওয়া যাবে, তাতে আর আশ্চর্য্য কি ? তা ছাড়া, সুযোধন আমাদের পাঁচজনের মধ্যে একজনেরও সঙ্গে যুদ্ধে পারবে না। আর আমার মনে হয়, বৃকোদরের সঙ্গেই সে গদা-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবে। অয়ি সুক্ষত্রিয়ে ! দেখ :—

সত্য, নাহি আর কেহ ক্রোধোদ্ধত-গদা সেই
ভীমের সমান ;
আবার, সে দুর্য্যোধনও সিদ্ধ-হস্ত রণে, যথা
দেব বলরাম।
যে ভীম, দুর্য্যোধন-নলিনীর হস্তী
—সেই মম অনুজের রণে হোক স্বস্তি !
আর দেখ কৃষ্ণা ওগো ! হেন লয় মনে
তারি সাথে যুদ্ধ হবে—নহে অন্য-সনে।

(নেপথ্যে)—ওগো ! আমি বড়ই তৃষিত হয়েছি, তোমরা কেউ আমাকে জল-ছায়া দিয়ে তৃপ্ত কর।

যুধি। (শুনিয়া) ওরে ! কে আছে এখানে ?

(কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চু। আজ্ঞে মহারাজ !

যুধি। জান দিকি ব্যাপারটা কি ?

কঞ্চু। যে আজ্ঞে মহারাজ ! (প্রস্থান করিয়া পুনঃ-প্রবেশ) মহারাজ ! একজন ক্ষুধিত অতিথি উপস্থিত।

যুধি। তাকে শীঘ্র নিয়ে এসো।

(মুনি-বেশ-ধারী চার্ব্বাক নামক রাক্ষসের প্রবেশ)

রাক্ষ। (স্বগত) আমি সুযোধনের মিত্র, পাণ্ডবদের বঞ্চনা করবার জন্য ভ্রমণ ক'রে বেড়াচ্ছি।

(প্রকাশ্যে) ওগো! আমি অত্যন্ত তৃষিত, জল-ছায়া দানে আমাকে কেউ তৃপ্ত কর।

(রাজার নিকট আগমন)

সকলে। (উত্থান)

যুধি। মুনিবর! অভিবাদন করি।

রাক্ষ। শিষ্টাচারের এ সময় নয়, জলদানে আমাকে তুষ্ট কর।

যুধি। মুনি! আসনে উপবেশন করুন।

রাক্ষ। (উপবেশন করিয়া) না না—তুমিও আসন গ্রহণ কর।

যুধি। ওরে! কে আছে এখানে?

(ভৃঙ্গার লইয়া কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চু। (নিকটে আসিয়া) মহারাজ! সুশীতল সুরভি জলে এই ভৃঙ্গার পূর্ণ—আর এই পান-পাত্র।

যুধি। মুনি! পিপাসা শান্তি করুন।

রাক্ষ। (পাদ প্রক্ষালন ও জল স্পর্শ করিয়া) ওগো, তুমি যথার্থ ক্ষত্রিয়ই বটে।

যুধি। ঠিক বলেছেন—আমি ক্ষত্রিয়ই বটে।

রাক্ষ। সংগ্রামে প্রতিদিনই তো তোমার আত্মীয়-বন্ধুজনের নাশ হচ্ছে, কাজেই জলাদি তোমার অদেয় নয়। ভাল, এই ছায়ায় ব'সে সরস্বতী-নদীর তরঙ্গ-স্পর্শী সুশীতল বায়ু সেবন ক'রে শ্রান্তি দূর করা যাক্।

দ্রৌ। বুদ্ধিমতিকে! মহর্ষিকে তাল-পাখায় বাতাস কর্।

রাক্ষ। ওগো! আমার প্রতি এ শিষ্টাচার অনুচিত।

যুধি। মুনি! সে কি কথা?—আপনি বড় শ্রান্ত হয়েছেন।

রাক্ষ। দেখ, আমি মুনিজন-সুলভ কৌতূহল-বশে সেই মহামান্য মহা ক্ষত্রিয়দের দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ দেখবার জন্য সমস্ত-পঞ্চক-প্রদেশময় পর্য্যটন ক'রে বেড়াচ্ছিলেম। আজ শরৎকালের প্রখর উত্তাপে অর্জ্জুন-সুযোধনের অসমাপ্ত গদা-যুদ্ধ অবলোকন ক'রে এইমাত্র আস্‌ছি!

কঞ্চু। মুনি! এ বৃদ্ধ ভীম-দুর্য্যোধনের যুদ্ধ কি না বল দিকি।

রাক্ষ। আঃ! আমি যেন কোন বৃত্তান্তই জানি নে, এরূপ ভাবে আমাকে জিজ্ঞাসা করছ কেন?

যুধি। মহর্ষে! বলুন, বলুন।

রাক্ষ। একটু বিশ্রাম ক'রে আপনাকে সমস্তই বল্‌ব, কিন্তু এই বৃদ্ধকে নয়।

যুধি। অর্জ্জুন-সুযোধনে কি হ'ল, বলুন।

রাক্ষ। পূর্ব্বেই তো বলেছি, অর্জ্জুন-সুযোধনের মধ্যে গদাযুদ্ধ আরম্ভ হ'ল।

যুধি। ভীম-সুযোধনের মধ্যে নয়?

রাক্ষ। সে তো পূর্ব্বেই হয়ে গেছে।

(যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদী মূর্চ্ছিত)

কঞ্চু। (জলসিঞ্চন) মহারাজ! দেবি! শান্ত হোন, শান্ত হোন!

(উভয়ের সংজ্ঞা-লাভ)

যুধি। আপনি কি বল্লেন মুনি?—ভীম-সুযোধনের মধ্যে যুদ্ধ হয়ে গেছে?

দ্রৌ। মহর্ষি! বলুন, সে যুদ্ধে কি হ'ল?

রাক্ষ। কঞ্চুকি! এঁরা দুজন কে?

কঞ্চু। ব্রাহ্মণ! ইনি মহারাজ যুধিষ্ঠির, আর ইনি পাঞ্চাল-রাজ-দুহিতা।

রাক্ষ। "আঃ! নৃশংস আমাকে নির্দ্দয়রূপে আক্রমণ করেছে" এই কথা—

দ্রৌ। হা নাথ! ভীম!

(মূর্চ্ছিত)

কঞ্চু। তিনি কি বল্লেন, কি বল্লেন?

দাসী। দেবি! শান্ত হোন্, শান্ত হোন্!

যুধি। (সাশ্রু-লোচনে)

মুনি! তব এই বাক্যে, সন্দিগ্ধ হইয়া কষ্ট
পায় যুধিষ্ঠির,
নিশ্চয় নিহত বৎস —জানিলেও হই সুখী
—হয় মন স্থির।

রাক্ষ। (সানন্দে স্বগত) আমার চেষ্টাই তো এই। (প্রকাশ্যে) যদি নিতান্তই বল্‌তে হয়, তবে সংক্ষেপে বল্‌ছি, শোনো বন্ধুজনের বিপদের কথা সবিস্তারে বলা উচিত নয়।

যুধি। (অশ্রু মুছিয়া)

সর্ব্বথা বল গো বিপ্র —সংক্ষেপে বিস্তারে হোক্—
তার বিবরণ,
কি ঘটিল অনুজের শুনিতে উৎসুক অতি
আমি যে এখন।

রাক্ষ। তবে বলি, শোনো :—

সেই দুর্য্যোধন-ভীমে আরম্ভ হইল যুদ্ধ,
গুরু-গদা হ'তে শব্দ উঠিল সঘনে—

দ্রৌ। (সহসা উঠিয়া) তার পর—তার পর ?

রাক্ষ। (স্বগত) এরা সংজ্ঞালাভ করেছে—আবার কি এদের সংজ্ঞা অপনীত করব ? (প্রকাশ্যে)

হেনকালে হলধর সত্বর আসিলা সেথা,
বহুক্ষণ হ'ল যুদ্ধ তাঁহার সামনে ;
তাঁর প্রিয় শিষ্য বলি করিলেন বলরাম
গোপনে সঙ্কেত দুর্য্যোধনে ;
সেই সে সঙ্কেত বুঝি দুঃশাসন-প্রতিশোধ
দুর্য্যোধন লইলেন রণে।

যুধি। হা ভাই বৃকোদর ! (মূর্চ্ছিত)

দ্রৌ। হা নাথ ভীমসেন ! আমার অপমানের প্রতিকারে তুমি জীবন বিসর্জ্জন করলে ? জটাসুর, বক, হিড়িম্ব, কির্ম্মীর, কীচক, জরাসন্ধ প্রভৃতির নিহন্তা যে তুমি—গঙ্গার সুবর্ণ-পদ্ম উপহার দিয়ে আমাকে যে কত তুষ্ট করতে—হা চাটুকার ! তুমি কোথায় ?—উত্তর দেও।

(মূর্চ্ছিত)

কঞ্চু। (সাশ্রু-লোচনে) হা কুমার ভীমসেন !—ধার্ত্তরাষ্ট্র-কুল-কমলিনী-প্রলয়-বর্ষা ! (ভয়ব্যাকুল হইয়া) মহারাজ ! আশ্বস্ত হোন্ ! আশ্বস্ত হোন্ ! বাছা ! দেবীকে তুমি সান্ত্বনা কর। মহর্ষে ! আপনিও মহারাজকে আশ্বস্ত করুন।

রাক্ষ। (স্বগত) হাঁ, আমি ওঁকে প্রাণত্যাগ করবার পরামর্শ দিয়ে এখনি আশ্বস্ত করছি। (প্রকাশ্যে) ওগো ভীমাগ্রজ ! একটুখানি ধৈর্য্য ধর—এখনও কথা শেষ হয় নি।

যুধি। (সংজ্ঞা লাভ করিয়া) মহর্ষে ! এখনও কি কিছু বল্‌তে বাকি আছে ?

রাক্ষ। তার পর, সেই সুক্ষত্রিয় নিহত হয়ে বীর-সুলভ সুগতি লাভ করলেন ; তাঁর তৃতীয় অনুজ ভ্রাতৃ-বধ-শোকে অজস্রধারে অশ্রু মোচন করতে লাগলেন ; আর, গাণ্ডীব ত্যাগ ক'রে নব-রক্তচ্ছটা-চর্চ্চিত সেই গদা ভ্রাতৃ-হস্ত হ'তে নিয়ে সন্ধীচ্ছু বাসুদেবের নিষেধ-বাক্য অগ্রাহ্য ক'রে, "এসো দেখি" "এসো দেখি" এইরূপ উপহাস-সহকারে বল্‌তে লাগলেন। আর সেই গদা ঘোরাতে ঘোরাতে অর্জ্জুন গম্ভীর বাক্যে কৌরব-রাজকে আহ্বান করায় কৌরব-রাজও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'লেন। হলধর বুঝলেন, তাঁর কৃতী শিষ্য দুর্য্যোধনেরই নিশ্চয় জয় হবে ; তাই, অর্জ্জুন-পক্ষপাতী দৈবকী-নন্দন এই অবস্থা দেখে, অর্জ্জুনকে অতিযত্নে রথে উঠিয়ে নিয়ে দ্বারকায় চ'লে গেলেন।

যুধি। সাধু ! অর্জ্জুন সাধু ! তুমি যে তৎক্ষণাৎ গাণ্ডীব পরিত্যাগ ক'রে বৃকোদরের স্থান অধিকার করেছিলে—সে বড় ভাল কাজ হয়েছিল। এখন আমি কি উপায়ে প্রাণত্যাগ করতে পারি, তারি চেষ্টা দেখি।

দ্রৌ। দেখ নাথ ! তুমি ভ্রাতৃবৎসল ! তোমার ভ্রাতা অর্জ্জুন গদাযুদ্ধে অশিক্ষিত, তাকে শত্রু-মুখে পতিত দেখে এ সময়ে তোমার উপেক্ষা করা উচিত নয়।

রাক্ষ। তার পর আমি—

যুধি। থাক্ মুনি ! এর পর শুনে কি হবে ? হা ভাই ভীমসেন ! জতুগৃহ-সমুদ্র-তরণ-পোত ! কির্ম্মীর-হিড়িম্ব-অসুর-জরাসন্ধ-বিজয়ী মল্ল ! কীচক-সুযোধন-অনুজ-কমলিনী-কুঞ্জর ! হা দ্যূত-পণানুরাগী ! আমার শরীরের খেদ-শঙ্কা-নাশন ! ভাই ! তুমি যে আমার একান্ত কথার বাধ্য ছিলে—হা কৌরব-বন-দাবানল !

দ্যূত-ব্যসনী যে আমি নির্‌লজ্জ অতি
—লক্ষ মত্ত হস্তি-সম তোমার শকতি—
তবুও দাসত্ব মোর করিলে স্বীকার
ভক্তি-ভরে সহি কত দুখ-কষ্ট-ভার।
আর বেশি কি অনিষ্ট করেছি গো আজি
যা-লাগি সহসা ভাই গেলে মোরে ত্যজি
অনাথ অবন্ধু করি ফেলিয়া হেথায়,
বঞ্চিত করিয়া তব স্নেহ-মমতায় ?

দ্রৌ। (উঠিয়া) মহারাজ ! সত্যই কি তাঁর এইরূপ ঘটেছে ?

যুধি। কৃষ্ণে ! সত্য নয় তো আর কি।

কীচকে বধিল যে গো, বক-হিড়িম্ব-কির্ম্মী
রক্ষোগণে করিল নিধন ;
মদান্ধ দ্বিরদ সেই জরাসন্ধ-দেহ যে গো
বজ্রসম করে বিদারণ ;

যার সেই ভুজ-যুগে
শোভে গদা পরিঘের মত,
তব প্রিয়, মমানুজ,
পার্থ-জ্যেষ্ঠ—সেই ভীম গত।

দ্রৌ। (আকাশে দৃষ্টিপাত করিয়া) নাথ! ভীমসেন! তুমিই আমার চুল বেঁধে দেবে বলেছিলে; দেখ, ক্ষত্রিয়-বীরের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা উচিত নয়। আচ্ছা, তুমি তবে আমার প্রতীক্ষা কর, আমি তোমার কাছে শীঘ্রই যাচ্ছি।

(পুনর্ব্বার মূর্চ্ছিত)

যুধি। (আকাশে দৃষ্টিপাত করিয়া) জননী পৃথা! তোমার পুত্রের কিরূপ ব্যবহার শুন্‌লে তো? আমাকে শোক-গ্রস্ত অনাথ ক'রে একাকী ফেলে সে কোথায় দেখ চ'লে গেল। ভাই! জরাসন্ধ-শত্রু! তোমার এই স্বল্পস্থায়ী জীবনের মধ্যে লোকে তোমার কি বিপরীত ভাবই দেখ্‌লে। লোকের কথা কি বল্‌ছি—আমিই কত দেখ্‌লেম।

সনৃপ নিখিল ধরা তোমার বিজিত
আমাকে করিয়া দান হইলে লজ্জিত।
দ্যুতে আপনারে পণ করিনু যখন,
কুপিত না হয়ে প্রীত হইলে তখন।
পাচক হইয়া সেই মৎস্য-রাজ-ঘরে
ছিলে যে তখন তুমি—সেও মোর তরে।
যে চিহ্ন সূচনা করে সহসা বিনাশ,
এই সব কার্য্যে দেখি তাহারি প্রকাশ।

মুনি! কৌরব ও ভীমের কথা তখন কি বল্‌ছিলে? (মুনির কথাগুলি আবৃত্তি)

রাক্ষ। হাঁ, তাই বটে।

যুধি। আমার ভাগ্যকে ধিক্! (আকাশে অবলোকন করিয়া) ভগবন্ বলরাম! কৃষ্ণাগ্রজ!

জ্ঞাতি-প্রেম, ক্ষাত্রধর্ম্ম এ দুয়ের কিছুই না
করিলে গণনা;
তবানুজ বাসুদেব, মমানুজ-চিরসখা
—তাও ভাবিলে না?
উভয়েই শিষ্য তব উচিত উভয়-প্রতি
তুল্য অনুরাগ;
হতভাগ্য আমা প্রতি সহসা বিমুখ হ'লে
—এ কি তব ভাব?

(দ্রৌপদীর নিকটে গিয়া) পাঞ্চালি! ওঠো ওঠো—দেখ আমাদের উভয়েরি সমান দুঃখ। তুমি মূর্চ্ছিত হয়ে আবার কেন আমাকে ব্যাকুল কর বল দিকি?

দ্রৌ। (সংজ্ঞা লাভ করিয়া) নাথ! ভীমসেন! দুঃশাসন আমার যে চুল খুলে দিয়েছে, দুর্য্যোধনের রক্ত হাতে মেখে তুমি তা আবার বেঁধে দেও। ওলো বুদ্ধিমতিকে! তোর সম্মুখেই তো নাথ ঐরূপ প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। আর, "এইবার চুল-বাঁধা আরম্ভ কর" এই কথা বাসুদেবও তো আজ্ঞা করেছিলেন। এখনি তবে ফুলের মালা আমার চুল বেঁধে দেও, পুরুষোত্তমের কথা রাখো: তিনি কখন অলীক কথা বলেন না। অথবা, শোক-সন্তপ্ত হয়ে আমি এ কি কথা বল্‌ছি? —না, সে কিছু নয়, আমি এখন সেই দূর-গত আর্য্যপুত্রের অনুগামী হই। মহারাজ! আমার চিতা জ্বালাও, তুমিও ক্ষাত্রধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হয়ে সেই জীবনহারা নাথের অভিমুখী হও।

যুধি। পাঞ্চালী ঠিক্ কথা বলেছেন। দেখ কঞ্চুকি! আমিও চিতার ভাগী হয়ে এই হতভাগিনীর দুঃখ উপশম করি। তুমি আমার ধনু সজ্জিত ক'রে নিয়ে এসো; কিন্তু না—এখন ধনুতেই বা কি হবে?

ধনু করি বিসর্জ্জন যাই আমি রণ-মাঝে
ভীম-অঙ্গ-রক্ত-মাখা
গদা হস্তে লয়ে,
ভ্রাতৃ-অনুরাগ-বশে অর্জ্জুন করিল যাহা
মোরো পক্ষে তাই শ্রেয়
—কি হবে বিজয়ে?

রাক্ষ। রাজন্! তোমার চিত্ত যদি রিপুজয়ে বিমুখ হয়ে থাকে, তবে সেখানে গিয়ে আর কি করবে? —যে-কোন স্থানে হোক্ প্রাণত্যাগ করলেই তো হয়।

কঞ্চু। (সরোষে) ধিক্! এ তো মুনি-সদৃশ কথা নয়, এ যে তোমার রাক্ষসের মত কথা।

রাক্ষ। (স্বগত) কি সর্ব্বনাশ! আমাকে জান্‌তে পেরেছে না কি? (প্রকাশ্যে) ওগো কঞ্চুকি! দেখ, অর্জ্জুন ও দুর্য্যোধন এখন গদা যুদ্ধে প্রবৃত্ত; আর, দুর্য্যোধনের ভুজ-বল গদাতেই। রাজর্ষি

এখন শোকার্ত্ত হয়েছেন, তাঁর আবার কোন অনিষ্ট পাছে শুন্‌তে হয়, সেই ভয়ে ঐ কথা বলেছিলেম।

যুধি। (অশ্রু মোচন করিয়া) সাধু মহির্ষি সাধু! তুমি বন্ধুর মতই বলেছ।

কঞ্চু। মহারাজ! আপনি যে দেব-তুল্য, আপনি এখন সামান্য লোকের মত ক্ষাত্র-ধর্ম্ম ত্যাগ করতে উদ্যত?

যুধি। দেখ জয়ন্ধর!

বাহু-দণ্ড যাহাদের
স্থূল দৃঢ় পরিঘ-সমান,
কুবের বরুণ ইন্দ্র
—ততোধিক যারা বীর্য্যবান্,
সেই ভীমার্জ্জুন-দ্বয়ে
দেখি এবে ধরাশায়ী রণে
কৃতার্থ হইল রিপু
—ইহা আমি দেখিব কেমনে?

পাঞ্চাল-রাজ-তনয়ে! আমার জন্যই তোমার এই শোচনীয় দশা ঘটল। যতক্ষণ না চিতাগ্নি প্রস্তুত হচ্ছে, ততক্ষণ এসো আমরা আত্মীয়, বন্ধুদের নিকট গিয়ে বিদায় নি।

দ্রৌ। দেখ কঞ্চুকি! তুমি কাষ্ঠ সঞ্চিত ক'রে রাখো। কি আশ্চর্য্য, মহারাজের কথা যে কেউই শুন্‌ছে না। হা নাথ! তুমি না থাকায় মহারাজ এখন পরিজনদের নিকটেও অপমানিত হচ্ছেন।

রাক্ষ। এই সহমরণ ভরত-বধূদেরই উপযুক্ত।

যুধি। মহর্ষি! আমাদের কথা তো কেহই শুন্‌ছে না। আপনি ইন্ধন দিয়ে আমাদের অনুগৃহীত করুন।

রাক্ষ। এ মুনিজনের বিরুদ্ধ কর্ম্ম। (স্বগত) আমার অভিপ্রায় সিদ্ধ হয়েছে। এখন অলক্ষিত হয়ে আমি নিকটেই কাঠ জ্বালিয়ে দি। (প্রকাশ্যে) রাজন্! আমি এখানে আর থাক্‌তে পারছিনে।

[প্রস্থান।

যুধি। দেখ কৃষ্ণা! কেহই আমাদের কথা শুন্‌ছে না। এসো আমরা নিজেই কাষ্ঠ সঞ্চয় ক'রে চিতা জ্বালাই।

দ্রৌ। মহারাজ! এখনি—এখনি।

(নেপথ্যে কোলাহল)

দ্রৌ। (সভয়ে শুনিয়া) মহারাজ! কার যেন তেজোবল-দর্পিত নির্ঘোষ শোনা যাচ্ছে; আরও কোন অপ্রিয় সংবাদ বোধ হয় শুন্‌তে হবে, তাই এত বিলম্ব হচ্ছে।

যুধি। আর বিলম্ব নয়, ওঠো। (সকলের পরিক্রমণ) দেখ পাঞ্চালি! পরিজনদের বারণ ক'রে দেও, তারা যেন মাতাকে ও সপত্নীদের এ কথা কিছু না বলে।

দ্রৌ। মহারাজ! মাতাকে এইরূপ শুধু ব'লে পাঠাব, সেই বক-হিড়িম্ব-কির্ম্মীর-জরাসন্ধ-জয়ী মহাবীরও আমার জন্য হতাশ হয়ে পরলোকগত হয়েছেন।

যুধি। ভদ্রে বুদ্ধিমতিকে! আমাদের নাম ক'রে মাকে তুমি এই কথা ব'লে এসো:—

জননি!
সেই জতুগৃহদাহে তোমারে যে উদ্ধারিল
ভুজবলে—পুত্রদের সনে
—সেই বলী প্রিয় পুত্র—তার অমঙ্গল কথা
তোমা কাছে বলিব কেমনে?

আর, দেখ জয়ন্ধর! তুমি সহদেবেরও কাছে গিয়ে এই কথা বলবে:—তুমি পাণ্ডুকুলের বৃহস্পতি, তোমার বৈমাত্রেয় ভাই, সকল-কুরুকুল-কমলাকরের যে বাড়বানল—সেই যুধিষ্ঠির এখন পরলোকে প্রস্থান করতে উদ্যত। তুমি আমার অজ্ঞাবহ প্রিয় অনুজ; তুমি কি বিপদে কি সম্পদে সর্ব্বদাই অমুগ্ধ-চিত্ত ধৈর্য্য-শালী ও আমার আশ্বাস-স্থল; তোমাকে আলিঙ্গন ক'রে তোমার শির আঘ্রাণ ক'রে আমি এই প্রার্থনা করছি:—

বয়সে অধিক আমি,
জ্ঞানে তুমি আমার সমান,
সহজ দয়ায় জ্যেষ্ঠ,
বুদ্ধিতে তুমি-ই গরীয়ান্।
কৃতাঞ্জলি হয়ে এবে
যাচি এই তব সন্নিধান:—
মোর মায়া ত্যাগ করি
পিতৃদেবে কোরো বারি দান।

তা ছাড়া, বাল্যে যাকে আমি লালন-পালন করেছি, যার হৃদয় প্রস্তর-তুল্য সারবান, সেই নিত্য-অভিমানী নকুলও যেন আমার আজ্ঞামত এইখানেই থাকে। আর ভাই, তুমিও যেন আমার পদানুসরণ না কর।

বিমল-বিবেক-বশে আমারে ও ভীমার্জ্জুনে
ক'রি বিস্মরণ
—আমরা হইলে গত— অশ্রু-মিশ্র জল-বিন্দু
করিবে অর্পণ;
—যেথায় থাক না কেন, জ্ঞাতি-গৃহে, কান্তারে বা
যাদব-ভবনে—
—করি গো মিনতি এই—আপন শরীর-রক্ষা
করিবে যতনে।

দেখ, জয়ন্ধর! আমাদের গা ছুঁয়ে শপথ কর, নকুল-সহদেবকে এই কথা গিয়ে বলুবে:—আমাদের মৃত্যুর পর তারা যেন আমাদের পদানুসরণ না করে।

দ্রৌ। ওলো বুদ্ধিমতিকে! আমার নাম ক'রে প্রিয়সখী সুভদ্রাকে বলিস্, বাছা উত্তরার গর্ভের চতুর্থ মাস উপস্থিত হলে, সেই গর্ভস্থ বংশধরকে যেন সে সাবধানে রক্ষা করে। পরলোকগত শ্বশুরকুলের ও আমাদের তা হলে জলবিন্দু পাবার সম্ভাবনা থাকে।

যুধি। (সাশ্রু-লোচনে) ওঃ! কি কষ্ট!

শাখা-প্রশাখায় যার আচ্ছাদিত ভূমণ্ডল
—দিক্ বিভূষিত,
স্কন্ধ যার স্থূল-কায়, আলবালে মহামূল
যাহার বেষ্টিত
—সেই সে মহান তরু দৈব-বশে হয়ে দগ্ধ
সুসূক্ষ্ম অঙ্কুর তাহে হইলে উদ্গম
—ছায়ার্থী আমরা যে গো— তাহাতেই আমাদের
আশা-সূত্র কোনমতে করি গো বন্ধন।

(কঞ্চুকীকে দেখিয়া) জয়ন্ধর! আমাদের গা ছুঁয়ে শপথ করলে, তবুও যাচ্ছ না?

কঞ্চু। (কাঁদিয়া) হা মহারাজ পাণ্ডু! অজাতশত্রু, ভীমার্জ্জুন, নকুল-সহদেব—তোমার এই পুত্রদের এ কি দারুণ পরিণাম! হা দেবি কুন্তি! ভোজরাজ-ভবন-পতাকা!

তব ভ্রাতুষ্পুত্র কৃষ্ণ,— তাঁরি জ্যে[illegible], অর্জ্জুনে[illegible]
শ্যালক—আচার্য্য বলরাম
মত্ত বা উন্মত্ত হয়ে, কুরু-[illegible]-বন-দগ্ধ
ভীমের গো নাশিল পরাণ।
সেই সঙ্গে একেবারে দগ্ধ হ'ল তব সেই
তনয়-কানন
—যাহারা করিত সবে ধরণীরে সুশীতল
ছায়া বিতরণ।

[কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান।

যুধি। জয়ন্ধর! জয়ন্ধর!

(কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চু। আজ্ঞে মহারাজ!

যুধি। আর একটা কথা বলি শোনো। যদি সৌভাগ্যক্রমে তোমাদের কখন আবার জয় হয়, তা হলে আমার নাম ক'রে অর্জ্জুনকে বলুবে:—

হলধর হেতু বটে আমার স্নেহের সে
অনুজ-নিধনে,
তবু সেই কৃষ্ণাগ্রজ স্বাভাবিক সখা তব
জানিও গো মনে।
তাই বলি, শোনো ভাই,
না করিও তাঁর পরে রাগ;
যাও বনে, নিরদয়
ক্ষাত্র-ধর্ম্ম করি পরিত্যাগ।

কঞ্চু। যে আজ্ঞে মহারাজ।

[প্রস্থান।

যুধি। (অগ্নি প্রজ্বলিত দেখিয়া সহর্ষে) ঐ দেখ, শিখারূপ হস্ত উত্তোলন ক'রে অগ্নিদেব আমার মত দুঃখী জনকে আহ্বান করছেন—এইবার তবে ভগবান হুতাশনকে ইন্ধনস্বরূপ আপনাকে অর্পণ করি।

দ্রৌ। ক্ষান্ত হও মহারাজ, তোমার ন্যায় আমারো সমান অকৃত্রিম প্রণয়, আমিই আগে যাব।

যুধি। এসো, একসঙ্গেই এই সৌভাগ্য ভোগ করা যাক।

দাসী। হা ভগবান লোকপালগণ! এই চন্দ্রবংশীয় রাজর্ষিকে রক্ষা কর, রক্ষা কর। যিনি রাজসূয় যজ্ঞে ও খাণ্ডব-বনে অগ্নিদেবের তৃপ্তিসাধন করেছেন, যিনি অর্জ্জুনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, ইনি সেই

সুগৃহীত-নামা মহারাজ যুধিষ্ঠির। আর ইনি পাঞ্চাল রাজকুল-দেবতা, যজ্ঞবেদিসম্ভবা দেবী যাজ্ঞসেনী। এঁরা দুজনেই, নির্দয় কালাগ্নিমধ্যে আমাদের ইন্ধনরূপে নিক্ষেপ করছেন। রক্ষা কর, রক্ষা কর। (তাঁহাদের উভয়ের সম্মুখে পতিত হইয়া) মহারাজ! দেবি! আপনারা করছেন কি?

যুধি। দেখ বুদ্ধিমতিকে! দ্রৌপদী নাথ-হারা হয়ে, আর আমি প্রিয় অনুজ-হারা হয়ে, আমরা যা করতে পারি তাই করছি। ওঠো, জল নিয়ে এসো।

দাসী। যে আজ্ঞে মহারাজ। (প্রস্থান করিয়া পুনঃপ্রবেশ) জয় মহারাজের জয়!

যুধি। পাঞ্চালি! তুমি তবে এখন তোমার অনুরক্ত বৃকোদরের ও প্রিয় অর্জ্জুনের উদক-ক্রিয়ার অনুষ্ঠান কর।

দ্রৌ। মহারাজ, তুমি কর—আমি ততক্ষণ অগ্নি-মধ্যে প্রবেশ করি।

যুধি। দেখ, লোকাচার অনতিক্রমণীয়; আচ্ছা বাছা, জল নিয়ে এসো।

দাসী। (তথাকরণ)

যুধি। (পদ প্রক্ষালন ও আচমন করিয়া) এই জল গাঙ্গেয় গুরুদেব শান্তনু-নন্দন প্রপিতামহ ভীষ্মকে —এই জল পিতামহ চিত্রবীর্য্যকে। (সাশ্রুলোচনে) তাত! এইবার তোমার পালা। এই জল স্বর্গস্থ গুরুদেব পিতা সুগৃহীতনামা মহারাজ পাণ্ডুকে।

আজ হতে আর নাহি
পাবে জল আমার এ হাতে;
তোমারে ও জননীরে
দেই জল, পিয়ো একসাথে।
রক্ত-নীল-লোচন ভীম ওগো! এই জল
তব তরে দত্ত,
তোমার আমার তরে থাকুক গো ইহা এবে
হয়ে অবিভক্ত।
পিপাসিত হইলেও ক্ষণকাল তরে তুমি
থাকো ধৈর্য্য ধরি;
তব সনে এক-সাথে পি'তে জল আসিতেছি
আমি ত্বরা করি।

* অথবা, তুমি ভাই সুক্ষত্রিয়দের গতি লাভ করেছ, আমি মৃত হলেও বোধ হয় তোমাকে আর দেখ্‌তে পাব না। ভাই ভীমসেন!

মোর পান হ'লে শেষ তবে করিয়াছ পান
তুমি মাতৃ-স্তন,
আমার উচ্ছিষ্ট দুধে তুমি করিয়াছ পরে
জীবন ধারণ।
সোম-যজ্ঞেতেও দেখ আমা-তোমা-মাঝে ছিল
এমনি বিধান:
বল দেখি কেন তবে মোর অগ্রে পিণ্ড-জল
করিতেছ পান?

কৃষ্ণা! ভীমকে এইবার তুমি জলাঞ্জলি দেও।

দ্রৌ। ওলো বুদ্ধিমতিকে! আমাকে জল দে।

দাসী। (তথাকরণ)

দ্রৌ। (নিকটে গিয়া, এক অঞ্জলি জল লইয়া) কাকে জল দেব?

তারে দেও জল ওগো! স্বর্গলাভ হইয়াছে
সহসা যাহার,
যার তরে কাঁদি কাঁদি গান্ধারীর তুল্য দশা
হয়েছে মাতার।

দেখ নাথ! পরিজনেরা যে জল এনেছে, এই জল স্বর্গে তোমার পাদোদক হবে।

যুধি। অর্জ্জুনাগ্রজ!

মমানুজ ভীম ওগো! প্রতিজ্ঞা না করি পূর্ণ
গেছ তুমি চলি';
মুক্তকেশ হইয়াই দিলেন তোমার প্রিয়া
এই জলাঞ্জলি।

দ্রৌ। ওঠো মহারাজ! দেখ, তোমার ভ্রাতা দূরে চ'লে যাচ্ছেন।

যুধি। (দক্ষিণ চক্ষু স্পন্দন) পাঞ্চালি! স্বর্গে গিয়ে বৃকোদরকে আলিঙ্গন করতে পারবে, তারই এই নিমিত্ত-সূচনা হচ্ছে। আচ্ছা, এইবার তবে অগ্নি-মধ্যে শীঘ্র প্রবেশ করা যাক্।

দ্রৌ। আ! এইবার আগুন জলচে।

(নেপথ্যে কোলাহল)

(ত্রস্তব্যস্ত হইয়া কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চু। মহারাজ! রক্ষা করুন, রক্ষা করুন! রক্তাক্ত-বসনে, যম-দণ্ডের ন্যায় রক্ত-লিপ্ত

গদা-বজ্র উত্তোলন ক'রে, সাক্ষাৎ যমের মত সেই কৌরবাধম, পাঞ্চাল-রাজ-তনয়াকে ইতস্ততঃ অন্বেষণ করতে করতে এই দিকেই আসছে।

যুধি। হা!—দৈবই দেখ্‌ছি সন্ধান ব'লে দিয়েছেন। হা গাণ্ডীবধারী অর্জ্জুন! (মূর্চ্ছিত-প্রায়)

দ্রৌ। হা আর্য্যপুত্র! ধনঞ্জয়, তোমাকেই যে আমি স্বয়ম্বরে বরণ করেছিলেম—কোথায় তুমি? তুমি এই সময়ে এসে তোমার প্রিয় ভ্রাতা মহারাজকে—এই দাসীকে কেন দেখা দিচ্ছ না? (মূর্চ্ছিতা)

যুধি। হা! অদ্বিতীয় বীর! তুমিই নিবাত-কবচকে নিহত ক'রে দেবলোককে নিষ্কণ্টক করেছিলে; তুমিই তো বদরী আশ্রমের দুই মুনি নর-নারায়ণের মধ্যে দ্বিতীয় মুনি। তোমারই তো অস্ত্রশিক্ষার প্রভাব দেখে ভীষ্মদেব তুষ্ট হয়েছিলেন। হা! তুমিই রাধেয়-কুল-কমলিনীর প্রলয়-বর্ষা! তুমিই দুর্য্যোধনকে চিত্ররথের হস্ত হতে মুক্ত করেছিলে।—হা পাণ্ডব-কুল-কমলিনীর রাজহংস!

স্নেহময়ী জননীর
না করিয়া চরণ বন্দন
আমারেও না বলিয়া
—না করিয়া গাঢ় আলিঙ্গন,
স্বয়ম্বর-বধূ তব—
তাহারেও না কিছু জিজ্ঞাসি
কোথা গেলে ভাই তুমি
হইয়া গো সুদীর্ঘ প্রবাসী?

(মূর্চ্ছিত)

কঞ্চু। ওঃ, কি কষ্ট! এই দুরাত্মা সুযোধন এই দিকেই যে আসছে—এখানে এসে দেখ্‌ছি ও যা ইচ্ছা তাই করবে। এই সময়ে কালোচিত প্রতিকার করা আবশ্যক। বাছা বুদ্ধিমতি! পাঞ্চাল-রাজতনয়াকে শীঘ্র এই চিতার নিকটে নিয়ে এসো। (দাসীর প্রতি) বাছা! তুমিও দেবীর ভ্রাতা ধৃষ্টদ্যুম্নকে কিম্বা নকুল-সহদেবকে বল;—এখন ভীমার্জ্জুন অস্তগত, এই অসহায় অবস্থায় মহারাজের আর পরিত্রাণ কোথায়?

(নেপথ্যে কোলাহল)

ওগো সমস্ত-পঙ্কক-নিবাসিগণ! দেখ, রক্তাস্বাদন-মত্ত রক্ষ-যক্ষ পিশাচ-ভূত—আর কঙ্ক গৃধ্র জম্বুক উলূক বায়স প্রভৃতিরাই এ অবশিষ্ট—যোদ্ধাদের আর কোথাও দেখা যায় না। আমাকে দেখে তবে আর ভয় করছ কেন? যাজ্ঞসেনী এখন কোথায় বল দিকি?—আর কি তাঁর লক্ষণ বর্ণনা করব? আচ্ছা শোনো:

তাড়ন করিয়া উরু দুঃশাসন লীলাচ্ছলে
বস্ত্র যার করে উন্মোচন,
আর যার মস্তকের কবরী খুলিয়া দেয়
কেশগুচ্ছ করি আকর্ষণ,
—সেই সে দ্রৌপদী দেবী— বল দেখি মোরে, তিনি
কোন্ স্থানে আছেন এখন?

কঞ্চু। হা দেবি যজ্ঞ-বেদি-সম্ভবে! তুমি এখন অনাথা, তাই তোমাকে সেই কুরু-কলঙ্ক দুর্য্যোধন অপমান করতে আসছে।

যুধি। (সহসা উঠিয়া) পাঞ্চালি! ভয় নাই, ভয় নাই। কে আছে এখানে? আমার অব্যর্থ বাণ শীঘ্র নিয়ে আয়। দুরাত্মা দুর্য্যোধন! আয়, এই বাণ-বর্ষণে তোর গদা-কৌশল-সম্ভূত ভুজদর্প চূর্ণ করি। আর দেখ্, কুরুকুলাঙ্গার!

জরাসন্ধ-শত্রু সেই প্রিয় অনুজেরে মোর
দেখিয়া নিহত
—আর সেই ভাই যে গো হর-কিরাতের সনে
হন যুদ্ধে রত—
তাদের নিধনে আমি না পারি করিতে আর
পরাণ ধারণ;
কিন্তু ক্রূর-চেতা ওরে! তোর প্রাণ সংহারিতে
আমি কি অক্ষম?

(রক্তাক্ত-কলেবর গদাপাণি ভীমসেনের প্রবেশ)

ভীম। (উদ্ধতভাবে পরিক্রমণ) ওগো! সমস্ত পঙ্কক-সঞ্চারী সৈনিকেরা! আমাকে দেখে তোমাদের এত ভয় কেন?

রক্ষ নই, ভূত নই, গভীর প্রতিজ্ঞা-সিন্ধু
উত্তীর্ণ হয়েছে যেই,
—আমি সেই ক্ষত্রিয় কুপিত,
রণানল-দগ্ধ-শেষ হে রাজন্য বীরগণ!
হস্ত-করি-অশ্ব-পার্শ্বে,
লুকাইছ কেন হয়ে ভীত?
তোমরা বল, পাঞ্চালী কোথায়?

কঞ্চু। দেবি! পাণ্ডু-পুত্র-বধূ! ওঠো ওঠো, এখনি চিতা-প্রবেশ করা শ্রেয়ঃ।

দ্রৌ। (সহসা উঠিয়া) কি? এখনও আমি চিতায় আছে যাই নি?

যুধি। কে আছে এখানে? তূণীর-সমেত আমার ধনু নিয়ে আয়। কি?—কোনও পরিজনই এখানে নেই? আচ্ছা, তবে বাহু-যুদ্ধেই দুরাত্মাকে গাঢ় আলিঙ্গন ক'রে, তার পর অগ্নি-মধ্যে প্রবেশ করি। (কটি বন্ধন)

কঞ্চু। দেখ দেবি! দুঃশাসন-আকৃষ্ট নেত্র-রোধী এই কেশ-পাশ এইবার বন্ধন কর। আর প্রতীকারের আশা নাই। শীঘ্র চিতার নিকটে এসো।

যুধি। না না, সেই দুরাত্মা দুর্য্যোধন নিহত না হ'লে কেশ বন্ধন করা উচিত নয়।

ভীম। দেখ পাঞ্চালি! দুঃশাসন যে চুল খুলে দিয়েছে,—আমি বেঁচে থাক্‌তে—সে চুল নিজের হাতে কখনই তুমি বাঁধতে পারবে না।

(দ্রৌপদী ভয়ে পলায়নোদ্যত)

ভীম। ভীরু! দাঁড়াও দাড়াও—এখন কোথায় যাচ্ছ? (কেশ ধরিতে উদ্যত)

যুধি। (সবেগে আসিয়া ভীমকে আলিঙ্গন) দুরাত্মা! ভীমার্জ্জুন-শত্রু! হতভাগা দুর্য্যোধন!

আশৈশব প্রতিদিন
অপরাধ করি পদে পদে,
দুটি রাজপুত্রে তুই
বধিলি রে মত্ত ভুজ-মদে।
এবার পেয়েছি তোরে
মোর এই ভুজ-অভ্যন্তরে,
না পাবি যাইতে তুই
প্রাণ লয়ে এক-পা অন্তরে।

ভীম। এ কি! সুযোধন মনে ক'রে দাদা আমাকে এরূপ নির্দ্দয়ভাবে আলিঙ্গন করছেন কেন? দাদা! ক্ষান্ত হোন্, ক্ষান্ত হোন্।

কঞ্চু।—(দেখিয়া সহর্ষে) কি?—কুমার ভীমসেন? —মহারাজ! কি সৌভাগ্য! কুমার ভীমসেনই বটে। পরিধান-বস্ত্র দুর্য্যোধনের রক্তে রক্তময়, তাই চিন্‌তে পারা যাচ্ছিল না—এখন আর কোন সন্দেহ নাই।

দাসী।—(দ্রৌপদীকে আলিঙ্গন করিয়া) প্রতিজ্ঞা পূর্ণ ক'রে চুল বেঁধে দেবার জন্য কুমার ভীমসেন তোমায় খুঁজছেন।

দ্রৌ।—ওলো! আমাকে অলীক কথা ব'লে কেন আশ্বাস দিচ্ছিস বল্ দিকি?

যুধি।—জয়ন্ধর! সত্যই কি ভীম?—না আমার শত্রু সেই হতভাগা সুযোধন?

ভীম।—মহারাজ অজাতশত্রু! এখন আর সেই সুযোধন কোথায়?—সেই পাণ্ডবকুল-অপমান-কারী দুরাত্মার শরীর আমি :—

ভূমিতে করেছি ক্ষিপ্ত, লিপ্ত এবে ভীম-গাত্র
দেখ এই রক্তের চন্দনে,
সসাগরা ধরা-সহ রাজলক্ষ্মী প্রতিষ্ঠিত
তোমাতেই নৃপতি এক্ষণে।
রণ-দাবানলে দগ্ধ সমস্ত কৌরব-কুল
—ভৃত্য মিত্র বীর নাহি লেশ,
যে নাম করিলে এবে, —ধার্ত্তরাষ্ট্র-মাঝে, সেই
নাম মাত্র আছে অবশেষ।

যুধি।—(ভীমকে অবলোকন করিয়া অশ্রু-মার্জ্জন)

ভীম।—(পদতলে পতিত হইয়া) জয় হোক দাদার!

যুধি।—ভাই! অশ্রু-জলে আমার চক্ষু আচ্ছন্ন, তাই তোমার মুখ-চন্দ্র আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি নে। বল, তুমি ও অর্জ্জুন তোমরা প্রাণে-প্রাণে বেঁচে আছ তো?

ভীম।—আপনার শত্রু-পক্ষ সমস্ত নিহত—ভীমার্জ্জুনও বেঁচে আছে।

যুধি।—(সস্নেহে পুনর্ব্বার গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া)

রিপু-বধ-কথা থাক্
তাহে কিবা প্রয়োজন আর?
তুমি সেই বক-রিপু
ভীম কি না—বল শতবার।

ভীম।—হাঁ দাদা—আমিই সেই ভীম।

যুধি।—

জরাসন্ধ-উরু-সরে
—তাঁর সেই রুধিরাক্ত জলে
তুমিই মকর-সম
করিয়াছ কেলি কুতূহলে?

ভীম।—হাঁ, আমিই সেই ভীম। দাদা! ক্ষণেকের জন্য আমাকে এখন ছেড়ে দিন।

যুধি। কেন, আর কি কিছু বাকি আছে ভাই?

ভীম। প্রধান কর্ম্মই বাকি! এই দুর্য্যোধনের রক্ত শুকুতে না শুকুতেই দ্রৌপদীর বেণী বন্ধন ক'রে দিতে হবে।

যুধি। শীঘ্র যাও ভাই, অভাগিনী দ্রৌপদীর আজ বেণী-সংহার উৎসব সম্ভোগ হোক্।

ভীম। ওগো পাঞ্চাল-রাজতনয়ে! সুসংবাদ বলি শোনো, আমি এইমাত্র শত্রুকুল ধ্বংস ক'রে এলেম।

দ্রৌ। জয় হোক্ নাথ জয় হোক্! (ভয়ে দূরে গমন)

ভীম। আমাকে দেখে ভয় পাচ্ছ কেন? দেখ:— বুদ্ধিমতিকে! পাণ্ডব-পত্নীকে যে উপহাস করেছিল, সেই ভানুমতী এখন কোথায়? ওগো যজ্ঞবেদি-সম্ভবে যাজ্ঞসেনি!

দ্রৌ।—আজ্ঞা কর নাথ।

ভীম।—

নৃপতি-সভার মাঝে
নর-পশু যেই দুঃশাসন
তব কেশ-গুচ্ছ ধরি
সবলে করিল আকর্ষণ,
পীত-শেষ রক্তে তার
সিক্ত মোর এই কর-দ্বয়
কর স্পর্শ; দেখ প্রিয়ে!
আর এই রক্ত সমুদয়
—গদাঘাতে বিচূর্ণিত কুরু-রাজ উরু হতে
যাহা বিনিঃসৃত—
অঙ্গে অঙ্গে লিপ্ত হয়ে অপমানানল তব
হোক্ নির্ব্বাপিত।

বুদ্ধিমতিকে! এখন সে ভানুমতী কোথায়? পাণ্ডব-পত্নীকে সে তখন উপহাস করেছিল না? দেখ, যজ্ঞবেদি-সম্ভবে! যাজ্ঞসেনি!

দ্রৌ। আজ্ঞা কর নাথ!

ভীম। প্রিয়ে! মনে আছে যা আমি তোমার কাছে প্রথমে ব'লে গিয়েছিলেম? ("চলন্ত ভুজ-ঘূর্ণিত গদার আঘাতে" ইত্যাদি পুনরাবৃত্তি)

দ্রৌ। মনে আছে বৈ কি। আর শুধু মনে থাকা নয়—এখন আবার তা প্রত্যক্ষ দেখছি।

ভীম। দেখ, দুঃশাসন যে বেণী খুলে দিয়েছিল, যে বেণী ধার্ত্তরাষ্ট্রকুলের কালরাত্রিস্বরূপ,, সেই বেণী—এস প্রিয়ে—এইবার বেঁধে দিঁ।

দ্রৌ। অনেক দিন চুল বাঁধি নি—এ কাজ একেবারে ভুলেই গিয়েছিলেম, তোমার প্রসাদে আবার আমার সে শিক্ষা হবে।

ভীম। (বেণীবন্ধন)

(নেপথ্যে)

মহাসমরাগ্নির দগ্ধ-শেষ রাজন্যকুলের স্বস্তি হোক্!

যার কেশ উন্মোচনে, পাণ্ডু-পুত্র নৃপতির।
ক্রোধান্ধ হইয়া অতি প্রবেশি সমরে
দিশি দিশি রাজাদের অন্তঃপুর-নারীগণে
মুক্ত-কেশ করিল গো চিরকালতরে;
সেই কৃষ্ণা-কেশ-পাশ কুরু-ধূম-কেতু-প্রায়
—এবে তার হইল বন্ধন,
প্রজার নিধন এবে হউক বিরাম, আর
কল্যাণ লভুক নৃপগণ।

যুধি। দেবি, দেখ, এই নভস্তল-বিহারী সিদ্ধ-পুরুষেরা তোমার বেণীসংহার হ'ল ব'লে আনন্দ প্রকাশ করছেন।

(বাসুদেব ও অর্জ্জুনের প্রবেশ)

বাসু। (নিকটে আসিয়া) যাঁর সমস্ত অরাতি-মণ্ডল নিহত, সেই অনুজ-পরিবেষ্টিত পাণ্ডব-কুল-চন্দ্রমা মহারাজ যুধিষ্ঠিরের জয়!

অর্জ্জুন। ভগবানের জয়!

যুধি। (দেখিয়া) এ কি! ভগবান বাসুদেব যে! আর, এই যে অর্জ্জুন! ভগবন্! অভিবাদন করি। (অর্জ্জুনের প্রতি) এসো ভাই এসো, আমাকে আলিঙ্গন কর।

অর্জ্জুন। (প্রণাম করণ)

যুধি। (বাসুদেবের প্রতি) দেব! ভগবান পুণ্ডরীক স্বয়ং যাকে শুভ উপদেশ প্রদান করেছেন, তার জয় ভিন্ন আর কি হতে পারে?

গুরুত্ব-গুণ-অন্বিত প্রকৃতি-বিকার-জা
মূরতি তোমার,
সৃষ্ট জীবদের তুমি সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-হেতু
—ত্রিগুণ-আধার।
অচিন্ত্য অজর অজ— তব ধ্যানে যদি হয়
বিশ্ব-দুঃখ ক্ষয়,
প্রত্যক্ষ দর্শনে তব না জানি গো ভগবান
আরো কিবা হয়।

(অর্জ্জুনকে আলিঙ্গন করিয়া) ভাই ! আমাকে আলিঙ্গন কর।

ষ্ণ। দেখ, ব্যাস-বাল্মীকি, জামদগ্ন্য, জাবালি প্রভৃতি এই সব মহর্ষিগণ তোমার মঙ্গল অভিষেকের আয়োজন করছেন ; নকুল সহদেব সাত্যকি প্রভৃতি সেনাপতিগণ ও যাদব মৎস্য মাগধকুলোদ্ভব রাজকুমারেরাও সেই নিমিত্ত তীর্থ-বারি-পূর্ণ কলস-সকল স্কন্ধে ধারণ ক'রে আছেন ; আর চার্ব্বাক তোমাকে প্রতারণা করেছে জান্‌তে পেরে আমিও অর্জ্জুনকে সঙ্গে ক'রে সত্বর এখানে এসেছি।

ধি। কি ? চার্ব্বাক আমাদের প্রতারণা করেছে ? (সরোষে) কোথায় সেই ধার্ত্তরাষ্ট্র-সখা রাক্ষসাধম যে আমাদের এরূপ বিষম চিত্ত-বিভ্রম ঘটিয়েছিল ?

ষ্ণ। সেই দুরাত্মাকে ধৃত করা হয়েছে। এখন মহারাজ ! বল, এ অপেক্ষা প্রিয়তর আকাঙ্ক্ষা তোমার আর কি আছে যা আমি পূর্ণ করতে পারি ?

ধি। ভগবান, তুমি যার প্রতি প্রসন্ন, তার তুমি কি না ক'রে থাকো ? তবে কি না আমি সাধারণ পুরুষার্থ লাভ করতে পারলেই সন্তুষ্ট—তার অধিক প্রার্থনা করতে আমি অক্ষম। দেখুন, ভগবন্ !

হইয়া ক্রোধান্ধ মোরা করি রিপু-কুল ক্ষয়
অক্ষত আছি পঞ্চজন,
আমার দুর্নীতি-হেতু যেই অপমানার্ণবে
হয়েছিল পাঞ্চালী পতন
—তা হতে উত্তীর্ণ এবে ; আর তুমি নরোত্তম !
সুপ্রসন্ন মনে
সাদরে কহিছ কথা —পুণ্যবান মনে করি—
এ অধম সনে
—এর চেয়ে প্রিয়তর কি আর প্রার্থনা করি
তোমার সদনে ?

তথাপি, ভগবান আমার প্রতি প্রীত হয়ে আরও যদি কিছু প্রসাদ বিতরণ করতে ইচ্ছা ক'রে থাকেন, তা হ'লে আমার এখন এই প্রার্থনা :—

অকৃপণ হয়ে লোকে শতবর্ষ পূর্ণ করি
থাকুক জীবিত ;
ভগবান ! তোমা-পরে অদ্বৈধ ভকতি যেন
হয় সমর্পিত।
ভুবন-বৎসল ভূপ বিদ্বজ্জন-বন্ধু হোন্
—পুণ্য-কার্য্যে রত ;
—গুণ-বিশেষজ্ঞ হোন্, করুন রাজন্য-বর্গে
সংস্কার নিয়ত।

সমাপ্ত

মালতী-মাধব

[নাটক]

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর অনুবাদিত

পাত্রগণ

পুরুষ-বর্গ

মাধব ... মালতীর প্রেমাকাঙ্ক্ষী।

মকরন্দ ... মাধবের মিত্র ও মদয়ন্তিকার প্রেমাকাঙ্ক্ষী।

কলহংস ... মাধবের পরিচারক।

অঘোরঘণ্টা ... চামুণ্ডা-মন্দিরের পুরোহিত।

এক জন দূত।

স্ত্রী-বর্গ

মালতী ... অমাত্য ভূরিবসুর দুহিতা, মাধবের প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী।

মদয়ন্তিকা ... নন্দনের ভগিনী, মালতীর সখী ও মকরন্দের প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী।

কামন্দকী ... বৌদ্ধ তাপসী।

কপালকুণ্ডলা ... চামুণ্ডার পুরোহিতা।

সৌদামিনী ... কামন্দকীর শিষ্যা ও সিদ্ধা যোগিনী।

লবঙ্গিকা ... মালতীর সখী।

বুদ্ধরক্ষিতা, অবলোকিতা ... কামন্দকীর শিষ্যাদ্বয়।

পরিচারিকাগণ।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পদ্মাবতীর রাজা।

নন্দন ... রাজার নর্ম্মসখা ও মদয়ন্তিকার ভ্রাতা।

ভূরিবসু ... রাজার মন্ত্রী, মালতীর পিতা।

দেবরাত ... মাধবের পিতা ও কুন্দিনীপুরের অমাত্য।

অনুবাদকের মন্তব্য

"মালতী-মাধব" কোন পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বন করিয়া বিরচিত হয় নাই। ইহার আখ্যান-বস্তু সমস্তই মহাকবি ভবভূতির স্বকপোল-কল্পিত। ইহা দশ অঙ্কে বিভক্ত এবং ইহা "প্রকরণ"-শ্রেণীয় নাটকের অন্তর্গত। কবি-কল্পিত লৌকিক বৃত্তান্ত লইয়াই প্রকরণ রচিত হইয়া থাকে। প্রকরণের নায়ক—বিপ্র, অমাত্য অথবা বণিক।

কাশ্মীরের ইতিহাস পাঠে জানা যায়, ভবভূতি খৃষ্টোত্তর অষ্টম শতাব্দীতে আবির্ভূত হয়েন। প্রথমে ইনি কনৌজের রাজা যশোবর্ম্মার আশ্রয়ে ছিলেন, পরে কাশ্মীর-রাজ ললিতাদিত্য কনৌজ-রাজকে পরাভূত করিলে, ভবভূতি বিজয়ী রাজার সমভিব্যাহারে কাশ্মীরে যাত্রা করেন।

ভবভূতি দাক্ষিণাত্যের অধিবাসী। তাই তাঁহার রচনায় গিরি-নদী-অরণ্য-সঙ্কুল প্রাকৃতিক দৃশ্যের ভূরি ভূরি বর্ণনা লক্ষিত হয়।

মালতী-মাধব-প্রকরণ পাঠে অবগত হওয়া যায়, সে সময়ে অবরোধপ্রথা প্রবল ছিল না। দেখা যায়, মালতী হস্তি-পৃষ্ঠে সখীগণ সমভিব্যাহারে মদনোদ্যানে যাত্রা করিতেছেন এবং সেখানে সেই মদনোৎসবের জনতার মধ্যে অবাধে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছেন। সেই জন্যই তখন স্ত্রীপুরুষের মধ্যে "তারা-মৈত্র," "চক্ষু-রাগ", বা প্রথম দর্শনের ভালবাসার সুযোগ ও অবসর হইত।

আরো জানা যায়, সে সময়ে বৌদ্ধ ও হিন্দুদের মধ্যে বিদ্বেষ-ভাব দূরে থাকুক, পরস্পরের প্রতি সমধিক শ্রদ্ধাভক্তি ছিল এবং বৌদ্ধধর্ম্মও কতকটা হিন্দুধর্ম্মের উদার বক্ষে বিলীন হইয়া গিয়াছিল। তখন সেই কাপালিক সম্প্রদায়েরও বিলক্ষণ প্রভাব ছিল।

কালিদাস ও ভবভূতি সংস্কৃত-সাহিত্য-গগনে দুইটি উজ্জ্বলতম তারা। উভয়ের মধ্যে কে উজ্জ্বলতর, বলা সুকঠিন। উভয়েরই নিজত্ব ও বিশেষত্ব আছে। তবে, স্থানে স্থানে কালিদাসের ছায়া ভবভূতির রচনার মধ্যে স্পষ্টরূপে উপলব্ধি হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী মহাকবিদের প্রভাব যে পরবর্ত্তী কবিদের রচনায় কিয়ৎ-পরিমাণে সংক্রামিত হইবে, তাহাতে বিচিত্র কি?—উহা স্বাভাবিক।

আমার মনে হয়, নাট্য-কলার হিসাবে কালিদাস ভবভূতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মালতী-মাধবের এক স্থলে এই কলা-কৌশলের অভাব বিলক্ষণ প্রকাশ পায়। যে স্থলে মালতী লবঙ্গিকা-ভ্রমে মাধবকে আলিঙ্গন করে সেই স্থলটি ঠিক স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় না। মাধব স্ত্রীলোকের ছদ্মবেশ ধারণ করে নাই—লবঙ্গিকার ভাষার অনুকরণে কোন বাক্যালাপ করিতে চেষ্টা করে নাই—কেবল, মাধব সেই সময়ে লবঙ্গিকার স্থানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল—এই মাত্র। ইহাতে অতটা ভুল হওয়া কি স্বাভাবিক? সে সময়ে মালতীর চক্ষু কতকটা বাষ্পজলে রুদ্ধ ছিল বটে এবং কবির কথার আভাষে মনে হয়—সেই জন্যই মালতীর এইরূপ ভুল হইয়াছিল। কিন্তু ইহাতে ক্ষণিক ভুল হওয়াই সম্ভব, অতক্ষণ ধরিয়া ভুলক্রমে আলিঙ্গন ও বাক্যালাপ করাটা ঠিক মনে হয় না।

কালিদাস ও ভবভূতি উভয়েরই কবিত্বশক্তি অসাধারণ। কেহ কেহ বলেন, আদিরসে কালিদাস অদ্বিতীয়। আমার মতে, এ বিষয়ে ভবভূতিও বড় কম নহেন। মালতী-মাধব পাঠ করিলেই ইহা বিলক্ষণ প্রতীতি হয়। তবে, একটা কথা এই মনে হয়, কালিদাসের অপেক্ষা ভবভূতির আদিরসের বর্ণনায়, একটু যেন বেশি রক্ত-মাংসের সংস্রব আছে। এক বিষয়ে ভবভূতিকে কালিদাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হয়। হৃদয়ের প্রবল আবেগ প্রকাশে ও করুণরসের বর্ণনায় ভবভূতি অদ্বিতীয়। সাধারণতঃ কালিদাসের রচনা অপেক্ষা ভবভূতির রচনায় অধিকতর রস-বৈচিত্র্য লক্ষিত হয়। মালতী-মাধবে আদি, ভয়ানক ও বীভৎস এই তিন রসের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে, কালিদাসের রচনা—পরিপাটী, পরিচ্ছন্ন, সুন্দর, সুমার্জ্জিত, সুবিন্যস্ত, সুরম্য উদ্যান এবং ভবভূতির রচনা—সুন্দর, ভীষণ, বীভৎসময়, নিবিড়, জটিল, বিপুল মহারণ্য!

মালতী-মাধব

প্রস্তাবনা

নান্দী।

নৃত্য করে শূলপাণি তাধিয়া তাধিয়া
মৃদঙ্গ বাজায় নন্দী আনন্দে মাতিয়া।
তাহা শুনি ডাকি উঠে কার্ত্তিক-ময়ূরে,
ফণি-পতি ভয়ে পশে গণপতি-শুঁড়ে।
চীৎকার করিয়া কাঁপে ভয়ে গজানন,
গণ্ড হতে ভৃঙ্গ গুষ্ঠি করে পলায়ন।
এই সেই সিদ্ধিদাতা দেব বিনায়ক
চিরকাল তোমাদের হউক রক্ষক।

অপিচ :—

ভুজঙ্গ-লতিকা-মালে বদ্ধ জটাজাল,
চূড়াদেশে বিভূষিত কপালের মাল,
মন্দাকিনী-অম্বুরাশি ঝরিতেছে তায়,
ললাটে লোচন-জ্যোতি বিদ্যুতের প্রায়,
কোমল কেতক-শিখা-সম ইন্দু শোভে,
রক্ষুন শঙ্কর সেই তোমাদের সবে।

অপিচ :—

নয়নে পক্ষের পাতি, পিঙ্গল বিদ্যুৎ-ভাতি
ঈষৎ মেলিলে যাহা বিশ্ব ভস্ম হয়,
অপি যার তাপে ইন্দু, সুধামৃত বিন্দু বিন্দু
ঝঙ্কারিয়া মৃদুমন্দ অপাঙ্গেতে বয়,
সেই শম্ভু ত্রিনয়ন, মদন-তনু দহন
রক্ষণ করুন সবে নাশি' দুঃখ-ভয়।

নান্দ্যন্তে সূত্রধার।

বাহুল্যে প্রয়োজন নাই। (পূর্ব্বদিকে অবলোকন করিয়া) ভগবান সূর্য্যদেব! তুমি ধরণীর শেষ দ্বীপটি পর্য্যন্ত আলোকিত করেছ—এখন তোমার পূর্ণ উদয়! তোমাকে নমস্কার!

তেজের আধার শুভ্র, তুমি দেব বিশ্বের মূরতি!
বাঞ্ছিত এ কার্য্য-ভার, পারি যাতে, দেহ গো শকতি।
দূর কর জগন্নাথ, সর্ব্ব পাপ, প্রণমি ও-পদে।
কল্যাণ বিতর তুমি, ভগবান্, নিবার বিপদে॥

(নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া)

দেখ নট-চূড়ামণি, এখন রঙ্গভূমির সমস্ত শুভ কর্ম্ম সুসম্পন্ন হয়েছে, সমস্ত আয়োজনও প্রস্তুত। এক্ষণে ভগবান কালপ্রিয়নাথের উৎসব উপলক্ষে, দিগ্‌দিগন্তবাসী মহোদয়েরা এখানে সমবেত হয়েছেন এবং এই শাস্ত্রবিশারদ বিদ্বজ্জন-মণ্ডলী আমাকে এই আদেশ করছেন যে, কোন নূতন "প্রকরণ"-নাটক অভিনয় ক'রে যেন সকলের চিত্ত-বিনোদন করা হয়। কিন্তু এখন নটেদের এরূপ উদাসীন ভাব দেখছি কেন?

(সূত্রধারের সহকারী পারিপার্শ্বিক নটের প্রবেশ)

নট।—মহাশয়! কিরূপ গুণ-বিশিষ্ট নাটক অভিনয় করা দর্শকমণ্ডলীর অভিপ্রায়, তা তো আমরা জানি না।

সূত্রধার।—আচ্ছা, বল দেখি নটবর, মহামান্য শাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিত ও ব্রাহ্মণেরা নাটকের কোন্ কোন্ গুণের কথা উল্লেখ ক'রে থাকেন?

নট।—সেই গুণগুলি এই :—বিবিধ গভীর রসের অবতারণা; নায়ক-নায়িকার হৃদ্‌গত প্রণয়-চেষ্টার বর্ণনা; মদন-ব্যাপারে উদ্ধত বীরত্ব; বিচিত্র উপন্যাস-কথা এবং সরস বাক্‌-নৈপুণ্য।

সূত্রধার।—তাই যদি হয়, তবে আমার মনে পড়েছে।

নট।—কোন্ নাটকটি বলুন দিকি।

সূত্র।—দক্ষিণাপথে, বিদর্ভ দেশে, পদ্মপুর নামে এক নগর আছে। সেখানে, তৈত্তিরীয়-শাখাধ্যায়ী, কাশ্যপ-গোত্রীয়, চরণ-গুরুপদিষ্ট, পংক্তি-পাবন, পঞ্চাগ্নি-সেবক, ব্রতপরায়ণ, সোমপায়ী কতক-গুলি ব্রাহ্মণ বাস করতেন।

সেই সে শ্রোত্রিয়গণ, তত্ত্বনির্দ্ধারণ-তরে
করিতেন সমাদরে বেদ অধ্যয়ন,

পুণ্য-তরে অর্থার্জ্জন, সন্তানার্থ দারগ্রহ,
তপস্যার্থ করিতেন আয়ুতে যতন।

সেই বংশোদ্ভূত সুগৃহীত-নামা গোপাল ভট্টের পৌত্র এবং পবিত্রকীর্ত্তি নীলকণ্ঠ ও জাতুকর্ণী দেবীর পুত্র, শ্রীকণ্ঠ-উপাধিধারী ভবভূতি ভট্টাচার্য্য। আন্তরিক সৌহার্দ্দ্য-সূত্রে আমাদের এই নট-সম্প্রদায়ের সহিত এই কবি বিশেষরূপে পরিচিত। তাই ইনি পূর্ব্বোক্ত গুণে ভূষিত তাঁর স্বরচিত একটি নাটক আমাদের হস্তে অর্পণ করেন। তাতে এই কবিতাটি সন্নিবিষ্ট আছে :—

অল্পই বোঝে তারা
যারা করে মোর প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ,
তাহাদের তরে নহে
—বলি শুন—মোর এই রচনা-প্রয়াস।
জনমিতে পারে পরে
কিম্বা আছে কেহ মোর সমান-ধরমী,
অসম্ভব কিবা তাহে
কালের নাহিক সীমা, বিপুলা ধরণী।

তা ছাড়া :—

বেদোপনিষদ তুমি কর অধ্যয়ন,
সাংখ্য-যোগ-শাস্ত্রজ্ঞান করহ কথন,
হও না সকল শাস্ত্রে পরম নিপুণ,
বাড়িবে না তাহে কভু নাটকের গুণ।
গম্ভীর প্রাঞ্জল যদি হয় গো বচন,
অর্থের গৌরব তাহে থাকে অনুক্ষণ,
তাতেই নাটকে হয় পাণ্ডিত্য প্রকাশ,
তাহাতেই রচনার নৈপুণ্য বিকাশ।

তাই বল্‌ছিলেম, আমাদের প্রিয় সুহৃৎ ভবভূতি যে প্রকরণ-নাটকটি আমাদের হস্তে অর্পণ করেছেন, সেইটি এখন ভগবান কাল-প্রিয়নাথের সম্মুখে অভিনয় করা যাক্। অতএব নটেরা, তোমরা সবাই এখানে এসে সঙ্গীত অভিনয়াদি ক'রে আমার মনস্কামনা পূর্ণ কর।

নট।—(স্মরণ করিয়া) আপনি যা আদেশ করছেন, তাই করা যাবে। যে ব্যক্তি যে অংশ অভিনয় করবার উপযুক্ত, তাকে তো আপনি সেই অংশ পূর্ব্বেই অভ্যাস করিয়ে দিয়েছেন্। বৌদ্ধ পরিব্রাজিকার প্রথম ভূমিকাটি তো আপনি অভ্যাস করেছেন, আর আমি তাঁর শিষ্য অব-লোকিতার ভূমিকাটি অভ্যাস করেছি।

সূত্র। তার পর?

নট। আচ্ছা, নাটকের যে নায়ক, সেই মালতীর প্রণয়-পাত্র মাধব কখন্ সেজে আস্‌বে, বলুন দিকি?

সূত্র। যখন মকরন্দ কলহংস প্রবেশ করবে, সেই সময়ে।

নট। আচ্ছা, এখন তবে আমরা এই প্রসিদ্ধ নাটকটি দর্শক-মণ্ডলীর সমক্ষে অভিনয় করতে প্রস্তুত।

সূত্র। আচ্ছা, এই দেখ, আমি কামন্দকী হলেম।

নট। আর আমি, অবলোকিতা।

পরিক্রমণ করিয়া প্রস্থান।

ইতি প্রস্তাবনা।

প্রথম অঙ্ক

॥ বিষ্কম্ভক ॥

(রক্ত-পট্টিকাযুক্ত বস্ত্র পরিধান করিয়া কামন্দকী ও অবলোকিতার প্রবেশ)

কাম। বৎস অবলোকিতা!

অব। আজ্ঞা করুন ভগবতি।

কাম। আমার ইচ্ছে, ভূরিবসুর কন্যা মালতীর সঙ্গে দেবরাতের পুত্র মাধবের শুভ বিবাহ হয়।

(বামাক্ষি স্পন্দনে হর্ষ)

শুভ কথা কহিতে কহিতে, অন্তরঙ্গ বামনেত্র
করিছে স্ফুরণ।
অদক্ষিণ হয়ে ও যে, দাক্ষিণ্য-অনুকূলতা করয়ে
ধারণ॥

অব। আপনার দেখছি বিষম চিত্ত-বিক্ষেপ উপস্থিত! কি আশ্চর্য্য! একজন চীরধারী, ভিক্ষান্নজীবী তাপসীর হস্তে কি না অমাত্য ভূরিবসু এইরূপ কাজের ভার অর্পণ করলেন! আর আপনি ভগবতি, এখন সংসারের সমস্ত নিকৃষ্ট বন্ধন হতে মুক্ত, আপনিই বা কি ক'রে এই ভার গ্রহণ করলেন?

কাম।—

আমায় তিনি যে এই দিয়াছেন ভার
স্নেহের সে ফল, উহা প্রণয়ের সার।
তপস্যা করিয়া কিম্বা প্রাণ বিসর্জ্জন
করিতে যদি গো হয় এ কার্য্য সাধন
তবুও করিব আমি সখার এ কাজ
হইলে বিফল তাহে পাব বড় লাজ।

তুমি কি জান না, বিদ্যা অর্জ্জনের জন্য নানা দেশের লোক যখন আমার নিকট আস্‌ত, সেই সময়ে, আমার ও সৌদামিনীর সমক্ষে, ভূরিবসু ও দেবরাত এই প্রতিজ্ঞা করেন যে, "আমরা ভবিষ্যতে আমাদের সন্তানদের মধ্যে নিশ্চয়ই বিবাহ-সম্বন্ধ স্থাপন করব।" তাই এখন, সত্যপরায়ণ বিদর্ভরাজ-মন্ত্রী দেবরাত, নিজ পুত্র মাধবকে ন্যায়-শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য, কুণ্ডিনপুর হতে এই পদ্মাবতী নগরে পাঠিয়েছেন।

আসল কথা :—
সে প্রতিজ্ঞা বিবাহের—
আর প্রিয় সুহৃদেরে করিয়া স্মরণ
বিবাহে প্রবৃত্তি দিতে
গুণবান পুত্রটিকে করিলা প্রেরণ।

অব। আচ্ছা, মন্ত্রিবর স্বয়ং কেন মালতীর সঙ্গে মাধবের বিবাহের প্রস্তাবটা করেন না? তিনি লুকিয়ে-চুরিয়ে এই বিবাহটা ঘটাবার জন্য, ভগবতি, আপনাকে কেন ভার দিলেন বলুন দিকি?

কাম।—

নৃপতির নর্ম্ম-সখা নন্দন নামেতে এক জনা
নৃপ-মুখে মালতীরে করেছে প্রার্থনা।
না রাখিলে সেই কথা, নৃপকোপে ঘটিবেক দায়
তাই করেছেন মন্ত্রী এই সদুপায়।

অব। কিন্তু আশ্চর্য্য, অমাত্যবর মাধবের নাম পর্য্যন্ত জানেন না। তাঁকে দেখে মনে হয়, যেন এ বিষয়ে তিনি নিতান্ত উদাসীন।

কাম।—

সে কেবল একটা আবরণ মাত্র। আসল কথা—
বালক-স্বভাব হেতু
মালতী মাধব দোঁহে অনাবৃত-প্রাণ,
আমাদের কার্য্যে তাই
নিজ ভাব লুকাইয়া হন সাবধান।

তা ছাড়া :—

রাষ্ট্র এই জনরব
বাছাদের মাঝে চলে গোপন মিলন
—আমরাও চাহি তাই—
প্রতারিত এইরূপে রাজা ও নন্দন।

দেখ :—

বিদ্বান্ সুবিজ্ঞ জন
লোকমাঝে অভিসন্ধি করিয়া গোপন
উদাসীন ভাব ধরি'
মৌন ভাবে স্ব-উদ্দেশ্য করেন সাধন।
বাহিরে তাঁদের সদা
অনুকূল রমণীয় মধুর ব্যভার,
সন্দেহের অবসর
কিছুমাত্র নাহি দেন মনেতে কাহার।

অব। আপনার কথার ভাবে বোধ হয়, এই জন্যই মাধব ভূরিবসুর বাড়ীর সম্মুখস্থ রাজপথ দিয়ে নিত্য যাতায়াত করেন।

কাম।—

মালতীর সহচরী ধাত্রীকন্যা লবঙ্গিকা-কাছে
শুনেছি, মাধব ভ্রমে নিতি নিতি রাজপথ-মাঝে।
উচ্চ বাতায়ন হতে মাধবেরে মালতী দেখিয়া
কন্দর্পের রূপে যেন রতিদেবী গেল গো ভুলিয়া।
সে হতে মাধব-রূপ তার চিত্তে জাগে নিশি-দিন,
দারুণ মরম-ব্যথা করিছে ললিত তনু ক্ষীণ।

অব। তাই বুঝি মালতী আত্মবিনোদনের জন্য নিজ হস্তে মাধবের একটি ছবি এঁকেছেন? সেই ছবিটি, আজ দেখলেম লবঙ্গিকা মন্দারিকার হাতে দিয়েছে।

কাম। (চিন্তা করিয়া) লবঙ্গিকা তো বেশ উপায় ঠাউরেছে দেখছি। কেন না, মাধবের অনুচর কলহংস, মঠ-দাসী মন্দারিকার প্রেমাকাঙ্ক্ষী, সুতরাং এই সূত্রে ছবিটি ক্রমে মাধবের হাতে গিয়ে পড়বে।

অব। আমিও আজ মাধবের কৌতূহল উদ্দীপিত ক'রে দিয়ে মদনোৎসব উপলক্ষে তাকে প্রভাতে মদনোদ্যানে যেতে ব'লে দিয়েছি। সেখানে মালতীরও যাবার কথা, সুতরাং সেইখানে দুজনের মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎ হবারও সম্ভাবনা আছে।

কাম। সাধু বৎস সাধু! আমার মনের মত কাজটি ক'রে তুমি আমার পূর্ব্ব-শিষ্যা সৌদামিনীকে মনে করিয়ে দিলে।

অব। দেখুন ভগবতি, সৌদামিনীর এখন আশ্চর্য্য মন্ত্র-সিদ্ধি-ক্ষমতা জন্মেছে। তিনি শ্রীপর্ব্বতে গিয়ে কাপালিক-ব্রত অবলম্বন করেছেন।

কাম। এ সংবাদ তুমি কোথা থেকে পেলে?

অব। এই নগরের মহাশ্মশানে 'করাল-মূর্ত্তি চামুণ্ডা নামে এক দেবী আছেন।

কাম। আছেন বটে। আর তাঁর দুঃসাহসী উপাসকদের মধ্যে এই প্রবাদ আছে, তিনি জীব-বলি ভালবাসেন।

অব। নিকটের কোন অরণ্যে, অঘোর-ঘণ্ট নামে একজন নিশাচর কাপালিক বাস করেন। তিনি সম্প্রতি শ্রীপর্ব্বত থেকে এখানে এসেছেন। কপালকুণ্ডলা নামে মহাপ্রভাসম্পন্না তাঁর একজন শিষ্যা প্রতি সন্ধ্যায় তাঁর নিকট যাতায়াত করেন। তাঁর নিকটেই এই কথা শুনেছিলেম।

কাম। সৌদামিনীর পক্ষে সকলই সম্ভব।

অব। এ তো হল। আবার মাধবের সহচর ও বাল্য-বন্ধু মকরন্দের সঙ্গে নন্দনের ভগিনী মদয়ন্তিকার যদি আপনি বিবাহ ঘটাতে পারেন, তা হলে মাধবের আর একটি মনের সাধ পূর্ণ করা হয়।

কাম। সে কার্য্যে প্রিয় সখী বুদ্ধ-রক্ষিতাকে নিযুক্ত করেছি।

অব। ভগবতি! এ উত্তম ব্যবস্থা হয়েছে।

কাম। (চিন্তা করিয়া) এখন তবে ওঠা যাক্। আগে মাধবের ভাব-গতি জেনে তার পর মালতীর ওখানে যাওয়া যাবে।

কাম। (চিন্তা করিয়া) মালতীর অতি উদার প্রকৃতি। নিপুণ দূতীরা যেমন নায়ক-নায়িকার ভাব-গতি জেনে, তার পর নিজ বুদ্ধি অনুসারে কাজ করে, আমাদেরও সেইরূপ করতে হবে।

শরৎ-কৌমুদী যথা
কমনীয় কুমুদের আনন্দ-দায়িনী,
সুজাত মাধব-কাছে
তাহাই হয় গো যেন মালতী কল্যাণী।
করুক উভয়ে মুগ্ধ উভয়ের গুণ,
গুণ-রচনায় হেথা বিধাতা নিপুণ।
বিধাতার কার্য্য যেন হয় ফলবান,
উভে হয় উভয়ের মন-অভিরাম।

[সকলের প্রস্থান।

ইতি বিষ্কম্ভক

দৃশ্য—উদ্যান

(চিত্র-উপকরণ-হস্তে কলহংসের প্রবেশ)

কল। প্রভু মাধব যখন আপনার রূপ-প্রভ মালতীর এমন গম্ভীর হৃদয়কেও বিচ করেছেন, তখন তিনি স্বচ্ছন্দে কন্দর্পের স তুলনা ক'রে আপনার রূপের দর্প করতে পারে কোথায় তিনি?—এইখানে একবার অন্বে ক'রে দেখি। (পরিক্রমণ করিয়া) বড় শ্রা হয়ে পড়েছি। এখানে একটু বিশ্রাম করা যাক তার পর প্রভু মাধব ও তাঁর সহচর মকরন্দে অন্বেষণে যাওয়া যাবে।

(উদ্যানে প্রবেশ করিয়া উপবেশন)

(মকরন্দের প্রবেশ)

মক। অবলোকিতার কাছে শুনলেম, মাধ মদনোদ্যানে গেছেন, আমিও সেইখানে য যাই। (পরিক্রমণ) এই যে সখা এই দিকে আস্‌ছেন। (নিরীক্ষণ করিয়া) এঁর দেখছি—

অলস স্খলিত গতি,
শূন্য দৃষ্টি, আলুথালু বেশ,
ঘন ঘন বহে শ্বাস,
না জানি কি হয়েছে বিশেষ।
বুঝি বা কন্দর্প হতে
ঘটেছে এ যৌবন-বিকার,
ভুবনে কন্দর্প-আজ্ঞা
কোথায় না আছে গো প্রচার!
সর্ব্বত্রই মদনের
ললিত মধুর আয়োজন
ধীরতা বিনষ্ট করি',
কষ্ট-রাশি আনে অনুক্ষণ।

(পূর্ব্বোক্তভাবে মাধবের প্রবেশ)

মাধব।—

সে চন্দ্রবদন মনে ভাবি নিশি-দিন,
এখন ফিরানো চিত্ত বড়ই কঠিন।
লজ্জায় করিয়া জয়,
অতিক্রমি' সংযমের ভাব,
ধৈর্য্যেরে উচ্ছিন্ন করি',
শিথিলিয়া বিবেক-প্রভাব,

মকরন্দ। একি-এ মোহ
চিত্তমাঝে হ'ল আবির্ভাব।

অবলোকিতা :—

ছিলাম যখন আমি তাঁর সন্নিধানে,
বিস্ময়-স্তিমিত-চিত্ত মগ্ন তাঁরই ধ্যানে,
হৃদয় প্লাবিত কিবা অমৃত-ধারায়,
আনন্দের মোহে চিত্ত ছিল জড়প্রায়।
এবে সে হৃদয় মোর—আগে কে জানিত—
অঙ্গার-চুম্বিত-সম হইবে ব্যথিত।

মক। মাধব!—এই দিকে সখা, এই দিকে!

মাধ। (পরিক্রমণ করিয়া) তুমি?—আমার প্রিয়-সখা মকরন্দ?

মক। (সম্মুখে আসিয়া) সূর্য্যের তাপে কপাল যেন ফেটে যাচ্ছে—এসো সখা, এই উদ্যানে একটু বসা যাক্।

মাধ। প্রিয় সখা, তোমার যা অভিরুচি। (দুজনে উপবেশন)

কল। (দেখিয়া) এই যে মকরন্দের সঙ্গে মাধব। আহা, উনি থাকায় বকুল-বাগানটির কেমন শোভা হয়েছে! মালতী বিরহবেদনায় যখন অস্থির হন—এই ছবিটি দেখে বোধ হয় তাঁর চক্ষু জুড়িয়ে যায়! এইবার তবে মাধবকে ছবিটি দেখাই।—না, উনি আর একটু বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করুন।

মকরন্দ। এসো সখা, আমরা ঐ কাঞ্চন গাছের তলায় বসি গিয়ে। দেখ, ওখানে ফুলগুলি কেমন সুন্দর ফুটে আছে।—আহা, ওর স্নিগ্ধ সৌরভে বাগানটি যেন একেবারে ভর-পূর।

(উভয়ের উপবেশন)

মক। আজ নগরের সমস্ত রমণীরা মিলে মদনোদ্যানে মদনোৎসব করেছিল, তুমি বুঝি সেখানকারই একজন ফেরৎ-যাত্রী? তা সখা, মদন-বাণের দুই-এক ঘা খেয়েছ কি?

(মাধব লজ্জায় অধোমুখে উপবেশন।)

মক। (হাসিয়া) সুন্দর পদ্মমুখখানি হেঁট ক'রে রইলে যে?

দেখ সখা :—

কিবা জীব-জন্তু-প্রাণী
রজ-তমোগুণে যারা সতত আবৃত,
বিশ্বের বিধাতা কিবা,
কিবা সেই মহেশ্বর জগত-পূজিত,
সমান সবার পরে
খ্যাতনামা মদনের শক্তি সম্মোহন,
তাই বলি, লজ্জা করি'
তাঁর কথা কিছুমাত্র কোরো না গোপন।

মাধ। সখা! তোমাকে বল্‌ব না কেন? শোনো তবে। অবলোকিতার কথায় কৌতুকাবিষ্ট হয়ে আমি মদনোদ্যানে গিয়েছিলেম। সেখানে গিয়ে সমস্ত বেড়িয়ে বেড়িয়ে দেখ্‌তে লাগলেম। শেষে শ্রান্ত হয়ে মন্দিরের অঙ্গনে যে বকুলগাছটি আছে, তার তলায় এসে বস্‌লেম। সে অতি রমণীয় স্থান। আহা! বকুল গাছটিতে অঙ্গনের কি শোভাই হয়েছে! বকুল-মুকুলের মদির মধুর সৌরভে চারিদিক একেবারে আমোদিত, সেই সুগন্ধে আকৃষ্ট হয়ে অলিকুল আকুল হয়ে গুণ-গুণ স্বরে গান করছে, আর বৃক্ষটি হতে ফুলগুলি আপনা আপনি অজস্র ঝরে পড়ছে। আমি সেই ফুলগুলি তুলে একটি সুন্দর মালা গাঁথ্‌তে আরম্ভ করেছি, এমন সময়ে উজ্জ্বল সুন্দর বেশ-ভূষায় সুসজ্জিতা, পরিজন-পরিবৃতা, মহানুভব-প্রকৃতি, কুমারী-ভাবাপন্না একটি রমণী ভগবান মকরকেতুর জগদ্বিজয়ী সঞ্চারিণী পতাকার মত, মন্দিরের অভ্যন্তর হতে বেরিয়ে সেইখানে এসে উপস্থিত হলেন। সে যে কি দেখ্‌লেম, কি আর বলব সখা :—

লাবণ্য-খনির দেবী বুঝি বা উদয়,
অখিল-সৌন্দর্য্য-সার, অথবা আলয়।
মৃণাল চন্দ্রের সুধা, জ্যোৎস্না মনোলোভা,
যাহা কিছু জগতের রমণীয় শোভা,
একত্র করিয়া সেই সব উপাদান
আপনি মদন যেন করিলা নির্ম্মাণ।

তার পর, তাঁর সহচরীরা ফুল তুল্‌তে তুল্‌তে আস্‌ছিল, তারা এইখানে অনেক ফুল পাবে বলায়, তাদের কথামত তিনি সেই বকুল-তলার দিকে অগ্রসর হলেন। তাঁর ভাবভঙ্গী দেখে মনে হল, কোন ভাগ্যবান্ পুরুষের উদ্দেশে তিনি যেন চির-সঞ্চিত মদন-বেদনা হৃদয়ের মধ্যে পোষণ করছেন।

কেন না :—

দলিত-মৃণাল সম দেবীর সে মলিন মূরতি
স্বজনের বাক্যে যেন কথঞ্চিৎ কাজকর্ম্মে মতি।
নির্ম্মল-হিমাংশু-শোভা আহা কিবা করেন ধারণ
নব-করি-দন্ত-সম কপোলটি পাণ্ডুর বরণ।

তাঁকে দেখবামাত্রই অমৃত-অঞ্জনে যেন আমার চক্ষু জুড়িয়ে গেল ; আর অয়স্কান্ত মণির শলাকা যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে, আমার অন্তঃকরণও যেন সেইরূপ আকৃষ্ট হ'ল।

অহেতু আকৃষ্ট হয়ে হৃদয় আকুল
আনিল সন্তাপ-রাশি,—বিপদ বিপুল।
প্রবলা ভবিতব্যতা সবার প্রধান,
শুভাশুভ তিনি জীবে করেন বিধান।

মক। দেখ সখা মাধব, প্রীতি যে কোন হেতুর অপেক্ষা করে, এ কথা কিন্তু অসিদ্ধ।

অন্তরের মধ্যে হেন আছয়ে কারণ
যাতে পরস্পরে হয় স্নেহের বন্ধন।
গূঢ় সূত্রে বাঁধে প্রেম পরাণে পরাণ,
প্রীতির আশ্রয় নহে বাহ্য উপাদান।
উদিলে ভাস্কর হয় পদ্ম বিকশিত,
শশীর উদয়ে চন্দ্রকান্ত বিগলিত।

সে যাক্—তার পর কি হ'ল বল দিকি ?

মাধব। তার পর, সেখানে—

চতুরা সঙ্গিনী সবে পরস্পরে করি চোখাচোখি
ভ্রূভঙ্গে বলিয়া উঠে, "এই সেই—দেখ প্রিয়সখি !"
অমনি তাহারা করি' আমা পানে লক্ষ্য
হানিল মুচকি হাসি মধুর কটাক্ষ।

মক। (স্বগত) না জানি ওরা কি ক'রে এঁকে চিন্‌তে পারলে !

মাধ। তার পর—

ললিত কর-কমল করিয়া উন্নত
লীলাচ্ছলে করতালি দিয়া ঘন ঘন
সঞ্চালিয়া কর-ধৃত তরল বলয়
আসিল ফিরিয়া তারা সখীর সকাশে,
কলহংস-অভিরাম বিলাস-বিভ্রমে।
চারু-পদ-সঞ্চালনে মঞ্জুল মঞ্জীর
বাজি উঠে রুণুঝুনু, মেখলা-কলাপে
কিঙ্কিণী ঝিনিকিঝিনি উঠিল বাজিয়া।
আসিয়া সখীরে বলে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে
"কোনো ব্যক্তি কারো তরে আছে গো হেথায়।"

মক। (স্বগত) কি সর্ব্বনাশ! পূর্ব্ব-অনুরাগের অঙ্কুরটি যে বিলক্ষণ গজিয়ে উঠেছে !

কল। (কর্ণপাত করিয়া) একজন রমণীর সম্বন্ধে কি একটা রসালো ধরণের কথাবার্ত্তা চল্‌ছে না ?

মক। সখা, তার পর ?—তার পর ?

মাধ।

পঙ্কজ-নয়নে তার
কি যে সেই দেখিলাম বিভ্রম-বিলাস,
বাক্যের অতীত যাহা
বাক্যেতে কেমনে তাহা করিব প্রকাশ।
হইলাম ধৈর্য্যচ্যুত,
আবির্ভূত হ'ল মনে সাত্ত্বিক বিকার,
মদন বিজয়ী হ'ল,
গাঢ় অনুরাগ হৃদে হইল সঞ্চার।

তার পর :—

কখন বা স্থির নেত্র বিকসিত
—বিলসিত ভ্রূলতা উপরে—
কখন বা মৃদু স্নিগ্ধ মুকুলিত
—অপাঙ্গ বিস্তৃত রসভরে।
কিন্তু সেই প্রতি চাহনিতে তাঁর
নেত্র যেন ঈষৎ কুঞ্চিত
এইরূপে কত ভাবে কত ছাঁদে
হইলাম আমি গো লক্ষিত।
কি যে সে চাহনি সখা, কি বলিব আর
অলস সরস স্নিগ্ধ বিস্ময়-বিস্ফার।
সেই সে কটাক্ষে এই হৃদি অসহায়
ছিন্নভিন্ন বিপর্য্যস্ত উন্মূলিত-প্রায়।

সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী মনোমোহিনী রমণীর আসক্তি বুঝতে পেরেও আমার মনের চঞ্চলতা গোপন করবার জন্য সেই বকুলমালাটি কোন প্রকারে গেঁথে শেষ করলেম। তার পর কতকগুলি বয়োবৃদ্ধ অস্ত্রধারী পুরুষে পরিবেষ্টিত হয়ে, করিণী-পৃষ্ঠে আরোহণ ক'রে সেই চন্দ্রাননা পথ অলঙ্কৃত ক'রে নগরের দিকে যাত্রা করলেন।

তখন :—

যাইতে যাইতে মুহু বাঁকাইয়া গ্রীবা
ফিরি ফিরি আমা পানে চাহিলেন কিবা !
বৃন্তে যথা উলটিয়া পড়ে সরোজিনী
মুখানি শোভিল আহা তাঁহার তেমনি।

অমৃত ও বিষে মাখা সে কটাক্ষপাত
গাঢ়রূপে হৃদে মোর হইল নিখাত।

সেই অবধি :—

বর্ণন-অতীত যাহা, বলা অসম্ভব,
কোনো জন্মে করি নাই যাহা অনুভব,
বিবেকের নাশে যথা ঘোর মোহ-ঘন
তেমতি বিকার আসি করিছে দহন।

এখন :—

সম্মুখে রয়েছে যাহা
জ্ঞানে তাহা না হয় ধারণ,
চিরাভ্যস্ত যাহা তাও
ভাল করি না হয় স্মরণ।
সরসী-শীতল-জল
কিম্বা স্নিগ্ধ চন্দ্র-জ্যোছনায়
হৃদয়ের এ সন্তাপ
কিছুতেই নাহিক জুড়ায়।
নিষ্ঠাশূন্য হয়ে মন ভ্রমে ইতস্ততঃ
কত কি কল্পনা রচে নিজ ইচ্ছামত।

কল। না জানি প্রভুর মন কে হরণ করলে—মালতী নয় তো?

মক। (স্বগত) ওঃ! এ যে ঘোরতর আসক্তি দেখছি। কি করেই বা আমি এখন সখাকে নিষেধ করি।

"হয়ো না আহত সখা মনমথ-বাণে
বিকার-মালিন্য যেন নাহি পশে প্রাণে"
—এই সব কথা ওঁরে বোলে কিবা ফল
মদন, যৌবন, যবে উভয়ে প্রবল।

(প্রকাশ্যে) তাঁর নাম কি ও কোন্ বংশ, তা কি তুমি জান?

মাধ। শোনো সখা। তিনি যখন গজ-পৃষ্ঠে আরোহণ করলেন, সেই সময়ে তাঁর সখীদের মধ্যে একজন বার-বনিতা বিলম্ব ক'রে বকুল-ফুল তুলতে তুলতে আমার নিকট এসে প্রণাম করলে। আর মালার কথাচ্ছলে আমাকে বল্লে—"মহাশয়, মালাটি বড় সুন্দর গাঁথা হয়েছে, এটি একবার দেখবার জন্য আমাদের ঠাকুরাণীর বড় কৌতূহল হয়েছে। তাও বলি, এই মালাটি তাঁর কণ্ঠে গেলে কারিগরের কারিগুরি, গাঁথনা, রচনানৈপুণ্য, সমস্তই সার্থক হবে, আর মালাটিরও মূল্য বেড়ে যাবে।"

মক। ওঃ! কি বাক্-চাতুরী!

মাধব। আমি জিজ্ঞাসা করায়, সে বল্লে :—"আমাদের ঠাকুরাণী অমাত্য ভূরিবসুর কন্যা, নাম মালতী। আর আমি, ঠাকুরাণীর যিনি ধাত্রী, তাঁরই কন্যা; আমার নাম লবঙ্গিকা।"

কল। (সহর্ষে স্বগত) কি! তাঁর নাম মালতী? বেশ হ'ল—ভগবান কুসুমশরের বিলাস-লীলা এর মধ্যেই দেখছি আরম্ভ হয়েছে—আমাদের মনস্কামনা এইবার তবে পূর্ণ হবে।

মক। (স্বগত) অমাত্য ভূরিবসুর কন্যা—এই তো যথেষ্ট মানের কথা। তা ছাড়া, ভগবতীও রাতদিনই "মালতী মালতী" করেন—এই নামটিতে তাঁর কতই আনন্দ। কিন্তু এ দিকে আবার একটা জনরব শুনতে পাই, রাজা নাকি নন্দনের সঙ্গে মালতীর বিবাহ দেবার জন্য প্রার্থনা করেছেন।

মাধ। তার পর শোনো সখা। মালাটি আমার কাছ থেকে চাওয়াতে, আমার কণ্ঠ থেকে খুলে তাকে দিলাম। মালা গাঁথবার সময় মালতীর মুখপানে একদৃষ্টে ব্যাকুলভাবে তাকিয়ে ছিলাম বোলে মালার শেষ ভাগটির গাঁথুনি অসমান হয়ে পড়েছিল। কিন্তু এরূপ হওয়া সত্ত্বেও সে আমার কাছ থেকে, বহুমূল্য প্রসাদ বোলে আদরের সহিত মালাটি গ্রহণ করলে। তার পর, উৎসব ভেঙ্গে গেলে পৌরজনেরা সব চ'লে যেতে লাগল—সেও তখন জনতার মধ্যে কোথায় মিশিয়ে গেল। আর, আমিও এখানে এসে উপস্থিত হলেম।

মক। মালতীও যখন তোমাকে অনুরাগ-দৃষ্টিতে দেখেছিলেন, তখন সমস্তই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। তাঁর কপোলের পাণ্ডুতা প্রভৃতি লক্ষণ দেখে মনে হয়, এই অনুরাগটি তোমার প্রতি তাঁর পূর্ব্ব হতেই জন্মেছে। আর তাঁর ভাবভঙ্গীতেও তাই প্রকাশ পায়। অবশ্যই, পূর্ব্বে কোথাও-না-কোথাও তাঁর সঙ্গে তোমার দেখা হয়ে থাকবে। কেন না, এরূপ সম্ভ্রান্ত-কুলের কুল-বালারা, একজনের প্রতি আসক্তচিত্ত হলে অপরের প্রতি কখনই সতৃষ্ণভাবে দৃষ্টিপাত করেন না। তা ছাড়া :—

সখীগণ পরস্পরে
তখন্ যে করেছিল চোখের ইঙ্গিত

তাহাতেই বুঝা যায়

পূর্ব্ব-অনুরাগ তাঁর ছিল সুনিশ্চিত।

তার পর, ধাত্রী-কন্যা

বলিল এই কথা যাহা নিপুণ বচনে

"কেহ কারও আছে হেথা"

তাহে আরও স্পষ্ট উহা বুঝা যায় মনে।

কল। (নিকটে আসিয়া) এই চিত্রপট।

(চিত্রপট প্রদর্শন ও উভয়ে দর্শন)

মক। কলহংস! মাধবের এই ছবিটি কে আঁক্‌লে বল দিকি?

কল। যিনি প্রভুর মন হরণ করেছেন, তিনিই।

মাধ। সখা মকরন্দ, তুমি যা ঠাউরেছিলে, তাই বটে।

মক। কলহংস! কোথা থেকে ছবিটি পেলে বল দিকি?

কল। লবঙ্গিকা মন্দারিকাকে দিয়েছিল—আমি তার কাছ থেকে পেয়েছি।

মক। মাধবের চিত্রে মালতীর কি প্রয়োজন, সে কথা মন্দারিকা কি কিছু বল্লে?

কল। প্রয়োজন উৎকণ্ঠা দূর করা।

মক। সখা মাধব! এখন তবে তুমি নিশ্চিন্ত হও।

সুজন্মা সে কুল-বালা

তব নেত্র-জ্যোছনা-অমিয়

তুমিও তাহার যে গো

বাসনার ধন—অতি প্রিয়।

মিলন হইবে দোঁহে

নাহি তাহে সন্দেহের লেশ,

বিধি ও মদন যেথা

করিছেন উদ্যোগ বিশেষ।

যার জন্য তোমার এরূপ দশা উপস্থিত, সেই মালতীর রূপ নিশ্চয়ই দেখবার জিনিস। তা সখা, মালতীর একটা ছবি এঁকে আমাকে দেখাও না।

মাধ। আচ্ছা, এঁকে দেখাচ্ছি। দেখ, চিত্রের উপকরণ সব এখানে নিয়ে এসো তো।

(মকরন্দের আনয়ন)

মাধ। দেখ সখা মকরন্দ!

অশ্রুর প্রবাহ বহি',

বারম্বার দৃষ্টি মোর আচ্ছাদিত

নিরন্তর ধ্যানে তার

জড়িমা-জড়িত চিত—শরীর [illegible]

স্বেদ ঝরে অনিবার,

কাঁপে দেহ থর থর, অঙ্গুলী চঞ্চল,

কর লগ্ন চিত্রপটে,

না পারে চিত্রেতে তবু, কি করি তা বল।

আচ্ছা, তবু একবার চেষ্টা ক'রে দেখি।

(অনেকক্ষণ ধরিয়া আঁকিয়া পরে প্রদর্শন)

মক। (দেখিয়া) হাঁ, এ তোমার ভালবাসার উপযুক্ত পাত্র বটে। (সকৌতুকে) কি আশ্চর্য্য! এত অল্প সময়ের মধ্যে চিত্র রচনা ক'রে আবার একটা শ্লোকও লিখেছ যে? (পাঠ করণ)

নব-ইন্দুকলা-আদি আছে দ্রব্য প্রকৃতি-মধুর

উন্মাদক আরো কত পদার্থ প্রচুর।

সে নেত্র জ্যোছনা হেরি মনে নাহি ধরে এই মন

সেই মোর একমাত্র নেত্রের বিষয়—মহোৎসব।

(মন্দারিকা সত্বর প্রবেশ করিয়া)

মন্দা। (কলহংসের প্রতি) তোমার পিছনে পিছনে এসে, দেখ কেমন তোমাকে ধ'রে ফেলেছি।

(মাধব ও মকরন্দকে দেখিয়া লজ্জায়)

ও মা কি হবে! ওঁরা এখানে আছেন যে!

(অগ্রসর হইয়া প্রণাম করণ)

উভয়ে। এসো মন্দারিকা, বোসো।

মন্দা। (বসিয়া) কলহংস! আমার সেই চিত্রপটখানি দেও তো।

কল। (গ্রহণ করিয়া) এই লও।

মন্দা। (দেখিয়া) ও মা! মালতীর ছবি আবার কে আঁক্‌লে? কেনই বা আঁক্‌লে?

কল। মালতী যাঁর ছবি এঁকেছেন, তিনিই আবার এইটি এঁকেছেন।—আর সেও একই অভিপ্রায়ে।

মন্দা। (সহর্ষে) আহা! বিধাতার চিত্রবিদ্যা এইবার সার্থক হ'ল।

মক। এই বিষয় কলহংস যা বলছে তা ঠিক?

মন্দা। হাঁ মহাশয়— তাই বটে।

মক। আচ্ছা, মালতী প্রথমে কোথায় মাধবকে দেখেছিল বল দিকি?

মন্দা। লবঙ্গিকা বলে, বাতায়ন হতে।

মক। হাঁ, আমরা অমাত্য-ভবনের সম্মুখস্থ পথ দিয়ে যাতায়াত করতেম বটে। এখন সব বুঝতে পারছি, সখা।

মন্দা। আপনাদের যদি অনুমতি হয় তো, ভগবান অনঙ্গদেবের এই সব ব্যাপার লবঙ্গিকাকে বলি গিয়ে।

কল। —বলবার এই তো ঠিক সময়।

[চিত্রপট লইয়া মন্দারিকার প্রস্থান।

মক। সখা, এখন মধ্যাহ্ন—সূর্য্যের তাপ প্রখর হয়ে উঠেছে। এসো, এখন গৃহে যাওয়া যাক্।

(উঠিয়া পরিক্রমণ)

মাধ। হাঁ আমারও তাই মত।

গণিকা দাসীর দল
প্রাতে চারু পত্র-লেখা রচে নিজ গালে,
মধ্যাহ্নের খর তাপে
কপোল-কুসুম ধৌত হয় ঘর্ম্ম-জালে।
কুন্দ-মকরন্দ-গন্ধ
তার বন্ধু সহচর তুমি সমীরণ,
চঞ্চল-নয়না বালা
নতাঙ্গীরে গিয়া তুমি কর আলিঙ্গন।
সে অঙ্গ-পরশ-সুধা বহি' আনি রঙ্গে
বুলাও সে হস্ত তব মোর প্রতি অঙ্গে।

মক।

মাধব সখা যে মোর সুকুমার-কায়,
অবাধে মদন তারে দহিতেছে হায়!
সহসা এ কি রে তাঁর দারুণ বিকার,
করি-জ্বর সম নাহি কোন প্রতিকার।

এখন দেখছি, কামন্দকীই আমাদের একমাত্র ভরসাস্থল।

মাধ। (স্বগত)

আশ্চর্য্য!

সেই মূর্ত্তি হেরি আমি
হেথা হোথা সম্মুখে পশ্চাতে,
অন্তরে বাহিরে সে যে
চারিদিকে ফেরে সাথে সাথে।
কনক-কমল-নিভ
কিবা সেই আনন বিরাজে,
অপাঙ্গে নেহারে কিবা
অভিভূতা অনুরাগ-লাজে।

(প্রকাশ্যে)

সখা! আমার এখন কি হয়েছে জানো?—

দারুণ দহনে দহে অঙ্গ সমুদয়,
মহা মোহে সমাচ্ছন্ন ইন্দ্রিয়-নিচয়,
মদন-বাসনা-ভরে অস্থির পরাণ
জ্বলে চিত অবিরত—সেই মাত্র ধ্যান॥

ইতি বকুল-বীথি নামক প্রথম অঙ্ক।

দ্বিতীয় অঙ্ক

দৃশ্য।—মালতীর গৃহ।

(দুই জন দাসীর প্রবেশ)

প্রথম। সঙ্গীত-শালার ওখানে দাঁড়িয়ে তুই অবলোকিতার সঙ্গে কি কথা কচ্ছিলি লা?

দ্বিতীয়। দেখ সই, সেই মাধবের প্রিয়সখা মকরন্দ, মদনোদ্যানের সমস্ত বৃত্তান্ত ভগবতী কামন্দকীর কাছে বলেছেন।

প্র। তার পর?

দ্বি। তার পর, আমাদের দিদিঠাকরুণকে ভগবতীর দেখবার ইচ্ছে হওয়ায়, তাঁকে বলে-কোয়ে আন্‌বার জন্য তাঁর কাছে অবলোকিতাকে পাঠিয়েছিলেন। আমি অবলোকিতাকে বল্লুম, এখন দিদিঠাকরুণের কাছে শুধু লবঙ্গিকা আছে, আর কেউ নেই।

প্র। ওলো! লবঙ্গিকা যে মদনোদ্যানে বকুলফুল তুল্‌ছিল, সেখান থেকে সে কি ফিরে এসেছে?—তার সঙ্গে কি তোর দেখা হয়েছে?

দ্বি। দেখা হয়েছে বৈ কি! সে ফিরে আসবামাত্রই তার হাতটি ধরে দিদিঠাকরুণ তাকে উপরের বারন্দায় নিয়ে গেলেন। আর সেখানে অন্য লোকজনকে আসতে বারণ ক'রে দিলেন।

প্র। তবে নিশ্চয় এখন তিনি সেই পুরুষটির কথাবার্ত্তা পেড়ে প্রাণের জ্বালা জুড়োচ্ছেন।

দ্বি। (নিশ্বাস ফেলিয়া) কিন্তু সই! এখন কি কোন সান্ত্বনা মানে? আজ আবার তাতে দুজনে ভাল ক'রে চাক্ষুষ হয়ে গেছে, এতে এই আসক্তিটা যতদূর বাড়বার তা বাড়বে। এ দিকে আবার মহারাজ নন্দনের সঙ্গে দিদিঠাকরুণের বিবাহের যে প্রস্তাব ক'রে পাঠিয়েছিলেন, সে বিষয়েও মন্ত্রী মহাশয় নাকি মত দিয়েছেন।

প্র। মন্ত্রী মহাশয় কি বল্লেন?

ঘি। তিনি বল্লেন, "মহারাজই নিজ কন্যার প্রভু।" এখন দেখ্‌চি মাধবের উপর দিদিঠাকরুণের যে ভালবাসা পড়েছে, সে ভালবাসা চিরকাল শেলের মত তাঁর মনে বিঁধতে থাক্‌বে—না ম'লে আর যাবে না।

প্র। দেখা যাক্‌ এখন ভগবতী কি করেন—তিনি যে ভগবতী, তাঁর সেই ক্ষমতার এখন কি কিছু পরিচয় দেবেন না?

ঘি। ও সব মিছে আশা কেন করিস্‌ বল্‌ দিকি—চল্‌ এখন যাওয়া যাক্‌।

[উভয়ের প্রস্থান।

ইতি প্রবেশক।

দৃশ্য—অলিন্দের উপর।

লবঙ্গিকার সহিত মালতী বিষণ্ণভাবে আসীনা।

মালতী। হুঁ। সখি, তার পর—তার পর?

লব। তার পর, তিনি এই বকুলের মালা ছড়াটি আমাকে দিলেন।

(মালা প্রদান)

মাল।—(গ্রহণ করিয়া সহর্ষে নিরীক্ষণ করিয়া) সখি! একপাশের গাঁথুনিটা একটু অসমান হয়েছে।

লব। যদি কিছু খারাপ গাঁথুনি হয়ে থাকে, সে তো তোমারই দোষে।

মাল। কেন বল দিকি?

লব। সেই দুর্ব্বাদলশ্যাম সুন্দর পুরুষটির মন তুমিই তো বিচলিত ক'রে দিয়েছিলে।

মাল। প্রিয়সখি লবঙ্গিকে! কেবল লোককে আশ্বাস দেওয়াই তোমার স্বভাব দেখ্‌ছি।

লব। সখি! এতে আমার আশ্বাস দেবার স্বভাব কি দেখ্‌লে? আমি তোমায় নিশ্চয় করে বলছি, প্রথমে যখন তিনি মালা গাঁথতে আরম্ভ করেন, তখন তাঁর দৃষ্টি মালার পরেই ছিল, কিন্তু তোমাকে দেখে আর দৃষ্টি স্থির রাখতে পারলেন না। সুমন্দ-মারুত-কম্পিত প্রফুল্ল পদ্মের মত তাঁর সেই বিস্ময়-স্তিমিত অপাঙ্গ-বিস্তৃত দীর্ঘ নেত্র, মালা থেকে চ'লে গিয়ে তোমার মুখের পানে আকৃষ্ট হ'ল, আর মদনের ধনুর মত তাঁর সেই ভুরু দুটি বিভ্রম-বিলাসে যেন নৃত্য করতে লাগল।

মাল। (লবঙ্গিকাকে আলিঙ্গন করিয়া) সখি তাঁর সঙ্গে আমাদের মুহূর্ত্তের দেখা বৈ তো নয় তাই ভাবছি, সেই সুন্দর পুরুষটির চোখে হাবভাবগুলি স্বাভাবিক, না তুমি যা মনে কর তাই?

লব। (হাসিয়া) তুমিও যে সেই সময়ে বিনা-সঙ্গীতে নেচে উঠেছিলে, সেও তবে তোমার পক্ষে স্বাভাবিক—না?

মাল। (সলজ্জে) হুঁ। তার পর—তার পর?

লব। তার পর, উৎসব ভেঙ্গে যাত্রিদল চ'লে গেলে আমি মন্দারিকার বাড়ী গেলেম—গিয়ে প্রভাতে সেই চিত্রটি তার হাতে দিলেম।

মাল। তার হাতে দিলে কেন?

লব। মাধবের অনুচর কলহংস মন্দারিকাকে ভাল-বাসে, সুতরাং মাধবকে সে নিশ্চয়ই দেখাবে—এই অভিপ্রায়ে। আমরা যা ভেবেছিলেম, তাই হয়েছে—মন্দারিকা কলহংসকে বাস্তবিকই সেই চিত্রটি দেখিয়েছে।

মাল। (স্বগত) আর কলহংসও নিশ্চয় তার প্রভুকে সেটি দেখিয়েছে, (প্রকাশ্যে) সখি! এখন আর কোন সু-খবর আছে কি?

লব। আছে বৈ কি—যিনি নিজেও কষ্ট পাচ্ছেন, আর তোমাকেও কষ্ট দিচ্ছেন; আর, যার জন্য দুর্লভ-জনে আসক্ত হ'য়ে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ কচ্ছে, সেই মাধব শুধু ক্ষণিক সান্ত্বনার আশায়, দেখ তোমার এই চিত্রটি এঁকেছেন।

(চিত্র প্রদর্শন)

মাল। (সহর্ষে উচ্ছ্বাস-সহকারে চিত্র নিরীক্ষণ করত) না—এখনও আমার মনে বিশ্বাস হচ্ছে না। এই চিত্রটিতে যে তাঁর সান্ত্বনা হয়, এ কেবল তাঁর ছলনার কথা। ভাল, এ অক্ষর-গুলি কিসের? ("নব ইন্দুকলা" আদি পূর্ব্বোক্ত শ্লোকটি পাঠ করিয়া আনন্দে) আহা মাধব! তোমার যেমন সুন্দর আকৃতি, তেমনি তোমার রচনাও মধুর। কিন্তু তোমার দর্শন সে সময়ে সুখের হলেও পরিণামে এখন অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেই কুমারীরাই ভাগ্যবতী, যে তোমাকে কখন দেখে নি, কিম্বা দেখেও যারা নিজের মনকে বশে রাখতে পেরেছে। (ক্রন্দন)

লব। কি! সখি! এতেও তোমার মন প্রবোধ মান্‌ছে না?

মাল। সখি, কি ক'রে মানবে বল।

লব। সখি, যার জন্ত তুমি ছিন্ন-বৃন্ত অশোক-পল্লবের মত—নব-মল্লিকা-কুসুমের মত ম্রিয়মাণা, তিনিও ভগবান্ কন্দর্প হ'তে দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করছেন।

মাল। তিনি সুখে থাকুন। কিন্তু আমার সুখশান্তি জন্মের মত বিদায় হয়েছে, আমাকে সান্ত্বনা করা তোমাদের শুধু পণ্ডশ্রম মাত্র—বিশেষতঃ আজকে সখি।

এ দারুণ মনোব্যথা
সুতীব্র বিষের মত দেহেতে সঞ্চার,
কিম্বা যেন উদ্দীপিত
নির্ধূম-অনল-শিখা জ্বলে অনিবার।
প্রবল জ্বরের ন্যায়
প্রতি অঙ্গ করি' ক্ষয় দহিতেছে দেহ,
না তুমি, না পিতামাতা
আমারে করিতে রক্ষা পারিবে না কেহ॥

লব। সজ্জনদের মিলনেই সুখ, আর বিচ্ছেদেই অসহ্য যন্ত্রণা চিরকালই হয়ে থাকে। তা ছাড়া, যে পূর্ণিমার চাঁদকে বাতায়ন হ'তে মুহূর্তের জন্ত দেখেই তখন মদন-জ্বালায় দগ্ধ হয়েছিলে—এমন কি, জীবন পর্য্যন্ত সংশয় হয়েছিল—আজ তাঁর পূর্ণ দর্শন পেয়ে কোথায় সুখী হবে, না আরও দুঃখ করছ?—এর কি উত্তর দেবে বল দিকি? গভীরতম অনুরাগের দুর্লভ আকাঙ্ক্ষা যদি তুল্য-কুলোদ্ভব প্রিয়জনের সমাগমে চরিতার্থ হয়, তার চেয়ে এ পৃথিবীতে সুখের বিষয় আর কি আছে?—এ কথা আমাদের বিলক্ষণ জানা আছে সখি।

মাল। মালতীকে তুমি খুব ভালবাস বটে, কিন্তু যাও সখি, ওরূপ দুঃসাহসের পরামর্শ আমাকে আর দিও না। কিন্তু না—আমিই অপরাধী। যতই আমি তাঁকে দেখ্‌তে লাগ্‌লেম, ততই আমার ধৈর্য্য চ'লে গেল, তখন লঘু-চিত্তের মত আমি আর মনের সংযম রাখতে পারলেম না। কিন্তু এখন যাই হোক্ না কেন—

জ্বলুক গগন-তলে
পূর্ণকলা শশধর প্রতি নিশি নিশি,
দহুক মদন হৃদি,
কি আর করিবে বল মরণের বেশি।
দূষি না পিতামাতায়,
দূষি না অমল কুল-মানে,
দূষি শুধু আপনারে,
দূষি শুধু এ ছার পরাণে।

লব। (স্বগত) এখন এর উপায় কি?

(নেপথ্য হইতে প্রতীহারীর অর্দ্ধ-প্রবেশ)

প্রতী। ভগবতী কামন্দকী এসেছেন।

উভয়ে। ভগবতীর কি জন্ত আগমন?

প্রতী। ঠাকুরাণীর সহিত সাক্ষাৎ করতে এসেছেন।

উভয়ে। তাঁকে এখনি নিয়ে এসো।

[প্রতীহারীর প্রস্থান।

মালতী। (চিত্রপট গোপন করিয়া)

লব। (স্বগত) ঠিক্ সময়ে এসেছেন। আমি যা চাচ্ছিলেম, তাই হয়েছে।

কাম। (স্বগত) সাধু ভূরিবসু সাধু! তুমি যে বলেছ, "মহারাজ নিজ কন্যার প্রভু" এ কথা উভয় পক্ষেই খাটে। এর এক অর্থ এই —"মহারাজ! মালতী আপনার নিজের কন্যা-সদৃশ, আপনিই তার প্রভু" আর এক অর্থ এই হতে পারে—"মহারাজ! আপনি নিজ-কন্যারই প্রভু—অন্যের উপর আপনার অধিকার নাই।"—যা হোক, এতে স্পষ্ট কোন কথা দেওয়া হয় নি। তা ছাড়া আজ মদনোদ্যানের যে বৃত্তান্ত শোনা গেল, তাতে তো বোধ হয় বিধাতাও অনুকূল হয়েছেন। এ দিকে আবার, বকুলফুলের মালা ও চিত্র-পটের ব্যাপারটা প্রণয়-কৌতুহল খুব উত্তেজিত ক'রে তুলেছে। আর, বিবাহ-অনুষ্ঠানে পরস্পরের অনুরাগই তো পরম কল্যাণের হেতু এবং অঙ্গিরস ঋষিও বলেছেন—"যে স্থলে বাক্য, মন ও চক্ষু এক-সূত্রে বদ্ধ, সে স্থলেই সিদ্ধিলাভ।"

লব। ইনিই মালতী।

কাম। (নিরীক্ষণ করিয়া)

অতিমাত্র কৃশ তনু
সরস কদলী-গর্ভ সমান সুন্দর,
মনোহর শশাঙ্কের
কলা-শেষ মূর্ত্তিখানি নেত্রানন্দকর।

মদন-দহন-দাহে
দারুণ বিধুরা দশা ঘটেছে ইহার,
মুখ-খানি হেরি এঁর
হরষ-বিষাদ চিতে আসে একাধার।
পাণ্ডুর পাংশুল বর্ণ কপোল আনন,
তাহাতে হয়েছে আরো সুন্দর শোভন।
সুন্দর জনেরই পরে মদন-প্রভাব,
—ললিত মদন-বিধি করে জয় লাভ।
অথবা বোধ হয় ইনি কল্পনার মূর্ত্তি রচনা ক'রে নিয়ত প্রিয়-সমাগম সম্ভোগ করেন। তাই এঁর
স্খলিত বসন-গ্রন্থি, অধর-স্পন্দন,
অবসন্ন বাহু দুটি, স্বেদ-নিঃসরণ,
মধুর নয়ন-তারা স্নিগ্ধ আকুঞ্চিত,
অচল অলস তনু, স্তন বিকম্পিত,
গণ্ডস্থলে মুহুর্মুহু পুলক রচনা,
ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছা, ক্ষণে লভেন চেতনা।

(সম্মুখে অগ্রসর হইয়া)

লব। (মালতীকে ঠেলিয়া) মালতি! এই দিকে।

(উভয়ের উত্থান)

মালতী। ভগবতি! প্রণাম।

কাম। মহাভাগে! তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হোক।

লব। ভগবতি! এই আসনে বসুন।

(সকলে উপবেশন)

মাল। ভগবতীর সমস্ত কুশল তো?

কাম। (নিশ্বাস ফেলিয়া) হাঁ, কুশল বৈ কি।

লব। (স্বগত) এই দীর্ঘ নিশ্বাসটি আমাদের কপট-নাটকের প্রস্তাবনা-স্বরূপ হ'ল। (প্রকাশ্যে) ভগবতি! তোমার অশ্রুজলে কণ্ঠরোধ হয়ে আস্‌ছে —ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পড়্‌ছে—অথচ তুমি বল্লে "কুশল বৈ কি"—এ কথার সঙ্গে এ সবের তো মিল হচ্ছে না। আপনার এই উদ্বেগের কারণটা কি বলুন দিকি।

কাম। সে কথা আমার এই সন্ন্যাসী বেশের অযোগ্য।

লব। সে কিরূপ?

কাম। তুমি কি তা জান না? (মালতীকে লক্ষ্য করিয়া)

মদনের বিজয়াস্ত্র
মদন-বিলাসক্ষেত্র ও হেন শরীর
অনুচিত বরে দান
শোচনীয় অতি—ব্যর্থ রূপ সুন্দরীর।

(মালতীর চিত্ত-বিভ্রমের অভিনয়)

লব। তাই বটে। মন্ত্রিবর রাজার অনুরো[ধে] নন্দনের হস্তে মালতীকে সমর্পণ করবেন[,] লোকে ভারি নিন্দে করছে।

মাল। (স্বগত) কি! পিতা আমাকে রাজার[?] সমর্পণ করবেন?

কাম। আশ্চর্য্য!

পাত্রদের গুণাগুণ
কিছুমাত্র না করি গণনা
এ কার্য্যে প্রবৃত্ত তিনি
কি ক'রে গো হলেন বল না?
কোথায় বাৎসল্য তাঁর?
শুধু এই অভিসন্ধি মনে
মিত্রতা হইবে কিসে
কন্যাদানে নৃপ-মিত্র সনে।

মাল। (স্বগত) রাজার আরাধনাই পিতার কা[ছে] গুরুতর হ'ল, আর মালতী তাঁর কেউই ন[য়]।

লব। ভগবতী যা আজ্ঞা করছেন, তাই ঠিক। নৈ[লে] অমন কদাকার বুড়ো বরের হাতে কি মন্ত্রী মশ[ায়] তোমাকে সঁপে দিতে পারতেন?—একটুকু[ও] কি বিবেচনা করতেন না?

মাল। হা! কি সর্ব্বনাশ! এ কি বিষম বজ্রাঘাত[!]

লব। (কামন্দকীর প্রতি) ভগবতি! অনুগ্রহ ক'[রে] এই জীবন-মৃত্যু হতে প্রিয়সখীকে রক্ষা কর[ুন]। এঁকে আপনার কন্যা বলেই জানবেন।

কাম। দেখ সরলে! আমি এঁর কি উপকা[র] করতে পারি বল? পিতা ও দৈবই কুমারীদে[র] একমাত্র হর্ত্তা-কর্ত্তা। তবে, আখ্যান-বেত্তা[রা] বলেন বটে, কৌশিক-বংশের শকুন্তলা দুষ্মন্তে[র] প্রতি এবং অপ্সরা উর্ব্বশী পুরূরবার প্র[তি] আসক্ত হয়েছিলেন। আর, বাসবদত্তা পিতৃদত্ত পাত্র সঞ্জয়কে ছেড়ে উদয়নকে আত্মদান করে ছিলেন। কিন্তু এরূপ দুঃসাহসিক কার্য্য করতে কাকেও উপদেশ দেওয়া যেতে পারে না।

সুখী হোন্ মন্ত্রিবর
রাজ-প্রিয়-সুহৃদেরে নিজ কন্যা দিয়া,
রাহু-গ্রস্ত শশী সম
করুন মালতী সেই পুরুষেরে বিয়া।

মাল। (সজল-নয়নে স্বগত) হা তাত! তুমিও আমার প্রতি এইরূপ হলে?—এ পৃথিবীতে দেখছি ভোগতৃষ্ণারই জয়!

লব। ভগবতি, বড় বিলম্ব হয়ে যাচ্ছে। আমি আপনাকে নিশ্চয় ক'রে বল্‌ছি, মাধবের শরীর আজ বড়ই অসুস্থ।

কাম। বৎসে, এখন তবে বিদায় হই।

লব। (মালতীর প্রতি জনান্তিকে) সখি মালতি! এই সময়ে ভগবতীর কাছে থেকে তাঁর কুলের বৃত্তান্তটা জানা যাক্ না কেন।

মাল। (জনান্তিকে) সখি! আমিও তাই জান্‌বার জন্য উৎসুক।

লব। (প্রকাশ্যে) ভগবতি! যে মাধবের উপর আপনার এত স্নেহ, সে মাধবটি কে বলুন দিকি?

কাম। সে অনেক কথা। এখন তা বল্‌বার নয়।

লব। অনুগ্রহ ক'রে বলুন না ভগবতি!

কাম। আচ্ছা, তবে বলি শোনো। বিদর্ভাধিপতির সমগ্র রাজ্যভার-ধারী নীতি-চক্র-চূড়ামণি দেবরাত নামে একজন অমাত্য আছেন। সেই মহাত্মা, কৃততীর্থ, পুণ্যমহিম মহাত্মা যে কিরূপ ব্যক্তি, তা তোমার পিতা বিলক্ষণ জান্‌তেন। তা ছাড়া—

দিগন্ত-বিস্তৃত তাঁর শুভ্র যশোমান,
সতেজ পুণ্যের তিনি পূর্ণ লীলাস্থান।
অবিদিত মহিমার পুণ্য নিকেতন,
কোথায় এ ধরা-মাঝে সম্ভব তেমন?

মাল। সখি! ভগবতী যাঁর নাম করলেন, পিতাও তাঁর কথা সর্ব্বদাই বলেন।

লব। সখি! সে সময়কার লোকের মুখে শুনেছি, তাঁরা দুজনে একত্রে বিদ্যাশিক্ষা করতেন।

কাম। সে উদয়-গিরি হতে
নয়ন-আনন্দকর এই নব-চন্দ্রের উদয়,
পরকাশে গুণজ্যোতি
এই জগতের মাঝে—কলাবান্ সুশ্রী অতিশয়।

লব। (জনান্তিকে) সখি, উনি কি মাধবের কথা বল্‌ছেন?

কাম। বিদ্যার আধার তিনি, শিশুকালে গৃহ
তেয়াগিয়া
আইলেন এই স্থানে শুধু বিদ্যা শিক্ষার
লাগিয়া।
শরচ্চন্দ্র-সম কিবা সুমধুর রূপ,
—দেখিবারে পুরনারী সতত উৎসুক।
ছুটিত তাদের নেত্র তরল কটাক্ষে
পঙ্কজ ফুটায়ে তুলি প্রত্যেক গবাক্ষে।

এখন তিনি এইখানে তাঁর বাল্য-সুহৃদ্ মকরন্দের সহিত ন্যায়-শাস্ত্র অধ্যয়ন করছেন—তাঁর নাম মাধব।

মাল। (সানন্দে জনান্তিকে) শুনলে সখি?

লব। সখি! মহাসমুদ্র ছাড়া পরিজাতের আর কোথায় উৎপত্তি হ'তে পারে বল?

(নেপথ্যে শঙ্খধ্বনি)

কাম। ওহো, সময় চ'লে যাচ্ছে।
সৌধভূমি-নিকুঞ্জের
নিবিড়তা হ'ল যেন আরো ঘনীভূত,
চক্রবাক্ চক্রবাকী
প্রথমে বিরহ-দুঃখে ছিল অভিভূত।
হইলে মিলন পরে
সুরতের শ্রমে হল নিদ্রায় বিভোর,
হেনকালে সান্ধ্য-শঙ্খ
কাঁপাইয়া কুঞ্জবন নিনাদিল ঘোর।
সেই ধ্বনি বিচরিছে শূন্য নভস্থলে
নিদ্রা হ'তে জাগাইয়া বিহঙ্গ-যুগলে।
তবে এখন আমরা উঠি।

(উত্থান)

মাল। (স্বগত) পিতা আমাকে রাজার নিকট উপহার দেবেন—রাজারাধনাই পিতার নিকট গুরুতর হ'ল—আর মালতী তাঁর কেউ নয়? (সাশ্রুলোচনে) পিতা, তুমিও আমার প্রতি এইরূপ হলে?—এ পৃথিবীতে দেখছি ভোগ-তৃষ্ণারই জয়। (আনন্দে) প্রিয়সখী আবার বল্লেন, "তিনি মহাকুলোদ্ভব—মহাসাগর ছাড়া পারিজাতের আর কোথায় উৎপত্তি হ'তে পারে" —হা! আবার কি তাঁকে দেখতে পাব?

লব। অবলোকিতা! এই দিকে এসো—এই সিঁড়ি দিয়ে নামো।

কাম। (স্বগত) সাধু! আমি উদাসীনের ভাব দেখিয়ে দূতীর কাজ তো একরকম বেশ সমাধা করলেম—আমার মনের ভারও অনেকটা লাঘব হ'ল।

জন্মেছে বালার দ্বেষ
নন্দনের পরে, আর ঘৃণা নিজ জনকের প্রতি,
পূর্ব্ব-দৃষ্টান্তের ছলে
দেখাইয়া দেছি ওরে ঠারে-ঠোরে কার্য্যের পদ্ধতি।
কুল-শীল—সে বিষয়ে
করিয়াছি বিধিমতে বাছাটির মাহাত্ম্য কীর্ত্তন,
মিলন বিধির হাতে
দৈবের নির্ব্বন্ধ যাহা এবে তাহা হবে সংঘটন।

ইতি ধবল-গৃহ নামক দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।

তৃতীয় অঙ্ক

দৃশ্য—কামন্দকীর গৃহ

(বুদ্ধ-রক্ষিতার প্রবেশ)

বুদ্ধ। (পরিক্রমণ ও আকাশের দিকে লক্ষ্য করিয়া) অবলোকিতা! ভগবতী কোথায় আছেন বল্‌তে পার?

(অবলোকিতার প্রবেশ)

অব। বুদ্ধরক্ষিতা! এ তুমি কি জান না, আজ-কাল ভগবতী ভিক্ষার সময় হলেও ভিক্ষা করতে যান না—সময় অসময় মানেন না, অষ্ট-প্রহর মালতীর সঙ্গে সঙ্গেই থাকেন?

বুদ্ধ। হুঁ। ভাল, তুমি কোথায় গিয়েছিলে বল দিকি?

অব। ভগবতী আমাকে মাধবের কাছে পাঠিয়েছিলেন, আর এই কথা তাঁকে বল্‌তে বলেছিলেন যে, শঙ্কর-মন্দিরের "কুসুমাকর" উদ্যানে যে কুরুবক গাছের কুঞ্জ আছে, তারই শেষ-ভাগে রক্ত-অশোকের বন—সেই বনে গিয়ে তুমি অপেক্ষা করবে।"

বুদ্ধ। মাধবকে সেখানে পাঠালেন কেন?

অব। আজ কৃষ্ণ-চতুর্দ্দশী; তাই আজ মালতীর সঙ্গে শঙ্কর-মন্দিরে যাবেন। আর সৌভাগ্য-বৃদ্ধির জন্য মালতী আজ লবঙ্গিকাকে সঙ্গে ক'রে পূজার ফুল স্বহস্তে তুলবেন, ভগবতীও সেই উপলক্ষে মালতীকে "কুসুমাকর" উদ্যানে নিয়ে আসবেন। তার পর, এই সুযোগে পরস্পরের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হবে। ভাল, তুমি কোথায় যাচ্ছ বল দিকি?

বুদ্ধ। আমার প্রিয়সখী মদয়ন্তিকা শঙ্কর-মন্দিরে গেছেন; আমাকেও সেখানে যেতে বলেছেন এখন আমি ভগবতীকে প্রণাম ক'রে সেইখানেই যাচ্ছি।

অব। ভগবতী তোমাকে যে কার্য্যে নিযুক্ত করেছেন তার কি হ'ল?

বুদ্ধ। আমি ভগবতীর আদেশক্রমে, এ কথা সে কথা পেড়ে, "তিনি এমন, তিনি তেমন" এইরূপ নানা কথা ব'লে মকরন্দের প্রতি মদয়ন্তিকার অনুরাগ জন্মে দিয়েছি। তাই, মদয়ন্তিকারও ইচ্ছা, মকরন্দকে আজ দেখেন।

অব। সাধু বুদ্ধরক্ষিতা সাধু!

বুদ্ধ। এসো, আমরা এখন যাই।

[পরিক্রমণ করিয়া প্রস্থান।

ইতি প্রবেশক

দৃশ্য—শঙ্কর-মন্দিরের উদ্যান

(কামন্দকীর প্রবেশ)

কাম।—
মালতী-বিনয়-নম্র,
নানাবিধ করিয়া উপায়
লভেছি বিশ্বাস তার
সখীসম সেবা-শুশ্রূষায়।
বিমনা বিরহে মম,
প্রসন্না সে মম-সন্নিধানে,
গুপ্ত কথা কহে মোরে,
তোষে কত উপহার-দানে।
সঙ্গে সঙ্গে ফেরে সদা,
গমনের কালে ধরে জড়াইয়া গলে,
আটকি আটকি রাখে,
দিব্য দিয়া পুন মোরে আসিবারে বলে।
আর একটি ব্যাপারেও বিলক্ষণ আশার সঞ্চার হয়:—
শকুন্তলা প্রভৃতির ইতিহাস
বলিলাম কথার প্রসঙ্গে,
শুনিয়া সে কথা মোর
বসিল অমনি আসি আমার উৎসঙ্গে।
বসিয়া বসিয়া কোলে হয়ে আন-মনা
চিন্তায় মগনা হল স্তিমিত-নয়না॥

এর পরে যা কিছু করবার আছে, সে সমস্ত আজ মাধবের সম্মুখে করতে হবে।

(নেপথ্যাভিমুখে) এই দিকে বৎসে—এই দিকে!

(মালতী ও লবঙ্গিকার প্রবেশ)

মাল। (স্বগত) পিতা আমাকে রাজার হস্তে সমর্পণ করবেন? রাজারাধনাই পিতার সর্ব্বস্ব হল, আর মালতী তাঁর কেউই নয়? পিতা! আমার প্রতি তোমার এইরূপ ব্যবহার?—তবে দেখছি পৃথিবীতে ভোগ-তৃষ্ণারই জয়। প্রিয়সখী আবার বল্লেন, "মহৎ-বংশে তাঁর জন্ম। মহাসাগর ছাড়া পারিজাতের আর কোথায় উৎপত্তি হতে পারে?"

লব। সখি!

"কুসুমাকর"-উদ্যান হ'তে হের সুমন্দ অনিল
তোমায় করিছে আলিঙ্গন; আহা! মরাল-গমনে
স্খলিত-চরণে চলিয়া তবু ও-চন্দ্রবদনে
দেখা দেছে স্বেদ-বিন্দু; মন্দানিল চুম্বিয়া তাহায়
ক'রেছে চন্দন-শীতল;—হের সহকার-শাখে
মধুর মঞ্জরী করি' কবলিত, কত কেলিকল
কোকিল-কুল করিছে কোলাহল আকুল হইয়া।
তাহাদের কলরবে অলিকুল হইয়া উড্ডীন
বসে গিয়া চম্পক-শাখায়;—মৃদু পরশে তাহার
বিকসিত-দল কুসুম-চম্পক সুগন্ধ বিলায়।
এস সখি, আমরা এই উদ্যানে প্রবেশ করি।

(মাধবের প্রবেশ ও অলক্ষিতভাবে অবলোকন)

মাধব। (সহর্ষে) এই যে, ভগবতী কামন্দকী এসেছেন।

তাপ-দগ্ধ শিখীর নয়নে
বর্ষণের পূর্ব্বে যথা অগ্রদূত বিদ্যুৎ-প্রকাশ,
—আইলেন ভগবতী;
এবে আসিবেন প্রিয়া—চিত্তে হেন হতেছে আশ্বাস।
(দেখিয়া) এই যে! লবঙ্গিকার সঙ্গে মালতীও এসেছেন যে!
কি আশ্চর্য্য! হেরি ওই
অমল মধুর মুখ চন্দ্র-বিনিন্দিত
মুহূর্ত্তের মাঝে মোর
হৃদয় হইল মুগ্ধ জাড়িমা-জড়িত।
চন্দ্রকান্ত মণি যথা
মহীধরে দ্রব করে জ্যোতি-বরিষণে
এ হৃদি পাষাণ মোর
বিগলিত হল আজি হেরি চন্দ্রাননে।
এখন মালতীকে যেন আরও সুন্দর দেখাচ্ছে।
ললিত চম্পক-বাস, ললিত অঙ্গ-বিলাস,
অলস-মাধুরী হেরি মুগ্ধ মন প্রাণ;
প্রেমানল উঠে জ্ব'লে হৃদি মাতাইয়া তোলে,
কৃতার্থ হইল আজি এ মোর নয়ান।

মাল। এসো সখি, আমরা এই কুরুবক-নিকুঞ্জে গিয়ে ফুল তুলি গে।

লব। আচ্ছা চল। (পুষ্প চয়ন)

মাধব।—

শুনিয়া প্রিয়ার এই প্রথম বচন
প্রতি অঙ্গে হল মোর পুলক-স্ফুরণ।
নবমেঘ-বরিষণে কদম্ব-মুকুল
সহসা হয় গো যথা কন্টক-আকুল।
ভগবতীর কি আশ্চর্য্য কৌশল!

মাল। এসো সখি, ঐ দিকে গিয়ে আরও কতকগুলি ফুল তুলিগে।

কাম। (মালতীকে আলিঙ্গন করিয়া) বাছা, তুমি বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছ, একটু বিশ্রাম কর।

স্খলিত বচন তব,
অঙ্গে অঙ্গ পড়িছে ঢলিয়া।
মুখচন্দ্র উদ্ভাসিত,
স্বেদ-বিন্দু পড়িছে ঝরিয়া।
নেত্র আধো-মুকুলিত,
মনে হয় দেখে তব দশা
—হেরি যেন প্রিয়জনে,
তাঁর মত তুমিও বিবশা।

মালতী। (লজ্জিতা)

লব। ভগবতী কথাটি বড় সুন্দর বলেছেন।—"হেরি' যেন প্রিয়জনে, তাঁর মত তুমিও বিবশা!"

মাধ। আহা! পরিহাসটি কি হৃদয়গ্রাহী!

কাম। আচ্ছা, বোসো তবে। একটা ঘটনার কথা তোমাকে বলি।

(সকলের উপবেশন)

কাম। (মালতীর চিবুক উঠাইয়া) শোন বাছা, সে অতি চমৎকার কথা।

মাল। বল ভগবতি, আমি মন দিয়ে শুনছি।

কাম। তোমাকে কথায় কথায় এক দিন বলেছিলেম, মাধব ব'লে একটি ছেলে আছে, তোমার

মত সেও আমার আর একটি স্নেহের সামগ্রী—
প্রাণের বন্ধন।

লব। হাঁ, মনে আছে, আপনি বলেছিলেন বটে।

কাম। তা, সেই মদনোৎসবের দিন থেকে সে ভয়ানক বিমনা—আর, শরীরের তাপে যেন একেবারে অবশ অবসন্ন।

ইন্দুতে আনন্দ নাহি যদিও তাহার,
প্রণয়িনী-জনের নাহিক ধারে ধার,
সুধীর বিবেকশীল সে যে গো এমন
তবুও তাহাতে ব্যক্ত সন্তাপ বিষম।
শ্যামাঙ্গ প্রিয়ঙ্গু-সম * শীতল-প্রকৃতি,
পাণ্ডুর বরণ-কান্তি, বপু ক্ষীণ অতি,
দারুণ তনুর তাপে তাপিত যদিও,
তবু সে মোহন রূপ অতি রমণীয়।

লব। পূর্ব্বে যখন আর একবার অবলোকিতা ভগবতীকে নিয়ে এখানে এসেছিলেন, তখন যাবার তাড়া দিয়ে এক সময় বলেছিলেন বটে যে, মাধবের শরীর বড় অসুস্থ।

কাম। তার পর, যখন শুনলেম মালতীই তাঁর প্রেমোন্মাদের মূলকারণ, তখন আমারও মনে তাই দৃঢ় বিশ্বাস হ'ল।

মনে হ'ল হেরি' তার সে চাঁদ-বদন
—দারুণ উৎকণ্ঠা হৃদে জাগে অনুক্ষণ।
মনে হ'ল—মহোদধি ছিল যে স্তিমিত
চন্দ্রের উদয়ে যেন সহসা ক্ষুভিত।

মাধ। (স্বগত) বাঃ! ভগবতী ঠিক বর্ণনাটি করেছেন—আবার আমার উপর মহত্ত্ব আরোপ করতেও চেষ্টা করছেন। ভগবতীর চেষ্টা নিষ্ফল হবার নয়:—

শাস্ত্রেতে অটল নিষ্ঠা, জ্ঞান স্বাভাবিক,
পাণ্ডিত্য প্রকাশ, আর বাক্য সুরসিক,
কালের প্রতীক্ষা, প্রতিভার নূতনতা,
—এ গুণগুলিতে ঘটে কার্য্য-সফলতা।

কাম। তা ছাড়া, জীবনের উপর তাঁর এতটা বিরক্তি জন্মেছে যে, হেন দুষ্কর কাজ নেই যা তিনি এখন করছেন না।

কোকিল-কূজন-পূর্ণ
মুকুলিত চূত-বৃক্ষে সদা তাঁর নেত্র পড়ি রহে।
ঢালি' দেন গাত্র তাঁর
—বকুল-সৌরভ-পূর্ণ মন্দানিল যেই পথে বহে
প্রেম-জ্বালায় কাতর
—সরস নলিনী-পত্রে শয্যা রচি' করেন শয়ন
তাহাতে বিফল হয়ে
মৃত্যু-ইচ্ছা করি' পুন চন্দ্রকর করেন সেবন

মাধ। ভাগবতীর এ কথাও খুব ঠিক্।

মালতী। (স্বগত) বিরহীর পক্ষে এ অতি কাজ বটে।

কাম। যে ব্যক্তি স্বভাবতঃ এমন সুকুমার, তপস্বীর ক্লেশ কখন সহ্য করেনি, সে কি এখন মরণ-যন্ত্রণা ভোগ করতেও প্রস্তুত।

মাল। (জনান্তিকে) সখি! যিনি জগতের অলঙ্কার তিনি আমার জন্য এত কষ্ট পাচ্ছেন শুনে আমি অত্যন্ত ভীত হয়েছি। এখন কি ক'রে এ প্রতিকার হয়?

মাধ। আমার কি সৌভাগ্য, আমার উপর ভগবতীর একটু দয়ার উদ্রেক হয়েছে।

লব। ভগবতী বললেন এইরূপ; এদিকে আমার

ঠাকুরাণী আমাদের, নিজ-গৃহ-সন্নিকট-পথে
মাধবে দর্শন করি' সে অবধি তিনিও কাতরা।
অঙ্গগুলি রবি-কর-আলিঙ্গিত পদ্ম-কন্দ-সম
পাণ্ডু-বরণ—মদন-বেদনায় অতীব অধীরা;
—তনু তাহে আরো যেন মনোহর;—পরিজন

ব্যথিত হেরি এ দশা; কেলি-কলা আমোদ-প্রমোদ
কিছু আর তাঁর ভাল নাহি লাগে; এখন কেবল,
কর-কমলে কপোল করি' ন্যস্ত—যাপেন দিবস!
মদন-উদ্যান-বাহী মন্দ-মন্দ সুগন্ধ অনিল
বিষবৎ তাঁর কাছে এবে; বিশেষতঃ সেই দিন,
মাধব সুন্দর বেশ-ভূষা করি' মদন-উৎসবে
করিলা গমন; তাঁহারে হেরিয়া, মনে হ'ল যেন,
আপনার মহোৎসব দরশন-মানসে অনঙ্গ
অঙ্গ পরিগ্রহ করি' কানন করিলা অলঙ্কৃত!
ঠাকুরাণী আমাদের, ছিলেন সেখানে সেই দিন;
—দৈব-বশে উভয়ের চারি চক্ষু হইল মিলন।
অমনি গো প্রিয়সখী প্রকাশিলা বিলাস-বিভ্রম,
রোমাঞ্চ-ঘরম-স্তম্ভে তনুখানি হইল সুন্দর,
—উভয়ের যৌবনের উত্তে যেন বুঝিলা মাহাত্ম্য
হোলো যেই চোখাচোখি, উভয়ের নয়ন-সরোজে

* প্রিয়ঙ্গু—লতাবিশেষ। শ্যামলতা। পিপুল।

উভয়ের বাড়িল ঔৎসুক্য—মোরা হনু আনন্দিত।
তদবধি প্রিয়সখী মনস্তাপে অতীব কাতরা,
মুহূর্ত্তের তরে হেরি পূর্ণচন্দ্রে যথা সরোজিনী
—তেমতি মলিনা সখী: ভেবেছিনু আমরা সবাই
—জলদের বরিষণে ধরা যথা হয় সুশীতল,
মুহূর্ত্তেরও তরে হেরি' প্রিয়সখী হৃদয়-বল্লভে
হবেন আশ্বস্ত, কিন্তু বিপরীত দেখি সব এবে।
—মুক্তা-কান্তি-দন্ত-শোভী ওষ্ঠাধর কাঁপে থরথর,
কপোলে রোমাঞ্চ সদা, স্পন্দহীন নয়নের তারা,
কভু বা নয়ন ঘুরে চারিধারে আনন্দাশ্রু-ভরে,
—বিকসিত মুকুলিত, কভু বা সে স্নিগ্ধ ছলছল।
নবচন্দ্র-রেখা সম তাঁর সেই সুন্দর ললাটে
স্বেদজল অবিরল বিন্দু বিন্দু উঠিছে ফুটিয়া।
—এই সব নানাভাব হেরি তাঁর পঙ্কজ-আননে
তাহে সে কুমারী-ভাবে আমাদের জনমে সংশয়।
অপিচ—

শশধর-বিচুম্বিত বিগলিত চন্দ্রমণি-হার
ধারণ করেন সখী নিশাগমে; সহচরীগণ
সুশীতল কর্পূর চন্দন-রস, কদলীর দল
আনিতে হইয়া ব্যস্ত; পদ্ম-দল-জলার্দ্র-বসনে
শয্যা রচিয়া দেয়—এইরূপে সখী আমাদের
যাপন করেন নিশি অনিদ্রায়; নিদ্রা যদি আসে,
স্বপনে প্রিয়-সমাগমে, পাদ-পল্লব হইতে
স্বেদজল ঝরি ঝরি' অলক্তক হয় প্রক্ষালিত,
উরু-দুটি কাঁপি' থরথর—খসি' পড়ে নীবির বন্ধন,
হৃদয়ের মধ্য হতে দীর্ঘশ্বাস হয় উচ্ছ্বসিত,
রোমাঞ্চিত পয়োধর হয় তাহে সঘনে কম্পিত
—বেষ্টিয়া বাহু-লতায় সখী তাহা রাখেন বাঁধিয়া।
সহসা জাগিয়া উঠি, করেন আকুল দৃষ্টিপাত;
শয্যা শূন্য হেরি' শূন্য মূর্চ্ছায় মুদিত হয় আঁখি,
—আমরা অমনি সবে কত যত্নে মূর্চ্ছাভঙ্গ করি।
তখন একটি পড়ে দীর্ঘ শ্বাস—মনে হয় যেন
এতক্ষণে প্রাণ এল দেহে: মোরা হেরিয়া সে দশা
কভু বা বিমূঢ়া হয়ে চাহি গো মরিতে, কখন বা
অদৃষ্টেরে করি শত তিরস্কার; বলুন এখন
কত দিনে এহেন লাবণ্যময় সুকুমার-দেহে
মদনের এ বিষম শরজ্বালা হবে প্রশমিত?
যে সময়ে রজনীর সমাগমে মধুর চন্দ্রমা
শুভ্র রজত-ছটায় ঘোচায় তিমির-আবরণ,
কুসুমের পরিমল ছড়াইয়া মলয়-সমীর
দশদিক করে গন্ধে আমোদিত বসন্তের রাতে,
তখন না জানি আহা সজনীর কি দশা হইবে,
মরমে মরিবে সখী, ঘটিবে বিষম প্রমাদ।

কাম। শোনো লবঙ্গিকা!
মাধবের পরে যদি, হয়ে থাকে প্রেমের সঞ্চার
—মালতীর ইথে পাই পরিচয় গুণগ্রাহিতার।
শুনে সুখী হনু বটে, কিন্তু তার যে দারুণ দশা,
বিদরে হৃদয় মম, হারাই যে সকল ভরসা।

মাধ। এ স্থলে ভগবতীর মনে উদ্বেগ হবারই কথা।

কাম। ওঃ! কি প্রমাদ!
ললিত-কোমল যে গো মালতী-প্রকৃতি
তাহে পুনঃ পঞ্চবাণ নিদারুণ অতি।
মলয়-কম্পিত চূত-পুষ্প সুশোভন,
আর, চারু চন্দ্র এবে কালের ভূষণ।
কেমনে ধৈরয ধরি' থাকিবে গো বালা,
কেমনে সে নিবারিবে হৃদয়ের জ্বালা।

লব। ভগবতি! আরও একটা কথা নিবেদন করি। এই চিত্রফলকটিতে মাধবের যে ছবিটি আছে, আর এই বকুল-মালা-গাছি যা মাধবের স্বহস্তে গাঁথা ব'লে উনি এখন গলায় প'রে আছেন, এই দুইটিই এখন সখীর জীবনের একমাত্র অবলম্বন।

মাধব। (আগ্রহ সহকারে স্বগত)
তোরেই জয়মালা ও রে! ধন্য বলি তোরে,
হৃদয়-বল্লভ হয়ে বিলম্বিত প্রেয়সীর বুকে,
সুপক্ক-মৃণালসম শুভ্র স্তনপরে
বিলাস-পতাকারূপে আহা কিবা রয়েছিস সুখে।

(নেপথ্যে কলরব—সকলের কাণ পাতিয়া শ্রবণ)
পুনর্ব্বার নেপথ্যে।

শঙ্কর-মন্দির-বাসী তোরা সবে হ রে সাবধান!
মন্দিরের পোষা বাঘ দুর্বিষহ রোষভরে
(যৌবন-সুলভ)
লোহার পিঞ্জর ভাঙি', ছিন্ন করি' কঠিন শৃঙ্খল,
উত্তুঙ্গ লাঙ্গুল করি' উত্তোলন বৈজয়ন্তী সম,
ফুলাইয়া দেহ-খানা, মঠ হতে হয়েছে বাহির।
ভীমবজ্রপাত-সম থাবা মারি' নর-অশ্ব যত
প্রাণিগণে করি বধ ব্যগ্রভাবে করে কবলিত।
অস্থি-দন্ত-প্রতিঘাতে সমুত্থিত কড়মড়-ধ্বনি
সুবিকট; সুকঠোর নিদারুণ নখর-প্রহারে
বিদারিছে জীবজন্তু—পঙ্কিল করিয়া নিজ পথ

রুধিরধারায়, মাঝে মাঝে সুভীষণ গরজনে
হত-শেষ প্রাণিগণে করিতেছে ভীত বিদ্রাবিত।
কুপিত কৃতান্ত-সম ওই দেখ মদয়ন্তিকারে
করে আক্রমণ—বাঁচাইতে তারে তোরা হ রে
অগ্রসর।

(বুদ্ধরক্ষিতার প্রবেশ)

বুদ্ধ। রক্ষা কর, রক্ষা কর। আমার প্রিয়সখী নন্দনের ভগিনী মদয়ন্তিকা শঙ্কর-গৃহে ছিলেন, সহসা একটা বাঘ এসে তাঁর লোক-জনের পিছনে তাড়া ক'রে তাদের বধ করেছে। তার পর এখন সখীকেও ধরেছে।

মাল। লবঙ্গিকা, কি ভয়ানক বিপদ!

মাধ। (শশব্যস্তভাবে উঠিয়া অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া) বুদ্ধিরক্ষিতা! কোথায় তিনি?

মাল। (দেখিয়া সহর্ষে ও সভয়ে স্বগত) ও মা! এই যে, ইনিও এইখানে আছেন দেখছি।

মাধ। (স্বগত) আহা! আমি কি পুণ্যবান্! প্রিয়া আমাকে এখানে অকস্মাৎ দেখতে পেয়ে কেমন উল্লাসের দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে দেখলেন। মনে হল যেন

পদ্মের মালায় বদ্ধ হল এই প্রাণ,
কিম্বা দুগ্ধ-স্রোতে যেন করিলাম স্নান।
বিস্ফারিত নেত্রে তার হনু কবলিত,
অমৃত-বর্ষণে যেন হইনু সিঞ্চিত।

বুদ্ধরক্ষিতে! বাঘটা কোথায়?

বুদ্ধ। উদ্যান হতে বেরোবার যে পথ, সেই
পথের মুখে।

(মাধব সদর্পে পরিক্রমণ)

কাম। দেখ বাছা, বিক্রম প্রকাশ করতে গিয়ে অসাবধান হয়ো না।

মাল। (জনান্তিকে) লবঙ্গিকা, কি সর্বনাশ উপস্থিত—এ কি ভয়ানক বিপদ!

মাধ। (যাইতে যাইতে সম্মুখে দেখিয়া) ওহোহো! পরস্পর-সংলগন

ছিন্ন-ভিন্ন অস্ত্রজাল কত ছড়াছড়ি,
সদ্য-ছিন্ন অধোমুখী
কণ্ঠ-মূল থাকি' থাকি' উঠে ধড়ফড়ি।
প্রচণ্ড নখরাঘাতে
আগুলফ-শোণিত-পঙ্কে পঙ্কিল এ পথ
ভীষণ হয়েছে স্থান,
জীব-জন্তু-মৃত-দেহ পড়ি আছে কত

ওঃ! কি বিপদ! কুমারীটিকে যেখানে আক্রমণ করেছে, সেখান থেকে আমরা আবার দূরে সকলে। হা! মদয়ন্তিকে!

কামন্দকী ও মাধব—(হর্ষধ্বনি)

ওই দেখ কোথা হতে মকরন্দ আসি,'
অন্য লোক-হস্ত হতে কাড়ি চর্ম্ম অসি,
উভয়ের মধ্যস্থলে সহসা দাঁড়ায়
—এইবার বুঝি বালা প্রাণে রক্ষা পায়।

অন্যলোক। সাবাস্ মহাশয় সাবাস্!

কামন্দকী ও মাধব! (সভয়ে) উঃ! বাঘটা ভয়ানক থাবা মেরেছে।

অন্যলোক। উঃ! কি প্রচণ্ড আঘাত!

কামন্দকী ও মাধব! (সহর্ষে) এই যে! বাঘটাও যে মারা গেছে দেখচি।

অন্যলোকে। বাঘটা মরেছে?—বাঘটা মরেছে! আঃ! বাঁচা গেল!

কাম। (ভয়ব্যাকুলভাবে) এ কি! মকরন্দ যে চৈতন্য-রহিত। খর-নখর-প্রহারে শরীর হতে রুধির-ধারা বিগলিত হচ্ছে; অসিলতা ভূতলে পতিত, আর মদয়ন্তিকা ওঁকে ধরে তুলছে।

অন্যলোক। আহা, আহা! বাঘের থাবা খেয়ে গেছেন।

মাধ। এ কি! সখা যে একেবারে চৈতন্য-রহিত। (কামন্দকীর প্রতি) ভগবতি, রক্ষা করুন, রক্ষা করুন।

কাম। তুমি দেখছি বাছা অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছ। আচ্ছা চল, দেখি কি করতে পারি।

[পরিক্রমণ করিয়া সকলের প্রস্থান।

ইতি শার্দ্দুল-বিদ্রাবণ নামে তৃতীয় অঙ্ক সমাপ্ত

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য—শঙ্কর-মন্দিরের উদ্যান।

(মদয়ন্তিকা ও লবঙ্গিকা মূর্চ্ছিত মাধব ও মকরন্দকে লইয়া প্রবেশ এবং কামন্দকী, মালতী, বুদ্ধরক্ষিতার শশব্যস্ত হইয়া প্রবেশ)

মদ। ভগবতি! ইনি বিপন্ন-জনের বন্ধু, সম্প্রতি আমার জন্য ওঁর প্রাণ-সংশয় উপস্থিত; ভগবতি! আপনি অনুগ্রহ ক'রে রক্ষা করুন।

অন্যলোক। হায় হায়! না জানি আমাদের শেষে কি দেখতে হবে!

কামন্দকী। (উভয়কেই কমণ্ডলু-জলে সিক্ত করিয়া) তোমাদের বস্ত্রাঞ্চল দিয়ে বাছাদের বাতাস কর।

(মালতী প্রভৃতির তথা করণ)

মক। (সচেতন হইয়া অবলোকন) সখা! তোমরা কেন এত কাতর হয়েছ? এই দেখ আমি সুস্থ হয়েছি।

মদ। (সহর্ষে স্বগত) এই যে! আমার পূর্ণিমার চাঁদ মকরন্দের চেতনা হয়েছে দেখছি।

মাল। (মাধবের ললাটে হস্ত দিয়া) সখি লবঙ্গিকা! বাঁচা গেল। তোমার প্রিয়সখা মকরন্দের চৈতন্য হয়েছে।

মাধ। (চৈতন্য লাভ করিয়া) এসো, এসো, আমার সাহসী সখা এসো। (মকরন্দকে আলিঙ্গন)

কাম। (উভয়ের মস্তক আঘ্রাণ করিয়া) বাঁচা গেল—আমার বাছাদের প্রাণ রক্ষা হ'ল।

অন্যলোক। আমরা বড় সুখী হলেম।

(সকলের হর্ষ প্রকাশ)

বুদ্ধি। (জনান্তিকে) দেখ সখি মদয়ন্তিকা! ইনিই সেই ব্যক্তি।

মদ। আমি তখনই বুঝেছি, ইনি মাধব, আর ইনিই সেই ব্যক্তি।

বুদ্ধি। কেমন, আমার কথা সত্য কি না?

মদ। তোমার মত লোক ওরূপ গুণ না দেখলেই বা অত পক্ষপাতিনী হবে কেন বল? আর, দেখ সখি, এই মহাত্মাকে মালতী ভালবাসেন ব'লে যে একটা জনরব আছে, তা সে ভালবাসা যোগ্য পাত্রেই পড়েছে—আর অতি মধুরও বটে।

(পুনর্ব্বার মকরন্দকে সস্পৃহভাবে অবলোকন)

কাম। (স্বগত) আজ মকরন্দ ও মদয়ন্তিকার মধ্যে এই আকস্মিক দেখা-সাক্ষাৎটা বড় সুন্দররূপে ঘটে গেল। (প্রকাশ্যে) বাছা মকরন্দ! তুমি সেই সময় মদয়ন্তিকার প্রাণ বাঁচাবার জন্য দৈবক্রমে কি ক'রে এসে পড়লে বল দিকি?

মক। আজ আমি নগরে একটা সংবাদ শুনলেম, যাতে মাধবের বিশেষ ভাবনার কথা ব'লে মনে হ'ল। [illegible]কিতার কাছে সন্ধান নিয়ে যেমন "কুসুম-আকর" উদ্যানে আসছি, এমন সময়ে ভদ্রবংশের একজন কুমারীকে একটা বাঘে আক্রমণ করেছে দেখে আমার মনে দয়া উপস্থিত হ'ল, আর আমি অমনি ছুটে গেলেম।

কাম। (স্বগত) না জানি সংবাদটি কি—বোধ হয় নন্দনের হস্তে মালতীকে সম্প্রদান করবার কথা। (প্রকাশ্যে) বাছা মাধব! মালতী তোমার সখার চৈতন্যের সংবাদ দিয়ে তোমাকে সুস্থ করলেন, এখন তাঁকে তোমার কিছু পুরস্কার দেওয়া কর্ত্তব্য।

মাধব। সখারে মূর্চ্ছিত দেখি ব্যাঘ্রের আঘাতে
আমিও মূর্চ্ছিত হই সুহৃদের সাথে।
উঁহারই সৌজন্য-বশে হনু গত-বাথা,
গ্রহণ করুন উনি হৃদি-কৃতজ্ঞতা।
ভগবতি, অন্য কিবা দিব পুরস্কার
মন প্রাণ ওই পদে দিনু উপহার।

লব। এইটি প্রিয়সখীর মনের মত পুরস্কার হয়েছে।

মদ। (স্বগত) আহা! মহৎ ব্যক্তিরা কেমন সময় বুঝে মিষ্ট কথা বলতে পারেন।

মাল। (স্বগত) মকরন্দ না জানি এমন কি কথা শুনেছেন, যাতে আমাদের ভাবনা হতে পারে।

মাধ। সখা! ভাবনার কথা কি শুনেছ বল দেখি?

(একজন সংবাদ-বাহক পুরুষের প্রবেশ)

পুরুষ। বৎসে মদয়ন্তিকে! আজ পদ্মাবতীর রাজা আমাদের বাড়ী এসে, অমাত্য ভূরিবসুর সেই কথায় দৃঢ় বিশ্বাস ক'রে, নন্দনের প্রতি প্রসন্ন হয়ে মালতীকে নন্দনের উদ্দেশে স্বয়ং দান ক'রে গেছেন। এখন তোমার ভ্রাতার এই আদেশ, তোমরা গৃহে এসে বিবাহ-উৎসব-উপলক্ষে আমোদ-প্রমোদ কর।

মক। সখা! এই সেই সংবাদ।

(মালতী ও মাধবের নৈরাশ্য অভিনয়)

মদ। (মালতীকে সহর্ষে আলিঙ্গন করিয়া) দেখ সখি! আমাদের এক নগরে বাস, গৃহে ছেলেবেলায় একত্রে খেলাধুলা করেছি, এত দিন তুমি আমার প্রিয়সখী ও ভগিনীর মত ছিলে, এখন আবার আমাদের গৃহলক্ষ্মী হলে!

কাম। বাছা মদয়ন্তিকা! তোমার ভায়ের ভাগ্য ভাল, তিনি দেখ মালতীকে লাভ করলেন।

মদ। সকলই আপনার আশীর্ব্বাদের ফল। সখি লবঙ্গিকে, এত দিনে তোমাদের পেয়ে আমার মনের বাসনা পূর্ণ হ'ল।

লব। সখি, এর পর আর আমাদের কি বলবার আছে?

মদ। সখি বুদ্ধরক্ষিতে! এসো তবে এখন বিবাহ-উৎসবে যাওয়া যাক্।

বুদ্ধ। হাঁ সখি, চল। (উত্থান)

লব। (জনান্তিকে) ভগবতি, মকরন্দ ও মদয়ন্তিকার পরস্পরের চাহনির ভাব-খানা দেখুন—পদ্মপত্র ঈষৎ দলিত হলে যে রকমটি হয়, এ যেন সেই রকম চোখের ভাব। বোধ হয়, ওরাও মনে মনে আপনাদের প্রণয়-সম্বন্ধ পূর্ব্ব হতেই স্থির করেছে।

কাম। (ঈষৎ হাসিয়া) ওরা পরস্পরকে দেখে, মনে মনে যে মুহুর্ম্মুহুঃ সুখানুভব করছে, তা ওদের ভাব দেখেই বেশ বোঝা যাচ্ছে কেন না—

নয়ন ঈষৎ বাঁকা, অপাঙ্গ কুঞ্চিত,
অনুরাগ-আবির্ভাবে সুন্দর স্তিমিত।
ভ্রূ দুটি একটু তোলা, মনে সুখোদয়,
তাহাতে মসৃণ নেত্র—স্থির পক্ষচয়।
বক্র দৃষ্টে দৃষ্টিপাত—এ সব লক্ষণ
মনের হরষ ব্যক্ত করে বিলক্ষণ।

পুরুষ। এই দিক দিয়ে—এই দিক দিয়ে।

মদ। সখি বুদ্ধরক্ষিতে! আবার কি আমার সেই জীবন-দাতা প্রাণেশ্বরকে দেখতে পাব?

বুদ্ধ। যদি কখন দৈব আবার অনুকূল হন, তবেই দেখতে পাবে।

[সংবাদ-দাতা পুরুষের সহিত উঁহাদের প্রস্থান।

মাধ। (জনান্তিকে কামন্দকীর প্রতি)

মৃণাল-তন্তুর মত
সুতনুর চির-আশা হউক গো ছিন্ন,
আধি-ব্যাধি নিরবধি
আমার এ দেহ মন করুক বিশীর্ণ।
অধৈর্য্য চঞ্চলতা
করুক সে অধিকার হৃদি-মন-প্রাণ,
বিধাতা সুস্থির হোন্,
মদন হউন এবে পূর্ণমনস্কাম।

অথবা—

দুর্ল্লভ সামগ্রীলাভে মোর মনস্কাম,
তাই তো গো সমুচিত এই পরিণাম।
মালতী শুনিয়া তাঁর নিজ দান-কথা
প্রাতশ্চন্দ্র-সম ম্লান—তাই পাই ব্যথা।

কাম। (স্বগত) বৎস মাধবকে বিমনা দেখে আমার ভারি কষ্ট হচ্ছে, মালতীও অত্যন্ত নিরাশ হয়ে পড়েছে। (প্রকাশ্যে) বাছা, তোমাকে জিজ্ঞাসা করি—তুমি কি মনে করছ অমাত্য স্বয়ং মালতীকে তোমার হস্তে সমর্পণ করবেন?

মাধ। (সলজ্জ) না-না, তা নয়।

কাম। তবে এত ম্লান হলে কেন?

মক। নন্দনের হাতে মালতীকে অর্পণ করা হবে—আমি তাই ভাবছি।

কাম। এ কথা শুনেছি বটে। আর বৎস, সে তো সবাই জানে। যখন রাজা নন্দনের নিমিত্ত মালতীকে প্রার্থনা করেন, তখন অমাত্য ব'লে ছিলেন, "মহারাজ নিজ কন্যার প্রভু।

মক। হাঁ, তা বটে।

কাম। সেই লোকটিও তো ব'লে গেল, রাজা স্বয়ং মালতীকে দান করেছেন। দেখ বৎস, দেহীদের মধ্যে হৃদয়ের দৃঢ় অনুরাগই কার্য্যের প্রবর্তক। তবে, বাক্যেতেও পুণ্যাপুণ্যের হেতু বিদ্যমান—সকলই বচনের অধীন! কিন্তু দেখ, সেই ভূরিবসুর বাক্য নিশ্চয়ই অনৃতাত্মক। কেন না, মালতী কিছু আর রাজার নিজ কন্যা নয়। তা ছাড়া, অন্যের কন্যাদানে রাজার অধিকার আছে, এ কথাও ধর্ম্মাচার-বিরুদ্ধ। অতএব অমাত্যবাক্যের গূঢ় তাৎপর্য্য কি, তা ভেবে দেখ। তুমি কি ভাবছ বাছা, আমি নিতান্ত অনবধান হয়ে ব'সে আছি? দেখ—

যে পাপ আশঙ্কা করি

শত্রুরও না যেন তাহা ঘটে কদাচন,

যাহাতে মিলন হয়

প্রাণপণে আমি তাহে করিব যতন।

মক। ভগবতি, যা আজ্ঞা করলেন, তা অতি সঙ্গত

কাম। তা ছাড়া :—

আরো এক কথা এই—

সন্তান-সদৃশ তব বালক মাধব,

সংসারে বিরক্ত তুমি

দয়া কিম্বা স্নেহে তবু হিয়া তব দ্রব।

তপস্বীর ব্রত ছাড়ি

ইথে তুমি ভগবতি সঁপিয়াছ প্রাণ,

এতেও না হলে সিদ্ধি

জানিলাম একমাত্র দৈব বলবান্।

নেপথ্যে।—ভগবতি কামন্দকি! মা ঠাকরুণ আমাকে আজ্ঞা করলেন—মালতীকে নিয়ে শীঘ্র এখানে এসো।

কাম। এখন তবে ওঠো বাছা।

(সকলের গাত্রোত্থান)

মাধ। (স্বগত) ওঃ, কি কষ্ট! মালতীর সঙ্গে একত্রে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করব ব'লে যে আশা ক'রে ছলেম, তার দেখছি এইখানেই শেষ হ'ল। সুহৃদের ন্যায় বিধি

প্রথমেতে নিরন্তর হন অনুকূল

পুনঃ দশা-বিপর্য্যয়ে

মনস্তাপে মানবেরে করেন আকুল।

মাল। (স্বগত)

প্রাণেশ্বর! আমার নয়নানন্দ! এই দেখাই আজ শেষ দেখা!

লব। হা ধিক্! অমাত্য পিতা হয়ে মালতীর কি না প্রাণ-সংশয় উপস্থিত করলেন।

মাল। (স্বগত) আমার জীবন-তৃষ্ণার ফল এই হ'ল, নির্দ্দয় পিতার যাচুক বৃত্তি চরিতার্থ হ'ল, আর দুষ্ট বিধাতার আরব্ধ কার্য্যেরও সমুচিত পরিণাম এই হ'ল। কিন্তু আমি নিজে হতভাগিনী, কারই বা দোষ দেব—আমি অনাথা এখন কারই বা শরণাপন্ন হব?

লব। সখি, এই দিক্ দিয়ে, এই দিক্ দিয়ে।

[প্রস্থান।

মাধ। (স্বগত) আমার বেশ বোধ হচ্ছে, ভগবতীর কথা কেবল আশ্বাস মাত্র। আমার প্রতি তাঁর যে স্বাভাবিক স্নেহ আছে, বোধ হয়, তারই অনুরোধে তিনি এই সব কথা বল্লেন। (সোদ্বেগে) হায়! আমার জন্মের সফলতা বোধ হয় আর ঘটল না। এখন তবে কি কর্ত্তব্য? (চিন্তা করিয়া) মহামাংস বিক্রয় ভিন্ন আর উপায় দেখ্‌ছিনে। (প্রকাশ্যে) কেমন, সখা মকরন্দ! তোমার মনও কি মদয়ন্তিকার জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে আছে?

মক। হাঁ সখা :

আমারে আহত হেরি কুরঙ্গ-নয়না

বস্ত্র খসি পড়ে তবু না করি গণনা,

সুধাময় অঙ্গে করিলেন আলিঙ্গন

—সে অবধি অস্থির হয়েছে প্রাণমন।

মাধ। দেখ সখা, মদয়ন্তিকা হচ্ছে বুদ্ধ-রক্ষিতার প্রিয়-সখী—তাই আমার বোধ হয়, তুমি তাঁকে অনায়াসেই পেতে পারবে। বিশেষতঃ—

মৃত্যু-মুখ হতে যারে করেছ রক্ষণ,

লভিয়াছে যেই জন সুখ-আলিঙ্গন,

মুগধা-স্তিমিত দৃষ্টি যে চারু নয়নে,

তার প্রেম যায় কি গো অন্য কোনো খানে?

মক। তবে ওঠো সখা। পারা-সিন্ধু-নদীর সঙ্গমে অবগাহন ক'রে নগরে যাওয়া যাক্।

(গাত্রোত্থান করিয়া পরিক্রমণ)

দৃশ্য—নদী-সঙ্গম

মাধ। এই তো সেই দুটি মহানদীর সঙ্গম-স্থান।

স্নান সমাপন করি কুলবধূগণ

ধীরে ধীরে উঠে তটে মন্থর-গমন।

তাহাদের পরিহিত জল-সিক্ত বাস

অঙ্গের উন্নত-নত করিছে প্রকাশ।

রুচির কনক-কুম্ভ শোভে চারু কক্ষে

তুঙ্গ স্তন ঢাকে লাজে হাত দিয়া বক্ষে।

[সকলের প্রস্থান।

ইতি চতুর্থ অঙ্ক সমাপ্ত।

—

পঞ্চম অঙ্ক

(বিষ্কম্ভক)

দৃশ্য—আকাশ-পথ

(ভীষণ-উজ্জ্বল বেশে কপালকুণ্ডলার প্রবেশ)

কপা। ষোল নাড়ী চক্র-মাঝে
আত্মা অবস্থিতি করে—যার এই জ্ঞান
সেই জ্ঞানি-জন-হৃদে
সিদ্ধিদাতারূপে যে গো করে অধিষ্ঠান,
অবিচল-মনে যাঁরে
বিশ্বের সাধক সবে করে অন্বেষণ,
শক্তিগণে সুবেষ্টিত
সে শক্তিনাথের জয় করহ ঘোষণ।

অপিচ।—
ষড়ঙ্গ-চক্র-নিহিত হৃৎপদ্ম-সমুদিত
শিবরূপী আত্মামাঝে আত্মা করি লয়
নাড়ীর উদয়-ক্রমে, পঞ্চভূত-আকর্ষণে
না পাইয়া কোন বাধা উড়ি ব্যোমময়।
ভেদ করি নভোমেঘ, অতিক্রমি বায়ু-বেগ
অক্লেশে বিচরি ব্যোমে, নাহি শ্রমোদয়।

অপিচ।—
গগনে গমন-বেগে
আন্দোলিত স্খলিত কপাল-কণ্ঠমাল,
নৃমুণ্ড-সংঘট্ট-ভরে
অবিরত ধ্বনিত ভীষণ ঘণ্টি-জাল,
পর্য্যাপ্ত আমাতে যত সৌন্দর্য্য করাল।
ঘন-বদ্ধ জটাভার
বায়ুবেগে এলাইয়া ওড়ে চারি ধার,
খট্টাঙ্গ-কিঙ্কিণী-রাজি
আন্দোলনে তীব্রধ্বনি করে বারম্বার।
শব-শির-কুঞ্জ-মাঝে
গুঞ্জি বায়ু উঠাইছে বিলাপের তান,
কাঁপে ঊর্দ্ধে কর-ধৃত ধ্বজের নিশান।

(পরিক্রমণ, অবলোকন ও গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া)

এই তো এইখানে চিতাধূমের গন্ধ পাচ্ছি—পুরাতন নিমের তেলে ভাজা রসুনের মত গন্ধ—তা হ'লে সামনেই বোধ হয় মহাশ্মশান—আর করালা-দেবীর মন্দিরও বোধ হয় নিকটেই হবে। মন্ত্র-সিদ্ধ আমার গুরুদেব অঘোর-ঘণ্টার আদেশক্রমে, আজ সেখানে পূজার বিশেষ আয়োজন করতে হবে। আর, গুরুদেব আজ্ঞা করেছেন, দেবীর পরিতোষের জন্য আজ একটি স্ত্রীরত্ন উপহার চাই। তা, এই নগরের চারিদিকে অন্বেষণ ক'রে দেখা যাক। (সকৌতুকে সম্মুখে অবলোকন করিয়া)—অতি গম্ভীর মধুর আকৃতি, জটাবদ্ধ-কেশ তলোয়ার হাতে—পথে নাম্‌ছেন না জানি ইনি কে? আহা!

কুবলয়-দল-শ্যাম
তনুখানি ধূসর-বরণ,
স্খলিত চরণক্ষেপ,
শশি-সম সুচারু বদন।
বামকরে নরমাংস
—বিগলিত রুধিরের পঙ্ক,
প্রকাশে সাহস ঘোর,
হেরি ভয়ে জনমে আতঙ্ক।

(নিরীক্ষণ করিয়া) ওহো! এ যে কামন্দকীর সখা-পুত্র মাধব—মহামাংস বিক্রয় করছে। না, এঁর এ কাজ কেন? সে যা হোক—এখন আমার অভীষ্ট-সাধনের চেষ্টা দেখা যাক। কেন সন্ধ্যা-সময় অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে।

ঘন ঘোর তমঃপুঞ্জ
তালতরু-কুঞ্জসম ছাইল গগন,
বসুমতী-শেষ-প্রান্ত
নব-জল-ধারে যেন হইল মগন।
বাত্যার বেগেতে যেন
ধূমরাশি চতুর্দ্দিক করিল আচ্ছন্ন।
ত্রিযামা আরম্ভ সবে
তবু যেন ঘোরতর হইল অবসন্ন।

[পরিক্রমণ করিয়া প্রস্থান।

ইতি বিষ্কম্ভক।

দৃশ্য—করালাদেবীর মন্দির-সমীপস্থ মহাশ্মশান।

(মহামাংস-হস্তে মাধবের প্রবেশ)

মাধ।—(সন্দিগ্ধ-চিত্তে)
আমা প্রতি তার সেই
প্রেমার্দ্র প্রণয়-স্পৃহ মুগ্ধ হাব-ভাব,
সুস্নিগ্ধ মধুর দৃষ্টি,
—এ মোর অদৃষ্টে পুন হবে কি গো লাভ?
ভাবিলেও মনে উহা
বাহ্যজ্ঞান একেবারে হয় তিরোহিত,
প্রগাঢ় আনন্দ-রস
ক্ষণমাত্র হৃদে আসি হয় সমুদিত।
মুক্তা-বিনা গাঁথা সেই
বকুলের মালাগাছি আমার রচিত,
—প্রিয়া-স্তনে করি বাস
সুবাসে সুতনু তার করে সুরভিত।
সে চারু কোমল অঙ্গ
আলিঙ্গন করিতে কি পাইব আবার?
প্রেয়সীর কর্ণমূলে
নিবেদিয়া মনসুখে আনন আমার?
কিন্তু সে তো দূরের কথা, এখন আমার
শুধু এইমাত্র প্রার্থনা—
যার ধ্যানে হৃদিমাঝে
অতিমাত্র সুখের উদ্ভব,
যার শুভ দরশনে
নয়নের মহা-মহোৎসব,
বালেন্দু-সৌন্দর্য্য-সারে
উৎপাদিত হইয়াছে উপাদান যার,
অনঙ্গ-মন্দির যেই,
সেই মুখচন্দ্র যেন হেরি গো আবার।
কিন্তু তাও বলি,তাঁর দর্শন ও অদর্শনে এখন
কিছুমাত্র বিশেষ নাই। কেন না, পূর্ব্ব-দর্শনের
সংস্কার এখনও আমার হৃদয়-মাঝে অনবরত
জাগছে; এমন কি, এ সব বিসদৃশ ব্যাপার
দেখেও তা বিলুপ্ত হচ্ছে না—প্রিয়তমার স্মৃতিতে
আমার হৃদয় একেবারে তন্ময় হয়ে আছে।
প্রিয়ার সে রূপ হৃদে
বিলীন, প্রতিবিম্বিত, লিখিত, ক্ষোদিত,
বজ্রের লেপনে লিপ্ত,
পঞ্চবাণে দৃঢ়-বিদ্ধ, নিখাত, প্রোথিত,
সেই দিকে চিন্তা মোর সদা প্রবাহিত,
সেই মোর চিন্তা-তন্তু—চিন্তায় জড়িত।

(নেপথ্যে—কলরব)

মাধব।—আহা! এখন শবাহারী জীবজন্তুদের সমাগমে শ্মশানপথ কি ভীষণ হয়ে উঠেছে!
এখন এখানে:—
কোথাও বা চিতা-জ্যোতি
মাংসাহুতি পেয়ে করে দিক উদ্ভাসিত,
সমুজ্জ্বল সে প্রভায়
নিকটের ভূমি হয় আঁধারে আবৃত।
কোথাও প্রমোদ-ভরে
চপল ক্রীড়ায় রত নিশাচর-দল
কিল-কিল শব্দ করে
—ভয়ঙ্কর উত্তাল করাল কোলাহল।
আচ্ছা, ওদের একবার ডেকে দেখা যাক।
ওগো শ্মশানবাসী প্রেতগণ!
প্রস্তুত পুরুষ-অঙ্গে অস্ত্রাঘাত-বিনে
সুন্দর এ মহামাংস নিয়ে যাও কিনে।

(পুনর্ব্বার নেপথ্যে কলরব)

মাধ।—কি আশ্চর্য্য! আমি ডাকবামাত্রই বেতাল, ভৈরব, ভূত-প্রেতেরা চারিদিকে বিচরণ করতে করতে কি বিকট অব্যক্ত কোলাহলই আরম্ভ করেছে—ওঃ! শ্মশানের পথটা কি ভয়ানক ভাব ধারণ করেছে!
কোথাও বা উল্কামুখী
আকর্ণ-বিদীর্ণ মুখ করিয়া ব্যাদান
বিকট দশন-পাঁতি
বিকাশিয়া ইতস্ততঃ হয় ধাবমান।
তাহাদের দীপ্তানলে
উদ্ভাসিত হয়ে উঠে সমস্ত গগন,
কেশ নেত্র ভুরু শ্মশ্রু
বিদ্যুতের ছটা-সম পিঙ্গল-বরণ।
বিশুষ্ক সুদীর্ঘ বপু
লক্ষ্য হয়, যবে মুখে অনল উদ্গারে,
নহিলে অলক্ষ্য হয়ে
ভক্ষ্য অন্বেষণে তারা করে চারিধারে।
আবার:—
পুতনা প্রভৃতি নানা ভূত প্রেত সব
নৃমাংস অধীর হয়ে খায় গবাগব!

অর্দ্ধ থাকে মুখে—অর্দ্ধ ভূমে পড়ি' যায়
সে উচ্ছিষ্ট কাঁদি কাঁদি বৃকগণ খায়।
খর্জ্জুর-তরুর মত জঙ্ঘার আকার,
—নীরস কর্কশ দীর্ঘ অস্থি-চর্ম্মসার।
অসিত-বরণ চর্ম্মে ব্যাপ্ত স্নায়ুজাল,
গ্রন্থি-ঘন অস্থি-রাশি—সুজীর্ণ কঙ্কাল।

(চারিদিকে অবলোকন করিয়া হাস্য-সহকারে)

এ আবার আর এক প্রকার পিশাচ :—
বিবর্ণ সুদীর্ঘকায়
মুখগর্ত্ত বিদারিয়া বিস্তারয়ে রসনা বিশাল,
নড়ে যেন অজাগর
দগ্ধ জীর্ণ তরুর কোটরে—অতি ভীষণ করাল।

(পরিক্রমণ করিয়া)

আঃ! সম্মুখে আবার এ কি বীভৎস ব্যাপার!
অধম পিশাচ এক
কোটরাক্ষ, দন্ত প্রকটিয়া
ভেদ করে শব-চর্ম্ম,
পরে খায় কাটিয়া কাটিয়া :
পচিয়া উঠেছে ফুলি
মাংস-পিণ্ড কটির পশ্চাৎ,
খেয়ে ক্লান্ত হয়ে ক্ষান্ত
চতুর্দ্দিকে করে দৃষ্টিপাত।
পরে পুনঃ শবটিরে
কোলে তুলি কপাল ফুরিয়া
সন্ধিগত মাংসগুলি
খায় সুখে উদর পূরিয়া।

আবার :—
কোথাও পিশাচ সব
ধূম-ব্যাপ্ত শব-দেহ চিতা হতে টানি,
মজ্জা-ধারা করে পান
নির্ম্মাংস করিয়া তুলি জঙ্ঘা-অস্থিখানি।
জ্বলন্ত সে শব হ'তে জল বিনিঃসৃত,
বিগলিত মাংস, অস্থি-সন্ধি বিস্রোজিত।
ঝরিয়া পড়িছে বসা—ঝরে মজ্জাধারা,
ব্যগ্র হয়ে মহা সুখে পান করে তারা।

(হাস্য করিয়া)

আহা! এ দিকে আবার পিশাচ-অঙ্গনাদের
[illegible] দেখছি।

শব-অন্ত্র তাহাদের মঙ্গল-কঙ্কণ;
স্ত্রী-শবের পদ্ম-হস্ত—কর্ণের ভূষণ।
পদ্মের মালিকা হৃৎপিণ্ড যতেক,
শোণিতের পঙ্করাশি—কুঙ্কুম-প্রলেপ।
নৃকপাল-পানপাত্রে কান্তগণ-সনে
মজ্জা-সুরা পান করে আনন্দিত-মনে।

(পরিক্রমণ করিয়া প্রকাশ্যে)

প্রস্তুত পুরুষ-অঙ্গে, অস্ত্রাঘাত বিনে
সুন্দর এ মহামাংস, নিয়ে যা রে কিনে।
এ কি! এই নানা প্রকার ভীষণ পিশাচগুলো
হঠাৎ কোথায় পালাল? ওঃ! এরা কি সত্ত্ব-ভীরু
লঘু-প্রকৃতি! (পরিক্রমণ করত নিরাশভাব
দর্শন) সমস্ত শ্মশান-পথটা তো ঘুরে দেখলেম—?
তারা তো আর নাই।
এই তো :—
শ্মশানের পারে নদী;
তটোপরি কুঞ্জমাঝে পেচকের চীৎকার রব,
কোথাও বা স্থানে স্থানে
কাঁদি কাঁদি ডাকিতেছে ঘোর রবে
শৃগালের পাল।
নদীর প্রবাহ-মাঝে
শবের কঙ্কালচূর্ণে স্রোতোগতি হয়ে প্রতিরুদ্ধ
মাবেগে ধায় নদী
প্রচণ্ড ঘর্ঘর-রবে বাধা ঠেলি হয়ে অতি [illegible]।
(নেপথ্যে) হা নির্দ্দয় পিতা! যাকে তুমি [illegible]
পরিতোষের জন্য উপহার দিতে যাচ্ছি, [illegible]
তার আজ মৃত্যু উপস্থিত।
মাধ। (আগ্রহ-সহকারে শ্রবণ)
লজ্জা কুররীর মত
স্নিগ্ধ মধুর চীৎকার,
চিত্তাকর্ষী স্বর এ যে
পরিচিত শ্রবণে আমার।
শুনি হয় মর্ম্মভেদ,
হৃদি ভয়ে হইয়া চঞ্চল,
শরীর স্তম্ভিত প্রায়,
প্রতি অঙ্গ বিকল বিহ্বল।
স্খলিত হতেছে গতি,
কি ব্যাপার—না জানি কারণ,
করালা-মন্দির হতে
আসে এই করুণ ক্রন্দন।

ওই বটে ভয়ানক অনিষ্টের স্থান,
ওই খানে গিয়া তবে করি গে সন্ধান।

(পরিক্রমণ)

দ্বিতীয় দৃশ্য

করালা দেবীর মন্দির।

([illegible] অর্চ্চনার সামগ্রী হস্তে করিয়া কপাল-[illegible] ও অঘোর-ঘণ্টা এবং বধ্যচিহ্ন ধারণ করিয়া [illegible] প্রবেশ)

[illegible] নির্দ্দয় পিতা! রাজার মনস্তুষ্টির জন্য [illegible] তুমি উপহার দিতে যাচ্ছিলে, দেখ, তার [illegible] মৃত্যু উপস্থিত। হা স্নেহময়ী জননি! [illegible] তোমারও সর্ব্বনাশ করলেন। ভগবতি [illegible], তোমার মালতীগত প্রাণ, মালতীর [illegible] সাধনই তোমার জীবনের একমাত্র কাজ—[illegible] সেই স্নেহের উপর নির্ভর ক'রে চিরদিন [illegible] তোমাকেই আমার মনের দুঃখ জানিয়েছি। [illegible] লবঙ্গিকা! এখন থেকে আমি [illegible] স্নেহেরই বিষয় হয়ে রইলেম।

[illegible] আঃ! এই যে আমার মালতী!—সেই সুন্দর [illegible] চোখ! এখন আমার সব সন্দেহ দূর [illegible], এখন গিয়ে জীবিত দেখতে পেলে [illegible] (সত্বর গমন)

[illegible] ও [illegible] } —দেবি চামুণ্ডে, নমস্তে নমস্তে!

[illegible] ভরে, সদর্প ও-পদভরে
নিষ্পীড়িত বিশ্বভূমণ্ডল;
[illegible] বিকম্পিত, ব্রহ্ম-অণ্ড বিগলিত,
সপ্তসিন্ধু ধায় রসাতল!
[illegible] তব নৃত্যের শোভা, আনন্দিত শিব-সভা
বন্দি ও-চরণ-শতদল।
[illegible] বামাকল, নৃত্যভরে সচঞ্চল,
নখাহত ললাটের ইন্দু;
[illegible] কেন বিগলিত, তাহা হতে নিস্যন্দিত
দর-দর অমৃতের বিন্দু।
[illegible] সিক্ত হয়ে, মুণ্ডমালা উঠে জিয়ে,
কাঁপায় দিগন্ত অট্টহাসে;

ভূতগণ অগণন, করি তাদের বেষ্টন,
স্তুতি করে মনের উল্লাসে।
বাহুতে ভুজঙ্গ নানা, শ্বসে ফুলাইয়া ফণা,
—বিষজ্যোতি করয়ে উদ্গার,
দীর্ঘ বাহু ইতস্তত, হইতেছে সঞ্চালিত,
তাহে ঠেকি গিরি চুরমার,
ললাটে ত্রিনেত্র ফুটে, পিঙ্গল অনল ছুটে,
মুণ্ড ঘোরে যেন চক্রাকার।
খট্টাঙ্গ পরশে নভ, বিক্ষিপ্ত তারকা সব,
প্রমোদিত ভূত-প্রেত দল,
তাল বেতালাদি নানা, হয়ে অতি হৃষ্টমনা
উঠাইছে ভীম কোলাহল।
তাহে গৌরী ভয়ত্রাসে, ধরে শিবে বাহুপাশে,
শিব তাহে অতি হরষিত,
এ হেন তাণ্ডব-নৃত্য, পূরাক অভীষ্ট নিত্য,
হৃষ্ট করি সবাকার চিত।

মাধব। হায়! কি দৈব-দুর্ব্বিপাক!
ভূরিবসু-বসু সেই সাধের দুহিতা
পাষণ্ড চণ্ডাল-করে হয়েছে গো ধৃতা!
ভীরু মৃগে ধরে যথা ক্রূর বৃকদলে
—এ ললনা সেইরূপ মৃত্যুর কবলে।
দুষ্ট কাপালিক ওই এখনি বধিবে ওর প্রাণ
—অলক্তক, রক্তবস্ত্র, মাল্য তাই করিয়াছে দান।
কি কষ্ট, কি কষ্ট আহা নিদারুণ বিধি!
কেন গো প্রয়াস তব হরিতে এ নিধি।

কপাল। স্মরণ কর গো ভদ্রে তব প্রিয়জনে,
এখনি হরিবে তোমা দারুণ শমনে।

মাল। হা নাথ! হৃদয়-বল্লভ মাধব! আমি পরলোকে গেলেও তুমি আমাকে স্মরণ কোরো। সে কখন মৃত হয় না—মৃত্যুর পরেও যাকে প্রিয়-জনে স্মরণ করে।

কপাল। আহা! এ হতভাগিনী দেখছি মাধবে অনুরক্ত।

অঘোর। (খড়্গ উঠাইয়া) এইবার তবে বধ করি।
মন্ত্রসাধনের পূর্ব্বে
দিয়াছিনু তোমারে বচন
—ভগবতি হে চামুণ্ডে!
সেই বলি করহ গ্রহণ।
(বধ করিতে উদ্যত)

মাধব। (সহসা অগ্রসর হইয়া মালতীকে হস্তের

দ্বারা অপসারণ) অধম কাপালিক, দূর হ! এ কাজ কখনই তোকে করতে দেব না।

মালতী। মাধব! আমাকে রক্ষা কর!—রক্ষা কর!

(মাধবকে আলিঙ্গন)

মাধব। ভয় নাই ভদ্রে ভয় নাই!
মরণসময়ে ত্যজি মরণের ভয়
সপ্রতাপে যেই দেয় স্নেহ-পরিচয়।
সেই তব সখা দেখ তোমার সম্মুখে
ত্যজ ভয় সুন্দরি—সাহস ধর বুকে।
ফলোন্মুখ হইয়াছে পাপ দুরাত্মার
এবে হবে সমুচিত প্রতিফল তার।

অঘোর। আঃ! কে এ পাপ এসে আমাদের অন্তরায় হ'ল?

কপা। জানেন না এ কে? এ হচ্ছে মালতীর প্রণয়-পাত্র, কামন্দকীর সুহৃৎ-পুত্র, মহামাংস-বিক্রেতা, নাম মাধব।

মাধ। (সাশ্রুলোচনে) ভদ্রে! এ কি ব্যাপার?

মাল। (কিঞ্চিৎ আশ্বাসিত হইয়া) আমি কিছুই জানি নে। এইমাত্র জানি, উপরে অলিন্দে ঘুমুচ্ছিলেম, এইখানে জেগে উঠলেম। তুমি কোথা থেকে এখানে উপস্থিত হলে?

মাধ। (সলজ্জ)
এ তব পাণি-পঙ্কজ করিয়া গ্রহণ
পবিত্র করিব মম এ ছার জনম।
—হৃদে এ সঙ্কল্প ধরি এসেছি এখানে
—নৃমাংস-বিক্রয় করি ভ্রমি গো শ্মশানে।
সহসা শুনিয়া তব ক্রন্দনের ধ্বনি
উপনীত হইয়াছি হেথায় এখনি।

মাল। (স্বগত) হায় হায়! উনি নিজের প্রতি বিন্দুমাত্র দৃকপাত না ক'রে আমার জন্য শ্মশানে ভ্রমণ ক'রে বেড়াচ্ছেন?

মাধ। শাস্ত্রে যে কাকতালীয় ঘটনার কথা বলে, এ দেখছি তাই।
দৈবযোগে আসি হেথা
রাহুগ্রস্ত শশি-সম মম প্রেয়সীরে
দস্যুর কৃপাণ হ'তে
ছিনিয়া লইতে ভাগ্যে পেরেছি অচিরে।
আতঙ্কে বিহ্বল এবে
করুণায় বিগলিত, বিক্ষোভিত অদ্ভুত বিস্ময়ে
ক্রোধানলে প্রজ্বলিত,
পুলকিত দরশনে, এ কি ভাব এ মোর হৃদয়ে?

অঘো। ওরে ব্রাহ্মণ-ডিম্ব!
ব্যাঘ্র-ধৃত মৃগী পরে
মৃগ যথা হয়ে কৃপাবিষ্ট
ব্যাঘ্রের কবলে পড়ে
—মোর হাতে পড়িলি পাপিষ্ঠ!
হিংসারুচি আমি ঘোর,
কার্য্য মোর প্রাণি-বলিদান,
খড়্গে ছেদি মুণ্ড তোর,
রুধির করায়ে বহমান,
আগে তোরে দিব বলি
জগদম্বা দেবী-সন্নিধান

মাধ। দুরাত্মা পাষণ্ড চণ্ডাল!
ভাবিয়া দেখ রে মনে
করিতেছিস্ এবে তুই কিসের উদ্যোগ।
সংসার অসার হবে,
ত্রিভুবন রত্ন-শূন্য নিরালোক লোক।
কন্দর্প অদর্প হবে,
বান্ধব জনের হবে মরণ শরণ,
নেত্রের নির্ম্মাণ ব্যর্থ,
জগৎ হইবে আশু জীর্ণ মহাবন
—করিস্ যদি রে তুই উহারে নিধন।
রে পাপিষ্ঠ!
প্রণয়িনী সখীদলে, লীলা-পরিহাসচ্ছলে
হানিলে শিরীষ-পুষ্প যার লাগে ব্যথা,
এ হেন তনুর পরে, যদি তোর শস্ত্র পড়ে
এই যম-দণ্ড-ভুজে লব তোর মাথা।

অঘোর।—আরে দুরাত্মা! আয় দেখি কেমন তোর ক্ষমতা—এই দেখ্, তোকে এখনি যমালয়ে পাঠাই।

মালতী।—নাথ! এ দুঃসাহসিক কার্য্য হ'তে ক্ষান্ত হও। ঐ হতাশ কাপালিক ভয়ঙ্কর লোক—আমাকে রক্ষা কর—তুমি ফিরে যাও, কি জানি যদি তোমার কোন বিপদ ঘটে।

কপা।—গুরুদেব! সতর্ক হয়ে দুরাত্মাকে বধ কর।

(মাধব মালতীর প্রতি)

মাধব।—দৈর্য্য ধর হৃদি-মাঝে, দেখ এই কাপালিক
দুর্বৃত্ত পাপাত্মা হবে এখনি নিপাত।

কে কবে গো দেখিয়াছে, করি-কুম্ভ-বিদারক
সিংহ পরাভূত যুদ্ধে হরিণের সাথ।

(নেপথ্যে কলরব—সকলের কর্ণপাত)

(পুনর্ব্বার নেপথ্যে)।—

ভো ভো মালতী-অন্বেষী সৈন্যগণ!

অমাত্য ভূরিবসুর আশ্বাসদাত্রী, অসাধারণ বুদ্ধিমতী ভগবতী কামন্দকী তোমাদের এই আদেশ করছেন :—

অবরোধ কর শীঘ্র করালার মন্দির-আলয়,
কাপালিক ছাড়া দেখ এই কার্য্য অন্য কারো নয়,
করালার সন্নিধানে বলি তারে দিতেছে নিশ্চয়।

কপা। গুরুদেব! আমরা অবরুদ্ধ হয়েছি!

অঘোর। পৌরুষ প্রকাশের এই তো অবসর।

মাল। হা পিতা! হা ভগবতি!

মাধ। আচ্ছা, বন্ধুমণ্ডলীর মধ্যে মালতীকে নিরাপদে রেখে, তাঁরই সমক্ষে এইবার দুরাত্মা পাষণ্ডটাকে বধ করি।

(মালতীকে একদিকে সরাইয়া দিয়া এবং কাপালিককে অন্যদিকে ঠেলিয়া ফেলিয়া পরিক্রমণ)

মাধব ও অঘোরঘণ্টা।—(পরস্পরকে উদ্দেশ করিয়া) ওরে পাপিষ্ঠ!

সুকঠোর অরি-প্রতিঘাতে অসি করুক ঝঙ্কার
ধরস্নায়ু-ছেদকালে ক্ষণেক লাগবি' বেগ তার।
পিষ্টপিণ্ড মাংস-পঙ্কে নিরাতঙ্কে বিলাসি' কৌতুকে
দেহ করি খণ্ড খণ্ড ছিন্ন-অঙ্গ উড়াক্ চৌদিকে।

[সকলের প্রস্থান]

ইতি পঞ্চমাঙ্ক সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অঙ্ক

(বিষ্কম্ভক)

প্রকাশ্য স্থান।

(কপাল-কুণ্ডলার প্রবেশ)

কপা। রে দুরাত্মা! তুই মালতীর নিমিত্ত আমার গুরুদেবকে হত্যা কর্লি? হতভাগ্য মাধব! আমিও সেই সময়ে তোকে মারতে উদ্যত হয়েছিলেম, কিন্তু তুই আমাকে স্ত্রীলোক ব'লে অবজ্ঞা করেছিলি। তা যাই হোক্, এই কপালকুণ্ডলার কোপের ফল তোকে এক সময়ে ভোগ করতেই হবে।

সর্পিণীর রোষানল
যত দিন না হয় নির্ব্বাণ,
সর্প-শত্রু গরুড়ের
কোথা শান্তি—কোথায় আরাম?
জাগিয়া থাকে সে বসি
করিবারে তাহারে দংশন
শাণিত সুতীক্ষ্ণ দন্তে
বিষ-রাশি করি উদ্গিরণ।

নেপথ্যে। ভো ভো নৃপগণ!

বৃদ্ধদের কথামত-কর আচরণ,
করুন্ ভূদেবগণ
সুখশ্রাব্য বেদ-মন্ত্র মুখে উচ্চারণ।
মঙ্গলাচরণতরে
রচনাদি নানা কর্ম্ম করিয়া বিশেষ
বরযাত্রী সন্নিকট
—সত্বর এখনি তারা করিবে প্রবেশ।

"যতক্ষণ না আত্মীয়-কুটুম্বেরা আসেন, ততক্ষণ বাছা মালতী বিঘ্ন-বিনাশের নিমিত্ত নগর-দেবতার মন্দিরে যাক্"—ভগবতীর আদেশ-অনুসারে অমাত্য-পত্নী এই কথা ব'লে পাঠিয়েছেন। অতএব মালতীর সঙ্গে যারা যাবে, তারা উপযুক্ত বেশ-ভূষায় সজ্জিত হোক্।

কপা। বিবাহের কাজকর্ম্মে ব্যস্ত শত শত প্রহরীর দল এখানে উপস্থিত—আমি তবে এখান থেকে প্রস্থান ক'রে মাধবের কিসে অনিষ্ট হয়, সেই চিন্তা করি গে। [প্রস্থান।

ইতি বিষ্কম্ভক।

দ্বিতীয় দৃশ্য

মন্দিরের অভ্যন্তর।

(কলহংসের প্রবেশ)

কলহংস। প্রভু মাধব মকরন্দের সঙ্গে এই নগর-দেবতার মন্দিরে লুকিয়ে আছেন। তিনি আমাকে জানতে বলেছেন, মালতী যাত্রা করেছেন কি না। এখন তবে সেই সংবাদটা তাঁকে দিই গে, তা হলে তিনি খুব খুসী হবেন।

(মাধব ও মকরন্দের প্রবেশ)

মাধব। হরিণাক্ষী মালতীরে
যে দিন প্রথম আমি মদন-উৎসবমাঝে
করিনু দর্শন
তার পর হতে তাঁর
প্রেম-নিদর্শন হেরি, যার-পর-নাই চিত্ত
হয় উচাটন।
মদন-বেদনা আজি
নিশ্চয় হইবে শান্ত, মনোরথ হইবে সফল,
ভগবতী-আশীর্ব্বাদে
হইবে কল্যাণ কিম্বা ব্যর্থ তাঁর
নীতির কৌশল।

মক। সখা, বুদ্ধিমতী ভগবতীর কৌশল কি কখন বিফল হয়?

কল। (নিকটে আসিয়া) প্রভু, আপনার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন—মালতী এই দেবগৃহে আস্‌বার জন্য গৃহ হ'তে যাত্রা করেছেন।

মাধব। সত্যি?

মকরন্দ। সখা! সন্দিগ্ধের মত জিজ্ঞাসা করচ কেন? যাত্রার কথা দূরে থাক্, ঐ দেখ নিকটে এসে উপস্থিত হয়েছেন। ঐ শোনো:—
যথা বায়ু-বিকীরিত
জলদের ঘটা করে ঘোরতর গভীর গর্জ্জন,
সহস্র মৃদঙ্গ হতে
সুগম্ভীর বাদ্য-রবে অন্য কিছু না হয় শ্রবণ।
এসো আমরা গবাক্ষ-দ্বার দিয়ে দেখি।

(তথা করণ)

কল। দেখ প্রভু:—
শ্বেত ছত্র সারি-সারি
ভাসে যেন বৃন্ত-পরে শতদল নভঃ-সরোবরে,
পতাকা-তরঙ্গ-রাজি
আন্দোলিত চামরের মৃদুমন্দ বীজনের ভরে।
কনক-কিঙ্কিনী কত
ঝঙ্কারিছে সুমধুর শত মত্ত করিণীর গায়,
পৃষ্ঠে বসে বারাঙ্গনা
নানারঙ্গে বিভূষিত, ছটা যার ইন্দ্রধনু প্রায়।
গাল-ভরা পাণ মুখে
ভরিয়া উঠেছে আরো মনোহর ফুল্ল মুখখানি,
উচ্চৈঃস্বরে গাহে গান,
তাম্বূলে বাধিত কিবা আধো-আধো
গীতি-সুধা-বাণী।

মাধব মকরন্দ—(সকৌতুকে দেখিতে দেখিতে)

মক। অমাত্য ভূবিবসুর কি অতুল ঐশ্বর্য্য! দেখ না কেন:—
মণি-সমুত্থিত দীপ্তি
ছড়াইয়া চারিদিকে ব্যাপিল গগন,
ময়ূর-চন্দ্রক-জাত
যেন রে সুবর্ণ-কান্তি স্নিগ্ধ কিরণ।
কিম্বা যথা চাতকের
পক্ষ ধরে নানা বর্ণ উড়িলে আকাশে,
অথবা দিগন্তে যথা
ইন্দ্রধনু নানাবিধ বরণ প্রকাশে,
কিম্বা নভ ছায় যেন
সুচিত্র বিচিত্র চারু চীনাংশুক-বাসে।
ওই দেখ, অগণন প্রতীহারী দল
কনক-রজত-লিপ্ত দীপ্ত বেত্র-লতা
সঞ্চালিয়া চারিদিকে রচিয়াছে রেখা
মণ্ডল-আকার;—সেই গণ্ডীর বাহিরে
পরিজন অবস্থিত; চক্রের মাঝারে
গজবধূ-আরোহণে চলেছে মালতী।
বহুল-সিন্দুর-বিন্দু-মণ্ডিত-ললাটে
—সন্ধ্যারাগ-সুরঞ্জিত—শোভে সে করিণী।
অঙ্গে তার বিলম্বিত মুক্তা-মালা-জাল
—নক্ষত্রমালিনী যথা তমসা রজনী।
মালতী শোভিছে তাহে পাণ্ডু-ক্ষীণ তনু
প্রথম শশাঙ্ক লেখা, সে রূপ-লাবণ্য
নেহারে দর্শকগণ কৌতূহল-ভরে।

মক। বয়স্য! দেখ, দেখ:—
পাণ্ডু-ক্ষীণ ওই অঙ্গে অলঙ্কার কিবা সুশোভিত,
অঙ্কুরিত লতিকায় পুষ্পজাল যেন বিকশিত।
বিবাহের মহোৎসবে কিবা শোভা, ধরে নিরুপমা
তাহাতে আবার দেখ মুখে ব্যক্ত মনের বেদনা॥
ঐ দেখ হাতীটি কেমন হাঁটুগেড়ে বস্‌লো।

মাধ। (সানন্দে) হাতীর পিঠ থেকে নেমে, মালতী ও লবঙ্গিকাকে নিয়ে, ঐ দেখ ভগবতী কামন্দকী দেবগৃহে প্রবেশ করলেন।

তৃতীয় দৃশ্য—মন্দিরের প্রাঙ্গণ

(কামন্দকী, মালতী, লবঙ্গিকার প্রবেশ)

কাম। (সহর্ষে চুপি চুপি)
বাঞ্ছিত বিবাহে এই
বিধাতা করেন যেন মঙ্গল-বিধান,
দেবতারা সবে যেন
ঘটাইয়া দেন আজি শুভ পরিণাম,
কৃতকৃত্য হই যেন
প্রিয় দুটি মিত্রের অপত্য-পরিণয়ে,
সফলতা লভি যেন
এই মম কষ্ট-সাধ্য চেষ্টা সমুদয়ে।

মাল। (স্বগত) এখন কি উপায়েই বা মৃত্যু-সুখ সম্ভোগ করে তাপিত প্রাণকে শীতল করি। হায়! হতভাগ্য জন মৃত্যুকে চায় বলেই মৃত্যু এত দুর্লভ।

লব। (স্বগত) মাধবের বিরহে প্রিয়সখী নিতান্তই হতাশ হয়ে পড়েছেন দেখছি।

(পেটিকা-হস্তে প্রতীহারীর প্রবেশ)

প্রতীহারী। ভগবতীকে অমাত্য এই জানাতে বলেছেন, "মহারাজ এই বিবাহ-পরিচ্ছদ পাঠিয়েছেন, দেবতার সম্মুখে মালতী দেবীকে যেন এই সমস্ত পরিয়ে দেওয়া হয়।"

কাম। অমাত্য ঠিক কথাই বলেছেন, এই পবিত্র মঙ্গল স্থানেই পরিচ্ছদ পরিধান করা কর্ত্তব্য। কোথায় সে পরিচ্ছদ দেখাও দিকি।

প্রতী। এই ধবল পট্ট-বসন, এই লোহিত উত্তরীয়, এই সর্ব্বাঙ্গের আভরণ, মুক্তার হার, আর এই চন্দন ও ফুলের মুকুট।

কাম। (চুপি চুপি) মদয়ন্তিকা! এই পরিচ্ছদ আভরণে মকরন্দকে সুন্দর দেখাবে, (প্রকাশ্যে) আচ্ছা, অমাত্যকে বোলো তাই হবে।

প্রতীহারী। যে আজ্ঞা। [প্রস্থান।

কাম। দেখ বাছা লবঙ্গিকা! মালতীকে নিয়ে তুমি মন্দিরের ভিতরে যাও।

লব। আর আপনি ভগবতি, কোথায় থাকবেন?

কাম। আমি ততক্ষণ একান্তে গিয়ে এই বস্ত্র অলঙ্কারগুলি বিবাহের পক্ষে প্রশস্ত কি না পরীক্ষা করি গে। [প্রস্থান।

মালতী। (স্বগত) এ কি! আমার কাছে এখন শুধু লবঙ্গিকাই রইল?

লব। এই তো দেব-মন্দিরের দ্বার—এখন তবে প্রবেশ করা যাক। (প্রবেশকরণ)

চতুর্থ দৃশ্য—মন্দিরের অভ্যন্তর

মকরন্দ। সখা! এস, আমরা এই থামের আড়ালে লুকিয়ে থাকি। (তথাকরণ)

লব। সখি! এই অঙ্গরাগ, আর এই পুষ্পমালা।

মাল। তার পর, আর কি?

লব। সখি, তোমার মা এই কথা ব'লে পাঠিয়েছেন, বিবাহ অনুষ্ঠানের আরম্ভে, কল্যাণ-সম্পদের জন্য যেন দেবতাকে পূজা করা হয়।

মালতী। একে এই দারুণ অদৃষ্টের অত্যাচার, তার উপর আবার মর্ম্মভেদী কথা তুলে কেন হতভাগিনীকে যন্ত্রণা দাও?

লব। আচ্ছা, তোমার এখন মনের কথাটা কি বল দিকি?

মালতী। দুর্লভজনে যে হতভাগিনীর অনুরাগ, তার মনের কথা যা হতে পারে, তাই।

মক। সখা! শুনলে?

মাধ। শুনলেম—শুনে হৃদয় ক্ষুব্ধ হ'ল।

মাল। (লবঙ্গিকাকে আলিঙ্গন করিয়া) প্রিয়সখি লবঙ্গিকে, তুমি আমার ধর্ম্মভগিনী—দেখ, তোমার এই অনাথা সখী এখন মরণের মুখে; আজন্ম তুমি আমার উপকার ক'রে এসেছ, তুমি আমার অত্যন্ত বিশ্বাসী ও প্রাণের প্রিয়সখী—তোমার গলাটি জড়িয়ে ধ'রে আমি এই প্রার্থনা করছি, আমার মনের সাধ যদি পূর্ণ করতে চাও, তবে আমার মৃত্যুর পর, সেই প্রিয়তমের সৌম্য-সুন্দর পদ্ম-মুখ-খানি তুমি আমার হয়ে নয়নভোরে দেখো। (রোদন)

মাধ। সখা মকরন্দ!
প্রসন্ন অদৃষ্ট মোর
শুনিয়া প্রিয়ার এই বচন-অমৃত,
বিশুষ্ক জীবন-পুষ্প
সহসা হইল যেন পূর্ণ-বিকসিত।
পরিতৃপ্ত হল পুন
বিমোহিত ইন্দ্রিয়-সকল,

আনন্দে হইল মগ্ন
হৃদয়ের গূঢ় মর্ম্মস্থল।

মাল। আর এক প্রার্থনা, আমি পরলোকে গমন করেছি শুনে সেই প্রাণেশ্বরের শরীর যাতে শুষ্ক-শীর্ণ না হয়, আমার কথা স্মরণ ক'রে জীবনে উদাসী হয়ে যাতে তিনি সংসার-ধর্ম্মে শৈথিল্য না করেন, সেইটি তুমি বিশেষ ক'রে দেখো;—অনুগ্রহ ক'রে এইটুকু করলেই আমি কৃতার্থ হই।

মক। হা! মালতীর কি শোচনীয় অবস্থা!
শুনিয়া সে মৃগাক্ষীর
মনোহর করুণ বিলাপ নিরাশার,
উল্লাস, বিষাদ, চিন্তা,
যুগপৎ আবির্ভূত হৃদয়ে আমার।

লব। সখি, তোমার দুঃখ এখনি দূর হবে; ও সব কথা বোলো না, আমি আর শুনতে পারিনে।

মাল। সখি, এখন বুঝলেম, মালতীর জীবনকেই তোমরা বেশী ভালবাসো, মালতীকে নয়।

লব। ও কি কথা বল্‌ছ সখি?

মাল। (আপনাকে নির্দ্দেশ করিয়া) সখি, তুমি ক্রমাগত আশ্বাস দিয়েই আমার এই ঘৃণিত জীবনকে এত দিন বাঁচিয়ে রেখেছ। এখন আমার এই মনের বাসনা, আমার সেই হৃদয়-দেবের অসাক্ষাতে হৃদয়-দেবের গুণকীর্ত্তন ক'রে নির্দ্দোষ অন্তঃকরণে এই প্রাণ বিসর্জ্জন করি। প্রিয়সখি, আমার এই সাধে বাধা দিও না।
(লবঙ্গিকার চরণে পতন)

মক। এই তো প্রণয়ের চূড়ান্ত সীমা!

লব। (মাধবকে ইঙ্গিত-পূর্ব্বক আহ্বান)

মক। দেখ সখা! তুমি এইখানে এসে লবঙ্গিকার জায়গায় দাঁড়াও।

মাধ। সখা! আমার সর্ব্বশরীর কাঁপছে—আমি যেন আর আমার বশে নাই।

মক। আসন্ন মঙ্গলেরই পূর্ব্ব-লক্ষণ!

মাধ। (মাধব আসিয়া লবঙ্গিকার স্থানে দণ্ডায়মান)

মাল। সখি! দয়া ক'রে আমার প্রতি এই অনুগ্রহটি কর।

মাধ।—
হতাশ জনের মত মৃত্যু-ইচ্ছা কোরো না সরলে,
কেমনে সহিব আমি তোমার সে বিচ্ছেদ-অনলে।

মাল। সখি! মালতী তোমার পায়ে ধ'রে এই ভিক্ষাটি চাইলে, এখন তুমি কি ক'রে তার কথা লঙ্ঘন করবে বল?

মাধ। (সহর্ষে) কি আর বলিব বল,
দারুণ বিচ্ছেদ-ক্লেশ দিবে যদি মোরে,
কর যাহা ইচ্ছা তব,
আলিঙ্গন দেও এবে মন-প্রাণ ভোরে।

মাল। (সহর্ষে) বড় খুসী হলেম। (উঠিয়া) এই এসো, আলিঙ্গন করি। চোখের জলে আমার দৃষ্টি রুদ্ধ, প্রিয়সখীর মুখ দেখতে পাচ্ছিনে। (আগ্রহের সহিত আলিঙ্গন) সখি, তোমার এই কঠোর কমলগর্ভ লোমাঞ্চিত অঙ্গের স্পর্শ আজ যেন আর এক প্রকার ব'লে মনে হচ্ছে—আজ আমার সকল সন্তাপ নির্ব্বাণ হ'ল। (কাঁদিতে কাঁদিতে) সখি, তাঁর চরণে প্রণাম ক'রে আমার এই নিবেদন জানাবে:—"আমি নিতান্ত হত-ভাগিনী, তাঁর সেই প্রফুল্ল কমলের ন্যায়, পূর্ণ-চন্দ্রের ন্যায় মনোহর মুখখানি দর্শন ক'রে আমার নয়নের আর চির-মহোৎসব সম্ভোগ হ'ল না—কেবল অবিরত যাতনাই ভোগ করলেম। দুর্নিবার উদ্বেগে প্রাণের বন্ধন ছিন্ন হলেও, কেবল সুধাময় আশার আশ্বাসেই এত দিন জীবন ধারণ করেছিলেম। শরীরের তাপ কতই সয়েছি, প্রিয় সখীদের কতই যন্ত্রণা দিয়েছি—চন্দ্রাংশু, মলয়-মারুত, অতি কষ্টে কোন প্রকারে সহ্য করেছি। এইরূপ কষ্টের পর কষ্ট পেয়ে, পরি-শেষে নিরাশ হয়ে এই হতাশ জনের পথ অবলম্বন করেছি।" প্রিয়সখি, তুমি সর্ব্বদা আমাকে মনে কোরো। আর, মাধবের স্বহস্তে গাঁথা এই সুন্দর বকুল-মালাটিকে মালতীর জীবন হ'তে কিছু-মাত্র ভিন্ন বোলে মনে কোরো না—সর্ব্বদা কণ্ঠে ধারণ কোরো।

(স্বীয় কণ্ঠ হইতে খুলিয়া মাধবের কণ্ঠে অর্পণ করিয়া সহসা সরিয়া গিয়া সাধ্বস-বশে কম্পন)

মাধ। (মুখ ফিরাইয়া অশ্রুত স্বরে) হা!
পীবর কুচ-মুকুলে
তনু মোর বিমর্দ্দিত হইল যখন
মনে হ'ল যেন আহা
কর্পূরের হার, চন্দ্রমণি সুচন্দন,

শৈবাল, মৃণাল, দ্রব

একত্রে সমস্ত অঙ্গে হতেছে লেপন।

মাল। (স্বগত) ওহো! লবঙ্গিকা দেখছি আমাকে প্রতারণা করেছে।

মাধ। সুন্দরি, তুমি কেবল আপনার যাতনাই অনুভব করতে পার, পরের যাতনা কিছুমাত্র বোঝো না—এই তোমার দোষ।

মহাজ্বরে দগ্ধ হয়ে

আমিও গো কত দিন করেছি যাপন,

কল্পনা-সঙ্গমে শুধু

মনোব্যথা কোনমতে করি প্রশমন;

তুমি মোরে ভালবাসো

এ আশ্বাস-ভরে শুধু রেখেছি জীবন।

লব। সখি! সত্যই তুমি ভর্ৎসনার যোগ্য, তাই উনি তোমাকে ভর্ৎসনা করছেন।

কপা। এই নায়ক-নায়িকার কলহটি বড়ই রমণীয়।

লব। দেবি! উনি যা বল্‌ছেন, তা ঠিক।

তুমি ভালবাসো ওঁরে, এই মনে করি

এতদিন প্রাণ উনি রেখেছেন ধরি।

ও কঙ্কণ-পাণি তব

কৃপা করি কর ওঁরে দান,

বিতর চির-আনন্দ,

সফল হউক মনস্কাম।

লব। মহাশয়! যাঁর মনে মনে এই ইচ্ছা, কোন ব্যক্তি-বিশেষ, কোনও বাধা না মেনে, আপনা হতে সাহস ক'রে তাঁর কঙ্কণ-পাণি গ্রহণ করে, তাঁর এখন এ বিষয়ে কি কোন আপত্তি হতে পারে?

মালতী। (স্বগত) হা! ধিক্! কি লজ্জা! লবঙ্গিকা এ কি প্রস্তাব করছে? এ যে কুমারী-জনের পক্ষে নিতান্ত অযোগ্য।

(কামন্দকীর প্রবেশ)

কামন্দকী। বৎসে! এত কাতর কেন? কি হয়েছে?

মালতী। (কাঁপিতে কাঁপিতে কামন্দকীকে আলিঙ্গন)

কাম। (মালতীর চিবুক উঠাইয়া ধরিয়া)

যার জন্য তব বৎসে

প্রথমে নেত্রের প্রীতি, পরে চিত্ত-অনন্য-পরতা,

মনের বিষাদ, পরে,

গ্লানিযুক্ত তনু—তাঁরো সেই দশা,

সেই কাতরতা।

এই সে মাধব যুবা;

জড়তারে করি' পরিত্যাগ

বিধি-বাঞ্ছা কর পূর্ণ

—সফল মদন-অনুরাগ।

লব। ভগবতি! এই মহাত্মাই কৃষ্ণ চতুর্দশী রজনীতে শ্মশানে শ্মশানে ভ্রমণ ক'রে বেড়িয়েছেন, প্রচণ্ড দোর্দণ্ড-প্রতাপে সেই পাষণ্ডকে বধ ক'রে কি দুঃসাহসেরই পরিচয় দিয়েছেন—বোধ হয়, এখন তাই মনে করেই প্রিয়সখী ভয়ে কাঁপছেন।

মক। (স্বগত) সাধু লবঙ্গিকে সাধু! ঠিক্ অবসর বুঝে গুরুতর অনুরাগ ও উপকারের কথা দুই একসঙ্গে কেমন সুকৌশলে তুমি শুনিয়ে দিলে!

মাল। হা তাত!—হা জননি!

কাম। বৎস মাধব!

মাধব। আজ্ঞা করুন!

কাম।—

দেখ বৎস মাধব! অমাত্য-ভূরিবসু—যিনি সকল সামন্তগণের পূজ্য ও নমস্য, তাঁর এই মালতীই একমাত্র অপত্য-রত্ন। প্রজাপতি ও রতিপতি উভয়েই যোগ্যের সহিত যোগ্যের যোজনায় সুরসিক। তাঁরা এবং আমি—আমরা সকলে মিলে এখন সেই রত্নটি তোমার হস্তে সমর্পণ করছি।

(রোদন)

মক —

ভগবতি! এখন তবে আপনার শ্রীচরণপ্রসাদে আমাদের মনোরথ সফল হ'ল।

মাধ। ভগবতি, আপনি তবে রোদন কচ্ছেন কেন?

কাম। (বস্ত্রাঞ্চলে অশ্রু মার্জ্জন করিয়া) কল্যাণাস্পদ! তোমাকে একটি কথা নিবেদন করি।

মাধ। নিবেদন কি, আজ্ঞা করুন।

কাম।—

জানি, সুজনের প্রেম

যত পরিণত হয়, তত আরো হয় গো সুন্দর,

তবু অনুরোধ করি

(মাল্যাস্পদা আমি তব) মালতীরে

দেখো নিরন্তর।

মম অসাক্ষাতে বৎস যেন গো তোমার

তিলার্দ্ধ না হয় হ্রাস স্নেহ করুণার।

(পায়ে পড়িতে উদ্যত)

মাধ। (নিবারণ করিয়া) ও কি করেন?—ও কি করেন? অতিমাত্র বাৎসল্যে আপনি সম্বন্ধের সীমা লঙ্ঘন করছেন।

সৎকুল-সম্ভবা ইনি, পূর্ণ-প্রণয়িনী,
গুণোজ্জ্বলা, নয়নের আনন্দ-দায়িনী।
এক একটি গুণ এই
বশীকরণের মুখ্য অমোঘ উপায়,
তাহে আমারি এখন,
এর পর কিবা কাজ অপর কথায়?

কাম। বৎস মাধব!

মাধ। আজ্ঞা করুন।

কাম। বৎসে মালতি!

লব। আজ্ঞা করুন ভগবতি!

স্ত্রীদিগের পতি, আর
ধর্ম্মপত্নী পুরুষগণের
পরস্পর-প্রিয় মিত্র,
সমষ্টি সকল বান্ধবের।
সকল কামনাধার
মহানিধি, দ্বিতীয় জীবন,
—এ সম্বন্ধ তোমাদের
হৃদে সদা করিও ধারণ।

মক। অবশ্য।

লব। ভগবতি! আপনার আজ্ঞা শিরোধর্য্যে।

কাম। বৎস মকরন্দ! তুমি এখন তবে মালতীর এই বৈবাহিক বেশভূষায় সুসজ্জিত হয়ে নিজ পরিণয়কার্য্য সম্পন্ন কর গে।

(পরিচ্ছদের পেটিকা প্রদান)

মক। আজ্ঞে হাঁ—ঐ চিত্র-যবনিকার অন্তরালে গিয়ে এখনি বেশভূষা ক'রে আস্‌ছি।

(তথা করণ)

মাধ। ভগবতি! এ কার্য্যে কিন্তু সখার নানাপ্রকার বিপদ ঘটবার সম্ভাবনা।

কাম। আঃ! তোমার সে চিন্তায় কাজ কি?

মাধ। ভগবতী কি কচ্ছেন; ভগবতীই জানেন।

(হাসিতে হাসিতে মকরন্দের প্রবেশ)

মক। সখা! এই দেখ, আমি মালতী হয়েছি।

(সকলে সকৌতুকে দর্শন)

মাধ। (মকরন্দকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক পরিহাস করিয়া) ভগবতি! এমন প্রিয়তমাকে মুহূর্ত্তের জন্যও যদি এই মনে মনে কামনা করতে পারি, তা হলে নন্দনের পরম ভাগ্য বল্‌তে হবে!

কাম। বৎস মালতী-মাধব! এখন তোমরা এখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে, ঐ তরু-কাননের মধ্যে দিয়ে আমার আশ্রম-সন্নিহিত উদ্যানে গমন কর। মাঙ্গলিক কার্য্যের সমস্ত দ্রব্য-সামগ্রী অবলোকিতা সেখানে প্রস্তুত রেখেছেন।

চৌদিকে সুপারি গাছ ফল-ভরে নত,
ঘিরিয়া রয়েছে তাহে পাণ-লতা কত,
কেরলী-কপোল সম পাণ্ডুর বরণ।
ফুল খেয়ে মুগ্ধ হয়ে গাহে পক্ষিগণ।
চৌদিকে নেবুর বেড়া রয়েছে বেষ্টিত,
বায়ু-ভরে মন্দ মন্দ হয় বিচলিত।
দেখিয়া উদ্যান-শোভা প্রীত হবে মন,
তথায় তোমরা এবে করহ গমন।

আর দেখ, যতক্ষণ না মকরন্দ মদয়ন্তিকা সেখানে যান, ততক্ষণ তোমরা তাঁদের জন্য প্রতীক্ষা করবে।

মাধ। (সহর্ষে) এ দেখছি, কল্যাণের উপর কল্যাণ!

লব। আমাদের ভাগ্যে কি এরূপ ঘটবে?

মক। এতে তোমার সন্দেহ কিসের?

লব। শুনলে প্রিয়সখি?

কাম। বৎস মকরন্দ! বৎস লবঙ্গিকে! এসো আমরা এই দিক দিয়ে যাই।

মাল। সখি, তুমিও যাচ্ছ তো?

লব। (হাসিয়া) বল কি সখি, আমি যাব না? আমাদের সকলেরই তাড়া আছে।

মাধ। আহা!

আমূল রোমাঞ্চ যার
মৃণাল-বাহু কোমল,
অনঙ্গের তাপে আর্দ্র
অঙ্গুলি-পঙ্কজ-দল।
ললিত হস্তটি তার
পরশিব মম এই করে,
গ্রীষ্মতাপে করী যথা
ব্যগ্র হয়ে করে পদ্ম ধরে।

গুপ্ত-বিবাহ নামক ষষ্ঠ অঙ্ক সমাপ্ত।

সপ্তম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

নন্দনের প্রাসাদ

(বুদ্ধরক্ষিতার প্রবেশ)

বুদ্ধ। ভগবতীর পরামর্শক্রমে অমাত্য ভূরিবসুর ভবনে মকরন্দকে কেমন সুকৌশলে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। তার পর, মকরন্দ মালতীর বেশভূষা পোরে মালতী সেজে নন্দনকে কেমন ঠকিয়েছে—সে মালতী মনে করেই ওর পাণি-গ্রহণ করেছে। আজ তো আমরা নন্দনের বাড়ীতে এসেছি; ভগবতী নন্দনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিজ গৃহে গেছেন। আজ নববধূ গৃহে প্রবেশ করবে ব'লে অকালে কৌমুদী উৎসবের আয়োজন হচ্ছে, আর সেই উদ্যোগেই গৃহের পরিজনেরা ব্যস্ত। আবার তাতে এখন সন্ধ্যাকাল। আমাদের অভিসন্ধি সিদ্ধ করবার বেশ অনুকূল অবসর হয়েছে। নূতন জামাতা মনের আবেগে অধীর হ'য়ে, বিলম্ব সইতে না পেরে তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়ে নিজ স্ত্রীর অনেক সাধ্যসাধনা করে, এমন কি, পায়ে পর্য্যন্ত পড়ে, তাতে কোন ফল না হওয়ায় তার পর বল প্রকাশ করে; তাতে ছদ্মবেশী স্ত্রী তাকে বিলক্ষণ প্রহার করে। নন্দন তার এই বিসদৃশ ব্যবহার দেখে লজ্জিত হয়ে, রোষভরে প্রস্ফুরিত-নয়নে স্খলিত-বচনে এই কথা তাকে বলে, "তুই কৌমার-বন্ধকী—তুই বালক-নায়কে আসক্ত, তোকে আমি চাই নে"—এই ব'লে শপথ ও প্রতিজ্ঞা ক'রে গৃহ হ'তে প্রস্থান করে।

[বুদ্ধরক্ষিতার প্রস্থান।

ইতি প্রবেশক

দ্বিতীয় দৃশ্য

শয়ন-কক্ষ

মালতীর ছদ্মবেশে মকরন্দ শয্যাগত—পার্শ্বে লবঙ্গিকা।

মক। লবঙ্গিকে! বুদ্ধরক্ষিতাকে ভগবতী যে কৌশল ব'লে দিয়েছেন, তা কি খাটবে?

লব। তাতে আর সন্দেহ আছে? অত কথায় কাজ কি, ঐ শুনুন,—নূপুরের শব্দ শোনা যাচ্ছে; বোধ হয়, সেই সব কথা ব'লে কৌশল ক'রে বুদ্ধরক্ষিতা মদয়ন্তিকাকে এখানে এনেছে। এখন আপনি চাদরটা মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকুন, যেন কতই ঘুমচ্ছেন।

(মকরন্দ তথা করণ)

(মদয়ন্তিকা ও বুদ্ধরক্ষিতার প্রবেশ)

মদ। সখি, সত্যই কি মালতী আমার ভাইকে রাগিয়ে দিয়েছেন?

বুদ্ধ। সত্যি বৈ কি।

মদ। এসো তবে এই দুর্ব্বিহারের জন্য মালতীকে ভর্ৎসনা করি গে।

(পরিক্রমণ)

বুদ্ধ। তার গৃহের এই দ্বার।

মদ। সখি, লবঙ্গিকে! প্রিয়সখী কি ঘুমচ্ছেন?

লব। এসো সখি! মালতী এতক্ষণ অভিমান-ভরে বিমনা হ'য়ে ছিলেন, এই মাত্র রাগটা প'ড়ে গিয়ে একটু তন্দ্রা এসেছে। এখন আর জাগিও না, আস্তে আস্তে এই শয্যার পাশে এসে বোসো।

মদ। (তথা করণ) সখি! নিজে দুর্ব্বিহার ক'রে আবার উল্টে রাগ করেছেন?

লব। আহা! তোমার ভাইটি কেমন প্রণয়ী, নব-বধূকে বশ করতে কেমন নিপুণ, কেমন সুচতুর মিষ্টভাষী! এমন সুরসিক স্বামীর কাছে এসে প্রিয় সখী বিমনা হবেন, তাও কি কখন হ'তে পারে?

মদ। দেখ বুদ্ধরক্ষিতে, উল্টে যে আমরা তিরস্কৃত হচ্ছি!

বুদ্ধ। উল্টোও বটে, উল্টো নয়ও বটে।

মদ। কেন বল দিকি?

বুদ্ধ। যদি মালতী পদানত স্বামীর প্রতি উচিত সম্মান না দেখিয়ে থাকে তো সে কেবল লজ্জার দরুণ—এই লজ্জা-দোষের জন্য তাকে ভর্ৎসনা করা যেতে পারে বা। আর দেখ প্রিয়সখি, নববধূ মালতীর সাহস দেখে তোমার ভাই ক্রোধে অধীর হয়ে মালতীকে যেরূপ মন্দ কথা বলেছেন, তার জন্য তোমরাই তো ভর্ৎসনার পাত্র। কেন না, কাম-সূত্রকারেরা এইরূপ

বলেন, "স্ত্রীজাতি কুসুম-সদৃশ, তাদের প্রতি সুকুমার ব্যবহার করবে, অজাত-বিশ্বাস পুরুষেরা সহসা বলপ্রয়োগ করলে তারা সেই সকল পুরুষের সংসর্গ-বিদ্বেষী হয়ে ওঠে।"

লব। (সাশ্রুলোচনে) ঘরে ঘরেই ত দেখা যায়, পুরুষেরা কুলকুমারীদের পাণিগ্রহণ করছে, কিন্তু স্বামীর প্রভুতা আছে বোলেই—কে বল দেখি—লজ্জাশীলা মুগ্ধস্বভাবা নিরীহ কুলবালাকে বাক্য-জ্বালায় অনর্থক দগ্ধ করে? এই সকল বাক্য-শেল হৃদয়ে একবার বিদ্ধ হলে, এমন দুঃসহ হয়ে ওঠে যে, আর কখনই ভোলা যায় না। এই নিমিত্তই পতিগৃহে বাস করতে তাদের বিরাগ জন্মে, আর এই জন্যই স্ত্রী-জন্ম আত্মীয়-স্বজনের কাছে এত ঘৃণিত বোলে মনে হয়।

মদ। বুদ্ধরক্ষিতে, প্রিয়সখী লবঙ্গিকা দেখছি অত্যন্ত মর্ম্মাহত হয়েছেন। বোধ হয়, আমার ভাই কোন বিশেষ গুরুতর বাক্য-অপরাধে মালতীর কাছে অপরাধী হয়ে থাকবেন।

বুদ্ধ। অপরাধী নয় তো কি। আমিও এই কথাগুল তাকে বলতে শুনেছি, "তোকে আমি চাইনে, তুই কৌমার-বন্ধকী।"

মদ। (কর্ণে অঙ্গুলী দিয়া) ওঃ, কি অত্যাচার—কি জঘন্য কথা! সখি লবঙ্গিকে! আমি আর তোমার কাছে মুখ দেখাতে পারছিনে। যাই হোক, আমি তোমার কর্ত্রী-স্থানীয়, তোমাকে একটা কথা বলি শোনো।

লব। বল, আমি তো তোমার আজ্ঞাধীনা।

মদ। আমার ভাই যতই মন্দ লোক হোন্ না কেন, তবু ত তিনি মালতীর স্বামী, তাঁর মতে তোমাদের চলতেই হবে। আর আমার ভাই স্ত্রী-জাতির নিন্দনীয় যে কথা বলেছেন, তার মূল যে তোমরা একেবারেই জান না, তাও তো নয়।

লব। সখি, মালতীর সঙ্গে এত কথা হয়েছে, কৈ, এ কথা তো কখন শুনি নি।

মদ। মাধবের প্রতি মালতীর যে চোখের ভালবাসা আছে, সে কথা তো সবাই জানো;—তারই এই ফল। যা হোক প্রিয়সখি, এখন যাতে অপরের উপর ভালবাসা মালতীর হৃদয় হতে একেবারে দূর হয়, তার চেষ্টা কর, নৈলে বড় দোষের হবে। যে কুমারীরা নির্লজ্জ হয়ে নিয়ত পরপুরুষের সহ বাস করে, তারা বুঝতে পারে না তার দরুণ অনুরক্ত পুরুষদের কি যন্ত্রণা হয়। কিন্তু দেখো সখি, আমি যা বল্লেম, এ কথা যেন কারও কাছে প্রকাশ না হয়।

লব। সখি, তুমি বড় অবিবেচক, লোকের উড়ো কথায় সহসা বড় বিশ্বাস কর। যাও, আমি আর তোমার সঙ্গে কথা কইতে চাইনে।

মদ। সখি, থামো থামো, আর ঢাকতে হবে না। মালতী মাধবগতপ্রাণ, আমরা কি তা সত্য সত্য জানি না মনে কর? যখন বিরহ-বেদনায় মালতীর শরীর শুষ্ক ও কঠোর কেতকী-ফুলের মত ধূসর হয়েছিল, তখন মাধবের স্বহস্তে গাঁথা বকুল-মালাই তাঁর জীবনের একমাত্র অবলম্বন হয়েছিল; আর, যখন মাধবেরও শরীর প্রাতশ্চন্দ্রের মত মলিন হয়েছিল, তখন তা কে না দেখেছে? আর, সে দিন কুসুমাকর-উদ্যানের পথে পরস্পরের যখন মিলন হ'ল, তখন উভয়েরই নেত্র বিলাসে উল্লাসিত, কৌতুকে উৎফুল্ল হয়ে যেন অনঙ্গের উপদেশে নৃত্য করছিল, আমি কি তা লক্ষ্য করি নি? আর, যখন আমার ভাইয়ের সঙ্গে বিবাহ হবে স্থির হয়েছে শুনলেন, তখন দুজনেরই ধৈর্য্য লুপ্ত, শরীর ম্লান এবং হৃদয়ের বন্ধন পর্য্যন্ত যেন ছিন্ন হয়ে গেল, আমরা কি আর তা বুঝতে পারি নি? হাঁ, আরও কেনী কথা মনে হচ্ছে।

লব। আবার কি?

মদ। আমার যিনি প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন, সেই মহাত্মার মূর্চ্ছার পর আবার যখন চেতনা হয়, তখন এই প্রিয় সম্বাদটি মালতী মাধবকে দেওয়াতে, বচনকৌশলে ভগবতী মাধবের মদন-প্রাণ পারিতোষিকস্বরূপ মালতীকে গ্রহণ করতে বলেন; তখন লবঙ্গিকা, তুমিই তো বলেছিলে "প্রিয় সখী এই পারিতোষিকই চান"।

লব। সে মহাত্মা কে?—কৈ, আমার তো স্মরণ হচ্ছে না।

মদ। সখি, স্মরণ ক'রে দেখ, ভাল ক'রে স্মরণ ক'রে দেখ। তোমার কি মনে নেই, যে দিন সেই ভয়ানক দুর্দ্দান্ত বাঘটা আমাকে আক্রমণ করে, আমি একেবারে নিরুপায় অসহায় হয়ে পড়ি, তখন একজন অকারণ-বন্ধু এসে আপনার শরীর

দিয়ে আমাকে রক্ষা করেন ; তীক্ষ্ণ দশন-প্রহারে তাঁর বিশাল মাংসল বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হ'ল, রুধির-ধারায় যেন জবাকুসুমের মালা পরেছেন ব'লে মনে হতে লাগ্‌ল, কেবল আমার উপর তাঁর দয়ার উদ্রেক হওয়ায় আমার প্রাণ বাঁচাবার জন্যই প্রচণ্ড নখাঘাত সহ্য করেও সেই হিংস্র পশু-টাকে তিনি বধ করলেন। আমি তাঁরই কথা বল্‌ছি।

। হাঁ, তিনি মকরন্দ।

। (সানন্দে) প্রিয়সখি ! কি—কি—কি বল্লে ?

। তাঁর নাম মকরন্দ।

(আগ্রহ-ভরে মদয়ন্তিকার শরীর স্পর্শ পূর্ব্বক)

মাধব-আসক্তি-কথা

আমাদের বলিলে গো যাহা,

আচ্ছা, ভাল, সত্য বলি

তোমা কাছে মানিলাম তাহা।

কিন্তু সখি বল দেখি

কুলবালা তুমি যে গো মুগধা বিশুদ্ধ-চিত্ত অতি

নামের প্রসঙ্গে কেন

হইল বিকল তনু—রোমাঞ্চিত কদম্ব যেমতি ?

। (সলজ্জে) সখি, আমাকে কেন আর উপহাস কর ? যে ব্যক্তি নিজের শরীরের প্রতি কিছু-মাত্র লক্ষ্য না ক'রে, কৃতান্ত-কবল হতে আমার জীবন রক্ষা করেছিলেন, কথা-প্রসঙ্গে সেরূপ মহাত্মার নাম স্মরণ কিম্বা গ্রহণ করলেও শরীর জুড়িয়ে যায়। দেখ প্রিয়সখি, যখন তিনি ভীষণ প্রহারে অচেতন হয়েছিলেন, তাঁর শরীর হতে রক্তবারি প্রবাহিত হচ্ছিল, ভূতল-লগ্ন অসি-লতার উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, মোহের আবেশে তাঁর কমল-নেত্র নিমীলিত হয়েছিল, তখন তুমি তো স্বচক্ষে দেখেছিলে, কেবল মদয়ন্তিকার জন্যই তাঁর বহুমূল্য জীবন তিনি বিসর্জ্জন করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন।

(স্বেদাদি বিকারের অভিনয়)

কৃ। প্রিয়সখীর মনের ভাব শরীরেই ব্যক্ত হচ্ছে।

মদ। (সলজ্জে) যাও প্রিয়সখি, তুমি আমার কাছে সদাই থাকো, তাই বিশ্বাস ক'রে তোমাকে বলেছিলেম, তাই বোলে তুমি—

লব। সখি মদয়ন্তিকে, যা জানবার, তা আমরাও সমস্ত জানি। ক্ষমা কর, আর ছলে কাজ নেই। এস, এখন মন খুলে পরস্পরের ভালবাসার কথা বোলে সুখে সময়টা কাটানো যাক।

বুদ্ধ। লবঙ্গিকা বেশ কথা বলেছে।

মদ। আচ্ছা, প্রিয়সখীর কথাই শিরোধার্য্য।

লব। তাই যদি হ'ল, আচ্ছা বল দেখি, তোমার সময়টা কাটে কি ক'রে ?

মদ। তবে শোনো প্রিয়সখি ! প্রথমতঃ বুদ্ধরক্ষিতার মুখে তাঁর গুণের প্রশংসা শুনেই তাঁর প্রতি আমার অত্যন্ত অনুরাগ জন্মে—তাই তাঁকে দেখবার জন্য আমার বিষম কৌতূহল ও উৎকণ্ঠা হয়। তার পর, দৈববশে যে দিন তাঁর দর্শন পেলেম—সেই অবধি দুর্ব্বার মদন-সন্তাপে ও দারুণ মনের উদ্বেগে আমার যেন একেবারে প্রাণ-সংশয় উপস্থিত হ'ল। আমার এই দুঃসহ যাতনা দেখে সখীরাও অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়লেন। শেষে নিরাশ হয়ে মনে করলেম, মৃত্যুতেই আমার সকল যন্ত্রণার শান্তি হবে। কিন্তু বুদ্ধরক্ষিতার আশ্বাস-বাক্যে আমি তা হতে বিরত হলেম, আমার উদ্বেগ ও সংশয় ক্রমে আরও বৃদ্ধি হ'ল। এইরূপে জীবনের কতই পরিবর্ত্তন অনুভব করলেম। বাসনার উত্তেজনায় উন্মত্ত হয়ে, আমার কল্পনা ও স্বপ্নের মধ্যেও আমি এখন কেবল সেই জনকেই দেখতে পাই। তিনিও যেন তাঁর সেই বিস্ময়-বিস্ফারিত মদ-ঘূর্ণিত কমল-নেত্রে আমার দিকে একদৃষ্টে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকেন। তার পর, কল-হংসের মত ধীর গম্ভীরস্বরে, স্খলিত বচনে আমাকে যেন বলেন, "এসো প্রিয়ে মদয়ন্তিকে", এই কথা ব'লে বল-পূর্ব্বক আমার উত্তরীয় অঞ্চল টেনে খুলে দেন, তখন আমার বুক ভয়ে থর থর ক'রে কাঁপতে থাকে। আমি সহসা সেই উত্তরীয় ফেলে পালাতে চেষ্টা করি, আর বাহু দিয়ে বুক ঢেকে রাখি। কিন্তু পালাতে গিয়ে রোমাঞ্চজনিত শিথিল মেখলা আমার খুলে খুলে পড়ে, গুরু নিতম্বের ভারে আর পালাতে পারিনে। আমি তখন তাঁকে তিরস্কার করতে থাকি, তিনি আমাকে আট্‌কে রাখতে কত চেষ্টা করেন ; তাতে মুহূর্ত্তের জন্য আমার মনে একটু বিরক্তি বোধ হয়, তখন আমি তাঁকে বারবার নিষেধ করি, কিন্তু নিষেধ করতে করতেও তাঁর

দিকেই আবার ফিরে ফিরে চাই। আমার এই অবস্থা দেখে তিনি তখন আমাকে উপহাস করেন। তার পর প্রিয়সখি, তাঁর বাহু-দণ্ড দিয়ে বেষ্টন ক'রে আমাকে গাঢ় আলিঙ্গন করেন। তখন দেখতে পাই, সেই নিষ্ঠুর বাঘের কঠোর নখাঘাতে তাঁর বক্ষে দুটি যেন লোহিতপত্র অঙ্কিত হয়ে আছে। তার পর, তিনি আমার মুখটি তুলে চুম্বনের বিবিধ চাতুরী প্রকাশ ক'রে আমার মুখের সমস্ত অবয়বের উপর তাঁর বদন-কমল যেন ফুটিয়ে তোলেন। আমি সহসা মুখ ফিরিয়ে নিয়ে যেমন তাঁর হাত ধরতে যাই, অমনি তিনি আমার কবরীতে হাতটি নিবিষ্ট ক'রে তাঁর স্ফুরিত অধর আমার বাম গণ্ডমূলে নিহিত করেন —সেই মনোহর স্পর্শে আমার সমস্ত অঙ্গ কম্পিত ও লোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। তখন কতকটা ভয় ও কতকটা আনন্দে হতবুদ্ধি হয়ে আমি এক পাশেই দাঁড়িয়ে থাকি—তখন তিনি দুর্বিনীত সাহসভরে আমার নিকট যা' অপ্রার্থনীয়, তাই প্রার্থনা করেন। প্রিয়সখি, এই সমস্ত প্রত্যক্ষের ন্যায় অনুভব ক'রে হঠাৎ যখন জেগে উঠি, তখন এই হতভাগিনীর নিকট সমস্ত জীবলোক যেন শূন্য অরণ্যের মত বোধ হয়।

লব। (হাসিয়া) আচ্ছা সখি মদয়ন্তিকে, স্পষ্ট কথা বল দিকি, সেই সময়ে, পরিজনের কাছেও যা গোপনীয় এমন কোন-কিছু, শয্যার আচ্ছাদন-বস্ত্রে ঢাকতে যাচ্ছিলে কি না, আর বুদ্ধরক্ষিতা স্নেহ-চক্ষে তাই দেখে মুচকি মুচকি হাসছিলেন?

মদ। যাও সখি, তুমি যে কি ঠাট্টা কর, তার ঠিক নেই!

বুদ্ধ। সখি, মদয়ন্তিকে! জান না, মালতীর প্রিয় সখীরাই এই রকম কথা বলতে খুব নিপুণ।

মদ। তাই ব'লে সখি, মালতীকে এইরকম ক'রে উপহাস কোরো না।

বুদ্ধ। সখি মদয়ন্তিকে! যদি বিশ্বাস ভঙ্গ না কর, তা হলে তোমাকে একটি কথা বলি।

মদ। সখি! কখনও কি প্রণয়ভঙ্গের অপরাধী হয়েছি যে, তুমি ও-কথা বলছ। এখন তুমি আর লবঙ্গিকা আমার দ্বিতীয় হৃদয়।

বুদ্ধ। আচ্ছা, আবার কখন যদি মকরন্দের সহিত দেখা হয়, তা হলে কি কর বল দিকি?

মদ। তা হলে তাঁর শরীরের প্রত্যেক অবয়ব এক দৃষ্টে স্থির হয়ে দেখে আমার চক্ষু সার্থক করি।

বুদ্ধ। যদি আবার সেই পুরুষোত্তম কাম-জননী রুক্মিণীর মত বল পূর্ব্বক তোমাকে স্বয়ং গ্রহণ ক'রে তোমাকে তাঁর সহধর্ম্মিণী করেন, তা হলেই বা কি কর?

মদ। (নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া) কেন আর আমাকে এইরূপ বৃথা আশ্বাস দিচ্ছ সখি?

বুদ্ধ। সখি! আমি যা জিজ্ঞাসা করলেম, তার উত্তর দাও।

লব। এই দীর্ঘ নিশ্বাসেই ওঁর মনের ভাব বিলক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে, আর জিজ্ঞাসা ক'রে কি হবে?

মদ। সখি! যখন তিনি প্রাণপণ ক'রে সেই দুষ্ট বাঘের হাত থেকে আমাকে রক্ষা করেছেন, তখন আমি আর এ দেহের কে?—এ দেহ তাঁরই।

লব। এ কথা কৃতজ্ঞ-জনেরই উপযুক্ত।

বুদ্ধ। ওঁর ওই কথাটি যেন মনে থাকে।

মদ। এ কি! দ্বিতীয় প্রহর হল যে—ঐ শোনো প্রহর-সূচক দুন্দুভিধ্বনি হচ্ছে। আমি গিয়ে নন্দনকে ভর্ৎসনা করেই হোক্ বা তাঁর পায়ে পড়েই হোক্, মালতীর উপর যাতে তাঁর অনুকূল ভাব হয়, তার চেষ্টা করি গে।

(উঠিয়া গমনোদ্যত)

(মকরন্দ মুখোদ্ঘাটন করিয়া মদয়ন্তিকার হস্ত ধারণ)

মদ। সখি মালতি! ঘুম ভেঙেছে? (দেখিয়া হর্ষে ও সভয়ে) ও মা! এ কি! এ যে আর একজন!

মক।—

সত্বর সত্বর ভয়
সুনিতম্বে সুন্দরি লো, শোনো মোর বাণী,
কম্পিত ও স্তন-ভার
সহিতে অক্ষম তব ক্ষীণ মাজাখানি।
প্রণয়ের অনুগ্রহ
করেছিলে যার প্রতি এইমাত্র করিলে প্রকাশ,
স্বপ্ন-সুখ বাখানিলে
যার সহবাসে থাকি', এই দেখ আমি সেই দাস।

বুদ্ধ। (মদয়ন্তিকার চিবুক উন্নত করিয়া)
সহস্র বাসনা-ভরে
বরিলে যাহারে তুমি—সেই প্রিয়তম,

অমাত্য-ভবনে দেখ
সুপ্ত বা প্রমত্ত এবে যত পরিজন।
গাঢ় অন্ধকার রাত্রি,
কৃতজ্ঞ হইয়া কাজ কর সমুচিত,
ত্যজিয়া মণি-নূপুর
নিঃশবদে বাহিরিয়া চল গো ত্বরিত।

মদ। সখি বুদ্ধরক্ষিতে! কোথায় যেতে হবে বল দেখি?

বুদ্ধ। মালতী যেখানে আছে।

মদ। মালতী কি সেই দুঃসাহসিক কাজটা করেছে?

বুদ্ধ। করেছে বৈ কি। আর, তুমিও তো এইমাত্র বলেছ, "আমি এ দেহের কে"? (মদয়ন্তিকার অশ্রুপাত)

বুদ্ধ। দেখ মকরন্দ! প্রিয়সখী তোমায় আত্ম-দান করলেন—গ্রহণ কর।

মক। অর্জ্জন করিনু আজি
দুর্জ্জয় বিজয়, চাহি অন্য কিবা আর,
স্মর-সখা-কৃপাবলে
যৌবন-উৎসব হ'ল সফল আমার।
এখন তবে চল, এই পার্শ্ব-দ্বার দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া যাক্‌।

(নিস্তব্ধভাবে পরিক্রমণ)

মক। অহো! এই নিশীথসময়ে রাজমার্গ জনশূন্য হয়ে কি রমণীয় ভাব ধারণ করেছে!
এখন:—
উত্তুঙ্গ প্রাসাদোপরি
উচ্চ বাতায়ন দিয়ে
বায়ু বহি ফিরি আসে
পরিচিত সুরাগন্ধ নিয়ে।
মাল্য-পরিমল তাহে,
ভরপুর কর্পূরের বাস,
নববধূ-যুবকের
সম্মিলন করিছে প্রকাশ।

ইতি নন্দন-বঞ্চনা নামক সপ্তম অঙ্ক।

অষ্টম অঙ্ক।

দৃশ্য।—কামন্দকীর গৃহ।

(অবলোকিতার প্রবেশ)

অব। নন্দন-ভবন হ'তে ভগবতী ফিরে এসেছেন, আমি তাঁকে প্রণাম করেছি। এখন মালতী-মাধবের কাছে যাই। গ্রীষ্মদিনের অবসানে তাপ-শান্তির জন্য তাঁরা দীর্ঘিকায় স্নান ক'রে ঘাটের শিলা-তলে ব'সে আছেন।

[প্রস্থান।

ইতি প্রবেশক।

দৃশ্য।—দীর্ঘিকার শিলাতল।

মালতীমাধব ও অবলোকিতা উপবিষ্ট

মাধ। কন্দর্পের প্রিয় সুহৃৎ নিশীথ-কাল এখন কেমন যৌবনশ্রীতে বিরাজ করছে! দেখ তাই:—
দলিয়া তিমির-জাল
শুষ্কতালপত্র-পাণ্ডু পূর্ব্বদিকে ইন্দুর প্রকাশ,
মন্দ মন্দ বায়ু-ভরে
কেতকী-পরাগ ঘন আহা যেন ছাইল আকাশ।
মালতী এখনও দেখছি বিমুখ, কি ক'রে এখন ওঁকে প্রসন্ন করি। আচ্ছা, এইরূপ বলা যাক্‌ (প্রকাশ্যে) প্রিয়ে মালতি! তুমি তো সায়াহ্ন-স্নানে শীতল হয়েছ, এখন তুমি আমার গ্রীষ্ম-তাপের শান্তি কর। কিন্তু এই কথাটি বল্লেই তুমি আমার অঙ্গ উদ্দেশ্য কেন মনে ক'রে নেও বল দেখি? সুন্দরি!—
যাবৎ কবরী হতে
কুসুমের রস-বিন্দু না হয় ক্ষরণ,
যাবৎ না স্তন হতে
ঝরি ঘর্ম্ম মধ্য-দেহে না হয় পতন,
যাবৎ না সারা দেহে
পুলকে পুলকে অঙ্গ উঠে গো শিহরি,
অন্তত একটিবার
গাঢ় আলিঙ্গন দেও প্রসাদ বিতরি।
যে বাহুযুগলে তব
'সাধ্বসের বশে ঝরে স্বেদবিন্দুধার

—ইন্দুর কিরণ-স্পর্শে
বিগলিত আহা যেন চন্দ্রমণি-হার,
সেই বাহু মোর কণ্ঠে কর গো অর্পণ—
মুমূর্ষু দেহেতে পুন আনো গো জীবন।
অথবা, তাও দূরে থাক্, তুমি যে আমার সঙ্গে একটু বাক্যালাপ করবে, আমি কি তারও যোগ্য নই?
চিরদগ্ধ মম তনু
মলয়-অনিলে, আর ইন্দুর কিরণে,
নহে গো ইচ্ছুক তুমি
নির্ব্বাপিতে সেই জ্বালা গাঢ় আলিঙ্গনে।
প্রমত্ত কোকিল-রবে
ব্যথিত হইয়া আছে এ মোর শ্রবণ,
অয়ি লো কিন্নর-কণ্ঠি!
অন্ততঃ পিয়াও তব মধুর বচন।

অবলোকিতা। (নিকটে আসিয়া) এ তোমার কিরূপ অসঙ্গত ব্যবহার? এই কিছু পূর্ব্বে মুহূর্ত্ত-মাত্র মাধব স্থানান্তরে গেলে, তুমি বিমনা হয়ে আমার কাছে এসে বল্‌তে—তাঁর এত বিলম্ব কেন?—আবার কতক্ষণে তাঁকে দেখতে পাব, যদি এবার তাঁকে পাই, তবে লজ্জাভয় সমস্ত ত্যাগ ক'রে অনিমিষ-লোচনে তাঁকে দেখি, আর বলি, "গাঢ় আলিঙ্গন দিয়ে আমাকে সুখী কর"—তার পরিণাম কি শেষ এই হ'ল?

মালতী। (সাসূয়লোচনে দৃষ্টিপাত)

মাধ। (স্বগত) অহো! ভগবতীর প্রধান শিষ্যার কি বাক্‌-চাতুরী, আর কত কথাই সময়মত ওঁর যোগায়! (প্রকাশ্যে) প্রিয়ে! অবলোকিতার কথা কি সত্য?

মালতী। (তির্য্যক্‌ভাবে মস্তক সঞ্চালন)

মাধ। আমার দিব্যি, লবঙ্গিকার দিব্যি, অবলোকিতার দিব্যি, যদি তুমি না কথা কও!

মাল। আমি কিছু জানি নে—(অর্দ্ধোক্তি করিয়া সলজ্জে)

মাধ। যদিও কথাগুলি শেষ হ'ল না—ভাল ক'রে মুখ দিয়েও বেরোল না, তবু কেমন মিষ্টি লাগল। (সহসা নিরীক্ষণ করিয়া) অবলোকিতে! এ কি ব্যাপার?
হরিণাক্ষী মালতীর
বিমল কপোলতল অশ্রুজলে সহসা প্লাবিত,
জ্যোৎস্নাপাতে মনে হয়
নল দিয়া কান্তিসুধা পান করে ইন্দু পিপাসিত

অব। সখি! কাঁদ্‌ছ কেন বল দেখি?

মাল। (জনান্তিকে) আর কতকাল প্রিয়সখী লবঙ্গিকার বিরহ-দুঃখ সহ্য করব? আজকাল তাঁর সংবাদ পাওয়াও দুষ্কর।

মাধ। অবলোকিতে! ব্যাপারটা কি?

অব। দিব্যি দেবার সময় আপনি লবঙ্গিকার নাম করায় তার কথা মনে পড়ে গেছে, লবঙ্গিকার কোন সংবাদ না পেয়ে সখী বড় কাতর হয়ে পড়েছেন।

মাধ। আমি এইমাত্র কলহংসকে পাঠিয়েছি, আর বোলে দিয়েছি, গোপনে নন্দন-ভবনে গিয়ে যেন তার সংবাদ নিয়ে আসে। (ব্যগ্রভাবে) অবলোকিতে! আহা, মদয়ন্তিকার জন্য বুদ্ধরক্ষিতা যে চেষ্টা-যত্ন করছেন, তা সফল হবে তো?

অব। মহাশয়! তাতে কি আর সন্দেহ আছে? সেই যে সময়ে প্রথমে মালতী আপনাকে মকরন্দের চেতনার সংবাদ দেয়, তখন আপনি খুসী হয়ে মালতীকে আপনার মন-প্রাণ পারিতোষিক দিয়েছিলেন; এখন যদি কেউ মকরন্দ-মদয়ন্তিকার মিলন-সংবাদ দিয়ে আপনাকে খুসী করে, তা হলে তাকে কি পারিতোষিক দেন বলুন দিকি?

মাধ। হাঁ, এ কথা বল্‌তে পার। (বক্ষোদেশ অবলোকন করিয়া স্বগত) মদনোদ্যানের শোভা ও অলঙ্কার যে বকুল-গাছটি, তারই ফুলে এই মালাটি গাঁথা। প্রিয়তমার প্রথম দর্শনে আমার যে মনের ভাব হয়, এটি যেন তারই সাক্ষিস্বরূপ এখনও রয়েছে।
মম হাতে গাঁথা বলি
আনাইলা এই মালা সখী-হস্ত দিয়া,
রাখিলেন প্রেমভরে
বিশাল সে কুচকুম্ভে যতন করিয়া,
আবার বিবাহ-কালে
প্রণয়ে হতাশ হয়ে, লবঙ্গিকা জ্ঞানে
এই মালা পরাইয়া
তুষিলেন মোরে তাঁর সর্ব্বস্বদানে।

অব। সখি মালতি! এই বকুল-মালাটি তোমার অতি প্রিয় সামগ্রী, অতএব সাবধান, এটি যেন সহসা পরহস্তগত না হয়।

মাল। প্রিয়সখি, ঠিক্ বলেছ।

অব। ওঁর পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে না?

মাধ। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) এই যে! কলহংস এসেছে।

মাল। একটি সুসংবাদ দি, মকরন্দ মদয়ন্তিকাকে লাভ করেছেন।

মাধ। (সহর্ষে আলিঙ্গন করিয়া) আমাদের এটি প্রিয় সংবাদ বটে। (নিজ কণ্ঠ হইতে বকুল-মালা খুলিয়া প্রদান)

অব। ভগবতী যে কাজের ভার দিয়েছিলেন, বুদ্ধরক্ষিতা সে কাজটি সিদ্ধ করেছেন দেখছি।

মাল। (সহর্ষে) ও মা! প্রিয়সখী লবঙ্গিকাকেও যে দেখতে পাচ্ছি।

(সকলের গাত্রোত্থান)

(ব্যস্তসমস্ত হইয়া কলহংস, মদয়ন্তিকা, বুদ্ধরক্ষিতা ও লবঙ্গিকার প্রবেশ)

মদয়ন্তিকা। মহাশয়, রক্ষা করুন, রক্ষা করুন। এখানে আসতে অৰ্দ্ধপথে নগর-রক্ষা পুরুষেরা মকরন্দকে আক্রমণ করেছে। কলহংসও সেই সময়ে এসে পড়ায়, তাঁর সঙ্গে তিনি আমাদের এখানে পূর্ব্বাহ্ণেই পাঠিয়ে দিলেন।

কল। এই দিকে আসবার সময় একটা ঘোরতর যুদ্ধের কলরব শোনা গেল—বোধ হয়, আর এক দল শত্রু-সৈন্যও জড় হয়ে থাক্‌বে।

মাল। এ কি! হর্ষ ও বিষাদ দুই যে এক সময়ে উপস্থিত।

মাধ। সখি মদয়ন্তিকে! এসো এসো! তোমার পদার্পণে আমার গৃহ ধন্য হল। আর, তিনি তো যে-সে পুরুষ নন, কেন তবে উদ্বিগ্ন হচ্চ? একলা তাঁকে যদি অনেক লোকও আক্রমণ করে, তাতেই বা মরার কি হবে? দেখ

গজ-গণে যুদ্ধকালে

অতুল বিক্রমশালী কেশরী যখন,

মদমত্ত-সিতানন

গজরাজ-শির-অস্থি করে বিদারণ।

তখন বল গো দেখি

সেই সে সিংহের কেবা সহায় সম্বল?

—তখন সহায় এক

প্রচণ্ড-খর-নখর নিজ করতল।

তোমার ভয় কি, তুমি এ বেশ জেনো, প্রিয়সখা নিজ বল-বিক্রমের অনুরূপই কাজ করবেন, আর দেখ, আমিও তাঁর সাহায্যে এখনি চল্লেম।

[উদ্ধতভাবে পরিক্রমণ করত কলহংসের সহিত প্রস্থান।

অবলোকিতা, লবঙ্গিকা, বুদ্ধরক্ষিতা। এঁরা এখন অক্ষত-শরীরে ফিরে এলে হয়।

মাল। সখি বুদ্ধরক্ষিতে! সখি অবলোকিতে! তোমরা শীঘ্র গিয়ে ভগবতীর নিকট উপস্থিত-বিপদের সংবাদটা দাও, আর প্রিয়সখি লবঙ্গিকে! তুমিও শীঘ্র গিয়ে মাধবকে বল—"যদি আমাদের প্রতি তাঁর কিছুমাত্র দয়া থাকে, তবে যেন একটু সাবধান হয়ে যুদ্ধ করেন।"

[অবলোকিতা, লবঙ্গিকা ও বুদ্ধরক্ষিতার প্রস্থান।

মাল। হায়! এখন কি ক'রে সময় কাটাই? আচ্ছা, আমি লবঙ্গিকার ফেরবার পথে গিয়ে দেখি, কতক্ষণে লবঙ্গিকা আসে। (পরিক্রমণ) (পরে আতঙ্কে) এ কি! ডান্ চোখ্ নাচছে যে!

(উপবেশন)

(কপাল-কুণ্ডলার প্রবেশ)

কপাল। আরে পাপীয়সি! দাঁড়া—কোথা যাস্?

মালতী। (সত্রাসে) হা নাথ মাধব!—(অর্দ্ধোক্তি করিয়া বাক্‌রোধ)

কপা। (সক্রোধে) হাঁ, তাকে তুই ডাক্—ডাক্।

তপস্বী জনের হন্তা,

কন্যা-চোর, কোথা তোর নাথ,

রক্ষা করুক এখন,

হয়েছিস এবে তুই

শ্যেন-আক্রমণে যথা সচকিত ক্ষুদ্র বিহঙ্গম।

আর কেন বৃথা চেষ্টা,

পলাইয়া কোথা যাবি চ'লে?

—অনেক দিনের পর

পড়েছিল্ আমার কবলে।

এখন একে শ্রীপর্ব্বতে নিয়ে গিয়ে, টুকরো টুকরো ক'রে কেটে দগ্‌ধে দগ্‌ধে মার্‌তে হবে।

[মালতীকে উঠাইয়া লইয়া প্রস্থান।

মদ। মালতী যে দিকে গেছে, আমিও সেই দিকে যাই। (পরিক্রমণ করিয়া) প্রিয়সখি মালতি!

(লবঙ্গিকার প্রবেশ)

লব। সখি মদয়ন্তিকে! আমি মালতী নই, আমি লবঙ্গিকা।

মদ। তাঁর দেখা পেয়েছ কি?

লব। না, পাইনি। বল্‌ব কি, তিনি উদ্যান থেকে বেরিয়েই যেই সৈন্যদের কোলাহল শুন্‌লেন, অমনি সবেগে গিয়ে শত্রু-সৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করলেন, কাজেই এ হতভাগিনীর ফিরে আস্‌তে হল। আমি কেবল দূর হতে শুন্‌তে পেলেম, "হা মহানুভাব মাধব! হা সাহসিক মকরন্দ!" এই ব'লে গুণানুরাগী পৌরজনেরা ঘরে ঘরে বিলাপ করছে। আর লোকের মুখে শুন্‌লেম, মহারাজও নাকি মন্ত্রিকন্যা-দুটির হরণ-বৃত্তান্ত শুনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে, অস্ত্র-শস্ত্র-প্রবীণ অনেক পদাতি সৈন্য পাঠিয়েছেন, আর নিজে প্রাসাদের ছাতে উঠে জ্যোৎস্নার আলোয় সমস্ত কাণ্ড স্বচক্ষে দেখ্‌ছেন।

মদ। হায়! এ হতভাগিনীর সর্ব্বনাশ হল!

লব। সখি! মালতী কোথায়?

মদ। সে প্রথমেই, তুমি যে পথে গিয়েছিলে, সেই পথে তোমাকে খুঁজতে গিয়েছিল, তার পর আমিও গিয়েছিলেম, কিন্তু তাকে আর দেখ্‌তে পেলেম না। বোধ হয়, উদ্যানের নিবিড় কুঞ্জের মধ্যে ঢুকে পড়েছে।

লব। সখি! এসো, শীঘ্র তাকে আবার খুঁজে দেখি। প্রিয়সখী মাধবের জন্য বড়ই কাতর হয়েছেন, আর বুঝি তাঁর ধৈর্য্য থাকে না। (দ্রুত পরিক্রমণ) সখি মালতি!—বলি, ও মালতি!

(ইতস্ততঃ পরিক্রমণ)

(সহর্ষে কলহংসের প্রবেশ)

কল। আঃ, বাঁচা গেল। সেই ভয়ানক যুদ্ধের হাঙ্গাম থেকে আমরা ভালোয় ভালোয় ভাগ্যি বেরিয়ে আস্‌তে পেরেছি। বাবা রে! এখনও যেন সমস্ত চোখের সাম্‌নে দেখ্‌তে পাচ্ছি। যেমন চমৎকার, তেমনি ভয়ানক। চারিদিকে অস্ত্র-শস্ত্রের আস্ফালন হ'চ্চে, আর চাঁদের আলো প'ড়ে তীক্ষধার উজ্জ্বল তলোয়ারের পাতগুলো চকমক্ ক'রে জ্বলে উঠ্ছে। দেখে বোধ হতে লাগল, বলদেব যেন মদ-লীলাভরে প্রচণ্ড ভুজদণ্ডে কালিন্দী-স্রোত আলোড়িত কচ্ছেন। মকরন্দের বিকট শব্দ ঝম্পে শত্রুসৈন্য বিশৃঙ্খল হয়ে পলাতে লাগ্‌ল, তাদের আর্ত্তনাদে গগন আচ্ছন্ন হ'য়ে গেল। তার পর সে কথাও ভুলো না, আমার প্রভু মাধব সেখানে উপস্থিত হয়ে বিপক্ষের সৈন্যদের হস্ত হতে অস্ত্র শস্ত্র কেড়ে নিয়ে ভীষণ ভুজবজ্র প্রহার করতে লাগ্‌লেন—তাঁর বিকট বল-বিক্রম দেখে ক্রমে রাজমার্গ পদাতি-শূন্য হল। হতশেষ সৈন্যরা এইরূপ বিষম সমর-সাহস দেখে চারিদিকে পলায়ন করতে লাগ্‌ল। আহা! মহারাজ কি গুণানুরাগী! তিনি সেই সময়ে প্রতীহারীকে সৌধশিখর হতে নীচে পাঠিয়ে দিয়ে, বিনয়বচনে মাধব মকরন্দকে শান্ত ক'রে, আপনার সম্মুখে আনালেন। তাঁরা উপস্থিত হ'লে, রাজা তাঁদের মুখচন্দ্রের উপর পুনঃ পুনঃ স্নিগ্ধ দৃষ্টিপাত করতে লাগ্‌লেন। তার পর আমার মুখে তাঁদের বংশ-পরিচয়, আভিজাত্য ও গুণগ্রামের কথা শুনে তাঁদের বিশেষ সম্মান ও সংকার করলেন। অমাত্য ভূরিবসু ও নন্দনের মুখ লজ্জায় মসীবর্ণ হয়ে গেল। তখন মহারাজ মধুর-বচনে তাঁদের বল্লেন:—"তোমাদের পরম সৌভাগ্য, কুলে শীলে রূপে গুণে এরূপ সর্ব্বাংশেই সৎপাত্র; এমন পাত্র আর পাবে না" এইরূপ প্রবোধ দিয়ে রাজা অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। এই যে, মাধব ও মকরন্দও এসে পৌঁছেছেন। আমি এখন ভগবতীর কাছে গিয়ে এই সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করি গে।

[প্রস্থান।

(মাধব ও মকরন্দের প্রবেশ)

মক। অহো! সখার সাহস ও বল বাস্তবিকই অলৌকিক।

বাহুর প্রহারে তব
বিশীর্ণ শত্রুর দল বিচূর্ণ-কপাল,
উন্মথিয়া আক্রমিয়া
বীরগণে, ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া আস্ফাল।

সম্মুখে করিয়া পথ
রক্তময়, চলিলে ধরিয়া মহা বিক্রম-প্রকাশ,
ঘিরিয়াছে জনার্ণবে
স্তম্ভিত সৈন্যের পংক্তি, বুদ্বুদে আকীর্ণ
চারি পাশ।

মদ। কিন্তু এটি কি অত্যন্ত শোচনীয় ব্যাপার নয়?
অজ্ঞান যে সব লোক
নিশীথ-উৎসবে পান করিয়াছে সুখে
প্রিয়ার গণ্ডূষ-শেষ
মধুটুকু—উদ্ভাসিত ইন্দুর ময়ূখে।
পাইয়াছে সেই সঙ্গে
প্রিয়াদত্ত আলিঙ্গন প্রেম-লীলাচ্ছলে,
মরিতে দেখ তাহারাই
রণস্থলে ভগ্ন-অস্থি তব ভুজ-বলে।

মাধ। যাই হোক্ সখা, রাজার সৌজন্য আমরা কখনো ভুলব না। যে দোষী, তারও প্রতি তিনি নায়কের ন্যায় ব্যবহার ক'রে কত অনুগ্রহ প্রকাশ করলেন। এসো এখন মালতীর নিকট যাওয়া যাক—সেইখানে গিয়ে তাঁর সামনে বোসে, মদয়ন্তিকা-হরণের বিস্তারিত বৃত্তান্ত তোমার মুখে শুনতে হবে।
তোমার আখ্যান-মাঝে
মালতী মুচকি হাসি, সখী মদয়ন্তিকা পরে
চপল কটাক্ষপাত করিবেন পরিহাস-ভরে।
তখনি গো সখীটির
বদন-পঙ্কজ কিবা হবে উল্লসিত,
লজ্জায় স্তিমিত দৃষ্টি হইবে নমিত।

(পরিক্রমণ করিয়া সকলের প্রস্থান।)

দৃশ্য—উদ্যান।

(মাধব প্রভৃতির প্রবেশ)

মাধব। এই তো সেই উদ্যান। কিন্তু এ স্থানটি কেমন শূন্য ব'লে মনে হচ্ছে কেন?

মক। সখা, বোধ হয় আমাদের বিপদে ব্যাকুল হয়ে আত্মবিনোদনের জন্য ওঁরা ঐ গহন উদ্যানে ভ্রমণ করছেন—এসো দেখা যাক্।

(উভয়ের পরিক্রমণ)

লব ও মদ। সখি মালতি! (সহসা দেখিয়া) আঃ! বাঁচা গেল—ঐ যে মাধব মকরন্দ দুই জনকেই এইখানে দেখ্‌তে পাচ্ছি।

মকরন্দ, মাধব। এই যে তোমরা! মালতী কোথায়?

উভয়ে। কোথায় মালতী? আপনাদের পদশব্দে আমরা মনে কর্‌ছিলেম, বুঝি মালতী আস্‌ছে।

মাধ। কি?—কি বল্লে? আমার বুক যে ভেঙ্গে যাচ্ছে—স্পষ্ট ক'রে বল!
পঙ্কজাক্ষি প্রেয়সীর
অনিষ্ট হ'ল বা বুঝি এই ভাবনায়,
বিগলিত হৃদি মোর,
অন্তরাত্মা সশঙ্কিত উন্মত্ত-প্রায়।
নাচিতেছে বামচক্ষু
প্রতিকূল বাক্য তব তারি সাক্ষ্য দ্যায়।

মদ। আপনি এখান থেকে চ'লে গেলে, মালতী সংবাদ দেবার জন্য বুদ্ধরক্ষিতা ও অবলোকিতাকে ভগবতীর কাছে পাঠালেন, আর সাবধান করবার জন্য লবঙ্গিকাকে আপনার কাছে পাঠালেন। তার পর লবঙ্গিকার ফিরে আস্‌তে বিলম্ব দেখে ব্যাকুল হয়ে দেখবার জন্য তিনি নিজেই এগিয়ে গেলেন। আমি তার পর এসে আর তাঁকে দেখতে পেলেম না—সেই অবধি আমরা এ-বনে সে-বনে অন্বেষণ করছি, এমন সময়ে আপনাকে দেখ্‌তে পেলেম।

মাধ। হা! প্রিয়ে মালতি!
কি জানি কি অমঙ্গল
ঘটিল গো, ভাবি প্রাণ বিষম আকুল,
ক্ষান্ত হও পরিহাসে
নির্দ্দয়ে! ভাঙ্গায়ে দাও শীঘ্র মোর ভুল।
পরীক্ষা করিতে চাও
দিয়াছি তো সে পরীক্ষা—দাও গো উত্তর,
নির্দ্দয় হয়ো না আর,
বিহ্বল হৃদয় মোর বড়ই কাতর।

উভয়ে। হা প্রিয়সখি! কোথায় গেলে তুমি?

মক। সখা! বিশেষ না জেনে শুনেই এত কাতর হচ্ছ কেন বল দেখি?

মাধ। সখা! তুমি কি জান না, মাধবের বিরহে কাতর হয়ে প্রিয়তমা কি না করতে পারেন?

মক। সত্য, কিন্তু ভগবতীর নিকটেও তো তাঁর

যাবার সম্ভাবনা আছে—এখন তবে চল, সেই-খানে গিয়ে দেখা যাক্।

উভয়ে। খুব সম্ভব তাই।

মাধ। আচ্ছা, তবে সেইখানেই চল।

(সকলের পরিক্রমণ)

মক। (স্বগত চিন্তা)

হয় তো গিয়েছে সখী
ভগবতীর আশ্রম-সদনে,
অথবা বাঁচিয়া নাই
এই কথা পুনঃ ভাবি মনে।
প্রায়ই তো গো দেখা যায়
বান্ধব-সুহৃৎ-প্রিয়-জনের সঙ্গম,
সংসারের যত সুখ,
চঞ্চল অস্থির-গতি সৌদামিনী-সম।

ইতি অষ্টম অঙ্ক সমাপ্ত

নবম অঙ্ক

দৃশ্য—পদ্মাবতী নগর

(সৌদামিনীর প্রবেশ)

সৌদা। আমি সৌদামিনী। শ্রীপর্ব্বত হ'তে উড়ে এসে পদ্মাবতী নগরের উপরে এসে রয়েছি। এখন মালতীর বিরহে চির-পরিচিত স্থানগুলি মাধবের অসহ্য হওয়ায় মাধব সেই সব স্থান পরিভ্রমণ ক'রে বেড়াচ্ছেন। এখন তবে আমি তাঁর নিকটে যাই। আমি উড়ে এসে যেখানে রয়েছি, এখান থেকে এই সকল গিরি, নগর, গ্রাম, সরিৎ, অরণ্য, সমস্ত একেবারেই আমার দৃষ্টিগোচর হচ্ছে।

(পশ্চাতে অবলোকন করিয়া)

চমৎকার! চমৎকার!

কিবা শোভে পদ্মাবতী,
সুবিশাল দুই নদী "সিন্ধু" আর "পারা"
ঘিরিয়া রয়েছে তারে
কটিবন্ধ-সম কিবা স্বচ্ছ বারিধারা।
উত্তুঙ্গ প্রাসাদ কত,
দেব-গৃহ, পুরদ্বারী অট্ট অগণন,
হইয়া বিভক্ত তাহে
আকাশ করিছে নিজ মস্তকে ধারণ।

অপিচ,

শোভিছে লবণা নদী
বক্ষে যার ঊর্ম্মি-মালা সুন্দর শোভন,
বর্ষাগমে যার তট
নব উলু-তৃণরাজি করয়ে ধারণ।
(জনপদ-সুখদায়ী
—গর্ভিণী গাভীর ভক্ষ্য প্রিয় অতিশয়)
নদীটির উপকণ্ঠে
শোভিতেছে মনোহর বিপিন-নিচয়।

(অন্য দিকে অবলোকন করিয়া) এই সেই ভগবতী "সিন্ধুর" প্রপাত; জলের পতন-বেগে ভূতল বিদীর্ণ ক'রে যেন একটা রসাতলের সৃষ্টি করেছে।

হেথায় তুমুল ধ্বনি
জলগর্ভ-নবঘন-ঘোরতর-গর্জ্জন-সমান
সীমান্ত-ভূধর-কুঞ্জে
সমুত্থিত—হেরম্বের কণ্ঠ-ধ্বনি হয় অনুমান।

এই সকল অরণ্য-গিরিভূমি চন্দন, অশ্বকর্ণ, সরল, পাটল প্রভৃতি গহন তরুরাজিতে পরিপূর্ণ ও পক্ব বিল্বফলের সৌরভে আমোদিত। এইগুলি দেখে দাক্ষিণাত্যের অরণ্য-পর্ব্বতগুলি মনে পড়ে; সেই সব স্থান—যেখানে গোদাবরী নদীর প্রচণ্ড প্র[illegible] তরুণ-কদম্ব-জম্বু-বৃক্ষাচ্ছন্ন তমসাবৃত গহন কুঞ্জে প্রবেশ করে, এবং তার ঘোরতর গর্জ্জনে চতুর্দ্দিকস্থ বিশাল মেখলা-ভূমি প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। আর ঐ দেখ, "সুবর্ণবিন্দু" নামে ভগবান ভবানীপতি এইখানে স্বয়ং-প্রতিষ্ঠিত হয়ে, মধুমতী ও সিন্ধুর এই সঙ্গম-প্রদেশটিকে পবিত্র করছেন।

(প্রণাম করিয়া)

জয় দেব ভুবন-ভাবন, জয় ভগবন্
নিখিল-নিগম আশ্রয়,
জয় রুচির শশি-শেখর, মদন-নাশন
জগত-আদি গুরু জয়।

(অগ্রসর হইয়া)

এই যে উত্তুঙ্গ-সানু
অভিনব-মেঘ-শ্যাম মহাকায় পর্ব্বত হেথায়

মিলিয়া ময়ূরী সাথে
ময়ূর মদ-মুখর, হর্ষভরে কেকা-রবে ছায়।
স্নিগ্ধচ্ছায় দেহ-মাঝে
বিচিত্র-বরণ কত পক্ষি-নীড় করয়ে ধারণ,
নিরখিয়া হেন গিরি তিরপিত
হয় গো নয়ন।

অপিচ :—
গহ্বর-নিবাসী যত
সুভীষণ মদমত্ত ভল্লুক তরুণ,
তাদের থুৎকার-রবে
গরজন-প্রতিধ্বনি বাড়য়ে দ্বিগুণ।
গজভগ্ন শল্লকীর
গ্রন্থিখণ্ড চারিধারে রহে বিকীরিত,
যা' হ'তে ঝরিয়া ক্ষীর
শিশির-কটু কষায় গন্ধে আমোদিত।
(ঊর্দ্ধে অবলোকন করিয়া)
এ কি! মধ্যাহ্ন যে! এখন এখানে :—
ছাড়িয়া "কাশ্মরী" তরু
"কোবা" পক্ষী, পল্লবিত-"কৃতমালে"
করয়ে গমন,
তাদের "অশ্মন্ত" শাখে
চুম্বিয়া "পূর্ণিমা" পক্ষী জলাশয়ে
করয়ে ধাবন।
"তিনিশ"-কোটর-মাঝে
"দাত্যূহ" নিলীন হয়ে করে অবস্থান,
"কপোত" সে গুল্ম-নীড়ে
কাঁদিছে, "কুক্কুভ" নাচে করে যোগ দান।
আচ্ছা, এখন আমি তবে মাধব মকরন্দকে
অন্বেষণ ক'রে যথাসাধ্য তাদের সান্ত্বনা করি গে।

[প্রস্থান।

ইতি বিষ্কম্ভক

(মাধব ও মকরন্দের প্রবেশ)

মক। (সকরুণভাবে নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া)
সে বিষম অবস্থায়
নাহি কোন আশা কিম্বা নৈরাশ্য বিশেষ,
হৃদয় নিমগ্ন হয়ে
ঘোর মোহ অন্ধকারে করয়ে প্রবেশ।
প্রতিকার করিতে কিছু
বিধির বিপাকে, বিধি এমনি গো বাম—
অস্থির হইয়া ঘুরি
বিপদের মাঝে মোরা পশুর সমান।

মাধ। হা প্রিয়ে মালতি! কোথায় তুমি? কেন সহসা অন্তর্হিত হলে, তার কারণ কিছুই জানতে পারলেম না! হা! নির্দ্দয়ে! এখন আমাকে দেখা দিয়ে আশ্বস্ত কর।
তবে কি মাধব পরে
দয়ামায়া স্নেহ তব নাহিক কিঞ্চিৎ?
এখনো তো সেই আমি
যে পরশি তব কর কঙ্কণ-ভূষিত
(সাক্ষাৎ উৎসব সম)
হয়েছিল সে সময় কত আনন্দিত।

সখা মকরন্দ! এ জগতে ওরূপ প্রেম পুনর্ব্বার লাভ করা নিতান্তই দুর্লভ ও অসম্ভব!
কোমল-কুসুম-অঙ্গে
সহিল অনন্ত-জ্বালা কত দিন ধরি।
অতি তুচ্ছ তৃণসম
বিসর্জ্জিবে নিজ প্রাণ মনে স্থির করি,
সাহস করিয়া শেষে মম হস্তে দিল নিজ কর,
ইহার অধিক প্রেম কোথা আছে বল অতঃপর?
তা ছাড়া :—
বিবহ-বিধির আগে
আমায় পাবার আশে হইয়া নিরাশ
করিয়াছিল গো কত
সকাতরে হৃদয়ের আবেগ প্রকাশ।
প্রিয়া মোর সে সময়
মর্ম্মচ্ছেদী যাতনায় বিকল-ইন্দ্রিয়,
মনের বেদনা-ভরে
অস্থির কাতর-তনু তখন আমিও।
(আবেগ সহকারে)
অহো! কি আশ্চর্য্য!
দলিত হৃদয় শোকে
দ্বিধা তবু ফাটিয়া না যায়,
মোহে বিকলিত দেহ
জ্ঞান তবু নাহি গো হারায়।
অন্তর্দাহে দহে তনু,
তবু তো না হয় ভস্মসাৎ,
মর্ম্মচ্ছেদ করে বিধি,
প্রাণ তবু না হয় নিপাত।

মক। সখা মাধব! দারুণ দৈবের ন্যায় সুহৃদ্দেবও

আমাদের এখন অবিরত দগ্ধ করছেন। তোমার শরীরের যেরূপ অবস্থা, এখন চল, ঐ পদ্ম-সরোবরের ধারে গিয়ে কিছুক্ষণের জন্য বসি গে। দেখ এখানে—

সনাল কমল নব
উঠিয়াছে মাথা তুলি জলের উপরি,
মৃদুমন্দ মকরন্দ
তাহা হতে আহা কিবা পড়ে ঝরি ঝরি।
সে গন্ধে হইয়া পুষ্ট,
শীতল হইয়া আর তরঙ্গ-শীকরে,
মধুর মলয়-বায়
জুড়াইবে তব অঙ্গ রহি ধীরে ধীরে।

(পরিক্রমণ করিয়া উপবেশন)

দৃশ্য।—সরোবর-তীর।

মক। (স্বগত) হাঁ, সেই ভাল। এই রকম ক'রে অন্য দিকে ওঁর চিত্ত বিক্ষেপ করা যাক্। (প্রকাশ্যে) সখা মাধব!

মদকল মরালের
পক্ষ-সঞ্চালনে দেখ দোলে শতদল,
অশ্রুবারি নিবারিয়া
যতক্ষণ নাহি আসে পুন অশ্রু-জল
ততক্ষণ দেখে লও
এই সব সুশোভন মনোহর স্থল।

(সোদ্বেগে মাধবের গাত্রোত্থান)

মক। এ কি! আমার কথায় কর্ণপাত না করেই শূন্য-মনে অন্য দিকে কোথায় যাচ্ছ? সখা! স্থির হও। দেখ:—

বঞ্জুল-কুসুম-গন্ধে
নিকুঞ্জ-তটিনী-বারি কিবা সুরভিত!
যূথিকা-কলিকা-রাশি
তটিনীর প্রান্ত-দেশ করে আচ্ছাদিত।
পর্ব্বতের সানু পরে
'কুটজ'-কুসুম ফোটে সহাস আনন,
মেঘ-চন্দ্রাতপ শিরে
—মত্ত ময়ূরের নৃত্য করে উত্তেজন।

তা ছাড়া:—

শৈলের পর্য্যন্ত-ভূমি
সমাচ্ছন্ন বিকসিত-কদম্ব-কোরকে,
নদীকূল সুশোভিত
উদ্‌ভিন্ন-অঙ্কুর নব সুচারু কেতকে।
দিগন্ত হয়েছে কিবা জলদ-শ্যামল।
শিলীন্ধ্র-কুসুম-লোধ্রে হাসে বনস্থল।

মাধ। সখা! সবই দেখছি; দূর-দৃশ্য অরণ্য-ভূমি রমণীয় বটে—কিন্তু এ সব আমার কাছে কি? (সাশ্রু-নয়নে) অথবা আরও যদি কিছু থাকে তাতেই বা আমার কি?

আসিয়াছে কাল, যবে
স্নিগ্‌ধ জলদ-রাজি, পূরবের ঝঞ্ঝানিলে হয়ে সঞ্চালিত
(শালার্জ্জুন-গন্ধী বায়ু)
বিস্খলিত ইন্দ্রনীল-খণ্ড যেন, নভস্থল করে আচ্ছাদিত।
আহা কি কালের শোভা!
তাপ-বৃষ্টি ক্রমান্বয়ে করে যাতায়াত, এক যায় অন্য আসে।
জলদের বরিষণে
ধারাসিক্ত বসুন্ধরা আমোদিত আহা কিবা মধুর সুবাসে।

হা প্রিয়ে মালতি!
কেমনে হেরিব এবে
তরুণ-তমাল-নীল দিগন্তে জলদ-অগণন!
শীত-বায়ু-সঞ্চালিত অভিনব সলিলের কণা।
কেমনে হেরিব বল
সেই সে দিগন্ত-দেশ চারু-ইন্দ্রধনু-সুশোভিত
মদকল-নীলকণ্ঠ-ময়ূর-কলহ-মুখরিত।

(শোকার্ত্তভাবে)

মক। ওঃ! সখার এ কি দারুণ পরিণাম! (সাশ্রুলোচনে) আশ্চর্য্য! আমার বজ্রময় হৃদয় এখনও প্রকৃতির সৌন্দর্য্য উপভোগ করতে পারছে? (নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) আহা, মাধবের বাঁচবার আর কোন আশাই নাই! (সভয়ে অবলোকন করিয়া) এ কি! মূর্চ্ছিত হয়েছেন নাকি? (আকাশে) সখি মালতি! এখনও কি তোমার দয়ার উদ্রেক হল না?

না মানি বান্ধব-জনে
প্রেমের আবেগে-ভরে সাহস করিলে প্রদর্শন,
তবে কেন বল সখি
নিরদোষী প্রিয়জনে হইলে গো নিদয় এমন?

এ কি! এখনও যে নিশ্বাস পড়ছে না! হা বিধাতঃ! আমার কি সর্ব্বনাশই করলে! মা গো! মা গো!

দলিত হৃদয় মম,
বিচ্ছিন্ন এ দেহের বন্ধন,
শূন্যময় এ জগৎ,
অবিরত অশ্রুবৃদহন।
প্রগাঢ় তিমিরে মগ্ন
অন্তরাত্মা বড়ই ব্যাকুল,
সমস্ত স্তম্ভিত মোহে,
এ অভাগা কোথা পায় কূল ?
হায় ! কি কষ্ট ! কি কষ্ট ! আহা !
সখা মোর বন্ধুতার হৃদয়-জোছনা,
মালতীর নয়নের পূরণ-চন্দ্রমা
মকরন্দ-পরাণের আনন্দদায়ক,
সর্ব্ব-অগ্রগণ্য, জীব-লোকের তিলক।
সেই সে মাধব এবে মোহে হতজ্ঞান
ইহলোক হতে বুঝি করিলা প্রয়াণ।
হা ! সখা মাধব !
গাত্রের চন্দন-রস, শারদেন্দু নেত্রে মোর,
হৃদয়-আনন্দ তুমি, তোমাতে ছিলাম ভোর।
সুন্দর সকল হতে, হরিল তোমায় কাল,
এ কি সর্ব্বনাশ হল হায় ! ভাঙ্গিল কপাল।
(স্পর্শ করিয়া)
অকরুণ সখা ওহে
স্মিতোজ্জ্বল তব দৃষ্টি কর বিতরণ,
নিদারুণ ! কৃপা করি
একটি করহ দান মুখের বচন।
তোমা পরে অনুরক্ত
চিত্ত যার,—মকরন্দ তব সহচর
করিছ কেন গো তবে তারে হতাদর ?
(মাধব সংজ্ঞালাভ করিয়া)

(নিঃশ্বাস ফেলিয়া) নব-জলধরের জলকণা-বর্ষণে উজ্জ্বল রাজপট্ট-মণির যে অবস্থা হয়, সেইরূপ আমার সখা আবার বেঁচে উঠেছেন দেখছি—আ! বাঁচা গেল, জগৎ যেন আবার প্রাণ পেলে।

আচ্ছা বল দেখি, এই বনের মাঝে কাকে এখন দূত ক'রে প্রিয়ার নিকট পাঠাই ?
(অবলোকন করিয়া) আহা, কি চমৎকার !
নদীতীরে ওই দেখ ফল-ভরে পরিণত
শ্যামল জম্বুর কুঞ্জ হয়ে আছে অবনত
ঊর্ম্মিদল মৃদু মৃদু তটে ভাঙ্গি ভাঙ্গি পড়ে,
নদীর উত্তর ভাগে পর্ব্বত-শিখর-পরে।
নব-জলধর ওই উপচিত-ঘন-পুঞ্জ,
যেন রে প্রবীণ-কায় নীলবর্ণ তাল-কুঞ্জ।
(সাদরে উত্থান করিয়া ঊর্দ্ধমুখে কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক)
ও গো সৌম্য ! বল দেখি :—
প্রিয়সখী সৌদামিনী করে কি না
তোমা আলিঙ্গন ?
প্রণয়ী চাতক চারু করে কি না
তব আরাধন ?
পূর্ব্ব-বায়ু যত্নে কি গো গাত্র টিপি
দেয় গো তোমার ?
ইন্দ্র-ধনু চিত্রি' তনু করে কি গো
শোভার বিস্তার ?
(কর্ণপাত করিয়া) এই যে ! মেঘের স্নিগ্ধ-গম্ভীর প্রতিধ্বনিতে গিরিগুহা সব পরিপূরিত হয়ে উঠল। আর ঐ শোনো, ঊর্দ্ধকণ্ঠ আনন্দিত ময়ূরগণ মঞ্জু-হুঙ্কারে আমার কথায় সায় দিচ্ছে। আচ্ছা, এইবার তবে আমার এই প্রার্থনা জানাই।
ভগবন্ জীমূত !
এ জগতে ইচ্ছামত ভ্রমিতে ভ্রমিতে
যদি কভু প্রিয়া পড়ে তোমার দৃষ্টিতে।
প্রথমে আশ্বাস দিয়া বোলো তাঁরে
মাধবের দশা,
বলিতে সে কথা কিন্তু দেখো যেন
ভেঙ্গো নাকো আশা।
আশাভঙ্গ হলে ছিন্ন নিশ্চয় মরণ।
সেই তাঁর একমাত্র জীবন-বন্ধন ॥
(সহর্ষে) এ কি ! মেঘ চলে গেল যে ! তবে এখন আমি অন্যত্র যাই। (পরিক্রমণ)

মক। (সোদ্বেগে) এ কি ! রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায় মাধব উন্মাদগ্রস্ত হয়েছেন দেখ্‌ছি। হা তাত ! হা জননি ! ভগবতি ! রক্ষা কর। মাধবের কি অবস্থা হয়েছে দেখ এসে।

মাধ। (চারিদিক অবলোকন করিয়া) হা ! কি প্রমাদ !
লোধ্রের কুসুম নব কান্তি নিল তাঁর,
কুরঙ্গী লোচন নিল, গজ গতি আর,
লতিকা নম্রত্ব নিল, আমার সে প্রিয়া
আছেন বিপিনে ব্যক্ত বিভক্ত হইয়া !
হা প্রিয়ে মালতি ! (মূর্চ্ছা)

মক।—

গুণের নিধান যেই, পরাণের প্রিয়তম নাথ,
গাঢ় সখা জনমিল ধূলি-খেলা করি যার সাথ।
এহেন সখারে হেরি' প্রিয়-জন-বিরহ-আতুর,
দুই ভাগে ফাটি কেন, হত-হৃদি না হইল চুর ?

মাধ। (সংজ্ঞা লাভ করিয়া উত্থান)

ব্রহ্মার সৃষ্ট জীবগণের মধ্যে সাদৃশ্য নিশ্চয়ই দুর্লভ নয়। আচ্ছা তবে (উচ্চৈঃস্বরে) ওহে পর্ব্বত-অরণ্যচারী জীবগণ! তোমাদের প্রণতি পুরঃসর এই নিবেদন করছি, অনুগ্রহ ক'রে মুহূর্ত্তকাল আমার কথায় অবধান কর।

এ স্থানে করিছ বাস, দেখেছ কি তোমরা হেথায়
সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কোন কুল-ললনায় ?
অথবা জানো গো যদি কি দশা ঘটিল—বল তবে,
বয়োবস্থা তাঁর যাহা, শুন সখা সবে :—
—যে বয়সে মনোভব মনোমাঝে জাগে বিলক্ষণ
অথচ থাকে না অঙ্গে অনঙ্গ-লক্ষণ।

ওঃ! কি কষ্ট! কি কষ্ট!

পাখা তুলি নাচে শিখী
আচ্ছন্ন করিয়া মোর বাক্য-হাহাকারে
মদ-ভ্রান্ত নেত্র-তারা
চাতক হরষে চলে কান্তা-অভিসারে।
নিজ-প্রিয়া-কপোলটি
কুসুম-পরাগে চিত্র করয়ে বানর,
প্রার্থনা জানাই কারে
সবাই কাজেতে ব্যস্ত—নাহি অবসর।

আরও দেখ :—

বানর সে চুমে নিজ প্রিয়া-মুখ তুলি',
সে মুখে অধর-রাগে শোভে দন্তগুলি।
"রোচনী"র পুষ্পসম কপোল পাটল,
মুখবর্ণ—পাকা ফাটা দাড়িম্বের ফল।

দেখ, গজরাজ রোহিণ-গাছে ঠেস্ দিয়ে, নিজ প্রিয়তমা করিণীর কাঁধে শুঁড়টি রেখে, কেমন বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করছে! এ কি, ওরও দেখছি কিছুমাত্র অবসর নাই।

দন্ত-অগ্র বুলাইয়া
নিজ সহচরী-গাত্র করে কণ্ডুয়ন,
পরশ-সুখের বশে
মুদে আসে করিণীর মুকুল-নয়ন।
কর্ণ দুটি আন্দোলিয়া পরম্পরা-ক্রমে
বীজন করে সে তারে সুখদ পবনে।
খাওয়াইছে অর্দ্ধভুক্ত নব কিশলয়,
ধন্য রে মাতঙ্গ তব প্রেম-পরিচয়!

(অন্যদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া)

এই যে আর একটি গজরাজ।

মেঘের গর্জ্জন শুনি
প্রত্যুত্তরে আর ও যে করে না গর্জ্জন,
আসন্ন সরসী হতে
শৈবালের রাশি মুখে করে না গ্রহণ।
মদ নাহি ঝরে গণ্ডে
বিষাদে মধুপ তাই হয়ে আছে মূক
ম্লান-মুখ গজরাজ
প্রাণ-সমা প্রিয়ার বিরহে পায় দুখ।

আর ওকে কষ্ট দিয়ে কি হবে—আমি অন্য দিকে যাই। (অবলোকন করিয়া)

এই যে আর একটি যূথ-পতি মত্ত গজ সরোবরে বিহার করছে। তার মাংসল গণ্ড-নিঃসৃত মদ স্রাবে সরোবর আমোদিত! আবার বিকশিত কদম্বের সংস্পর্শে আরও যেন সুরভিত হয়ে উঠেছে। গজরাজ পদ্মের পত্র, কেশর, মৃণাল কন্দ প্রভৃতি বিদলিত ও বিকীর্ণ করতে করতে নলিনী-বনের মধ্য দিয়ে চলেছে। তার অনবরত কর্ণ-সঞ্চালনে চরিদিকে যেন জলকণার কুয়াশা বিস্তার হয়েছে। গজরাজের কণ্ঠ হতে মধুর গম্ভীর গর্জ্জন-ধ্বনি নিঃসৃত হচ্ছে—আর তার সহচরী আনন্দে শ্রবণ করছে। আর ঐ গর্জ্জন শুনে হংস বক চক্রবাক জলপক্ষিগণ ভয়ে পলাচ্ছে। আচ্ছা, তবে এইবার ওর সঙ্গে বাক্যালাপ করা যাক্। মহাভাগ নাগপতে! তোমারই যৌবন শ্লাঘ্য, প্রিয়ার মনস্তুষ্টিসাধনেও তোমার বিলক্ষণ চাতুর্য্য আছে।

(নিন্দাচ্ছলে)

লীলাচ্ছলে উৎপাটিয়া
মৃণালের দণ্ডগুলি কর-কবলিত,
গণ্ডুষ পরশে তার
বিকসিত পদ্ম-গন্ধে হয় সুরভিত।
গণ্ডুষের জল-কণা
শুণ্ডে করি প্রিয়গাত্রে করিছ সিঞ্চন

কিন্তু কৈ করিলে না তো
পদ্মপত্র-ছত্র তার মাথায় ধারণ।

একি! আমার কথা অবজ্ঞা ক'রে নীরস-ভাবে সে চ'লে গেল! হা! আমি কি নির্ব্বোধ! সখা মকরন্দের সঙ্গে যেরূপ ভাবে কথা কই, এই বনচর পশুর সঙ্গে আমি যে সেইরূপ ভাবেই কথা কচ্ছি! হা সখা!

একাকী থাকিনু যদি
ধিক্ তবে সুখের জীবনে,
ধিক্ সে সৌন্দর্য্য, যদি
না ভুঞ্জিনু মিলি তোমা সনে।
যে দিন না কাটে মম
তোমার বা তাঁহার সহিত
সে দিন বিলুপ্ত হয়ে
স্মৃতি হ'তে হোক্ তিরোহিত।
প্রমোদের আশে চিত্ত
অপরত্র যদি কভু ধায়
কি ফল তাহাতে বল
ধিক্ সেই মৃগ-তৃষ্ণিকায়।

মক। আহা! সখা উন্মাদ-মোহে আচ্ছন্ন, তবু আমার প্রতি কেমন সদয়; পূর্ব্ব স্নেহের সেই সহজ সংস্কারটি কোন সূত্রে বোধ হয় আবার জাগরূক হয়েছে। এখন উনি মনে করছেন, আমি নিকটে নাই। (সম্মুখে আসিয়া) এই দেখ, আমি তোমার সেই হতভাগ্য সহচর মকরন্দ।

মাধব। প্রিয় সখা! আমার সহিত সাদর-সম্ভাষণ কর, আমাকে আলিঙ্গন কর—মালতীর আশায় নিরাশ হয়ে আমি অবসন্ন হয়ে পড়েছি! (মূর্চ্ছা)

মক। এই শোনো, তোমাকে আমি সাদর-সম্ভাষণ করছি—প্রাণ-সখা! (সকরুণে অবলোকন করিয়া) হা! কি কষ্ট! যে মুহূর্ত্তে উনি আমাকে আলিঙ্গন করবার জন্য উৎসুক, সেই মুহূর্ত্তেই আবার অচেতন হয়ে পড়লেন। সব শেষ হয়ে গেছে, আর দেখছি আমার আশার যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে না। এখন বেশ বোঝা যাচ্ছে, আমার সখা আর নাই। হা বয়স্য!

স্নেহেতে ব্যাকুল হয়ে
অকারণে হইতাম কম্পিত-হৃদয়,
বিপদ আশঙ্কা করি
চিত্ত-মাঝে হ'ত কত ভয়ের উদয়,
সেই সে উদ্বেগ-চিন্তা
মুহূর্ত্তের মধ্যে এবে শান্ত সমুদয়।

সখা! সেই পূর্ব্বকার মুহূর্ত্তগুলি কষ্টকর হলেও তবু তো সে ভাল ছিল—তবু তো তখন মনে করতে পারতেন তোমার চৈতন্য আছে, কিন্তু এখন:—

ভারমাত্র দেহ মোর প্রাণ বজ্রময়,
শূন্য দশ দিক্, ব্যর্থ ইন্দ্রিয়-নিচয়।
দিনপাত কষ্টকর তোমার গমনে,
জীবলোক নিরালোক তোমার বিহনে।

(চিন্তা করিয়া) তবে কি এখন মাধবের মরণে সাক্ষী হয়েই জীবন ধারণ করব? না, ঐ গিরি-শিখর হ'তে পাটলবতী নদীতে ঝাঁপ দিয়ে মাধবের মরণ-পথে অগ্রসর হই। (করুণ-হৃদয়ে ফিরিয়া আসিয়া অবলোকন) ওঃ! কি কষ্ট! কি কষ্ট!

একি সেই নীলোৎপল দেহ-খানি মনোহর অতি
গাঢ়তর আলিঙ্গন করি যারে না হ'ত তৃপতি।
মালতী উৎসুক হয়ে যে তনুটি করিত দর্শন
বিস্ময়-উল্লাস-ভরে নব প্রেমে বিভ্রান্ত-লোচন।

আশ্চর্য্য! এই দেহে এত অল্পবয়সে এত অধিক গুণের সমাবেশ কি ক'রে হল? সখা মাধব!

নিরমল পূর্ণ ইন্দু পড়িল গো রাহুর গরাসে,
ঘনীভূত জলধর ছিন্ন-ভিন্ন প্রবল বাতাসে।
ফলপ্রসূ তরুবর হ'ল আহা দগ্ধ দাবানলে
ধরা-হৃত চূড়ামণি তুমি গেলে মৃত্যুর কবলে।

(চিন্তা করিয়া) আচ্ছা, যদিও আমার সখা গত হয়েছেন, তবু তাঁকে একবার আলিঙ্গন করি। কিছু পূর্ব্বে উনিই তো এইরূপ প্রার্থনা করেছিলেন। (আলিঙ্গন করিয়া) হা সখা! বিমল বিদ্যার নিধি! সর্ব্ব-গুণের গুরু! মালতীর স্বয়ং-গৃহীত জীবিতেশ্বর! হা স্মরসুন্দর! কামিনীজনচিত্তহারী! তুমি যে বান্ধব-পয়োনিধির শরচ্চন্দ্র! তুমি যে কামন্দকী ও মকরন্দের আনন্দকর চন্দ্রবদন মাধব! এত দিন মকরন্দের এই বাহুবন্ধন এ সংসারে তোমার ইচ্ছা-সুলভ ছিল, এখন তাও আর পাবে না। মকরন্দ এখন তোমা বিনা মুহূর্ত্তকালও জীবিত থাকবে, এ কথা মনেও করো না।

জন্মাবধি দুই জনে একসঙ্গে করি অবস্থান
এক মাতৃ-স্তন-দুগ্ধ সমভাবে করিয়াছি পান।

এখন যে বন্ধুদত্ত প্রেতোদক পিইবে একাকী
বল দেখি প্রিয় সখা, তোমার তা উচিত হয় কি ?

(করুণভাবে ত্যাগ করিয়া পরিক্রমণ)

এই তো নীচে পাটলবতী নদী।

ভগবতি পাটলবতি! যেখানে প্রিয় সুহৃদের জন্ম হবে, সেইখানে আমারও যেন জন্ম হয়—আমি যেন আবার তাঁরই সহচর হই। (নদীতে ঝাঁপ দিতে উদ্যত)

(সহসা সৌদামিনীর প্রবেশ)

সৌ। (নিবারণ করিয়া) বৎস! ও দুঃসাহসের কাজ কোরো না, কোরো না।

মক। (দেখিয়া) তুমি কে মা ? কেন তুমি আমাকে নিষেধ কচ্ছ ?

সৌ। তুমি কি বৎস মকরন্দ ?

মক। আমি হতভাগ্য মকরন্দই বটে—আমাকে ছেড়ে দিন।

সৌ। বৎস! আমি যোগিনী, মালতীর একটি অভিজ্ঞান-চিহ্ন আমার কাছে আছে।

(বকুল-মালা প্রদর্শন)

মক। (নিশ্বাস ফেলিয়া করুণভাবে) আর্য্যে! মালতী কি জীবিতা আছেন ?

সৌ। আছেন বৈ কি। বৎস! মাধবের কি কোন অমঙ্গল হয়েছে যে, তুমি এই দুঃসাহসের কাজ করতে প্রবৃত্ত হয়েছ? ভয়ে আমার হৃদয় কাঁপছে—মাধব কোথায় ?

মক। আর্য্যে! আমি প্রমুগ্ধ হয়ে বৈরাগ্যের বশে তাঁকে ত্যাগ ক'রে এখানে এসেছি। তবে আসুন, আবার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি গে।

(দ্রুত পরিক্রমণ)

মাধ। (সংজ্ঞা লাভ করিয়া) এ কি! আমাকে কে জাগিয়ে দিলে? (চিন্তা করিয়া) নব-জলধর-বাহী এই পবনেরই কার্য্য দেখছি—পবন তো আমার অবস্থা জানে না।

মক। আঃ! বাঁচা গেল, সখার চৈতন্ত হয়েছে।

সৌ। (অবলোকন করিয়া) মালতী যেরূপ আমাকে বলেছিলেন, এই দুই জনের সেই প্রকার আকৃতিই বটে!

মাধ। ভগবন্ প্রাচ্য-সমীরণ!

জলভরা জলদেরে কর সঞ্চালিত,
বিহঙ্গম চাতকেরে কর প্রমোদিত,
উৎকণ্ঠ শিখীর উঠাও কেকা-রব,
করাও গো কেতকীর কুসুম প্রসব,
বিরহী সে মূর্চ্ছা লভি
কথঞ্চিৎ ব্যথা করে দূর,
চৈতন্তের আধি-ব্যাধি
কেন তবে আনিলে নিঠুর!

মক। অখিল জীবের যিনি জীবন, সেই পবন-দে[illegible] ভাল কাজই করেছেন।

মাধ। যাই হোক্ পবন-দেব! তোমার নিক[illegible] এখন এই প্রার্থনা:—

বিকসিত কদম্ব-কুসুম-রেণু সনে
লয়ে যাও মোরে তুমি প্রিয়ার সদনে।
অথবা থাকয়ে যদি
প্রিয়-অঙ্গ-সহবাসে সুশীতল দ্রব্য এক-র[illegible]
অর্পণ কর গো মোরে,
তুমিই এখন মোর একমাত্র আশ্রয় ও গ[illegible]।

(কৃতাঞ্জলি-পূর্ব্বক প্রণাম)

সৌ। এইবার অভিজ্ঞান-চিহ্ন দেখাবার ঠিক সম[illegible] হয়েছে।

(মাধবের অঞ্জলিবদ্ধ হস্তে মালা নিক্ষেপ)

মাধ। (বিস্ময় ও হর্ষ-সহকারে) এই কি [illegible] আমার স্বহস্ত-রচিত, প্রিয়া-বক্ষ-স্থিত, ম[illegible] স্থানের বকুল ফুলের মালা? (নিরীক্ষণ করিয়[illegible] সহর্ষে) হাঁ, তাই বটে—কোন সন্দেহ নাই দেখ না কেন—

সেই চারু চন্দ্রানন
দরশন-কৌতূহল করিতে গোপন
মালার যে ভাগ আমি
গ্রন্থন করিয়াছিনু করিয়া বিষম।
সুবিন্যস্ত না হলেও,
যে ভাগ দেখিয়া তুষ্ট হয় লবঙ্গিকা,
সে ভাগ দেখি যে হেথা,
সন্দেহ নাহিক তবে—সেই সে মালিকা।

(হর্ষোন্মাদ-সহকারে উত্থান)

প্রিয়ে মালতি! এই মালায় যেন তোমাকেই

দেখ্‌ছি। (কোপ-সহকারে) আমার কি দশা হয়েছে, তুমি কি তা জান্‌ছ না?

প্রাণ বুঝি বাহিরয়, হৃদয় বিদীর্ণ হয়,
দহে সর্ব্ব-অঙ্গ, তম চতুর্দ্দিক-ময়,
শীঘ্র হও পরকাশ এ নহে গো পরিহাস,
নেত্রানন্দ দান কর হয়ো না নির্দ্দয়।

(নৈরাশ্য-সহকারে চারিদিক্ অবলোকন করিয়া)

কৈ—মালতী কোথায়? (বকুল-মালাকে উদ্দেশ করিয়া) ওগো প্রিয়া-প্রণয়িনী বকুলমালা! তুমি আমার উপকারী বন্ধু, তোমাকে পেয়ে আমি কৃতার্থ হলেম!

প্রিয়সখি মালিকা গো!
জ্বলিতেন প্রিয়া যবে দুঃসহ মদন-যাতনায়
আলিঙ্গন করি তোমা
ভাবিতেন আলিঙ্গিলা মোরে তাঁর
মুগ্ধ কল্পনায়।

(করুণভাবে নিরীক্ষণ)

একবার মোর কণ্ঠে
পুনঃ প্রেয়সীর কণ্ঠে ক'রি যাতায়াত
জ্বালিলে মদন-জ্বালা
আনন্দ-রস মিশ্রিত করি তার সাথ।
স্নেহের আকর গাঢ়
অনুরাগ হৃদয়ে করিলে সঞ্চারিত,
স্মরিলে সে সব কথা
মোর কষ্ট হৃদে আসি হয় উপস্থিত।

(হৃদয়ে স্থাপন করিয়া মূর্চ্ছিত)

মক। (নিকটে আসিয়া বীজন) সখে! ধৈর্য্য ধর! ধৈর্য্য ধর!

মাধ। (সংজ্ঞা লাভ করিয়া) মকরন্দ! দেখ না, কোথা হ'তে সহসা মালতীর স্নেহ বহন ক'রে এই বকুলমালা এখানে এসে উপস্থিত। এতে তোমার কি মনে হয়? ব্যাপারটা কি বল দেখি।

মক। সখা! এই আর্য্যা যোগেশ্বরীই মালতীর এই অভিজ্ঞান-চিহ্নটি নিয়ে এসেছেন।

মাধ। (দেখিয়া করুণভাবে কৃতাঞ্জলি) আর্য্যে, অনুগ্রহ ক'রে বলুন, প্রিয়া আমার বেঁচে আছেন কি না।

সৌ। বৎস! নিশ্চিন্ত হও, নিশ্চিন্ত হও—সে কল্যাণাস্পদা জীবিতা আছে।

মাধব, মকরন্দ।—(নিশ্বাস ফেলিয়া) আর্য্যে! তা যদি হয়, তবে তাঁর সমস্ত বৃত্তান্তটা আমাদের বলুন।

সৌ। যখন অঘোরঘণ্টা করালা দেবীর মন্দিরে মালতীকে বলি দিতে উদ্যত হয়েছিল, তখন মাধব অসি দ্বারা তার প্রাণ সংহার করেন।

মাধ। (উদ্বেগ-সহকারে) আর্য্যে! ক্ষান্ত হোন্—তার পর কি হয়েছিল. বেশ বোঝা যাচ্ছে।

মক। কি হয়েছিল?

মাধ। সখা, আর কি হবে?—কপালকুণ্ডলার মনস্কামনা সিদ্ধ হয়েছে।

মক। আর্য্যে! তা কি সত্য?

সৌ। বৎস যা বল্‌ছেন, তাই বটে।

মক। ওঃ! কি কষ্ট! কি কষ্ট!

শরৎ-জোছনা-রাশি কুমুদে মিলিল আসি,
উভয়-লাবণ্য তাহে বাড়িল কত না,
আহা কিবা সুশোভন, রূপে রূপে সম্মিলন
কিন্তু হায় এ কি পুনঃ, বিধি-বিড়ম্বনা,
সহসা আনি অকালে নিবিড় জলদ-জালে
পুনঃ করে দোঁহা-মাঝে বিচ্ছেদ ঘটনা।

মাধ। হা প্রিয়ে মালতি! তোমার কি ভয়ানক কষ্টের অবস্থা। কপালকুণ্ডলা যখন এসে তোমাকে ধরলে, তখন প্রিয়ে, না জানি তোমার কি দশা হয়েছিল। চন্দ্রকলা রাহু-গ্রস্ত হলে যেরূপ হয়, বোধ হয় তাই হয়েছিল। ভগবতি কপালকুণ্ডলে!

এ হেন রমণী-রত্ন
আদরের যতনের ধন
রাক্ষসীর ব্যবহার
তার প্রতি করো না অমন।
হও গো কল্যাণপর;
শিরেই ধারণ করা পুষ্প স্বাভাবিক,
যে দলে চরণে তারে,
না করে উচিত কাজ—তারে শত ধিক্।

সৌ। বৎস, অধীর হয়ো না।

নিষ্করুণ সে যে অতি,
করিত সে পাপ আচরণ,
যদি না গো আমি আসি
করিতাম তারে নিবারণ।

মাধব-মকরন্দ। (প্রণাম করিয়া) আমাদের প্রতি

শ্রীচরণের যথেষ্ট অনুগ্রহ। এখন বলুন, কি ক'রে আপনি আমাদের বন্ধু হলেন।

সৌ। পরে তা জান্‌তে পারুবে।

(উত্থান করিয়া)

আপাততঃ আমি :—
গুরুচর্য্যা, তন্ত্র-মন্ত্র, যোগের অভ্যাসে
যে শকতি লভিয়াছি প্রভূত আয়াসে,
সেই আকর্ষণী-শক্তি তব শুভতরে
এই দেখ বিস্তারিনু আকাশের পরে।

[মাধবকে লইয়া প্রস্থান।

মক। আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য!
বৈদ্যুৎ ও তামসের এ কি হেরি চমৎকার
ভীষণ মিলন,
সহসা উদিত হয়ে চকিতে মিলায়ে গেল
ধাঁধিয়া নয়ন।

(সভয়ে অবলোকন করিয়া)

এ কি হল? বয়স্য তো নাহি হেথা, কোথা
তিনি তবে?

(চিন্তা করিয়া)

দেখিছ কি? যোগীশ্বরী গেছে লয়ে
মহিমা-প্রভাবে।

(সন্দিগ্ধ-চিত্তে) আবার কোন অনর্থ উপস্থিত হল না তো? কিছুই তো ভেবে পাই নে।
প্রবল বিস্ময়-বশে
ভুলিতে না ভুলিতে সে পূর্ব্ব-ইতিবৃত্ত,
অদ্ভুত নূতনতর
ভয়-জ্বরে জর-জর হয় পুনঃ চিত্ত।
ঘোরতর মোহ আসি
ভাঙ্গিছে গড়িছে একই ক্ষণে
শোকানন্দ যুগপৎ
উদয় হইল আসি মনে।

আমাদের লোকজনের সঙ্গে ভগবতী এই গহন কান্তারে প্রবেশ ক'রে মালতীর অন্বেষণ করছেন—যাই তাঁকে এই সমস্ত বৃত্তান্ত বলি গে।

[প্রস্থান।

ইতি নবম অঙ্ক সমাপ্ত।

—

দশম অঙ্ক।

দৃশ্য—অরণ্যের অপর অংশ

(কামন্দকী, লবঙ্গিকা, ও মদয়ন্তিকার প্রবেশ)

কাম। (সাশ্রুলোচনে) হা বৎসে মালতি? তুমি [illegible] আমার কোলের ভূষণ—কোথায় তুমি?—উত্ত[illegible] দেও।
জন্মাবধি হতে তব
প্রতি মুহূর্ত্তের আচরণ সব করিয়া স্মরণ,
আর সে মধুর বাণী—
সন্তাপেতে দহে তনু, হৃদি মোর হয় বিদারণ।
(আকাশে) আরও শোনো বৎসে!
মনে হয় শৈশবের
সেই তব হাসি-কান্না স্বত-উচ্ছ্বসিত,
কলিকাগ্র দন্ত-গুলি,
শোভিত রে মুখ তব চন্দ্র-বিনিন্দিত,
আর সেই অসম্বদ্ধ
আধো-আধো-বাধো-বাধো মধুর জল্পিত।

মদয়ন্তিকা ও লবঙ্গিকা—(সাশ্রুলোচনে আকাশে) [illegible] প্রিয়সখি! চন্দ্রাননে—তু[illegible] কোথায় গেলে? তুমি এখন একাকিনী না জানি তোমার সেই কুসুম-সুকুমার শরীরে[illegible] কি অবস্থা হয়েছে। হা মহাভাগ মাধ[illegible] জীব-লোকের মহোৎসব জন্মের মত অস্ত [illegible]

কাম। (খেদ-সহকারে) হা বৎস-দ্বয়!
যেই মাত্র জনমিল নূতন প্রণয়,
—পরস্পর আলিঙ্গনে উৎসুক-হৃদয়—
অমনি গো নিয়তির মহাবাত্যা আসি
লবলী-লবঙ্গে যেন গেল রে বিনাশি।

লব। (উদ্বেগ-সহকারে) হতাশ বজ্রময় প্রাণ, তু[illegible] কি নিষ্ঠুর। (বক্ষঃস্থলে করাঘাত করিয়া পতন

মদ। সখি লবঙ্গিকে! আমি তোমাকে অনুন[illegible] করছি, আর একটুখানি ধৈর্য্য ধরে থাক।

লব। সখি, কি করি, বজ্রময় কঠিন প্রাণ আমাকে কিছুতেই পরিত্যাগ করছে না।

কাম। বৎসে মালতি! জন্মাবধি লবঙ্গিকা তোমার প্রিয় সহচরী, এখন অভাগিনীর প্রাণ যাচ্ছে, তবু ওর উপর তোমার দয়া হচ্ছে না? এখন :—

তোমার বিহনে ম্লান স্নেহময়ী তব এই সখী—
দীপ-শিখা নিবে গেলে সলিতাটি যথা মসী-মুখী ॥
বৎসে, কেমন করে নির্দ্দয় হয়ে কামন্দকীকে পরিত্যাগ করলে? আমার এই চীর-বসনের উত্তাপেই কি তোমার অঙ্গগুলি বর্দ্ধিত হয় নি?
স্তন্য-ত্যাগ হতে বাছা
পেয়ে তোরে সুধামুখি দন্ত-পুত্তলির মত
শিখাইনু খেলাধুলা
লালিয়া পালিয়া পরে বিদ্যা শিক্ষা দিনু কত।
তার পর বড় হলে
গুণবান লোক-শ্রেষ্ঠ বর আনি দিনু তোকে,
মায়ের অধিক করি
নহে কি উচিত তোর দেখা মোরে স্নেহ-চোখে?
(নৈরাশ্য-সহকারে) চন্দ্রমুখি আমার! এখন আমি হতাশ হয়ে পড়েছি।
আশা ছিল দেখিব রে
কোলে শুয়ে শিশু তোর করে স্তন পান
দেখিব তাহার সেই
অকারণ-হাস্যময় সুচারু বয়ান।
ললাটে মাথায় তার
শ্বেতবর্ণ সর্ষপ হয়েছে অর্পিত;
এমনি অদৃষ্ট মন্দ
সে সব আশায় আমি হইনু বঞ্চিত।

লব। ভগবতি! প্রসন্ন হয়ে আজ্ঞা করুন, আমি এই গিরি-শিখর হতে পড়ে শান্তিলাভ করি, এই জীবনের ভার আর আমি বহন করতে পাচ্ছি নে। আশীর্ব্বাদ করুন, যেন জন্মান্তরে প্রিয়-সখীকে আবার দেখ্‌তে পাই।

কাম। না লবঙ্গিকে! মালতীর বিরহে কামন্দকী যে জীবিত থাক্‌বে, এ কথা মনেও কোরো না। আমাদের উভয়েরই শোক-বেগ সমান। দেখ:—
কর্ম্ম-ফল-ভেদে যদি
প্রিয়জন-সনে পুনঃ না ঘটে মিলন,
প্রাণ-বিসর্জ্জনে তবু
অবশ্য হইবে শোক-তাপ নিবারণ।

লব। তাই ঠিক্‌। আপনার আদেশ শিরোধার্য্য!
(উত্থান)

কাম। (সদয়ভাবে দেখিয়া) বৎসে মদয়ন্তিকে!

মদ। আমাকে কি অগ্রসর হতে আজ্ঞা করছেন? —আমি প্রস্তুত আছি।

লব। সখি! আমার কথা শোনো, তুমি আত্ম-হত্যা কোরো না, তুমি থাকো আমি চল্লেম— সখি, আমাকে ভুল না।

মদ। (কোপ-সহকারে) যাও সখি, আমি তোমার ও কথা শুন্‌তে চাই নে।

কাম। (স্বগত) হায় হায়! হতভাগিনী যে স্থির-সঙ্কল্প দেখ্‌ছি।

মদ। (স্বগত) মকরন্দ! নাথ! প্রণাম! প্রণাম! এই অন্তিম কালের প্রণাম!

লব। ভগবতি, এই দেখ, পবিত্র মধুমতী নদী মেখলার ন্যায় চারি দিক বেষ্টন ক'রে আছে, আর এই সেই পর্ব্বতের শিখর।

কাম। কোনো বাধাই আমাদের এখন বিরত করতে পারবে না।

(সকলে নদীতে ঝাঁপ দিতে উদ্যত)

নেপথ্যে:—

আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য!
বিদ্যুৎ ও তামসের
এ কি হেরি অকস্মাৎ ভীষণ মিলন,
সহসা উদিত হয়ে
চকিতে মিলায়ে গেল ধাঁধিয়া নয়ন।

কাম। (দেখিয়া—বিস্ময়-হর্ষ-সহকারে)
এই যে বাছাটি মোর! এ কি এ ব্যাপার?

(মকরন্দের প্রবেশ)

মক। যোগিনী-প্রভাবে এনু—অন্য কিবা আর।

নেপথ্যে

এ কি! লোকের যে ভয়ানক জনতা হয়েছে দেখছি।
মালতীর অমঙ্গল শুনিয়া শ্রবণে
হইয়া বিরক্ত-চিত্ত বিষয়ে জীবনে।
ভূরিবসু অগ্নি-ঝাঁপ দিবে বলি করিয়াছে স্থির
আশ্রয় করিলা হায় তাই এই শিবের মন্দির।

মদ। লবঙ্গিকে! এইমাত্র আমরা মালতী-মাধবকে দেখব বলে কত আশা করছিলেম, আর এই মুহূর্ত্তেই কি না আর এক বিপদ্‌ এসে উপস্থিত।

কামন্দকী মকরন্দ। (সহর্ষে) এক দিকে কষ্ট, অন্য দিকে আনন্দ!—আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য!
একত্রে চন্দন-রস
অসি-পত্র উড়ে দেখি হয় বরিষণ,

বরিষে অনভ্র-সুধা
অগ্নির স্ফুলিঙ্গ-সনে হয়ে সম্মিলন।
বিষ-সনে সঞ্জীবনী,
—ঘোর অন্ধকার সনে আলোক-মিশ্রণ,
অশনি শশাঙ্কে যোগ,
এ কি আজি বিধির বিষম সংঘটন!

(নেপথ্যে)

হা তাত! ক্ষান্ত হও—আমি তোমার মুখকমল দর্শনের জন্য অত্যন্ত উৎসুক, আমাকে প্রসন্ন হয়ে দেখা দেও। কি! তুমি যে অখিল লোকের মঙ্গল-প্রদীপ, তুমি কিনা তোমার এই অযোগ্য কন্যার জন্য—যে কন্যা তোমাকে নির্দ্দয় মনে করেছিল—তার জন্য, তোমার প্রাণ বিসর্জ্জন করছ?

কাম। হা বৎসে!
পুনর্জ্জন্ম যদি বা হইল লাভ কোন ক্রমে তোর,
রাহু-গ্রস্ত শশি-সম এ আবার কি বিপদ ঘোর!

লব। হা! প্রিয়সখি!
(মূর্চ্ছিতা মালতীকে ধরিয়া মাধবের প্রবেশ)

মাধ। ওঃ! কি কষ্ট! কি কষ্ট!
প্রবাসের দুঃখ যদি কোন মতে হল অতিক্রম,
অপর সঙ্কটে পড়ি এবে এঁর সংশয় জীবন।
ফলোন্মুখ হয় যদি দৈব অনিবার
কে বল রোধিতে পারে তাহার দুয়ার?

মক। (সহসা সম্মুখে আসিয়া মাধবের প্রতি) সখা! আচ্ছা, এখন সেই যোগিনী কোথায়?

মাধ। শ্রীপর্ব্বত হতে আমি
আসিছিনু দ্রুতবেগে হেথা তাঁর সনে
কাঁদিল বনের পশু,
তার পর আর তাঁরে না দেখি নয়নে।

কামন্দকী মকরন্দ। (কাতরভাবে আকাশে) আর্য্যে! আবার এসে আমাদের রক্ষা করুন, কেন অন্তর্হিত হলেন?

মদয়ন্তিকা লবঙ্গিকা। সখি মালতি! বলি ও প্রিয়সখি মালতি! ভগবতি!' রক্ষা করুন, রক্ষা করুন! অনেকক্ষণ ধ'রে আর নিঃশ্বাস পড়ছে না—হৃদয়ে স্পন্দন নাই। হা অমাত্যবর! হা প্রিয়সখি! হায়! উভয়েই উভয়ের মৃত্যুর কারণ হল!

কাম। হা বৎসে মালতি!

মাধ। হা প্রিয়ে!

মক। হা প্রিয়সখি! (সকলে মূর্চ্ছিত হইয়া আবার সংজ্ঞা লাভ করণ)।

কাম। (উর্দ্ধে অবলোকন করিয়া) এ কি এ! হঠাৎ মেঘ-রাশি বিদীর্ণ ক'রে কে বারিবর্ষণ ক'রে আমাদের শান্তিদান করছেন?

মাধ। (নিশ্বাস ফেলিয়া) এই যে, মালতীর চৈতন্য হয়েছে।
চলশ্বাস নাসা এবে,
হইয়াছে শান্ত পয়োধর,
হৃদয়ো হয়েছে স্নিগ্ধ,
প্রকৃতিস্থ নেত্র মনোহর।
—মূর্চ্ছা-অপগমে এবে
প্রসন্নতা বিরাজে বদনে,
দিবার প্রারম্ভে যথা
পদ্ম শোভে সরসী-সদনে।

(নেপথ্যে)

নন্দন ও নরপতি নিপতিত অমাত্য-চরণে,
অগ্রাহ্য করিয়া মন্ত্রী তাঁহাদের মিনতি-বচনে
অনলে পড়িতে যান,
এমন সময়ে আমি বলিনু সমস্ত,
বিস্ময়-আনন্দে ভোর
তখন সে কার্য্য হতে হলেন নিরস্ত।

মাধব মকরন্দ। (উর্দ্ধে অবলোকন করিয়া সবিস্ময়ে) ভগবতি! এইবার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন!
ওই দেখ যোগেশ্বরী, মেঘরাশি করিয়া বিদীর্ণ
আকাশ হইতে এবে হতেছেন নিম্নে অবতীর্ণ।
বরষিলা এইমাত্র উনি যেই অমৃত-বচন
জলদ-বর্ষণ হতে তাহা আরো সন্তাপ-হরণ।

কাম। কি আনন্দ! কি আনন্দ!

মাল। কি ভাগ্যি, আবার আমি বেঁচে উঠলেম!

কাম। (আনন্দাশ্রুলোচনে) এসো বৎসে, এসো।

মাল। এ কি! ভগবতি যে! (চরণে পতন)

কাম। (উঠাইয়া মস্তকাঘ্রাণ করিয়া)
বেঁচে থাকো বাঁচাও গো
যারা তব জীবন-সমান;
বাঁচুক সুহৃদ্ জন;
তুহিন-শীতল অঙ্গ-স্পর্শ করি দান;

বাঁচাও আমারে বাছা,

আর তব প্রিয় এই সখীটির প্রাণ।

মাধ। সখা মকরন্দ! জীবলোক এখন কি মধুময়!

মক। (সহর্ষে) তাই বটে।

মদয়ন্তিকা লবঙ্গিকা। আবার দেখতে পাব ব'লে আশা ছিল না—এসো, আমাদের আলিঙ্গন কর।

মাল। হা প্রিয়সখি! (উভয়কে আলিঙ্গন)

কাম। বাছা, এখন তোমার সমস্ত বৃত্তান্তটা বল দেখি।

মাধব মকরন্দ। ভগবতি!

কপাল-কুণ্ডলা-কোপে মোদের এ বিপদ অপার,

আর্য্যার প্রযত্নে মোরা বহুকষ্টে হইনু উদ্ধার।

কাম। কি! অঘোরঘণ্টাকে বধ করায় এই সমস্ত ঘটেছে?

মদ। লবঙ্গিকে! আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! বিধাতা পুনঃ পুনঃ নির্দ্দয়াচরণ ক'রে পরিণামে দেখ কেমন রমণীয় ভাব ধারণ করেছেন!

(সৌদামিনীর প্রবেশ)

সৌদামিনী। (সম্মুখে আসিয়া) ভগবতি কামন্দকি! আপনার পুরাতন শিষ্যের প্রণাম গ্রহণ করুন।

কাম। এ কি! ভদ্রা সৌদামিনী যে!

মাধব মকরন্দ। (সবিস্ময়ে) কি?—ইনিই ভগবতীর পুরাতন প্রিয় শিষ্যা সৌদামিনী! এখন তবে সমস্তই বোঝা যাচ্ছে।

কাম। এসো এসো প্রাণসখি!

বহু পুণ্য লভেছ বাঁচায়ে বহুজনে,

অনেক দিনের পরে,

সাক্ষাৎ পাইনু আজি তোমা হেন ধনে।

দিয়াছ আনন্দ আগে

পুনঃ আনন্দিত কর আলিঙ্গন দানে

সৌজন্যের নিধি মোর!

ক্ষান্ত হও—কাজ নাই ভূমিষ্ঠ প্রণামে।

জগতের বন্দনীয়া!

যে সকল সিদ্ধি তুমি করেছ সঞ্চয়

সিদ্ধ আদি-বুদ্ধ যারা

তাহাদেরো স্পৃহণীয়—প্রার্থনা-বিষয়।

যাতার বীজ যাহা

হয়েছিল অঙ্কুরিত তোমার অন্তরে

এবে দেখিতেছি তাহা

বহুফল-প্রসূ হয়ে মঙ্গল বিতরে।

মদয়ন্তিকা লবঙ্গিকা। ইনিই সেই আর্য্যা সৌদামিনী?

মাল। হাঁ, ইনিই সেই সময়ে ভগবতীর পক্ষ অবলম্বন ক'রে কপালকুণ্ডলাকে ভর্ৎসনা করেন। তার পর আমাকে নিজগৃহে নিয়ে গিয়ে ভগবতীর সমান যত্নে রক্ষা করেন। আর, সেই অভিজ্ঞান-চিহ্ন বকুল-মালাটি হাতে ক'রে এনে তোমাদের সবাইকে মৃত্যুমুখ হতে উদ্ধার করেন। ইনিই সেই আমাদের জীবনদায়িনী সৌদামিনী।

মদয়ন্তিকা লবঙ্গিকা। আমাদের প্রতি কনিষ্ঠা-ভগবতীর যথেষ্ট অনুগ্রহ!

মাধব মকরন্দ। তা আর বল্‌তে!

চিন্তামণি হতে যদি

হয় ইষ্টলাভ, তবু তাহে কত চিন্তা শ্রম চাই,

আর্য্যা যাহা করিলেন

চিন্তার অতীত সে যে, অত্যাশ্চর্য্য—

বলি হারি যাই।

সৌদামিনী। (স্বগত) আহা! এঁদের সৌজন্যে আমি লজ্জিত হচ্ছি। (প্রকাশ্যে) দেখ, আজ পদ্মাবতীর অধীশ্বর, নন্দনের সম্মতি লয়ে, ভূরি-বসুর সমক্ষে এই পত্র লিখে, চিরঞ্জীব মাধবের নিকট প্রেরণ করেছেন।

(পত্র অর্পণ)

কাম। (গ্রহণ করিয়া পঠন) "স্বস্তিরস্তু! পদ্মাবতী-শ্বরের বিজ্ঞাপন এই:—

গুণবান-অগ্রগণ্য

তুমি গো জামাতা শ্লাঘ্য উচ্চ-কুলান্বিত,

বিষম বিপদ হতে

পাইয়াছ রক্ষা শুনি মোরা আনন্দিত।

তোমারে তুষিতে আরো

মদয়ন্তিকারে দিনু তব মিত্রবরে

—বালার প্রথম প্রেম

হয় সঞ্চারিত যেই মকরন্দ-পরে।"

(মাধবের প্রতি) বৎস! শুনলে?

মাধ। শুন্‌লেম, শুনে কৃতার্থ হলেম।

মাল। বাঁচা গেল—হৃদয়ের আশঙ্কা দূর হ'ল।

লব। এখন মাধব ও মালতী উভয়েরই মনস্কামনা সম্পূর্ণরূপে সফল হ'ল।

মকরন্দ। (সম্মুখে অবলোকন করিয়া) ঐ দেখ অবলোকিতা ও বুদ্ধরক্ষিতা, কলহংসের সঙ্গে নৃত্য করতে করতে এই দিকে আসছেন।

(অবলোকিতা, বুদ্ধরক্ষিতা ও কলহংসের প্রবেশ)

অব, বুদ্ধ, কল। (বিবিধ প্রকার নৃত্য করিতে করিতে সম্মুখে আসিয়া প্রণাম পূর্ব্বক কামন্দকীর প্রতি)

কার্য্য-কুশলা ভগবতীর জয়! মকরন্দ-হৃদয়ানন্দ পূর্ণচন্দ্র মাধবের জয়! আজ কি সৌভাগ্য!

(সকলে সহর্ষে ও স্মিত-মুখে দর্শন)

লব। এমন কে আছে যে, এই সম্পূর্ণ সর্ব্বাঙ্গীন মহোৎসবে নৃত্য না ক'রে থাকৃতে পারে?

কাম। তাই বটে। এরূপ বিচিত্র রমণীয় ব্যাপার কোথায়ই বা সচরাচর ঘটে?

সৌদা। আরও সুখের বিষয় এই, অমাত্য ভূরিবসুর ও দেবরাতের অপত্য-সম্বন্ধ-বাসনা এত দিনের পর পূর্ণ হ'ল।

মাল। (স্বগত) সে আবার কি?—তাঁহাদের কি সে বাসনা ছিল?

মাধব ও মকরন্দ। (কৌতূহল-সহকারে) ভগবতি! আর্য্যার বচনের সঙ্গে বাস্তবিক ঘটনার তো মিল হচ্ছে না!—তাঁদের সেরূপ বাসনা ছিল ব'লে তো মনে হয় না।

লব। (জনান্তিকে) ভগবতি! এর উত্তর কি?

কাম। (স্বগত) এখন মদয়ন্তিকার বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হওয়ায় নন্দন শান্ত হয়েছেন—আর কোন ভয় নাই। (প্রকাশ্যে) শোনো বৎসগণ! বাস্তবিক ঘটনার কিছুই অন্যথা হয় নি। তাঁদের পাঠদশায় এই সৌদামিনীর সমক্ষে, ভূরিবসু ও দেবরাত এই প্রতিজ্ঞা করেন যে, ভবিষ্যতে তাঁদের উভয়ের মধ্যে কোন প্রকার অপত্য-সম্বন্ধ নিশ্চয়ই স্থাপন করবেন। কিন্তু প্রধান মন্ত্রী নন্দন পাছে রুষ্ট হন, তাই এই বিষয়টি আমি গোপন ক'রে রেখেছিলেম।

মাল। ওঃ! ভগবতীর আশ্চর্য্য সম্বরণ-শক্তি!

মাধব, মকরন্দ। (আশ্চর্য্য হইয়া)
ভগবতীর অচল নীতি-কৌশলকে বলিহারি!

কাম। বৎস মাধব!

সঙ্কল্প করিয়াছিনু
মনে মনে পূর্ব্বে যে কল্যাণ,
এবে তব পুণ্যে, মম
শিষ্য-যত্নে হ'ল ফলবান।
তব প্রিয় সখা সনে
হ'ল নিজ কান্তার মিলন;
নন্দন নৃপতি তুষ্ট,
বল আর কিবা প্রয়োজন?

মাধব। (সহর্ষে প্রণাম করিয়া) ভগবতি! এ অপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি হ'তে পারে? তথাপি ভগবতী-প্রসাদে এইটুকু যেন হয়:—

সাধু সজ্জনেরা যেন
পাপ বিরহিত হয়ে হন পুণ্যে রত,
পালন করেন পৃথ্বী
নৃপগণ ধর্ম্ম-পথে থাকিয়া নিয়ত।
যথাকালে মেঘগণ
করুক সুচারুরূপে বারি বরিষণ
পুণ্যরত প্রজা সবে
লয়ে ধনশালী মিত্র আত্মীয়-স্বজন,
হরষ-প্রমোদ-ভরে
অবিরত সুখে কাল করুক যাপন।

সম্পূর্ণ

দায়ে প'ড়ে দার-গ্রহ

(প্রহসন)

(মোলিয়ের-কৃত "মারিয়াজ ফোর্সে" অবলম্বনে)

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত

(দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে মুদ্রিত)

পাত্রগণ

পুরুষবর্গ

জগমোহন	...	রামকান্ত বাবুর জামাতা
সতীশ	...	জগমোহনের বন্ধু
রামকান্ত বাবু	...	জগমোহনের শ্বশুর
[illegible]	...	রামকান্ত বাবুর পুত্র
ন্যায়রত্ন বেদান্তবাগীশ	} ...	দুই জন টুলো পণ্ডিত

স্ত্রীবর্গ

কমলমণি	...	রামকান্ত বাবুর কন্যা
দুই জন বেদিনী।		

দায়ে প'ড়ে দার-গ্রহ

প্রহসন

দৃশ্য।—জগমোহনের বাটী।

জগমোহন। (বাড়ীর লোকদিগের প্রতি) আমি এখন বাহিরে যাচ্ছি, এখনি ফিরে আস্‌ব। দেখ, তোমরা বাড়ীর উপর নজর রেখো—যেখানকার যা' সব যেন ঠিক্‌-ঠাক্ থাকে। যদি কেউ আমার এখানে টাকা দিতে আসে, সতীশ বাবুর কাছে যেন শীঘ্র লোক পাঠান হয়—আমি সেইখানেই থাক্‌ব; আর যদি কেউ টাকা নিতে আসে, তাকে যেন বলা হয়, আমি বাহিরে গেছি, আজ আর ফিরব না।

(সতীশ বাবুর প্রবেশ)

সতীশ। (জগমোহনের শেষ কথা শুনিতে পাইয়া) বাঃ! চাকরদের তো বেশ হুকুম দেওয়া হল!

জগ। সতীশ, তুমি ঠিক্ সময়ে এসেছ ভাই; আমি এইমাত্র তোমার বাড়ী যাচ্ছিলেম।

সতীশ। কি জন্য বল দিকি?

জগ। একটা কথা তোমাকে বল্‌বার জন্য; একটা কোন বিষয়ে তোমার সঙ্গে আমার পরামর্শ করতে হবে।

সতীশ। তা বেশ তো, তোমার সঙ্গে দেখা হল ভালই হল—তা, এইখানেই সেই সব কথা হোক্ না।

জগ। তুমি তবে বোসো। একটা গুরুতর বিষয়ের প্রস্তাব আমার কাছে এসেছে, সে বিষয়ে তোমার মতামত কি, আমি জান্‌তে চাই। কেন না, আমি বন্ধুদের না জিজ্ঞাসা ক'রে কোন কাজ করি নে।

সতীশ। তুমি আমার পরামর্শ জিজ্ঞসা করছ, সে তো আমার পরম সৌভাগ্য! আচ্ছা, কথাটা কি বল দিকি, সে বিষয়ে আমার যা মতামত, এখনি আমি বল্‌ছি।

জগ। আগু থাক্‌তেই তোমাকে কিন্তু একটা কথা ব'লে রাখি—দেখ, আমার মন যুগিয়ে কোন কোন কথা বোল না—তোমার যা মত, তা পষ্টাপষ্টি আমাকে বল্‌বে।

সতীশ। তা অবিশ্যি বল্‌ব।

জগ। বন্ধু হয়ে মন খুলে কথা না বলাটা বড়ই দোষের বিষয়।

সতীশ। তার সন্দেহ কি?

জগ। কিন্তু এই কলি-যুগে সে রকম বন্ধু মেলাও ভার।

সতীশ। সে কথাও ঠিক্।

জগ। আচ্ছা সতীশ, তুমি তবে মন খুলে আমার কাছে তোমার মতামত বল্‌বে?

সতীশ। হাঁ, নিশ্চয়ই বল্‌ব।

জগ। আমার মাথার দিব্যি যদি না বল।

সতীশ। দিব্যি আবার কি?—আমি বল্‌ছি, মন খুলে বল্‌ব। এখন ব্যাপারটা কি বল দিকি।

জগ। আমি তোমার পরামর্শ জান্‌তে চাই, আমার পক্ষে বিবাহ করাটা ভাল কি না?

সতীশ। কি?—তুমি?—তুমি বিবাহ করবে?

জগ। হাঁ গো, আমিই বিবাহ করব। এই বিষয়ে তোমার মতটা কি বল দিকি?

সতীশ। কিন্তু আগেই একটা কথা তোমাকে আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই।

জগ। কি কথা?

সতীশ। তোমার এখন বয়স কত হবে?

জগ। আমার?

সতীশ। তোমার না তো আবার কার?

জগ। তা তো ভাই আমি জানিনে—তবে এই পর্যন্ত বল্‌তে পারি, আমার শরীর এখনও দিব্যি আছে।

সতীশ। কি?—তোমার বয়স কত হ'ল, তা তুমি জান না?

জগ। না দাদা, আমি তা জানিনে ; তুমিও যেমন, বয়সের কথা কে ভাবে ?

সতীশ। আচ্ছা, একটু মনে ক'রে বল দিকি, কত দিন হ'ল তোমার সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ-পরিচয় হয় ?

জগ। আরে, তখন তো আমার বয়স ২০ বৎসর।

সতীশ। কাশীতে আমরা কত দিন ছিলেম ?

জগ। ৮ বৎসর।

সতীশ। কত দিন লাহোরে বাস করেছিলেম বল দিকি ?

জগ। ৭ বৎসর।

সতীশ। তার পর ফরাসডাঙ্গায় ?—যখন তুমি সেখানে পালিয়ে গিয়েছিলে।

জগ। পাঁচ বৎসর।

সতীশ। আর, কত দিন কালাপানি-পারে ?

জগ। আরে, সে তো ১৪ বৎসর বৈ তো নয়।

সতীশ। আচ্ছা, সে যাক, কত দিন হ'ল তুমি এখানে ফিরে এসেছ বল দিকি ?

জগ। আমি ফিরে এসেছি বায়ান্ন সালে।

সতীশ। বায়ান্ন সাল—আর এটা হল ৬৪ সাল—এই তো হচ্ছে ১২ বৎসর। চন্দননগরে ৫ বৎসর—এই হ'ল ১৭ ; লাহোরে ৭ বৎসর—এই হ'ল ২৪ ; ৬ বৎসর আমাদের কাশীতে বাস—এই হ'ল ৩০ ; আর আমার সঙ্গে প্রথমে যখন তোমার আলাপ-পরিচয় হয়, তখন তোমার বয়স ছিল ২০ বৎসর—এই তো সব শুদ্ধ ৫০ বৎসর হচ্ছে! আর কালাপানির কথা ধরলে তো আরও ১৪ বৎসর হয়—এই তো হ'ল ৬৪। তবে জগমোহন দাদা, তোমার কথাতেই তো দেখা যাচ্ছে, তোমার বয়স প্রায় ৬০।৬৫ বৎসর হয়েছে।

জগ। কি!—৬০।৬৫ বৎসর আমার বয়স ?—তা হ'তেই পারে না—অসম্ভব।

সতী। আমার হিসেবটা কিন্তু ঠিক্—তাতে এক কড়াও ভুল নেই। এখন, এ বিষয়ে আমার যা মত, তা তোমাকে তবে পষ্টাপষ্টি বলি ; আর তুমিও তো আমাকে মন খুলে বল্‌তে অনুরোধ করেছ। এখন তবে প্রকৃত বন্ধুর মতই তোমাকে পরামর্শটা দিতে হচ্ছে। দেখ, বিবাহ করাটা এ বয়সে কিছুতেই তোমার উচিত নয়। আর বিবাহটাও তো বড় সোজা জিনিষ নয় ; বিবাহ করবার পূর্ব্বে যুবাদেরও যখন সাত-পাঁচ ভাবতে হয়, তখন তোমার মত বয়সের লোকের তো কথাই নেই। দেখ, ও কথা তোমার একেবারে মনে আনাই উচিত নয়। একে তো লোকে বলে, বিবাহ করাটাই একটা মস্ত পাগলামি ; তার পর, যে বয়সে আমাদের একটু বিজ্ঞ হবার কথা, সেই বয়সে যদি আবার বিবাহ করা যায়, তার চেয়ে পাগ্‌লামি আর কি হ'তে পারে ? এই তো আমার মতামত তোমার কাছে পষ্টাপষ্টি বল্লেম। দেখ দাদা, বিবাহের কথা এখন মনেও এনো না। এখন বিবাহ করলে লোকে কেবল হাস্‌বে। এতদিন তো বেশ এক-রকম খোলসা ভাবে কাটিয়ে এসেছ—এতদিনের পর, এই বয়সে বিবাহের বেড়ি পায়ে পরতে হঠাৎ তোমার সাধ হ'ল কেন বল দিকি ?

জগ। ভায়া, তোমার ও-সব উপদেশ এখন রেখে দেও ; আমি তোমাকে বল্‌ছি, আমি বিবাহ করবই। যাকে আমার প্রাণ চাচ্ছে, তাকে বিবাহ করলে যদি লোকে হাসে—হাসুক। আমি সে জন্যে পিছপাও হ'তে পারিনে।

সতীশ। আরে, সে আলাদা কথা—এ কথা তুমি আগে আমাকে বলনি কেন ? ভাল, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি,—এত দিন কেন বিবাহ করনি দাদা ?

জগ। আরে তুমি তো ভারি বোকা দেখছি হে। আমি কখন্ বিবাহ করি বল দিকি ?—আমার সময় কৈ ?—সময় কৈ ? আমি তো জন্মাবধি তীর্থে তীর্থেই ঘুরে বেড়াচ্ছি—কাশী থেকে আণ্ডামান পর্য্যন্ত কোন্ তীর্থটা আমার বাকি আছে বল দিকি ?

সতীশ। হাঃ হাঃ হাঃ! সে কথা সত্যি, তা ধরতে গেলে তোমার মত সাধু পুরুষ আর ভুভারতে নেই!

জগ। দেখ ভাই, এত দিনের পর আমি একটু গা ঝাড়া দিয়ে, গুছিয়ে বসেছি। এইবার মনে করছি, বিয়েথাওয়া ক'রে একটু আয়েস করব। তাই একজন ঘটক লাগিয়েছিলেম ; ঘটকও একটি মেয়ের সন্ধান দিয়েছে—তার ফোটোও আমি দেখেছি, মেয়েটি দিব্যি!

সতীশ। পছন্দ হয়েছে ?

জগ। খুব পছন্দ হয়েছে, আর তার বাপের সঙ্গেও কথাবার্ত্তা সব ঠিক্ হয়ে গেছে।

সতীশ। তার বাপের সঙ্গেও কথা ঠিক হয়ে গেছে ?

জগ। আর বিবাহটাও আজ রাত্রে হবে, আমি তাদের কথা দিয়েছি।

সতীশ। তবে আর এ বিষয়ে মতামতই বা কি ? পরামর্শই বা কি ?

জগ। তা বটে, এখন অমত করলেই বা কি হবে ? ভদ্রলোককে কথা দিয়ে কি এখন আর পিছতে পারি ? আর দেখ, কত বয়স হ'ল—তা দেখবার দরকার কি ? আসল অবস্থাটা একবার বিবেচনা ক'রে দেখ না। একজন ৩০বৎসর বয়সের লোককে দেখ, আর আমাকে দেখ, কে দেখতে বেশী মজবুত বল দিকি ? রাস্তায় চলবার সময় আমাকে কি কেউ কখন গাড়ি-পাল্‌কিতে চড়তে দেখেছে ? আমার দাঁতগুলো দেখ দিকি, এখনো আমি লোহার কড়াই চিবিয়ে খেতে পারি ; শুধু খাওয়া নয়, খেয়ে হজম করতে পারি, তা তুমি জান ? (কাসিতে কাসিতে খক্ খক্ খক্) এখন এ বিষয়ে তোমার বক্তব্য কি শুনি।

সতীশ। তোমার কথাই ঠিক—আমারই বোঝবার ভুল হয়েছিল, তোমার পক্ষে বিবাহ করাটাই উচিত।

জগ। দেখ, পূর্ব্বে এ বিষয়ে আমার কোন ঝোঁক্ ছিল না—কিন্তু এখন বিবাহ করাটাই উচিত ব'লে মনে হচ্ছে। তা ছাড়া বিবেচনা ক'রে দেখ, একটি ভাল স্ত্রীকে বিবাহ করায় কত সুখ ! সে আমাকে কত আদর করবে, যত্ন করবে, আমার গায়ে হাত বুলিয়ে দেবে। এই সুখের কথা ছাড়া আরো একটা কারণ আছে। আমি যদি এখন অবিবাহিত থাকি, তা হ'লে আমার যে এমন উচ্চ বংশ, তা একেবারেই লোপ পেয়ে যাবে। দেখ, বিবাহ ক'রে সন্তান হ'লে আমারই যেন আবার পুনর্জ্জন্ম হবে ; আমা হ'তে কতকগুলি জীবের উৎপত্তি হয়েছে দেখে আমার কত আনন্দ হবে ! তারা ঘরের মধ্যে ছুটোছুটি ক'রে খেলিয়ে বেড়াবে ; আমি যখন বাড়ী আসব, বাবা বাবা ব'লে আমার কাছে দৌড়ে আসবে ; আর আধ-আধ ক'রে কত কথাই বলবে ;—এর চেয়ে আর সুখ কি আছে বল দিকি ? দেখ ভায়া, আমার মনে হচ্ছে, এখনি যেন আমি ছেলের বাপ হয়ে পড়েছি, আর যেন কতকগুল কাচ্চা-বাচ্চা আমার চারিদিকে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে !

সতীশ। হাঃ হাঃ হাঃ ! ঠিক বলেছ দাদা, এর চেয়ে আনন্দের বিষয় আর কি হ'তে পারে ? আমি তোমাকে পরামর্শ দিচ্ছি, তুমি শীঘ্র বিবাহ কর।

জগ। এ বেশ কথা,—তবে তোমারও এতে মত আছে ?

সতীশ। এতে আমার খুবই মত আছে।

জগ। দেখ, তোমার কথা শুনে ভাই আমি ভারি খুসি হলেম—তুমিই আমাকে প্রকৃত বন্ধুর মত পরামর্শ দিয়েছ।

সতীশ। আচ্ছা, সে মেয়েটি কে বল দিকি ?

জগ। তার নাম কমলমণি।

সতীশ। সেই ও-পাড়ার কমলমণি ?

জগ। হাঁ, সেই।

সতীশ। রামকান্ত বাবুর মেয়ে কমলমণি ?

জগ। হাঁ সেই !

সতীশ। তুলসীদাসের বোন্ কমলমণি ?—যে তুলসীদাসের সার্কাসের দল আছে ?—

জগ। সার্কাসের দল ?—তা হ'তে পারে, আশ্চর্য্য কি ?

সতীশ। যে তুলসীদাস ঘোড়া ব্রেক্ করে ?

জগ। ঘোড়া ব্রেক করে ?—তা হোক্, তারা মস্ত কুলীন !

সতীশ। ও ! তবে বুঝেছি, বুঝেছি, বেশ, বেশ, তোফা !

জগ। রোসো, তোমাকে একটা জিনিস দেখাই। (ফোটো আনিয়া প্রদর্শন) পাত্রীটি কেমন মনে হয় ?—আমার কেমন পছন্দ বল দিকি ?

সতীশ। (স্বগত) দশ বছরের মেয়েকে, এই ফোটোতে দেখাচ্ছে যেন ত্রিশ বছরের মাগী ! (প্রকাশ্যে) বাঃ ! পাত্রীটি দিব্যি ! আর কথা নেই, পত্রপাঠ বিয়ে ক'রে ফ্যালো, দাদা।

জগ। আমার পছন্দটা কি ভাল হয় নি ?

সতী। খুব ভাল হয়েছে—তা আর বল্‌তে ! আর দেরী না—শুভস্য শীঘ্রং বুঝলে কি না—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ (হাস্য) (স্বগত) বিয়ে তো

করবেন, আমি ফাঁকতালে এই সময় দাদার মাথায় কিঞ্চিৎ হাত বুলিয়ে নিইনে কেন। (প্রকাশ্যে) দেখ দাদা, এইবার কিছু গহনা-পত্র গড়াতে দেও, কাপড়-চোপড় তৈরি করাও। বয়সটা কত হয়েছে—এখন তো জানতে পেরেছ—এখন সেই বুঝে কাজ কর; বুঝলে দাদা? হাঃ হাঃ হাঃ! আবার আজকাল কত রকম নূতন ফ্যাশান উঠেছে—"আমায় ভুলো না" ব্রোচ—ডানা-তোলা-জ্যাকেট—আরও কত কি! মন যোগাতে হ'লে এসব দেওয়া চাই—বুঝলে দাদা? হাঃ হাঃ হাঃ!

জগ। তা কি আর বুঝিনে—বুঝেছি·বৈ কি। তা ওতে কত পড়বে বল দিকি?—আমি তো ভাই, আজকালের ফ্যাশান-ট্যাশান বুঝিনে—দেখ ভায়া, তোমার উপরেই সমস্ত ভার, যা লাগে, তুমিই সব খরিদপত্র ক'রে দিও। তুমি যে এই কথা বল্লে, তাতে আমি যে কত খুসি হলেম, তা বল্‌তে পারি না।—ভায়া, আজ রাত্রে বিবাহে উপস্থিত থেকো—দেখো ভুলো না।

সতীশ। হাঁ—আমি নিশ্চয়ই আসব।—তোমার বিবাহে আমি আসব না?—বল কি? (স্বগত) রামকান্ত বাবুর কন্যা—যার বয়স ১০ বৎসর বই নয়—সেই কমলমণির সঙ্গে ৬৫ বৎসর বয়স্ক জগমোহনের বিবাহ? বাঃ! চমৎকার বিবাহ, বলিহারি যাই! যাক্, ফাঁকতালে আমার ত কিছু লাভ হয়ে যাবে! (প্রকাশ্যে) জগমোহন দাদা, আমি তবে এখন আসি।

জগ। দেখো ভায়া, ভুলো না। বিবাহের সময় আসতেই চাও।

সতীশ। (হাসিয়া) হাঃ হাঃ হাঃ! এ বিবাহে আমি আবার আসব না?—বল কি। ভাল কথা, গহনা কাপড় খরিদের টাকাটা কি এখন দেবে?

জগ। কত চাই?

সতীশ। এই এখন হাজারখানেক দিলেই হবে।

জগ। হাজার টাকা?—এই নেও (নোট বাহির করিয়া প্রদান) টাকা নিয়ে তো আমি স্বর্গে যাব না।

সতীশ। না দাদা, সে দিকে যাবার বড় একটা সম্ভাবনাও নেই। আমাদের ঠিক তার উল্টো দিকেই বোধ হচ্ছে যেতে হবে। হাঃ হাঃ হাঃ!

[সতীশ বাবুর প্রস্থান।

জগ। এই বিবাহে নিশ্চয়ই আমি সুখী হব—যে শুনছে, তারই যেন আনন্দ আর ধরছে না, একটু না হেসে আর থাক্‌তে পারছি না। আহা! সেই কমলমণি আমার হবে—একমাত্র আমারি হবে। তার সেই জল-জলে পিট্‌-পিটে চোখ দুটি আমার হবে, তার সেই থ্যাবড়া-থোবড়া নাকটি আমার হবে, তার সেই ফুলো-ফুলো ঠোঁট দুটি আমার হবে, তার সেই জিলিপি-পাকানো কান দুটি আমার হবে! আমি তাকে আদর করতে পাব, যে রকম ইচ্ছে গালাগালি দিতে পারব; আমি তাকে হৃদয়রত্ন বল্‌তে পারব, প্রাণেশ্বরী বল্‌তে পারব, তাকে আমি প্যাঁচামুখী বল্‌তে পারব, বাঁদরমুখী বল্‌তে পারব; আর তাতে আমাকে কেউ নিন্দেও করতে পারবে না—এইবার আমার চূড়োন্তো সুখের সময় উপস্থিত! আরও তার কি কি গুণ আছে, লোকের কাছে একটু সন্ধান নিই গে যাই। (যাইতে যাইতে গান)

সোহিনী—দাদ্‌রা।

একা একা এতদিন কেটে গেল,
এখন দুখের নিশা প্রভাত হ'ল!
আর না জ্বালা স'ব, দুজনে এক হব,
সোহাগে সদা রব ঢল ঢল!
তাহারি মুখ চেয়ে, যামিনী যাবে ব'য়ে,
নিবারি তারি প্রেমে হৃদি-অনল॥

[গাহিতে গাহিতে প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

দৃশ্য।—জগমোহনের গৃহ।

জগ। একটা কথা শুনে বড় যে খট্‌কা লাগল!—সে তার ভায়ের সার্কাশে নাকি ঘোড়ার উপর ডিগবাজী খ্যালে! এ রকম ঘোড়ায়-চড়া মেয়ের সঙ্গে কি বিয়ে ক'রে সুখ হবে?—শেষে সে আমার মাথায় চড়বে না তো?

(সতীশ বাবুর প্রবেশ)

জগ। এই যে ভায়া, তুমি ঠিক্ সময়েই এসেছ। টাকাটা তো খরচ হয়ে যাইনি?

সতীশ। কেন বল দিকি? আমি সমস্তই খরিদপত্র করেছি; সে হাজার টাকাটা তো গেছেই, আরও নিজের গাঁট থেকে ৫০০ টাকা দিয়ে তবে বাকি জিনিস-গুল খরিদ করেছি।

জগ। এর মধ্যেই সমস্ত খরিদ ক'রে ফেলেছ?—কি বিপদ! এত তাড়াতাড়ি করবার আবশ্যক ছিল কি?

সতীশ। আবশ্যক নেই? আজ রাত্রে তোমার বিবাহ—বল কি?—আবশ্যক নেই? দাদা, তুমি এখন এই কথা বলছ?—এই কিছু আগে এত অনুরাগ, এত উৎসাহ দেখ্‌লেম—সে সব কোথায় গেল?

জগ। দেখ, একটা সময় থেকে, এই বিবাহ সম্বন্ধে আমার মনে ভারি একটা খট্‌কা উপস্থিত হয়েছে। আর বেশী দূর অগ্রসর হবার পূর্ব্বেই এই বিষয়টা আর একটু ভাল ক'রে তলিয়ে দেখতে হবে। তা ছাড়া দুক্কুর বেলা ঘুমুতে ঘুমুতে একটা স্বপ্ন দেখ্‌লেম—সে স্বপ্নটারও অর্থ ব্যাখ্যা করিয়ে নেওয়া আবশ্যক। তুমি তো ভাই জান, শাস্ত্রে বলে, স্বপ্ন এক-রকম আর্শি-বিশেষ; পরে যা ঘটবে, স্বপ্নে তার ছায়া আগু থাকতেই দেখতে পাওয়া যায়। দেখ, আমি স্বপ্নে দেখ্‌লেম, যেন একটা ঘোড়া-ব্রেক-করবার গাড়িতে আমাকে যুড়ে দিয়েছে—আর একটা মেয়েমানুষ চাবুক হাতে ক'রে—

সতীশ। দাদা, আমার এখন একটু কাজ আছে, তোমার স্বপ্নের কথাটা আমি এখন শুন্‌তে পারছিনে; তা ছাড়া, স্বপ্নের ফলাফলের বিষয় আমি কিছু বুঝিনে; তোমার প্রতিবাসী যে দুইজন দার্শনিক পণ্ডিত আছেন, তাঁরাই সে বিষয়ে বেশ ব্যবস্থা দিতে পারবেন। তাঁরা দুই ভিন্ন টোলের পণ্ডিত; তাঁদের উভয়েরি মতামত তুমি অনায়াসেই জান্‌তে পারবে। আমার যা মত, তা তো তোমাকে পূর্ব্বেই বলেছি। এখন তবে আমি আসি।

[প্রস্থান।

জগ। (স্বগত) সতীশ বেশ কথা বলেছে। এই খট্‌কা সম্বন্ধে ঐ দুই পণ্ডিতের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে দেখা যাক্‌।

[প্রস্থান।

দৃশ্য।—ন্যায়রত্নের টোল।

ন্যায়রত্ন ও জগমোহন।

ন্যায়। (কোন এক ব্যক্তির উদ্দেশে) তুমি অতি অশিষ্ট! তোমাকে পণ্ডিত-মণ্ডলী থেকে বহিষ্কৃত করা উচিত।

জগ। এই যে! ঠিক সময়ে আপনাকে পাওয়া গেছে। ন্যায়রত্ন মহাশয়, প্রণাম।

ন্যায়। (জগমোহনকে না দেখিয়া) আমি বিবিধ যুক্তির দ্বারা প্রমাণ ক'রে দিতে পারি—ন্যায়শাস্ত্র থেকে সিদ্ধ করতে পারি যে, তুই অতি মূর্খ—মূর্খতর—মূর্খতম—মূর্খাৎ মূর্খ—মূর্খেষু মূর্খ—যত প্রকার কারক ও বিভক্তি আছে, সকলগুলিই তোতে প্রয়োগ হ'তে পারে!

জগ। (স্বগত) কারও উপরে পণ্ডিতটা ভয়ানক চটেচে দেখছি (প্রকাশ্যে) ও! ন্যায়রত্ন মহাশয়!

ন্যায়। (এখনও জগমোহনকে না দেখিয়া) তুই আমার সঙ্গে তর্ক করতে আসিস্‌, অথচ তর্কশাস্ত্রের ক খ তুই জানিস্‌ নে।

জগ। (স্বগত) রাগের মাথায় আমাকে এখনও দেখতে পাচ্ছে না। (প্রকাশ্যে) ও ন্যায়রত্ন মহাশয়!

ন্যায় (এখনও দেখিতে না পাইয়া) তর্কশাস্ত্রের সকল নিয়মানুসারেই এই যুক্তি নিন্দনীয়।

জগ। পণ্ডিতটাকে কে না জানি ভয়ানক রাগিয়ে দিয়েছে!

ন্যায়। আমাদের শাস্ত্রে বলে, "প্রমাণ প্রমেয় সংশয় প্রয়োজন দৃষ্টান্ত সিদ্ধান্তাবয়ব তর্কনির্ণয়"।

জগ। ন্যায়রত্ন মহাশয়, প্রণাম।

ন্যায়। জয়োস্তু!

জগ। আচ্ছা মশায়—

ন্যায়। (যে দিক্‌ দিয়া প্রবেশ করিয়াছিল, পুনর্ব্বার সেই দিক্‌পানে গিয়া) তুই কি করিছিস্‌, তা কি তুই জানিস্‌ মূর্খ?—তোর যুক্তিতে "বাধিত হেত্বাভাস" দোষ ঘটেছে, তা তুই জানিস্‌?

জগ। আমি আপনাকে একটা কথা—

ন্যায়। প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয়, নিগমন এই পঞ্চাবয়বের কোন অবয়বই তোর কথার সঙ্গে মেলে না।

জগ। আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করি—

ন্যায়। তোর কথা আমি মানব?—আমি শেষ পর্য্যন্ত আমার মত বজায় রাখব।

জগ। এইবার তবে শুনুন—

ন্যায়। প্রত্যক্ষ অনুমিতি উপমিতি শব্দ প্রভৃতি সকল প্রমাণের দ্বারাই আমার এই প্রতিজ্ঞা সিদ্ধ করতে পারি, তা তুই জানিস?

জগ। ও ন্যায়রত্ন মহাশয়! এত রুষ্ট হয়েছেন কেন?

ন্যায়। রুষ্ট হবার যথেষ্ট কারন আছে

জগ। তবু, ব্যাপারটা কি বলুন দিকি?

ন্যায়। একজন মূর্খ লোক আমাকে দিয়ে একটা কথা স্বীকার করিয়ে নিতে চায়—যা অতি ভয়ানক, অতি ভীষণ, অতি জঘন্য!

জগ। আচ্ছা, সে কথাটা কি বলুন দিকি।

ন্যায়। আরে বাপু—গেল—গেল—সব রসাতলে গেল!—এই কলিকালে আর কিছুই থাকে না। পৃথিবীটা পাপে একেবারে ডুবে যাচ্ছে—চারি দিকে ভয়ানক যথেচ্ছার—যে যা খুসি তাই বল্‌ছে। দেখুন, রাজ্যের শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যই রাজার সৃষ্টি। রাজপুরুষদের লজ্জায় ম'রে যাওয়া উচিত যে, তাঁরা এরূপ গর্হিত কার্য্যের প্রশ্রয় দেন—কিছুমাত্র শাসন করেন না।

জগ। মহাশয়! বিষয়টা কি?

ন্যায়। আরে মহাশয়, সে দিন প্রকাশ্য সভায় একটা মূর্খ বল্‌ছে কি না, "এই বঙ্গদেশে খুবই বক্তৃতার ধূম—কিন্তু ভিতরে বহ্নি নাই!" ধূম আছে অথচ বহ্নি নাই—এর চেয়ে অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত কি আর কিছু হ'তে পারে?

জগ। সে কি রকম?

ন্যায়। ব্যাপকের অভাব নিশ্চয় থাক্‌লেও ব্যাপ্যের আরোপ ক'রে ব্যাপকের অভাব প্রসঞ্জিত করাকেই তর্ক বলে; তার প্রয়োগ এইরূপ যথা:—"বহ্নি না থাকিলে ধূম থাকিত না, কারণ, বহ্নিমাত্রই ধূমব্যাপ্ত।" এমন সহজ কথা, যা তুমি পর্য্যন্ত বুঝতে পারছ, তা কিনা সে মূর্খটা বুঝতে পারে না? (যে দিক্ দিয়া প্রবেশ করিয়াছিল, আবার সেই দিকে গিয়া) আরে মূর্খ, তুই বলিস্ কি না—যেখানে ধূম আছে, সেখানে বহ্নি নাই? —ভগবান্ গৌতমের তর্কপরিচ্ছেদটা আর একবার উল্টে দেখ গে যা—মূর্খ কোথাকারে!

জগ। আমি মনে করেছিলেম, এইবার বুঝি রাগটা প'ড়ে গেছে। (ন্যায়রত্নের প্রতি) পণ্ডিত মশায়! অত ক্রুদ্ধ হবেন না।

ন্যায়। আমি ক্রুদ্ধ?—হাঁ, আমার ক্রোধের উৎপত্তি একটু হয়েছিল বটে, কিন্তু এখন আর তা আমি অনুভব কর্‌ছি নে!

জগ। ধূম বহ্নির কথা এখন রেখে দিন—আপনাকে একটা কথা আমার বল্‌বার আছে—আমি বলছিলেম কি—

ন্যায়। পাজি লক্ষ্মীছাড়া!

জগ। অনুগ্রহ ক'রে আমার কথাটা একবার শুনুন —আমি বল্‌ছিলেম—

ন্যায়। একে বলে মূর্খতার পরাকাষ্ঠা!

জগ। ভাল বিপদ্!—আমি বল্‌ছিলেম—

ন্যায়। এই প্রকার কথা কেউ কখন বলে?

জগ। তার ভুল হয়েছিল সন্দেহ নেই—আমি বল্‌ছিলেম—

ন্যায়। এইরূপ প্রতিজ্ঞা মহর্ষি গৌতমের ন্যায়সূত্রে দূষিত ব'লে আখ্যাত হয়েছে।

জগ। সে কথা সত্য—এখন আমি কি বল্‌ছি শুনুন।

ন্যায়। কেন?—এ বিষয় তিনি স্পষ্টাক্ষরেই তো ব'লে গেছেন—

জগ। হাঁ—হা, আপনার কথাই ঠিক। (যে দিক্ দিয়া ন্যায়রত্ন প্রবেশ করিয়াছিল, সেই দিক্‌পানে গমন করিয়া) ওগো! তুমি অতি মূর্খ!—অতি নির্লজ্জ!—এমন দিগ্‌গজ পণ্ডিতের সঙ্গে তুমি কি না তর্ক করতে এসো। (ফিরিয়া ন্যায়রত্নের প্রতি) আমিও খুব শুনিয়ে দিয়েছি। আর কি? এইবার হয়েচে। এইবার আমার কথাটা শুনুন দিকি। আমার এক বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে, তাই আপনার কাছে ব্যবস্থা নিতে এসেছি। দেখুন, আমি এখন বিবাহ করতে ইচ্ছুক হয়েছি। পাত্রীটি দেখতে সুশ্রী, গড়নও বেশ পরিপাটী, তার বাপেরও মত হয়েছে। তবে কিনা, বিবাহ করাটা কতদূর যুক্তিসঙ্গত, এখনো আমি ঠিক্ করতে পারছিনে। একটা স্বপ্ন দেখে আমার মনটা বড়ই বিচলিত হয়েছে। আপনি একজন মস্ত পণ্ডিত—তাই সেই স্বপ্নটার ফলাফল জানতে আপনার নিকট এসেছি।

ন্যায়। ধূমের সদ্ভাব সত্ত্বেও তুই যদি বল্‌তে পারিস্ বহ্নি নাই, তা হ'লে তুই বল্ না কেন, আমার বিদ্যা থাকা সত্ত্বেও আমি একটা আস্ত গর্দ্দভ!

জগ। আজ্ঞে, তার সন্দেহ কি? যাক্, আমার কথাটা অনুগ্রহ ক'রে শ্রবণ করুন—এক ঘণ্টা ধ'রে আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি—আর আপনি তার একটা উত্তর দিলেন না।

ন্যায়। আমাকে মার্জ্জনা করবে। কোন উচিত কারণে, আমার মন ক্রোধের দ্বারা অধিকৃত হয়েছিল।

জগ। ও সব কথা এখন রেখে দিন—আমার কথাটা এইবার শুনুন।

ন্যায়। ভাল, তোমার এখানে আসবার প্রয়োজনটা কি শুনি।

জগ। কোন একটা বিষয়ে আপনার সঙ্গে আমি বাক্যালাপ করতে চাই।

ন্যায়। কোন্ ভাষায়!

জগ। কোন্ ভাষায়?

ন্যায়। হাঁ।

জগ। বাঙ্গালীর ছেলে আবার কোন্ ভাষায় বলে?

ন্যায়। বলি, সংস্কৃত ভাষায় আমার সঙ্গে কথা কইতে চাও কি?

জগ। না।

ন্যায়। প্রাকৃত?

জগ। না।

ন্যায়। মাগধী?

জগ। না।

ন্যায়। মহারাষ্ট্রীয়?

জগ। না।

ন্যায়। গৌড়ীয়?

জগ। না—না—খাঁটি বাঙ্গালা—বাঙ্গালা—বাঙ্গালা।

ন্যায়। তবেই হ'ল—তাকেই বলে গৌড়ীয়—আচ্ছা বেশ, বাঙ্গালা ভাষাতেই হোক্।

জগ। বেশ।

ন্যায়। আচ্ছা, তবে এই পাশে এসো। কেন না, সংস্কৃত ভাষায় যারা বাক্যালাপ করে, তাদের জন্য আমার এই কাণটা নির্দ্দিষ্ট—আর যারা ইতর ভাষায়—মাতৃভাষায় বাক্যালাপ করে, তাদের জন্য আমার এই বাণটা নির্দ্দিষ্ট।

জগ। (স্বগত) ভাল বিপদ্! এই সব ম্যাচাংদের সামান্য একটা কথা বলাও দেখছি বৃষ-উচ্ছুগ্‌গের ব্যাপার!

ন্যায়। এখন তোমার জিজ্ঞাস্যটা কি, বল দিকি?

জগ। একটা ছোট-খাট বিষয়ে আমার একটা খট্‌কা উপস্থিত হয়েছে—

ন্যায়। তা, বেশ—বেশ! ন্যায়শাস্ত্রে সংশয় তো উপস্থিত হতেই পারে—বল, আমি এখনি তার ভঞ্জন করছি।

জগ। মাপ করবেন—তা নয়—আমি বল্‌ছিলেম কি—

ন্যায়। তুমি হয় তো জান্‌তে চাও, বহ্নিমান্ পর্ব্বত হ'তে ধূমের অনুমান, ও ধূমমান্ পর্ব্বত হ'তে বহ্নির অনুমান—এই দুইয়ের মধ্যে কোন্‌টা প্রমাণসিদ্ধ—এই না?

জগ। ও সব কিছুই নয়।

ন্যায়। অথবা হয়তো জান্‌তে চাও, ন্যায়শাস্ত্রে নিগ্রহস্থান কোন্‌গুলি—এই না?

জগ। না না—তা নয়।

ন্যায়। তবে বুঝি, কত প্রকার তর্ক আছে, তাই জান্‌তে চাও?

জগ। না না, সে সব কিছুই নয়—আমি বলছিলেম কি—

ন্যায়। পদার্থ কয় প্রকার—তাই?

জগ। না—না—আমি বল্‌ছিলেম—

ন্যায়। ন্যায়ের কতকগুলি অবয়ব—তাই বুঝি?

জগ। না মশায়, তা নয়—আমি—

ন্যায়। হেত্বাভাস কয় প্রকার—তাই?

জগ। না—না—না—পাঁচ শো বার না!

ন্যায়। তবে কি?—আমি তো কিছুই অনুমান ক'রে উঠ্‌তে পার্‌ছি নে।

জগ। সেই কথাই তো আপনাকে আমি বল্‌তে যাচ্ছি—আমার কথাটা না শুনলে আপনি অনুমান করবেন কি ক'রে? ব্যাপারটা হচ্ছে এই—আমি একটি সুন্দরী স্ত্রীকে বিবাহ কর্‌তে ইচ্ছুক হয়েছি, এবং আমি তার বাপকেও এ বিষয় জানিয়েছি—তবে কি না আমার একটা খট্‌কা হয়েছে—

ন্যায়। (জগমোহনের কথায় কর্ণপাত না করিয়া) মনের চিন্তা প্রকাশ কর্‌বার জন্যই বাক্যের সৃষ্টি। যেমন আমাদের চিন্তাগুলি বাহ্য বস্তুর চিত্র, সেইরূপ আমাদের বাক্যও চিন্তার একরূপ চিত্র বল্লেও হয়। (জগমোহন ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া, মাঝে মাঝে হাত দিয়া ন্যায়রত্নের মুখ চাপিয়া ধরিয়া

কথা বন্ধ করিতেছে এবং যেই হাত সরাইয়া লইতেছে, অমনি আবার ন্যায়রত্নের বকুনি আরম্ভ হইতেছে) কিন্তু অন্য চিত্রের সহিত এর প্রভেদ এই ;—মূল-বস্তু হ'তে অন্য চিত্রগুলির পার্থক্য সর্ব্বত্রই জানতে পারা যায়, কিন্তু বাক্যের মূল-বস্তু বাক্যের মধ্যেই বদ্ধ থাকে ; কেন না, বাক্য তো আর কিছুই নয়—বাহ্য চিহ্নের দ্বারা চিন্তাকে প্রকাশ করার নামই বাক্য। এ থেকে প্রতিপন্ন হচ্ছে, যারা উত্তমরূপে চিন্তা করতে পারে, তারাই উত্তম বাক্যও প্রয়োগ করতে পারে। অতএব এখন তুমি, বাক্যের দ্বারা তোমার চিন্তা আমার নিকট প্রকটিত কর ; অন্যান্য সকল চিহ্ন অপেক্ষা বাক্যই সর্ব্বাপেক্ষা বোধগম্য, তার সন্দেহ নাই।

জগ। (স্বগত) পণ্ডিতটা জ্বালালে! কি বলছে, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি নে।

ন্যায়। হাঁ, "চিত্তস্য দর্পণো বাক্যং।" এই বাক্যরূপ দর্পণে, প্রত্যেকের অন্তরের নিগূঢ় কথা প্রতিবিম্বিত হয়। চিন্তা করা এবং বাক্য প্রয়োগ করা—এই উভয় প্রকার ক্ষমতাই যখন তোমার আছে, তখন তোমার চিন্তা আমার নিকট প্রকাশ করবার জন্য বাক্য প্রয়োগ করায় তোমার আপত্তি কি বাপু?

জগ। তাই তো আমি করতে যাচ্ছি—কিন্তু আপনি যে আমার কথায় কর্ণপাত করছেন না।

ন্যায়। আমি শুনছি—বল।

জগ। ভট্‌চায্যি মশায়! আমি এই কথা বলছি যে—

ন্যায়। সংক্ষেপে বল, সংক্ষেপে বল।

জগ। শুনুন না—আমি সংক্ষেপেই বলছি—

ন্যায়। দেখো বাবু, পৌনরুক্তি দোষ ও অনর্থক বহুভাষণ যেন না হয়।

জগ। মশায় আমি—

ন্যায়। সংক্ষেপে—সংক্ষেপে—

জগ। আমি আপনাকে—

ন্যায়। গৌরচন্দ্রিকা ও বাক্যাড়ম্বরে প্রয়োজন নাই।

জগ। (টিকি ধরিয়া কিল মারিতে উদ্যত)

ন্যায়। আরে বাপু, কর কি—কর কি—তুমি তো দেখছি ভারি কোপন-স্বভাব। কোথায় তুমি বাক্যের দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করবে—না তুমি কি না ক্রোধে একেবারে উন্মত্ত। সে দিন যে গণ্ডমূর্খটা বলেছিল, "ধূম আছে অথচ বহ্নি নাই"—তার চেয়েও তুমি যে দেখছি আরও কাণ্ডজ্ঞানশূন্য—আর, আমি এখনি প্রমাণ ক'রে দেব—প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি, শব্দ প্রভৃতির দ্বারা প্রমাণ ক'রে দেব যে—তুমি অতি অর্ব্বাচীন, অতি মূর্খ, অতি পাষণ্ড! আমার পরামর্শ প্রার্থনা করতে এসে কি না আমাকে অপমান? আমি কত বড় পণ্ডিত, তা তুমি জানো?—আমাকে অপমান!

জগ। (স্বগত) আঃ! পণ্ডিতটা বক্-বক্ ক'রে এতও বকতে পারে!

ন্যায়। সাহিত্য বল—দর্শন বল—কোন্ বিষয়ে আমার পাণ্ডিত্য নেই বল দিকি!

জগ। (স্বগত) এখনও ঐ কথা?—জ্বালালে দেখছি।

ন্যায়। বেদ—বেদাঙ্গ—জ্যোতিষ—ব্যাকরণ—কাব্য—সাহিত্য—অলঙ্কার—শ্রুতি-স্মৃতি দর্শন—ন্যায় সাংখ্য পাতঞ্জল বৈশেষিক, বেদান্ত—মীমাংসা—কোনটায় আমি কম বল তো বাপু! না, তোমার মত মূর্খের সঙ্গে আমি বাক্যালাপও করি নে।

[প্রস্থান।

জগ। আঃ, এই ভট্‌চায্যি ম্যাচাংদের সঙ্গে পারা ভার! অন্যের কথা আদপে শুনবে না—আপনার কথাই সাত কাহন। সতীশ আর এক জন পণ্ডিতের কথা বলেছিল—দেখি সে যদি এই স্বপ্নটার ব্যাখ্যা ক'রে দিতে পারে।

[প্রস্থান।

দৃশ্য—বেদান্তবাগীশের টোল।

(জগমোহনের প্রবেশ)

জগ। বেদান্তবাগীশ মশায়! কোন একটা ক্ষুদ্র বিষয়ের জন্য আপনার কাছে আমি ব্যবস্থা নিতে এসেছি। (স্বগত) যা হোক্, এ লোকটা তবু তো লোকের কথা কাণ পেতে শোনে!

বেদান্ত। দেখ বাবু! ও রকম ধরণের কথা বলাটা তুমি ত্যাগ কর। আমাদের দর্শন-শাস্ত্রে বলে, জগতের বাস্তবিক কোন সত্তা নাই ; যা দেখি,

কিছুই সত্য নয়—সকলই মায়া—সে শুধু সত্যের অবভাস মাত্র—অতএব নিশ্চিতভাবে কিছুই বলা যুক্তি-সঙ্গত নয়। এই জন্য তোমার বলা উচিত হয় নি, "আমি এসেছি"—তোমার বলা উচিত ছিল "বোধ হয় আমি এসেছি"; কেন না, আমরা আত্মাতে আমিত্বের অধ্যারোপ করি বৈ তো নয়।

জগ। বোধ হয় আমি এসেছি?

বেদা। হাঁ।

জগ। যখন ঘটনাটা ঠিক্‌, তখন বোধ না হয়ে আর কি হ'তে পারে?

বেদা। দেখ, ওটা ঘটনারূপ কারণের কার্য্য নয়। সত্য না হলেও তোমার নিকট সত্য ব'লে প্রতীয়মান হচ্ছে মাত্র।

জগ। সে কি রকম? আমি এসেছি, এই কথাটা তবে সত্য নয়?

বেদা। সত্য ব'লে তোমার নিকট প্রতীয়মান হচ্ছে মাত্র—এই জন্য কিছুই নিশ্চিতভাবে বলা উচিত নয়—সকল বিষয়েই সন্দেহ করা কর্ত্তব্য; দেখ, অন্ধকারে রজ্জু দেখলে কার না সর্প ব'লে ভ্রম হয়?

জগ। কি! আমি এখানে নেই?—আর আপনি আমার সঙ্গে যে কথা কচ্ছেন, সেটাও সত্যি না?

বেদা। তুমি যে ওখানে আছ, আর তোমার সঙ্গে আমি যে কথা কচ্ছি, সেটা আমার নিকট প্রতীয়মান হচ্ছে মাত্র। আর, তত্ত্বতঃ আমিই বা কে?—তুমিই বা কে?

জগ। কি বিপদ্‌! আপনি আমার সঙ্গে পরিহাস করছেন না কি? এই যে আমি এইখানে আছি—আর আপনি ঐখানে আছেন—এতে তো কোন "বোধ হয়" থাকৃতে পারে না। দেখুন মশায়, ও সব সূক্ষ্ম দর্শন শাস্ত্রের কথা এখন রেখে দিন—এখন আমার কথাটা শুনুন; আমি বিবাহ করতে ইচ্ছুক হয়েছি, এই কথাটা আপনাকে জানাতে এসেছিলেম।

বেদা। আমাকে জানাতে এসেছিলে?—আমি কে?

জগ। শুনুন, আমি এখন আপনাকে জানাচ্ছি।

বেদা। তা হ'তে পারে।

জগ। দেখুন, পাত্রীটি বেশ রূপবতী।

বেদা। অসম্ভব নয়—ওরূপ তো প্রতীয়মান হয়েই থাকে!

জগ। বিবাহ করাটা আমার পক্ষে উচিত না অনুচিত?

বেদা। উচিতও হ'তে পারে, অনুচিতও হ'তে পারে।

জগ। (স্বগত) এ ম্যাচাংটা দেখছি আবার আর এক সুর ধরেছে! (প্রকাশ্যে) যে পাত্রীটির কথা আপনাকে বল্লেম, তাতে বিবাহ করাটা আমার পক্ষে ভাল কি?—এই কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি।

বেদা। তা, যে রকমের পাত্রী তার উপরেই সমস্ত নির্ভর করে।

জগ। বিবাহ করাটা আমার পক্ষে কি ভাল নয়?

বেদা। হতেও পারে।

জগ। আপনাকে আমি অনুনয় করছি, উত্তরটা একটু সিধে ভাবে দেবেন।

বেদা। আমারও অভিপ্রায় তাই।

জগ। দেখুন, আমি একটা কুস্বপ্ন দেখেছি—

বেদা। তা হ'তে পারে।

জগ। আমাকে যেন ঘোড়ার মত ক'রে গাড়িতে যুতেছে, আর একজন স্ত্রীলোক চাবুক হাতে ক'রে দাঁড়িয়ে আছে।

বেদা। আশ্চর্য্য কি!

জগ। এ স্বপ্নটা কি ফল্‌বে?—এ বিষয়ে আপনার মত কি?

বেদা। কিছুই অসম্ভব নয়।

জগ। আপনি যদি আমার জায়গায় হতেন, হ'লে এ স্থলে কি করতেন?

বেদা। জানি না।

জগ। আমাকে এখন কি পরামর্শ দেন?

বেদা। তোমার যা অভিরুচি।

জগ। আমাকে আপনি দেখছি ক্ষেপিয়ে তুল্‌বেন।

বেদা। দেখ বাপু, আমি এ বিষয়ে কিছুই নিশ্চয় ক'রে বল্‌তে পারব না।

জগ। আ মোলো যা।

বেদা। দেখ বাপু, "আমি" পদার্থটা কি—প্রথমে জানো, তার পরে অন্য কথা।

জগ। আ গ্যাল যা! রোসো, এইবার আমি তোমার সুর বদ্‌লাচ্ছি। (টিকি ধরিয়া মুষ্টি প্রহার)

বেদা। আরে রাম—আরে রাম—আরে—

জগ। এইবার "আমি" পদার্থটা কি বুঝতে পেরে-চেন তো?

বেদা। এত বড় স্পর্দ্ধা? আমাকে প্রহার?—আমার মত দার্শনিক পণ্ডিতকে অপমান?

জগ। ও রকম ধরণের কথাটা বলা আপনার মত পণ্ডিতের উচিত হয় না। আমিই বা কে?—আপনিই বা কে?—কে কাকে প্রহার করে? আপনার বলা উচিত, "বোধ হচ্ছে, যেন তুমি আমাকে প্রহার করচ"।

বেদা। আমি এখন পুলিসে নালিশ করতে চল্লেম—আমাকে অপমান?

জগ। আমি কে?—আপনিই বা কে?

বেদা। আমার গায়ে প্রহারের দাগ আছে, আমি এখনি দেখিয়ে দেব।

জগ। হ'তে পারে।

বেদা। আমি নালিস করব, তুমি আমাকে প্রহার করেছ।

জগ। প্রহার আবার কি?—প্রহার ব'লে প্রতীয়মান হচ্ছে মাত্র।

বেদা। তুমি আদালতে নিশ্চয়ই দণ্ডিত হবে।

জগ। আমি-?—আমি আবার কে?

বেদা। আচ্ছা, কেমন দণ্ডিত না হও, আমি দেখছি। আমাকে প্রহার?—আমাকে অপমান?—আমি পুলিসে চল্লেম।

[প্রস্থান।

জগ। পণ্ডিত চুটোর কাছ থেকে যদি একটা পষ্ট কথা বের করতে পাল্লেম!—এখন কি করা যায়? আমার বিয়ে করতে তো এখন আদপে ইচ্ছে নেই। কোন রকম ক'রে এখন কথাটা কাটিয়ে দিতে পারলে বাঁচি। তবে, এরি মধ্যে কিছু টাকা খরচ হয়ে গেছে। তা হোক্, কিন্তু এর চেয়ে আরও কিছু খারাপ না হ'লে এখন বাঁচি! এখন এই হাঙ্গামাটা থেকে কি ক'রে উদ্ধার হই? যাই, কনের বাপের সঙ্গে একবার দেখা করি গে, দেখি যদি বিয়েটা কোন রকম ক'রে ভাঙিয়ে দিতে পারি। বাড়ীর নম্বরটা বুঝি ১০৫।

[প্রস্থান।

দৃশ্য।—রাজ-পথ

এক পার্শ্বে জগমোহন দণ্ডায়মান।

(গাহিতে গাহিতে নাচিতে নাচিতে দুই জন বেদিনীর প্রবেশ)

গান।

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—খ্যাম্‌টা।

মোরা বেদিনী ললনা,
কত জানি তন্ত্র-মন্ত্র কে করে গণনা!
মোদের ঔষধের গুণে, প্রবীণে সে হয় নবীনে,
বন্ধ্যা-নারীর অল্প দিনে হয় গো ছানাপোনা!
চিনি মোরা রোগের গোড়া, ভাঙা মন দিই যোড়া,
কেউটেরেও করি ঢোঁড়া,
—অসাধ্য সাধনা,—করি অসাধ্য সাধনা।
পতি যার বার-ফট্‌কা, করি তারে ঘরে আট্‌কা,
ঘোচাই মনের সব খট্‌কা
এমনি গুণপনা—মোদের এমনি গুণপনা!

জগ। এই যে দুজন বেদিনী এই দিকে আসছে, কি গান গাচ্ছে, শোনা যাক্। কি?—"ঘোচাই মনের সব খট্‌কা"? খটকা ঘোচাতে পারে না কি?—রোস্, ওদের তবে এই দিকে একবার ডাকি—ও গো বাছারা, এই দিকে একবার এসো তো।

১ম বেদী। ওগো, ডাক্‌ছো কেন?—তোমার নাত্নীর জন্য বুঝি কিছু ওষুধ চাই?

জগ। আরে বাছা, আমার মূলে পত্নীই নেই তো নাত্নী।

১ম বেদিনী। সে কি গো, গিন্নী মারা গেছে নাকি?

জগ। ওগো বাছা, আমার কোনও কালে গিন্নী ছিল না, হবে কি না, তাও জানিনে, তবে কি না এইবার হব-হব হয়ে আসছিল,—এমন সময়ে আমার মনে একটা খটকা উপস্থিত হ'ল—সেইটে যদি তোমরা—

২য় বেদিনী। ও দিদি, এ বুড়োটা দেখছি ক্ষেপেছে, চল্, আমরা এখান থেকে যাই, এখানে থেকে আর কি হবে?

১ম বেদিনী। না গো না তোমার খট্‌কা ঘোচানো আমাদের কর্ম্ম নয়। চল, আমরা যাই।

(গমনোদ্যত)

জগ। বলি, কথাটা শোনোই না।

১ম বেদিনী। না গো না, আমরা আর দাঁড়াতে পাচ্ছিনে, আমাদের বেলা যাচ্ছে।

জগ। দোহাই তোমাদের, আমার এ খট্‌কাটা না ঘুচিয়ে তোমরা যেতে পাবে না।

(বাহু প্রসারিত করিয়া পথরোধ)

২য় বেদিনী। আরে বুড়ো মিন্‌সে করে কি?—আমাদের পথ ছাড়।

জগ। বলি, তোমরা কেউটেকে ধোঁড়া করতে পার, গাধা পিটে ঘোড়া করতে পার—অসাধ্য সাধন করতে পার, আর আমার এই সামান্য খট্‌কাটা ঘোচাতে পারবে না?

১ম বেদি। ভাল এক পাগলের হাতে পড়্‌ন্যে গা!

জগ। না বাছা, আমি পাগল-টাগল নই; আমার কথাটা একবার শোনো, তার পর যা বল্‌বার বোলো।

২য় বেদি। ও দিদি! অত কথায় কাজ কি, ওরই কথা মত, গাধা পিটিয়ে ঘোড়া করেই দেও না। (চুবড়ি হইতে সম্মার্জ্জনী বাহির করিয়া প্রহার) পথ ছাড়ো বল্‌ছি—

জগ। আরে আরে—বেটি করে কি—থাম্ থাম্—এই পথ ছাড়ছি—না, গানে যা গেয়েছে ঠিক্, এদের দেখছি অসাধ্য কিছুই নেই। যাও বাছারা যাও—

১ম বেদি। আমাদের সঙ্গে চালাকি?—ঐ হাতটা ধর্‌তো বোন্—আমি চাদরটা কেড়ে নি।

(চাদর ধরিয়া টানাটানি)

জগ। আরে আমার চাদর ছিঁড়্‌ল—চাদর ছিঁড়্‌ল—ছাড়্—ছাড়্—দোহাই তোদের, আমি বিয়ে কর্‌তে যাচ্ছি—আমি ব-ব-ব-ব বর—লগ্ন বয়ে গেল, লগ্ন বয়ে গেল!—কি মুস্কিল!—(ঝুটোপাটি করিতে করিতে পতন এবং চাদর লইয়া হাসিতে হাসিতে বেদিনীদের পলায়ন।)

জগ। আঃ! আবার এইখানটা কাদায় এমন পিছল হয়েছে! (উঠিয়া গা ঝাড়িয়া) এ কাদার দাগ কি যায়? এখন ভদ্রলোকের বাড়ী যাই কি ক'রে?—তাতে আবার গায়ে চাদর নেই—আবার আজ রাত্রেই বিবাহ হবার কথা। একটু আগে গিয়ে বিয়েটা যাতে ভেঙে যায়, তার চেষ্টা কর্‌তে হবে—এ বিষয়ে কনের বাপের সঙ্গে একবার কথা কয়ে দেখতে হবে—এখন করি কি? তা হোক্, এ আমার এক রকম শাপে বর হ'ল। আমার এই রকম বেশ দেখলে বোধ হয় তারা আমার সঙ্গে বিয়ে দিতে রাজিই হবে না। যাই, দেখা যাক্ কি হয়। ঐ বাড়ীটা ১০৫ নম্বর না?—আমার অদৃষ্টে না জানি আরো কি আছে! ঝাঁটা তো হ'ল—এখন বাকি আছে চাবুক।—যাই।

[প্রস্থান

(অন্যদিক হইতে গাহিতে গাহিতে ও নাচিতে নাচিতে বেদিনীদ্বয়ের পুনঃ প্রবেশ)

গান।

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—খ্যামটা

হি হি হি হি হি হি কেমন মজা!
—কাদায় বুড়ো গড়াগড়ি!
বলে কি না করবে বিয়ে
—তাই যাচ্ছে তাড়াতাড়ি।
চাদর নিনু মোরা কেড়ে,
বর-সজ্জা হ'ল বেড়ে,
ঘাড়টি ধ'রে দেবে তেড়ে
যখন যাবে বিয়ে-বাড়ী।
এমন বরে করবে বিয়ে
—না জানি সে কেমন মেয়ে!
ঘর করে যে ওরে নিয়ে
—আ মরি তার গলায় দড়ি!

(গাহিতে গাহিতে ও নাচিতে নাচিতে প্রস্থান।)

তৃতীয় অঙ্ক

দৃশ্য।—রামকান্ত বাবুর বাড়ী

(জগমোহনের প্রবেশ)

জগ। এ কি?—রামকান্ত বাবুর এইটে বৈঠকখানা কি?—এ কি রকম আসবাব?—চাবুক—জিন—লাগাম চারিদিকে ঘোড়ার সাজ ঝুল্‌ছে! আঃ! ঘরটায় এমন একটা বিশ্রী বোটকা গন্ধ! রাম, রাম!—কোথায় এলেম? ও রামকান্ত বাবু! রামকান্ত বাবু! কেউ যে উত্তর দেয় না

—আচ্ছা, এই দরজাটায় ঘা দিয়ে দেখি (রুদ্ধ কপাটে আঘাত)

(দ্বার খুলিয়া ছোট একটা চাবুক হাতে
কমলমণির প্রবেশ)

কমল। কে গা?—তুমি সইস্ বুঝি?

জগ। (স্বগত) এ কি!—সেই চেহারা যে!—কিন্তু এ যে নেহাৎ বাচ্চা। ফোটো দেখে তো মনে হয় বয়স্থা মেয়ে—এ বোধ হয় তার ছোট বোন্-টোন্ হবে। মেয়েটার হাতে আবার চাবুক—আমার স্বপ্নটা ফল্‌বে না তো? আমার যেরূপ বেশ, তাতে সইশ ঠাওরাবে, তাতে আর আশ্চর্য্য কি! ছেলেব্যালায় পড়েছিলেম, "ব্রাইড্‌গ্রুম" মানে কনের সইশ—তা, আপাততঃ আমি তো এক রকম সইশই বটে!

কম। উত্তর দিচ্ছ না কেন?—বোকার মত দাঁড়িয়ে আছ কেন? দাদা আমার ঘোড়ার জন্য একটা নূতন সইশ এনে দেবে বলেছিল, তুমি তো সেই সইশ?

জগ। হাঁ, আমি সেই সইশই বটে! এখন তুমি বাড়ীর কর্ত্তাকে একবার ডেকে দাও দিকি!

কম। দাদা আমাকেই পরখ ক'রে দেখ্‌তে বলেছে। আচ্ছা, আমি যখন ঘোড়ায় চড়ব, তুমি কি ক'রে আমাকে ঘোড়ার উপর তুলে দেবে বল দিকি?

জগ। এই তোমাকে কোলে ক'রে উঠিয়ে দেব।

কম। কোলে ক'রে ওঠাবে?—দূর বোকা! এই বুঝি জান? রোসো, আমি তোমাকে শিখিয়ে দি। এইখানে হাঁটু গেড়ে বোসো। বোসো বল্‌চি, আমার কথা শুনছ না?

জগ। হাঁটু গেড়ে বস্‌ব?

কম। হাঁ।

জগ। (স্বগত) দেখাই যাক্ না, মেয়েটা কি করে।
(তথা করণ)

কম। কাঁধ্‌টা আর একটু নীচু ক'রে রাখো।

জগ। কাঁধ নীচু করব? (তথা করণ)

কম। এই দেখ, ঘোড়ায় ওঠবার সময় কি ক'রে উঠতে হয়। (স্কন্ধে এক পা দিয়া)

জগ। আরে আরে, আমার ঘাড়ে চড়ে যে!

কম। মাথাটা এইবার নীচু কর—এইবার মাথায় পা দেব।

জগ। কি ভয়ানক! আবার মাথায় চড়বে? (স্বগত) আরে গেল যা! এমন আহ্লাদে বেয়াড়া মেয়েও তো কখন দেখিনি। (প্রকাশ্যে) না না, আমার দ্বারা এ সব হবে না, (তাড়াতাড়ি উঠিয়া) এখন কর্ত্তাকে একবার ডাকো দিকি।

কম। দূর বোকা! কোন কাজের সহিশ না। আচ্ছা বল দিকি, ঘোড়া যখন আড়ি ক'রে দাঁড়ায়, তখন কি ক'রে তার আড়ি ভাঙাতে হয়?

জগ। (হাসিয়া) কি ক'রে?

কম। দূর বোকা! তাও জান না?—এই আমি দেখিয়ে দিচ্ছি ("গোষমল" নামক দুষ্ট অশ্ব দমনের কান-মলা-যন্ত্র আনিবার জন্য দেওয়ালের দিকে গমন)

জগ।—এ তো ভারি ব্যাদড়া মেয়ে দেখছি—আবার কি করে দেখ!

কম। (দেওয়াল হইতে "গোষমল্" খুলিয়া লইয়া তাড়াতাড়ি আসিয়া) এইবার বোসো দিকি।

জগ। বস্‌ব?

কম। হাঁ।

জগ। (তথা করণ)

কম। এই দেখ, (গোষমলের রসি কানে বাধাইয়া দিয়া মোচড়)

জগ। আরে আরে, কান গেল, কান গেল—এ যে ভয়ানক মেয়ে দেখছি! [নেপথ্যে।—ও পুঁটু! ও পুঁটু! চুল বাঁধতে বাঁধতে কোথায় গেলি বাছা? এখনি বর আস্‌বে, এই বেলা সাজ-গোজ ক'রে নে]

কম। ওই, মা ডাক্‌ছে, যাই। দূর বোকা! দাদাকে বলি গে যাই, সইশটা কোন কাজের নয়।
[সপাং করিয়া এক ঘা চাবুক কসাইয়া দৌড়িয়া প্রস্থান।

জগ। (মুখ বিকৃত করিয়া) উঃ! কি ব্যাদ্‌ড়া মেয়ে!—পিঠটা এমন জ্বল্‌ছে!—কানের জ্বলুনিটাও এখনও থামিনি! কি সর্ব্বনাশ! এইমাত্র যে একটা কথা কানে এলো, তাতে বোধ হচ্ছে, ঐ মেয়েটাই আমার হবু-গৃহিণী!—আরে রাম!

আরে রাম! কি ঝক্‌মারিই করেছি! এইবার পালানো যাক্, এখানে আর এক মুহূর্ত্তও থাকা নয়। দরজাটা আবার কোন্ দিকে?

[অন্য এক দ্বার দিয়া প্রস্থান।

(রামকান্তের প্রবেশ)

রাম। (স্বগত) আঃ! তুলসীদাসটা আমাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খেলে!—আমার ভদ্রাসন বাড়ীটাকে একেবারে যেন আস্তাবল ক'রে তুলেছে! চারিদিকেই জিন্, লাগাম, চাবুক, খর্‌রা-বুরুজ—একজন ভদ্রলোক এলে বলবে কি? আবার আমার মেয়েটাকে কিনা ঘোড়ায় চড়া শেখায়—আরে, তুই যা খুসি কর, মেয়েটাকে নিয়ে এ সব কেন? মেয়েটার বিয়ে দেবার এত চেষ্টা করছি, ভাল বর কিছুতেই জুটছে না—এই সব ব্যাপার যে একবার এসে দেখছে, সেই ভাগছে। আর, লোকদেরই বা কি আক্কেল, ছেলেমানুষ ঘোড়ায় চড়ে খ্যালা করে—তাতে হয়েছে কি? যা হোক্, এইবার একটা ফন্দি করেছি—শুধু ফোটো দেখিয়ে একটি পাত্রকে রাজি করিয়েছি। বরটি কুলীনের ছেলে; নিজের বিদ্যের জোরে কিছু পয়সাও করেছে; তবে কি না বয়সটা একটু বেশী—তাতে কি এসে যায়? তবে কি না একটা বদ্‌নাম ছিল; তা, সেও লোকে এত দিনে ভুলে গেছে। আর, সে চোরও না, ছ্যাঁচোড়ও না। শুধু একটা বিদ্যের দরুণ একবার ফ্যাসাদে প'ড়ে গিয়েছিল। আর সে বিদ্যেটাও কি কম? কি আরবি, কি ফার্সি, কি ইংরাজি, যে কোন হরফের—যে রকম হাতের লেখা দাও না কেন, ঠিক্ অবিকল তার নকল করতে পারে, এমন কি, মাছিটি পর্য্যন্ত তুলে নেয়! এ কি কম কথা? আজ রাত্রে তো বিয়ে—এখন সে যে এলে হয়। না, এটা কিছুতেই ফস্‌কাতে দেওয়া হবে না। আমি সমস্ত যোগাড় ক'রে রেখেছি, যেমন আস্‌বে, অমনি নম-নম ক'রে তখনি কাজটা সেরে ফেল্‌তে হবে। আঃ! এই মেয়েটার বিয়ে দিতে পারলেই আমি এখন নিশ্চিন্ত হয়ে কাশীবাস করতে পারি। তুলসীদাস ওর ঘোড়া-টোড়া নিয়ে এখানে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকুক।

(ত্রস্তব্যস্ত হইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে জগমোহনের প্রবেশ)

জগ। (স্বগত) কি বিপদ! এই দরজাটা দিয়ে বেরিয়ে একেবারে ঘোড়ার পালের মধ্যে দিয়ে পড়েছিলেম। বাবা! কোন ঘোড়া চার পা তুলে লাফাচ্ছে, কোনটা চিঁহি চিহিঁ ক'রে বিট্‌কেল রকমে চ্যাঁচাচ্ছে, কোনটা দাঁত খিঁচিয়ে কামড়াতে আস্‌ছে—কি ভয়ানক! এমন জায়গাতেও ভদ্রলোকে আসে?—এখন যে পালাতে পারলে বাঁচি। উঃ! আবার সেই মেয়েটা চাবুক হাতে ক'রে এখানে আস্‌বে না তো? জলে কুমীর, ডাঙায় বাঘ—এখন যাই কোথায়? ও কে? আমার সেই শ্বশুর মশায় যে!—যেখানে বাঘের ভয়, সেইখানেই সন্ধ্যা হয়! এখন এর হাত থেকে পালাই কি ক'রে?

রাম। এই যে বাবাজি, এসো এসো, তোমার জন্য আমরা সবাই অপেক্ষা ক'রে আছি। এ কি? এ রকম বেশ কেন? গায়ে চাদর নেই—কাপড়ে কাদা মাখা—হাঁপাচ্ছ, ব্যাপারটা কি?

জগ। (হাঁপাইতে হাঁপাইতে) বল্‌ছি সব, বল্‌ছি—

রাম। বাপু, বিবাহের তো আর দেরি নেই, চল, বাড়ীর ভিতরে চল। অত হাঁপাচ্ছ কেন? হয়েছে কি?

জগ। মশায়, পথে আস্‌তে আস্‌তে কাদায় পা পিছলে একটা আছাড় খেয়েছিলাম, সেই সময় একটা বদ্‌মায়েস এসে আমার গায়ের চাদর কেড়ে নিয়ে গেল—তাই বল্‌ছি, বাড়ী গিয়ে কাপড়টা আর একটা চাদর গায়ে দিয়ে এখনি আসছি।

রাম। না বাপু, তা হ'লে লগ্ন বয়ে যাবে—এইখানেই কাপড়-চোপড় ছাড়—ওরে কে আছিস?—দেখ বাপু, তুমি আমাদের পর ভেবো না, এ তোমারি আপনার ঘর মনে কোরো।

জগ। আমাকে মাপ করবেন, আমি—

রাম। তাতে লজ্জা কি? এইখানেই মুখ-হাত ধোও, কাপড়-চোপড় ছাড়, বিবাহের তো আর দেরি নেই।

জগ। আজ্ঞে, আমি এখন সে জন্য এখানে আসিনি।

রাম। না বাপু, এখন বাড়ী যাওয়া হতেই পারে

না; সেখান থেকে ফিরে আসতে ঢের দেরি হয়ে যাবে। নিমন্ত্রিত ব্যাক্তিরা এখনি আসবেন—লগ্ন প্রায় হয়ে এল।

জগ। আজ্ঞে, আমি সে কথা বলছি নে।

রাম। বিবাহের সমস্ত প্রস্তুত, পুরোহিত উপস্থিত, বাজন্দাররা এসেছে—

জগ। আজ্ঞা, সে কথাই না—এ আর একটা কথা।

রাম। অন্য কথা পরে হবে—এখন চল বাপু, দালানে যাওয়া যাক্।

জগ। (মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে) আপনাকে কিছু আমার—

রাম। আমাকে কিছু বল্‌বার আছে?

জগ। আজ্ঞে হাঁ।

রাম। আচ্ছা, বল শুনি।

জগ। আমি আপনার কন্যাকে বিবাহ করবার জন্য প্রার্থী হয়েছিলেম, সে কথা সত্য—আপনি মত দিয়েছিলেন, সে কথাও সত্যি—আজ এই সময়ে আমার বিবাহ করবার কথা ছিল, সে কথাও সত্যি—কিন্তু আমার মনে হয়, আপনার কন্যার পক্ষে আমার বয়সটা যেন একটু বেশি হয়েছে— আপনার তা কি মনে হয় না?

রাম। আচ্ছা, তোমার বয়স কত হ'ল বল দিকি বাপু?

জগ। আজ্ঞে, শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে ৬০।৬৫ হবে।

রাম। ৬০।৬৫—এই বই নয়? তবে তো সেদিনকার শিশু বল্লেই হয়—একেবারে অপগণ্ড বালক! ৬০।৬৫ আবার বয়স? আমরা তো ও বয়সে হামাগুড়ি দিয়েছি।

জগ। (স্বগত) এ বড় সহজ লোক নয় দেখছি। (প্রকাশ্যে) মশায়, তবে আসল কথাটা বলি—লজ্জায় তখন বল্‌তে পারি নি—আমার একটা মাথার ব্যামো আছে, সেটা যখন চেগে ওঠে, তখন আমি গায়ের কাপড় ফেলে দি—সর্ব্বাঙ্গে কাদা মাখি—রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াই।

রাম। ও কিছু নয়; বিয়ে না হ'লে ও রকম সকলেরই হয়ে থাকে—বিয়ে করলেই সব সেরে যাবে।

জগ। মশায়, আর একটা কথা বল্‌তে ভুলে গিয়েছি—ছোট বেলায় আমাকে একবার পাগ্‌লা কুকুরে কামড়েছিল, তার দরুণ মধ্যে মধ্যে আমি ক্ষেপে উঠি—কুকুরের মত ভেউ ভেউ ক'রে ডাকতে থাকি—সে এক বেয়াড়া কাণ্ড!

রাম। তার জন্য কোন চিন্তা নাই—আমার তুলসী-দাস ও-রোগের কতকগুলি নির্ঘাত অষুধ জানে—এই যেমন—"বজ্রমুষ্টি মহা-প্রলেপ" "শির-চূর্ণক বৃহৎ-লগুড়" "বংশলোচন লাঠ্যৌষধি।" সে জন্য বাপু কোন চিন্তা নাই।

জগ। তাছাড়া, ছোট ব্যালা থেকে কতকগুল বদ্ নেশা আমার অভ্যাস হয়ে গেছে।—এই আফিম, চরোশ, সিদ্ধি, গাঁজা—

রাম। আফিম, চরোশ, সিদ্ধি, গাঁজা—সমস্ত আবগারি?

জগ। আজ্ঞে হাঁ, প্রায় তাই।

রাম। ভ্যালা মোর বাপ—এই তো চাই। আমার তো তা হ'লে শিবের মত জামাই হবে—এ তো আমার বহু তপস্যার ফল। শিবের হাতে গৌরী দান করব—এর চেয়ে আর সৌভাগ্য কি হ'তে পারে?

জগ। (স্বগত) আরে মোলো! এ যে ছিনে জোঁক্ দেখছি! আর তো পারা যায় না, এইবার স্পষ্ট কথাই বলি (প্রকাশ্যে) আমার বেয়াদবি মাপ করবেন—আমার এখন বিবাহ করতে ইচ্ছে নেই।

রাম। তুমি আমার সঙ্গে পরিহাস করছ না কি? আমি তোমাকে একবার কথা দিয়েছি, এখন আমি প্রাণান্তেও সে কথার অন্যথা করব না। সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থেকো।

জগ। কি আশ্চর্য্য! আমি আপনিই যে সে বিষয়ে আপনাকে নিষ্কৃতি দিচ্ছি—আমি তাতে কিছু মনে করব না।

রাম। সে কি কখন হয়?—আমি তোমাকে কথা দিয়েছি—সকলের আগে তোমাকেই আমি কন্যাদান করব।

জগ। (স্বগত) কি বিপদ!

রাম। দেখ বাপু, তোমার উপর আমার কেমন একটু মায়া জন্মে গেছে; এখন একজন রাজাও যদি এসে আমার কন্যাকে চায়, তবু তোমাকে ছেড়ে আমি তাকে দিই নে।

জগ। আমার উপর আপনার অত্যন্ত অনুগ্রহ সন্দেহ

নেই—কিন্তু আমি আপনার কাছে স্পষ্টাক্ষরে বল্‌ছি, আমি এখন বিবাহ করতে ইচ্ছুক নই।

রাম। কি! তুমি বিবাহ করবে না?

জগ। না, আমি করব না।

রাম। তার কারণ?

জগ। কারণ?—বিবাহ করাটা আমার উচিত ব'লে মনে হচ্ছে না—এই কারণ, আবার কি? আর আমার বাপ-দাদারা যে পথে গেছেন, আমিও সেই পথে যেতে চাই—তাঁরা জন্মেও কখন বিবাহ করতে চান্ নি।

রাম। দেখ বাপু, আমি তোমাকে বল্‌ছি, শেষকালে তোমায় পস্‌তাতে হবে; অমন মেয়ে তুমি আর পাবে না। এমন শিষ্ট শান্ত, ধীর—মুখে একটা কথা নেই; কথার অবাধ্য নয়—হিজেলদাগ্‌ড়া নয়—নেপথ্যে।—না মা, ও রকম খোঁপা আমি ভালাবাসিনে—আমার সেই রকম খোঁপা বেঁধে দাও—ও কিছু হ'ল না—যাও!—দেখ দিকিন্ দাদা, মা আমার কথা শোনে না।

রাম। (তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া, নেপথ্যের দিকে) আরে চুপ্ চুপ্! তোর বর এসেছে।

[নেপথ্যে।—ও বুঝি বর, ও তো সেই বুড় সইশটা।]

রাম।—আরে চুপ্ চুপ্!—আঃ! পুঁটু যা চাচ্ছে, তাই দাও না গা—ভাল জ্বালা! (জগমোহনের নিকট ফিরিয়া আসিয়া) তাই বল্‌ছিলুম, এমন শিষ্ট শান্ত মেয়ে আর পাবে না—

জগ। তা কি আর আমি জানিনে?—বিলক্ষণ জানি। তবে কি না, এখন আমার বিবাহ করতে ইচ্ছা নেই মশায়।

রাম। শোনো বাপু, কারও মনকে কেউ কখন আট্‌কে রাখতে পারে না। যার যা ইচ্ছে সে তাই করতে পারে। তবে কি না, এ সংসারে ভদ্রতা বলেও তো একটা জিনিস আছে। সে যাই হোক্, তোমাকে জোর ক'রে আমি কিছু করাতে চাইনে; তুমি আমার মেয়েকে বিবাহ করবে ব'লে কথা দিয়েছিলে, এখন আবার সে কথা ফিরিয়ে নিচ্ছ—আচ্ছা ভাল, এর যা উচিত, আমি তা করব। বাপু, একটু বোসো, আমার কাছ থেকে শীঘ্রই এর জবাব পাবে। ও তুলসীদাস—তুলসীদাস! শোনো একটা কথা বলি। (স্বগত) তুলসীদাসের যেমন খেয়েদেয়ে কর্ম্ম নেই—মেয়েটাকে আবার ঘোড়ায় চড়া শেখায়—এ শুনলে কেউ কি আর বিয়ে করতে চাবে?—যদি বা একটা বুড়ো বর পাওয়া গিয়েছিল, সেও আবার বেঁকে দাঁড়াল!

[প্রস্থান।

জগ। লোকটা সহজে আমাকে ছেড়ে দেবে, আমি তা মনে করি নি—আমার মনে হচ্ছিল, বুঝি অনেক বেগ পেতে হবে। আ! বাঁচলুম!—ভাগ্যিস ছাড়ান পেলুম—আর একটু হলেই আমার দফা রফা হ'ত—শেষে খুবই পস্তাতে হ'ত। এই যে রামকান্তের পুত্র আমার হবু শ্যালক মহাশয় এই দিকে আস্‌ছেন। উনিই বোধ হয় শেষ জবাবটা দেবেন। দেখি, উনি আবার কি সুর ধরেন!

(তুলসীদাসের প্রবেশ)

তুলসী। (নম্রস্বরে) মহাশয় ভাল আছেন?

জগ। আপনি ভাল আছেন?

তুলসী। আজ্ঞে হাঁ—আমার বাবা বল্‌ছিলেন, আপনি তাঁকে যে কথা দিয়েছিলেন, সে কথা নাকি এখন আর আপনি রাখ্‌তে চান্ না?

জগ। হাঁ মহাশয়, সে জন্য আমি ভারি দুঃখিত কিন্তু—

তুলসী। তা হোক্—তাতে কোন ক্ষতি নাই।

জগ। আপনাকে আমি বল্‌ছি, সে জন্য আমি বড়ই দুঃখিত হয়েছি—আমার ইচ্ছে ছিল—

তুলসী। তাতে কিছু এসে যায় না। (দুইটা আনিয়া জগমোহনের সম্মুখে স্থাপন) এখন অনুগ্রহ ক'রে এর মধ্যে যেটা হয়, বেছে নিন্‌—আপনি কোন্‌টি নেবেন?

জগ। এই দুয়ের মধ্যে?

তুলসী। আজ্ঞে হাঁ।

জগ। দুটো প্রকাণ্ড লাঠি?—লাঠির প্রয়োজন?

তুলসী। মশায়, যেহেতু আমার ভগিনীকে আপনি বিবাহ করবেন ব'লে কথা দিয়ে সে কথা রাখছেন না, সেই জন্য আপনাকে যদি কিঞ্চিৎ শিক্ষা দি, তাতে আপনি কিছু মনে করবেন না।

জগ। এ তোমার কি ধরণের কথা?—সম্বন্ধ পাকা না হতে হতেই এরই মধ্যে আমার সঙ্গে ঠাট্টা?—গাছে না উঠতেই এক কাঁদি?

তুলসী। অন্য লোক হ'লে ক্রুদ্ধ হয়ে মহা এক কাণ্ড বাধিয়ে দিত, কিন্তু আমাদের সে স্বভাবই নয়—আমরা এ সব বিষয়ে খুব মিঠে ভাবে চলি। তাই আপনাকে আমি খুব বিনীতভাবে বল্‌ছি, আসুন, আমরা দুজনে পরস্পরের মাথা ফাটা-ফাটি ক'রে এর একটা মীমংসা ক'রে ফেলি।

জগ। কি ভয়ানক কথা—মাথা ফাটাফাটি?

তুলসী। আজ্ঞে হাঁ, এখন এই দুটো লাঠির মধ্যে যেটা হয় বেছে নিন্।

জগ। না মশায়, মাথা ফাটাফাটি আমার দ্বারা হবে না।

তুলসী। আজ্ঞে, সেটা করতেই হচ্ছে।

জগ। মশায়, আমাকে মাপ করবেন।

তুলসী। মহাশয় শীঘ্র কাজটা শেষ ক'রে ফেলুন, আমার আবার অন্য কাজ আছে।

জগ। মশায়, আমি আপনাদের স্পষ্টই বল্‌ছি, আমি এ কাজে রাজি নই।

তুলসী। আমার সঙ্গে তবে আপনি মারামারি কর-বেন না?

জগ। না বাবা—আমার কর্ম্ম নয়।

তুলসী। সত্যি করবেন না?

জগ। না, মশায়, আমি ওতে নেই। (স্বগত) এ যে ভয়ানক লোক দেখছি!

তুলসী। তা, আপনার যা ইচ্ছে। জোর ক'রে আপনাকে আমি কিছু বল্‌তে পারিনে।

(একটা লাগাম দিয়া বন্ধন)

জগ। আরে কর কি, কর কি?—তোমার বোন্‌টি তো আমাকে সইশ ঠাওরেছিল, তুমি আবার আমাকে ঘোড়া ঠাওরেছ না কি?—রেখে দাও, ও সব ঠাট্টা ভাল লাগে না।

তুলসী। আজ্ঞে, ঠাট্টা নয়। আমার কাজই এই। আমি ঘোড়াও ব্রেক্ করি, বরও ব্রেক্ করি।

(সজোরে বন্ধন)

জগ। আরে লাগে—লাগে, লাগে, অত জোরে না—অত জোরে না—এ সব বদ্ ঠাট্টা কেন দাদা?

তুলসী। কে আছিস্?—ব্রেক্ গাড়িটা বের কর্‌তো রে!

জগ। (স্বগত) ও বাবা! এ করে কি?—সেই স্বপ্নটা সত্যি হয়ে দাঁড়ায় যে! (প্রকাশ্যে) আবার ব্রেক্ গাড়ি কেন?

তুলসী। আজ্ঞে, পরে প্রয়োজন হ'তে পারে।

জগ। (স্বগত) এখন যে পালাতে পারলে হয়। সত্যই ব্রেক্ গাড়িতে জুড়ে দেবে না কি?

তুলসী। আপনার এখন যথা অভিরুচি। দেখুন, আমরা কোন কাজ কাউকে জোর ক'রে করাতে চাই নে। তাই বল্‌ছি, হয় আপনি আমার সঙ্গে লাঠি নিয়ে মারামারি করুন, নয়—

জগ। আমাকে দাদা মাপ্ করবে—দুয়ের মধ্যে আপাততঃ আমি কোনটাই করতে পারছি নে।

তুলসী। করতে পারবেন না?

জগ। না।

তুলসী। তবে, আপনি যদি অনুমতি দেন—

(ঘা কতক মুষ্টি প্রহার)

জগ। ও বাবা রে—গেলুম রে—খুন কল্লে রে!

তুলসী। আপনার সঙ্গে যে এইরূপ ব্যবহার কর্‌তে হচ্ছে, তার জন্য আমি বড় দুঃখিত, কিন্তু আমি মশায় ছাড়ছি নে; হয় আমার সঙ্গে মারামারি করুন—নয় আমার ভগ্নীকে বিবাহ করুন। আপনার যেটা ইচ্ছে—আপনার ইচ্ছের বিরুদ্ধে আমরা কোন কাজ করতে চাই নে।

জগ। মশায়, আমার ঘাট হয়েছে—আমার ঝক্‌মারি হয়েছে—

তুলসী। কি?—এখনও ঐ কথা? (একটা চাবুক হস্তে লইয়া)

নেপথ্যে। [দাদা! আমি চাবুক মার্‌ব।—আমি চাবুক মারব।

—আরে চুপ্ চুপ্ চুপ্!]

জগ। (স্বগত) কি সর্ব্বনাশ! চাবুক?—আমার সেই স্বপ্নটা আগাগোড়া ফলে যে দেখ্‌ছি!

তুলসী। আপনি কিছু মনে করবেন না—এখনও যখন আপনি ইতস্ততঃ করছেন—এইবার বোধ হয়, সহজে একটা মীমাংসা হয়ে যাবে।

(সশব্দে চাবুক আস্ফালন করিয়া মারিতে উদ্যত)

জগ। আচ্ছা—হয়েছে—হয়েছে—থামো থামো—আমি—আমি—করব—করব—

তুলসী। কি?—মারামারি?

জগ। না না—বিবাহ—বিবাহ—সাতশো বার বিবাহ—

তুলসী। আসুন তবে, এখন সিধে পথে আসুন। আপনি হচ্ছেন বড় লোক, আপনার সঙ্গে আমি কি এইরূপ ব্যবহার করতে পারি?—কেবল দায়ে পড়েই এইরূপ কাজ করতে হয়েছিল—আমাকে মাপ করবেন।

জগ। (স্বগত) দায়ে প'ড়ে শেষে আমাকেও দেখ্ছি দারগ্রহ কর্‌তে হ'ল—কি করা যায়, বিধির নির্ব্বন্ধ।

তুলসী। রসুন, বাবাকে এইখানে ডাকি, তিনি শুনে খুসী হবেন। বাবা! বাবা! শীঘ্র আসুন সব ঠিক-ঠাক্ হয়ে গেছে।

(রামকান্তের প্রবেশ)

তুলসী। বাবা, এই দেখ, জগমোহন বাবু এখন সিধে পথে এসেছেন, উনি বিবাহ করতে রাজি হয়েছেন, এখন আপনি এঁকে কন্যাদান করতে পারেন।

রাম। চল বাপু—এখন তবে দালানে চল।

জগ। চলুন, কোন্ দিকে আস্তাবলটা—ওঁ বিষ্ণু—দালানটা, বলুন দিকি?

রাম। এখান থেকে ঠিক্ সিধে।

তুলসী। হাঁ, এখন উনি সিধে পথেই চল্‌বেন।

রাম। ওরে কে আছিস্?—এইবার বাজন্দারদের বাজনা বাজাতে বল্—বাড়ীর ভিতরে উলু দিতে বল্, বর আস্‌ছে রে বর আস্‌ছে! আলোগুল সব জ্বালিয়ে দে—লুচি ভাজতে বল্—টোপর নিয়ে আয়।

(একদিক্ দিয়া টোপর প্রভৃতি লইয়া লোকদিগের প্রবেশ, আর দিক দিয়া সতীশের প্রবেশ)

জগ। ওই আমার নিথবর এসেছে—নিথবর এসেছে! ভায়া, তুমি ঠিক সময়ে এসেছ। "রাজ-দ্বারে শ্মশানে চ আস্তাবলে চ য তৃষ্ঠতি স বান্ধব" মশায়, ইনি আমার সব বিষয়ের আম-মোক্তার, ওঁকেই আমি এক্‌টিং দিয়ে যাচ্ছি।

তুলসী। কে আছিস্? ব্রেক্ গাড়িটা বের কর তো রে!

জগ। আরে না, না, না,—আমি ঠাট্টা কর-ছিলুম—আমি সত্যই কি এক্‌টিং দিয়ে যাচ্ছি? ঠাট্টাও বোঝ না?—ছি! তুমি তো ভারি বেরসিক দেখ্ছি হে!

সতীশ। বলি তুলসী দাদা, এ সব কি?—লাগাম—চাবুক?—হাঃ হাঃ হাঃ!

তুলসী। আর কি, যস্মিন্ দেশে যদাচার, আবার কি?

জগ। ভায়া, তোমাকে দেখে তবু একটু ভরসা হ'ল। তোমাকে আজ আর ছাড়ছিনে। দেখ, সর্ব্বদাই তুমি আমার কাছে কাছে থেকো।

সতীশ। ওগো, বরকে এই বেলা কিছু খাইয়ে দাও—দেখ্ছ না, মুখটি শুকিয়ে একেবারে আম্‌শি হয়ে গেছে।

তুলসী। খাবার সব ঠিক্ আছে—কাজটা আগে হয়ে যাক্।

জগ। না দাদা, ঢের হয়েছে; আর খেয়ে কাজ নেই! সকাল থেকেই আজ খেতে সুরু করেছি—এই প্রথম দফা আছাড় খেয়েছি—তার পর গাল খেয়েছি—তার পর ঝাঁটা খেয়েছি—তার পর লাথি খেয়েছি—তার পর চাবুক খেয়েছি—তার পর কিল খেয়েছি—এখন বাকি আছে কেবল খাবি খাওয়া—তারও আর বড় দেরি নেই।

সতীশ। তবে দেখ্ছি, সব রকম হয়ে গেছে!

জগ। হাঁ, চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয়,—সমস্তই!

রাম। বাপু, এইবার তবে দালানে চল, আর বিলম্ব নেই।

জগ। চলুন—আপনি এগোন; (সতীশকে) ভায়া, কাছে কাছে থেকো, তোমাকে আজ ছাড়ছি নে—

সতীশ। যাক্, এত দিনের পর দারগ্রহ করলে, ভালই হ'ল!

জগ। (ইসারায় তুলসীদাসকে নির্দ্দেশ করিয়া) ইনি প্যায়দায় করালে—দায়ে প'ড়ে দার-গ্রহ!—বুঝলে? এখন চল—আস্তাবলে চল।

[সকলের প্রস্থান।

যবনিকা-পতন।

হিতে বিপরীত

[প্রহসন]

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত

[দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে মুদ্রিত]

নাতিনীর শুভ-বিবাহে উপহার

নলিনি, জুটিল তোর সুহৃদ্ ভ্রমর,
বিধি মিলাইয়া দিল মনোমত বর।
কি দিয়া তুষিব তোরে, কি আছে রতন,
সম্বলের মধ্যে মোর একটু যতন।
যতনে গাঁথিনু তাই বাক্যময় হার,
কৌতুক-যৌতুক এই লহ উপহার।

১৪ই বৈশাখ
১৩০৩ শাল।

——নূতন দাদা।

পাত্রগণ।

ভজহরি	...	বাড়ীর কর্ত্তা।
কুঞ্জবিহারী	...	ভজহরির পৌত্র।
রামধন	...	ভজহরির ভৃত্য।

থিয়েটারের দলপতি ও দলবল।

হিতে বিপরীত

প্রথম দৃশ্য।

ভজহরির বৈঠকখানা।

ভজ। ওহে, রামধন!

রাম। এজ্ঞে!

ভজ। তোমাকে বাপু একটি কথা বলি।

রাম। বলুন।

ভজ। বলি, তামাক জিনিস্‌টা কি গাছে ফলে?

রাম। তামাক আবার গাছে ফল্‌বে কি মশায়?

ভজ। তাই জিজ্ঞাসা কর্‌ছি, গাছে ফলে না তো? অনেক তদ্বিরে তৈরি হয়, তা তো জান?

রাম। এজ্ঞে, তদ্বির করতে হয় বৈ কি।

ভজ। পয়সা দিয়ে কিন্‌তে হয় তা তো জানো?

রাম। এজ্ঞে, তা জানি বৈ কি।

ভজ। তবে বাপু রামধন, এ সব জেনেও যে তুমি লোক এসে বস্‌তে না বস্‌তেই তামাক নিয়ে হাজির কর, এর মানে কি বল দেখি।

রাম। এজ্ঞে, ভদ্রলোক এলে—

ভজ। ভদ্রলোক এলে হয়েছে কি? তাদের কি বাড়ীতে তামাক জোটে না? এখানে কি তারা তামাক খেতেই আসে?

রাম। এজ্ঞে, এবার থেকে কেউ এলে আর তামাক দেব না।

ভজ। এই দেখ, রামধন, তুমি আমার কথাটাই বুঝলে না। তামাক কি একেবারে দেবে না বলছি? দশবার "তামাক দে" "তামাক দে" বল্‌তে বল্‌তে একবার নিয়ে এলে—গেরস্ত ঘরে এই রকম ক'রে কাজ করলে তবে একটু সাশ্রয় হয়—বুঝলে?

রাম। এজ্ঞে, বুঝেছি—আমি তবে এখন যাই—বাজার-হাট কর্‌তে হবে।

[প্রস্থান।

ভজ। আর শোনো রামধন! গেছে না কি! রামধন!—রামধন!

(রামধনের পুনঃপ্রবেশ)

রাম। (স্বগত) আঃ, জ্বালাতন করলে! (প্রকাশ্যে) এজ্ঞে!

ভজ। টিকে তামাকের রোজকার-রোজ হিসেবটা রাখ তো?

রাম। রাখি বৈ কি! আমার মশায় বেলা হয়ে যাচ্ছে।

[প্রস্থান।

ভজ। আর শোনো রামধন! ওহে রাম!—রাম? কোথায় গেলে হে?

(রামের পুনঃপ্রবেশ)

রাম। (স্বগত) ভারি বিপদ্‌ করলে দেখ্‌ছি। এইবার শুনেই একেবারে পিট্টান দেব। (প্রকাশ্যে) এজ্ঞে!

ভজ। বলি, রামধন, পাতের নুণ তো আমি সব খাইনে—খানিকটা প'ড়ে থাকে। সেটুকু উঠিয়ে রাখ তো?

রাম। পাতের এঁটো নুণ আবার উঠিয়ে রা[illegible] কি, মশায়?

ভজ। না হে না, নুণ ঝেঁটিয়ে ফেলো না! সেটুকু প'ড়ে থাক্‌বে, উঠিয়ে রেখে দিও। পরে কাজে দেখবে। নুণ কখন এঁটো হয় না। বুঝলে?

রাম। আর কি বলবার আছে বলুন, একেবারেই শুনে যাই।

ভজ। তুমি বাজারে যাচ্ছ, আট পয়সার ভাল জল-পান নিয়ে এসো দিকি,—বড়বাজার থেকে ভাল জলপান, বুঝলে? বেশ গরম গরম—

রাম। কি আন্‌ব বলুন দিকি?

ভজ। এই রসগোল্লা,—পান্‌তোয়া—বোঁদে-[illegible]—গজা—আর খানকতক কচুরি—তার সঙ্গে আলুর দমও যেন থাকে।—আর ভাল কথা, খান-কতক গরম গরম জিলিপিও এনো।

রাম। দিলেন তো দু গণ্ডা পয়সা, আর জিনিস ফরমাস দিলেন এক টাকার মত।

ভজ। দেখো, তাই ঢের হবে। আট পয়সা বুঝি বড় কম হ'ল? কত কাহন কড়িতে এক পয়সা হয়, সে জ্ঞান আছে? আট পয়সায় হবে না তো কি, ঢের হবে।

রাম। তা, আট পয়সায় যা পাই, তাই আন্‌ব।

ভজ। আর দেখ, যদি রাবড়ি ভাল পাও তো নিয়ে এসো—তাতে যেন বেশ একটু গোলাপ জলের গন্ধ থাকে। দেখ বাপু, আমরা আফিমখোর মানুষ, আমাদের একটু মিষ্টান্ন না হ'লে চলে না।

রাম। তা, যা পাই, নিয়ে আস্‌বো। (স্বগত) বাবুর খাবার সখটি বিলক্ষণ—অথচ পয়সার বেলা টানাটানি। যাই, আট পয়সায় দুইচারখানা জিবে গজা যা পাই, নিয়ে আসি। আট পয়সায় আর কত হবে? আর কোন্ না এক পয়সা আমি ও-থেকে সরাব। এই রকম ক'রে মাহিনেটা তো পুষিয়ে নিতে হবে। ২৷৷৹ টাকা মাহিনে—তাও তো ছ মাস পাই নি।

ভজ। কি ভাব্‌ছ রাম, দেখো, ওতেই হবে।

[রামের বহির্গমন।

(স্বগত) রাম বেটা ভারি চোর। এতগুলো পয়সা নিলে, আর দেখনা ঠোঙ্গা ক'রে কি এক রত্তি নিয়ে আসবে এখন। ওর সঙ্গে আর পারা যায় না। আবার বিবাহ না করলে আর চল্‌ছে না। ঘরে গিন্নী না থাকলেই যত দুর্দ্দশা। কেই বা দেখে, কেই বা শোনে। না—বিয়েটা করতেই হচ্ছে। লোকে একটু হাস্‌বে, এই বৈ তো নয়—তাতে' আর কি—আমার টাকা তো বাঁচ্‌বে—আর আমার বয়সও এমনই কি হয়েছে—হদ্দ ৭০ বৈ তো নয়—লোকে যে ৯০ বৎসরেও বিয়ে করে—তা পুরুষমানুষের এতে লজ্জা কি! (প্রকাশ্যে) রামকে একটি কনের সন্ধান কর্‌তে বল্‌তে হচ্ছে,—রাম! রাম! ও রাম! ওরে রামা!

রাম। এই বাজারে যেতে বল্‌লেন,—আবার ডাক্‌ছেন কেন? ঘড়ি ঘড়ি এরকম ডাক্‌লে কাজ চল্‌বে কি ক'রে?

ভজ। বাপু, অত চটো কেন?—একটা তোমার সঙ্গে পরামর্শ আছে।

রাম। কি বল্‌বেন বলুন—বাজারের সময় হয়ে গেল।

ভজ। (করুণ-স্বরে) দেখ রাম, সংসারে তুমি বই আমার কেউ দেখ্‌বার লোক নেই—তাই আমার জন্য তোমায় বড়ই কষ্ট পেতে হয়—কিন্তু তোমার কষ্টের যাতে লাঘব হয়, তার উপায় আমি একটা ঠাওরেছি। আমি আবার একটি চতুর্থ পক্ষ করতে চাই, বুঝ্‌লে রাম?

রাম। (স্বগত) তা হ'লে আমার পক্ষেও ভাল হয়—পয়সা-কড়ি তা হ'লে কিছু পাওয়া যায়। কর্ত্তার হাতে তো জল গল্‌বার যো নেই। (প্রকাশ্যে) এজ্ঞে, তা হলে ভালই হয়—আপনার এই বৃদ্ধ-বয়সে একটি সেবাদাসী হ'লে বড়ই ভাল হয়—তা আমি একটি কনের সন্ধান দেখ্‌ছি।

ভজ। দেখো রাম, ভুলো না—কিন্তু তাও তোমাকে ব'লে রাখ্‌ছি, ঘটক বিদায় আমি দু টাকার বেশি এক পয়সা দেব না।

রাম। এজ্ঞে, সে কথা পরে হবে—এখন তো সন্ধান করি—এইবার বাজারে চল্‌লুম—আর ডাক্‌বেন না।

[বহির্গমন।

ভজ। রাম!—রাম!—ও রাম!—রামচন্দ্র!—রামহরি! ও রামভদ্র!

রাম। আঃ! ভাল জ্বালা! আবার ডাক্‌ছেন কেন?

ভজ। রাম, তুমি অত চট কেন?

রাম। এজ্ঞে, চটব কেন? কিন্তু রাতদিন ডাকা-ডাকি কর্‌লে চল্‌বে কি ক'রে? এখন কি হুকুম বলুন!

ভজ। দেখ বাপু রাম, আমি রংটং চাই নে, রূপটুপ্ চাই নে, দুচারটে পাকা চুল তুল্‌তে পারবে—আর খুব হাত কষা হবে—নিক্তির ওজনে খরচপত্র কর্‌বে, বুঝেছ? আমি এই শুধু চাই।

রাম। এজ্ঞে, তা হবে। আমি এখন চল্লেম।

[প্রস্থান।

(কুঞ্জবিহারীর প্রবেশ)

কুঞ্জ। দাদামশায়, আমার থিয়েটারের বন্ধুরা ধ্যাট দেবার জন্য আমাকে ধরেছে—কিছু টাকা দিতে হবে।

ভজ। যাও যাও—আমি এখন কিছু দিতে পারি নে। খ্যাট্ আবার কি? তারা বাড়ীতে খেতে পায় না নাকি?

কুঞ্জ। দাদামশাই, বলেন কি? বাড়ীতে খেতে পেলেই হ'ল? লোকের বাড়ী ভদ্র লোকের নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ হয় না কি?

ভজ। কথায় তোমার সঙ্গে পারবার জো নেই—ভারি জেঠা হয়ে পড়েছ। আমার হাতে পয়সা নেই, যাও। আমাকে এখন বিরক্ত ক'রো না।

কুঞ্জ। (দুঃখের ভাণ করিয়া চোখ পুঁছিতে পুঁছিতে গমনোদ্যত)

ভজ। (আদরের স্বরে) ও কুঞ্জ! কুঞ্জবিহারী—শোনো—শোনো বলি!

কুঞ্জ। কি দাদামশাই, আবার ডাক্‌ছেন কেন?

ভজ। সত্যি তোমার বন্ধুদের খাওয়াতে হবে?—আচ্ছা, (বাক্স খুলিয়া দুইটা টাকা বাহির করিয়া) এই নেও ভাই (টাকা প্রদানোদ্যত)

কুঞ্জ। দাদামশাই, আমাকে ঠাট্টা করছ না কি? দু টাকায় ভদ্রলোকদের খাওয়ান যায়? ৮।১০ জন লোক জলপান খাবে, দু টাকায় কি হবে?

ভজ। দু টাকায় ভেসে যাবে। দেখ, প্রত্যেকের পাতে দুটো দুটো ক'রে রসগোল্লা দিও—দুটো দুটো কচুরি দিও—চারটি মুগের ডাল ভিজনো দিও—তার সঙ্গে একটু আদা কুচি দিও—আর কি চাই? আর দেখ, এখন সময়টা বড় খারাপ—চারিদিকে কলেরা। বুঝলে?

কুঞ্জ। দাদামশাই, বলেন কি? আপনার মত তারা তো আর পেটরোগা নয়—তারা যে খুব ষণ্ডা—দিব্যি খেতে পারে—ওতে তাদের কি হবে—ওতে যে নস্যও হবে না।

ভজ। আরে, তুমি ছেলেমানুষ, কিছু বোঝো না, ওতে ঢের হবে। রাম আসুক, আমি সব বন্দোবস্ত ক'রে দেব এখন—এই নাও, দুটো টাকা নিয়ে যাও।

কুঞ্জ। আপনার টাকা বাক্সর ভিতর রেখে দিন। আমার দরকার নেই।

[প্রস্থান।

ভজ। আঃ! কি মুস্কিলেই পড়েছি গা!—গিন্নী থাকলে এই সব খির্কিচ্ পোয়াতে হয় না। যা কিছু করবার, সেই করে। গিন্নী ঘরে থাকলে আমি দুদণ্ড নিশ্চিন্ত হয়ে হরিনাম করতে পারি,—বিয়েটা আমাকে করতেই হচ্ছে—লোকে যাই বলুক!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

(কুঞ্জবিহারীর বৈঠকখানা)

কুঞ্জবিহারী।

কুঞ্জ। (স্বগত) আমার থিয়েটারের দল-বল এখনি আসবে—এসেই দেখছি খ্যাটের কথা পাড়বে। তাদের একদিন না খাওয়ালে তো আর মান থাকে না। দাদার কাছ থেকে একটা কোন ফন্দী ক'রে টাকা আদায় না করতে পারলে তো আর চল্‌ছে না। এম্‌নি সহজে বুড়োকে পারা যাবে না।

(থিয়েটারের দল-বলের প্রবেশ)

দলপতি। গুড্ মর্ণিং কুঞ্জ বাবু!

কুঞ্জ। এত রাত্রে গুড্ মর্ণিং?

দলপতি। কি জানেন কুঞ্জ বাবু, আমাদের কিবা রাত্রি কিবা দিন!

অন্য সকলে। বাহবা! বেড়ে জবাব দিয়েছে—"কিবা রাত্রি কিবা দিন"—হাঃ হাঃ! হাঃ! হাঃ! (হাস্য) নিধু বাবুর কথায় না হেসে থাকা যায় না। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!

কুঞ্জ। সবাই তোমরা বোসো। একটা কাজের কথা আছে। তোমাদের আজ যে এত দেরি হ'ল?

দলপতি। এই হাতীর পা-মশায়কে খুঁজে আন্‌তে এত দেরি হ'ল। উনি আবার গজেন্দ্র-গমনে চলেন কি না!

সকলে। ঠিক বলেছ—গজেন্দ্র-গমনই বটে—হাঃ! হাঃ! হাঃ। হাঃ!

দলপতি। কিন্তু বলতে কি—বড় সরেশ হাতীর পা পাওয়া গেছে—হাতীর সামনের পা ও ঠিক সাজতে পারবে। আর ঐ ব্যক্তিটি হাতীর পিছনের পা দিব্যি সাজবে। আর ঐ লোকটি হাতীর শুঁড় সাজবে। (কানে কানে) হাতীর শুঁড়কে একটু বেশি টাকা কবুল করতে হ'বে

শুঁড়ের মতন ক'রে হাত দুটো অনেকক্ষণ উঠিয়ে রাখতে হবে কি না—তাই কাজেই একটু বেশি দিতে হ'ল। মোদ্দা কথা, কুঞ্জ বাবু, প্রহ্লাদ-চরিত্রের নাটকে এমন হাতী কলকাতার সহরে কোন থিয়েটারের ষ্টেজে আনতে পারবে না—তা বেঙ্গল থিয়েটারই কি, আর ষ্টার থিয়েটারই কি—লোকে যদি জল-জ্যান্তো আসল হাতী না ঠাওরায় তো আমার নাম নেই—এই এক কথা আমি ব'লে দিলুম।

কুঞ্জ। (স্বগত) তুমি আমাকে এমনই হস্তিমূর্খ ঠাওরেছই বটে। এদের তো আর টাকা যুগিয়ে উঠ্‌তে পারছিনে—আমার সেই কাজটা উদ্ধার ক'রে নিয়েই এদের একেবারে বিদায় দিতে হবে। কিন্তু এমনি চক্ষুলজ্জা—

দলপতি। হাতীর রিহার্সালটা এখন তবে আরম্ভ ক'রে দেওয়া যাক্। কুঞ্জ বাবু, দেখে নিয়ো, ষ্টেজে হাতী এলে যদি অডিয়েন্স থেকে পাঁচ শো এনকোর না পড়ে তো কি বলেছি। ভাল কথা কুঞ্জ বাবু, আমাদের সেই থ্যাটের কি হ'ল?

কুঞ্জ। (স্বগত) রামের কাছে যে রকম শুনতে পাই, তাতে মনে হয়, দাদামহাশয় বিলক্ষণ বিয়ে-পাগলা হয়ে উঠেছেন। এই সুযোগে টাকা আদায় করবার বেশ একটা ফন্দি মনে হয়েছে।

দলপতি। কুঞ্জ বাবু, আপনাকে আজ একটু ভাবিত দেখ্‌ছি কেন বলুন দেখি?

কুঞ্জ। ভাই, তোমাদের কাছে সব কথা খুলে বলাই ভাল—তোমরা হচ্ছ আমার পরম বন্ধু, তোমাদের কাছে না বল্‌ব তো কার কাছে বল্‌ব বল। তোমরা তো আমার দাদামশায়ের কথা অনেক শুনেছ—তিনি কি রকম কঞ্জুষ লোক তা তো তোমরা জানই।

দলপতি। তা আর জানিনে—সে কে না জানে!

কুঞ্জ। তাঁর কাছ থেকে টাকা বের করা বড়ই মুস্কিল—তবে একটা ফন্দি আমার মনে হয়েছে, তোমরা যদি আমাকে সাহায্য কর, তা হ'লে হ'তে পারে।

সকলে। অবশ্য, অবশ্য, আমরা খুব সাহায্য করব।

কুঞ্জ। কথাটা হচ্ছে এই—আমার দাদামশায়ের বুড় বয়সে ধেড়ে রোগ হয়েছে—তিনি আবার চতুর্থ সংসার করতে চান্। তোমাদের মধ্যে একজন যদি কনে—একজন কনের বাপ, আর, একজন ঘটক সাজ্‌তে পার, তা হ'লে আমাদের কাজ অনায়াসে উদ্ধার হ'তে পারে।

দলপতি। আর বল্‌তে হবে না—বেশ হবে।

সকলে। এ আমরা খুব পারব।

দলপতি। ওহে, তোমাকে কনে সাজ্‌তে হবে, তোমার গলাটা মিহি আছে—আর, গজেন্দ্র-গমনে চলাটাও তোমার খুব রফ্‌ত আছে।

একজন। আমি মেয়ে সাজ্‌তে বেশ পারব—বুড়োকে যদি ভোগা না দিতে পারি তো কি বলেছি। লজ্জার ভান ক'রে, ঘোমটা দিয়ে মুখ এমন ঢেকে থাক্‌ব যে, শিবের বাবাও টের পাবে না।

দলপতি।—আর, ওগো, হাতীর পিছনের পা, তুমি বাপ সেজো—আর আমি ঘটক সাজ্‌ব। বুঝলে?

সকলে। তা আমরা বেশ পার্‌ব।

কুঞ্জ। আচ্ছা, তবে তোমরা আমার সঙ্গে এসো। রামের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে একেবারে সমস্ত পাকাপাকি ক'রে ফেলি।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

ভজহরির বৈঠকখানা।

ভজহরি আসীন।

(রামের প্রবেশ)

রাম। এজ্ঞে, সব ঠিক করেছি।

ভজ। এর মধ্যেই ঠিক্ করেছ? আ! বেঁচে থাক বাপু। কবে নিয়ে আস্‌বে বল দিকি? আমার তো আর ঘটা করবার দরকার নেই—যে দিনই আনবে, সেই দিনই নম-নম করে সব কাজ শেষ ক'রে ফেলা যাবে। বুড় বয়সে বিয়ে, এতে তো আর ধুমধাম নেই।

রাম। এজ্ঞে, সব তৈরি। বাইরে কনে, কনের বাপ, ঘটক, পুরুত, সব হাজির। হুকুম দিলেই নিয়ে আসি।

ভজ। সত্যি না কি? কি আশ্চর্য্য! আমার যে দুই হাত তুলে নাচ্‌তে ইচ্ছে কচ্ছে—অ্যাঁ!—না জানি আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলুম! তোমাকে বাপু মন খুলে আশীর্ব্বাদ করছি। ওঁদের তবে নিয়ে এসো—"শুভস্য শীঘ্রং"—বুঝ্‌লে কি না?

(সকলের প্রবেশ)

ঘটক। নমস্কার মশায়—ইনি কনের বাপ—আপনার বেহাই—ওঁ বিষ্ণু—আপনার শ্বশুর—আর এই কনে। কনেটি বড়ই সুশীলা ও সুলক্ষণা আর এমন লজ্জাশীলা যে কি বল্‌ব—বাপের বাড়ীতেও দেখেছি, রাতদিন ঘোম্‌টা দিয়ে থাকে—কারও পানে মাথা তুলে চায় না।

বাপ। অত কথায় কাজ কি, আমি ওর যে বাপ, আমার কাছেই মুখ দেখায় না, তো অন্যপরে কা কথা। লোকে বলে ভারি সুন্দরী, এই পর্য্যন্ত আমি কানে শুনেছি।

ভজ। সুন্দরী-টুন্দরী কোন কাজের কথা না—আসল কথা হচ্ছে, লজ্জা। লজ্জাই স্ত্রীলোকের অলঙ্কার। সে তো ভালই। মুখ নাই দেখ্‌লুম। পাগেরুগড়ন দেখেই বেশ বোঝা যাচ্ছে।

ঘটক। তবে মশায়, বল্‌তে কি, একটি দোষ আছে।

ভজ। দোষ আছে না কি?

ঘটক। সব কথা বলা ভাল, শেষে আবার আমাকে দুষবেন—দোষের মধ্যে মেয়েটির হাত বড় কষা!

ভজ। হাত কষা? সত্যি নাকি?—তাই তো আমি চাই—তবে তো ঠিকই হয়েছে—এ আবার দোষ কি, এ তো মহৎ গুণের মধ্যে ধর্ত্তব্য।

কনে। (বাপের কানে কানে ফিস্‌ফিস্)

বাপ। দূর বেটি!—সেও কখন হয়?

ভজ। উনি বলছেন কি?—

বাপ। ঘটক মশায় যা বলেছেন, তা ঠিক্—ঐ দোষটি না থাক্‌লে বড়ই ভাল হত—অভাগার বেটি বলে কি শুন্‌বেন—আপনার প্রদীপে দুটো সল্‌তে পুড়ছে—তার দরকারটা কি—একটা সল্‌তেতেই তো যথেষ্ট আলো হয়।

ভজ। সত্যি না কি?—দুটো সল্‌তে পুড়ছে না কি? (লাফাইয়া উঠিয়া) এ রামের কীর্ত্তি—রাম—রাম—বেটাকে খরচ কমাতে এত বলি, তা কিছুতেই শুনবে না—এইবার বাছাধন, শক্ত হাতে পড়বে। (বাপকে) বাপু, তোমার কন্যেটি একটি অমূল্য রত্ন—আমার ভাগ্যে এমনটি জুটবে, তা আমি জানতুম না।

বাপ। মশায়, বলব কি, আমার তামাকটুকু পর্য্যন্ত মেপে দেয়—আমি যেই ঘর থেকে বেরিয়ে যাই, অম্‌নি প্রদীপটা নিবিয়ে দেয়।

ভজ। সত্যি না কি?—কি আশ্চর্য্য! আমি যা চাই, আমার ভাগ্যে দেখছি তাই ঘটেছে। মশায়, আর না—চলুন দালানে যাওয়া যাক্—শুভস্য শীঘ্রং। কি জানি যদি আবার—

(কুঞ্জবিহারীর প্রবেশ)

কুঞ্জ। আমি রসুনচৌকি ডেকে এনেছি। দাদামশায়, একটু ঘটা করতে হবে।

ভজ। এই দেখ পাগলামি!—আবার রসুনচৌকি ডাক্‌তে কে বল্লে?—তোমার যত অনাসিষ্টি—রসুনচৌকি দূর ক'রে দেও—ওদের আমি এক পয়সাও দেব না।

কুঞ্জ। দাদা মশাই, তোমায় পয়সা দিতে হবে না—আমার থিয়েটারের দলের লোক—ওরাই বিনি-পয়সায় বাজাবে।

ভজ। তাই বল—তা শুভকার্য্যে একটু বাজ বাদ্যি হ'লে কিছু ক্ষতি নাই। দেখ, ভাল ভাল রাগ বাজাতে বল—এখন রাত্তির—এখন ভৈরবী বাজাতে বল—যখনকার যে রাগ—কি বলেন মশায়?

কুঞ্জ। দাদামশায়, আপনার কিসে রাগ, কিসে বিরাগ হয়, আমি তো কিছু বুঝতে পারি নে।

ভজ। ভায়া, তুমি চটেছ না কি?—আমি বুড় মানুষ, কখন্ কি বলি, ওসব কিছু মনে ক'রো না—এখন চল, দালানে চল। না না, তোমরা এগোও, আমি আসছি। কুঞ্জ ভায়া, তুমি একটু থাক; রামের সঙ্গে একটু পরামর্শ আছে। ও রাম, ও রাম! ও রামচন্দ্র!

[থিয়েটারের দলবলের প্রস্থান।

(রামের প্রবেশ)

রাম। এজ্ঞে।

ভজ। দেখ রাম, দেরী ক'রো না, এখনি সব উদ্যুগ ক'রে ফেল। শুভস্য শীঘ্রং—বুঝ্‌লে কি না?

রাম। উদ্যুগ সব হয়েছে; এখন একটু রোস্‌নাই করা দরকার, কিছু পয়সা দেন, বাজার থেকে পিদিম্ কিনে আনি।

ভজ। এই দেখ, আবার পয়সা, পয়সা নৈলে কি তোমার চলে না? কেবলই পয়সা—পয়সা—পয়সা! পয়সা বৈ তোমার আর কোন কথা নেই। ভাল জ্বালা!

রাম। পয়সা নৈলে পিদিম্ কোত্থেকে আস্‌বে, মশাই!

ভজ। পিদিমের ভাবনা কি? বছর দুই আগে দেওয়ালীর সময় যে পিদিম্ জ্বালা হয়েছিল, সেগুলো ঝাঁটিয়ে ফেল নি ত? সেগুলো আছে ত?

রাম। সে তেল-ঝুল্-মাখা ভাঙা-চোরা পিদিম্ কি আর আছে!

ভজ। আছে—আছে—আছে। দেখ গে যাও ওদম ঘরের দক্ষিণ কোণায় একটা ঝুড়ির মধ্যে আছে—আমি তাংড়ে রেখেছিলুম; দেখ গে যাও। দেখ রাম, দু-চারটে পিদিম্ নিও—তার বেশি না। বেশি তেল পুড়িও না।

[রামের প্রস্থান।

(মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে রামের পুনঃ প্রবেশ)

ভজ। আবার কি?

রাম। এজ্ঞে, একটা টোপর চাই—তার জন্যও যে কিছু টাকার দরকার।

ভজ। পয়সা ছেড়ে এখন আবার টাকা! কি জ্বালা! যাও, আমার টোপর-ফোপরের দরকার নাই—যাও, সে সব পরে হবে। জ্বালাতন করলে আমাকে!

[রামের প্রস্থান।

কুঞ্জ। দাদামশায়! সে কি কথা, টোপর যে এখনি চাই, তা নৈলে বিয়ের যে দেরি প'ড়ে যাবে। রীত্ রক্ষা করা ত চাই। তা না করলে কন্যাপক্ষরাও বেঁকে দাঁড়াতে পারে।

ভজ। অ্যাঁ, তারা বেঁকে দাঁড়াবে? তুমি ভায়া, তবে যা ভাল বোঝ, তাই কর। একটা টোপর ধার-ধোর ক'রে আন্‌লে চল্‌ত না কি, ভায়া? মিছি-মিছি পয়সা নষ্ট করা কেন? আর কতক্ষণেরই বা মামলা।

কুঞ্জ। দাদামশায়, আচ্ছা, তাই হবে। তোমার পয়সা লাগবে না। একটা ফুলের টোপর, আমার থিয়েটারের লোকেরাই তৈরী ক'রে দেবে।

ভজ। ফুলের টোপর? তাতে রাংতা, জরি-টরি নেই, কেবল ফুলের সাজ! সে তোফা হবে! বরের একটা টোপর চাই বৈ কি, টোপর নৈলে কি বিয়ে হয়?

কুঞ্জ। তাতে আবার ইংরিজীতে Fool's cap অর্থাৎ ফুলের টোপর লেখা থাক্‌বে। তা হ'লে বুঝ্‌তে আর কারও বাকী থাক্‌বে না।

ভজ। তা বেশ ত—তা বেশ ত। বেঁচে থাক, ভায়া, তোমার অনেক রকম ফন্দি আসে, দেখ্‌ছি। এখন চল, শুভস্য শীঘ্রং।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

বৈঠকখানা

(হাসিতে হাসিতে থিয়েটারের দলবলের দু-চার জনের প্রবেশ)

১। আজ ভাই, খুব রগড় হবে। হাঃ হাঃ হাঃ!

২। বুড়োটা আজ খুব নাকাল হবে। হিঃ হিঃ হিঃ!

৩। কুঞ্জবাবু যন্ত্র-টন্ত্র নিয়ে এইখানে আমাদের বস্‌তে বলেছেন। আজ আমাদের বিয়ের বাজন্দার হ'তে হবে। ভারি মজা—হাঃ হাঃ হাঃ!

দলপতি। আর যন্ত্র-টন্ত্রও ত আমাদের ঠিক আছে। দেখ, তোমার বাঁশী, তোমার বেহালা, আর তোমার হারমনিয়ম আর আমি ঢোলের তালে বাঁয়া বাজাব।

সকলে। তা বেশ হবে, বেশ হবে। আমরা এক রকম চালিয়ে দেবো। আর দাদা ত আমাদের

তালের ওস্তাদ। উনি দমাদ্দম বাঁয়া পিটিয়ে দেবেন।

১। ওস্তাদ ব'লে ওস্তাদ, উনি একটা তালের বিষয়ে বই লিখেছেন, জান?

সকলে। সত্যি নাকি—সত্যি নাকি? দাদার পেটে এত বিদ্যে আছে, তা ত জানতুম না।

১। দাদা তালে সিদ্ধহস্ত, তা কি দাদার টেবিল বাজানতেই মালুম হয় নি?

২। তা আর জানি নে? দাদা যেমন তালে সিদ্ধ, তেমনি 'বেতালেও সিদ্ধ, দাদা তাল-বেতাল-সিদ্ধ। হাঃ হাঃ হাঃ (হাস্য)

সকলে। (উচ্চহাস্য) হাঃ হাঃ হাঃ! তাল-বেতাল-সিদ্ধই বটে! হাঃ হাঃ হাঃ!

২। দাদার মুখে তাল, আর হাতে বেতাল। হাঃ হাঃ হাঃ!

সকলে। হাঃ হাঃ হাঃ! (হাস্য)

দলপতি। দেখ্, এ তোদের প্যাঁ-পোঁ নয় রে, এ তোদের প্যাঁ-পোঁ নয়। এ তাল—এ বড় শক্ত জিনিস!

২। শক্ত নয়? দাদার হাতের তাল, ভাদ্র মাসের তাল বল্‌লেই হয়।

৩। আর দাদার চাঁটিতে তব্‌লাটা একেবারে ত্রাহি মা ত্রাহি মা ডাক ছাড়ে।

সকলে। (হাস্য)

দলপতি। আমার তাল নিয়ে ঠাট্টা? জানিস্, আমি

তালে বসি, তালে উঠি
তালে খাই ডাল-রুটি?

একজন। (অন্য একজনকে) ওহে তুমি আমাদের সুরের তরফ থেকে একটা পাল্টাই জবাব দিয়ে দেও না।

আর একজন। জবাব দেব? আমরাও দাদা;—

সুরে হাঁচি, সুরে কাসি,
সুরে নাক-ডাকাই বাঁশী।

(সকলের উচ্চহাস্য)

একজন। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—নিধুবাবু নৈলে এমন জবাব দেয় কে? "সুরে হাঁচি, সুরে কাসি, সুরে নাক ডাকাই বাঁশী।" হাঃ হাঃ হাঃ (হাস্য)

দলপতি। তোরা এখন ঠাট্টা কর্‌ছিস্! যখন বইটা বেরুবে, তখন দেখিস্, চারিদিকে একটা হৈ-চৈ প'ড়ে যাবে। তোরা মুখ্যু, তোরা তালের বুঝিস্ কি?

১। আচ্ছা দাদা, বইটার কি নাম দিয়েছ বল দেখি?

দলপতি। নাম শুন্‌লে তোরা একেবারে আঁৎকে উঠ্‌বি। সে নাম তোদের মুখেই আস্‌বে না। নামটা হচ্ছে "বোল্-তাল-তরঙ্গভঙ্গ-মৃদঙ্গ-কল-কল্লোলিনী"।

সকলে। (হাস্য)

১। ওই নামের ভিতরেই একহাত মৃদঙ্গ বাজিয়ে দিয়েছ যে, দাদা! বলি হারি যাই (হাস্য) না, দাদা, ও আমাদের মুখে আসবে না সত্যি। এ যেন ট্রেনের গাড়ী চল্‌ছে। (হাস্য)

২। কথাগুলো কি, দাদা, "অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ?"

৩। নামটা কি, দাদা, "কালিন্দী-জল-কল্লোল-কোলাহল-কুতূহলী?

দলপতি। দূর মুখ্যু! তোদের কাছে বলাও যা, উলুবনে মুক্ত ছড়ানও তা। তোরা নাম শুনেই আঁৎকে উঠেছিস্, আবার যখন আমার তালের বোল্ শুনবি, তখন তোদের আক্কেল গুড়ুম হবে।

সকলে। বল না দাদা, বল না। আমরা শুনব। রাগ ক'রো না, দাদা, আমরা তামাসা কর্‌ছিলুম। বাস্তবিকই দাদা আমাদের তালের ওস্তাদ, গোলাম বক্‌স-টক্‌স কোথায় লাগে!

দলপতি। শুনবি? আচ্ছা; দেখ—এই বোলগুলো লিখে রাখ, পরে তোদের কাজে লাগ্‌বে। আমি এক-একটা বোল্ বোল্‌ব, আর তোরা [illegible] মত আওড়াবি, বুঝলি?

সকলে। বেশ—বেশ, আমরা তাই কর্‌ব। (হাস্য)

দলপতি। (পকেট হইতে 'চোতা বাহির করিয়া) তবলার বোল কাওয়ালী, শোন্ তবে—ধা ধিন্ ধিন্ ধা। ধা ধিন্ ধিন্ ধা। ধা তিন্ তিন্ তা। না ধিন্ ধিন্ ধা॥ কথার বোল—রাত দিন্ দিন্ রাত। থাকেন চিৎপাত। আফিম মৌতাৎ—আফিম মৌতাৎ॥

সকলে। (সমবেত স্বরে রাত্ দিন্ দিন্ রাত্ ইত্যাদি) হাঃ হাঃ হাঃ! ও বলাই ভায়া, আফিম্ খাবার সময় এই বোলটা যেন মনে থাকে।

দলপতি। ঝাঁপতাল—

ধাগে ধাগে তিন নাকে ধাগে ধিন্॥

কথার বোল—॥ তাকে ধরিতে নাকে দড়ি দে॥

সকলে। [সমবেত স্বরে] তাকে ধরিতে নাকে দড়ি দে। [হাস্য]

দলপতি। সুর ঝাঁকতাল—

॥ ধা ধেনে নাগ, দিগ্। ধেনে নাগ।
গন্ধী ধেনে নাগ ॥

কথার বোল—

॥ তো সবে ধিক্ ধিক্। শতধিক্।
খাইবি রে কত ধিক্ ॥

সকলে। [সমবেত স্বরে "তো সবে ধিক্ ধিক্ ইত্যাদি হাস্য] হাঃ হাঃ হাঃ! ও নিতাই ভায়া, আফিস যাবার সময় এই বোল্‌টা যেন মনে থাকে। হাঃ হাঃ হাঃ!

নেপথ্যে। [শঙ্খধ্বনি—হুলুধ্বনি]

সকলে। ওই শাঁখ বেজেছে—শাঁখ বেজেছে, এইবার সুরু ক'রে দাও। (কনসার্ট বাদন)

নেপথ্যে। ও কুঞ্জ! খুব জোরে বাজাতে বল্। এই সময়ের রাগ—ভৈরবী—ভৈরবী।

[সকলে জোরে বাদন]

নেপথ্যে। [পুনঃ হুলুধ্বনি]

সকলে। আয় ভাই, এইবার বুড়োটার মজা দেখে আসি।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

বাসর-ঘর

ক'নের সহিত Fools, Cap পরিহিত
ভজহরির প্রবেশ।

ভজহরি। [স্বগত] বিয়েটা তো খুব নম নম ক'রে সেরে ফেলা গেল। যা হোক্, এবার গিন্নীটি আমার বেশ মনের মত হয়েছে। (নিজের পিঠ গা চাপড়াইয়া) আঃ! কি মশা!

ক'নে। এই একটা! [ভজহরির পিঠে চাপড়]—এই একটা!—[মারিয়া] উঃ!

ভজ। [মুখ শিট্‌কাইয়া] হয়েছে হয়েছে—তুমি অত কষ্ট ক'রো না। [স্বগত] হাতটি যে বিলক্ষণ কষা, তা এক-এক চাপড়েই মালুম হচ্ছে। আঃ ভাল জ্বালা!—ধূনো দেবার জন্য রোজ আমাকে বলে—তা পয়সা বের্ করা চেয়ে মশার কামড় ভাল। যা হোক্—মশারাই আজ আমার বাসর-ঘরের আসর জমিয়েছে—ঠাট্টার সম্পর্কের মধ্যে এরাই তো এক দেখ্‌ছি। [প্রকাশ্যে] বলি, ও গিন্নি!—বাসর-ঘরটা বড় নেড়া-নেড়া ঠেক্‌চে যে—আমার কি কোন শালী নেই?

ক'নে। শালীদের চাই—এই আমি ডেকে আন্‌ছি।

[খুব মল ঝম্‌ঝম্ করিয়া ভঙ্গী সহকারে প্রস্থান।

ভজ। এর আগে আমার তিন তিনটে গিন্নী হয়ে গেছে—কিন্তু এ রকম চল্‌বার ঠমক্ তো আগে কখন দেখিনি। চরণ দুটি দেখচি ঝাড়া আঠারো ইঞ্চি—চল্‌চে না তো, যেন ঢেঁকির পাড় পড়ছে। এতেই বোধ হচ্চে, খুব জবরদস্ত গিন্নী হবে। রাম এইবার জব্দ! বাছাধন এর কাছে টুঁ শব্দ করতে পার্‌বে না। শালীদের হাতও এই রকম কষা নাকি? কথাটা তুলে বড় ভাল কর্‌লুম না। [বাক্সের নিকটে গিয়ে বাক্স খুলিয়া টাকাগুলি নিরীক্ষণ] বাঃ, দেখে চক্ষু জুড়িয়ে যায়।

(স্ত্রীলোকের বেশে দুই তিন জনের ও
ক'নের প্রবেশ)

ভজ। [শশব্যস্তে বাক্স লুকাইয়া] আহা আহা, এইবার যেন চাঁদের হাট বস্‌ল!

শালীগণ। ও বাক্সটাতে কি? আমাদের দেখে লুকচ্চ কেন?

ভজ। বোসো বোসো—ও কিছু না—ওতে আমার আফিম্ থাকে, আর কিছু না—তা তোমাদের বল্‌তে কি—আমি একটু আফিম্ খেয়ে থাকি। বোসো বোসো [বসিয়া] কি মশা!—

শালীগণ। এই আমরা মশা মার্‌চি—আমরা থাক্‌তে তোমাকে মশায় খাবে? [সকলে মিলিয়া ভজহরিকে চপেটাঘাত]—উঁ—এই একটা—এই একটা—

ভজ। [প্রতি চাপড়ে মুখ শিট্‌কাইয়া] হয়েছে—হয়েছে—[স্বগত] মশা যে ছিল ভাল—এ কি বিপদ্—[প্রকাশ্যে] না, আর মশা একটাও নেই। তোমরা এখন দুই-একটি গান গাও দেখি—বেশ ভাল গান।

একজন। গান ভালবাস? আচ্ছা গাচ্ছি।

গান।

খাম্বাজ—আড়-খেম্‌টা।

"টুকটুকে তোর পা দুখানি
আলতা পরাই আয়।
চটক্ দেখে অবাক্ হয়ে
সে লো থাক্‌বে চেয়ে ঠায়।
আগে চাই যতন পায়ে
সোনা তখন পরবি গায়ে,
পাখানি ধর্‌লে মনে
মুখের পানে চায়।"

ভজ। সত্যিকথা বল্‌তে কি, ও চটক-ফটকের গান আমার ভাল লাগে না। আর একটা কোন ভাল গান গাও। যাতে বেশ রস পাওয়া যায়, এমন একটি গান গাও দেখি।

শালী। আচ্ছা, গাচ্চি।

ভজ। তোমরা একটু থাম, মাঝ থেকে আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'রে নি ; [কনের প্রতি] বলি ও গিন্নি, তুমি যখন পিত্রালয়ে থাক্‌তে, তখন আলুর ভাওটা কি রকম ছিল গা ?

কনে। এক আনা সের।

ভজ। এক আনা সের ?—রামটা কি চোর !—বলুব কি, আমার কাছ থেকে পাঁচ পয়সা ক'রে নেয় —রাম—রাম !—ও রাম—বেটা কি আর এদিকে আস্‌বে !—ভাগ্যি তুমি আমার ঘরে এসেছ। সে থাক্—এইবার তোমরা আর একটা গান গাও দেখি।

শালী।—

গান।

বাঙ্গালা ললিত—আড়াঠেকা।

বল বল প্রিয়ে বল, আলুর আজ ভাও কি ?
কত হ'ল সের আজি পটলের বল দেখি।
কবে চা'ল সস্তা হবে, বস্তা-বস্তা বিকাইবে,
গমের দরটা সুগম হবে, ধস্তা-ধস্তি যাবে সখি।
মাগ্‌গি হয়েছে বেগুণ, একেবারে আগুন,
তাতে আবার খাঁকতি নুণ, কিসে বল প্রাণ রাখি।
কচুপোড়া খেয়ে খেয়ে, দেহটা যাচ্চে ক্ষ'য়ে ক্ষ'য়ে
এখন শুধু চিঁড়ে-খইয়ে যা' কিছু ভরসা, সখি।

ভজ। [প্রফুল্ল হইয়া] এতক্ষণে গানে একটু রস পাওয়া গেল। বাঃ! বাঃ! বেড়ে হচ্চে— বেড়ে হচ্চে! থাম্‌লে কেন ? আর একটা হোক্ না।

শালী। আমি এতগুলো গাইলাম—এইবার তুমি একটা গাও।

ভজ। আমার ভাই গানটান আসে না। তুমিই আর একটা গাও।

শালী। আচ্ছা, আমি গাচ্চি—কিন্তু তোমায় তা হ'লে নাচ্‌তে হবে।

ভজ। সে পরে দেখা যাবে, এখন তো তুমি একটা গাও।

শালী।—

গান।

সোহিনী-বাহার—আড়্-খেমটা।

বাক্স-ভরা লাকশো টাকা দেখ্‌তে কি বাহার।
দেখে দেখে সাধ মেটে না, চোখ ফেরানো ভার।
চাঁদ-পারা মুখখানি, বশ তাহে রাজা রাণী,
কিবা ঋষি, কিবা মুনি, মন টলে না কার ?
কি নূপুর-শিঞ্জিনী, হার মানে রাগ-রাগিণী,
অঙ্গে কি মধুর ধ্বনি বাজে গো তাহার॥

ভজ। বাহবা! বাহবা! কি চমৎকার গান— এমন ভাল যে, আমার নাচ্‌তে ইচ্ছে কর্‌চে। [উঠিয়া নৃত্য ও কতকটা গানে যোগ দেবার চেষ্টা]

সকলে। [সকলে হাস্য] হি হি হি হি—বেশ বেশ! এইবার আমরা তবে চল্লুম—তোমরা শোও, রাত হয়েছে।

[প্রস্থান।

ভজ। হ্যাঁ, এইবার তবে শুই, অনেক আমোদ-আহ্লাদ হ'ল। [স্বগত] এখনি শোব ? গিন্নীর সঙ্গে দুই-একটা খোসগল্প করব না ? না, দুই-একটা ভাল কথাবার্ত্তা কওয়া যাক্। [প্রকাশ্যে] বলি, ও গিন্নি, গামচা আজকাল কত ক'রে বিকোচ্চে গা ? আমার একখানি গামছা চাই। এ গামচাখানা একেবারে কুটিকুটি হয়ে গেছে।

কনে। ছেঁড়া গামছাগুল ফেলে দেও না তো ? পুরোনো গামছাগুল আমার কাছে দিও, আমি ধুতি ক'রে দেব।

ভজ। [মহাখুসী হইয়া] সত্যি না কি ? ধুতি ক'রে দেবে ? সে কি রকম ?

কনে। আমি শেলাই ক'রে জুড়ে ধুতি ক'রে দেব—বেশ হবে। তা জান না?—

গাম্‌চাকে গাম্‌চা
গাম্‌চা দুগুণে কাছা
দুই কাছায় পণে ধুতি
চার কাছায় ধুতি।

ভজ। কি বলুব যাদু, তুমি একটি রত্নবিশেষ। এই বয়সে কত গিন্নীই দেখ্‌লুম, কিন্তু তোমার মত গিন্নী আমি তো চক্ষে দেখিনি। আশ্চর্য্য!—আমরা ছেলেবেলায় কড়াঙ্কে-ঘোট্‌কে গুরুমহাশয়ের কাছে শিখেছিলুম, কিন্তু গাম্‌চাকে তো কখন শুনি নি। আজকাল মেয়েদের লেখা-পড়ার চর্চ্চাটা খুব হচ্চে দেখ্‌চি। এই রকম লেখা-পড়া মেয়েরা শিখ্‌লে খুব কাজে দেখে। [প্রকাশ্যে] তা, আমি কাল তোমাকে আমার ছেঁড়া গামছাগুল দেব, তুমি ধুতি ক'রে দিও, বুঝ্‌লে?—

কনে। তা দেব। তুমি এখন শোও—অনেক রাত হয়ে গেছে—আমি তোমার পাকা চুল তুলে দি।

ভজ। এ রকম খোসগল্প হ'লে রাতকে রাতই মনে হয় না। এইবার তবে শুই! [শয়ন, ও তাহার গায়ে মাথায় হস্ত বুলাইয়া দেওয়া] তোমার হাতটি কি কোমল! এখনি আমার নিদ্রাকর্ষণ হচ্চে। ঐ বাক্সর চাবিটা রৈল—একটু নজর রেখো। [নাক ডাকাইয়া নিদ্রা]

কনে। [স্বগত] এইবার বেশ অবসর হয়েছে। [আস্তে আস্তে উঠিয়া বাক্স খুলিয়া টাকার থলি গ্রহণ]

[প্রস্থান।

ভজ। [জাগিয়া] কোথায়?—গিন্নী কোথায়?—বাক্সর চাবিটা ঠিক্‌ আছে তো? চাবিটা কৈ? অ্যাঁ—আমার বাক্সর চাবি? [লাফাইয়া উঠিয়া] অ্যাঁ এ কি!—বাক্স যে খোলা—অ্যাঁ—এ কি? একেবারে যে খালি!—অ্যাঁ! গিন্নি—গিন্নি—রাম—রাম—সর্ব্বনাশ হয়েছে—সর্ব্বনাশ হয়েছে—এ যে হিতে বিপরীত হল!—পুলিস্‌ম্যান—চৌকিদার রাম—রাম—গিন্নি!

[প্রস্থান।

(হাসিতে হাসিতে ও গাহিতে গাহিতে কনে, কনের বাপ ও ঘটকের প্রবেশ)

গান।

খাম্বাজ—আড়খেম্‌টা।

সকলে।—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হেসে বাঁচিনে।

কনে।—দাড়ি ফেলে, সাড়ী পরে, সাজুনু গো কনে!

সকলে।—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হেসে বাঁচিনে।

ঘটক।

ভাগ্যি তোর ঐ গোঁপ ঝাঁটা
ছিল একেবারে ছাঁটা,
নৈলে কি বিষম ল্যাঠা
ভেবে দেখ মনে।

সকলে।—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হেসে বাঁচিনে।

কনে।

মুখ ঢাকিয়ে বিধিমতে
পা দেখিয়ে কনু ফতে,
মল ঝম্‌ঝম্‌ আল্‌তা তাতে
পনু যতনে।

সকলে।—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হা; হাঃ হাঃ হাঃ হেসে বাঁচিনে।

ঘটক।—

আমি ঘটক দেখিয়ে চটক্‌,
ফলিয়েছিনু কথার নাটক,
নৈলে সে কি হ'ত আটক
রূপের ফাঁদনে।

সকলে।—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হেসে বাঁচিনে।

কনের বাপ।—

আমি কেমন কনের বাপ
সেজেছিনু বল সাফ্‌
এখন তবে ছেড়ে হাঁপ
চল্‌ রে ভবনে।

সকলে।—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হেসে বাঁচিনে

(হুঁকা-হাতে রামের প্রবেশ)

রাম।—

ছমাস বাকি মোর মাহিনে
আদায় হ'ল এতদিনে
অম্বুরী তাই আন্নু কিনে
বাবুরা টানো সঘনে।

সকলে।—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হেসে বাঁচিনে।

(কুঞ্জবিহারীর প্রবেশ)

কুঞ্জ ;—

চল এইবার 'পেলিটি'
খাই গে ক'সে কেক্ রুটি
কারি কট্‌লেট অয়সটার প্যাটি
আমরা কয়জনে।

সকলে।—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হেসে বাঁচিনে।

যবনিকা পতন

পুনর্ব্বসন্ত

অদ্ভুতরসমিশ্র গীতিনাট্য

ভারত সঙ্গীতসমাজে অভিনয়ার্থ

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত

পাত্রগণ

পুরুষ

ইন্দ্র, চন্দ্র, মদন, বসন্ত, নারদ, বনদেবতাগণ।

স্ত্রী

শচী, রতি, যামিনী, রোহিণী, তারা, ঊষা, সখীগণ।

মঙ্গলাচরণ

বাণী বীণাপাণি, গীতি-কুঞ্জরাণি!
এসো মা গো, হৃদে জাগো,
দিবস-যামিনী।
পঙ্কজ-বাসিনী মঞ্জুল-ভাষিণি।
হৃদয়-কমলোপরি রাখ রাঙা পা দুখানি॥

পুনর্ব্বসন্ত

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

নন্দনকাননের সন্নিকট

(নারদের প্রবেশ)

জয় নারায়ণ বিঘ্নবিনাশন।
জয় মুরারি কেশব বামন ॥
জয় জগন্নাথ কংসনিপাতন।
জয় মধুসূদন গদা-ধারণ ॥
জয় গোবিন্দ কৃষ্ণ রমেশ।
জয় গোপাল জয় হৃষীকেশ ॥
জয় মুকুন্দ জয় যজ্ঞেশ।
জয় বাসুদেব যশোদানন্দন ॥

বাসব নৃত্যগীত-আমোদেই দিবানিশি মগ্ন—বিধাতা তাঁর প্রতি যে গুরুতর কার্য্যভার দিয়াছেন, সে বিষয়ে তাঁর বিলক্ষণ শৈথিল্য ও অবহেলা দেখা যাচ্ছে। পৃথিবীতে বৃষ্টির অভাবে ঘোরতর হাহাকার উঠেছে, দুর্ভিক্ষে অনাহারে কোটি কোটি লোক মৃত্যু-মুখে পতিত হচ্ছে—আবার স্থানে স্থানে এই সময় ভীষণ মহামারী উপস্থিত—তবু বাসবের তাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। তিনি নিজসুখেই উন্মত্ত! তাঁর এই সুখে কিঞ্চিৎ ব্যাঘাত দেওয়া আবশ্যক। ব্রহ্মা তাই আমার প্রতি এই কার্য্যের ভার দিয়াছেন। সেদিন দেবরাজের সভায় উর্ব্বশী নৃত্য করছেন, হঠাৎ তাঁর অঙ্গ হতে একটি রত্ন স্খলিত হয়ে পড়ল। দেবরাজ যে সময়ে উর্ব্বশীর পদতলে অবনত হয়ে রত্নটি অনুসন্ধান করছিলেন, সেই সময়ে আমি শচী দেবীকে ডেকে এনে, কোন কথা না ব'লে কেবল ঐ দৃশ্যটির প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেম। তিনি দেখ্‌বা-মাত্রই মুখ ভার ক'রে সেখান থেকে প্রস্থান করলেন। সেই অবধিই তিনি দুর্জ্জয় অভিমানভরে ব'সে আছেন। আর দেবরাজ হা-হুতাশ ক'রে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করছেন। মদন বসন্তও এই শোচনীয় ব্যাপার দেখে নন্দন-কানন ত্যাগ ক'রে আর কোথা গিয়ে কুসুম-সুরাপানে মত্ত হয়ে আছেন। নন্দন-কাননের তো এই অবস্থা! এখন এই অবস্থা কিয়ৎকাল স্থায়ী হলে বাসব বিলাসলীলায় বিরক্ত হ'য়ে আবার স্বীয় কর্ত্তব্যকার্য্যে মন দিলেও দিতে পারেন।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

নন্দন-কানন

(ইন্দ্র আসীন)

ইন্দ্র। বসন্তের কাল গেছে কেন ফুল ফুটিবে আর
ভানু গেছে অস্তাচলে হবে না কি অন্ধকার।

(চন্দ্রের প্রবেশ)

চন্দ্র। এ কি! একান্তে ব'সে কি ভাবছ? সখা কেমন আছ বল দেখি?

ইন্দ্র। ছিল প্রাণ সে গিয়াছে, দেহে কি আর কেহ আছে
কাহারে কেমন আছ সুধাইছ বারেবার।

চন্দ্র। ব্যাপারখানা কি? আজ নন্দনকাননে দেখি, বেণু, বীণা, মুরজ, মন্দিরা, সমস্তই নীরব! আমি কোথায় তোমার সঙ্গে দুদণ্ড আমোদ আহ্লাদ করব মনে করেছিলেম, না এ কি বিপরীত ভাব!

ইন্দ্র। ছিঁড়িয়া গিয়াছে তার, বীণা কি বাজিবে আর,
হাসিটি চলিয়া গেছে, রেখে গেছে হাহাকার।

চন্দ্র। আচ্ছা সখা, আমি তবে এখন চল্লেম। তোমার ভাবেই তুমি এখন মগ্ন থাক।

[চন্দ্রের প্রস্থান।

ইন্দ্র। এ কি! চন্দ্র চ'লে গেলেন নাকি! (উঠিয়া) চন্দ্র—চন্দ্র—কোথায় গেলে সখা? তাই ত, তাকে অভ্যর্থনা করা হ'ল না—কাজটা ত ভাল হ'ল না। এখন কি করি?—মান-অভিমানের লীলাখেলা আর তো ভাল লাগে না। দেখি, যদি রাজকার্য্যে

মন দিতে পারি। শুনছি নাকি বৃষ্টির অভাবে পৃথিবীতে বড়ই হাহাকার উঠেছে। না, আর একবার শচীদেবীর নিকটে গিয়ে সাধ্যসাধনা ক'রে দেখি যদি কিছু ফল হয়।

[ইন্দ্রের প্রস্থান।

(রতিদেবীর প্রবেশ)

রতি। বনদেবগণ! তোমরা সব কোথায়?

(বনদেবগণের প্রবেশ)

রতি। তোমরা মদন বসন্তকে কি এখানে দেখেছ? আমি তাঁদের কোথাও খুঁজে পাচ্ছিনে। তোমরা কি জান তাঁরা কোথায় আছেন?

বনদেবপতি। না দেবি, আমরা জানি না। আমরাও তাঁর জন্য হাহাকার করছি। দেখুন না, তাঁরা চ'লে যাওয়াতে এই কাননের দশা কি হয়েছে। তরুলতা শাখা পল্লব সমস্তই শুকিয়ে গেছে—ফুল আর ফোটে না—বিহঙ্গেরা নীরব—

রতি। তাই তো—এখন তবে কি হবে? না জানি কোথায় তাঁরা লুকিয়ে ব'সে আছেন—তোমরা তাঁদের ডাক দেখি—আমি ততক্ষণ অন্য স্থানে খুঁজে আসি।

বনদেবপতি। যে আজ্ঞে।

এসো এসো বসন্ত এ কাননে,
আন কুহুতান প্রেমগান,
আন গন্ধমদ-ভরে অলস সমীরণ,
আন নবযৌবন-হিল্লোল নবপ্রাণ,
প্রফুল্ল নবীন বাসনা এ কাননে।
এস থরথর-কম্পিত মর্ম্মর-মুখরিত,
নবপল্লব-পুলকিত ফুল-আকুল মালতী-বল্লী-বিতানে,
সুখছায়ে, মধুবায়ে, এস এস।
এস অরুণ-চরণ কমল-বরণ তরুণ উষার কোলে,
এস জ্যোৎস্না-বিবশ নিশীথে,
কল-কল্লোল-তটিনী-তীরে
সুখসুপ্ত সরসী-নীরে এস এস।
এস যৌবন-কাতর-হৃদয়ে, এস মিলন-সুখালস-নয়নে,
এস মধুর সরম-মাঝারে,
দাও বাহুতে বাহু বাঁধি।
নবীন কুসুম-পাশে রচি দাও নবীন-মিলন-বাঁধন।

বনদেবপতি। বোধ হয় আমাদের আহ্বান তাঁরা শুনেছেন—দেখ না, সমস্ত কাননে অকস্মাৎ কেমন একটা ভাবের পরিবর্ত্তন দেখা যাচ্ছে। এ নিশ্চয়ই তাঁদের আগমনের পূর্ব্বাভাস।

এ কি আকুলতা ভুবনে,
এ কি চঞ্চলতা পবনে!
এ কি মধুর মদির-রস-রাশি
আজি শূন্যতলে চলে ভাসি।
ঝরে চন্দ্র-করে এ কি হাসি,
ফুলগন্ধ লুটে গগনে।
এ কি প্রাণ-ভরা অনুরাগে
আজি বিশ্ব জগতজন জাগে।
আজি নিখিল নীল গগনে
সুখ-পরশ কোথা হতে লাগে।
সুখে শিহরে সকল বন-রাজি
উঠে মোহন বাঁশরী বাজি।
হের পূর্ণ বিকাশিত আজি
মম অন্তর সুন্দর স্বপনে।

(বসন্ত ও মদনের আবির্ভাব)

মদন। সখা, এ সময়ে ডাকাডাকি ক'রে আমাদের সুখ-নিদ্রা কে ভঙ্গ করলে?

বসন্ত। বাস্তবিক সখা, আমরা কুসুম-সুরা পান ক'রে কেমন সুখ-স্বপ্নে মগ্ন ছিলাম! ও! এই যে! বনদেবতারা এইখানে। এঁরাই বুঝি তবে ডাকছিলেন।

বনদেবগণ। সব গুনী মিলে গাও রে গাও রে সবে
এই বিলাস-অলস সরস বসন্তে
অদূরে বাঁশরী মধুর বাজে
ধরে তান বিহঙ্গ সবে কত ললিত গলিত স্বরে।
দেখ পিককুল আকুল কুঞ্জে কুঞ্জে
কুহু কুহু মুহু মুহু কুহরে, পাপিয়া ঝঙ্কারে।
ধীরে ধীরে সমীর বিহরে
সব বন মোদিত চূত-মুকুল-বাসে
তরুবর পল্লব মর্ম্মরে হরষে
থল-থল করে শশী সরসে
মলয়ের মধুময় পরশে
মন খুলে গাও রে গাও রে।

বসন্ত। এই যে রতিদেবী এই দিকে আসছেন।

[বনদেবগণের প্রস্থান।

মদন। তাই তো! তবে দেখ্‌ছি নন্দনকাননে আমাদের আবার ডাক পড়েছে। নৈলে এখানে রতি আস্‌বেন কেন?

(রতির প্রবেশ)

রতি। (মদনের প্রতি)
ছিলে কোথা বল, কত কি যে হল, রাখ কি সন্ধান?
হায় হায় আহা!
মান-দায়ে যায় যায় বাসবের প্রাণ
এখানে কি কর তুমি ফুলশর
তারে গিয়ে কর ত্রাণ।

[রতির প্রস্থান।

মদন। (বসন্তের প্রতি)
চল চল, চল চল, চল তবে মধু-ঋতু,
চল যাই কাজ সাধিতে নন্দন-কাননে।
বসন্ত।—চল চল, চল চল, চল চল ফুল-ধনু
চল যাই কাজ সাধিতে নন্দনকাননে।
এমন এমন ফুল দিব আনি,
পরখিবে মানিনী হৃদয়ে হানি।
মদন।—মরমে মরমে রমণী অমনি
থাকিবে গো দহিতে।
উভয়ে।—চল চল, চল চল, চল তবে দুই জনে
চল যাই কাজ সাধিতে নন্দন-কাননে।

[মদন-বসন্তের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

নন্দন-কানন

(সখীগণের প্রবেশ)

সখীগণ।—আজি কোয়েলা কুহু বোলে
গগনে গগনে গীত উথলে
উদিল ফাগুন দিন, চল লো সজনি সব কুঞ্জে
আয় আলি মিলিজুলি
ফুলগুলি তুলি তুলি
দিব ঢালি মদন-চরণতলে।
দেখল ফুটল বিমল শতদল ঢল ঢল
টলমল জল-হিল্লোলে।
বহত সমীর অধীর সর-সর তর-তর
নাচত খেলত ফুলে ফুলে।
আয় তবে সহচরি রুনুঝুনু রুনুঝুনু
বসন্ত জয়ধ্বজা তুলে
নাচই গাও, গাও লো জয় জয় ঋতুপতি
সব সখী মিলে।
তারা।—ভাই যামিনি, শচীদেবীকে এখানেও ত দেখতে পাচ্চিনি।
যামিনী।—কি জানি ভাই, সে দিন নারদ ঠাকুর এসে তাঁকে কি যে বল্লেন, সেই অবধি তিনি সতত বিষণ্ণ, কেবলি নির্জ্জনে থাক্‌তে ভালবাসেন; বোধ হয়, দেবরাজের উপর অভিমান করেছেন।
রোহিণী।—ঐ যে, দেবী এই দিকেই আস্‌ছেন।

(শচীর প্রবেশ)

সখীগণ।—কোথা ছিলি সজনি লো
মোরা যে তোরি তরে এসেছি কাননে,
এস সখি, কেন হেথা বসি বিজনে
আঁখি ভরিয়ে হেরি হাসি মুখানি।
সাজাব সখীরে সাধ মিটায়ে
ঢাকিব তনুখানি কুসুমেরি ভূষণে
গগনে হাসিবে বিধু, গাহিব মৃদু মৃদু
কাটাব প্রমোদে চাঁদিনী যামিনী।
শচী।—সেই তো বসন্ত ফিরে এল,
হৃদয়ের বসন্ত কোথায় সই রে!
সব মরুময়, মলয় অনিল এসে কেঁদে শেষে
ফিরে চলে যায় হায় রে!
কত শত ফুল ছিল হৃদয়ে ঝরে গেল,
আশা-লতা শুকাল
পাখীগুলি দিকে দিকে চলে যায়,
শুকানো পাতায় ঢাকা বসন্তের মৃত-কায়
প্রাণ করে হায় হায় হায় রে!
সখীগণ।—
বনে এমন ফুল ফুটেছে,
মান ক'রে থাকা আজ কি সাজে।
মান অভিমান ভাসিয়ে দিয়ে চল চল কুঞ্জমাঝে।
আজ কোকিলে গাহিছে কুহু মুহুমুহু,
কাননে ঐ বাঁশী বাজে।

আজ মধুরে মিশাবি মধু পরাণ-বঁধু,
চাঁদের আলো ঐ বিরাজে।

১ সখী।—আয় লো আয় লো, আয় লো সই লো,
কুসুমকুঞ্জে আয় লো আয়।

২ সখী।—ফুটেছে গোলাপ চম্পা, উঠেছে দখিণ বায়।

শচী।—যা যা তোরা যা, আমি ত যাব না সই
আঁধারে একেলা ব'সে রই (সই)।

১ সখী।—ছি ছি সজনি, যায় যায় রজনী

শচী।—যায় যাক্, যায় যাক্,
তোরা মাত প্রমোদে সই
একেলা আঁধারে ব'সে রই।

২ সখী।—ছি ছি আঃ ছি, ওকি কথা রঙ্গিণী বল
সুখ-তরঙ্গে সজনি সঙ্গে রঙ্গে প্রাণ ঢালো।

শচী।—তোরা যা চ'লে, আমি বিরলে
মরমে মরম জ্বালা স'ব
(ও লো সখি) মরমে মরম-জ্বালা স'ব।

৩ সখী।—ওকি কথা সখি, দেখ দেখি,
ফুলে ফুলে বন উঠেছে হাসিয়া
হাসিছে তারা, হাসিছে চন্দ্র,
হাসিছে সারা ধরণী রে।

সখীগণ।—ও কি কথা বল সখি ছি ছি,
ও কথা মনে এনো না
আজি এ সুখের দিনে জগত হাসিছে
হের লো দশ দিশি হরষে ভাসিছে
আজি ও ম্লান মুখ প্রাণে সহে যে না
সুখের দিনে সখি কেন এ ভাবনা।

(মদন-বসন্তের প্রবেশ)

বসন্ত।—সখীরা এত বোঝাচ্চে তবু দেখ কিছুই ফল হচ্চে না। সখা! তুমি এইবার বাণ সন্ধান কর, তা হলেই কার্য্য সিদ্ধি হবে।

মদন। না সখা, এখনও সময় হয় নি। সদ্যোজাত মান আর একটু থিতিয়ে আসুক। চল, এখন যাই, অবসর বুঝে একটু পরে আসব।

[মদন ও বসন্তের প্রস্থান।

(ইন্দ্রের প্রবেশ)

ইন্দ্র।—ম্লান মুখ কেন বল প্রিয়ে বল,
নাহি আর হাসি নবেতে উদাসী, আঁখি ছল ছল।
কি দুখে দুখী তুমি কি অভাব আছে শুনি,
আমি ভেবে মরি, না জানি কি হ'ল।

শচী।—(অভিমান-ভরে মুখ ফিরাইয়া সখীদের প্রতি)
হা সখি, ও আদরে আরও বাড়ে মনোব্যথা,
ভাল যদি নাহি বাসে,
কেন তবে কহে প্রণয়ের কথা।
মিছে প্রণয়ের হাসি
বোলো তারে ভাল নাহি বাসি,
চাইনে মিছে আদর তাহার, ভালবাসা চাইনে
বোলো বোলো স্বজনি লো তারে
আর যেন সে লো আসে নাকো হেথা।

ইন্দ্র।—এ প্রেমে সন্দেহ কোরো না কোরো না!
ও পাপ-কথা মনে এনো না এনো না।
তব মন সুন্দরি, অতি সরল,
না জানি কে তাহে ঢালিল গরল,
কি করেছি অপরাধ বল লো বল,
নির্দ্দোষে দোষী কভু কোরো না ললনা।

শচী।—আর সখি, ও কথায় ভুলি না ভুলি না,
ও কথা মিছে যেন বলে না বলে না।
নিজ চোখে যাহা দেখেছি ঘটনা,
না করি তা প্রত্যয় কেমনে বল না,
কোন কথা আমি আর শুনিতে চাহি না,
কেন আর মিছে তবে করে গো ছলনা।

[শচী ও সখীগণের প্রস্থান।

ইন্দ্র।—এ যে দুর্জ্জয় মান, কিসে হয় অবসান।
কি করি, কোথায় যাই, কে বলে সন্ধান।
হেন মম লয় মনে, ত্যজি রাজ্য-সিংহাসনে,
ভ্রমি একা বনে বনে, করি তপোধ্যান।

(চন্দ্রের প্রবেশ)

চন্দ্র। (ইন্দ্রের প্রতি) সখা, এখনও বিষণ্ণ—ব্যাপার-খানা কি খুলে বল দেখি?

ইন্দ্র। সে কথা ভাই আর কেন জিজ্ঞাসা কর, আর তো সহ্য হয় না—
ঘ্যানোর ঘ্যানোর ঘ্যানোর ঘ্যানোর,
সেই সে কাঁদুনি কি কব সখা?
কথায় কথায় অভিমান তারি সাধ্য কি গো সে
মন রাখা।
সারারাত হা-হুতাশ, ফোঁশ্ ফোঁশ্ বহে শ্বাস,
আমি করি এ পাশ ও পাশ, চোখে নাইকো
ঘুমের দেখা।

ঘাট হয়েছে আর না, কেঁদে বাঁচি ছেড়ে দে না,
সুধা ভ্রমে গরলরাশি আর যেন কেউ খায় না।
সাধ ক'রে গলে ফাঁস, চির কারাগারে বাস,
হয়ে পরের ক্রীতদাস পদানত হয়ে থাকা।

চন্দ্র। সখা, সাধিতে সাধাতে কত সুখ,
তাহা বুঝিলে না তুমি, মনে রয়ে গেল দুখ।
অভিমান-আঁখিজল, নয়ন ছলছল,
মুছাতে লাগে ভাল কত,
তাহা বুঝিলে না তুমি, মনে রয়ে গেল দুখ।
চোখের জলে হাসির রেখা, যখন তা যায় দেখা,
সে হাসি কি মধুমাখা, কি বলিব হায়।
সাধলে মান দুর হয়, মেঘ-অন্তে চন্দ্রোদয়,
আহা সে কি মধুময়, তাহে ভরে ওঠে বুক।
দারা সুখের পারাবার, কে বলে সে কারাগার,
সুধার আধার, জুড়াবার স্থান।
গরল ভেবে সুধারসে, যে না খায় এসে,
পস্তাতে হয় সখা শেষে—
চল গিয়ে তোষো তারে, আর কোরো নাকো চুক্।

[ইন্দ্র ও চন্দ্রের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

নন্দন-কানন

(সখীগণ সহ শচীর প্রবেশ)

শচীর নিরালায় বিষণ্ণভাবে অবস্থান

(পরে মদনের প্রবেশ)

সখিগণ।
তোমার মদন বন্দি চরণ, সুধাই মোরা সবাই মিলে
আজ কেন হে এমন বেশে হেথায় এসে উদয় হলে।
কাহারে হানিতে শর, হেথায় এসে বিরাজ কর,
কাহার চিতে আগুন দিতে আচম্বিতে হেথায় এলে।

মদন। (শচীর প্রতি)
শুনলেম নাকি নিদারুণ মানে মানিনী হয়েছ সই,
সন্ন্যাসিনী-সাজে আজি হয়েছ লো মদন-জয়ী।
ভাঙ্গব তোমার মান সখি, হানব ফুলবাণ,
হোক্ না যতই কঠিন পাষাণ প্রাণ—
ফুলের ঘায়ে ভেঙ্গে দেব সই।
ছাড়তে হবে বাকল ধনি, বাঁধতে হবে কেশ,
সাধতে হবে নাথের ধরি পায়,
নহিলে মদন আমি নই।

শচী। যা যা রে অনঙ্গ দূরে দূরে যা,
তোর রঙ্গভঙ্গে অঙ্গ জ্বলিছে, হৃদি-মন চুর চুর হা।

মদন। থাক্ লো থাক্ লো ধনি রাখলো যোগিনী-ভান,
ফুল-শরে দেখব ওরে কোথায় থাকে মানের মান।

(শরাঘাত)

শচী। (অধীরভাবে সখীগণের প্রতি)
সজনি লো বল, একি হোলো হোলো,
এ কি জ্বালা বল এ কি।
পিউ পিউ কুহু থাকিয়া থাকিয়া
কুহুরিছে যতই কোয়েলা পাপিয়া,
উঠিছে হৃদয়ে কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
কেমনে এ মানে বাঁধিয়া রাখি।
মলয়ের বায় শিহরিছে কায়,
পরাণ আকুল ফুল-শর-ঘায়,
সরমেতে সারা হতেছি লো হায়,
কেমনে এ মুখ দেখাব সখি!

সখীগণ।
কেমন এখন মানের ভরে থাক্‌বি আরও সই,
এত করে করলি পণ, কোথা গেল তা এখন,
সেই তো সজনি শেষে মদন হল' জয়ী।

(মদন ও বসন্তের প্রবেশ)

বসন্ত। (শচীকে দেখিতে পাইয়া মদনের প্রতি)
আ মরি আ মরি হোলো কি হায়,
হা সজনী যায় যে যায়!
কাঁপিছে অধীর কায়, ঘন ঘন শ্বাস বহিছে তায়,
ছি রতিপতি, এই কি কাজ, সজনীরে বুঝি
বধিলে আজ,
তোমারি কুসুম-ঘায়।

মদন। তুমিও তো সখা ফ্যালা না যাও
ফুঁ দিয়ে আগুন দ্বিগুণ জ্বালাও, দুষিছ কেন আমায়।

বসন্ত। কাজ তো হে সখা করেছ সাফ
এখন একটু ছাড়িয়ে হাঁপ
কষ্ট নষ্ট কর সুরায়।

(কানন-প্রান্তে উভয়ের উপবেশন)

[শচী ও সখীগণের প্রস্থান।

মদন। বেশ বেশ বেশ ভাই, মদে তবে মাতি আয়,
মদে তবে মাতি আয়, মদে তবে মাতি আয়
(মদ্যপান)

বসন্ত। ঢাল ঢাল সুধা বকুলের সুধা
কমলের সুধা মিশাও তায় ?

মদন। বস্ বস্ বস্, আরও সুধারস
মিশায়ো না সখা ধরি হে পায়।
ঢল ঢল ঢল ঢলিছে শরীর,
ঢুলু ঢুলু ঢুলু ঢুলিছে আঁখি ;
ধর ধর সখা, নিজ দেহ-ভার
বল হে বল হে কেমনে রাখি।
খসিয়ে পড়িছে ফুল-বেশ মোর,
ফুল-ধনু খোসে পড়িল ঐ,
ধর ধর সখা—নাহিক শকতি
আর যে একটি কথাও কই।

বসন্ত। এ কি হ'ল ! সখা যে একবারে চৈতন্য-রহিত। মদন ! মদন ! ওঠো না সখা—কিছুতেই যে ওঠাতে পারছিনে। রতিদেবী এলে না জানি কি বল্‌বেন। আমিই দেখছি শেষকালে দোষের ভাগী হব। মদন ! মদন ! মদন ! সখা ! না, ওঠাতে পারলেম না। এখন কি করা যায় ? যাই দেখি, নারদ ঋষি কোথায় আছেন। তাঁর অনেক ফন্দি আছে। দেখি, তিনি যদি জাগাবার কোন উপায় ব'লে দিতে পারেন।

[বসন্তের প্রস্থান।

(হরিনাম গান করিতে করিতে নারদের প্রবেশ)

নারদ। এখনও বাসবের সম্পূর্ণ চেতনা হয় নি। এখনও তাঁর তেমন কাজের উদ্যোগ দেখতে পাচ্ছিনে। যতক্ষণ না ঐরাবতকে প্রস্তুত করতে বলেন, ততক্ষণ আর বিশ্বাস নেই ! এখনও দুজনের বিচ্ছেদটা একটু জাগিয়ে রাখতে হবে। শুনলেম না কি রতিদেবী মদনকে ডেকেএনে তাঁদের মিলন ঘটাবার জন্য বিধিমতে চেষ্টা করচেন। কিন্তু এখনও সেটা হতে দেওয়া হবে না। এ কি ! মদন যে এইখানে সুরাপানে হত-চৈতন্য। তা ভালই হয়েছে।

(বসন্তের প্রবেশ)

বসন্ত। মহর্ষে ! আপনি এইখানে আছেন ? আমি আপনাকে সমস্ত কাননময় খুঁজে বেড়াচ্ছি।

নারদ। কেন, প্রয়োজনটা কি ?

বসন্ত। মহর্ষে, আমি বড় বিপদেই পড়েছি। আমরা দুই সখায় মিলে এইখানে ব'সে একটু পুষ্পমধুরা পান কচ্ছিলেম, তা—

নারদ। যা দেখছি, তা' তো বড় একটু ব'লে বোধ হচ্ছে না।

বসন্ত। মহর্ষে, ওর দশাই ওই, সখা আমার একটুতেই বিহ্বল হয়ে পড়েন।

নারদ। এখন তোমার প্রার্থনাটা কি বল দেখি।

বসন্ত। প্রার্থনা এমন কিছু নয়, কি ক'রে সখার চেতন হয়, তার উপায় যদি একটা ব'লে দিতে পারেন—

নারদ। আচ্ছা, আমি ভেবে দেখছি (স্বগত) একটা বেশ উপায় মনে হয়েছে। বসন্ত মদনের বাণ নিয়ে মদনকেই মারুক না। তা হলে মদন জেগে উঠবে বটে, কিন্তু অন্যের উপর ওর বাণের আর বড় প্রভাব থাকবে না। আর পূর্ব্বেও যদি শচীকে বাণের দ্বারা আহত ক'রে থাকে, তবে তারও ফল কতকটা নষ্ট হবে। (প্রকাশ্যে) আমার কাছে এসো, জাগিয়ে দেবার উপায় একটা স্থির করেছি শোনো।

[কানে কানে বলিয়া নারদের প্রস্থান।

বসন্ত। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ !—তাই ভাল—আমি মনে করেছিলাম, কি না জানি বল্‌বেন—হাঃ হাঃ হাঃ—নারদ যা বল্লেন, এ তো বেশ সহজ উপায়—আশ্চর্য্য, আমার এ কথা আগে মনে আসে নি। মদন ভায়া বিশ্বের লোককে মজিয়ে বেড়াচ্ছেন অথচ নিজে বেশ অক্ষত—রতি দেবীকে নিয়েই চির-তুষ্ট—দেখি ওর মন আর কারও পানে আকৃষ্ট হয় কি না—মদন এখন মদ্যপানে বিহ্বল, এইবার ওর বাণ নিয়ে ওকেই মারা যাক—

(শচীর প্রবেশ ও কাননের এক প্রান্তে উপবেশন ও মালা গাঁথন)

বসন্ত। শচীদেবী এই দিকেই আসছেন। বাণে আহত হ'লে শচীদেবীর প্রতি ওঁর নিশ্চয়ই অনুরাগ জন্মাবে, তা হ'লে রতিদেবী কি করেন, মজাটা দেখা যাবে।
আজ ভাঙব সকল জারি-জুরি মদন হে তোমার,
ফুল-শর—বিষধর—আজ দেখব কতই ধরধার।

তুমি তো হে জলে স্থলে,
ঢং ক'রে হে কতই ছলে মজাও সকলে—
তার যতই যাতন, মকর-কেতন,
আজ বুঝবে হে জ্বালাটি তার।
থাক থাক অঘোর হয়ে,
তোমারি পঞ্চবাণ লয়ে, তোমার হৃদয়ে
আজ হান্‌ব এ বাণ, কুসুম-বাণ,
দেখব কেমন পাও হে পার।

(বসন্ত মদনের বাণ অপহরণ করিয়া মদনের প্রতি সন্ধান)

মদন। (বাণে আহত হইয়া শচীর প্রতি)
আজ লো প্রেয়সী প্রেমেরি তরঙ্গে
রঙ্গে কুঞ্জে পোহাইব দুজনে,
ঐ যে পাপিয়া দিগন্ত ছাপিয়া
পিউ পিউ রবে ডাকিছে সঘনে।
জীবন যৌবন এ সুখ-বসন্তে দেখিস লো রূপসী
বিফলে না যায়,
প্রাণ তো প্রাণ নয়, প্রেম যদি না রয়,
প্রাণে প্রেম ঢালি আয় লো যতনে।

[বসন্তের প্রস্থান।

শচী। মদন! তুমি উন্মত্ত হয়ে কাকে কি বল্‌চ? আমি তো রতি নই।

মদন। (চটক্ ভাঙ্গিয়া) তাই তো! তাই তো! কাকে বল্‌চি (প্রকাশ্যে) দেবি! মার্জ্জনা করবেন—আমার ভ্রম হয়েছিল। (স্বগত) এ কি! আমার তো এ রকম ভুল কখন হয় না।

(রতির প্রবেশ)

রতি। (মদনের প্রতি)
ধিক্ ধিক, এ কি তোমায় সাজে,
কি জন্য রত আজি জঘন্য কাজে।
মাতিলে মাতাতে গিয়ে ছি ছি মরি লাজে!

মদন। (যোড় হস্তে) জান তো তোমারি আমি—

রতি। ঢের ঢের জানি, ঢের ঢের জানি,
বোকো না বোকো না মিছে—যাও যাও রূপসীর কাছে—
যাও যাও প্রেয়সীর কাছে—
যাও যাও রূপসীর কাছে।

মদন। কেন প্রিয়ে অকারণে দাও গঞ্জনা,
কি দোষ তা বল না, তোমা বই জানি না।
তোমার ঐ মুখ-শশী হৃদি-মাঝে
জাগে দিবা-নিশি, তা কি জান না।
জাগরণে তোমাতে থাকি,
স্বপনে তোমারি ছবি আঁকি,
কি বলিব, নাহি আর বাণী
আর সহে না সহে না মরম-যাতনা।

[রতির প্রস্থান ও মদনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন।

শচী। (স্বগত) সে দৃশ্য মনে হলে এখনও আমার হৃৎকম্প হয়। ধিক্, অমন কপট শঠের মুখ আর আমি দেখব না।

(সখীগণের পুনঃপ্রবেশ)

শচী। সজনি লো বল কেন কেন এ পোড়া প্রাণ গেল না—
সহে না যাতনা, সহে না যাতনা।
কি করি কি করি সখি, আর যে লো পারি না।

সখীগণ। সখি, আমরা এখনি গিয়ে দেবরাজকে ডেকে আন্‌ছি, তুমি আর দুঃখ কোরো না।

শচী। না লো সখি ডেকো না লো তায়,
বিজনে এ বনে তোরা মোরে রেখে যা।
এই এ আঁধার-ঘোরে প্রাণ ভ'রে
দে সখি কাঁদিতে মোরে,
সখা যে আসিয়ে ঘৃণা-হাসি হাসিয়ে
দেখিবেন আমারে প্রাণে তা' সহিবে না।

সখীগণ। (চুপি চুপি) চল সখি, আমরা মদনকে আবার পাঠিয়ে দিই গে।

[সখীগণের প্রস্থান।

(মদন ও বসন্তের প্রবেশ)

বসন্ত। সখা, এইবার সন্ধান কর।

মদন। (সন্ধান করিয়া) এইবার অব্যর্থ সন্ধান। (শর মোচন)।

শচী। (শিহরিয়া) এ কি! সহসা এ কি পরিবর্ত্তন! আঃ, বাঁচলেম, মনের ভারটা যেন একেবারে নেবে গেল। না, আমার সন্দেহ সমস্তই অমূলক। মদন যখন আমাকে রতি ভেবে আমার পদতলে এসে বসেছিলেন, তখন তা দেখে ইন্দ্রের মনেও তো সন্দেহ হ'তে পারতো—না, এ সব সন্দেহ ভুল-ভ্রান্তি থেকেই উৎপন্ন

ইন্দ্র। যাই মহর্ষি নারদকে এ বিষয় ভাল ক'রে জিজ্ঞাসা ক'রে আসি।

[শচীর প্রস্থান।

(নারদের প্রবেশ)

নারদ। ইন্দ্র এইবার ঐরাবতকে সজ্জিত করতে বলেছেন, শীঘ্রই জলধারা বর্ষণ করবার জন্য পার্থিব গগনে যাত্রা করবেন। আর তবে কোন সন্দেহ নাই। শচীদেবীকে এখন আর কষ্ট দিয়ে কি ফল? তাঁর ভুলটা এইবার ভাঙ্গিয়ে দেওয়া যাক।

[নারদের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

নন্দন-কানন

সখীগণ। ধীরে ধীরে বায়ু বহিতেছে,
রঙ্গে ভঙ্গে তরঙ্গে নাচিতেছে,
গুঞ্জিছে গুণ্‌ গুণ্‌ ভ্রমর ফুলে,
সুন্দর মধুঋতু আইল রে।
চন্দ্র-কিরণে দিক প্লাবিল রে (আজি)
বিশ্ব-জগত সুখে ভাসিল রে,
প্রেম হৃদয়-মাঝে জাগিল রে,
সুন্দর মধুঋতু আইল রে।
চূত-মুকুল নব, হেরিয়া পিক সব
ললিত মধুর স্বরে গাইছে রে।
লতিকা তরু তনু-আশ্লিষ্টা,
বিহগী প্রিয়-রব আকৃষ্টা,
বিশ্ব আজি যেন, স্বপ্নে নিমগন
আপন প্রিয়জনে ভাবিছে রে।
চারিদিকে শোভা নব,
প্রকৃতির উৎসব
সুন্দর মধুঋতু আইল রে।

(শচীর প্রবেশ)

শচী। পুষ্প কত প্রস্ফুটিত আজি অন্তরে
পরাণে বসন্ত এল কার মন্তরে।
মুঞ্জরিল শুষ্ক শাখী
কুহরিল মৌন পাখী
বহিল আনন্দ-ধারা মরু-প্রান্তরে।

শচী। দে লো সখি দে পরাইয়ে গলে সাধের
বকুল-ফুল-হার।
আধ ফোটা যুঁইগুলি, যতনে আনিয়ে তুলি
গাঁথি গাঁথি সাজায়ে দে মোরে কবরী
ভরিয়ে ফুল-ভার
তুলে দে লো চঞ্চল কুন্তল, কপোলে
পড়িছে বারেবার।

সখীগণ। আজি এত শোভা কেন
আনন্দে বিবশা হেন
বিম্বাধরে হাসি নাহি ধরে
লাবণ্য ঝরিয়া পড়ে ধরাতলে
সখি তোরা দেখে যা দেখে যা
তরুণ তনু এত রূপ-রাশি
বহিতে পারে না বুঝি আর।

সখীগণ। এত ফুল কে ফুটালে (কাননে)
লতায় পাতায় এত হাসি-তরঙ্গ মরি কে উঠালে
সজনীর মিলন হবে, ফুলেরা শুনেছে সবে,
সে কথা কে রটালে।

শচী। কোয়েলিয়া মাতোয়ারা আনন্দে
মন্দ মন্দ মলয় বহে অন্ধ ফুল-গন্ধে।
ভ্রমরা গুঞ্জরে মুঞ্জরে কুঞ্জে চূত-মঞ্জরী কি সুন্দর
কোথা গো নাথ এ সুখ-বসন্তে।

সখীগণ। সেই তো সই পস্তাতে হল, দেখ
কেন হাসালে
প্রাণ-দায়ে মান ভাসালে।
মানময়ী মান শিখেছ কোথা, খেতে হল
শেষে মানেরি মাথা
কেমন কেমন এখন কেমন, হায় রে হায় রে
হায় রে হায়—
কুহু কুহু করি, ছুয়ো ছুয়ো ছুয়ো দিচ্ছে
কোকিল রসালে।

শচী। রেখে দে সখি রেখে দে ও-সব রঙ্গতামাসা
অসময়ে কভু ভাল নাহি লাগে উপহাসময় ভাষা।

যামিনী। তবে আমরা সখি এখন চল্লেম। উষা সখীর আসবার সময় হয়েছে। এখন তাঁর পালা। এখন থেকে তিনিই তোমার কাছে থাকবেন।

[সখীগণের প্রস্থান।

শচী। কৈ এল কৈ এল, সে আর কৈ এল
ঐ দেখ পূর্ব্ব-গগনে তরুণ-অরুণ-কিরণ ছায়
বিহঙ্গম কুঞ্জে কুঞ্জে গায় ; চল সখী চল।
একে একে সব তারা নিভিল, ম্লান-শশী
অস্তে গেল
কৈ সে এল, কৈ সে এল, সাধের মালা
শুকালো শুকালো।

(সখীগণের পুনঃপ্রবেশ)

শচী। যামিনী, তোমরা যে আবার ?

যামিনী। ঐরাবতের গর্জ্জন শুনচ না সখি? তার কৃষ্ণবর্ণ ছায়ায় গগন আচ্ছন্ন হয়ে গেছে, উষা-সখী ভয়ে কোথায় লুকিয়েছেন। তাই আমরা আবার এলেম।

সখীগণ। দেখ ঐ কে এসেছে, চাও সখী চাও।
আকুল পরাণ ওঁর আঁখি-হিল্লোলে নাচাও।
তৃষিত নয়নে চাহে মুখপানে
হাসি সুধাদানে বাঁচাও।
[শচী ও সখীগণের প্রস্থান।

(ইন্দ্র ও চন্দ্রের প্রবেশ)

ইন্দ্র। এখনও কি উনি অভিমানভরে আছেন? না জানি আমার অদৃষ্টে আবার কি আছে।

চন্দ্র। না সখা, আর কোন ভয় নাই। ঐ দেখ—এই দিকেই আসচেন। এখন এখানে আমার থাকাটা ভাল হচ্চে না, আমি চল্লুম।
[চন্দ্রের প্রস্থান।

ইন্দ্র। সে আসে ধীরে, যায় লাজে ফিরে
রিনিকি রিনিকি রিনিঝিনি মঞ্জু মঞ্জু মঞ্জীরে
রিনিরিনি ঝিমীরে।
বিকচ নীপ-কুঞ্জে, নিবিড় তিমিরপুঞ্জে
কুন্তল-ফুল-গন্ধ আসে অন্তর-মন্দিরে
উন্মদ সমীরে।
শঙ্কিত চিত্ত কম্পিত হিয়া, অঞ্চল উড়ে চঞ্চল
পুষ্পিত তৃণ-বীথি, ঝঙ্কৃত বন-গীতি
কোমল পদপল্লবতল চুম্বিত ধরণীরে
নিকুঞ্জ কুটীরে।

(শচীর প্রবেশ)

ধীরি ধীরি প্রাণে আমার এসো
মধুর হাসিয়ে ভাল বেসো
হৃদয়-কাননে ফুল ফুটাও
আধ-নয়নে প্রিয়ে চাও চাও
পরাণ কাঁদিয়ে দিয়ে হাসিখানি হেসো।

শচী। বিরহ-রজনী হ'ল অন্ত, এস এস কান্ত মম
প্রিয়তম
নয়ন-রঞ্জন প্রাণ-জুড়ান-ধন, আজি কি আনন্দ
মল্লিকা মালতী যুথি বেলা, সুরভি কুসুমে
গেঁথেছি মা[লা]
আজি তব কণ্ঠে দিব পরাইয়া, হৃদিমাঝে
জাগিল নবীন বসন্ত

ইন্দ্র। আহা জাগি পোহাল বিভাবরী
(অতি) ক্লান্ত নয়ন তব সুন্দরি।
ম্লান প্রদীপ উষানিল চঞ্চল
পাণ্ডুর শশধর গত অস্তাচল
মুছ আঁখিজল, চল সখী চল
অঙ্গে নীলাঞ্চল সম্বরি।
আইল প্রভাত নিরাময় নির্ম্মল
শান্ত সমীরে কোমল পরিমল
নির্জ্জন বনতল শিশির-সুশীতল
পলকাকুল তরুবল্লরী।
বিরহ-কাননে ফেলি মলিন মালিকা
এস নিজ ভবনে এস গো বালিকা
গাঁথি লহ অঞ্চলে নব শেফালিকা
অলকে নবীন ফুল-মঞ্জরী।

(বৈতালিকের প্রবেশ)

বৈতালিক। আইল শুভ্র উষা নভ-মাঝে
যাও কাজে দেবরাজ হে।
যাও ইন্দ্র তুমি তৃষিত মরত-ভূমি
যাও আরোহি গজরাজে।
করিয়া বরিষণ দাও গো জীবন,
শুষ্ক বৃক্ষ-লতা জল বিনা যে।
আসিল ত্রিভুবন, ঐ শোন ঐ শোন
দেব-দুন্দুভি মৃদু বাজে॥

ইন্দ্র। প্রিয়ে, ঐ শোন, দেব-বৈতালিকেরা আমা[কে] উদ্বোধিত করচেন। আর আমার থাকা হয় না

শচী। তুমি যেও না এখনি, এখনও আছে রজনী
পথ বিজন, তিমির সঘন,
কানন কণ্টক-তরু-গহন, আঁধারা ধরণী।
বড় সাধে জালিনু দীপ, গাঁথিনু মালা

চিরদিনে বঁধু পাইনু হে তব দরশন।
আজি যাব অকূলের পারে
ভাসাব প্রেম-পারাবারে জীবন-তরুণী।
তুমি যেও না এখনি।

(সখীগণের প্রবেশ)

ইন্দ্র। হৃদয়ের মণি, আদরিণি মোর,
আয় লো কাছে আয়,
চির-সোহাগিনী অভিমানী ধনি,
আয় লো কাছে আয়।
মিশাবি জোছনা-হাসি রাশি রাশি
মৃদু মধু জোছনায়, আয় লো আয়।
মলয় কপোল চুমে ঢলিয়া পড়েছে ঘুমে ;
নয়নে, আননে, ভুলিয়া ভ্রমর ধায় ;
তটিনী-তরঙ্গগুলি চরণে লুটিতে চায়।

শচী। সুন্দর হৃদিরঞ্জন তুমি নন্দনফুলহার।

ইন্দ্র। তুমি অনন্ত নব বসন্ত অন্তরে আমার।

সখীগণ। নীল অম্বর অঙ্গে জড়িত
অঞ্চলে খেলে রঙ্গে তড়িত
মঞ্জুল মৃদু সঙ্গীত কত গুঞ্জরে চারিধার।
ঝলকিছে কত ইন্দু-কিরণ, উথলিছে ফুলগন্ধ
অপ্সরাগণ-চরণ-ভঙ্গে চমকে চকিত ছন্দ।

ইন্দ্র। তুমি মর্ম্মের চিরবন্ধন তোমা ছাড়া প্রাণ
করে ক্রন্দন।

শচী। লহ হৃদয়ের ফুল চন্দন বন্দন উপহার।

ইন্দ্র। প্রিয়ে! আজ আমার কি সুখের দিন।
তোমরা সকলে মিলে আজ মন খুলে নৃত্য-গীত কর।

সখীগণ। আয় লো, আয় লো, আয় লো, আয় লো,
মিলে সব সজনী
বাসরে পোহাব আজি কি সুখের রজনী।
ভাসিব সুখ-তরঙ্গে মাতিয়ে প্রমোদ-রঙ্গে,
হাসিব সখীর সঙ্গে দিব সুখে হুলুধ্বনি॥

ইন্দ্র। প্রিয়ে! সখীদের সঙ্গে তুমিও নৃত্যগীতে যোগ দাও না, তা হ'লে আমি বুঝবো তোমার মন থেকে সব কষ্ট দূর হয়েছে।

শচী। আয় তবে সহচরি হাতে হাতে ধরি ধরি
নাচিবি ঘিরি ঘিরি গাহিবি গান।
আন্ তবে বীণা আন্, সপ্তম সুরে বাঁধ
তবে তান্।
আর কি গো ভাবনা, আর কি গো যাতনা
রাখিব প্রমোদে ভরি দিবানিশি মন প্রাণ।
আন্ তবে বীণা আন্, সপ্তম সুরে বাঁধ তবে তান্।
ঢাল ঢাল শশধর ঢাল ঢাল জোছনা
সমীরণ বহে যা রে ফুলে ফুলে ঢলি ঢলি।
উলসিত তটিনি গাও গো তুমিও
কুলু কুলু কলতানে খুলে হৃদি-মন প্রাণ।

ইন্দ্র।—প্রিয়ে! তুমি শ্রান্ত হয়েছ
এসো আমার কাছে এসে বোসো ;
একটু পরেই আমায় পার্থিব গগনে
যাত্রা করতে হবে।
এখন যতটুকু তোমার সংসর্গে থাকতে পাই
ততটুকুই আমার পরম লাভ।

সখীগণ। মধুর মিলন।
হাসিতে মিশেছে হাসি নয়নে নয়ন॥
মর মর মৃদুবাণী মর মর মরমে
কপোলে মিলায় হাসি সুমধুর সরমে।
নয়নে স্বপন॥

(বনদেবতা প্রভৃতি সকলের প্রবেশ)

সকলে। আজি আঁখি জুড়াল হেরিয়ে (আহা)
মনোমোহন মিলন-মাধুরী, যুগল মুরতি।
ফুল গন্ধে পাগল করে, বাজে বাঁশরী উদাস স্বরে
নিকুঞ্জ প্লাবিত চন্দ্র-করে
তারি মাঝে মনোমোহন মিলন
মাধুরী-যুগল মুরতি
আনো আনো ফুলমালা, দাও দোঁহে বাঁধিয়ে
পুলকে পূরিল নন্দন কানন, অক্ষয় হবে
প্রেমবন্ধন
চিরদিন হেরিব হে মনোমোহন মিলন-মাধুরী,
যুগল মুরতি।

সখীগণ। আয় লো, আয় লো, আয় লো, আয় লো,
মিলে সব সজনি
বাসরে পোহাব আজি কি সুখের রজনী।
ভাসিয়ে সুখ-তরঙ্গে মাতিয়ে প্রমোদ-রঙ্গে
হাসিব সখীর সঙ্গে, দোবো সুখে হুলুধ্বনি।

যবনিকা-পতন

রজত-গিরি

[ব্রহ্মদেশীয় নাটক]

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর অনূদিত

পাত্রপাত্রীগণ *

পুরুষ

পাঞ্চালের রাজা। (পিঙ্গালা)।

রাজকুমার সুধনু (খুদানু) পাঞ্চালরাজের পুত্র ও উত্তরাধিকারী।

পাবক (পামুক)—সন্ন্যাসী।

মোহক (মোক)—দৈবজ্ঞ।

ধর্ম্মরাজ (দুমরাজা) অপ্সরা-নগরীস্থ রজত-গিরির রাজা।

মুকুন্দ (মোজলিন্দ) একজন শিকারী।

আর একজন সন্ন্যাসী।

মন্ত্রিগণ, রাজ-কর্ম্মচারী, দৈত্য (বেলু)—রক্ষক, অনুচর ইত্যাদি।

স্ত্রী

রাজকুমারী দামিনী (দয়ামিনায়ু) ধর্ম্মরাজের কন্যা।

ছয় জন রাজকুমারী—দামিনীর ভগিনী।

মালা (মালা) পাঞ্চাল-প্রাসাদের পরিচারিকাদিগের প্রধানা।

মানিনী (মালিঙ্গয়া)—মুকুন্দের স্ত্রী।

কুমারী, পরিচারিকাগণ ইত্যাদি।

---

* পাঠকগণের পাঠ সুখকর করিবার জন্য ব্রহ্মদেশীয় নামগুলি অস্মদ্দেশীয় আকারে কিছু কিছু পরিবর্তন করা গিয়াছে।

ভূমিকা

ব্রহ্মদেশীয় নাটক ও নাটকাভিনয়

কোন জাতির সাহিত্য আলোচনা করিয়া দেখিলেই সে জাতির সভ্যতার অবস্থা কিয়ৎপরিমাণে অবগত হওয়া যায়। ব্রহ্মবাসীদিগকে—চলিত ভাষায়—মগ্‌দিগকে আমরা নিতান্ত অসভ্য মনে করি। কিন্তু যে জাতির মধ্যে নাটক ও নাটকাভিনয়ের জলন্ত অনুরাগ বিদ্যমান, সে জাতিকে অসভ্য বলা কতদূর সঙ্গত, একবার ভাবিয়া দেখা উচিত।

নাটকাভিনয় ব্রহ্মবাসীদিগের একটি জাতীয় অনুষ্ঠান। ব্রহ্মদেশের সমস্ত অধিবাসীর মনের উপর ইহার প্রবল প্রভাব পরিলক্ষিত হয়; কি ইতর, কি ভদ্র, নাটকাভিনয় দর্শন করিবার জন্য সকলেই ব্যগ্র ও লালায়িত। "পুয়ে" অর্থাৎ নাটকাভিনয় দেখিবার জন্য নাট্যশালায় এত লোকের সমাগম হয়, এবং এত অধিক লোকের সমাগম সত্ত্বেও এরূপ নিস্তব্ধভাবে ও সুশৃঙ্খলরূপে সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ হয় যে, দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। দর্শকেরা অভিনয় দর্শনে একেবারে মুগ্ধ হইয়া যান—কখন বিপন্ন ধার্ম্মিকদিগের দুর্দ্দশায় মমতা প্রকাশ করেন—কখন বা নাটকস্থ হাস্যোদ্দীপক অংশের অভিনয়ে উচ্চহাস্যে গগনতল বিদীর্ণ করেন।

অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের পরিচ্ছদ অতি সুন্দর ও জমকালো। কিন্তু রঙ্গভূমির স্থান ও আনুষঙ্গিক দৃশ্য প্রভৃতি নিতান্ত সাদাসিধা ও সামান্য। নাট্যগৃহ বাঁশ দিয়া নির্ম্মিত ও তাহার ছাদ তৃণ দ্বারা আচ্ছাদিত,—কিন্তু অতি উজ্জ্বল-বর্ণের রেশম ও অন্যান্য বস্ত্রে মণ্ডিত। গৃহের মধ্যস্থলে অভিনয়-মঞ্চ। অভিনয়-মঞ্চের মধ্যস্থলে একটি বৃক্ষের শাখা রোপিত—ইহা সমস্ত বনদৃশ্যের স্থলাভিষিক্ত। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই একটিমাত্র বৃক্ষশাখায়, ব্রহ্ম-বাসী দর্শকদিগের কল্পনাচক্ষে সমস্ত অরণ্যের চিত্র প্রতিভাত হয়। এই বৃক্ষশাখার চতুর্দ্দিকে দীপাবলী স্থাপিত হয় ও কদলীবৃক্ষের গুঁড়ির উপর সরা রাখিয়া—তাহাতে পিট্রোলিয়ম তৈল দিয়া প্রদীপ জ্বালানো হয়। খ্যাতনামা দর্শকদিগের বসিবার জন্য উচ্চ বংশ-মঞ্চ সকল পার্শ্বভাগে নির্ম্মিত হয় ও সাধারণ দর্শকগণ চক্রাকারে ঘেঁসাঘেঁসি করিয়া ভূমিতলেই উপবেশন করে। নাট্যশালার পশ্চাদ্ভাগে বাদ্যস্থান এবং বাদ্যস্থানের পশ্চাদ্দিকে অভিনেতৃগণের পরিচ্ছদ-পরিবর্ত্তনের স্থান ও প্রবেশ-প্রস্থানের পথ।

নাটকীয় ঘটনা-বিন্যাস বিষয়ে ব্রহ্মদেশীয়দিগের বিভিন্ন নাটকের মধ্যে পরস্পর সাদৃশ্য উপলব্ধি হয়। নাটকীয় পাত্রের মধ্যে কোন রাজকুমারীর প্রেমাকাঙ্ক্ষী কোন রাজপুত্র—মহারাজা রাজপুত্রের পিতা—কঠোর সুবিজ্ঞ মন্ত্রিগণ—রাজার বিনীত পারিষদগণ এবং রাজকুমারীর সখীগণ—এই সকলই প্রতি নাটকে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। নাটকাভিনয়ের মধ্যে মধ্যে রাজ-দরবার—সমারোহে রাজ-যাত্রা ও নৃত্য হইয়া থাকে। রাজকুমারের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় তাঁহার একটি অনুচর থাকে—সে আমাদের বিদূষকের কাজ করে। রাজকুমারীর সখীগণের সহিত তিনি উপস্থিত মতে যে সকল রসিকতা করেন, তাহাতেই দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে মহা হাসি পড়িয়া যায়। ব্রহ্মদেশীয় ভাষার প্রকৃতি এইরূপ যে, উহার একটি কথার অর্থ, উচ্চারণের তারতম্যে অনেক বদলিয়া যায়। এই জন্য ঐ ভাষা দ্ব্যর্থ ও শ্লেষা[illegible] বাক্য-রচনার পক্ষে অতীব অনুকূল। ন[illegible]র কথাবার্ত্তাগুলি বেশির ভাগ সাধারণ কথোপকথনের ন্যায়; মাঝে মাঝে স্বগত-উক্তি, সমবেতসঙ্গীত ও নৃত্যের যোজনা থাকায় কথাবার্ত্তারও "একঘেয়েত্ব" নষ্ট হয়। কোন কোন নাটকের স্থানে স্থানে এরূপ সরল অকৃত্রিম কবিত্ব আছে ও নাটকের ঘটনা-বিন্যাস অতীব অদ্ভুত ও অলৌকিক হইলেও এবং নাটকীয় পাত্র-বিশেষের চরিত্রে অসঙ্গতি দোষ সত্ত্বেও এরূপ চমৎকার দৃশ্য-সকলের সংস্থান আছে যে, ভাল অভিনয় হইলে সভ্যতর দেশের সুশিক্ষিত লোকদিগেরও চিত্ত কিয়ৎপরিমাণে আকৃষ্ট হইতে পারে। তাহার উদাহরণ-স্বরূপ একটি নাটক আমরা নিম্নে অবিকল অনুবাদ করিয়া পাঠকগণের বিচারের উপর নির্ভর করিতেছি।

রজত-গিরি

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

পাঞ্চাল-রাজার প্রাসাদের একটি শালা। মন্ত্রিগণ-
পরিবৃত রাজা সিংহাসনাসীন—সেই শালার দূরস্থ
এক বিভাগে রাজকুমার স্বর্ণ-পালঙ্ক-শয্যায়
নিদ্রিত ; অনুচরগণ পাহারা দিতেছে।

রাজা। সুবিশ্বস্ত মন্ত্রিগণ! বল দেখি সবে—
তোমরা ত চিরকাল আনন্দের সাথে
করিয়াছ সেবা মোর—যথা গ্রহ তারা
গগন-প্রাঙ্গণ-মাঝে উল্লাস-আনন্দে
চন্দ্রমার চারিদিকে বেড়ায় ঘুরিয়া—
এবে বল দেখি সবে, যে অবধি আমি
আছি সিংহাসনে—অসন্তোষ কারে বলে
জেনেছে কি প্রজাগণ ক্ষণকাল তরে?

মন্ত্রিগণ। কভু না কভু না প্রভু!

রাজা। তবে শোন বলি—
পরামর্শ লই আমি একটি বিষয়ে।
আমাদের নয় শুধু, সমস্ত প্রজার
ভালমন্দ তদুপরি করিছে নির্ভর।
তোমরা তো জান ভাল সুধন্থ কুমারে,
জম্বুদ্বীপ *—এক সীমা হ'তে সীমান্তর
যাঁহার সুযশ কীর্ত্তি হয়েছে প্রচার—
বল সবে মন্ত্রিবর, বল গো তোমরা,
আমাদের পুত্র সে যে সূর্য্যসম তেজে—
কেন না এখনি হবে অভিষেক তার?

প্রথম মন্ত্রী। এ প্রস্তাবে এ দাসের পূর্ণ অভিমত।
সুবিখ্যাত সূর্য্যবংশ হ'তে জন্ম যাঁর,
মহা-মহা গজপতি যাঁর পদে নত,
মহাতেজী অশ্ব যিনি করেন দমন,
মহা-মহা ধনু যিনি ব্যাঁকান হেলায়,
সর্ব্ব-মহীপতি চেয়ে প্রতাপ যাঁহার,
এমন বীরেরে দিতে সিংহাসন ছাড়ি
বিলম্ব কিসের প্রভু? মহা-সমারোহে
যৌবরাজ্যে আজি তাঁর হোক্ অভিষেক।

[রাজা ও মন্ত্রিগণের প্রস্থান।

রাজকুমার। (নিদ্রা হ'তে জাগিয়া)
অবসন্ন দেহ মোর হীরক-শয্যায়
আছে বৃথায় শয়ান। জনম বৃথায়
মোর রাজ-গৃহে হায়! বৃথা রাজ্য-ধন।
দুঃখ-ভারে অবসন্ন—ঐশ্বর্য্য-বিভব
না পারে জুড়াতে মোর হৃদয়-যাতনা।
হের ওই বাতায়নে প্রিয়তমা মোর
রূপবতী সখী-মাঝে আলো করি দিক্
আছেন দাঁড়ায়ে।—কিন্তু সে যে গো স্বপন।
স্বপ্ন গেছে ছুটি, এবে জাগ্রৎ শূন্যতা
হাসিতেছে আমা-পানে বিদ্রূপের হাসি।
মনে হল—"শুয়ে আমি সোণার শয্যায়,
পাশে আছে প্রিয়া মোর গভীর নিদ্রায়"
(এ পোড়া হৃদয়ে আহা নিদ্রাতেই সুখ)
অস্ত গেলে দিনমণি পঙ্কজ মলিন—
প্রিয়ার বিরহে আমি হয়েছি তদ্রূপ—
অবসন্ন ম্রিয়মাণ মৃতের সমান।

অনুচর। কেঁদ না কেঁদ না প্রভু—মুছ অশ্রুজল।
স্বর্গের অপ্সরা যথা কেশ-গুচ্ছ-দাম
ভালবাসে জড়াইতে পারিজাত দিয়া,
কিন্তু যতক্ষণ আসি বসন্ত-পবন
নাহি করে সে কুসুমে জীবন প্রদান
না পারে তুলিতে তাহা—সেইরূপ প্রভু
সময় হইলে সিদ্ধ হবে মনস্কাম,
হৃদয়ের প্রেম-জ্বালা জুড়াবে আপনি।

[প্রস্থান।

* জম্বুদ্বীপ এই কথাটি মূলেও আছে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

অরণ্য

(মুকুন্দের প্রবেশ)

মুকুন্দ। ওরে আমার প্যাঁচা-মুখী, খ্যাঁদা-নাকী, শূয়র-চোখী, খ্যাঙরা-ঠোঁটি প্রাণ-প্রেয়সী! ওঠ্—আমাকে কি কিছু খেতে টেতে দিবি? আমি পাহাড়ে শীকার কত্তে যাচ্ছি, লক্ষ্মী আমার, শীগ্‌গির ওঠো।

মানিনী। হতভাগা আপ্ত-গর্জ্জে মিন্‌ষে কোথাকারে! কিসের জন্য এত তাড়াতাড়ি? দেখ্‌চিস্‌নে আমি শীতে থর্‌থর্‌ ক'রে কাঁপ্‌চি, গায়ে একটা ছেঁড়া ন্যাক্‌ড়া, এতে কি শীত আট্‌কায়? আবার তাতে এই দুপুর রাত্তির, ব্যাপারখানা কি বল্‌ দিকি? আর আমি তোর জ্বালা সইতে পারি নে। যত দিন না তুই ভাল ব্যাভার শিখ্‌বি, লাথিয়ে লাথিয়ে তোর দফা নিকেস্‌ কর্‌ব, হতভাগা মিন্‌ষে কোথাকারে! এই নে এক ঘটি জল, আর এই নে এক কুন্‌কে চাল, এখন এই নিয়ে জঙ্গলে দৌড়ে যা। যদি আজকের খাবার মত কিছু শীকার ক'রে না আন্‌তে পারিস্‌ তো টের্‌টা পাবি, গালাগালি দিয়ে ভূত ভাগিয়ে দেব।

[প্রস্থান।

মুকুন্দ। দেখ্‌ রে সবাই, চলে মুকুন্দ শীকারী
রূপবতী প্রেয়সীর কোমল আজ্ঞায়
ধনুর্ব্বাণ হাতে করি অরণ্যের মাঝে।
আসুক সহস্র শত্রু নাহি করি ভয়।
(সমবেত বাদ্যকারিগণের প্রতি)
যথা ঘোর ইরম্মদ গগন বিদারি,
ভূকম্পে কাঁপায় সব পৃথিবী জলধি,
সেইরূপ বজ্ররবে বাজা তুরি-ভেরী!

(ঘোর বাদ্য—মুকুন্দের প্রস্থান—কিঞ্চিৎ পরে পুনঃ প্রবেশ—কোমল বাদ্য)

মুকুন্দ। কি সুখ ভ্রমিতে হেন ছায়াময় বনে।
তারা সম যুঁই যথা সুরভি নিশ্বসে,
মলয়-সমীর বহে মাতিয়া চৌদিকে,
ইন্দ্রধনু-রঙে আঁকা বিহঙ্গ-মিথুন
উড়ি উড়ি বসে কিবা এ শাখে ও শাখে—
বিশ্রাম করি না কেন হেথা ক্ষণকাল।
(চমকিয়া) ও কি! ব্যাঘ্র-গরজন অদূর পাহাড়ে!
আহাহা মানিনী তুই আছিস্‌ একাকী,
হৃদয় ব্যাকুল হয় ভাবি যবে তোরে।
হিংস্রজন্তু মুখ-হতে রক্ষা পাইবারে
চলিতে হইবে মোর আরো কিছু পথ।
(পদ্ম-সরোবরে পৌঁছিয়া)
এ কি! এ কি! কি সুন্দর মনোহর স্থান!
নিশ্চয় হইবে কোন ইন্দ্রজাল-ভূমি।
সুন্দর সরসীধারে জীব জন্তু কত
তৃষ্ণা নিবারিতে আসে, পদ-চিহ্ন তাই।
যুঁথি জাতি পঙ্কজিনী—অসংখ্য ফুলের
মিশ্রিত সৌরভ-ভার বহিছে মলয়—
জুড়াইছে আহা কিবা ঘর্ম্মাক্ত শরীর!
শুক-পাখী ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে চক্রাকারে—
মাণিকের চক্র যেন ঘুরিছে গগনে!
নানাজাতি পাখী কিবা গাইতেছে গান,
জুড়াইয়া যাইতেছে হৃদি মন প্রাণ।
ইচ্ছা করে মানিনী রে! থাকিতিস্‌ হেথা
আমা সনে ভুঞ্জিতিস্‌ স্বরগীয় সুখ
এ স্বচ্ছ সরসী তীরে—যাহার সলিলে
শত শত হীরা জ্বলে ভানুর কিরণে,
পঙ্কজ-মুকুল ভাসে যাহার উরসে
শুভ্র, নীল—যেন কত মুকুতা মাণিক।
প্রসারিত বটবৃক্ষ শীতল ছায়ায়
শুইয়া আহ্বানি এবে কোমল নিদ্রায়।
(নিদ্রা)

তৃতীয় দৃশ্য

অপ্সর-ভূমি কিম্বা রজত গিরিদেশ

রঙ্গভূমির এক পার্শ্বে রাজা ধর্ম্মরাজ এবং অপর পার্শ্বে তাঁহার সাত কন্যা।

প্রথম রাজকুমারী।
চির-সহচরি সবে প্রাণের ভগিনি!
ভুঞ্জিতেছি এক-সাথে শান্তি-সুখ মোরা
অপ্সর-নগরে; এবে এসেছে সময়,

উত্তরিয়া মর্ত্ত্যধামে—যথা চিররীতি—
পঙ্কজ-সরসী-মাঝে, পদ্মে দিয়া লাজ,
খেলিব মনের সুখে ; আয় ভাই তোরা
পিতৃ-রাজ-অনুমতি লই এই বেলা।

দ্বিতীয় রাজকুমারী।
অনুপমা রূপবতী ভগিনি আমার !
লও গিয়া অনুমতি রাজার নিকট,
আমরা সবাই বোন্ ভালবাসি তোমা
প্রাণের সমান—চল, হব অনুগামী।

(সকলে রাজার নিকট গমন)

প্রথম রাজকুমারী।
পিতৃদেব-মহারাজ ! বংশের তিলক !
অপ্সর-প্রদেশ-স্বামী, মহাধনুর্দ্ধর !
সুমেরু অচল-সম অটল-শকতি !
—কন্যাগণ তব পদে করিছে প্রণতি।
দাও অনুমতি পিতঃ যাব মর্ত্ত্যধামে,
পঙ্কজ-সরসী তীরে উপবন-ছায়ে
খেলিব মনের সুখে ; ক্লান্ত হলে দেহ
জুড়াইব গিয়া সেই সরসী-সলিলে।

রাজা। ইচ্ছা হয় যাও সবে প্রাণের প্রতিমা।
কিন্তু মনে থাকে যেন, মর্ত্ত্য সেই দেশে
মলিন মানবগণ করয়ে বসতি।
শান্তি-সুখ নাহি তথা হেথাকার ন্যায়,
বিপদ্ হইতে তিল নাহিক নিষ্কৃতি।
দেখো সাবধান ! প্রতি পদ বিবেচিয়া
দেব-বুদ্ধিবলে তবে করিবেক কাজ।
শিরোধার্য্য করি এই উপদেশ মোর
যাও সবে, কিন্তু এস শীঘ্র দেশে ফিরি।

প্রথম রাজকুমারী।
অনুমতি দিলে পিতঃ—প্রণমি তোমায়।
লঘুগতি সবে মোরা বিলম্ব না জানি,
ত্বরায় আসিব ফিরি শ্রীচরণ-তলে।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

পদ্ম-সরোবর

(বট-বৃক্ষতলে মুকুন্দ নিদ্রিত ও ৭টি রাজকুমারীর প্রবেশ)

প্রথম রাজকুমারী।
সুরম্য সরসী ওরে ! কোমল সুন্দর,
কত ভাব জাগে হৃদে হেরি তোর জল,
আনন্দের উৎস তুই—স্ফটিক-দর্পণ !
এই যে বহিছে বায়ু মৃদুমন্দ গতি—
সুরভি ফুলেরি উহা আকুল নিশ্বাস।
কোন্ বিধি বল্ দেখি স্বজিল রে তোরে ?

(ভগিনীগণের প্রতি)

আয় বোন্ খুলে ফেলি রত্ন-অলঙ্কার,
হীরকের কর্ণফুল মণি-মুক্তা-হার,
খেলি সবে মনসুখে এই সরোবরে।
অর্দ্ধ-অঙ্গ ঢাকা রবে স্ফটিক-তরঙ্গে—
রজত-নীরদে যেন চপলা খেলিবে।

(অপ্সরাগণের অবগাহন ও মুকুন্দের জাগরণ)

মুকুন্দ। শুভ লগ্নে সুনিশ্চিত জনম আমার !
নারী-রত্ন মহারত্ন কথায় যে বলে
—মর্ম্ম তার বুঝিলাম এত দিন পরে।
সামান্য মানবী নহে, দেবকন্যা এ যে !
কর্ণ-ফুল কণ্ঠহার কিবা ধরে শোভা,
প্রভাত-শিশির সম জ্বলিছে মুকুতা !
সমস্ত গগনে যাঁর রজত-মহিমা—
এমন চন্দ্রমা সেও হোথা পায় লাজ।
অসাড় হতেছে দেহ, ইন্দ্রিয় অবশ,
এ দৃশ্য মানবে কভু পারে গো সহিতে ?

(অচেতন হইয়া ভূমে পতন, ক্রমে চেতনলাভ)

সৌন্দর্য্য-আদর্শ ও যে—নাহিক উপমা—
চিত্রিতে না পারে তাহা চিত্রকর-তুলী।
পারি যদি ধরিবারে একটি সুন্দরী,
রাজপুত্রে ভেট দেই এই দণ্ডে আমি।
পুরস্কার কত পাব—নাহি তার শেষ,
দারিদ্র্য ঘুচিবে মোর চিরকাল-তরে।
হয়েছে !—পাবর্ক নামে পবিত্র গোসাঁই
করেন বসতি এই সরোবর-ধারে,
তাঁর কাছে আছে এক সম্মোহন-বাঁশি,

তাহাতে পড়িবে ধরা ত্রিদিবের পাখী।
এই বেলা যাই তবে—বিলম্বে কি কাজ ?
[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

পদ্মসরোবর-তীরস্থ বনে সন্ন্যাসীর আশ্রম।

(সন্ন্যাসী পাবক এবং মুকুন্দের প্রবেশ)

পাবক। যে জন্য এসেছ বাছা জানি আমি সব,
একটি উপায় আছে ও কার্য্য সাধিতে।
দৈত্য-রাজ দেয় মোরে সম্মোহন-ফাঁসি,
কমণ্ডলু-ভিতরে তা আছে অনাদরে।
তাহে মোর নাহি কাজ—অস্পৃশ্য আমার,
ইচ্ছা হয় লয়ে তুমি—সাধ তব কাজ।
মুকুন্দ। বড় দয়া তব—লও কৃতজ্ঞ-প্রণাম।
[সম্মোহন-ফাঁসি লইয়া প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

পদ্ম-সরোবর

(অপ্সরাদিগের জল-ক্রীড়া—মুকুন্দের প্রবেশ ও সম্মোহন-ফাঁসি নিক্ষেপ করিয়া রাজকুমারী দামিনীকে ধৃত করণ—অবশিষ্ট ৬অপ্সরা উড্ডীয়মান হইয়া অপ্সর-দেশে পলায়ন।)

দামিনী। কি বিপদ ভাগ্যে মোর হ'ল অকস্মাৎ!
রক্ষা কর রক্ষা কর—কোথা গেলে বোন ?
এ দারুণ কষ্ট হতে মুক্ত কর মোরে।
বৃথা এবে যুঝাযুঝি—সর্ব্ব অঙ্গ হ'ল
পাষাণ-প্রতিমা সম কঠিন অবশ!
কোথা গেলি রক্ষা কর্—এই বেলা আয়—
নহিলে মরিল তব প্রাণের ভগিনী!
মুকুন্দ। বৃথা বাক্য ছেড়ে দাও অপ্সর-ঈশ্বরী,
ও কথা কি সাজে তব চারু ওষ্ঠাধরে ?
বিপদ ভাবিছ যারে নহে তা বিপদ—
বরঞ্চ সে পূর্ব্বজন্ম-সুকৃতির ফল।
এ দেশের রাজা যিনি মহা-পরাক্রম,
যাঁর পরে অদৃষ্টেরো নাহিক প্রভাব,
শত শত মহীপতি যাঁর পদে নত,
সে রাজার আছে এক পুত্র গুণবান্।
অভাবের মধ্যে শুধু একটি অভাব—
স্ত্রী-রত্ন চাইকো তাঁর নাশিতে আঁধার।
মোহন ফাঁসিতে তাই ধরেছি তোমার
করিতে তাঁহার সেই সিংহাসন-ভাগী।
দামিনী। শোন মোর কথা ওগো দয়ালু শীকারী!
অপ্সরদেশের রাজা—রজত-গিরি-স্বামী—
তাঁর কন্যা আমি হই, জাতিতে অপ্সরা,
তুমি মোরে বল দেখি, তোমারেই মানি,
কেমনে অপ্সরা হয়ে মানবেরে ভজি ?
অতএব ছাড় মোরে করি অনুনয়,
ঘৃণিত বিবাহে জেদ্ কোরো না গো তুমি।
মুকুন্দ। সুন্দরী-অপ্সরা-রাণী কেন দুঃখ কর,
অদৃষ্ট প্রসন্ন তব সুকৃতির ফলে।
এমন প্রবল রাজা, বিক্রমে কেশরী—
হৃদয়ে বিভবে তাঁর হবে অধিকারী।
এস এস সুন্দরি গো, হও অনুগামী,
ভবিষ্য-পতির গৃহে চলহ এখনি।
[দামিনীকে লইয়া মুকুন্দের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য

পাঞ্চাল-রাজার প্রাসাদশালা

(রাজকুমার ও মুকুন্দের প্রবেশ)

মুকুন্দ। রাজকুমার মহান্! যাঁহার মহিমা
শত শত নৃপতিরে করে অতিক্রম,
যাঁর পদতলে তারা সদা নতশির,
অনুপম অতুলন ধরে যাঁর রূপ
নয়ন-রঞ্জন সর্ব্ব-কুসুমের গুণ!—
করহ শ্রবণ—আমি ভ্রমিতে ভ্রমিতে
এক অরণ্যের মাঝে,—দিব্য রম্য স্থান,
হরিণ-হরিণী যথা চরে অবিরাম—
আইলাম অকস্মাৎ পদ্ম-সরোবরে।
হেরিনু, সাতটি দেবী অতুল রূপসী
পক্ষি-ঝাঁক সম উড়ি নামিল সে তীরে।
উহার একটি ধোরে এনেছি গো জালে,
দুর্লভ সে উপহার সঁপিব ও পদে।
দামিনী দেবীরে প্রভু লও দয়া করি,
অপ্সর-রতন তিনি অতুল রূপসী,
তপত কাঞ্চন সম নির্ম্মল নির্দ্দোষী।

রাজকুমার। সুযোগ্য মুকুন্দরাম! আন ত্বরা করি
তব চারু উপহার মম সন্নিধানে।

[মুকুন্দের প্রস্থান ও দামিনীকে লইয়া পুনঃপ্রবেশ)

রাজকুমার। কি হেরি নয়নে হায়! ও মুখ নেহারি
নয়ন-রঞ্জন শশী, লাজে অধোমুখে
মেঘ-ঘোমটার মাঝে লুকাবে এখনি!
রচে যারে শিল্পী কত সুন্দর আকারে—
হেন কাঞ্চনেরো কান্তি হোথা হার মানে।
পদ্ম-সম পবিত্র বা প্রভাত-শিশির!
কিবা আহা গণ্ডস্থল অতি সুকোমল—
প্রজাপতি-পক্ষে যেন সুকুমার রেণু।
মুখে কি সুরভি-শ্বাস। মরি কি সুন্দর
এলায়ে পড়েছে কেশ যামিনী-বরণ।
কণ্ঠস্বরে আহা কিবা সঙ্গীত উথলে,
মধুর লাবণ্য ক্ষরে প্রত্যেক গতিতে!
উনিই আমার যোগ্য হৃদয়-ঈশ্বরী
ওঁরেই করিব আমি অর্দ্ধ-অঙ্গ-ভাগী।

পাত্রমিত্রগণ। সত্য বটে হেন রূপ দেখি নাই কভু,
গুণেতেও অতুলনা হেন মনে লয়।

রাজকুমার। মোহিনি ললনে ওগো অপ্সর-কুমারি!
পঙ্কজ-মুকুল সম ও তব কপোলে
লজ্জার রক্তিম-রাগ ঈষৎ বিকাশে!
পূর্ব্ব-জন্মে পুণ্য যাহা করেছি সঞ্চয়
তাহারই সুফল এই কহিনু তোমারে।
তাহারি কারণে দুই বিভিন্ন অদৃষ্ট
এক সূত্রে, এক গ্রন্থে, হতেছে বন্ধন।
এখনো বিমুক্ত আমি—দাও অভিমতি—
যখন বসিব ওগো পিতৃ-সিংহাসনে
তুমিও বসিবে তাহে হয়ে রাজরাণী।

দামিনী। কি ক'রে হইবে তাহা রাজপুত্র ওগো!
জাতিতে পৃথক্ মোরা—দূর-দেশবাসী,
আকাশ-পাতাল-ভেদ আমা-তোমা-সনে।
অপ্সর-প্রদেশে জন্ম, জাতিতে অপ্সরা,
রজত-গিরি-রাজা যিনি তাঁহারি দুহিতা।
কেমনে মিলিব বল মর্ত্ত্য রাজা সনে,
অধঃপাত হবে, মান খোয়াব তা হ'লে।
অতএব রাজপুত্র! করি অনুনয়
দাও ছেড়ে, যাই চ'লে পিতার আলয়।

রাজকুমার। তা হবে না, তা হবে না, হৃদয়-রতন!
পৃথিবীতে আছে যত সুন্দর সামগ্রী
তা সবার তুমি যে গো অমূল্য সমষ্টি।
জীবন যায় বা যদি তাহাও স্বীকার,
তোমা সম রত্ন তবু ছাড়িব না কভু।
করিও না পরিতাপ প্রাণ-প্রিয়তমা
হৃদয়ে রাখিতে তোমা নিতান্ত বাসনা।

(হস্তগ্রহণ)

প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত।

(প্রথম ও দ্বিতীয় অঙ্কের ব্যবধান-কাল-মধ্যে দামিনীর সহিত রাজকুমারের বিবাহ—দামিনী গর্ভবতী ও শত্রু-সৈন্য কর্ত্তৃক পাঞ্চালদেশ আক্রমণ)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

পাঞ্চাল-রাজার প্রাসাদ-শালা।

(মন্ত্রিগণ-পরিবৃত রাজা আসীন)

রাজা। পাত্র মিত্র মন্ত্রিগণ! তোমরা সকলে
যুদ্ধ-বিদ্যা-বিশারদ—কর অবধান!
উজীনের লোক আসি পাঞ্চাল-সীমায়
করিয়াছে আক্রমণ—আজ্ঞা এই মোর,
সৈন্যগণ-নেতা হয়ে কুমার সুধন্ব
এখনি করুন্ যাত্রা অরাতি-বিরুদ্ধে।
করিবে নির্ম্মূল যেন না ফেরে কেহই
দোসর-নিধন-বার্ত্তা দিতে নিজ দেশে।

[রাজার প্রস্থান।

(রাজকুমারের প্রবেশ)

১ম মন্ত্রী। সিংহ-রাজ-সম রাজকুমার মহান্!
তুচ্ছিয়া শকতি তব শত্রু দুঃসাহসী
উড়ায়েছে এই রাজ্যে বিদ্রোহ-পতাকা।
আমাদের প্রভু তব পূজনীয় পিতা
মোরে পাঠায়েছে তেঁই বলিতে তোমায়
তাঁর আজ্ঞা এই—যেন হয়ে সৈন্য-নেতা
এই দণ্ডে শত্রুকুলে করহ নির্ম্মূল।

রাজকুমার। রাজাজ্ঞা এখনি আমি করিব পালন।
অশ্ব গজ পদাতিক করহ প্রস্তুত।
যুদ্ধ-আয়োজন-সজ্জা কর বিধিমতে,
মুহূর্ত্ত বিলম্ব কভু করিব না হেথা।

[মন্ত্রিগণের প্রস্থান।

(দামিনীর প্রবেশ)

রাজকুমার। সুচারু শশাঙ্ক-সম ভবিষ্য-মহিষি!
এমনি সৌন্দর্য্য তব—নাহি প্রয়োজন
মণি-মুক্তা-অলঙ্কারে ভূষিতে শরীর,
প্রত্যেক গতিতে তব এমনি লাবণ্য—
বায়ুভরে মৃদুমন্দ দোলে যে পদ্মিনী
সেও হার মানে—এবে শোন মোর কথা।
কর্ত্তব্যের অনুরোধে অরাতি-বিরুদ্ধে
যাইতেছি হেথা হ'তে, কোরো না বিলাপ,
সহচরীগণ-মাঝে মনের আনন্দে
নিরাপদে থাক প্রিয়ে প্রাসাদ-ভিতরে।
দামিনী। হা নাথ! বুঝি বা এবে হয়েছ বিস্মৃত
আমি যে মানব নহি, জাতিতে অপ্সরা—
ফেলে গেলে হেথা মোরে, কার পানে চাব?
কার মুখ হেরি পাব সান্ত্বনা আরাম?
তা হবে না ওগো নাথ, ছাড়িব না কভু,
যেথায় যাইবে তুমি আমিও যাইব,
তাড়াইলে পদ তব ধরিব জড়ায়ে।
নিষ্ঠুর সোয়ামি ওগো! এই কি সময়?
গর্ভে ধরিয়াছি তব প্রিয়তম সুতে—
এ সময়ে তুমি নাথ ত্যজিবে আমারে?
নিতান্ত যাইবে যদি—একটু দাঁড়াও,
আঁখি-ভরে দেখে লই জনমের তরে।
চ'লে যদি যাও নাথ আমায় ফেলিয়ে
কি আগুন নিদারুণ জ্বলিবে এ হৃদে!
শতবার পুড়ে যদি বিশ্ব হয় খাক্‌,
শীতল সে অগ্নি তবু মোর জ্বালা কাছে।
মরিলেই ভাল ছিল—কেন না মরিনু?
প্রাণ হ'ল ওষ্ঠাগত—বদ্ধ হ'ল বাক্‌—

(ক্রন্দন)

রাজকুমার। উপায় নাহিক প্রিয়ে, মুছ অশ্রুধার,
হাসি-মুখে দাও প্রিয়ে, আমারে বিদায়।
কোরো না বিলাপ—করি শত্রুদলে জয়
মুহূর্ত্তে ফিরিব আমি যুদ্ধক্ষেত্র হ'তে।
যত দিন আমি প্রিয়ে না আসি স্বদেশে,
ইষ্টদেবে পূজা দিও আমার উদ্দেশে।
দামিনী। এস এস মৃত্যু মোরে লও দয়া করি,
দুঃখভার হ'তে মোরে মুক্ত কর আসি।
হৃদয়ে হৃদয় মোর পড়িছে ঢলিয়া
—বৃক্ষ হ'তে পক্ক ফল পড়ে যথা খসি।

(পালঙ্কে মূর্চ্ছিত হইয়া পতন)

(পতাকাধারী ও সেনা-নায়কগণ-সমভিব্যাহারে মন্ত্রিগণের প্রবেশ)

প্রথম মন্ত্রী। প্রস্তুত সকলি প্রভু শাস্ত্র-বিধিমতে।
সুসজ্জিত সৈন্যগণ যুদ্ধ-যাত্রা তরে
বড়ই অধৈর্য্য—প্রভু চল ত্বরা করি,
লয়ে যাও তাহাদের যুদ্ধক্ষেত্র-মুখে।
রাজকুমার। সুভীষণ সৈন্যদল—শত শত বীর—
পদভরে যার ধরা আমূল কম্পিত,
হেন সৈন্য-দল-নেতা কে না হ'তে চায়?
আগমন-বার্ত্তা মম ঘুষুক কামান।

(দামিনীর প্রতি)

বিদায় হই গো প্রিয়ে—ফিরিব ত্বরায়!
হৃদি হ'তে ওষ্ঠে শ্বাস আসিতে যে দেরী—
তার আগে আমি পুন দেখিব তোমায়।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

জঙ্গলে সেনা-নিবেশ

(সেনানায়কগণ ও মন্ত্রিগণ-পরিবেষ্টিত রাজকুমার)

১ম মন্ত্রী। সুসংবাদ আনিয়াছি প্রভু-সন্নিধানে।
যে দিন করেছ প্রভু যুদ্ধ-যাত্রা হেথা,
যে ফুল এসেছ ফেলি, হয়েছে প্রফুল্ল—
রাজবালা করেছেন সন্তান প্রসব।
বহুমূল্য নবরত্ন-সম মনোহর,
বিপদ আপদ হতে মুক্ত একেবারে।
রাজকুমার। মিত্রগণ! এ সংবাদে হলেম প্রসন্ন,
কৃতজ্ঞ-প্রসাদ লও—রাখিলাম নাম
মঙ্গল * তাহার, এবে তোমাদের হাতে
যাই সঁপি পুত্র-দারা বিশ্বাসের তরে।

[প্রস্থান।

---

* মূলে মং—কিয়াউ।

তৃতীয় দৃশ্য

পাঞ্চাল-রাজপ্রসাদ-শালা

রাজা। সুবিশ্বস্ত বন্ধুগণ! পড়িলে বিপাকে
যাহাদের সুবুদ্ধির লই গো আশ্রয়—
কর অবধান—আমি হীরক-পালঙ্কে
আছি শুয়ে, দেখিলাম শত শত অসি
নিষ্কোষিত সমুদ্যত জিহ্বা লকলকি
চকিতে চপলা সম চমকে চৌদিকে।
দেখিলাম আরো, মম অস্ত্র তিন পাকে
অজগর সম আছে জড়ায়ে প্রাচীরে।
মোহক দৈবজ্ঞে এবে আনো ত্বরা করি,
কি সূচনা করিতেছে, বলুক গণিয়া।

[মন্ত্রিগণের প্রস্থান।

(মোহক দৈবজ্ঞকে লইয়া পুনঃপ্রবেশ)

মোহক। (স্বগত) সুঘটনা বলি এরে—
হয়েছে সুযোগ।
উদ্ধত সে রাজপুত্র আমার উপরে
বরিষেছে নানাবিধ অপমান-রাশি,
প্রতিশোধ দিতে তার এই তো সময়।
স্ত্রীকে নাকি রাজপুত্র বড় ভালবাসে?
সুদ-শুদ্ধ আমি এবে করিব আদায়
হরি তার প্রাণ। (প্রকাশ্যে) এবে শোন
মহারাজ!
দাসেরে করিবে মাপ, সত্য-অনুরোধে
শুনিতে যদ্যপি হয় অপ্রিয় সংবাদ।
তব স্বপ্ন সূচে যাহা শোন গো রাজন্—
চক্রান্ত করিবে শত্রু তোমার বিরুদ্ধে,
পদে পদে বিপদ ঘটিবে ক্রমাগত,
অবশেষে মৃত্যু আসি গ্রাসিবে রাজন।
রাজা। সত্যই কি হবে হেন? নাহি কি উপায়
খণ্ডিতে অশুভ এই, আচার্য্যমশায়?
মোহক। একটি উপায় আছে, শুন গো রাজন্—
কঠোর অদৃষ্ট তাহা করিছে আদেশ।
শত শত মৃগ ছাগ কালিকা * মন্দিরে
বলিদান দাও—আর সকলের শেষে
দিতে হবে বলি প্রভু দামিনীবালারে।
রাজা। বৃথায় সংগ্রাম করা অদৃষ্টের সনে।

ভীষণ বিপত্তি এই খণ্ডিবার তরে
যে পণ চাহিবে তাহা দিতে হবে মোর।
অতএব বলি-তরে কর আয়োজন,
বানাও মন্দির এক কনক-মণ্ডিত,
তাহার মাঝারে দিব্য যজ্ঞবেদী এক;
কালিকা-দেবীরে তাহে করহ স্থাপন।
তার পর রূপবতী অপ্সরা-দুহিতা
আমাদের বধূমাতা যাইবেন সেথা।

[প্রস্থান।

৪র্থ দৃশ্য

পাঞ্চাল-রাজপ্রাসাদে রাজকুমারী
দামিনীর ঘর

(রাজকুমারী নবকুমারকে ক্রোড়ে লইয়া পালঙ্কে
আসীনা—মন্ত্রিগণের প্রবেশ)

মন্ত্রিগণ। আইলাম রাজাজ্ঞায় তোমার নিকটে;
কুসংবাদ আছে এক—বলিতে ডরাই।
প্রভুর আদেশ এই—শোন রাজবালা,
বলিদান হবে তব কালিকা-মন্দিরে।
দামিনী। শুনিতে তো ভুলি নাই? অথবা নিশ্চয়
হইয়াছে ভ্রম তব—এ কি কভু হয়?
তিনি যে বাসেন ভাল প্রাণের সমান,
পারেন কি দিতে মোর মরণ আদেশ?
মন্ত্রিগণ। হা! রাজকুমারী ওগো। রাজ-আজ্ঞা যাহা
ঠিক বলিয়াছি মোরা—নাহি তাহে ভুল।
দামিনী। এ কি দশা হ'ল মোর! এ দুখ আমার—
অসীম জলধি চেয়ে অপার অগাধ।
অভাগা পত্নীরে তাঁর ভ্রূক্ষেপ না করি
চলিয়া গেলেন নাথ যুদ্ধক্ষেত্র-মাঝে,
আজ্ঞা হ'ল এবে মোর মরণের তরে।
—আর তো নাথেরে কভু পাব না দেখিতে।
(ক্রন্দন)
না জানি গো, পূর্ব্বজন্মে কি করেছি পাপ,
তারি তরে ভুগিতেছি এ ঘোর বিপত্তি।
অপ্সরা-কুমারী হয়ে কি-কুক্ষণে আমি
আইলাম মর্ত্ত্য দেশে মরিবার তরে।
(সন্তানের প্রতি)
নির্দ্দোষের প্রতিমূর্ত্তি হৃদয়-রঞ্জন!
জন্মশোধ হৃদে ধরি আয় বাছা তোরে।

* [illegible] দীননাথ—রাজাদিগের ভাগ্যের উপর এই দেবতার বিশেষ প্রভাব।

আয়ে! আয় বুকে ঘেঁসি—জুড়াক্ হৃদয়!
প্রকৃতির শুভ্র উৎস মাতৃস্তন হ'তে
পান কর্ বাছা এই শেষ বার তরে।
কেমনে ছাড়িব তোরে?—জনকেরে তোর?
কি যে জ্বালা জলে হৃদে বলিব কেমনে,
বিধাতা গো, কেন এত আমা'পরে বাম?
এত কেন ষড়যন্ত্র অবলা-বিরুদ্ধে?
আমি যে বাসি গো ভাল প্রাণের সমান
স্বামি-পুত্র-ধনে, বল, কেমনে এখন
ছাড়িয়া উভয়ে যাই ফিরিয়া স্বদেশে
একটি না দিয়া শেষ-বিদায়-চুম্বন?
কেঁদ না কেঁদ না বাছা—যাইবার আগে
পূর্ণ বক্ষ হতে দুধ গালিয়া পাত্রেতে,
তোর তরে আমি বাছা যাইব রাখিয়া।
যে ফুলে মালিকা গাঁথি পরি গো খোঁপায়—
তা চেয়ে সুন্দরতর আমার যে নাথ,
আসিবেন ফিরি যবে—বলিবেন আর,
"কোথায় দামিনী মোর"—বলিস্ তাঁহারে,
তাঁরি তরে সহিলাম এ সব যন্ত্রণা।
তো-হ'তে ছিনিয়া বাছা যেতে এবে হবে।
ঐ দেখ্ মেঘরাশি জমেছে আকাশে,
বহু দূর পথ আর, রয়েছে সম্মুখে।
পরিয়া আবার সেই পরী-পরিচ্ছদ,
দীর্ঘ পক্ষ বিস্তারিয়া আবার সেরূপ,
উধাও উড়িব পুনঃ সেই শূন্য-মাঝে,
ইন্দ্রধনু-রঙ্গে যাহা রঞ্জিত কেমন!
মৃদুমন্দ অনিলের কোমল পরশে
দুই ফাঁক হবে সেই মেঘ-যবনিকা,
প্রবেশিব তার মাঝে আমি ধীরে ধীরে।
(বাদ্যকরদিগের প্রতি জনান্তিকে)
ঊর্দ্ধগতি হয়ে যবে উঠিব আকাশে,
কোমল সঙ্গীত যেন চরে মোর সাথে।
বিদায় লই রে বাছা এই শেষ বার—
তুমিও দাও গো নাথ অন্তিম বিদায়।
একবার আসি যদি হেথা প্রাণনাথ
বিদায়-চুম্বন মোর করিতে গ্রহণ,
কি সুখের হ'ত আহা—না চলে চরণ,
থাকিলেও মৃত্যু হেথা, কি করি এখন।
(প্রস্থান—ধীরে ধীরে যাত্রা ও তিন তিন বার
ফিরিয়া আসিয়া পুত্রকে চুম্বন)

পঞ্চদশ দৃশ্য

অরণ্যমাঝে সন্ন্যাসীর আশ্রম।

(সন্ন্যাসী ও দামিনীর প্রবেশ)

সন্ন্যাসী। কে তুমি গো অনুপম রূপসী-ললনা।
প্রকোষ্ঠে বলয় শোভে, কণ্ঠে স্বর্ণহার,
মুক্তা-মালা দিয়া গাঁথা কৃষ্ণ কেশপাশ
লুব্ধ আঁখি একবার হেরিলে ও-রূপ—
ফিরিতে না চায় আর—ফেলে না পলক।
কোন্ স্বর্গধাম হ'তে বল গো রূপসী
নামিলে মরত দেশে? নিষ্ঠুর অদৃষ্ট
কেন বা আশ্রম-মাঝে আনিল তোমায়?
নৃশংস পতির কোপ এড়াইতে কি গো
ভ্রমিতেছ পলাইয়া—কিম্বা অভাগিনী
রাজপুত্রী কোন, জয়ী পিতৃশত্রু হ'তে
প্রাণভয়ে পলাইয়া এসেছ হেথায়?
সত্য বল, মোরে বাছা, নাহি কোন ভয়।
দামিনী। তোমারে বলিব পিতঃ সমস্ত খুলিয়া
আমার এ জীবনের দুখের কাহিনী
শোন তবে প্রভু, আমি বিবাহিতা নারী,
রাজপুত্র স্বামী মোর, প্রাণ হ'তে প্রিয়,
যৌবরাজ্যে শীঘ্র তাঁর হবে অভিষেক;
দেশবৈরী যুঝিবারে যেতে হ'ল তাঁরে,
আমি রহিলাম পড়ি—পতি নাই ঘরে—
মহারাজ পিতা তাঁর, পরামর্শ পেয়ে
কু-লোকের, আদেশিলা মম বলিদান
কালিকা-সমীপে, তাই বাঁচাইতে প্রাণ
যাইতেছি পলাইয়া—তাই তব দ্বারে।
রাজপুত্র স্বামী মোর শুনিবেন যবে
আমি নিরুদ্দেশ, তিনি তখনি আমার
সন্ধান করিতে ধ্রুব আসিবেন পিছে।
খুঁজিতে খুঁজিতে যবে আসিবেন হেথা,
দিও তাঁরে অঙ্গুরীটি ওগো তপোধন!
আরো দিও মন্ত্র-পড়া এ শিকড়টুকু,
বিপদ সম্পদে নাথে রক্ষিবে সতত।
সন্ন্যাসী। আচ্ছা, দিব বাছা—কিন্তু যাইবার আগে
ব'লে যাও কোন্ পথে বলিব যাইতে।
দামিনী। প্রথমেতে এক দানা প্রচণ্ড ভীষণ,
অরণ্য-গভীরে তাঁর বিরোধিবে পথ,
—জটিল অরণ্য-মাঝে পড়ি আটকিয়া

বাহিরিতে করিবেন বহু যোঝাযুঝি।
এ ফাঁড়া কাটিলে, উষ্ণ দ্রব ধাতু-স্রোত
পুন আটকিবে পথ, তার মধ্য হ'তে
ভীম সর্পদৈত্য এক তুলিবেক ফণা,
পা দিয়া তাহারে যেন করেন দলন।
হয়ে পরাভূত দৈত্য, যন্ত্রণার দায়ে
এলাইয়া থাক, হবে সটান বিস্তৃত—
সেই সেতু দিয়া নাথ যাবেন অক্লেশে।
দেখিতে পাবেন শেষে সাম্রোক-যুগল,
শিমুল বৃক্ষেতে বসি আছে উচ্চদেশে,
খাদ্যের সন্ধানে তারা পিতার প্রাসাদে
আসে প্রতিদিন; নাথে বোলো তপোধন
এই সব কথা যাহা কহিনু তোমায়।

সন্ন্যাসী। কোরো না সন্দেহ বাছা কহিব তাঁহারে।

দামিনী। বিদায় হই গো—লহ কৃতজ্ঞ-প্রণাম।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

রজত-গিরি-রাজের প্রাসাদ

(রাজা আসীন—কোমল বাদ্যের সহিত
দামিনীর প্রবেশ)

রাজা। এ কি! দেখি পুনঃ কি রে আমার দামিনী?
বল বাছা বল বল বন্দী ছিলে যবে
মর্ত্ত্যমাঝে, কি উপায়ে পলাইলে হেথা?

দামিনী। পিতা ওগো! পূর্ব্বজন্মে করেছি সুকৃতি
পাঞ্চাল-কুমার-সাথে একত্র মিলিয়া,
তাই বুঝি এ জনমে বিধির বিধানে
ভাগ্যবতী পত্নী হ'নু সুধন্য রাজার।
কিন্তু সুখ ক্ষণস্থায়ী—বীরশ্রেষ্ঠ স্বামী
দেশবৈরী নাশিবারে গেলা ফেলি মোরে।
স্বামীর আশ্রয়-ছায়া হারালাম যেই—
রাজা তাঁর পিতা, শুনি কুলোকের বাণী,
কালী-কাছে বলি মোর করিলা আদেশ।
এই কথা শুনি আমি, সময় বুঝিয়া
পলায়ে এলাম হেথা শ্রীচরণ-তলে।

রাজা। পাত্র মিত্র অনুচর! করহ প্রস্তুত
কুমারীর থাকিবার যোগ্য আয়োজন।
দাস-দাসী একদল কর নিয়োজিত,
কটাক্ষে পালয়ে যেন উহার আদেশ।

মন্ত্রিগণ। রাজ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিলাম সবে।

[প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য

পাঞ্চাল-প্রাসাদের বহিঃপ্রাঙ্গণ

(পরিচারিকাগণের নেতা হইয়া মালার প্রবেশ)

মালা। ওলো সহচরি তোরা! শোন্ বলি কথা,
জয়ী রাজপুত্র দেশে এসেছেন ফিরি,
গুয়া-পান আর ভাল খাবার করিয়া
আয় গিয়া ভেট দেই তাঁর পদতলে।

(সেনানায়কগণ সমভিব্যাহারে রাজকুমারের প্রবেশ)

রাজকুমার। দমনিয়া শত্রুদলে অতুল প্রতাপে,
প্রতিমুহু ভাবিতেছি কখন্ আবার
হেরিব নয়নে মোর প্রাণের দামিনী
এস এস মালা এস—কিন্তু এ কিরূপ?
তোমাদের কর্ত্রীরাণী সকলের শেষে
আসিবেন কি গো হেথা ভেটিতে পতিরে?
কে করেছে বন্দী তাঁরে প্রাসাদ-প্রাচীরে?
"মঙ্গল" কুমার মোর সেই বা কোথায়?
পিতৃকোলে ঝাঁপাইতে কাঁদিছে না কি সে?
কিন্তু কেন ম্লান এত হেরি তোমা মালা?
এলায়ে পড়েছে কেশ কেন অযতনে?

মালা। প্রস্তুত হও গো প্রভু শুনিবার তরে
অশুভ সংবাদ এক—গেছ চলি যেই,
কয়েক ব্রাহ্মণ দুষ্ট, চক্রান্ত করিয়া
মহারাজে ব'লে ক'য়ে কালিকা-সমীপে
রাজকুমারীর বলি করেন সুস্থির।
এ সংবাদ শুনি তিনি—পক্ষ বিস্তারিয়া
গিয়াছেন পলাইয়া জনমের তরে।

রাজকুমার। বল বল মালা ওগো—পলালে দামিনী
পুত্রের কি দশা হ'ল, বল ত্বরা করি।

মালা। দূষো না রাণীরে প্রভু, অতি অনিচ্ছায়
গিয়াছেন চলি, যথা নব-পক্ষ-ধারী
পক্ষীর শাবক অল্প উড়ি পক্ষভরে
বহুক্ষণ একস্থানে করে ঝটাপটি—
সেইরূপ তিনি প্রভু "যাব কি না যাব"

এইভাবে বহুক্ষণ ছিলেন হেথায়।
অবশেষে পাত্র ভরি' নিজ স্তন্য-নীরে,
মিশায়ে তাহার সাথে অশ্রু-বিন্দুচয়
—দ্রব-মুক্তা ফল-সম—উধাও হইয়া
সুদূর আকাশে তিনি হ'লেন অদৃশ্য।
মোরা রহিলাম যারা পিছনে পড়িয়া,
পালিলাম শিশুটিকে করিয়া যতন।
সে অবধি বরাবর, স্বর্ণ-দোলা' পরে
শিশুটি ঘুমায় যবে—থাকি মোরা জাগি।

রাজকুমার। শোন বীরগণ! সবে কর অবধান:—
দুর্দ্দান্ত অরাতিদল আক্রমিয়া যবে
যুদ্ধানল জ্বালাইল সমস্ত পাঞ্চালে,
করিলাম যাত্রা আমি তোমাদের সাথে
স্বদেশ-রক্ষার তরে—সেই অবকাশে
পরামর্শ পেয়ে রাজা ধূর্ত্ত দৈবকের,
করিলেন দামিনীর মরণ আদেশ
নিতান্ত অন্যায়রূপে—নিশ্চয় এ কথা
প্রবাদ-আকারে লোকে ঘোষিবে জগতে।
শতবার পৃথ্বী যদি হয় গো বিনষ্ট,
এ কথা তবু না কভু হবে তিরোহিত।
স্বর্গের বিহঙ্গী-সম আহা সে রূপসী
অযোগ্য মরতে ত্যজি গেছেন উড়িয়া।
যাইব সন্ধানে তাঁর, যা থাকে অদৃষ্টে।
ব্রহ্মাণ্ড হউক ধ্বংস শত শত বার,
পারিবে না টলাইতে এ মোর সঙ্কল্প।
সাজো সবে সৈন্যগণ—বাজাও দুন্দুভি,
সসৈন্যে যাইব আমি প্রিয়ার উদ্দেশে।
বল গিয়া মহারাজে, যত দিন আমি
দামিনীরে নাহি পাই, ফিরিব না দেশে।

[প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য

সন্ন্যাসীর আশ্রম

(সন্ন্যাসীর প্রবেশ)

সন্ন্যাসী। কি হেতু বিষম এই সৈন্য-কোলাহল?
একি দেখি! চতুরঙ্গ ভীম সৈন্যদল
অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত আসিছে এদিকে,
মুহুর্মুহু কাঁপে ধরা তারি পদ-ভরে।

(রাজকুমারের প্রবেশ)

সন্ন্যাসী। মহাবল-পরাক্রান্ত হে রাজকুমার!
কোন্ দূরদেশ হ'তে, কিসের উদ্দেশে
সসৈন্যে হইল তব হেথা আগমন?

রাজকুমার। পাঞ্চাল-রাজার পুত্র আমি গুরুদেব!
সুধন্বনামেতে খ্যাত, একবার যবে
শত্রু নিধনিতে যাই স্বদেশ ছাড়িয়া,
মহারাজ পিতা মোর দুষ্টের কথায়
দিলেন আমার স্ত্রীর মরণ-আদেশ;
সে কথা শুনিয়া সতী গেছেন পলায়ে।
প্রেম-আশা-ভরে তাই রজত-পর্ব্বতে,
দ্রুতগতি যাইতেছি প্রিয়ার উদ্দেশে।
আশ্রম-সৌন্দর্য্য হেরি হইয়া মোহিত
আইলাম তপোধন তব সন্নিধানে।

সন্ন্যাসী। দুই দিন হ'ল আজি—একটি ললনা
রূপেতে উর্ব্বশী সম—হরিণীর প্রায়
আইসে হেথায়; বলে—রাজকুমারী সে,
না জানি কি দেশ—বুঝি রজত-ভূধর।
পূর্ব্বজন্ম-ফলে তব হে রাজকুমার,
মিলন তাহার সাথে হয় সংঘটন।
কিন্তু সে সুকৃতি-ফল এবে অবসান,
তা সহ সৌভাগ্য তব—জানিবে নিশ্চয়।
বিবেচনা কর বৎস, কতটা প্রভেদ
মানব ও অপ্সরার প্রকৃতির মাঝে,
উভয়ে কেমনে বল হইবে মিলন?
প্রেমে অন্ধ হয়ে বাছা বিঘ্নপূর্ণ পথে
যাইতেছ বহু কষ্টে,—কিন্তু কিবা ফল?
—বিবেচনা করি দেখ তুমি রাজকুমার!
রূপে গুণে অনুপম এমন যুবক,
তোমার উচিত করা বিবাহ সত্বর
অপর রূপসী কোন, উমার সমান।
সুবুদ্ধির কাজ কর,—ত্যজি তার আশা
এই বেলা যাও ফিরি আপনার দেশে।

রাজকুমার। আমার হিতের তরে যে কথা বলিলে তুমি
তোমা-হেন ঋষি-মুখে শোভা পায় ভালো,
কিন্তু মুহূর্ত্তের তরে আমি, তপোধন!
তাহার সন্ধানে কভু হব না বিরত।
স্বর্গ মর্ত্ত্য যদি গো বা রসাতলে যায়,
ইন্দ্রদেব হানে যদি বজ্র মম শিরে,

অদমিত তবু আমি খুঁজিব প্রিয়ায় ।
রেখো না আটকি' মোরে ওগো তপোধন,
ব'লে দাও কোন্ পথে গিয়াছেন প্রিয়া ।

সন্ন্যাসী। যাবে যদি যাও তবে—কিন্তু গো কুমার,
যাইবার আগে লও অঙ্গুরীটি এই—
দিয়াছেন প্রিয়া তব—আর এই শিকড়,
নির্বিঘ্ন করিবে তোমা বিঘ্নময় পথে,
পূর্ণ করিবেক তব সর্ব্ব মনোরথ ।
বহু দূর পথ তব—পথের মাঝারে
ভীষণ দৈত্যের হাতে পড়িবে প্রথম,
তার পরে পাবে এক অরণ্য দুর্গম ।
শেষে দ্রব ধাতু-স্রোত পাইবে গো পথে,
সর্প দৈত্য এক যেথা রহে অবিরাম ।
এ সমস্ত বিঘ্ন হ'তে হইলে গো পার,
বহুদূরে নেহারিবে শিমুলের গাছে—
সাম্রোক-যুগল এক । উড়িলে তাহারা,
অনুসরি গতি তার পাবে সেই গিরি ।
শুনেছি এ সব কথা দামিনীর কাছে,
করিল সে অনুনয় তোমারে বলিতে ।
যাও তবে বৎস এবে করি আশীর্ব্বাদ,
সিদ্ধ হোক্ মনোরথ—পূর্ণ হোক্ আশ ।

রাজকুমার। প্রণাম লও গো পিতঃ—হইনু বিদায় ।

[প্রস্থান ।

—

নবম দৃশ্য

ঘোর তমসাবৃত অরণ্য

বটবৃক্ষতলে রাজকুমারের অবস্থান

(একটা দৈত্যের প্রবেশ)

দৈত্য। এই তো হেথায় আমি ; দৈত্য মোর সম
ভীম-দরশন কেবা ?—হয়েছে সময়,
যাব এবে হিমালয়—অরণ্যের মাঝে—

(বাদ্যকরদিগের প্রতি)

বাজা, তোরা বীর-বাদ্য দুন্দুভি-দামামা,
তোল্ খুব গণ্ডগোল—আকাশ ছাইয়া,
পড়িবে সকল চোখ তবে আমা'পরে ।
সূর্য্যের সহস্র রশ্মি কেন্দ্রীভূত হয়ে
যেন রে আমার শিরে হয়েছে পতিত ।

(রাজকুমারকে দেখিয়া)

হা হা বেশ বেশ !—গন্ধ পাই মানুষের ।
বড় ভোজ জুটে গেছে, বড় মজা আজ ।

(রাজকুমারের নিকট গমন—ঘোর বাদ্য)

রাজকুমার। (উঠিয়া) হতভাগা দৈত্য ওরে !
স্পর্দ্ধা এত তোর ?
সূর্য্যবংশ-অবতংস বীরের সহিত
আসিস যুঝিতে তুই—নাহি প্রাণে ভয় ?
হীরক-ভূষিত এই স্বর্ণ-বাণ দিয়া
অপদার্থ প্রাণ তোর হরিব এখনি !

(বাণ দ্বারা দৈত্যকে হনন—বিজয়-ভেরীর ঘোর রোল—রাজকুমারের অগ্রসর হওন ও অরণ্যের বংশবনে তাঁহার আটক)

পারি না, পারি না আর—অবসন্ন দেহ,
যে দিকে ফিরি না কেন লতিকার জাল
দুর্গম জটিল—মোর আটকিছে গতি ।
—হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই মহামন্ত্র শিকড়ের গুণ
পরীক্ষা করি না কেন, এই তো সময় ।

(শিকড়ের গুণে বন হইতে নির্গত হইয়া অগ্রসর)

রজত-গিরির ওগো অপ্সরা-রূপসী !
কি কষ্ট না সহিতেছি তোমার কারণে !
পর্ব্বত-পথে যাই, কিম্বা বনমাঝে,
দৈত্য কিম্বা হিংস্র ব্যাঘ্রে নাহি করি ভয় ;
অমূল্য রতন ওগো, তোমারি কারণে—
প্রেমাধীন দাস তব যুঝিছে নিয়ত ।

(তপ্ত দ্রব ধাতু-স্রোতের নিকট আগমন)

ও কি দেখি হোথা ? তপ্ত দ্রব ধাতু-নদী
ফুটিতেছে টগবগি, তার মধ্য হ'তে
ভীম সর্প-দৈত্য এক তুলিয়া মস্তক
হাঁ করি আমার পানে রয়েছে তাকায়ে ।
—শিকড়টি পুনর্ব্বার করি গো বাহির,
সে ঔষধি-গুণে, দৈত্য-পৃষ্ঠ মাড়াইয়া
নির্ব্বিঘ্নে তরিব এই ভয়ঙ্কর নদী ।

(দৈত্য-পৃষ্ঠে নদী পার হইয়া শিমুল বৃক্ষতলে আগমন—বৃক্ষোপরি সাম্রোক পক্ষি-যুগল)

স্ত্রী-সাম্রোক। প্রিয়তম ভাই ওগো ! জনম অবধি
একত্র রয়েছি—কভু হইনি পৃথক্,
এক বাসা-মাঝে দোঁহে আছি চিরকাল,
—খাদ্য অন্বেষণে বল কোথা আজ যাই ?

পুরুষ-সাম্রোক। জান না কি তুমি বোন্,
ধর্ম্মরাজ-বালা—
দামিনীসুন্দরী গৃহে এসেছেন ফিরি?
সেই উপলক্ষে বোন্ অপ্সরা-প্রাসাদে
রাজকীয় মহাভোজ বসিবে আজিকে।
অতএব যাই চল রজত-ভূধরে,
সে ভোজের অংশভাগী হব মোরা দোঁহে।

(রাজকুমার নিজ শরীরের উপর মন্ত্র-পড়া শিকড়চূর্ণ ছড়াইয়া অদৃশ্য হইলেন ও একটি সাম্রোকের পৃষ্ঠে উপবেশন করিলেন—সাম্রোকদ্বয় উড্ডীয়মান)

দশম দৃশ্য

রজত-গিরির প্রাসাদ-প্রাঙ্গণস্থ কূপ।

(সাত জন পরিচারিকার জল উত্তোলন—রাজকুমারের প্রবেশ)

রাজকুমার। স্বর্গের দেবতা সবে—কর অবধান,
দামিনীর সঙ্গে দেখা ভাগ্যে যদি থাকে,
কোনরূপ চিহ্ন তার কর প্রদর্শন।
যদি এই সাত জন রূপসীর মাঝে
স্বর্ণকুম্ভ এক জন না পারে তুলিতে,
তবেই জানিব মম অদৃষ্ট প্রসন্ন।

(ছয় জন বালিকার কুম্ভ উত্তোলন—সপ্তম বালিকা তুলিতে অক্ষম)

সপ্তম পরিচারিকা। সুন্দর যুবক ওগো—
আইস নিকটে,
অক্ষম তুলিতে কুম্ভ দাও গো তুলিয়া।

(রাজকুমারের কুম্ভ উত্তোলন ও তন্মধ্যে অঙ্গুরী নিক্ষেপ)
[প্রস্থান।

একাদশ দৃশ্য

দামিনী রাজকুমারীর ঘর।

(সহচরী-সমভিব্যাহারে হাত ধুইতে ধুইতে কুম্ভ-মধ্যে রাজকুমারীর অঙ্গুরী দর্শন)

দামিনী। ও মা! এ কি! ও মা! এ কি!
এ কি হ'ল মোর?
উলট-পালট চিন্তা—দেহ মন দুই
অসাড় অবশ-প্রায়; প্রাণনাথ মোর
এত দিন পরে বুঝি আইলেন হেথা।
—ধন্য বীরপনা তব! কি অধ্যবসায়!
অতিক্রমি সব বাধা উতরিলা আসি
আমার নিকটে; কি না সহেছেন নাথ
আমার উদ্দেশে—তাই ভাবি মনে মনে!

(ধর্ম্মরাজের প্রবেশ)

রাজা। কেন বাছা ম্লান-মুখ দেখি গো তোমার,
বজ্রাহত লতা যেন লুণ্ঠিত ধরায়?
দামিনী। প্রিয়তম পিতা ওগো—এই অঙ্গুরীয়
অঙ্গুলি হইতে আমি ছাড়িনি কখন,—
সাধিতে উদ্দেশ্য কিন্তু আমি একবার
খুলিয়াছিলাম উহা অঙ্গুলি হইতে।
ফিরিয়া পেলাম এবে; যেমনি গো আমি
কুম্ভমধ্যে দিছি হাত—অমনি আঙুলে
আপনি আসিল উঠি; অভ্রান্ত সূচনা
—আমার সে প্রাণনাথ এসেছেন হেথা।
মধুর বিস্ময়ে হেন হয়ে অভিভূত
অবসন্ন হ'ব তাহে আশ্চর্য্য কি পিতা?
রাজা। (অনুচরদিগের প্রতি) কূপ হ'তে কুম্ভ
এই কে আনিল বল'?
একজন পরিচারিকা। দাসীরে করিবে মাপ—
ওগো মহারাজ,
কুম্ভ উঠাইতে মোর হয়নি শকতি—
একটি যুবক ছিল কূপের নিকটে,
তাঁহার সাহায্য প্রভু, যাচিলাম আমি,
আমা হ'য়ে তবে তিনি তুলিলেন উহা।
রাজা। আনো তারে ত্বরা করি দরবার-গৃহে।
[প্রস্থান।

দ্বাদশ দৃশ্য

প্রাসাদস্থ দরবার-শালা

(সিংহাসনে রাজা আসীন—মন্ত্রিগণ-সমভিব্যাহারে রাজকুমারের প্রবেশ)

রাজা। কে তুমি যুবক ওগো—রূপ-গুণবান্,
সিংহসম সুসাহসী,—কিবা মন্ত্রবলে
আসিয়া পড়িলে এই রজত-ভূধরে?
সমস্ত খুলিয়া বল—কোরো না গোপন।

রাজকুমার। বলি শোন মহারাজ, পাঞ্চালের রাজা
—তাঁহার তনয় আমি,—উত্তরাধিকারী।
পূর্বজন্ম-সুকৃতির শুভ পুণ্যফলে
পত্নীরূপে লভি তব চারু দুহিতায়,
সে মিলনে জন্মিয়াছে পুত্ররত্ন ;
কিন্তু আমাদের সুখ অতি ক্ষণস্থায়ী।
গৃহ ছাড়ি একবার শত্রুর বিরুদ্ধে
করিয়াছিলাম যাত্রা, এহেন সময়
দুষ্টের মন্ত্রণা পেয়ে পিতা মহারাজ
করিলেন স্থির—মম প্রাণের দামিনী
কালিকা-মন্দিরে শীঘ্র হবে বলিদান।
শুনি' সে সংবাদ হায় দামিনী আমার
এসেছেন পলাইয়া তাঁর নিজ দেশে।
ধূলিকণা গণি' প্রাণে প্রেম তুলনায়
করেছিনু যাত্রা আমি তাঁহার উদ্দেশে,
পদানত তাই এবে শ্রীচরণ-তলে।
রাজা। পাত্র মিত্র মন্ত্রিগণ ! কর অবধান।
বলিছেন ইনি—মম দুহিতার প্রেমে
হইয়া চালিত এবে এসেছেন হেথা।
উচ্চ হেন পুরস্কার লভিবার তরে,
দেখাইতে হবে—প্রেম সত্য কত দূর,
আরো দিতে হবে ওঁর গুণের পরীক্ষা।
অতএব শীঘ্র আনো অস্ত্রাগার হ'তে
প্রখ্যাত ধনুক সেই, যাহার ছিলায়
ত্রিশ মণ গুরুভার ঝোলে অবিরত ;
বাঁকায় কেমনে দেখি বিদেশী যুবক।

[প্রস্থান।

ত্রয়োদশ দৃশ্য

প্রাসাদ-প্রাঙ্গণ

(রাজা, মন্ত্রিগণ এবং রাজকুমারের প্রবেশ)

প্রথম মন্ত্রী। এই লও ধনু যুবা,—রাজ-আজ্ঞা এই—
বাঁকাইয়া ধনুকের দাও গো পরীক্ষা।

(রাজকুমারের ধনুর্গ্রহণ)

রাজকুমার। এসেছে অদৃষ্ট এবে চূড়ান্ত সীমায় ;
সফল হই গো যদি বাঁকাইতে ধনু,
দামিনী আমার হবে চিরকাল তরে,
নতুবা খোয়াব মোর সর্বস্ব-ধনে।

(ধনু বাঁকাইতে চেষ্টা ও সিদ্ধিলাভ)

প্রথম মন্ত্রী। পক্ষিরাজ-পক্ষ সম সুবক্র ধনুক—
লৌহসম সুকঠিন—ইহার হস্তেতে
তৃণ যেন মহারাজ ! বাখানি যুবারে !
রাজা। পরীক্ষা এখনো কিন্তু হয় নাই শেষ।
অশ্বশালা হ'তে আনো দুষ্ট অশ্ব এক,
আর এক বন্য হস্তী যাহার মস্তকে
কঠোর অঙ্কুশ আজো হয়নি পরশ,
জ্বল-জ্বল চক্ষু দুটি ঘোষিছে যাহার
অদমিত বন্য তেজ, চড়ি তদুপরি
করুক্ দমন তারে—শুনিলে আদেশ ?
মন্ত্রিগণ। এ বিষম পরীক্ষায় আছ কি প্রস্তুত ?
রাজকুমার। ধনুকের পরীক্ষা কি হয়নি যথেষ্ট ?
আচ্ছা বেশ মহারাজ, আনো অশ্ব গজ,
কিছুতেই পিছপাও হইব না আমি।

(অশ্ব গজ আনয়ন—নাট্যশালার বাদ্যকরদিগের প্রতি)
উৎসাহ-জনন সুর ভীম বজ্রনাদে
বাজাও তোমরা,—তার প্রতিধ্বনি-রবে
চারিদিক ব্যাপি' যেন সমস্ত ধরণী
আমূল কম্পিত হয় থর-থর-থরে।

(অশিক্ষিত অশ্বের উপর আরোহণ করিয়া রঙ্গভূমির
চতুর্দ্দিকে পর্য্যটন, পরে অবরোহণ)

বন্য হস্তি-শিরে এবে করি পদার্পণ।

(হস্তীর উপর আরোহণ)

শস্ত্রযুক্ত চরণের ইঙ্গিত-নির্দ্দেশে
চলিছে যে দিকে আমি ফিরাই উহারে।

(অবতরণ)

প্রথম মন্ত্রী। (রাজার প্রতি)
এ পরীক্ষাতেও প্রভু যুবক উত্তীর্ণ।
রাজা। দুহিতা আমার যত তাদের সম্মুখে
সাত ভাঁজ যবনিকা হীরক-খচিত
করহ স্থাপন, আর তার মধ্য হ'তে
প্রত্যেকে অঙ্গুলী এক করুক বাহির,
একে একে সাবধানে ; তাহার মাঝারে
চিনিতে পারে গো যদি দামিনী-অঙ্গুলী,
তবেই জানিব আমি, যুবক নিশ্চয়
দামিনীর পাণিগ্রহে ন্যায্য অধিকারী।

(যবনিকা নিক্ষেপ, সকল রাজকুমারীর একে একে যবনিকা-মধ্য দিয়া অঙ্গুলী বাহির করণ)

রাজকুমার। স্বর্গের দেবতাগণ! হইয়া সহায়,
দয়া করি পাঠাও গো হেন নিদর্শন,
নির্ব্বাচিতে পারি যাতে প্রকৃত অঙ্গুলী।

(দামিনীর অঙ্গুলী বাহিরকরণ ও তাহার উপর একটি মধুমক্ষিকার উপবেশন)

ধ্রুব এই নিদর্শন (অঙ্গুলী গ্রহণ) এত দিন পরে।
পরশি' ও চারু হস্ত আমার শরীর
হতেছে লোমাঞ্চ ; তাই বুঝিনু গো আমি
এই নির্ব্বাচন মোর হয়েছে সফল ;
দাও এবে মহারাজ মোর পুরস্কার।

রাজা। অর্জ্জিলে সাহসী বীর নিজ গুণে আজি
পুরস্কার তব, এবে কর আলিঙ্গন।

(যবনিকার অন্তরাল হইতে দামিনীকে বাহির করিয়া সম্মুখে আনয়ন)

নেহারো পত্নীরে তব, উহার আনন
লজ্জার রক্তিম রাগে রেঙেছে কেমন!
কি আর বলিব দোঁহে—আশীর্ব্বাদ করি,
চিরজীবী হয়ে থাক, সুখে কাল হরি'।

যবনিকা-পতন

ধ্যান-ভঙ্গ

কাব্য-চিত্র—গীতিনাটিকা

ভারত-সঙ্গীতসমাজে অভিনয়ার্থ

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত

ধ্যান-ভঙ্গ

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

নন্দন-কানন

ইন্দ্র চিন্তামগ্ন

(নারদের প্রবেশ)

ইন্দ্র। আসতে আজ্ঞা হোক্ দেবর্ষি, প্রণাম হই।

নারদ। জয়োস্তু! পিতামহের নিকট কি গিয়েছিলেন দেবরাজ ?

ইন্দ্র। গিয়েছিলেম বৈ কি। তিনি যা বল্লেন, সে বড় সহজ ব্যাপার নয়।

নারদ। কেন ? তিনি কি বল্লেন ?

ইন্দ্র। তিনি বল্লেন :—

"শুন শুন পুরন্দর, তারকেরে দিনু বর,
হৈল তাই ভুবনে দুর্জ্জয়।
গাছ আরোপিয়া মাঠে, কেবা তা আপনি কাটে,
যদিও সে বিষবৃক্ষ হয়।
বরুণ পবন যম, কেহ নহে তার সম,
বিষ্ণুচক্রে নাহি তার ক্ষয়।
মহেশের পুত্র হবে, ষড়ানন নাম থোবে
তবে তার মরণ নিশ্চয়।
সেই দেব পশুপতি, তপস্বী পরম যতি,
আঁখি মেলি নাহি চায় নারী।
শঙ্করের তেজ সয়, হেন নারী কেবা হয়,
বিনা দেবী হিমন্ত-কুমারী।
চল দেব ইন্দ্ররাজ, সাধহ আমার কাজ
দেবী আছে শম্ভু-সন্নিধানে।
করাইবে ধ্যান-ভঙ্গ, হয়ে যেন এক অঙ্গ,
আরতি দিই গে ফুলবাণে॥"

নারদ। তবে, এখন মোট কথাটা এই দাঁড়াচ্ছে :— মহেশের পুত্রের নাম ষড়ানন হবে, পার্ব্বতীর গর্ভে তাঁর জন্ম হবে, পরে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে তারকের নিধন হবে।—এই না ?

ইন্দ্র। আজ্ঞা হাঁ। তা তো হবে। কিন্তু, কি ভাবচি জানেন, মহাদেবের ধ্যান-ভঙ্গ বড় সহজ ব্যাপার নয়। কন্দর্পের দর্প সেখানে খাটবে ? তা ছাড়া, মহাদেবের সাক্ষাৎই বা কি ক'রে ঘটবে ?

নারদ। সে জন্য চিন্তা নাই দেবরাজ। তার সূত্রপাত পূর্ব্ব হতেই হয়ে আছে। আমি এক বেড়াতে বেড়াতে হিমাচলে গিয়েছিলেম, সেখ গিরিরাজের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। গি পার্ব্বতীর বিবাহ সম্বন্ধে আমায় পরামর্শ জিজ্ঞ করলেন এবং তাঁকে আমার নিকট নিয়ে এ আমি দেখেই বুঝলেম, সতী দেহ ত্যাগ ক নিশ্চয়ই গিরিরাজের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছে কেন না, এমন অলৌকিক রূপলাবণ্য সৃষ্টির অসম্ভব। তাই আমি তাঁকে বল্লেম, মহাদেবই কন্যার একমাত্র উপযুক্ত পাত্র। ভাগ্য মহাদেবও সেই সময়ে হিমাচলে তপস্যা ছিলেন। তাই গিরিরাজ সুযোগ পেয়ে, আতি সৎকারে তাঁকে পরিতুষ্ট ক'রে, এই টুকু তাঁর কাছ থেকে অনুমতি পেয়েছে পার্ব্বতী কুশ-জল অর্ঘ্যাদি নিয়ে প্রতি দিন সেবা শুশ্রূষা করবেন।

ইন্দ্র। তবে তো দেখছি, পূর্ব্ব হতেই পথ অনে পরিষ্কার হয়ে আছে। এখন মদনকে সেখ পাঠালে কার্য্যসিদ্ধি হলেও হ'তে পারে।

নারদ। হাঁ, মদনকে সেখানে এখনই পাঠান, তি বিলম্ব করবেন না। আমি তবে এখন চলে

[নারদের প্রস্থা

ইন্দ্র। প্রতিহারি !

(প্রতিহারীর প্রবেশ)

ইন্দ্র। মদনকে শীঘ্র আমার নাম ক'রে এইখা ডেকে নিয়ে এসো।

প্রতিহারী। যে আজ্ঞা দেবরাজ !

[প্রতিহারীর প্রস্থান

ইন্দ্র। (স্বগত) মদন সেখানে কিছু ক'রে উঠ্‌তে পারবেন কি না, সে বিষয়ে এখনও আমার বিলক্ষণ সন্দেহ আছে। তবে চেষ্টা করতে হানি কি? এই যে মদন আস্‌ছেন। মদনের আত্মাভিমানে একটু আহুতি দেওয়া আবশ্যক, তা হ'লে আরও উৎসাহিত হবে।

(মদনের প্রবেশ)

ইন্দ্র। এসো, সখা, এসো!

মদন। দাসের প্রতি কি আদেশ?

ইন্দ্র। দেখ সখা, বাহুল্য-কথায় প্রয়োজন নাই। কোন কারণ-বশতঃ মহাদেবের ধ্যান-ভঙ্গ করা আবশ্যক হয়েছে। অতএব, এখনি তুমি হিমাচলে গিয়ে তোমার ফুল-শরে—

মদন। মহাযোগী ঘোর তপস্বী মহাদেবের ধ্যান-ভঙ্গ?—আমার পুষ্পশরাঘাতে? (মাথা চুল্‌কাইতে চুলকাইতে) দাসের প্রতি এরূপ কঠিন আদেশ কেন—

ইন্দ্র। দেখ মদন, তোমার উপরেই সমস্ত নির্ভর করছে। এ কাজ তুমি সিদ্ধ করতে না পারলে আমি বড়ই বিপদে পড়ব। আর পারবেই বা না কেন? তোমার অসাধ্য কি আছে?

মল্লার-সারং—কাওয়ালি।

কে পারে এড়াতে তব শর (ওহে মদন)
রক্ষ-যক্ষ নর-অমর গন্ধর্ব্ব-কিন্নর?

মদন। (তা যা আজ্ঞা করছেন, সে কথা বড় মিথ্যা নয়।)

ফুল-শর যে বড় মিষ্টি বিষে মাখা সুধা-বৃষ্টি
তাই মজে সব সৃষ্টি বিশ্বচরাচর।

ইন্দ্র। ব্রহ্মা আদি প্রজাপতি
কে রোধে তোমার গতি?
হোন্ না কেন মহা যতি ভোলা মহেশ্বর।

মদন। (যে আজ্ঞা।)
তব আজ্ঞা শিরোধার্য্য
সাধিব তোমার কার্য্য
(কিন্তু দেখো যেন)
হর-কোপানলে দাহ না হই পুরন্দর।

ইন্দ্র। তব বাণ অনিবার্য্য জেনো তুমি স্মর ॥ ১ ॥
এই লও সখা, আমার প্রসাদ-মাল্য গ্রহণ কর।

(কণ্ঠে মাল্য প্রদান)

মদন। (প্রণাম করিয়া) দাসের প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ। আমি একটু পরেই যাচ্ছি। আপাততঃ সখা বসন্তকে পূর্ব্বায়োজন করতে এখনি পাঠিয়ে দি।

ইন্দ্র। দেখো যেন বিলম্ব না হয়। আমরা সকল দেবতা মিলে হিমাচলের গগনে গিয়ে তোমার বিজয়-কীর্ত্তি স্বচক্ষে দেখব।—বুঝলে? আমি এখন সজ্জিত হ'তে চল্লেম।

[ইন্দ্রের প্রস্থান।

(ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া রতির প্রবেশ)

সুরট—ঝাঁপতাল।

রতি। যেও না যেও না নাথ করি গো বারণ,
এসেছি তোমার কাছে হেরি দুঃস্বপন।
সে বড় কঠিন স্থান, ব্যর্থ হবে তব বাণ,
মিছে কেন অপমান হবে গো মদন?
শঙ্কর ত্যজেছে সুখ, না হেরে নারীর মুখ,
তাই বলি হও বিমুখ, কোরো না গমন।
এই বেলা মানে মানে, চল যাই নিজ স্থানে,
বাসবেরে মুক্ত প্রাণে করি নিবেদন ॥ ২ ॥

সোহিনী—কাওয়ালী।

মদন। ধিক্ ধিক্! এ কি কথা বল সুনয়নে!
কে আছে ফুল-শর-শাসন না মানে?
কোথা আছে ঋষি-মুনি, কোথা আছে জ্ঞানী গুণী,
যে না বশ এই মোর বাণে?
মোর গতি নাহি কোন্ স্থানে?
বকুল চূত-মুকুল, বাণে আছে কত ফুল
আকুল করিয়া তোলে প্রাণে
—জলাঞ্জলি দেয় কুল-মানে।
কোমল নারী-হৃদয় যাতে তাতে পাও ভয়,
দেখো জয় করিব ঈশানে,
চকিতে ভাঙ্গিব তাঁর ধ্যানে।

রতি। সে যে গো বিষম ঠাঁই,
মায়া মোহের নাম নাই,
যোগি-হৃদি গঠিত পাষাণে,
তাই বলি যেও না সেখানে ॥ ৩ ॥

[রতি ও মদনের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

তুষারাবৃত হিমালয় পর্ব্বত

মহাদেবের আশ্রম

(ভূতগণের প্রবেশ)

ইমন-ভূপালী—একতালা।

১ জন।—উহুহু হুহুহু, হিহিহি হিহিহি, এ কি রে শীত বাপ্ রে।

২।—দুরু দুরু দুরু, গুড়ু গুড়ু গুড়ু, বুকে ধরেছে কাঁপ্ রে।

৩।—দেখ রে দাদা, গাদা গাদা বরফের চাপ্ রে।

৪।—উঁচু চূড়ো দেখে খুড়ো লেগে যায় যে তাক্ রে।

১।—উঠ্‌তে নাব্‌তে, ঘুরতে, ফিরতে লাগে যে বুকে হাঁপ্ রে।

২।—শুক্‌নো তরু, রুক্ষ মরু, নাহি সব্‌জি শাক্ রে।

৩।—প্রাণ আই-ঢাই করে যে সদাই, না শুনি শেয়াল-ডাক্ রে।

৪।—(আবার) নন্দী দাদা দেয় রে বাধা, ছাড়্‌লে একটু হাঁক্ রে।

৩।—ভোলাই জানে, কি সুখ ধ্যানে, মুদে তিনটি আঁখ রে।

১।—(ওরে!) দাদা এসে ঝট্, দেবে পটাপট্, ওসব কথা থাক্ রে।

৩।—বল্ কি করি, প্রাণে যে মরি, থাকিয়ে চুপ্-চাপ্ রে।

৪।—তড়াক্ তড়াক্ দে রে তবে লাফ, যদি চাস গায়ে তাপ্ রে॥ ৪॥

(লম্ফ-ঝম্প-সহকারে প্রস্থান।

(বসন্তের প্রবেশ)

(গাহিতে গাহিতে মন্ত্রপূত জল-সিঞ্চন, আর অমনি তুষার-কঠিন পাষাণ দৃশ্যের পরিবর্ত্তে ক্রমে ক্রমে পুষ্প-পল্লব-ভূষিত বসন্ত-শোভার আবির্ভাব)

মিশ্র-কালেংড়া—আড়খেম্‌টা।

বসন্ত। ফোট্ রে কুসুম ফোট্ রে তোরা
(মোর) মায়া-মোহন মন্তরে।
মুঞ্জরিবে শুষ্ক-তরু (এই) শৈল-মরু-প্রান্তরে।
কুঞ্জে কুঞ্জে ছাউক শৃঙ্গ, পুঞ্জে পুঞ্জে ভ্রমুক ভৃঙ্গ,
ঢালুক তান বন-বিহঙ্গ তাহে অবিশ্রান্ত রে।
মৃদুল মৃদুল ফেলিয়ে পা, আয় রে মধুর মলয়-বা,
কোমল পরশে শিহরি গা, মৃতে কর জীবন্ত রে।
ধবল বসন ত্যজিয়ে আজ, ধরিয়ে শোভন হরিত সাজ
হাস গো হাস গো ভূধর-রাজ হর্ষ-ফুল্ল-অন্তরে॥

(মন্ত্রপূত জল সিঞ্চন)

আকাশে—দেবগণ।

হের :—"দক্ষিণের দ্বার খুলি, মৃদু মন্দ গতি
ঘরের বাহির হ'ল ঋতু-কুলপতি।
লতিকার গাঁঠে গাঁঠে ফুটাইল ফুল,
পরাইল আহা কিবা পল্লব-দুকূল।
কি জানি কিসের লাগি হইয়া উদাস
ঘরের বাহির হ'ল মলয়-বাতাস।
ভয়ে ভয়ে পদার্পিয়ে, তবু পথ ভুলে
গন্ধ-মদে ঢলি পড়ে এ-ফুলে ও-ফুলে।"
তপস্বী যতেক এই শিবের আশ্রমে,
অকালে হেরিয়া মধু-ঋতু-সমাগমে,
বহু যত্নে কোন-মতে বশ করি' মন
মনো-বিকারের বেগ করে সম্বরণ॥

বসন্ত। ("ফোট্ রে কুসুম ফোট্ রে তোরা" ইত্যাদি গাহিতে গাহিতে প্রস্থান)

(আশ্রমবাসী শিবভক্ত তাপসগণের প্রবেশ)

কাশ্যপ।
এ কি হ'ল ভারদ্বাজ, মধু-ঋতু দেখি আজ
সহসা আশ্রমে আসি পশে।

ভারদ্বাজ।
তাই তো গো কাশ্যপ, ব্যর্থ দেখি জপ তপ
যোগে আর মন নাহি বসে।

বাৎস্যায়ন।
শোনো গো শাণ্ডিল্য মুনি, এই সব দেখি শুনি
তোমার মনেতে কিবা লয়?

শাণ্ডিল্য।
আর কি বল হে বাপু, আমায়ো করেছে কাবু,
এত দিন তো আছি হিমালয়।

কাশ্যপ।
ঠিক্ বলেছ শাণ্ডিল্য, তোমা সনে খুব মিল্লো,
মনটা যেন কেমন কেমন করে।

ভারদ্বাজ।
মরু-মাঝে তরু-লতা, জরা ধরে তরুণতা,
দেখে মোর বাক্য নাহি সরে।

বাৎস্যায়ন।
চূত-মুকুল নব, ছোটে কিবা সৌরভ
উপবন হ'ল যেন শৈল।

শাণ্ডিল্য।
তবে বলি খুলি প্রাণ, আজি যেন করি ঘ্রাণ
গৃহিণীর কুন্তলের তৈল।

কাশ্যপ।
কোকিলের কুহুতানে, মোরও যেন জাগে প্রাণে
ব্রাহ্মণীর সুললিত ভাষ।

ভারদ্বাজ।
মধুর মলয়-বায়, প্রাণে যেন বহে হায়,
মানিনীর আকুল নিশ্বাস।

কাশ্যপ।
ও নহে নিশ্বাস শুধু, গায়ে যেন ঢালে মধু
প্রাণটা করে একেবারে ঠাণ্ডা।

বাৎস্যায়ন।
হাওয়াটি এমন মিষ্টি, ব্রাহ্মণীর হাতের সৃষ্টি
মনে পড়ে গুড়ের সে মণ্ডা॥

ভারদ্বাজ।
থাক্ থাক্ ও পাপ-কথা, পলায়ে আইনু হেথা,
এখানেও দেখি রক্ষা নাই।

শাণ্ডিল্য।
মন যদি নাহি বসে, এখনি আসিবে বশে
এসো সবে শিব-গান গাই।

সকলে। হাঁ, সেই উত্তম কল্প।

ভৈরব—সুরফাঁকতাল।

ভব শিব শঙ্কর হর বিভূতি সাজে
করে ত্রিশূল ডমরু ধরে,
নৃত্যতি কৈলাসপতি শ্মশান-মাঝে।
শিরপরে গঙ্গা-জটা তাহে তরঙ্গ-ঘটা,
ভালে চন্দ্র-ছটা কিবা বিরাজে।
নন্দী ভৃঙ্গী সাথী, আনন্দে মাতি
তাধেই তাধেই ধেই ধেই ধেই নাচে।
ডাকিনী যত যোগিনী, নাচে ধিনিকি ধিনিনিনি
ডিমিকি ডিমিকি ডিমিডিমি ডমরু বাজে॥৬॥

(গাহিতে গাহিতে নাচিতে নাচিতে নন্দীর প্রবেশ)

কেদারা—একতালা।

নন্দী। "যোগী হে যোগী হে, কে তুমি হৃদি-আসনে,
বিভূতি-ভূষিত শুভ্র দেহ নাচিছ দিক-বসনে।
মহা আনন্দে পুলকে কায়, গঙ্গা উথলি উছলি যায়,
ভালে শিশু-শশী হাসিয়া চায়,
জটাজুট ছায় গগনে"॥ ৭॥

নন্দী। (ভক্তদের দেখিয়া) বোম্ মহাদেব!

ভক্তগণ। বোম্ মহাদেব! কোথায় যাওয়া হচ্ছে ভায়া?

নন্দী। ভোলা বাবার জন্য সমিৎ-কাষ্ঠ আহরণ করতে এসেছি।

ভক্তগণ। এসো, আমরাও তোমার সাহায্য করি।

["যোগী হে" এই গান গাহিতে গাহিতে
সকলের প্রস্থান।

আকাশে—দেবগণ।

হের :—হিমঋতু অপগমে কিন্নর-রমণী
বিশদ-অধরা হল—পাণ্ডুর-বদনী।
বিচিত্র ওদের মুখে চিত্র পত্র-লেখা
স্বেদ-বারি বিন্দু বিন্দু দিল তাহে দেখা॥

(একজন কিন্নরের প্রবেশ)

মিশ্র-পিলু—আড়খেমটা।

কিন্নর। অকালে বসন্ত আহা কার মন্ত্রে জাগিল
দুরন্ত হিমন্ত ঋতু আচম্বিতে ভাগিল।
কোয়েলা করিছে কুহু, পাপিয়া পিউ পিউ,
প্রাণ করে হু হু হু হু কোথা প্রিয়ে আয় লো॥৮॥

(কিন্নরীর প্রবেশ)

কিন্নরী। (দৌড়িয়া আসিয়া কিন্নরের হস্ত ধারণ)
এই যে আমি নাথ!
তুমি মোর মধু-ঋতু, তুমিই মকর-কেতু
না জানি অপর হেতু কে বসন্ত আনিল।

কিন্নর। এসো এসো প্রিয়ে এসো, ক'রে দিই ফুল-বেশ
ফুলে দিই বাঁধি কেশ, ফুলে ফুলে ছাই লো।

(ফুল দিয়া সজ্জিতকরণ)

(ভূতগণের গাছের আড়াল হইতে উঁকি-ঝুঁকি)

কিন্নরী। (দেখিয়া আতঙ্কে)—ও মা গো!
(পলায়ন)

কিন্নর। কি হল কি হল প্রিয়ে!
(পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবন)

(ভূতগণের প্রবেশ)

মিশ্র ভূপালী—একতালা।

১। এ কি রে ভাই! সে সব কোথায়,
আর সে বরফ নাই তো!

২। তাই তো রে ভাই
৩। তাই তো দাদা
৪। কোথায় সে সব তাই তো।
১। (এ কি রে ভাই!)
ছিল সাদা, হল সবুজ, করলে যে অবাক্।
২। (আর) ফুলের গন্ধে ফুলের গন্ধে
সারা হল যে নাক।
৩। (আর) কোকিল-ডাকে হল যে ভাই
কানটা ঝালাপালা।
৪। (হ্যাঁ ভাই?) শ্মশানে সেই ডাকতো পেঁচা
কেমন মধু ঢালা?
১। (আহা!) হুক্কা হুয়া হুক্কা হুয়া,
ডাক্‌তো কেমন শেয়াল?
২। (আর) ঘেউ ঘেউ ঘেউ, ঘেউ ঘেউ ঘেউ,
নেড়ী কুত্তার পাল?
৩। (আবার) জল্‌তো কেমন চিতায় আগুন,
কেমন সে রোশ্‌নাই?
৪। (আর) মাংস পুড়ে কেমন দাদা
গাদা হত ছাই?
১। কোনও সুখ্‌ই নাই রে দাদা (হেথা)
কোনও সুখই নাই।
২। ভদ্রলোকে আসে কি গো
এমন খারাপ ঠাঁই?
৩। আচ্ছা মোরা ভোলার পাকে
পড়েছি হেথা আটকা।
৪। (আবার) মেলে না কিছু পচা-ধসা
সবই এখানে টাটকা।
১। (আহা) শ্মশানেতে ছিনুম ভাল,
কেন এনু হেথা?
২। এখানে ভাই পাইনে দেখ্‌তে
একটা মড়ার মাথা।
৩। মাথা থাকুক দূরে দাদা
পাইনে একটা হাড়।
৪। (আর) হাতের সুখও হয় না হেথা
মট্‌কে কারও ঘাড়।
১। (আরে!) চুপ্ কর্, চুপ্ কর্ রে তোরা,
করিস্‌নে ভ্যান্-ভ্যান্।
ঠ্যাং ভাঙ্গবে নন্দী দাদা ভাঙ্গলে বাবার ধ্যান।
২। (আচ্ছা) ধ্যান-ধ্যান যে বলিস্ খুড়ো,
ধ্যান জিনিস্‌টা কি?
১। থাম্ রে মুখ্‌খু, থাম্ রে তুই,
সে তোর মাথার ঘি।
ধ্যান করাটা কাকে বলে,
তাও জানিস্‌নে তুই?
(আরে) তাকেই বলে যখন মোরা
বোসে বোসে ঘুমুই।
২। (ও!) এখন বুঝনু, এখন বুঝনু,
ভাগ্যি ছিল খুড়ো,
তাই ত মোরা পাই একটু জ্ঞানের খুদ-কুঁড়ো।
১। (আরে!) সোর করিস্‌নে, সোর করিস্‌নে,
আস্‌তে কথা ক।
নন্দী দাদা এলেই তখন বনে যাবি রে থ।
২। আস্‌বে যখন, থাম্‌বো তখন,
করিতো এখন ফুর্ত্তি,
৩। আয়তো রে ভাই, ধরি সবাই
মোদের নিজ মূর্ত্তি।
৪। ধর্‌তো রে সেই গানটা খুড়ো,
মনটা খুলে গাই।
সকলে। (হ্যাঁ হ্যাঁ) সেই গানটা, গানটা সেই
সেই গানটা ভাই ॥ ৯ ॥
১। ধর্—আমরা
সকলে। আমরা—

মিশ্র-খাম্বাজ—একতালা।

"আমরা ভূত-পেরেতের দল,
ভবের পদ্মপত্রে জল, সদা করচি টলমল।
মোদের আসা-যাওয়া শূন্য-হাওয়া, নাহিক ফলাফল।
নাহি জানি ধরণ-ধারণ, নাহি শুনি কাহার বারণ,
কেবল মানি ভোলার শাসন গো।
আমরা আপন রোখে, মনের ঝোঁকে ছিঁড়েছি শিকল।
কখন আমরা ধরি কায়া, কখন হই রে গাছের ছায়া,
কতই মোরা জানি মায়া গো।
কখন হয়ে ঝড়ের হাওয়া ফিরি ধরাতল।
(আমরা) অশথ-বটে থাকি লটকে, পথিকের ঘাড়
দিই মটকে,
শূন্যপানে যাই শট্‌কে গো।
(পরে) আবার এসে, শ্মশান-দেশে হাসি খল্‌খল্।
আমরা এবার খুঁজে দেখি, অকূলেতে কূল মেলে কি
ভোলার ভেলা মোদের সম্বল।
যদি সুখ না জোটে, দেখব ডুবে কোথায় রসাতল।

আমরা জুটে সারা বেলা করব ভৃঙ্গ-প্রেমের মেলা,
গাব গান, খেলব খেলা গো।
(আর) কণ্ঠে যদি গান না আসে, করব কোলাহল"॥১০॥
[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মহাদেবের আশ্রমের এক অংশ

(মদন ও রতির প্রবেশ)

(প্রবেশমাত্রে চারিদিকে বিহঙ্গমের গীতোচ্ছ্বাস)

মদন। এই বোধ হয় মহাদেবের আশ্রম। দেখছ না প্রিয়ে! বসন্তসখা এইখানে এসে এই কঠোর শৈলপ্রদেশকে যেন একেবারে প্রমোদ-কানন ক'রে তুলেছেন।

রতি। হাঁ, এ তোমার সখারই কীর্ত্তি বটে।

ভূপালী, কেদারা—একতালা।

ফুলে ফুলে ঢোলে ঢোলে বহে কিবা মৃদু বায়,
তটিনী হিল্লোল তুলে কল্লোলে চলিয়া যায়,
পিক কিবা কুঞ্জে কুঞ্জে কুহুকুহুকুহু গায়
কি জানি কিসের লাগি প্রাণ করে হায় হায়॥ ১১॥

মদন। প্রিয়ে, সম্মোহন-বাণের জন্য এসো আমরা কতকগুলি বাছা-বাছা ফুল চয়ন করি।

(পুষ্প চয়ন)

আকাশে—দেবগণ।

উদ্যত-কুসুম-ধনু রতির সহিত
ওই দেখ কামদেব হৈলা উপনীত।
সঞ্চারিল প্রেমরস চরাচর-মাঝে,
মিথুনের ভাব সবে প্রকাশয়ে কাজে।
মধুকর অনুসরি আপনার বধূ
একই পাত্রে দুই জনে পান করে মধু।
কৃষ্ণসার মৃগীতনু করে কণ্ডূয়ন,
পরশ-সুখের বশে মুদে আসে তাহার নয়ন।
পদ্মগন্ধী জল মুখে গণ্ডুষ করিয়া
মাতঙ্গিনী মাতঙ্গেরে দেয় পিয়াইয়া।
তরুগণে লতাবধূ
অবনত শাখা-ভুজে করিল বন্ধন,
নব-কিশলয়
কুসুম-স্তবক শুভ্র তাহাদের স্তন।

মদন। প্রিয়ে, দেখ দেখ, ঐ দিকে অপ্সরা-মিথুন কেমন প্রেম-রসে মগ্ন।

বেহাগ—কাওয়ালি।

"আজ সখি মুহুমুহু, গাহে পিক কুহু কুহু,
কুঞ্জবনে দুঁহু দুঁহু দোঁহার পানে চায়।

রতি। যৌবন-মদ বিকশিত, পুলকে হিয়া উলসিত
অবশ তনু অলসিত মুরছি জনু যায়।

নেপথ্যে অপ্সরা। আজ মধু চাঁদনী, প্রাণ উনমাদনী
শিথিল সব বাঁধনী, শিথিল ভই লাজ।
বচন মৃদু মরমর, কাঁপে রিঝ থরথর
শিহরে তনু জরজর কুসুমবন-মাঝ।

মদন। মলয় মৃদু কলয়িছে, চরণ নাহি চলয়িছে,
বচন মুহু খলয়িছে, অঞ্চল লুটায়।

রতি। আধ ফুটো শতদল, বায়ুভরে টলমল,
আঁখি জনু ঢলঢল, চাহিতে নাহি চায়।

মদন। অলকে ফুল কাঁপয়ি, কপোলে পড়ে ঝাঁপয়ি
মধু অলসে তাপয়ি, খসয়ি পড়ু পায়।

রতি। ঝরয়ি শিরে ফুলদল, তটিনী বহে কলকল
হাসে শশী ঢলঢল, ভানু মরি যায়!

নেপথ্যে অপ্সরাগণ। আজ মধু চাঁদনী প্রাণ উনমাদনী
শিথিল সব বাঁধনী শিথিল ভই লাজ॥ ১২॥

আকাশে—দেবগণ।

গাহিছে অপ্সরাগণ অতি মনোহর।
তবুও শঙ্কর-দেব ধ্যানেতে তৎপর।
যে পুরুষ আপনি গো আপনার প্রভু
কোন বিঘ্ন টলাইতে নারে তারে কভু।

মদন। মহাদেব না জানি কোথায় ব'সে ধ্যান করচেন। প্রিয়ে, একবার চারদিক ভাল ক'রে খুঁজে দেখ দিকি। (দুজনের অনুসন্ধান)

রতি। ঐ দেখ নাথ, ঐ দেখ।

মদন। (সেই দিকে অবলোকন করিয়া) ঐ যে! তাই তো!
দেবদারু-বেদী পরে ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃত,
পূর্ব্বকায় ঋজু স্থির—বীরাসন-স্থিত।

রতি। নত দুই স্কন্ধদেশ, পাতা করতল,
অঙ্ক-মাঝে আহা যেন ফুল্ল শতদল।

মদন। জড়ানো জটা-কলাপে ভুজগ-বন্ধন,
অক্ষমালা দুই ফের কানেতে বেষ্টন,

রতি। গ্রন্থি-যুত কৃষ্ণাজিন পরিধান গায়,
হয়েছে বিশেষ নীল কণ্ঠের প্রভায়।
মদন। এস প্রিয়ে তবে ওইখানে যাওয়া যাক্।
রতি। না নাথ! অত কাছে গিয়ে কাজ নাই।
মদন। ওখানে না গেলে ইন্দ্রের কার্য্য আমরা কি ক'রে সিদ্ধ করব? চল প্রিয়ে!
[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

মহাদেবের সমাধি-স্থান। লতামণ্ডপে দেবদারু-বেদীর উপর মহাদেব ধ্যান-মগ্ন

(লতামণ্ডপের দ্বারদেশে হেম-বেত্র হস্তে নন্দী দণ্ডায়মান)

(দুপ্‌দাপ্‌ ও লম্ফ-ঝম্প করিতে করিতে ভূতগণের প্রবেশ)

নন্দী। (মুখে তর্জ্জনী স্থাপন পূর্ব্বক ভূতগণকে ইঙ্গিত-আদেশ)
ভূতগণ। (নন্দীকে দেখিবামাত্রই ভয়ে জড়সড় ও চিত্রার্পিতের ন্যায় অবস্থান)

আকাশে—দেবগণ।

হের :—
লতা-গৃহ-দ্বারে নন্দী করি আগমন
বাম-করে হেম-বেত্র করিয়া ধারণ,
মুখেতে তর্জ্জনী রাখি ইঙ্গিত আভাসে
"চপলতা ছাড়্‌" বলি ভূতগণে শাসে।
নিষ্কম্প অমনি বৃক্ষ, নিভৃত দ্বিরেফ,
নীরব বিহঙ্গ, শান্ত মৃগ-পদ-ক্ষেপ।
নন্দীর আদেশমাত্রে সমস্ত কানন,
চিত্র সম রহে স্থির যেথা যে যেমন।

ভূতগণ। (অবসর বুঝিয়া নন্দীর চক্ষু এড়াইয়া একে একে পলায়ন ও বাহিরে গিয়া কোলাহল)
[নন্দী হেমবেত্র উদ্যত করিয়া শাসনার্থ সরোষে প্রস্থান।
(পা টিপিয়া টিপিয়া মদন ও রতির প্রবেশ)
মদন। (মহাদেবকে দর্শন করিয়া ভক্তি-বিস্ময়ে স্তম্ভিত ও হস্ত হইতে ধনুর্ব্বাণ স্খলিত)
রতি। (মদনের বিপদ আশঙ্কা করিয়া তাড়াতাড়ি মদনের পার্শ্বে আগমন)

আকাশে—দেবগণ।

মনেরো অধৃষ্য যেই দেব মহেশ্বর,
অদূর হইতে তাঁরে করিয়া দর্শন,
ভয়ে মদনের হস্ত কাঁপি থরথর,
ধনুর্ব্বাণ পড়ে খসি—না জানে কখন্‌॥

মদন। হের প্রিয়ে
স্তিমিত নয়ন-তারা কিঞ্চিৎ প্রকাশ,
ভুরুদ্বয়ে বিকারের নাহিক আভাস,
পলক নাহিক নেত্রে নাহিক স্পন্দন,
অধোদৃষ্টে নাসিকাগ্র করেন দর্শন,
প্রাণ আদি অন্তর্বায়ু হয়েছে নিরোধ,
অবৃষ্টি জলদ-ঘটা যেন হয় বোধ।
নিস্তরঙ্গ সুগভীর সাগরের সম,
নিবাত নিষ্কম্প-শিখা প্রদীপটি যেন।
নবদ্বার রোধ করি সমাধির বলে
মনেরে স্থাপন করি হৃদি-মধ্যস্থলে,
আত্মদর্শী ঋষিগণ
অবিনাশী পুরুষ বলি জানেন যাঁহারে
পরম আত্মারে সেই
শঙ্কর দেখেন নিজ আত্মার মাঝারে।

ভৈরব—ঝাঁপতাল।

মদন ও রতি।

নমো নমো মহাদেব, নমঃ শিব-শঙ্কর,
নমঃ কৈলাস-পতি, নমঃ চন্দ্রশেখর
নমো নম ঈশান, নমো বৃষবাহন,
নমো ভোলানাথ, নমো দিগম্বর।
নমো ব্যোমকেশ, নম আশুতোষ,
নমঃ ত্রিলোচন নমো মহেশ।
নমো নম পশুপতি, নমো নমো মহামতি
নমঃ শূলপাণি নমো যোগীশ্বর॥ ১৩॥

(দুই জন বনদেবী সমভিব্যাহারে পার্ব্বতীর প্রবেশ
মদন ও রতি। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া সবিস্ময়ে নিরীক্ষণ

সখীদ্বয়।— খাম্বাজ—কাওয়ালি।

শিব শঙ্কর বোম্‌ বোম্‌ ভোলা
ত্রিশূল করে গলে রুণ্ড-মালা।
শির শোভে জটা-জুট-জালে,
আবৃত বর-তনু বাঘ-ছালে,
নব-ইন্দু ভালে করে ঝিক আলা। ১৪॥

কেদারা—ঝাঁপতাল।

মদন ও রতি।

কে গো নিরুপমা বামা অমল-বরণী
সাগর-সঙ্গমে যেন কনক-তরুণী।
আননে স্বরগ-প্রভা, বসনে বসন্ত-শোভা,
চরণ-পরশে যেন কৃতার্থ ধরণী।
কুসুম-সৌরভ অঙ্গে, ভাসে অনিল তরঙ্গে,
সঞ্চারিণী লতা যেন নব পল্লবিনী।
পুন তবে ধরি বাণ, করি এবে সন্ধান,
নিশ্চয় যোগীর ধ্যান ভাঙ্গিব এখনি ॥ ১৫ ॥

প্রিয়ে! এইবার আমার মনে বিলক্ষণ ভরসা হচ্ছে, এইবার নিশ্চয়ই কার্য্য সিদ্ধ হবে। এসো, আমরা সম্মোহন বাণ প্রস্তুত করি।

(দুই জনে পুষ্পাদি দিয়া সম্মোহন বাণ প্রস্তুত করণ)

১ বনদেবী। (মিশ্র—কাওয়ালি)

এস সখি এস হেথা
তোমারে হেরি হরষিত তরুলতা

২। যূথি জাতি সেঁউতি, মল্লিকা মালতী
হের, পদে আনতা।

পার্ব্বতী। বিল্বপত্র বল কোথা ?
সেথা মোরে লয়ে চল বন-দেবতা।

১। জানি জানি পার্ব্বতি, মহেশের প্রিয় অতি,
—ধর সেই পাতা।

(পুষ্প চয়ন)

আকাশে—দেবগণ।

কন্দর্পের বীর্য্য ছিল নিভ-নিভ প্রায়,
উদ্দীপিত হ'ল এবে রূপের ছটায়।
বসন্ত-কুসুম যত ভূষণ উমার,
অশোক মল্লিকা যূথি কত পুষ্প আর।
স্তনভারে চারু তনু ঈষৎ নমিত,
তরুণ অরুণ-রাগে বসন রঞ্জিত।
পর্য্যাপ্ত-কুসুম-ভারে কিঞ্চিৎ আনতা,
আহা যেন সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতা।

মহাদেব। (ধ্যান-ধারণায় ক্ষান্ত হইয়া আসন শিথিলীকরণ)

আকাশে—দেবগণ।

হের :—

শঙ্কর পরম-জ্যোতি পরম-আত্মায়
নিরখি হলেন ক্ষান্ত ধ্যান-ধারণায়।
ক্রমে ক্রমে প্রাণ-বায়ু করিয়া মোচন
শিথিলিলা অঙ্কবদ্ধ দৃঢ় যোগাসন।

(নন্দীর প্রবেশ)

নন্দী। (পার্ব্বতীকে দেখিয়া) এই যে আমার মা জননী এসেছেন! (প্রণাম)

নন্দী। (পরে মহাদেবের পদতলে প্রণাম করিয়া) ভগবন্! সেবা-শুশ্রূষার জন্য উমাদেবী এসেছেন।

মহাদেব। (ভ্রূক্ষেপ-ইঙ্গিতে আসিবার অনুমতি প্রদান)

সখীদ্বয়। (মহাদেবকে প্রণাম করিয়া সপল্লব হিম-সিক্ত পুষ্পরাশি মহাদেবের চরণে অর্পণ)

উমা। (প্রণামকরণ ও কর্ণিকার-ফুল অলক হইতে স্খলিত হইয়া পতন)

মহাদেব। ভদ্রে! অনন্যভাজন পতি লাভ কর।

নেপথ্যে—দেবগণ।

"আশীষিলা মহাদেব যথার্থ আশীষ।
উচ্চারিত হয় যবে ঈশ্বরের বাণী,
কভু বিপরীত অর্থ না হয় ঘটনা।"

মদন। প্রিয়ে :—

তাম্ররুচি করে হের গিরিরাজ-বালা
এনেছেন মন্দাকিনী-পদ্মবীজ-মালা
ভানুর কিরণে শুষ্ক—শিবেরে সঁপিতে।
আদরে যেমন হর যাবেন লইতে
অমনি আমি গো এই সম্মোহন বাণ
শরাসনে জুড়িয়া করিব সন্ধান।

উমা। (পদ্মবীজ-মালা মহাদেবকে প্রদান)

মহাদেব। (সাদরে গ্রহণ ও উমার প্রতি দৃষ্টিপাত)

উমা। (চোখাচোখি হইবামাত্র লজ্জায় মুখ ফিরাইয়া)

মদন। হের প্রিয়ে!

চন্দ্রোদয়ারম্ভে যথা জলধির জল,
হয়েছে হরের মন ঈষৎ চঞ্চল,
চন্দ্রাননা-উমাপানে তাই গো মহেশ
সমগ্র ত্রিনেত্র তাঁর করিলা নিবেশ।

রতি। উমাও মনের ভাব পারিছে না
রাখিতে গো ঢাকি,
তনুটি কদম্ব-সম পুলকিত, লজ্জানত আঁখি।

মহাদেব। (চঞ্চল-চিত্ত হইয়া চারিদিকে নিরীক্ষণ)

মদন। এইবার তবে :—

(ধনুকে সম্মোহন বাণ সংযোজন)

আকাশে—দেবগণ।

"মহাবলী মহাদেব অন্য কেহ নয়,
মুহূর্ত্তে ইন্দ্রিয়-ক্ষোভ নিগ্রহ করিয়া
বিকৃতির কারণ কি জানিবার তরে
করিছেন নেত্রপাত দিগদিগন্তরে।"

[পার্ব্বতী ও বনদেবীদ্বয়ের প্রস্থান।

(সহসা গগন মেঘাচ্ছন্ন হইয়া ঘোর অন্ধকার)

নন্দী। অকস্মাৎ এ কি হ'ল!

মল্লার—কাওয়ালি।

"গহন ঘন ছাইল গগন ঘনাইয়া,
স্তিমিত দশদিশি, স্তম্ভিত কানন,
সব চরাচর আকুল, কি হবে কে জানে,
ঘোরা রজনী, দিক-ললনা ভয়-বিহ্বলা।

মদন। (বাণ সন্ধান করিতে গিয়া স্খলিত হইয়া পতন) এ কি হ'ল! ফুলগুলি যে আবার ঝরে গেল প্রিয়ে! এইগুলি বাণে আবার লাগিয়ে দেও।

(দুই জনে বাণ রচনা)

মহাদেব। (সরোষে চারিদিকে দৃষ্টিপাত)

মদন। (বাণ সন্ধান ও মারিতে উদ্যত)

আকাশে—দেবগণ।

দেখ দেখ কামদেব ধনুখানি করি চক্রাকার
(দক্ষিণ অপাঙ্গে লগ্ন কর-মুষ্টি স্কন্ধ নত আর)
আকুঞ্চিয়া বামপদ করে অবস্থান,
উদ্যত হইয়া আছে প্রহারিতে বাণ।

মহাদেব। (সরোষে চারিদিকে দৃষ্টিপাত)

নন্দী। চমকে চমকে সহসা দিক উজলি,
চকিতে চকিতে মাতি ছুটছে বিজুলী,
থরথর চরাচর, পলকে ঝলকিয়ে
ঘোর তিমির ছায় গগন মেদিনী।
গুরু গুরু নীরদ গরজনে
স্তব্ধ আঁধার ঘুমাইছে (মেঘগর্জ্জন)

মহাদেব। (মদনকে দেখিতে পাইয়া রোষ-প্রজ্বলিত লোচনে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত)

নন্দী। সহসা উঠিল জাগি প্রচণ্ড প্রভঞ্জন, ধাইল বাজ" ॥ ১৭ ॥

(বিদ্যুৎবিকাশ ও বজ্রপাত)

মহাদেব। (সেই একই সময়ে ত্রিশূল উন্মুখ করিয়া) নিপাত!

মদন। (মহাদেবের ত্রিনেত্র-নিঃসৃত বিদ্যুচ্ছটায় মদনের দেহ ভস্মীভূত)

রতি। হা নাথ! (মূর্চ্ছিতা)

মহাদেব। (শিঙ্গা বাদন ও ভীষণ প্রলয়-ঝড়ের আবির্ভাব)

(ভূতগণের প্রবেশ)

ভূতগণ। (লম্ফ-ঝম্প সহকারে)
পঞ্চ বদনে বোম্‌বোবোম্‌ শিঙ্গা ঘোর বাজে
ব্রহ্ম-অণ্ড যেন দ্বিখণ্ড, ঘটে বা প্রলয়-কাণ্ড,
অগণ্য কবন্ধ-মুণ্ড লুণ্ঠে কণ্ঠ-মাঝে।
ঘোর অন্ধকার রাত, তাহে প্রচণ্ড বজ্রনাদ,
ভূতনাথ ভূত সাথ ঊর্দ্ধ-হাতে নাচে ॥ ১৮ ॥

[মহাদেবের সহিত ভূতগণের প্রস্থান।

আকাশে—দেবগণ।

লচ্ছাসার—চপক-তাল।

শিব শিব শম্ভো, শম্ভো মহাদেব মহাদেব!
রোষ প্রভো সংহর সংহর!
ত্রিভুবন কম্পমান, কর ত্রাণ, কর ত্রাণ, কর ত্রাণ!
গেল গেল গেল সব চরাচর,
রোষ প্রভো সংহর শঙ্কর ॥ ১৯ ॥

যবনিকা-পতন

পরিশিষ্ট

কুমার-সম্ভব তৃতীয় সর্গের কিয়দংশের অনুবাদ

দক্ষিণ-অয়ন-কাল করিয়া লঙ্ঘন,
কুবের-রক্ষিতা নারী উদীচীর পাশে
যাইতে উদ্যত হ'ল নায়ক তপন ;
দক্ষিণের দিগঙ্গনা অমনি হুতাশে
দুঃখের নিঃশ্বাস মুখে করে বিসর্জ্জন।
অশোকের স্কন্ধ হতে ছাইয়া অমনি
পল্লব সহিত পুষ্প ফুটিল হরষে,
না করি অপেক্ষা আর নূপুর-শিঞ্জিনী
—সুন্দরী-কুলের চারু চরণ-পরশে॥
কচি পল্লবেতে রচি চারু পক্ষখানি
সমাপ্তি লভিল যেই নব চূত বাণ,
বসন্ত অমনি তথা অলিবৃন্দে আনি
অক্ষরে রচিল যেন মদনের নাম॥
কর্ণিকার ফুল-বর্ণ এমন সুন্দর
তবু গন্ধহীন বলি ক্ষুব্ধ হয় প্রাণ।
একাধারে সব গুণ করা একত্তর
বিধাতার প্রবৃত্তি বড়ই তাহে বাম॥
লোহিত-বরণ অতি কুসুম-পলাশ
বক্র যথা নব ইন্দু অপূর্ণ-বিকাশ,
বসন্তের সমাগমে বনস্থলী যত
শোভিতে লাগিল যেন সদ্যো-নখ-ক্ষত॥
করিল বসন্ত-লক্ষ্মী অঞ্জন-রচনা
বসাইয়া সারি সারি ভৃঙ্গ অগণনা,
তিলক কাটিল মুখে তিলক-কুসুমে,
চূত-কিশলয় ওষ্ঠ রঞ্জে বালারুণে॥
মর্ম্মর-শবদে যথা জীর্ণ পর্ণ ঝরে
হেন বনে উদ্ধত হইয়া মৃগকুল
অনিলের অভিমুখে চরে মদভরে,
পিয়াল-মঞ্জরী-রজে নয়ন আকুল॥
আস্বাদিয়া বসন্তের নব চূতাঙ্কুর
তেজোভরে গাহে পিক অতি সুমধুর।
মুনস্বিনী মানিনীর মান ভাঙ্গিবারে
পিক-রবে যেন স্মর আদেশ প্রচারে॥

হিম-ঋতু-অপগমে কিন্নর-রমণী
বিশদ-অধরা হ'ল, পাণ্ডুর-বদনী ;
বিচিত্র তাদের মুখে চিত্র পত্র লেখা,
স্বেদ-বারি বিন্দু বিন্দু দিল তাহে দেখা॥
তপস্বী যতেক ছিল শিবের আশ্রমে,
অকালে হেরিয়া মধু-ঋতু সমাগমে,
বহু যত্নে, কোন মতে, বশ করি মন
মনোবিকারের বেগ করে সম্বরণ॥
উদ্যত-কুসুম-ধনু রতির সহিত
এই ঠাঁই মদন হইলা উপনীত।
সঞ্চারিল প্রেম-রস জীবগণ-মাঝে,
মিথুনের ভাব সবে প্রকাশয়ে কাজে॥
মধুকর অনুসরি আপনার বধূ
একই পাত্রে দুই জনে পান করে মধু।
কৃষ্ণসার মৃগী-তনু করে কণ্ডুয়ন,
সুখ-বশে মুদে আসে তাহার নয়ন॥
পদ্ম-গন্ধী জল মুখে গণ্ডুষ করিয়া
মাতঙ্গিনী মাতঙ্গেরে দেয় পিয়াইয়া।
কিম্পুরুষ-নারী মুখে বিরচিত পত্রের রচনা,
পুঁছিয়া গিয়াছে অল্প,
ফুটি' তাহে স্বেদ-বারিকণা॥
কুসুম-আসব পানে তাহাদের ঘূর্ণিত নয়ন,
কিম্পুরুষ গীত-মাঝে প্রিয়া মুখ করয়ে চুম্বন॥
তরুগণে লতাবধূ
অবনত শাখা-ভুজে করিল বন্ধন ;—
ওষ্ঠ নব-কিশলয়,
কুসুম স্তবকগুচ্ছ তাহাদের স্তন॥
গাহিছে অপ্সরাগণ অতি মনোহর
তবুও শঙ্কর দেব ধ্যানেতে তৎপর।
যে পুরুষ আপনি গো আপনার প্রভু
কোন বিঘ্ন টলাইতে নারে তারে কভু॥
লতা-গৃহ-দ্বারে নন্দী করি আগমন
বাম করে হেম-বেত্র করিয়া ধারণ
মুখেতে তর্জ্জনী রাখি ইঙ্গিত-আভাষে
"চপলতা ছাড়" বলি ভূতগণে শাসে॥

নিষ্কম্প অমনি বৃক্ষ, নিভৃত দ্বিরেফ,
নীরব বিহঙ্গ, শান্ত মৃগ-পদ-ক্ষেপ।
নন্দীর আদেশমাত্র সমস্ত কানন
চিত্র সম রহে স্থির যেথা যে যেমন॥
পুরস্থ শুক্রের সম
নন্দীর দর্শন-পথ করি পরিহার
ধ্যান-স্থানে পশে কাম
নমেরু সংশ্লিষ্ট শাখা যেখানে বিস্তার।
আসন্ন মরণ নাকি তাই স্মর এবে
নিরখিল আসীন সংযমী মহাদেবে
দেবদারু বেদীপরে ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃত
পূর্ব্বকায় ঋজু স্থির—বীরাসন-ধৃত।
নত দুই স্কন্ধদেশ—পাতা করতল
অঙ্ক-মাঝে আহা যেন ফুল্ল শতদল।
জড়ানো জটাকলাপে ভুজগ-বন্ধন,
অক্ষমালা দুইফের কানেতে বেষ্টন।
গ্রন্থিযুত কৃষ্ণাজিন পরিধান গায়,
হয়েছে বিশেষ নীল কণ্ঠের প্রভায়।
স্তিমিত নয়নতারা কিঞ্চিৎ প্রকাশ,
ভ্রূকুদ্বয়ে বিকারের নাহিক আভাষ
পলক নাহিক নেত্রে—নাহিক স্পন্দন,
অধোদৃষ্টে নাসিকাগ্র করেন দর্শন।
প্রাণ-আদি অন্তর্বায়ু হয়েছে নিরোধ,
অবৃষ্টি-জলদ-ঘটা যেন হয় বোধ।
অথবা তরঙ্গহীন সাগরের সম,
নিবাত নিষ্কম্প-শিখা প্রদীপটি যেন।
জ্যোতির অঙ্কুর ব্রহ্মরন্ধ্রে বহির্গত,
ললাটের নেত্র দিয়া পায় যেন পথ,
মৃণালের সূত্র হতে আরও সুকুমার,
ম্লান নব শশধর নিকটে তাহার।
নবদ্বার রোধ করি সমাধির বলে
মনেরে স্থাপন করি হৃদি-মধ্য-স্থলে।
আত্মদর্শী ঋষিগণ
অবিনাশী পুরুষ বলি জানেন যাঁহারে
পরম-আত্মায় সেই
শঙ্কর দেখেন নিজ আত্মার মাঝারে॥
মনেরো অধৃষ্য সেই দেব মহেশ্বর
অদূর হইতে তাঁরে করিয়া দর্শন
ভয়ে মদনের হস্ত কাঁপি থরথর্
ধনুর্ব্বাণ পড়ে খসি, না জানে কখন্॥

হেনকালে পারবতী আইলেন তথা,
পিছে তাঁর দুই জন অরণ্যদেবতা।
কন্দর্পের বীর্য্য ছিল নিভনিভ প্রায়
উদ্দীপিত হ'ল এবে রূপের ছটায়।
বসন্তকুসুম যত আভরণ তাঁর :—
"অশোক" সে পদ্মরাগে করে তিরস্কার,
"কর্ণিকার" হেমদ্যুতি করিলা হরণ,
"সিন্দুবার" মুক্তারূপে করেন ধারণ।
স্তনভারে চারুতনু ঈষৎ নমিত,
তরুণ অরুণ-রাগে বসন রঞ্জিত।
পর্য্যাপ্ত-কুসুম-ভারে কিঞ্চিৎ আনতা
আহা যেন সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতা।
বকুল-মেখলা পড়ে খসিয়া খসিয়া
রাখিছেন পুনঃ পুনঃ আটক করিয়া।
যেন রে বাছিয়া স্থান স্থানজ্ঞ মদন
ধনুতে দ্বিতীয় ছিলা করিলা স্থাপন।
ভ্রমর তৃষিত হয়ে সুগন্ধি নিশ্বাসে
ঘুরিয়া বেড়ায় বিম্ব-অধরের পাশে।
চঞ্চল নয়নপাতে উমা প্রতিক্ষণ
লীলা-শতদল নাড়ি করেন ধারণ।
যাঁর রূপরাশি হেরি লজ্জা পায় রতি
অকলঙ্ক সে উমারে নিরখিয়া তথি
জিতেন্দ্রিয় শূলীপরে স্বকার্য্য সাধিতে
ভরসা পাইল স্মর পুন নিজ চিতে।
এমন সময়ে নিজ ভবিষ্যৎ-পতি
মহেশের দ্বারদেশে আইলা পার্ব্বতী।
শম্ভুও পরম-জ্যোতি পরম-আত্মায়
নিরখি হলেন ক্ষান্ত ধ্যান-ধারণায়।
ক্রমে ক্রমে প্রাণবায়ু করিয়া মোচন
শিথিলিলা অঙ্কবদ্ধ দৃঢ় বীরাসন।
তখন শেষের সেই ফণার উপর
ধরণীর ভার হ'ল অতি কষ্টকর।
নন্দী হর-পদতলে প্রণিপাত করি
নিবেদিল "সেবা তরে আইলা গউরী।"
ভ্রূক্ষেপ ইঙ্গিতমাত্রে পেয়ে অনুমতি,
নন্দী গিরিনন্দিনীরে পশাইল তথি।
উমার সে সখী দুটি প্রণমিয়া শঙ্কর-চরণ
পল্লব-জড়িত পুষ্প পদতলে করিল অর্পণ।
উমাও বৃষভধ্বজে প্রণমিলা ভকতির ভরে,
সুনীল কুন্তল হতে কর্ণিকার পুষ্প ঝরি পড়ে।

"একপত্নী পতি হোক" হর-মুখে বাহিরিলা কথা
যথার্থ আশিষ সেই—ঈশবাক্য না হয় অন্যথা।
বহির্মুখ-কামী কাম পতঙ্গ সমান
অবসর বুঝি করে বাণের সন্ধান।
উমার সমক্ষে ধরি পুষ্প-শরাসন
মুহুর্মুহু ধনুর্গুণ করে আকর্ষণ।
হেনকালে পারবতী তাম্ররুচি-পাণি
মন্দাকিনী পদ্মবীজ-মালা-গাছি আনি
(সূর্য্যকর-বিশোষিত সেই বীজমালা)
তাপস শঙ্কর-করে আরোপিলা বালা।
ভকত-বাৎসল্য হেতু যেমন শঙ্কর
লবেন সে মালা-গাছি করিয়া আদর।
অমনি অব্যর্থ বাণ নাম সম্মোহন
শরাসনে যুড়িল কুসুম-শরাসন।
চন্দ্রোদয়ারম্ভে যথা জলধির জল
হইল হরের মন ঈষৎ চঞ্চল।
বিম্বাধর-সুশোভনা উমাপানে তখনি মহেশ
সমগ্র ত্রিনেত্র তাঁর একেবারে করিলা নিবেশ।

উমাও মনের ভাব পারিল না রাখিতে গো ঢাকি,
তনুটি কদম্ব সম পুলকিল, বিভ্রমিল আঁখি।
ঈষৎ বাঁকায়ে মুখ রাখে অতঃপর
তাহে মুখখানি হ'ল আরো মনোহর।
বশিত্ব-প্রভাবে এবে যতি মহাদেব
মুহূর্ত্তেকে সম্বরিয়া ইন্দ্রিয়-আবেগ,
বিকারের হেতু কিবা জানিবার তরে
করিলা নয়নপাত দিগদিগন্তরে।
দেখিলেন, কামদেব ধনুখানি করি চক্রাকার
(দক্ষিণ-অপাঙ্গে বদ্ধ করমুষ্টি, স্কন্ধ নত আর)
আকুঞ্চিয়া বাম পদ করে অবস্থান,
উদ্যত হইয়া আছে প্রহারিতে বাণ।
তপস্যার ভঙ্গে রোষ বাড়িল তখন
ভীষণ ভ্রূভঙ্গে হ'ল দুষ্প্রেক্ষ্য আনন।
তৃতীয় নয়ন হ'তে বহ্নিশিখা অমনি ছুটিল
"সংহর সংহর ক্রোধ" দেবগণ বলিয়া উঠিল।
চরিতে লাগিল হোথা দেবগণ-বাণী,
হেথা হ'ল ভস্মশেষ স্মরতনুখানি॥

সমাপ্ত

বসন্ত-লীলা

(গীতি-নাটিকা)

দোলোৎসব-দিবসে ভারত-সঙ্গীত-সমাজে অভিনীত

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত

পাত্র পাত্রীগণ

রাধা, কৃষ্ণ, সখীগণ ও ব্রজবাসিগণ।

এক জন বিদেশী পথিক।

বসন্ত-লীলা

প্রথম দৃশ্য

রাজ-পথ।

নেপথ্যে।—("হোরি হ্যায়"—"হোরি হ্যায়" কোলাহল ও ঢোল-মন্দিরাদির বাদ্য)

(এক জন বিদেশী পথিকের প্রবেশ)

পথিক। কিসের এত গোলমাল? চারিদিকেই কেবল হৈ হৈ—রৈ রৈ শব্দ, ব্যাপারটা কি? এই যে, এই দিকে কতকগুলি ব্রজবাসী আসছে, ওদের জিজ্ঞাসা ক'রে দেখা যাক্।

(হোরি খেলিতে খেলিতে কতিপয় ব্রজবাসীর প্রবেশ)

পথিক।—আপনাদের আজ এ সব হচ্ছে কি?—আজ এত গোলমাল কিসের?

ব্রজবাসী। তা বুঝি জান না? আমাদের ব্রজরাজ একটা নূতন খেলার সৃষ্টি করেছেন, তাতে সমস্ত ব্রজপুরী আজ একেবারে মেতে উঠেছে।

পথিক। কি রকম খেলা?

১ জন। এই দেখুন না, এই লাল গুঁড়ো আমরা সবার কাপড়ে মাখিয়ে দিচ্ছি, আর এরই গোলা-জল নিয়ে পিচ কিরি ক'রে গায়ে দিচ্ছি। এই রকম ছুটোপাটি আজ সকাল থেকেই চল্‌চে। আসুন, আপনার গায়েও একটু মাখিয়ে দি।

পথিক। হাঁ হাঁ, কর কি! কর কি! আমার ধোপদস্ত কাপড়খানি লাল ক'রে দিও না।

১ ব্রজবাসী। সে কি হয়? আজ এই আনন্দের দিনে আপনি ফাঁক যাবেন, (গায়ে আবীর দেওন) সে হতেই পারে না।

পথিক। হাঁ হাঁ, কর কি, আমি আজ শ্বশুরবাড়ী যাচ্ছি।

২ ব্রজ। আজ মশায়, জামাই শ্বশুর কেউই কসুর যাবেন না।—আজ সবারই এক সুর।

সকলে। (হাস্য) হা হা হা—ঠিক বলেছ দাদা—ঠিক বলেছ, আজ সকলেরই একসুর—হা হা হা হা!

পথিক। আচ্ছা ভাল, এর উদ্দেশ্যটা কি?

ব্রজবাসী। উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়, এই নূতন বসন্তের সময় একটা আমোদ-প্রমোদ করা।

পথিক। হাঁ, এই সময়ে সমস্ত প্রকৃতিই যখন উৎসবে মেতে উঠেছে, তখন মানুষ আর বাকি থাকে কেন? তা, এ আমোদটা নিতান্ত অসঙ্গত নয়। আচ্ছা, তোমাদের রাজা আজ কার সঙ্গে খেলবেন?

ব্রজবাসী। শুন্‌তে পাই, আজ রাধারাণীর সঙ্গে খেলবেন। তাই আজ সকাল থেকেই তাঁর বাঁশীর তান শোনা যাচ্ছে।

পথিক। বাঁশী কেন?

ব্রজবাসী। তিনি বাঁশী বাজিয়েই রাধাকে ডাকেন। রাধারাণীও বাঁশী শুনলে আর ঘরে থাকতে পারেন না; অমনি চ'লে আসেন।

পথিক। ও, তাই বুঝি? হাঁ, এ কথা আমাদের গ্রামেও খুব রাষ্ট্র বটে। রাধা কেন, শুনেছি নাকি কোনও ব্রজনারীই সে বাঁশী শুনলে ঘরে তিষ্ঠিতে পারে না। যা হোক্, তোমাদের রাজা খুব রসিক বটে।

১ ব্রজবাসী।—রসিক বোলে রসিক, না রশি দিয়ে যেন মেয়েগুলকে ঘর থেকে টেনে নিয়ে আসে।

সকলে। রশিই বটে—হা হা হা হা (হাস্য)

একজন। দাদা, তুমি সবটা বল্লে না, শুধু রশি না—তার পর আবার একটা শিকও আছে। বাঁশী শুনে যে আসে, তার আর নড়ন-চড়ন নেই—অমনি সে শিকে আট্‌কে পড়ে। আমাদের রসিক-রাজের রশিও আছে, আবার শিকও আছে। হা হা হা। কথাটা বড় সরেশ বলেছ—বলিহারি যাই—হা হা হা হা!

পথিক। তোমাদের রাজা যে খুব রসিক, তার আর কোন ভুল নেই। দেখ না কেন, বেছে বেছে খেলার কেমন সময়টি ঠিক করেছেন। আহা! এই নব বসন্তে কার প্রাণ না আকুল হয়?

ব্রজবাসিগণ।—তা আর বল্‌তে, দেখ না কেন

বাহার—তেওরা।

(আজি) আইল বসন্ত, হিম-ঋতু অন্ত,
প্রকৃতি আনন্দে হাসিছে।
তরুলতাগুলি, অলসে হেলিদুলি
হরষে কোলাকুলি করিছে।
যতেক ফুল-বালা, লয়ে পরাগ-ডালা
মরি কি ফাগ-খেলা খেলিছে।
ভ্রমরা গুণগুণ গাহে ফাগুন-গুণ
অশোক কুসুম হানিছে।
পবন সুমন্দ, ফুল-রেণু-অন্ধ
মরি কি সুগন্ধ ঢালিছে।
লটায়ে গিরিপরি, নিঝর পড়ে ঝরি
উৎস-পিচকারী ছুটিছে।
কিশোরী সাথে হরি, খেলিবে আজ হোরি,
রঙ্গে ব্রজপুরী মাতিছে॥

[গাহিতে গাহিতে সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাধার-গৃহ-প্রাঙ্গণ।

(নেপথ্যে বংশীধ্বনি)

রাধা আসীনা।

রাধা। (গালে হাত দিয়া আকাশ পানে তাকাইয়া উদাসভাবে)

বেহাগড়া—আড়খেমটা।

ওগো শোনো কে বাজায়।
বন-ফুলের মালার গন্ধ বাঁশীর তানে মিশে যায়।
অধর ছুঁয়ে বাঁশীখানি, চুরি করে হাসিখানি
বঁধুর হাসি মধুর গানে, প্রাণের পানে মিশে যায়।
কুঞ্জবনের ভ্রমর বুঝি বাঁশীর মাঝে গুঞ্জরে,
বকুলগুলি আকুল হয়ে বাঁশীর গানে মুঞ্জরে।
যমুনারি কলতান কানে আসে, কাঁদে প্রাণ,
আকাশে ঐ মধুর বিধু কাহার পানে হেসে চায়॥

(উঠিয়া)

না আর থাক্‌তে পারছিনে, ঘর থেকে বেরিয়ে যাই, দেখি শ্যাম কোথায় বাঁশী বাজাচ্ছেন।

(যাইতে যাইতে পায়ে নূপুর-ধ্বনি হওয়ায় থমকিয়া দাঁড়াইয়া)

আঃ! এ কি জ্বালা!

ইমন-কল্যাণ—কাওয়ালি।

পায়ে পায়ে বাজে রে
ঝিনিকি ঝিনিকি ঝিনি
ঝিনি নিনি নিনি নিনি।
বাঁশীতে ডাকে কেমনে থাকি,
এ পোড়া নূপুর কোথায় রাখি রে,
বাজে ঝিনিকি ঝিনিকি ঝিনি
ঝিনিনিনি নিনিনিনি॥

নেপথ্যে। রাধে, বলি ও রাধে! ঘর থেকে কোথায় বেরিয়ে যাচ্ছিস্ না?

রাধা। (স্বগত) ঐ গো ননদিনী আসছে। এই বেলা একটা কলসী কাঁকে করি (তাড়াতাড়ি কলসী কাঁকে করিয়া), (প্রকাশ্যে) এই যমুনাতে জল আন্‌তে যাচ্ছি দিদি।

নেপথ্যে। আজ সহরে বড় গোলমাল, পথ-ঘাটে দুষ্ট লোকের ভয় আছে, দেখিস্ যেন দেরি করিস্‌নে।

রাধা। না, আমি দেরি করব না। (স্বগত) ননদিনীর জ্বালায় আর বাঁচিনে। একটু ঘরের বার হয়েছি কি অমনি দেখ্‌তে পেয়েছে।

নেপথ্যে। আর শোন্, সে দিন চন্দ্রাবলী বল্‌ছিল, তুই যমুনায় স্নান কচ্ছিলি, আর সেই সময় নাকি সেই শ্যাম ছোঁড়াটা ঘাটে ব'সে বাঁশী বাজাচ্ছিল, এ কথাগুলতো বড় ভাল নয়। তা, যা বোন্, কিন্তু দেখিস্ যেন রাত করিস্ নে।

মিশ্র-খাম্বাজ—খেমটা।

যেও না যেও না যমুনায়
সে যে বাজিয়ে বাঁশী মন মজায়।
যাবে যদি যাও রাধে, এদিক্-ওদিক্ চোখ না যায়।
সে যে থাকে কদম-তলে,
বনমালা দোলায় গলে,
রঙ্গ-ভঙ্গ কতই ছলে,
রমণী দেখ্‌লেই অমনি চায়॥

রাধা। ভৈরবী—খেমটা।

সত্যি ননদী আমি শ্যামের পানে চাইনি
শ্যামের পানে চাইনি, আমি যমুনা-জলে যাইনি।
জল আন্‌তে যাই বটে, শুধু জল ভরি ঘটে,
তাই বুঝি দিয়েছে রটে সেই বড়াই বুড়ী ডাইনী॥

(নেপথ্যে বংশীধ্বনি)

রাধা। মিশ্র-পূরবী—একতালা।

মরি লো মরি আমায় বাঁশীতে ডেকেছে যে।
ভেবেছিলাম ঘরে রব কোথাও যাব না,
ঐ যে বাহিরে বাজিল বাঁশী, বল কি করি।
শুনেছি কোন কুঞ্জবনে যমুনা-তীরে
সাঁঝের বেলায় বাজে বাঁশী, ধীর সমীরে
ওগো তোরা জানিস্ যদি আমায় পথ বলে দে
দেখি গে তার মুখের হাসি,
তারে ফুলের মালা পরিয়ে আসি,
তারে বলে আসি তোমার বাঁশী
আমার প্রাণে বেজেছে, আমায় বাঁশীতে ডেকেছে যে॥

নেপথ্যে—রাধা।

(সখি) ঐ বুঝি বাঁশী বাজে (তিনবার) বনমাঝে
কি মনমাঝে।
বসন্ত বায় বহিছে কোথায়, কোথায় ফুটেছে ফুল
বল গো সজনি, এ সুখ-রজনী, কোনখানে
উদিয়াছে। (বনমাঝে ইত্যাদি)
যাব কি যাব না, মিছে এই ভাবনা, মিছে মরি
লোকলাজে, সখি মিছে মরি লোকলাজে॥
না জানি কোথা সে, বিরহ-হুতাশে, ফিরে
অভিসারসাজে (বনমাঝে ইত্যাদি)

তৃতীয় দৃশ্য

(যমুনা নদী-অভিমুখে গ্রাম্য-পথ)

(কলসী-কাঁকে গোপিনীগণের প্রবেশ)

মূলতান—খেম্‌টা।

গোপিনীগণ।—

তোরা আয় লো আয়
শ্যামের বাঁশরী বাজে যমুনায়।
শুনিয়ে শ্যামের বাঁশী,
চিত হ'ল উদাসী,
ঘরে মন রাখা হ'ল দায়।

(নেপথ্যে বংশীধ্বনি)

(রাধার প্রবেশ)

মিশ্র-পিলু—ঝাঁপতাল।

রাধা। মন চুরি করিল মুরলীর তানে,
প্রকাশি বলিতে নারি কি যে হয় প্রাণে।
না জানি কোথা আছে, কোন্ কুঞ্জমাঝে,
শুধু "রাধে রাধে" বংশী যে বাজে,
আর যে গো ধৈরয চিত নাহি মানে॥

(দৌড়িয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে গোপিনীগণের প্রবে

১। আয় ভাই আমরা এই গাছের আড়ালে লুকো

২। এই যে সখি তুমি এসেছ, তবে আমাদের অ
ভয় নেই।

রাধা। কি হয়েছে, কি হয়েছে? পথে চো
ডাকাতের ভয় আছে নাকি?

৩। সে সখি চোর-ডাকাতেরও বাড়া।
পথের মাঝে কালা আমাদের দেখতে পে
গায়ে ফাগ দিতে আস্‌ছিল।

রাধা। সে আবার কি?

১। সে এক রকম লাল গুঁড়ো—তাই নিয়ে লোকে
গায়ে ছড়িয়ে দিচ্ছে—আবার তারই গোলা জ
গায়ে পিচকিরি দিচ্ছে। তাতে সবার কা
ভিজে একেবারে লাল হয়ে যাচ্ছে।

রাধা। তবে ত বড় বিপদ। এ আবার তাঁর
লীলা?

১। এ সখি তাঁর বসন্ত-লীলা!

রাধা। (স্বগত) শ্যাম আমার কত লীলাই জানে

১। আমরা সখি তাই এখানে দৌড়িয়ে পালি
এসেছি। আমরা জল আনবার ছল ক'রে এখা
এসেছি, কাপড়ে রং লাগলে কি আর র
থাকবে?

রাধা। যদি তিনি এখানে আসেন, তা
করবে?

গোপিনী। তা হ'লে তুমি আমাদের রক্ষা করবে

রাধা। আমি রক্ষা করব? আমাকে কে রক্ষা কর
তার ঠিক নেই।

(সহসা কৃষ্ণের প্রবেশ)

গোপিনীগণ। পালাও পালাও সখি—ঐ এসেছে।

(সখীগণের প্রস্থান এবং রাধিকা চলিয়া
না আসায় পুনঃ প্রবেশ)

কৃষ্ণ। এস রাই কুঞ্জবনে খেলিব হোরি।
ঋতুরাজ বসন্ত এল কুসুম-সাজ পরি।
আবীর অঙ্গে ছাইব, গুলালে মুখ রাঙ্গাইব
কুঙ্কুম মারিব মৃদু, দিব পিচকারি॥

কাফি—কাওয়ালি ।

রাধা ও সখীগণ ।

জানি জানি তোমায় কালাচাঁদ
না জানি কি তুমি পেতেছ গো ফাঁদ ।
রাখ রঙ্গ ও ত্রিভঙ্গ, ছুঁয়ো না হাত
হবে তাহে অপবাদ ।
কেন গো রাখাল-রাজ, লালে লাল হেরি আজ
লাল তব পীত সাজ ।
এ কি হেরি বংশীধারী, এ কি অকস্মাৎ !
এ যে তব নব সাধ ।
কাছে মোর এস না, বসনে ফাগ দিও না
বারবার করি মানা ;—
ছিছি ছিছি ছিছি ছিছি, দিয়ে নিশানা
কেন ঘটাবে প্রমাদ ।

সিন্ধুড়া—কাওয়ালি ।

কৃষ্ণ । ও নয়ন-বাণে-বাণে
চিত মন মম হ'ল জরজর
তবু তুমি ত দয়া না কর ।
এখন আসিতে কাছে কেন কর মানা
সখি কোন্ প্রাণে বল সর সর !
দেখ গো সখি এ মম বুক চিরে,
কি দশা করেছে তব আঁখি-তীরে ।
লাল দেখিছ যাহা নহে সে আবীরে,
সখি রক্ত-ধারা পড়ে ঝরঝর ॥

কাফি-সিন্ধুড়া—ঝাঁপতাল ।

রাধা ও সখীগণ ।—

শ্যাম তব পায়ে ধরি
খেলো না আমা সনে হোরি ।
দিও না দিও না গো অঙ্গে আমারি
আবীর পীচকারি ।
রাঙ্গায়ো না মোর সাধের নীলাম্বরী,
রাখো এ মিনতি মুরারি ।
খেলো না আমা সনে হোরি ।
ছলি ননদিনী এস্থ গো শ্রীহরি
জল আনা ছল করি ।
কত কথা শুনাবে ঘরে গেলে ফিরি ।
যাব যে গো লাজে মরি
খেলো না আমা সনে হোরি ॥

ভৈরবী—আড়খেমটা ।

কৃষ্ণ । তবে কাজ নাই এসে ।
মিটিল না মনসাধ তোমায় ভালবেসে ।
ছিল আশা মনে মনে, হোরি খেলব তোমা সনে,
ভাবি নাই কভু স্বপনে, নিরাশ করবে শেষে ॥

রাধা । (স্বগত) এখন কি করি ? এইবার ওঁর সঙ্গে যাই । আমার যা হবার তা হবে ।

সখীগণ । (জনান্তিকে) সখীর মুখের ভাবে মনে হচ্ছে, শ্যামের কথায় ওঁর মন গ'লে গেছে । বেশ বোঝা যাচ্ছে, আর একটু কাকুতি-মিনতি করলেই সখী সুস্‌সুড় ক'রে ওঁর সঙ্গে চ'লে যাবেন । কিন্তু সখি ! ওঁকে কিছুতেই যেতে দেওয়া হবে না । তা হ'লে ঘরে গিয়ে উনি কি আর মুখ দেখাতে পারবেন ? লাঞ্ছনা-গঞ্জনার একশেষ হবে ।

মিশ্র-কালাংড়া—আড়খেমটা ।

সখীগণ । আর বুঝ্‌তে বাকি নাইকো রে শ্যাম
চাতুরী তোমার ।
প্রদোষে, কি দোষে, রাইকে জ্বালাতে এলে আবার ।
গোপিনীদের মাথার কিরে,
যাও হে তোমার গোষ্ঠে ফিরে বেণু চরাতে,
আহা ! রাখাল-হারা হয়ে তারা
করচে হম্বা-রবে হাহাকার ।
এ যে তোমার চাষার খেলা,
রাই যে মোদের রাজবালা.
ফিরে যাও হে কালা,
তুমি রাখাল ব'লে রেয়াৎ পেলে
তোমার চাষার মত ব্যবহার ॥

(রাধার প্রতি) এসো সখি, এখানে থেকে আর কাজ নেই ।

[রাধিকাকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান ।

কৃষ্ণ ।—আচ্ছা যাও, দেখি তোমাদের কতদূর দৌড় ! যেখানেই থাকো, আমার এই মোহন-বাঁশী তোমাদের আবার এইখানে টেনে নিয়ে আন্‌বে ।

[বংশী বাজাইতে বাজাইতে প্রস্থান ।

সখীগণ ।

কথা কস্‌নে লো রাই শ্যামের বড়াই বড় বেড়েছে
কে জানে ও কেমন ক'রে মন কেড়েছে ।
শুধু ধীরে বাজায় বাঁশী, শুধু হাসে মধুর হাসি
(নেপথ্যে বংশীধ্বনি)

(সখীগণের সহিত রাধার প্রবেশ)

খাম্বাজ—ঝাঁপতাল।

রাধা। বারণ কর লো সই
আর যেন শ্যামের বাঁশী বাজে না বাজে না।

সখীগণ।
আমরা গোপের বালা, পথে কালা এ কি জ্বালা!
ছল করে জল আনতে যাওয়া সাজে না সাজে না॥

একজন সখী। এ কি তেম্নি কালা যে বারণ মানবে। ও যেমন ছল করছে, আমাদেরও তেমনি ছল করতে হবে। ছলে বলে কোন রকম ক'রে হাত থেকে ওর বাঁশীটি কেড়ে নিতে হবে। এই বাঁশীই সখি যত কুয়ের গোড়া!

রাধা। তোমার কথা শুনে সখি বাঁচিনে। তুমি অবলা রমণী হয়ে শ্যামের হাত থেকে বাঁশী কেড়ে নেবে? তোমার সাহস ত কম নয়। এ কি কখন হয়?

সখী। আচ্ছা, দেখ হয় কি না। কিন্তু তুমি সখি "আহা উহু" করতে পারবে না, তা বলছি।

রাধা। আচ্ছা, আমি চুপ্‌ ক'রে থাক্‌ব, কোন কথাই কব না।

সখীগণ। এস সখি, আমরা ঐ গাছের আড়ালে গিয়ে একটু বুদ্ধি এঁটে আসি।

[সখীগণের সহিত রাধার প্রস্থান।

(নেপথ্যে বংশীধ্বনি)

(রাধার পুনঃপ্রবেশ)

সিন্ধু—একতালা।

রাধা। আমি যাই যাই আর ফিরে ফিরে চাই
যাই যাই ক'রে আসি।
(ঐ) বাঁশী যে সর্ব্বনাশী।
বাজায়ো না শ্যাম বাজায়ো না
প্রাণ হয় উদাসী।
মনে হয় যেন, ত্যজি গৃহ জন
হয়ে থাকি তব দাসী।
আমি যাই যাই আর ফিরে ফিরে চাই
যাই যাই ক'রে আসি।

(সখীগণের প্রবেশ)

সখীগণ। ঐ বাঁশী যে সর্ব্বনাশী।

(কৃষ্ণের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। আবার কি মনে ক'রে?

একজন সখী। আচ্ছা তুমি যদি আমাদের সখীর একটি সাধ মেটাও, তা হ'লে সখীও তোমার সাধ মেটাবেন।

কৃষ্ণ। কি সাধ, বল। উনি যা বল্‌বেন, আমি তাতেই প্রস্তুত।

সখী। এঁর কি সাধ হয়েছে, একটু পরেই বল্‌ছি। এখন তুমি ঐ কদমগাছে ঠেস্‌ দিয়ে সেই রকম ত্রিভঙ্গভঙ্গিমা ক'রে তোমার বাঁশীটি বাজাও দিকি।

কৃষ্ণ। এ তো সহজ কথা। এ তো আমার চিরকালের অভ্যাস।

(ঐরূপ ভাবে দাঁড়াইয়া বংশীবাদন)

কাফি—ঝাঁপতাল।

সখীগণ।
"শ্যাম! এ কি রঙ্গ হেরি—ও ত্রিভঙ্গ-মুরারি!
খেলিবে হোরি, লয়ে সহচরী
অধরে ধ'রে বাঁশরী।
"রাধে রাধে" বলে বাঁশী বাজিবে
মজিবে গোকুল-নারী।

(একজন সখী আস্‌তে আস্‌তে পিছনে গিয়া লতার ফাঁস দিয়া তাড়াতাড়ি হস্ত দৃঢ়রূপে বন্ধন আর একজন ঐরূপ পদদ্বয় বন্ধন এবং আর একজন বাঁশী কাড়িয়া লওন।)

সকলে। (হাস্য)
বাঁশী কেড়ে লব, আমরা বাজাইব
শ্যাম তোমায় সাজাব নারী।
নারী সাজাইব, বামে বসাইব
আমরা হব বংশীধারী॥

কৃষ্ণ। দেখ রাই, এরা আমার কি অবস্থা করেছে। আমাকে ভাল মানুষ পেয়ে ওরা যা-তা কর্‌ছে।

রাধা। সখি, হয়েছে হয়েছে, আর না, যথেষ্ট হয়েছে।

সখী। ছি সখি! আবার কথা কচ্ছ?

কৃষ্ণ। (স্বগত) এ আমার শাপে বর হ'ল। রাধার মন এতে গ'লে যাবে—আমার সাধ না মিটিয়ে আর থাকতে পারবেন না। (প্রকাশ্যে) উঃ, এমনি কোরে বেঁধে দিয়েছে, আমি আর নড়্‌তে পার্‌ছিনে।

সখীগণ। কেমন জব্দ! আর গায়ে আবীর দেবে?

কৃষ্ণ। (রাধার নিকটে আসিয়া)

খাম্বাজ—একতালা।

রাই! এই বুঝি তব ফন্দি?
এতক্ষণে বুঝিলাম তব অভিসন্ধি।
পায়ে ধরি, বাঁধন খোল,
মোরে বেঁধে কিবা ফল,
আমি যে গো চিরকাল
আছি তব বন্দী॥

রাধা। (কৃষ্ণের বন্ধন মোচন)

সখীগণ। আমরা জানি, রাধার প্রাণে অধিকক্ষণ সইবে না।

কৃষ্ণ। দেখ, আমি তো তোমাদের সখীর সাধ মেটালুম—আমাকে যত দূর নাকাল করবার তা করলে—এখন আমার সাধটি মেটাও।

রাধা। চল সখি, এইবার আমরা ওঁর সঙ্গে যাই—আমাদের যা হবার, তা হবে।

রাধা ও সখীগণ।—

সিন্ধু—খেমটা।

যদি খেলবে হোরি বংশীধারী
চল চল নিকুঞ্জে চল।

কৃষ্ণ।— চল চল রাই কুঞ্জে চল।

রাধা ও সখীগণ।

পথের মাঝে মরি যে লাজে
ননদিনী কি বল্‌বে বল।

সখীগণ।—

আজ কেমন তোমায় কল্লু নাকাল
ওগো রাখাল রায়।
কাঁদ্‌তে হ'ল রাধার কাছে
মরি যে লজ্জায়।
(শেষে) খেলায় ভঙ্গ দিয়ে ত্রিভঙ্গ
ধর্‌তে হ'ল চরণ-তল॥

কৃষ্ণ। সে কথায় আর কাজ কি বল
চল চল রাই কুঞ্জে চল।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

কুঞ্জ-কানন।

(সখীগণের প্রবেশ)

একজন সখী। এ কি রকম হোরি-খেলা সখি? আমি মনে করেছিলেন, খুব ছুটোছুটি হুটোপাটি হবে—কাননময় আমরা খুব মাতামাতি ক'রে বেড়াব—শ্যামকে খুব নাকাল করব—না এ কি হ'ল—এখন দেখ্‌ছি দুজনে কেবল পাশাপাশি—

১। আবার একটু ঘেঁসাঘেঁসি—

২। আবার চোখে চোখে একটু হাসাহাসি—

৩। ও সখি কেবল ভালবাসাবাসি বৈ তো নয়—হোরি খেলা কেবল একটা ছুতো-নতা।

৪। আর দেখেছ সখি, কুঞ্জে এসেই ওঁদের দুজনের কেমন ভাব বদ্‌লে গেছে।

১। আমাদের সখী শ্যামের মুখের পানে আর ভাল ক'রে তাকাতে পারছেন না। যেই চোখোচোখি হচ্ছে, অমনি মুখখানি ফিরিয়ে নিচ্ছেন।

২। আবার শ্যাম সখীর পানে একদৃষ্টে তাকিয়েই আছেন। চোখ যেন আর কোথাও নড়ে না।

৩। এখন শ্যামের আর সেই ছুটোছুটি হুটোপাটি-ভাব নেই—ভাল মানুষের মত মুখটি কাঁচুমাচু ক'রে এক জায়গায় দাঁড়িয়েই আছেন।

৪। আর দেখেছ, বাঁশীটিতে আর ভাল ক'রে ফুঁ বেরুচ্ছে না।

১। আবার থেকে থেকে বাঁশীটি হাত থেকে পড়েও যাচ্ছে।

প্রথম একজন তারপর সকলে—

ভূপালি—কাওয়ালি।

আহা কি চাঁদিনী রাত হের লো সখি।
আকাশ প্লাবিল ভাসিল রে বিমল চন্দ্র-করে,
আনন্দ উথলিল।
বিহঙ্গেরা জাগিল ভাবিয়ে প্রভাত
ঐ বুঝি বাজে বাঁশী, আসে ব্রজনাথ,
সব সখী মিলি একতানে
গাও লো মঙ্গল গান।
অনিল-হিল্লোলে মিশিবে সে তান্ বাঁশীর সাথ॥

২। ঐ যে ওঁরা আস্‌ছেন।

(কৃষ্ণের প্রবেশ, পরে রাধার প্রবেশ)

ভৈরবী—কাওয়ালি।

কৃষ্ণ ও সখীগণ।

সুন্দরী রাধে আওব বনি
ব্রজ-রমণীগণ মুকুট-মণি।
কুঞ্চিত-কেশিনি, নিরুপম-বেশিনি,
রস-আবেশিনি ভঙ্গিনি রে!
অধর-সুরঙ্গিণি, অঙ্গ-তরঙ্গিণি,
সঙ্গিনি, নব নব রঙ্গিণী রে!
কুঞ্জর-গামিনি, মোতিম-দশনি,
দামিনী-চমক-নেহারিনি রে!
আভরণধারিণি, নব অভিসারিণি,
শ্যামের হৃদয়বিহারিণি রে!
নব অনুরাগিণী অখিল সোহাগিণী
পঞ্চমরাগিণী মোহিনী রে।
রাসবিলাসিনি, হাস-বিকাশিনি
গোবিন্দ-চিত্ত-মন-শোভিনি রে!

আশা-ভৈরবী—ঠুংরী।

সখীগণ। এই বুঝি হোরি খেলা গো তোমারি (শ্যাম)
নয়নে নয়নে ছোটে প্রেম-পিচকারি।
লাজের রক্তিম রাগে, সখীর কপোল দুটি দাগে
সোহাগ-কুঙ্কুম-ফাগে (ও শ্যাম) রঞ্জিলে
অঙ্গ রাধারি।

মিশ্র-সিন্ধু—আড়াঠেকা।

কৃষ্ণ। দেখি দেখি আবার দেখি
দেখিবার সাধ মেটে না ত।
যত দেখি ও মুখখানি
দেখিবার সাধ বাড়ে তত।
দেখিতে দেখিতে হেন, অঙ্গ অবশ যেন
আঁখি দুটি পড়ে ঢুলে
মন যেন পাগলের মত॥

কীর্ত্তনের সুর।

সখীগণ। এ মধু যামিনী এ মধু চাঁদিনী
এ মধু যমুনা-পুলিনে।
দেখ রাই আঁখি মেলি
পাশে ঐ বনমালী
আবেশে চাহে মুখ পানে।
ঘন ঘন বহে শ্বাস আলু থালু কেশ-বাস,
ঢল ঢল আঁখি পড়ে ঢুলে।
আছিছি বিপিন-বালা, বন-মালীর বন-মালা
ভুঁয়ে লুটায়, দেও তুলে।
ওই যে বাঁশরী স্বরে, উদাসিনী হলি ঘরে
একাকিনী এলি যমুনায়,
অলসে অবশ তনু, মরমে ফুল-ধনু,
চরণ চলিতে না চায়।
দেখা যদি হ'ল সখি, ছিছি ছিছি লাজ এ কি।
চাহ লো চাহ আঁখি জোরে
সখীদের মাথা খাও, শ্যামের পানে চাও,
আমরা সখীরা যাই স'রে।

[সখীদের প্রস্থান।

কৃষ্ণ।

এসো রাধে আমরা দুজনে এই লতার দোলায়
ব'সে এই কুঞ্জবনের বসন্ত-মাধুরী উপভোগ করি

(দোলায় উপবেশন)

রাধা। (কৃষ্ণের হস্ত হইতে বাঁশীটি লইয়া)

যোগিয়া—কাওয়ালি।

মুরলী কি গুণ জানে ভাবি তাই মনে,
কেমনে হরিল সকলি।
আমার বলি হেন কিছু নাহি আর,
কুলমান সব দিনু জলাঞ্জলি।
আমি অবলা কুলবালা
দেখো যেন আমায় শ্যাম
যেও না ছলি॥

মিশ্র-সিন্ধু—ঝাঁপতাল।

কৃষ্ণ।

যত দিন দেহে প্রাণ রহিবে,
আমি তোমারি, আমি তোমারি।
যে দিন তোমায় চোখে দেখেছি
সেই দিনই তোমায় প্রাণ স'পেছি
তখনি হৃদে এই স্থির জেনেছি,
আমি তোমারি আমি তোমারি।
যদি না এসো কাছে না বসো
মুখের দুটি কথা বলে, যদি না তোষ
অন্তরে আমারে ভাল না বাস তবু তোমারি।

(সখীগণের প্রবেশ)

ণ। (রাধা ও কৃষ্ণের প্রতি)
এইবার ঠিক হয়েছে। ঐ যুগলমূর্ত্তি দেখে আমাদের মন যেন আজ আনন্দে নৃত্য করছে।
। দেখ সখি, তোমাদের নৃত্য মনে মনে না থেকে বাহিরে প্রকাশ হোক্ না। আমি ব্রজবাসীদের আজ এই উৎসবে যোগ দেবার জন্য বলেছি, তারা এখনি আসবে। তারা যদি দেখে, আমরা দুটিতে মুখোমুখি হয়ে ব'সে আছি, তা হ'লে ভাল হবে না। তোমরা নৃত্য কর, তা হ'লে তারাও তোমাদের আমোদে যোগ দিতে পারবে।
জন সখী। আচ্ছা, এসো সখি আমরা তবে—

(হাত ধরাধরি করিয়া নৃত্য)

(ব্রজবাসিগণের নেপথ্য হইতে গান করিতে করিতে প্রবেশ)

ভূপালী—কাওয়ালি।

চরণে বাজে আহা কি মধুর,
আহা বাজে রুনি-ঝুনি-রুনি-ঝুনি,
ঝুনি-রুনি ঝুনি-রুনি,
ঝনক ঝনক ঝন নন নন চরণে
সব সখী ঘিরি ঘিরি
হাতে হাতে ধরিয়ে
নাচে কত রঙ্গে, ভাবভঙ্গে,
বনমালী করতালি দেয় সঙ্গে,
তাহে ঝন ননন ঝন নন আরো
বাজে ঘন ঘন রে॥

(ব্রজবাসীদের প্রবেশ)

বেহাগড়া—ত্রিতালী।

ব্রজবাসিগণ।

(নিকটে আসিয়া প্রণাম করিয়া)

মরি হায়! কি শোভা আঁখি জুড়ায় হেরি।

সখীগণ।

যুগল রূপের কিবা মাধুরী।

ব্রজবাসিগণ।

সুন্দর শ্যাম—ঘন-ঘটা,

সখীগণ।

রাধিকা তাহে কনক-বিজুরী॥

যবনিকা পতন

হঠাৎ-নবাব

প্রসিদ্ধ ফরাসী প্রহসন-কার মলিয়েরের-প্রণীত "লে বুর্জোয়া জাঁতিয়ম"
নামক প্রহসন হইতে

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক

নামান্তরিত স্বাধীন অনুবাদ

পাত্র-পাত্রীগণ

পুরুষ

জুর্দ্দন খাঁ—দোকানদার—হঠাৎ নবাব।
খেলাৎ খাঁ—রোষনীর বিবাহার্থী।
দৌলৎ খাঁ—এক জন নিঃস্ব নবাব—দেলুমনিয়ার প্রণয়ী।
কব্‌লু খাঁ—খেলাতের পরিচারক।

স্ত্রী

জুর্দ্দন খাঁর স্ত্রী।
রোষনী বিবি—জুর্দ্দনের কন্যা।
দেলুমনিয়া—এক জন বেগম।
নকুলিয়া—জুর্দ্দনের দাসী।

এক জন গানের ওস্তাদ, এক জন নাচের ওস্তাদ, এক জন অস্ত্রশিক্ষার ওস্তাদ,
এক জন তত্ত্বশিক্ষার ওস্তাদ, এক জন তত্ত্ববিদ্যার শিক্ষক, দর্জিগণ,
দুই জন পেয়াদা, গায়ক দল ও নৃত্যকারীর দল।

হঠাৎ নবাব

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

গান-বাজনার ওস্তাদ, নাচের ওস্তাদ ও তাহাদের দলবল।

গানের ওস্তাদ। (দলের প্রতি) এস হে, তোমরা এই ঘরে এস; যতক্ষণ না তিনি আসেন, এই-খানে বোসে একটু আরাম কর।

নাচের ওস্তাদ। (তার দলবলের প্রতি) তোমরাও এই দিকে ব'স।

গানের ওস্তাদ। (ছাত্রের প্রতি) সেটা কি তৈরী হয়েছে?

ছাত্র। হাঁ, হয়েছে।

গা-ওস্তাদ। দেখি; বাঃ, বেশ হয়েছে যে!

না-ওস্তাদ। ওটা কি কিছু নতুন চীজ্ তৈরি হ'ল নাকি?

গা-ওস্তাদ। ওটা একটা বিরহ টপ্পা। আমার ছাত্রকে দিয়ে এইখেনেই ওটা তৈরি করিয়েছি।

না-ওস্তাদ। আমি কি দেখতে পারি?

গা-ওস্তাদ। যখন আমাদের মনিবের কাছে গাওয়া হবে, তখনই শুন্‌তে পাবে। আর বেশী দেরী নেই।

না-ওস্তাদ। আজকাল আমাদের দুজনের হাতেই খুব কাজ।

গা-ওস্তাদ। তা সত্যি। আমাদের ঠিক মনের মতন মনিবটি পেয়েছি। আমাদের মনিবই আমাদের জমিদারী। দোকানদার হঠাৎ বড় মানুষ হয়ে উঠেছে, মাথায় কতই সখ চেপেছে। এই রকম সব কাপ্তেন পেলে আমরা আর কিছুই চাইনে।

না-ওস্তাদ। কিন্তু ভাই, একটু সমজদার লোক না হ'লে তেমন সুখ হয় না।

গা-ওস্তাদ। তা সত্যি। কিন্তু তাতে কি এল গেল। আমাদের ত বেশ টাকা দেয়; টাকা পেলেই

না-ওস্তাদ। আমার কথা যদি বল, ত ভাই, বল্‌তে কি, আমি একটু প্রশংসা চাই। বাহবা পেলে আমার মনটা খুব গলে। আর তাও বলি—একটা উজবুক জানোয়ারের কাছে গান-বাজনা শোনান বড় ঝক্‌মারি—হাঁ, যারা বোঝে, তাদের শুনিয়ে সুখ আছে।

গা-ওস্তাদ। তা সত্যি; কিন্তু ফাঁকা বাহবার সঙ্গে কিছু কিছু নিরেট মাল থাকাও চাই। লোকটা নেহাৎ বোকা, নিতান্ত উজবুক বটে, কিন্তু এদিকে টাকা-কড়ি বেশ দেয়, আর কি চাই বল? যে বড় লোকটি এখানে আমাদের পরিচয় ক'রে দিয়েছেন, তাঁর চেয়ে এই সামান্য দোকান্‌দারটা অনেক ভাল।

না-ওস্তাদ। হাঁ, তুমি যা' বল্‌চ, তা কতকটা সত্যি বটে—কিন্তু তুমি ভাই টাকা টাকা ক'রে গেলে যে! টাকাটা বড় নীচ জিনিস। টাকার উপর অত টান থাকা কি ভাল মানুষের উচিত?

গা-ওস্তাদ। কিন্তু মুখে তুমি যাই বল, টাকা নিতে ত বড় কসুর কর না।

না-ওস্তাদ।—তা নিই বটে, কিন্তু আমার ত[illegible] তাই সুখ হয় না। লোকটা যেমন ধনী, তেমনি যদি একটু সমজদার হ'ত, তা'হলে বড় ভাল হ'ত।

গা-ওস্তাদ। তা' বটে, আমরা ত তাকে সমজদার কোরে তোলবার চেষ্টায় আছি! কিন্তু আর কিছু নাই হোক, ও লোক্‌টার দ্বারায় ত আমরা দশ জনের কাছে পরিচিত হচ্ছি। সেই আমাদের আর একটা লাভ! আমাদের মনিবের কাছ থেকে বাহবা না পাই, টাকা পাব, আর সেই বাহবা বাইরের দশ জনের কাছে থেকে পুষিয়ে নেওয়া যাবে।

—

দ্বিতীয় দৃশ্য

দোকানদার বড়লোক জুর্দ্দন খাঁ (একটা আলুখাল্লা ও রাত-পোরে টুপি পরিয়া), গান-নাচের ওস্তাদ প্রভৃতি।

জুর্দ্দন। এই যে, তোমরা এসেছ যে, ব্যাপারটা কি? তোমাদের তামাসা আমাকে দেখাবে?

না-ওস্তাদ। সে কি? কিসের তামাসা মশায়?

জুর্দ্দন। আঁ্যা, আঁ্যা, ঐ যে,—তাকে কি বলে ভাল— ঐ যে যাতে কথা-বার্ত্তার সঙ্গে গান আছে, নাচ আছে।

না-ওস্তাদ। আঁ্যা, আঁ্যা?

গা-ওস্তাদ। আমরা ত মশায় প্রস্তুত আছি।

জু। আমার একটু আস্তে দেরি হয়ে গেছে। তোমাদের একটু খানি বোসে থাক্‌তে হয়েছে। তা দেখ, আজ আমি বড়লোকদের মত পোষাক পরছিলুম; আমার দর্জ্জি যোড়া কতক রেশমের মোজা পাঠিয়ে দিয়েছে—সে এমন ভাল যে কি বলুব!

গা-ওস্তাদ। গোলামরা ত হাজির আছে, হুজুরের ফুরসুৎ হলেই হ'ল।

জু। দেখ, যতক্ষণ না আমার সেই পোষাকটা আসে, ততক্ষণ তোমরা থেকো। আমার পোষাকটা তোমাদের দেখতে হবে।

না-ওস্তাদ। হুজুরের যা' মর্জ্জি।

জু। আজ আমি মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত বড় লোকদের পোষাক পরুব।

গা-ওস্তাদ। তা' পরুবেন বৈ কি!

জু। আমার দর্জ্জি বলে যে, বড় লোকেরা সকাল-বেলা এই পোষাক পরে।

গা-ওস্তাদ। হুজুরের গায়ে বড় সরেস মানিয়েছে।

জু। ওহে পেয়াদা, আমার দুই দুই পেয়াদা!

প্রথম পেয়াদা। আজ্ঞে হুজুর, কি হুকুম?

জু। না, কিছু না।—আমি দেখ ছিলুম, তোরা হাজির আছিস্ কি না। (ওস্তাদদের প্রতি) চাকরদের পোষাক কেমন হে?

না-ওস্তাদ। চমৎকার।

জু। (আলখাল্লা খুলিয়া, লাল মকমলের পায়জামা ও জামা দেখাইয়া) এই রকম পোষাক প'রে সকালব্যালা ব্যাড়াতে ট্যাড়াতে বেশ।

গা-ওস্তাদ। অতি উত্তম।

জু। পেয়াদা!

প্রথম পেয়াদা। হুজুর!

জু। আমার পোষাকটা ধর।—এই রকমেই আমাকে ভাল দেখছ, না?

না-ওস্তাদ। অতি উত্তম। এর চেয়ে আর কিছু হ'তে পারে না।

জু। এখন তোমাদের তামাসা দেখা যাক্।

গা-ওস্তাদ। হুজুর যে বিরহ-টপ্পা ফর্মাস্ করেছিলেন, তা আমার এই সাক্রেদ তৈরি করেছে। সেইটে হুজুরকে প্রথমে শোনাব।

জু। একজন সাক্রেদকে দিয়ে তৈরি করা হয়েছে, তুমি বুঝি নিজে করতে পার নি?

গা-ওস্তাদ। সাক্রেদের নামে হুজুর পিছবেন না। এই রকম সাক্রেদ্ ওস্তাদের মতই লায়েক! সুরটা যতদূর ভাল হবার, তা' হয়েছে।

জু। তবে আমার পোষাকটা দাও। পোষাক পরুলে ভাল কোরে শুন্‌তে পারব—না—না— থাম, বিনা পোষাকেই শোনা ভাল। না—না— পোষাকটা দাও—তা' হলে আরও ভাল হবে।

গান।

যে অবধি নেত্রবাণ হানিছ খরতর,
সে অবধি বিধুমুখী হয়ে আছি মর'-মর'।
প্রেমে যে জন গদগদ, তা'রেই যদি প্রাণে বধ,
যে জন তোমার শত্রু তার না জানি কি দশা কর।

জু। এ গানটা কেমন দুঃখের দুঃখের ঠেক্‌ছে। শুন্‌লে কেমন ঘুম আসে। এমন একটা গান শুন্‌তে চাই, যাতে প্রাণটা উলুসে ওঠে।

গা-ওস্তাদ। যে রকম কথা, সেই রকম সুর হওয়া চাই ত মহাশয়!

জু। কিছু দিন হ'ল একটা বড় সরেস গান শিখে-ছিলুম।—রোস—কি ভাল সে গানটা?

না-ওস্তাদ। আমি ত মহাশয় জানিনে।

জু। তাতে একটা পাঁঠার কথা আছে।

না-ওস্তাদ। পাঁঠা?

জু। হাঁ, পাঁঠা।

(গানারম্ভ)

প্রিয়ে, তোরে বড়ই মিষ্টি ভেবেছিলেম আগে,
এমন মিষ্টি মুখশশী পাঁঠা কোথায় লাগে।

হায়, হায়, দেখছি এখন, এমন তোর কঠিন মন,
তোর কাছে (প্রেয়সী আমার)
হার মানে বনের বাঘে।

এ গানটা খুব সরেস না?

গা-ওস্তাদ। বড় সরেশ।—এমন আর হয় না।

না-ওস্তাদ। আর হুজুর কি চমৎকার গান করেন! কি সরেস গলা!

জু। অথচ আমি কখন গান শিখিনি।

গা-ওস্তাদ। হুজুর যেমন নাচ শিখছেন, তেমনি গান শেখাও আপনার কর্ত্তব্য। এই নাচ আর গান-বাজনা—এই দুটোতে বড় যোগ আছে।

না-ওস্তাদ। আর নাচ-গান শিখলে যেমন দেল্ খুলে যায়, এমন আর কিছুতে না।

জু। আচ্ছা, বড় লোকেরাও কি গান শেখে?

গা-ওস্তাদ। হাঁ মশায়, শেখে বৈ কি!

জু। তবে আমি শিখব। কিন্তু কে জানে শিখতে কত দিন লাগবে!—কেন না, তলোয়ার খেল্‌বার ওস্তাদ ছাড়া একজন পণ্ডিতও রেখেছি, তাঁর কাছে আজ সকালে তত্ত্ববিদ্যা শিখব।

গা-ওস্তাদ। হাঁ—তত্ত্ববিদ্যা একটা চীজ্ বটে, কিন্তু হুজুর গান—গান—

না-ওস্তাদ। গান আর নাচ—গান আর নাচ—দুই বিদ্যেই যথেষ্ট।

গা-ওস্তাদ। রাজ্যের মধ্যে গান যেমন কাজের, এমন আর কিছুই না।

না-ওস্তাদ। নাচ যেমন মানুষের পক্ষে আবশ্যক, এমন আর কিছু না।

গা-ওস্তাদ। গান না হ'লে রাজ্য চল্‌তেই পারে না।

না-ওস্তাদ। নাচ না হলে মানুষ কোন কাজই কর্‌তে পারে না।

গা-ওস্তাদ। পৃথিবীতে যত গোলমাল, যত ঝগড়া-ঝাঁটি দেখা যায়, তা কেবল গান না জানার দরুণই হয়।

না-ওস্তাদ। মানুষের যত কিছু দুর্দ্দশা, ইতিহাসে যত কিছু বিপ্লবের কথা শোনা যায়, রাজমন্ত্রীদের যত কিছু ভুল হয়, বড় বড় সেনাপতিদের যত কিছু চুক হয়, তা কেবল নাচ্‌তে না জানার দরুণই হয়।

জু। সে কি রকম?

গা-ওস্তাদ। মানুষের মধ্যে ঐক্যের অভাবেই কি যুদ্ধ বাধে না?

জু। তা সত্যি।

গা-ওস্তাদ। যদি সকলেই সঙ্গীত শেখে, তা হ'লেই কি সকলের মধ্যে মিল্ হবার উপায় হয় না?

জু। তুমি ঠিক বলেছ।

না-ওস্তাদ। যখন কোন মানুষ, রাজ্যের মধ্যে কিম্বা তার পরিবারের মধ্যে কিম্বা সৈন্য-চালনায় কোন ভুল করে, তখন কি লোকে বলে না যে, অমুক কাজে পদস্খলন হয়েছে?

জু। হাঁ, লোকে তা' বলে বটে।

না-ওস্তাদ। আর নাচ না জানবার দরুণ ভিন্ন আর কিসে পদস্খলন হয় বলুন?

জু। তা' সত্যি। তোমরা দুজনেই ঠিক বলেছ।

না-ওস্তাদ। তবে এখন দেখুন, নাচ-গান কত কাজে লাগে?

জু। এখন আমি বুঝ্‌তে পারছি।

গা-ওস্তাদ। আমাদের দুজনের কাজ কি তবে দেখ্‌তে চান?

জু। হাঁ,

গা-ওস্তাদ। আমি আপনাকে পূর্ব্বেই বলেছি, গানেতে যে কত রকমের ভাব প্রকাশ করা যায়, তারই একটা দৃষ্টান্তস্বরূপ এই গান তৈরি করেছি।

জু। তা, বেশ।

গা-ওস্তাদ। (গাইয়ে-বাজিয়েদের প্রতি) এদিক এস। (জুর্দ্দেনের প্রতি) আপনার এখন কল্পনা করতে হবে যে, ওরা রাখালদের মত কাপড় পোরে আছে।

জু। সারাদিন রাখাল কেন! সব যাত্রাতেই ওদের আজকাল দেখা যায়।

না-ওস্তাদ। যখন কোন লোককে দিয়ে গান কোরে কথা কওয়াতে হয়, তখন তাকে রাখাল না সাজালে হয় না। কেন না, গান করা চিরকাল রাখালদেরই সাজে, রাজা-রাজড়া কিম্বা জমিদারদের গান করাটা স্বাভাবিক নয়।

জু। আচ্ছা, আরম্ভ কর, দেখা যাক্।

(সকলে মিলিয়া গান)

গায়িকা।

প্রেম যারা করে, শুকাইয়া মরে,
দিবানিশি মন দহে;

লোকে কিন্তু বলে, সুখেই শুকায়
সুখেতেই খাস বহে।
লোকে যা বলুক, কিছুই তা নয়,
স্বাধীনতা সম কিছুই নহে।
গায়ক। প্রণয় যেমন, আছে কি তেমন
মিশিলে মনেতে মনে?
মানুষের সুখ কোথা বল দেখি
প্রেমের লালসা বিনে,
প্রাণ থেকে যদি প্রেম তুলে লও
প্রাণ থেকে সুখ লইবে ছিনে।
গায়ক। প্রেমেতে প্রেমিক খাঁটি থাকে যদি
কি সুখ প্রেমের চেয়ে।
কিন্তু হায় হায়, পাওয়া বড় দায়
বিশ্বাসী সরলা মেয়ে।
আমি বলি, ভাল না বাসাই ভাল,
অবিশ্বাসী নারী যত।
গায়ক। কি আছে প্রেমের মত?
ইকা। স্বাধীনতা মজা ভারি।
গায়ক। বিশ্বাসঘাতিনী নারী।
গায়ক। তুমি মোর সাত রাজার ধন।
ইকা। তুমি রে আমার সোণার চাঁদ।
গায়ক। তোরে হেরি জ্বলে ঘৃণায় এ মন।
গায়ক। সে ত ভাল নয়, দূর কর ঘৃণা,
ও কি ও কথার ছাঁদ!
ইকা। বিশ্বাসী সরলা নারী
এখনি দেখাতে পারি!
গায়ক। হায়, হায়, হায়, কোথায় সে জন!
ইকা। মোদের জাতির নাম বাঁচাইব,
আমিই রে তোরে সঁপিব মন।
গায়ক। কিন্তু মন তোর, আজ বাদে কাল
অবিশ্বাসী হবে না সে?
ইকা। পরখ করেই দেখা যাবে দোঁহে
কে কেমন ভালবাসে!
গায়ক। চপল যে জন, মরুক্ সে জন।
ন জনে। এস মোরা সবে প্রণয়ে মাতি!
প্রণয় কেমন মজার রতন
হৃদয়ে হৃদয় গাঁথি!

। বস্, হয়ে গেল?
ওস্তাদ। হাঁ।

জু। গানটা বেশ পরিপাটী। ওর মধ্যে বড় মজার মজার কতকগুলি কথা আছে।

না-ওস্তাদ। আমাদের কাজ তবে আরম্ভ করি। পা ফেলার যত রকম কারিগুরী আছে, তা সব দেখ্‌তে পাবেন।

জু। ওতেও আবার রাখাল আছে না কি?

না-ওস্তাদ। এতে আপনি খুসী হবেন। (নাচিয়েদের প্রতি) চলুক।

(নৃত্য)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

জুর্দন খাঁ, গান-বাজনার ওস্তাদ, নাচের ওস্তাদ।

জু। বাঃ, এ নিতান্ত মন্দ নয়, ও লোকগুল বেশ ত্রিং ত্রিং ক'রে লাফায়!

গা-ওস্তাদ। নাচের সঙ্গে যখন আবার গান-বাজনা মিশবে, তখন আরও ভাল লাগবে। আর আমরা যে আপনার জন্য একটা নাচ ঠিক করেছি, তাতে বেশ মজা দেখতে পাবেন।

জু। আজ বৈকালে নিদেন তা হওয়া চাই। আমি যে ব্যক্তির জন্য এই সমস্ত উদ্যোগ করেছি, তিনি অনুগ্রহ ক'রে এখানে আজ আহার করতে আস্‌বেন।

না-ওস্তাদ। আমাদের সমস্ত প্রস্তুত।

গা-ওস্তাদ। কিন্তু হুজুর এক দিনেই কি বস্ হবে। আপনি যে রকম দেল-দরিয়া মানুষ, ভাল চিজ দেখতে শুনতে আপনার যে রকম সখ, তাতে প্রতি বুধবার, আর বেস্পতিবারে আপনার বাড়ীতে গান-বাজনার বৈঠক দেওয়া উচিত।

জু। বড় লোকেরা কি তাই করে?

গা-ওস্তাদ। আজ্ঞে হাঁ, হুজুর।

জু। তবে আমিও করব। তা হ'লে ভাল হবে?

গা-ওস্তাদ। তার কোন সন্দেহ নেই। তা হ'লে আপনার তিন রকম গলার সুর যোগাড় করা আবশ্যক;—উঁচু, নীচু, মাঝারি। আর এই সকল গলার সুরের মত যন্ত্রও চাই। ছোট বেয়ালা, বড় বেয়ালা, আর—

জু। আর তার সঙ্গে একটা একতারাও চাই। একতারা যন্ত্রটা আমার বড় ভাল লাগে—ওর আওয়াজ বড় মিঠে।

গা-ওস্তাদ। সে সব বন্দোবস্ত আমাদের করতে দিন।

জু। সে যাই হোক, আমরা যখন খেতে বস্‌বো, গান করবার জন্য কতকগুল গাইয়ে পাঠাতে ভুলো না।

গা-ওস্তাদ। যা যা আবশ্যক, সব পাবেন।

জু। বিশেষ যেন নাচটা খুব খাসা হয়।

গা-ওস্তাদ। তা দেখে আপনি খুসী হবেন। আর তাতে খ্যাম্‌টাও থাক্‌বে।

জু। আঃ! খ্যাম্‌টাই আমার খাস চীজ, আর এই নাচ আমি একবার নেচে তোমাদের দেখাতে চাই। এসো ওস্তাদজী।

না-ওস্তাদ। আজ্ঞা হুজুর, একটা টুপি মাথায় দিন। (জুর্দ্দন, পেয়াদার নিকট হইতে একটা টুপি লইয়া, তাঁহার কান-ঢাকা রাতপোরে টুপির উপর পরিধান, ওস্তাদ গান গাইতে গাইতে তাঁহাকে নাচাইতে লাগিলেন) তা না না না না না না না না না না না; তা না না না না না না না না না না না। তালে তালে হুজুর। তা না না না না না। ডান পা, তা না না না না না। কাঁধ অত নাড়বেন না। তা না না না না না! তা না না না না না না না। হাত দুটো জড়সড় আছে। তা না না না না না না। মাথা ওঠান্! পায়ের আঙ্গুলগুল উঁচু ক'রে রাখুন। শরীরটাকে সোজা রাখুন।

জু। অ্যাঁ? কেমন?

গা-ওস্তাদ। বাহবা! তোফা হয়েছে।

জু। ভাল কথা! একজন বেগমকে কি রকম ক'রে সেলাম করতে হয়, আমাকে শিখিয়ে দাও। আমার এখনি তা দরকার হবে।

না-ওস্তাদ। এক জন বেগমকে কেমন ক'রে সেলাম করতে হবে?

জু। হাঁ, এক জন বেগম, তাঁর নাম দেলুমনিয়া।

না-ওস্তাদ। আপনার হাত দিন।

জু। না, তুমি করলেই হবে, আমার বেশ মনে থাক্‌বে।

না-ওস্তাদ। যদি খুব মান্য দেখাতে হয়, তা হ'লে পিছু হোটে একবার সেলাম করতে হবে, পরে তাঁর দিকে এগুতে এগুতে তিনবার সেলাম করতে হবে—আর শেষ বারটা তাঁর হাঁটু পর্য্যন্ত নীচু হয়ে সেলাম করতে হবে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

জুর্দ্দন খাঁ, গান-বাজনার ওস্তাদ, নাচের ওস্তাদ, এক জন পেয়াদা।

পেয়াদা। হুজুর, তলোয়ার খেলবার ওস্তাদ এসেছে।

জু। আচ্ছা, তাকে আসতে বল, আমাকে তালিম দেবে। (গান-বাজনার ও নাচের ওস্তাদদ্বয়ের প্রতি) আমার ইচ্ছে, তোমরা একবার আমার খেলা দেখ।

তৃতীয় দৃশ্য

জুর্দ্দন খাঁ, তলোয়ার খেলবার ওস্তাদ, গান-বাজনার ওস্তাদ, নাচের ওস্তাদ, দুটো তলোয়ার লইয়া এক জন পেয়াদা।

তল ওস্তাদ। (দুটো তলোয়ার প্রথমে পেয়াদার নিকট হইতে লইয়া তার একটা তলোয়ার জুর্দ্দনকে দান করিয়া)—আসুন হুজুর, প্রথমে বন্দেগি। শরীর সোজা ক'রে, বাঁ উরোতের উপর ভর দিয়ে একটু হেলে থাকতে হবে। পা অত ফাঁক না—এক লাইনের উপর দুই পা থাকবে। হাতের কব্জী উরোতের এক লাইনে, তলোয়ারের মুখটা কাঁধের সামনে থাকবে—হাত অত বাড়িয়ে না—বাঁ হাতটা চোখ পর্য্যন্ত উঁচুতে উঠবে—বাঁ কাঁধটা আরও চৌকোস ভাবে রাখতে হবে। মাথা সোজা, চোখের দৃষ্টি স্থির। এগোন্! শরীর হেলবে না। এইবার আসুন, পিছনে একলাফ, এইবার সামাল সামাল—(দুই তিন তলোয়ারের ঘা দিয়া সামাল সামাল বলিতে বলিতে)

জু। অ্যাঁ!—কেমন?

গা-ওস্তাদ। বড় চমৎকার!

ত-ওস্তাদ। আপনাকে তো আগেই বলেছি, তলোয়ার খেলায় দুটো জিনিস আছে। সেই দুটো জানলেই

সব জানা হয়। যা দেওয়া, আর যা না নেওয়া। আর সে দিন আমি প্রমাণের সঙ্গে তা দেখিয়ে দিয়েছি।

জু। এক জন লোক, যার সাহস নেই, সে তা হ'লে এই রকম ক'রে নিজে না ম'রে আর এক জনকে মেরে ফেল্‌তে পারে?

ত-ওস্তাদ। তার সন্দেহ নেই, আর তার প্রমান শুদ্ধ্ কি আপনি দেখেন নি?

জু। হাঁ।

ত-ওস্তাদ। তবে দেখুন, রাজ্যের মধ্যে আমাদের কতদূর মান হওয়া উচিত। আর সকল রকম অকেজো বিদ্যের চেয়ে এ বিদ্যে যে কত উঁচু, তাও বিবেচনা ক'রে দেখুন। অকেজো বিদ্যে, যেমন নাচ, গান, বাজনা—

না-ওস্তাদ। তলোয়ারের ওস্তাদজি! একটু মুখ সাম্‌লে কথা কও—নাচের কথা অমন অমান্য ক'রে বোলো না।

গা-ওস্তাদ। এও ভাই তোমাকে বল্‌চি, গান-বাজনার কথা অমন ক'রে বোলো না।

ত-ওস্তাদ। তোমরা তো বড় মজার লোক হে—আমাদের বিদ্যের সঙ্গে কি না তোমাদের বিদ্যের তুলনা!

গা-ওস্তাদ। কি মস্ত লোকটাই বল্‌ছে রে!

না-ওস্তাদ। বুকে কবচ প'রে কি মজার জানোয়ারই সেজেছে!

ত-ওস্তাদ। ওগো নাচের ওস্তাদের পো! তোমাকে এখনি তুর্কি নাচন নাচিয়ে দেব।

না-ওস্তাদ। ওহে তলোয়ারের ওস্তাদ! তোমার ব্যবসা আমিও তোমাকে শিখিয়ে দিতে পারি।

জু। (নাচের ওস্তাদের প্রতি) তোমরা কি পাগল হয়েছ না কি? যে ব্যক্তি প্রমাণ-প্রয়োগের সঙ্গে এক জন মানুষকে বধ করতে পারে, তার সঙ্গে আবার ঝগড়া?

না-ওস্তাদ। ওর প্রমাণ-প্রয়োগ চুলোয় যাক্।

জু। (নাচের ওস্তাদের প্রতি) চুপ চুপ, আস্তে।

ত-ওস্তাদ। কি! অভদ্র কাঁহেকা!

জু। ও আমার তলোয়ারের ওস্তাদজি! কি কর—কি কর—

না-ওস্তাদ। (ত-ওস্তাদের প্রতি) কি! গাধা কোথাকারে!

জু। ও আমার নাচের ওস্তাদজি! কি কর—কি কর!—

ত-ওস্তাদ। তোমাকে একবার যদি পাকড়ে ধরি—

জু। (ত-ওস্তাদের প্রতি) আস্তে!

না-ওস্তাদ। তোমার উপর যদি একবার হাত চালাতে আরম্ভ করি—

জু। (না-ওস্তাদের প্রতি) আস্তে আস্তে!

ত-ওস্তাদ। আমি এমন ঠেঙ্গিয়ে দেব—

জু। (ত-ওস্তাদের প্রতি) তোমার পায় পড়ি।

না-ওস্তাদ। আমিও এমন পিটিয়ে দেব—

জু। (না-ওস্তাদের প্রতি) ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও।

গা-ওস্তাদ। হুজুর একটু থামুন—কি রকম ক'রে কথা কইতে হয়, আমরা ওকে একবার শিখিয়ে দি।

জু। (গা-ওস্তাদের প্রতি) কি সর্ব্বনাশ! তোমরা থাম না হে!

চতুর্থ দৃশ্য

এক জন তত্ত্বজ্ঞানের শিক্ষক, জুর্দ্দন, গান-বাজনার ওস্তাদ, নাচের ওস্তাদ, তলোয়ারের ওস্তাদ, এক জন পেয়াদা।

জু। এই যে! পণ্ডিত মহাশয়, ঠিক সময়ে আপনি তত্ত্বজ্ঞান নিয়ে এসেছেন—এই ব্যক্তিদের মধ্যে ঝগড়াটা থামিয়ে দিন দেখি।

তত্ত্বজ্ঞানী। মহাশয়দের মধ্যে কি হচ্ছে? ব্যাপারটা কি?

জু। কার ব্যবসায় সকলের চেয়ে ভাল, এই নিয়ে ওদের মধ্যে রাগারাগি হয়েছে, এমন কি, গালাগালি পর্য্যন্ত হয়েছে। হাতাহাতি হবারও উপক্রম হয়েছিল।

তত্ত্বজ্ঞানী। আপনারা মহাশয় ব্যক্তি। ক্রোধে কি এ প্রকার বিচলিত হতে হয়? বাণভট্ট ক্রোধের বিষয়ে যে প্রবন্ধ লিখে গেছেন, তা কি আপনারা পড়েন নি? এই ক্রোধ রিপু অপেক্ষা জঘন্য ও নীচ আর কি কিছু আছে? ক্রোধেতেই কি মনুষ্য পশুবৎ ভীষণ হয় না?

না-ওস্তাদ। কি, মশায়! আমাদের নাচ ও গান-বাজনার পেষাকে তাচ্ছীল্য ক'রে আমাদের দু'জনকে ও-ব্যক্তি গালাগালি দিতে আসবে?

তত্ত্বজ্ঞানী। যে ব্যক্তি বিজ্ঞ, তিনি অজ্ঞের কটু-কাটব্যে বিচলিত হন না—আত্মদমন ও সহিষ্ণুতাই সেই সকল কটু-কাটব্যের একমাত্র উত্তর।

ত-ওস্তাদ। ওদের আস্পর্দ্ধা দেখেছেন মহাশয়! আমার পেষার সঙ্গে কি না ওদের পেষার তুলনা!

তত্ত্বজ্ঞানী। তাতে কি আপনার বিচলিত হওয়া উচিত? বৃথা গর্ব্ব নিয়ে মানুষদের মধ্যে কলহ হওয়াটা উচিত নয়। আর বিজ্ঞতা ও ধর্ম্ম নিয়েই অজ্ঞদের সহিত আমাদের যা প্রভেদ।

না-ওস্তাদ। আমি ওকে এই বল্‌ছিলুম যে, নৃত্য-বিদ্যা যেমন সরেস, এমন আর কিছুই না।

গা-ওস্তাদ। আর আমি বলছিলেম, শত শত বৎসর থেকে গান-বাজনার যে রকম আদর হয়ে আস্‌ছে, এমন আর কিছুরই না।

ত-ওস্তাদ। আর আমি ওদের দু'জনকেই বল্‌ছিলেম যে, অস্ত্র-বিদ্যা সকল বিদ্যা অপেক্ষাই ভাল ও কেজো।

তত্ত্বজ্ঞানী। তবে তত্ত্ববিদ্যার কি হবে? তোমাদের তিন জনেরই এতদূর স্পর্দ্ধা ও অহঙ্কার যে, যে সকল জিনিসকে আমি শিল্প বলতেও রাজি নই, সেই নাচ, গান বাজনা ও পালোয়ানির নীচ কাজকে কি না, আমার সম্মুখে অনায়াসে বিদ্যা ব'লে পরিচয় দিলে?

ত-ওস্তাদ। যাও যাও, পণ্ডিত কোথাকারে!

গা-ওস্তাদ। যাও যাও, বিক্ষে-ফলানে ভিক্ষুক ভট্‌চাজ কোথাকারে!

না-ওস্তাদ। দূর হ নির্ব্বোধ টুলো পণ্ডিত!

তত্ত্বজ্ঞানী। কি! পাজি বেটারা—

(পণ্ডিত তাহাদের তিন জনের উপর পড়িয়া কিল মারিতে আরম্ভ)

জু। পণ্ডিত মহাশয়!

তত্ত্বজ্ঞানী। পাজি, নচ্ছার, হতভাগা!

জু। পণ্ডিত মহাশয়!

ওস্তাদ। গাধা, ছুঁচো—

জু। ওগো ওস্তাদজিরা!

তত্ত্বজ্ঞানী। নির্লজ্জ!

জু। পণ্ডিত মহাশয়!

না-ওস্তাদ। গর্দ্দভ কোথাকারে!

জু। ওগো, তোমরা কর কি!

তত্ত্বজ্ঞানী। পাজি ব্যাটারা!

জু। পণ্ডিত মহাশয়!

গা-ওস্তাদ। অসভ্য কোথাকারে!

জু। ওগো ওস্তাদজিরা!

তত্ত্বজ্ঞানী। চোর, বাটপাড়, জুয়াচোর, নচ্ছার!

জু। ও পণ্ডিত মহাশয়! ও ওস্তাদজিরা! পণ্ডিত মহাশয়!

[মারামারি করিতে করিতে সকলের প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

জুর্দ্দন খাঁ, এক জন পেয়াদা।

জু। যত খুসি তোমরা মারামারি কর, আমি ে আর পারি নে; আর তোমাদের ছাড়িয়ে দিে গিয়ে কি আমার পোষাক নষ্ট করব? আ আমি এমন পাগল নই যে, ওদের মধ্যে ঢু আমিও দুই চার ঘা খাই।

ষষ্ঠ দৃশ্য

তত্ত্বজ্ঞানের শিক্ষক, জুর্দ্দন খাঁ, এক জন পেয়াদা।

ত-শিক্ষক। (টিকি ও চশমা ঠিক্‌ঠাক্ করিয়া এইবার পাঠ আরম্ভ করা যাক্।

জু। আঃ, মশায়, আপনি যে মার খেয়েছেন, ে জন্য আমি বড় দুঃখিত হয়েছি।

ত-শিক্ষক। সে কিছুই নয়। এক জন তত্ত্বজ্ঞানী ও-সব অনায়াসে সহ্য করতে পারেন! আ তাঁদের নামে কালিদাসের ছাঁদে উপহাস ক'ে একটা প্রবন্ধ লিখতে যাচ্ছি, তাতে তারা খু জব্দ হবে। ও কথা থাক্—আপনি কি শিখতে ইচ্ছা করেন?

জু। যা আমি শিখতে পারব। কারণ, পণ্ডিত হতে আমার ভয়ানক ইচ্ছে। আর ছোট ব্যালায় বাপ-মায়া আমাকে ভাল ক'রে বিদ্যা শিক্ষা দেননি বোলে আমার এমন রাগ ধরে।

ত-শিক্ষক। হাঁ, এ কথাটা মনে হওয়া যুক্তিসঙ্গত বটে; "বিদ্যাভাবাৎ জীবিতং খলু মৃত্যুবৎ" এ শ্লোকটা আপনি বুঝতে পেরেছেন, সংস্কৃত অবশ্য আপনি জানেন?

জু। আচ্ছা, মনে করুন, যেন আমি জানিনে। ওর মানে কি আমাকে বলুন।

ত-শিক্ষক। অস্যার্থ এই—বিদ্যার অভাবে জীবন মৃত্যুবৎ হয়।

জু। হাঁ, এই সংস্কৃতটাতে খুব জ্ঞানের কথা আছে।

ত-শিক্ষক। বিদ্যার মূলতত্ত্ব কি, আপনার কিছু জানা আছে?

জু। হ্যাঁ, আছে বৈ কি। আমি লিখতে পড়তে জানি।

ত-শিক্ষক। তবে কিসের থেকে আরম্ভ করা আপনার ইচ্ছে?—ন্যায়শাস্ত্র শিখতে কি ইচ্ছা করেন?

জু। এই ন্যায়শাস্ত্র জিনিষটা কি?

ত-শিক্ষক। যে বিদ্যা দুই প্রকার কার্য্য সম্বন্ধে শিক্ষা দেয়।

জু। কি এই দুই প্রকার কার্য্য?

ত-শিক্ষক। সে হচ্ছে, প্রথম, আর দ্বিতীয়। প্রথম হচ্চে, সার্ব্বভৌমিক পদার্থ সংখ্যার দ্বারা ভাল ক'রে বিচার করা—দ্বিতীয়, ন্যায়ের অবয়ব, নিগ্রহস্থান, হেত্বাভাষ প্রভৃতি নির্দ্ধারণ করা।

জু। কি বিশ্রী কটমটে কথাগুল। ও সব আমার পোষাবে না। ও ছাড়া আর কোন ভাল জিনিস দেখা যাক্।

ত-শিক্ষক। ধর্ম্মনীতি কি শিখবেন?

জু। ধর্ম্মনীতি?

ত-শিক্ষক। হাঁ।

জু। এই ধর্ম্মনীতিটা বলে কি?

ত-শিক্ষক। ধর্ম্মনীতি সুখের বিষয় ব্যাখ্যা করে, মনুষ্যদের রিপু দমন করতে শিক্ষা দেয়, আর—

জু। না না, ও থাক্। আমার মেজাজটা বড় গরম। ধর্ম্মনীতি হোক্ আর অধর্ম্মনীতিই হোক, আমার রাগতে ইচ্ছে হলে, খুব রাগতে ভালবাসি।

ত-শিক্ষক। ভৌতিক বিদ্যা কি তবে আপনি শিখতে চান?

জু। এই ভৌতিক বিদ্যাটা বলে কি?

ত-শিক্ষক। ভৌতিক বিদ্যা প্রাকৃতিক পদার্থের মূলতত্ত্ব সকল ব্যাখ্যা করে; পঞ্চভূত, ধাতব পদার্থ, খনিজ পদার্থ, প্রস্তর, উদ্ভিদ ও জন্তুদের প্রকৃতি বর্ণনা করে, এবং উল্কা, ইন্দ্রধনু, আলেয়া, ধূমকেতু, বিদ্যুৎ, বজ্রবৃষ্টি, তুষার, বায়ু ও ঘূর্ণীবায়ু সকলের কারণ নির্ণয় করে।

জু। ওর ভিতর ভারি গোলমেলে কেত্তন—অনেক হাঙ্গাম।

ত-শিক্ষক। তবে আপনাকে কি শেখাব বলুন?

জু। আমাকে বানান শেখান।

ত-শিক্ষক। আচ্ছা বেশ!

জু। তার পরে, আমাকে পাঁজি দেখতে শেখাতে হবে, কারণ, কখন্ চাঁদ ওঠে, আর কখন্ চাঁদ ওঠে না, আমার সব জান্‌তে হবে।

ত-শিক্ষক। আচ্ছা, তাই হোক্। আপনি যা ইচ্ছে কচ্চেন, তা শেখাবার জন্য প্রথমে বর্ণের মূলতত্ত্ব শিক্ষা দিতে হবে তা হলে পদার্থ সকলের শৃঙ্খলা অনুসারে বর্ণের প্রকৃতি এবং সেই সকল বর্ণের উচ্চারণপদ্ধতি শিক্ষা প্রথম আরম্ভ করতে হবে। আর সে বিষয়ে আপনাকে এই বলতে চাই যে, বর্ণ-সকল স্বরবর্ণে বিভক্ত—কারণ, তাহারা কণ্ঠস্বর প্রকাশ করে; এবং ব্যঞ্জনবর্ণে বিভক্ত, কারণ, তাহারা স্বরবর্ণের সহযোগে উচ্চারিত হয়—এবং কণ্ঠস্বরের বিভিন্ন উচ্চারণ সূচনা করে। স্বরবর্ণ সবশুদ্ধ তেরটি, যেমন, অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ ইত্যাদি। এর মধ্যে কতকগুলি হ্রস্ব ও কতকগুলি দীর্ঘ।

জু। ও সব আমি বুঝি।

ত-শিক্ষক। মুখ খুব হাঁ ক'রে আ—বর্ণটি উচ্চারণ হয়। আ।

জু। আ—আ—হাঁ।

ত-শিক্ষক। চোয়াল নীচের থেকে উপরে আস্তে আস্তে নিয়ে এলে এ-স্বরবর্ণটি উচ্চারণ করা যায়; আ—এ।

জু। আ—এ; আ—এ। ঠিক্। বাঃ! কি চমৎকার!

ত-শিক্ষক। দুটো চোয়াল আরও কাছাকাছি আন্‌লে আর কানের দিকে মুখের দুই কোণ বিস্তৃত করলে স্বরবর্ণ ই-স্বরবর্ণটি পাওয়া যায়।

জু। আ—এ—ই—ই—ই—ই। এ কথা ঠিক্। বিদ্যাকে বলিহারি!

ত-শিক্ষক। চোয়াল দুটো খুলে ঠোঁটের দুই কোণ কাছাকাছি আন্‌লে ও স্বরবর্ণটি পাওয়া যায়—ও।

জু। ও, খুব ঠিক্, আ, এ, ই, ও, ই, ও। বড় চমৎকার! ই, ও, ই, ও।

ত-শিক্ষক। ও—স্বরবর্ণটি যেমন একটু গোলাকার, উচ্চারণ করবার সময়ে ঠোঁটের ফাঁক একটি ছোট গোল হয়ে ওঠে।

জু। ও, ও, ও, ঠিক বলেছে। আহা! সব বিষয়ে কিছু জানা শুনো থাকা বড় ভাল।

ত-শিক্ষক। দুই পাটি দাঁত একেবারে যোগ না ক'রে কাছাকাছি এনে আর বাহিরের দিকে ঠোঁট দুটো লম্বা ক'রে দিলে, উ-বর্ণটি উচ্চারণ হয়। উ।

জু। উ, উ। ওর চেয়ে আর সত্যি কিছু হতে পারে না। উ।

ত-শিক্ষক। যেন ভেংচোচ্ছো, এই রকম ভাবে ঠোঁট দুটো লম্বা করতে হয়। এ থেকে এই পাওয়া যাচ্ছে, যখন আপনার কাউকে ভেংচোবার দরকার হবে, তখন তাকে উ বল্লেই হবে।

জু। উ, উ, তা ঠিক কথা। আঃ! এসব কেন আরও একটু আগে থাকতে শিখতে আরম্ভ করি নি!

ত-শিক্ষক। কাল ব্যঞ্জন বর্ণের বিষয় দেখা যাবে।

জু। সে সবগুলও কি এই রকম মজার ধরণের?

ত-শিক্ষক। তার সন্দেহ নেই। তার দৃষ্টান্ত ড। উপরের পাটি দাঁতের উপরে জিবের আগা দিলে এই ড বর্ণটি উচ্চারণ হয়। ড।

জু। ড, ড, হাঁ, বাঃ বেশ জিনিস! বেশ জিনিস।

ত-শিক্ষক। নীচের ঠোঁটের উপর উপরের দাঁত সকল ভর দিলে ফ এই ব্যঞ্জন বর্ণটি পাওয়া যায়। ফ।

জু। ফ, ফ। ঠিক কথা। আঃ! মা বাপ! তোমাদের উপর কি রাগই ধরছে।

ত-শিক্ষক। আর, জিবের আগাটা তালু পর্য্যন্ত নিয়ে গেলে র এই বর্ণটা পাওয়া যায়।

জু। র—র-র-র। ঠিক কথা! আহা, আপনি কি বিদ্বান্, আর আমি যে কতটা সময় হারিয়েছি, তার ঠিক নেই। র—র—র—র।

ত-শিক্ষক। এই সব চীজ ভাল ক'রে আপনাকে শিখিয়ে দেব।

জু। আপনার কাছে একটি প্রার্থনা আছে। একটি গোপনীয় কথা বিশ্বাস ক'রে আপনার কাছে বলছি। এক জন বড়লোকের মেয়ের সঙ্গে আমার ভালবাসা হয়েছে। আমি তাঁর শ্রীচরণে একটি প্রেম-লিপি পাঠাতে চাই। আপনি যদি সেই চিঠি লিখতে আমাকে সাহায্য করেন।

ত-শিক্ষক। আচ্ছা বেশ।

জু। তা হলে রসিক লোকের মত কাজ করা হয় না?

ত-শিক্ষক। তা সত্য। আপনি কি তাঁকে পদ্য লিখতে ইচ্ছে করেন?

জু। না, না—পদ্য না।

ত-শিক্ষক। তবে কি খালি গদ্য?

জু। না, আমি গদ্যও লিখতে চাইনে, পদ্যও লিখতে চাইনে।

ত-শিক্ষক। হয় পদ্য হবে, নয় গদ্য হবে; এ দুটোর একটাও হবে না, তা তো কখনই হতে পারে না।

জু। কেন?

ত-শিক্ষক। মশায়, তার কারণ হচ্ছে এই, ভাব প্রকাশ করতে গেলে হয় পদ্যে, নয় গদ্যে প্রকাশ করতে হয়।

জু। গদ্য আর পদ্য ছাড়া কি তবে আর কিছু নেই?

ত-শিক্ষক। না মশায়। যা গদ্য নয়, তাই পদ্য, আর যা পদ্য নয়, তাই গদ্য।

জু। যখন আমরা কথা কই, তখন সেটা কি?

ত-শিক্ষক। গদ্য।

জু। কি! যখন আমি বলি, "নকুলি, আমার চটি জুতোজোড়া নিয়ে আয় তো, আর আমার রাত্‌-পোরে টুপিটা দে তো" এটা কি গদ্য হ'ল?

ত-শিক্ষক। হাঁ মশায়।

জু। আশ্চর্য্য, আমি চল্লিশ বৎসরের বেশী গদ্য ব'লে আসছি, অথচ গদ্য যে কি জিনিস, তা আমি কিছুই জানি নে; আর, আপনি আমাকে এ বিষয় শিক্ষা দেওয়াতে আপনার কাছে আমি বড়ই বাধিত আছি। আমি তবে একটি পত্রে তাঁকে এই লিখতে চাই, "সুন্দরি বেগম, তোমার সুন্দর চোখ দেখে, আমি প্রেমে ম'রে যাচ্ছি;" এই কথাগুলি আর একটু রসালো ভাবে লিখতে হবে, একটু ভাল রকমে বসাতে হবে।

ত-শিক্ষক। এই কথা লিখুন যে, তাঁহার নয়নানলে আপনার হৃদয় ভস্মসাৎ হয়ে গেছে, আর তার জন্য রাত্রি-দিন আপনার অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে।

জু। না, না, না—ও সব আমি চাইনে, আমি যে কথা আগে তোমাকে বলেছি, আমি কেবল তাই

লিখতে চাই,—"সুন্দরী বেগম, আমি তোমার সুন্দর চোখ দেখে অবধি প্রেমে ম'রে যাচ্ছি।"

ত-শিক্ষক। ঐ কথাগুলো তো একটু বাড়িয়ে বলা চাই?

জু। না, না! আমি ঐ কথাগুলই চিঠিতে লিখতে চাই, কেবল একটু ভাল ক'রে গুছিয়ে বল্‌তে হবে। আচ্ছা, দেখা যাক্‌, তুমি বল দেখি, ঐ কথাগুলো কত রকম ক'রে বলা যেতে পারে?

ত-শিক্ষক। আপনি যে রকম বল্‌ছিলেন, প্রথমতঃ তো সেই রকম ক'রে বলা যেতে পারে—"সুন্দরী বেগম, আমি তোমার সুন্দর চোখ দেখে অবধি প্রেমে ম'রে যাচ্ছি।" কিম্বা "প্রেমে ম'রে যাচ্ছি সুন্দরী বেগম তোমার সুন্দর চোখ দেখে অবধি" কিম্বা "তোমার সুন্দর চোখ দেখে অবধি প্রেমে, সুন্দরী বেগম, ম'রে যাচ্ছি"—কিম্বা "ম'রে যাচ্ছি তোমার সুন্দর চোখ দেখে অবধি, প্রেমে।"

জু। কিন্তু এই সকলের মধ্যে কোন্‌টা সকলের চেয়ে ভাল?

ত-শিক্ষক। আপনি যেটা বলেছিলেন; "সুন্দরী বেগম, তোমার সুন্দর চোখ দেখে অবধি আমি প্রেমে ম'রে যাচ্ছি।"

জু। তবুও দেখ, আমি কখন লিখতে পড়তে চেষ্টা করিনি। প্রথম চোটেই কেমন এটা আমার বেরিয়ে গেছে। আপনাকে হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ, আর আমার এই অনুরোধ, কালও আপনি সকাল সকাল আসবেন।

ত-শিক্ষক। তার ব্যত্যয় হবে না।

সপ্তম দৃশ্য

জুর্দ্দন খাঁ, এক জন পেয়াদা।

জু। (পেয়াদার প্রতি) কি! আমার পোষাক এখনও আনিসনি?

পেয়াদা। না, হুজুর।

জু। আজ আমার কত কাজ, আর আজই কি না লক্ষ্মীছাড়া দর্জ্জিটা আমাকে সমস্ত দিন অপেক্ষা করিয়ে রেখেছে। আমার ভারি রাগ ধর্‌ছে। দর্জ্জিটা জাহান্নমে যাক্‌, চুলোয় যাক্‌, পাজি দর্জ্জি—লক্ষ্মীছাড়া দর্জি—হতভাগা দর্জ্জি—ছুঁচো দর্জি! হারামজাদাকে যদি এখন একবার পাই—

অষ্টম দৃশ্য

জুর্দ্দন খাঁ, এক জন কর্ত্তা-দর্জ্জি, তার এক জন অধীনস্থ দর্জি, জুর্দ্দনের পোষাক হস্তে করিয়া এক জন পেয়াদা।

জু। আঃ, এই যে। আমি আর একটু হলেই তোমার উপর রাগ কচ্ছিলুম।

দর্জি। আমি এর চেয়ে আর শীগ্‌গির আসতে পারলেম না, আপনার এই পোষাক তৈরি করতে আমায় ২০ জন ছোকরা লাগাতে হয়েছিল।

জু। তুমি যে রেশমের মোজা পাঠিয়ে দিয়েছিলে, তা এত ছোট যে, তা আমার পরতে ভয়ানক কষ্ট হয়েছিল, আর এর মধ্যেই তার দুটো সেলাই খুলে গেছে।

দর্জি। কেন, যত টানবেন, ততই তো বাড়ান যায়।

জু। হাঁ, ক্রমাগত যদি সেলাইগুলি খুলে যায়, তা হ'লে বটে! আর তুমি আমার যে জুতো তৈরি করিয়ে দিয়েছ, সেও এমনি কষা যে, ভয়ানক পায়ে লাগে।

দর্জি। না মহাশয়, আদপে লাগে না।

জু। কি! আদপে লাগে না?

দর্জি। না মহাশয়, আপনার পায়ে লাগে না।

জু। আমি বলছি, আমার লাগে।

দর্জি। সে আপনার কল্পনা।

জু। আমার লাগছে বলেই কল্পনা কচ্ছি।

দর্জি। দেখুন, সমস্ত রাজবাড়ীতেও এমন সরেশ মানানসই পোষাকের স্যুট নেই। কালো রং না হয়েও যে এমন ভদ্র রকম কাপড় হ'তে পারে, সে কেবল কারিগরের বাহাদুরি। আর আমি বাজি রাখতে পারি, খুব ভাল ভাল কারিগরেরা দশবার চেষ্টা ক'রেও এ রকম পোষাক তৈরি করতে পারে না।

জু। এ আবার কি? ফুলগুলো সব নীচের দিকে মুখ ক'রে রেখেছে দেখছি।

দর্জি। আপনি তো আমাকে বলেন নি যে, উপর দিকে মুখ ক'রে রাখতে হবে।

জু তা কি আবার বলতে হবে ?

দর্জি। বলতে হবে বৈ কি। কেন না, বড় লোকেরা সবাই এই রকম প'রে থাকেন।

জু। বড় লোকেরা এই রকম উলট ক'রে ফুল পরেন ?

দর্জি। হাঁ মশাই।

জু। ওঃ! তবে এ বেশ হয়েছে।

দর্জি। আপনি যদি ইচ্ছে করেন, তা হ'লে উপর দিকে মুখ ক'রে দিতে পারি।

জু। না—না।

দর্জি। আপনি বোল্লেই ক'রে দিতে পারি।

জু। না না, তা করতে হবে না। যা করেছ, বেশ করেছ—বেশ করেছ। তোমার মনে হয় কি ? আমার গায়ে বেশ লাগবে ত ?

দর্জি। বলেন কি! একজন ছবিওয়ালাও তুলি দিয়ে এমন ফিট ক'রে পোষাক আঁকতে পারে না। আমার কারখানায় একটি ছোগরা কারিগর আছে, তার মত রিন্‌গ্রেব কেউ করতে পারে না—তার ও বিষয়ে ভারি জেহেন্। আর একটি ছোকরা আছে, তার মত ডবলেট কেউ বানাতে পারে না—সে বিষয়ে সে অদ্বিতীয়।

জু। পরচুলো ও পালকগুল কি দস্তুরমত হয়েছে ?

দর্জি। সব ঠিক হয়েছে।

জু। (দর্জির প্রতি দৃষ্টি করিয়া) আহা! আহা! দর্জি সাহেব, শেষ বারে তুমি আমাকে যে কাপড়ের কোর্ত্তা ক'রে দিয়েছিলে, তোমার গায়েও দেখছি সেই কাপড়! আমি বেশ চিনতে পাচ্ছি!

দর্জি। ঐ কাপড়টা আমার এত ভাল লেগেছে যে, আমার নিজের জন্য ঐ কাপড়ের একস্যুট তৈরি করেছি!

জু। কিন্তু আমার কাপড় থেকে তৈরি করাটা তোমার উচিত হয় নি।

দর্জি। কোর্ত্তাটা কি প'রে দেখবেন ?

জু। হাঁ, আমাকে দাও।

দর্জি। একটু সবুর করুন। ও রকম ক'রে পরা দস্তুর না। তালে তালে কাপড় পরাতে হবে ব'লে আমি সঙ্গে ক'রে লোক এনেছি—এসব পোষাক ঘটা ক'রে পরতে হয়। ওহে তোমরা এসো সবাই।

অষ্টম দৃশ্য

জুর্দ্দন খাঁ, হেড দর্জি, কারিকর দর্জি, এক জন পেয়াদা।

হেড দর্জি।—(কারিকরদিগের প্রতি) বড় লোকদের যে রকম ক'রে পোষাক পরাতে হয়, সেই রকম ক'রে ওঁকে পোষাক পরিয়ে দাও।

নৃত্যকারিগণের প্রবেশ।—(চারি জন কারিকর দর্জ্জি নাচিতে নাচিতে জুর্দ্দনের নিকট আগমন—তাহাদিগের মধ্যে দুজন তাঁর কুর্ত্তি করিবার পায়জামা খুলিয়া ফেলিল—আর দুই জন ফতুয়া খুলিয়া লইল, তার পর নাচিতে নাচিতে তাহার নতুন পোষাক পরাইয়া দিল, জুর্দ্দন তাহাদের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে তাঁহার পোষাক তাহাদিগকে দেখাইতে লাগিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন যে, তাহা ঠিক মানান্‌সই হইয়াছে কি না)।

কারিগর দর্জি। নবাব সাহেব এই কারিকরদের সরাপ খেতে অনুগ্রহ করে কিছু দিন।

জু। আমাকে কি বোলে ডাক্‌লে ?

কারিকর দর্জি। নবাব সাহেব।

জু। নবাব সাহেব, বা! দেখ, বড় লোকদের মত পোষাক পরলে কি হয়! সামান্য লোকের মত যদি চিরকাল কাপড় প'রে থাকা যায়, তা হ'লে একবারও কেউ পোঁছে না। নবাব সাহেব (কিছু টাকা দিয়া) এই নেও, নবাব সাহেব বলবার দরুণ এই দিলুম।

কারিকর। জাঁহাপনা!

জু। ও! ও! জাঁহাপনা! তুমি একটু দাঁড়াও হে; জাঁহাপনা বলবার দরুণ কিছু বকসিস পাওয়া উচিত—জাঁহাপনা বড় কম কথা নয়! এই নেও জাঁহাপনা তোমাকে এই দিলেন।

কারিকর। জাঁহাপনা হজুরালিকে খোদা সেলামত রাখুন, এই উদ্দেশ্যে আমরা সকলে মিলে সরাপ খাব।

জু। হজুরালি! ও! ও! ও! সবুর কর; তোমরা চ'লে যেও না। আমাকে হজুরালি! (মৃদুস্বরে জনান্তিকে) যদি বাদশা পর্য্যন্ত উঠে, তা হ'লে তো আমি একেবারে খোলেঝাড়া হয়ে

পড়বো। (উচ্চস্বরে) হুজুরালি বলবার জন্য এই বক্‌সিস্।

কারিকর। হুজুরালির কি দরাজ হাত—আমরা সবাই সেলাম ক'রে চল্লুম।

জু। যাচ্ছে বেশ কচ্ছে—আর একটু হ'লেই আমার সর্ব্বস্ব দিয়ে ফেলতেম।

দশম দৃশ্য

(নৃত্যকারিগণের দ্বিতীয়বার প্রবেশ)

(চারি জন কারিকর নাচিতে নাচিতে জুর্দ্দনের জয় জয়কার করিতে লাগিল)

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

জুর্দ্দন খাঁ, দুই জন পেয়াদা।

জু। তোমরা আমার সঙ্গে এস, আমার এই পোষাক সমস্ত সহরময় একবার দেখিয়ে আসি। আর তোমরা ঠিক্ আমার পিছনে পিছনে থেকো, তা হ'লে লোক বুঝতে পারবে যে, তোমরা আমারই পেয়াদা।

পেয়াদা। যে আজ্ঞা হুজুর।

জু। আমার দাসী নকুলীকে ডেকে দাও তো হে—তাকে কতকগুলো হুকুম দিতে হবে। আর যেতে হবে না; ঐ এসেছে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

জুর্দ্দন খাঁ, নকুলিয়া, দুই জন পেয়াদা।

জু। নকুলিয়া!

ন। আজ্ঞে?

জু। শোনো।

ন। (হাসিতে হাসিতে)—হি, হি, হি, হি, হি।

জু। আরে হাসছিস্ কেন?

ন। হি, হি, হি, হি, হি, হি।

জু। আরে মর্, মাগী ও রকম কচ্ছে কেন?

ন। হি, হি, হি, কেমন মজার সাজ হয়েছে। হি, হি, হি।

জু। কেন, কি রকম হয়েছে?

ন। ও মা! আমি যাব কোথা! হি, হি, হি, হি, হি।

জু। আ মর্ মাগী, তুই আমাকে নিয়ে তামাসা কচ্চিস্?

ন। না মশাই, তা কি করতে পারি। হি, হি, হি, হি, হি, হি, হি।

জু। দেখ, ফের যদি হাস্‌বি তো কিলিয়ে তোর নাক ভেঙ্গে দেব।

ন। মশাই, আমি হাসি রাখ্‌তে পাচ্চিনে। হি, হি, হি, হি, হি, হি।

জু। তুই থাম্‌বি নে?

ন। মশাই, আমাকে মাপ কর; কিন্তু মশাই, তোমাকে এমন মজার দেখ্‌তে হয়েছে যে, না হেসে থাক্‌তে পাচ্ছিনে। হি, হি, হি।

জু। দেখ দিকি মাগীর আস্পর্দ্ধা!

ন। তোমাকে ভারি মজার দেখতে হয়েছে। হি হি।

জু। আমি তোকে—

ন। আমাকে মশাই মাপ কর। হি, হি, হি, হি।

জু। দেখ, তুই ফের যদি হাস্‌বি, তোর গালে এমনি চড় কষিয়ে দেব যে, তখন দেখতে পাবি।

ন। আচ্ছা মশাই, এইবার হয়েছে, আর আমি হাস্‌ব না।

জু। দেখিস, খবরদার। আজ বিকেল বেলায় ঝাঁট দিতে হবে—

ন। হি হি।

জু। শোন্ কি বলছি, হলের ঘরটা ভাল ক'রে ঝাঁট দিস, আর—

ন। হি, হি।

জু। দেখিস্ যেন ভাল ক'রে ঝাঁট দিস্।

ন। হি, হি।

জু। ফের?

ন। (হাসিতে হাসিতে ভূতলে পড়িয়া) বরং আমাকে মারো মশাই, আমি একবার মন খুলে হেসে নি—আমার দম ফেটে যাচ্ছে, একটু আমি হেসে বাঁচি। হি, হি, হি, হি, হি।

জু। আমার রাগে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলছে।

ন। মশাই, তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে একটু হাসতে দেও।

জু। আমি যদি একবার আরম্ভ করি—

ন। মশাই, আমি দম্ ফেটে মরবো যদি না হাস্‌তে পাই, হি, হি, হি।

জু। এমন লক্ষ্মীছাড়া মাগী কেউ কখন কি দেখেছে—আমি কোথায় ওকে হুকুম দিতে এলাম, না ওর এতদূর আস্পর্দ্ধা যে আমার হুকুম না শুনে আমার মুখের উপর ও হাস্‌তে আরম্ভ করেছে।

ন। কি করতে হবে মশাই বল।

জু। আজ বিকেলে নিমন্ত্রণ খেতে আমার এখানে লোক আসবে, হারামজাদি, তাই বল্‌ছি বাড়ীটা ঠিকঠাক্ ক'রে রাখ।

ন। (উঠিয়া) মাইরি, আর আমার হাস্‌তে ইচ্ছে নেই, তোমার কথায় মশাই আমার রাগ ধরছে, যখনি তোমার লোকজন আসে, বাড়ীর মধ্যে হুলস্থুল প'ড়ে যায়।

জু। তোর জন্যে আমার বাড়ীর দরজা বন্ধ ক'রে রাখতে হবে না কি, আঁ্যা?

ন। নিদেন মশাই কতক লোকের জন্য বন্ধ করা দরকার।

তৃতীয় দৃশ্য

জুর্দ্দন খাঁর স্ত্রী, জুর্দ্দন খাঁ, নকুলিয়া,
দুই জন পেয়াদা।

স্ত্রী। ভ্যালা যা হোক! এ আবার কি! এ নতুন সাজ আবার কোথা থেকে পেলে? তোমার বুদ্ধি-শুদ্ধি সব লোপ হয়েছে না কি? এই রকম সাজ ক'রে বাহিরে বেরোচ্ছো? তোমার কি এই ইচ্ছে, তোমাকে দেখে সহরশুদ্ধ লোক হাসুক?

জু। এ তুমি বেশ জেনো ঠাকরুণ, কতকগুলু পাগল আর পাগলী বই আমাকে দেখে কেউ আর হাস্‌বে না।

স্ত্রী। লোকে হাস্‌তে আর বড় বাকি রাখেনি—তোমার রকম-সকম দেখে অনেক দিন থেকেই সবাই হাস্‌তে আরম্ভ করেছে।

জু। আচ্ছা বল দেখি ঠাকরুণ, সবাইটা কে?

স্ত্রী। সবাই, যাদের বুদ্ধি-শুদ্ধি আছে, যারা তোমার মত পাগল নয়। যা হোক, তোমার রকম-সকম দেখে আমি অবাক হয়েচি। আমাদের বাড়ী আর চেনবার জো নেই। যে রকম গোলমাল, লোকে শুনলে মনে করতে পারে, রোজ রোজ এখানে মোচ্ছব বসে—সকাল থেকে, গাইয়েদের চীৎকার আর বেহালার কঁ্যাকো শব্দে পাড়ার লোকেরা একেবারে তিতিবিরক্ত হয়ে গেছে।

ন। ঠাকরুণ ঠিক বলেছেন। তুমি এই রকম লোক-জন রোজ রোজ আনুলে আমি তো আর বাড়ী সাফ করতে পারি নে। তারা পায়ে ক'রে এখানে রাজ্যের কাদা নিয়ে আসে, ঘরের মেঝে রগড়াতে রগড়াতে আমায় পা খ'সে পড়ে।

জু। বা রে বা নকুলিয়া, পাড়াগাঁ থেকে এসে যে খুব মুখ ফুটেছে দেখছি!

স্ত্রী। নকুলিয়া ঠিক বলেছে, তোমার চেয়ে ওর বুদ্ধি আছে। আচ্ছা, ভাল বল দেখি, আমি জানতে চাই, তোমার এই বয়সে নাচের ওস্তাদের দরকার কি?

ন। আর সেই তলোয়ারের ওস্তাদেরই বা দরকার কি? সে যখন খট্ খট্ ক'রে আসে, আমাদের বাড়ীটা কেঁপে ওঠে, মেজের টালিগুল ভেঙ্গে চুরমার্ হয়ে যায়।

জু। ওগো আমার চাকরাণী, ওগো আমার স্ত্রী, দুজনেই তোমরা চুপ কর।

স্ত্রী। পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াবার শক্তি নেই—এই বয়সে কিনা তোমার নাচ শিখতে সখ গে

ন। মশাই, তোমার কি কাউকে মেরে ফেল্‌তে ইচ্ছে হয়েছে?

জু। তোমরা চুপ কর বল্‌ছি, তোমরা দুজনেই মুখ্খু, ও সব লোকের মর্য্যাদা তোমরা কি বুঝবে?

স্ত্রী। এখন ও সব রেখে যাতে তোমার মেয়ের বিয়ে হয়, তারই ভাবনা ভাবো। তার বিয়ের যুগ্যি বয়েস হয়েছে।

জু। যখন ভাল পাত্র এসে উপস্থিত হবে, তখন আমার মেয়ের বিয়ের ভাবনা ভাবা যাবে। এখন যাতে ভাল ভাল চীজ শিখতে পারি, এখন আমার তারই দিকে মন গেছে।

ন। ঠাকরুণ, আরও আমি শুনলুম নাকি লেখাপড়া শেখবার জন্য একজন ভট্‌চায্যি পণ্ডিত রেখেছেন, তা হ'লেই চূড়োন্ত হবে।

জু।—সত্যিই তো আমি রেখেছি। আমার একটু বিদ্যে শিখতে ইচ্ছে আছে, বড়লোকদের সঙ্গে তা হলে আমি নানা বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক করতে পারব।

স্ত্রী।—তার চেয়ে এই বয়সে পাঠশালায় গিয়ে গুরু-মশায়ের বেত খাও না কেন?

জু।—কেনই বা খাব না? ইস্কুলে লোকে যা শেখে, আমি যদি তা শিখতে পাই, তা হলে ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা, যেন এখনি আমি সকলের সম্মুখে বেত খাই।

ন।—(স্বগত) হাঁ, তা হ'লে আর কিছু না হোক, তোমার পিঠের গড়ন অনেকটা ভাল হয়ে আসে।

স্ত্রী। গেরস্ত-আলি কাজ করবার জন্য ও সবে তোমার বড় দরকার—না?

জু। দরকার নেই?—খুব দরকার। তোমরা দুজনেই জানোয়ারের মত কথা কচ্চ, তোমাদের মুখ্খুমি দেখে আমার ভারি লজ্জা হয়। (স্ত্রীর প্রতি) তার দৃষ্টান্ত, তুমি এখন যে কথা কোইলে, সেটা কি, তা কি তুমি জানো?

স্ত্রী। হাঁ, আমি বেশ জানি, আমি যা তোমাকে বল্লুম, তা খুব ভাল কথা—আমি বলেছিলুম, তোমার ধরণ-ধারণ বদ্লানো খুবই দরকার।

জু। আমি তা বলছি নে—আমি জিজ্ঞেস কচ্ছি, তুমি যে কথাগুলো কইলে, সে গুলো কি?

স্ত্রী। সে গুলো ভাল কথা—তোমার মত পাগলামি নয়।

জু। আমি তা বলছি নে। আমি এই জিজ্ঞেস কচ্ছি, এখন তোমার সঙ্গে যা কথা কচ্ছি, তোমাকে যা বল্ছি, সেটা কি জিনিস?

স্ত্রী। মাথা আর মুণ্ডু।

জু। না না, তা নয়। যা আমরা দু জনেই এখন বল্ছি, যে ভাষায় আমরা দু জনে কথা কচ্ছি।

স্ত্রী। অ্যাঁ?

জু। তাকে কি বলে?

স্ত্রী। যা তোমার ইচ্ছে, তাই বলতে পার।

জু। আরে মুখ্খু, একে বলে গদ্য।

স্ত্রী। গদ্য?

জু। হাঁ, গদ্য। যা গদ্য, তা পদ্য নয়। আর যা পদ্য, তা গদ্য নয়। অ্যাঁহ্যাঁ! এখন ত্যাখো বিদ্যেটা কি জিনিস! (নকুলিয়ার প্রতি) আর তুই, তুই জানিস, উ বল্তে গেলে কি কর্তে হয়?

ন। সে কি?

জু। যখন তুই উ বলিস্, তখন তুই কি করিস্?

ন। কি?

জু। আচ্ছা, একবার বল দেখি উ।

ন। আচ্ছা! উ।

জু। এখন কি করলি?

ন। আমি বল্লুম উ।

জু। হাঁ, কিন্তু যখন উ বলিস্, তখন কি করিস্?

ন। যা তুমি আমাকে করতে বল, তাই করি।

জু। আঃ! এই সব জানোয়ারদের বোঝানো বড় ঝক্মারি! তুই করিস্ কি শোন্—তুই ঠোঁট দুটো বাহিরের দিকে লম্বা ক'রে দিস্ আর উপরের চোয়াল কাছাকাছি নিয়ে আসিস্; উ, দেখছিস্? আমি যেন তোকে ভেংচোচ্চি,—উ।

ন। বাঃ! বেশ।

স্ত্রী। বাঃ! চমৎকার!

জু। এতেই আশ্চর্য্য হলে—যদি তুমি দেখতে ড, ঢ, ড়, ঢ়, কি রকম ক'রে উচ্চারণ করতে হয়, তা হলে না জানি কি করতে?

স্ত্রী। ও সব মাথা-মুণ্ডু কি বক্‌ছ?

ন। ও রোগ সারে কিসে?

জু। আঃ! মূখ্খু স্ত্রীলোকদের দেখলে আমার ভারি রাগ ধরে।

স্ত্রী। যাও যাও, ঐ লোকদের দূর ক'রে তাড়িয়ে দেও।

ন। সেই তলোয়ারের ওস্তাদটাকে আগে। সে ধুলো উড়িয়ে বাড়ীটাকে অন্ধকার ক'রে তোলে।

জু। বটে! ঐ ওস্তাদের উপর দেখছি বড় রাগ—তোর যে রকম আস্পর্দ্ধা—এখনি তার মজা দেখিয়ে দিচ্ছি (দুটো শেখবার তলোয়ার আনাইয়া, তার মধ্যে একটা নকুলিয়ার হাতে দিয়া) এই দেখ্—সাক্ষাৎ প্রমাণের সঙ্গে দেখিয়ে দেব। শরীরের লাইনে। যখন চার ঘায় ঘা মারতে হয়, তখন এই রকম করতে হয়, যখন তিনের ঘা মারিতে হয়, তখন এই রকম করতে হয়—এ জানলে আর কেউ কখন মেরে ফেল্তে পারে না। যখন কারও সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়, তখনি যদি জানা যায় যে, আমার

কিছু হবে না, তা হলে কেমন মজা! আয় তোকে দেখিয়ে দিচ্ছি, ঐ তলোয়ার দিয়ে আমাকে মার দিকি।

ন। (জুর্দ্দনের গায় দুই চার বার খোঁচা দিয়া) কেমন, হয়েছে ?

জু। আরে! আরে! আস্তে! আস্তে! অত জোরে না, আরে মর্ মাগী।

ন। তুমি যে আমাকে খোঁচা দিতে বোল্লে।

জু। হাঁ। কিন্তু তুই চারের ঘা না মারতে মারতেই যে তিনের ঘা মেরে দিয়েছিস্—আর ঘা আটকাবার সময় পর্য্যন্ত দিস্‌নি।

স্ত্রী। তুমি নিশ্চয়ই ক্ষেপেছ—যে অবধি তুমি বড় লোকদের সঙ্গে মিশতে আরম্ভ করেছ, সেই অবধি তোমার মাথায় ঐ সব পাগলামি ঢুকেছে।

জু। যে অবধি আমি বড় লোকদের সঙ্গে মিশতে আরম্ভ করেছি, সেই অবধি বরং আমার বুদ্ধি খুলেছে—আর, তুমি যেমন সামান্য লোকদের সঙ্গে মেশো, এ তার চেয়ে ঢের ভাল!

স্ত্রী। তা তো বটেই! বড় লোকদের সঙ্গে মেশায় তো ঢের লাভ; সেই নবাবটার সঙ্গে ভাব ক'রে তুমি যে রকম কাজ গুছিয়েছ, তা আর—

জু। চুপ; কি বোল্‌ছ তুমি একবার ভেবে দেখো—এ তুমি বেশ জেনো স্ত্রী, যার কথা তুমি বল্‌ছ, সে কেমন লোক, তা তুমি জান না। তুমি জান না যে, সে একজন মস্তলোক, একজন রাজ-দরবারের গণ্য মান্য নবাব, আর আমি এখন যেমন তোমার সঙ্গে কথা কচ্ছি, তিনি তেমনি রাজার সঙ্গে কথা কন। আর অমন বড় লোক প্রায়ই আমার বাড়ীতে আসে, আমাকে প্রিয় বন্ধু ব'লে তার সমকক্ষ লোকের মত আমার সঙ্গে ব্যবহার করে—এতে কি আমার খুব নাম বাড়বে না? আর আমার উপর তাঁর এত অনুগ্রহ যে, তুমি তা মনেও করতে পার না—আমার সঙ্গে যখন তিনি মান্য ক'রে কথা কন্, তখন আমি ভ্যাবা-চ্যাকা খেয়ে যাই।

স্ত্রী। হাঁ, তোমার উপর তাঁর যথেষ্ট অনুগ্রহ, আর সে তোমাকে খুব আদর করেও বটে—কিন্তু এদিকে তোমার কাছ থেকে টাকা ধার ক'রে যে তোমার ঘাড় ভাংছে!

জু। অমন বড় লোককে টাকা ধার দেওয়া কি মানের বিষয় নয়? আর যে নবাব আমাকে প্রিয় বন্ধু বোলে ডাকে, তাকে কি একটু টাকা ধার দিতেও পারি নে?

স্ত্রী। আর সেই নবাব তোমার জন্য কি করে?

জু। কি করে? সে যে কি করে, তা যদি জান্‌তে, তা হলে আশ্চর্য্য হয়ে যেতে।

স্ত্রী। সে কি?

জু। বস্! আমি তা খুলে বল্‌তে চাইনে। এই পর্য্যন্ত তোমাকে বোল্লেই যথেষ্ট হবে, আমি তাঁকে টাকা ধার দিয়েছি, আর শীঘ্রই সে টাকা তিনি শুধে দেবেন।

স্ত্রী। বটে! সেই আশায় আছ না কি?

জু। নিশ্চয়ই শুধবেন--তিনি কি আমাকে সে বিষয় কথা দেন নি?

স্ত্রী। হাঁ, হাঁ, শুধবে যত, তা গায়ে রইল।

জু। তিনি শপথ ক'রে আমাকে বলেছেন।

স্ত্রী। শপথ না তার মাথা।

জু। কি সর্ব্বনাশ! স্ত্রী, তুমি ভয়ানক একগুঁয়ে দেখছি, আমি তোমাকে বল্‌ছি তিনি নিশ্চয়ই তাঁর কথা রাখবেন—আমার তাঁর উপর খুব বিশ্বাস আছে।

স্ত্রী। আর আমার বিশ্বাস যে সে কথা সে রাখবে না—আর তোমাকে যে সে এত আদর করে, সে কেবল তোমাকে ভোলাবার জন্যে।

জু। চুপ চুপ—ঐ আস্‌ছে।

স্ত্রী। এইবার সারলে দেখছি—আবার বুঝি কিছু ধার করতে এসেছে, ওকে দেখলে আমার ক্ষিদে-তেষ্টা উড়ে যায়।

জু। চুপ কর, আমি বল্‌ছি।

চতুর্থ দৃশ্য

নবাব দৌলৎ খাঁ, জুর্দ্দন খাঁ, জুর্দ্দন খাঁর স্ত্রী, নকুলিয়া দাসী।

দৌলত। আমার প্রিয় বন্ধু জুর্দ্দন খাঁ, তুমি কেমন আছ বল দেখি?

জু। আপনার আশীর্ব্বাদে বেশ আছি মশায়।

দৌ। আর বিবি-সাহেব, উনি কেমন আছেন?

স্ত্রী। বিবি-সাহেব আছে এক রকম।

দৌ। এ কি! জুর্দ্দন, তোমাকে আজ ভয়ানক ভদ্র দেখতে হয়েছে!

জু। এই দেখুন।

দৌ। এই পোষাকে তোমাকে বড় ভাল দেখাচ্ছে—রাজদরবারে যত বড় লোক আসে, তাদেরও এত ভাল দেখায় না।

জু। অ্যাঁ—অ্যাঁ?

স্ত্রী। (জনান্তিকে) ও লোকটা চুলকোনির ঠিক্ জায়গা বুঝে চুলকে দিচ্ছে।

দৌ। আচ্ছা, ফেরো দিকি, বাঃ, পিছন দিক্‌টাও বড় চমৎকার হয়েছে।

স্ত্রী। (জনান্তিকে) সামনেও যেমন, পিছনেও তেমন—চৌকোশ পাগল।

দৌ। মাইরি জুর্দ্দন, আজ তোমাকে দেখবার জন্য আমি ভারি অধৈর্য্য হয়েছিলুম। পৃথিবীর মধ্যে তোমাকে আমি যে রকম শ্রদ্ধা করি, এমন আর কাউকে না, আর আজ এই সকাল ব্যালা রাজ-দরবারে তোমার কথা পেড়েছিলুম।

জু। মহাশয়, আপনার যথেষ্ট অনুগ্রহ। (স্ত্রীর প্রতি) কি বল্‌ছেন শুনেছ, রাজ-দরবারে!

দৌ। টুপিটা খুলে রাখো না—আজ বড় গরম।

জু। আপনার সামনে টুপি খোলাটা বেয়াদবি হয়।

দৌ। না না না না, টুপিটা খুলে ফেল, আমাদের মধ্যে আবার লৌকিকতা কি?

জু। মহাশয়—

দৌ। জুর্দ্দন, আমি বল্‌ছি খোলো, তুমি হচ্ছ আমার বন্ধু।

জু। আমি মহাশয়ের দাস।

দৌ। তুমি যদি টুপি মাথায় না রাখ, তা হলে আমিও আমার টুপি খুলে ফেলব।

জু। (টুপি খুলিয়া) বিরক্ত করা চেয়ে আমি অভদ্র হতেও রাজি আছি।

দৌ। তুমি তো জানই আমি তোমার ধারি।

স্ত্রী। (জনান্তিকে) হাঁ, সে খুব জানি।

দৌ। অনেক সময়ে তুমি আমাকে মুক্ত-হস্তে ধার দিয়েছ, আর আমি তার জন্য বড়ই বাধিত আছি, সে কথা আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার কচ্ছি।

জু। মহাশয় আপনি ঠাট্টা কচ্ছেন।

দৌ। না না, আর ধার আমি শুধ্‌তেও জানি। আর লোকের উপকার কি রকম ক'রে করতে হয়, তাও বিলক্ষণ জানি।

জু। সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই মশায়।

দৌ। তোমার ঋণ থেকে এমন আমি মুক্ত হতে ইচ্ছে কচ্ছি, আর সেই জন্য হিসেব-নিকেশ করতে তোমার এখানে আজ এসেছি।

জু। (স্ত্রীর প্রতি মৃদুস্বরে) স্ত্রী, এখন দেখ, তোমার কতদূর বোঝবার ভুল।

দৌ। যত শীঘ্র পারি, আমি লোকের ধার শুধে ফেলতে ভালবাসি।

জু। (স্ত্রীর প্রতি মৃদুস্বরে) আমি তো তখন তোমাকে বলেছিলুম।

দৌ। দেখা যাক্, এখন তোমার আমি কত ধারি।

জু। (স্ত্রীর প্রতি মৃদুস্বরে) এই দেখ দিকি, তোমার সন্দেহ করাটা কি পাগলামি।

দৌ। তুমি যত টাকা আমাকে ধার দিয়েছিলে, তা কি তোমার বেশ মনে আছে?

জু। হাঁ, বোধ হয় মনে আছে। আমি একটি চিরকুটে তা টুকে রেখেছি, এই দেখুন। একবার আপনাকে ২০০ টাকা দি।

দৌ। তা সত্যি।

জু। আর একবার ১২০ টাকা।

দৌ। হাঁ।

জু। আর একবার ১৪০ টাকা।

দৌ। ঠিক বলেছ।

জু। এই সবশুদ্ধ ৪৬০ টাকা।

দৌ। হিসেব্‌টা খুব ঠিক।

জু। তার পর ১৮৩২ টাকা আপনার টুপি-বিক্রী-ওয়ালাকে দেওয়া যায়।

দৌ। ঠিক্।

জু। ২৭৮০ টাকা আপনার দর্জ্জিকে দেওয়া যায়।

দৌ। তা সত্যি।

জু। ৪৩৭৯ টাকা ১২ আনা ৩ পয়সা আপনার দোকানদারকে দেওয়া যায়।

দৌ। ভাল। ১২ আনা, ৩ পয়সা। হিসেব ঠিক আছে।

জু। আর ১৭৪৮ টাকা, ৭ আনা, দুই পয়সা আপনার ঘোড়ার জিন্-বিক্রীওয়ালাকে দেওয়া যায়।

দৌ। ও সব ঠিক। সব শুদ্ধ কত হ'ল?

জু। সবশুদ্ধ হচ্ছে ১১২০০ টাকা, ৮ আনা, ১ পয়সা।

দৌ। মোট ঐ ঠিক বটে। আর ২০০ টাকা, ৭ আনা, ৩ পয়সা আমাকে দিয়ে ঐ হিসেবে যোগ ক'রে দেও। তা হলে মোট ঠিক হল ১১৪০১ টাকা। এক দিনেই আমি এই সমস্ত টাকা শুধে ফেলব।

স্ত্রী। (জুর্দ্দনের প্রতি মৃদুস্বরে) এখন দেখ দিকি, আমি ঠিক আন্দাজ করেছিলুম কি না?

জু। (স্ত্রীর প্রতি মৃদুস্বরে) চুপ।

দৌ। যে টাকার কথা বল্লুম, সে টাকাটা দিতে কি তোমার অসুবিধা হবে?

জু। অ্যাঁ?—না।

স্ত্রী। (জুর্দ্দনের প্রতি মৃদুস্বরে) ও লোকটা দেখছি তোমাকে কামধেনু পেয়েছে।

জু। (স্ত্রীর প্রতি মৃদুস্বরে) চুপ কর।

দৌ। যদি তোমার অসুবিধে হয়, তা হ'লে বল, আমি অন্যত্র চেষ্টা করি।

জু। না, মশায়।

স্ত্রী। (জুর্দ্দনের প্রতি মৃদুস্বরে) তোমাকে সর্ব্বস্বান্ত না ক'রে ও ছাড়ছে না।

জু। (স্ত্রীর প্রতি মৃদুস্বরে)—চুপ কর, আমি বলছি।

দৌ। আমাকে বোল্লেই হয়, তোমার অসুবিধে হচ্ছে।

জু। না না, মশায়। অসুবিধে কিছুই নেই।

স্ত্রী। (জুর্দ্দনের প্রতি মৃদুস্বরে) ও একজন পাকা জুয়োচোর।

জু। (স্ত্রীর প্রতি মৃদুস্বরে) চুপ কর বলছি।

স্ত্রী। (জুর্দ্দনের প্রতি মৃদুস্বরে) তোমার শেষ পয়সাটি পর্য্যন্ত ও শুষে নেবে।

জু। (স্ত্রীর প্রতি মৃদুস্বরে) আঃ! তুমি কি চুপ করবে না?

দৌ। এমন অনেক লোক আছে, যারা আমাকে খুসী হয়ে টাকা ধার দেবে, কিন্তু তুমি নাকি আমার প্রধান বন্ধু, তাই মনে করলুম, যদি অন্য জায়গায় ধার করতে যাই, তা হলে তোমার প্রতি অন্যায় করা হবে।

জু। আমার উপর মশায়ের যথেষ্ট অনুগ্রহ—এখনি আপনার কাজ নিকেশ ক'রে দিচ্ছি।

স্ত্রী। (জুর্দ্দনের প্রতি মৃদুস্বরে) কি! আবার তুমি ওকে ধার দিতে যাচ্ছ?

জু। (স্ত্রীর প্রতি মৃদুস্বরে) কি করা যায়?—অমন বড়লোক। আর, যে ব্যক্তি আজ সকালে আমার কথা রাজার কাছে বলেছেন, তাঁর কথা কি অগ্রাহ্য করতে পারা যায়?

স্ত্রী। (জুর্দ্দনের প্রতি মৃদুস্বরে) যাও যাও—তুমি খুব ওর কাঁদে পড়েছ যা হোক্।

পঞ্চম দৃশ্য

দৌলৎ খাঁ, জুর্দ্দন খাঁর স্ত্রী, নকুলিয়া।

দৌ। তোমাকে ভারি বিমর্ষ দেখছি যে, তোমার হয়েছে কি বিবিসাহেব?

জু-স্ত্রী। আমার আর যাই হোক্, আমার মাথা ঠিক আছে।

দৌ। তোমার মেয়েকে দেখ্‌ছিনে যে, তিনি কোথায়?

জু-স্ত্রী। আমার মেয়ে যেখানে আছে, সেইখানেই আছে।

দৌ। তাঁর শরীর গতিক কেমন চল্‌ছে?

জু-স্ত্রী। দু পায়ের উপর ভর দিয়ে।

দৌ। রাজার বাড়ীতে যে নাচ ও প্রহসন হবে, তা দেখতে এর মধ্যে কি এক দিন তোমার মেয়েকে নিয়ে যাবে না?

জু-স্ত্রী। হাঁ, নিশ্চয়। তবে, কি না, হাস্‌বার জিনিসের কোথাও অভাব নেই।

দৌ। বিবিসাহেব, তুমি যেমন সুন্দরী ও রসিকা, তাতে বোধ হচ্ছে যৌবন কালে——

জু-স্ত্রী। ও মা, কি হবে! তুমি বল কি? এর মধ্যেই কি তবে আমি বুড়ী হয়ে গিয়েছি—আমার কি শিরঃকম্প উপস্থিত হয়েছে না কি?

দৌ। বিবিসাহেব, আমাকে মাপ করবে, তোমার যে অল্প বয়স, সেটা আমি ভুলে গিয়েছিলুম—অনেক সময় অন্যমনস্কে আমি কি বলতে কি বলে ফেলি।

ষষ্ঠ দৃশ্য

জুর্দ্দন খাঁ, জুর্দ্দন খাঁর স্ত্রী, দৌলৎ খাঁ, নকুলিয়া।

জু। (দৌলৎ খাঁর প্রতি) এই নিন ২০০ টাকা, ৭ আনা, ৩ পয়সা।

দৌ। জুর্দ্দন! আমি তোমাকে নিশ্চয় ক'রে বলছি যে, আমি তোমারই। আর, রাজ-দরবারে তোমার যাতে কোন উপকার করতে পারি, তার জন্য আমি বিশেষ চেষ্টিত আছি।

জু। আমি আপনার কাছে খুবই বাধিত।

দৌ। যদি আপনার বিবিসাহেব রাজবাড়ীর নাটক দেখতে ইচ্ছে করেন, তা হ'লে আমি তাঁর জন্য ভাল ভাল জায়গা ঠিক্ করে রাখি।

জু-স্ত্রী। আপনার বড় অনুগ্রহ।

দৌ। (জুর্দ্দনের প্রতি মৃদুস্বরে) আমাদের বেগমও আজ বিকেলে নাচ দেখ্‌তে ও আহার করতে এখানে আস্‌বেন—চিঠিতে তো সে বিষয় তোমাকে আগেই খবর দিয়েছিলেম। আমি অনেক বলে-কয়ে তাঁকে এই নিমন্ত্রণে আসতে মত করিয়েছি।

জু। আসুন, আমরা একটু দূরে যাই, তার কারণ আছে।

দৌ। আট দিন হ'ল তোমার সঙ্গে আমার আর দেখা হয় নি। আর তুমি তাঁকে উপহার দেবার জন্য যে হীরেটা আমার হাতে দিয়েছিলে, সে বিষয়ের খবরটা তোমাকে তাই দিতে পারি নি; কিন্তু তাঁর সঙ্কোচ ভাংতে আমার ভয়ানক কষ্ট হয়েছিল। এত দিন পরে সবে আজ তিনি ঐ উপহার নিতে সম্মত হয়েছেন।

জু। তাঁর সে জিনিসটা কেমন লাগল?

দৌ। ভয়ানক ভাল লেগেছে; আর ঐ হীরেটি যে রকম সুন্দর, তাতে তোমার উপরে যে তাঁর খুব টান হবে, তা আমার বেশ বোধ হচ্ছে।

জু। আল্লা যেন তাই করেন।

জু-স্ত্রী। (নকুলিয়ার প্রতি) ও লোকটা একবার এলে ছিনে-জোঁকের মত ওকে আর ছাড়্‌তে চায় না দেখ্‌ছি।

দৌ। ঐ উপহারের মূল্য কত, আর তোমার কতটা ভালবাসা, সমস্তই তাকে আমি খুলে বলেছি।

জু। আপনি আমার উপরে কত অনুগ্রহই কচ্ছেন। আর, আপনার মত বড় লোক আমার জন্য যে এতদূর নীচতা স্বীকার করছেন, এই মনে ক'রে আমি ভারি লজ্জিত।

দৌ। তুমি বল কি? বন্ধুদের মধ্যে কি এসব সঙ্কোচ হওয়া উচিত? আর মনে কর, আমারও যদি একদিন এই রকম সুবিধে উপস্থিত হয়, তা হ'লে আমার হয়ে কি তুমিও ঠিক্ এই রকম কর না?

জু। তা আর বল্‌তে, খুসী হয়ে করি।

জু-স্ত্রী। (নকুলিয়ার প্রতি) ও লোকটা যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ আমার মনে যেন একটা ভার চেপে থাকে।

দৌ। বন্ধুর যখন কোন উপকার করতে হয়, তখন আমি আর কিছুই মানি নে। যে সুন্দরী বেগমের সঙ্গে আমার আলাপ ছিল, যখন শুনলুম, তার উপর তোমার মন পড়েছে, তখনই তোমার সাহায্য করতে আমি দেখ নিজেই তোমার কাছে অগ্রসর হলুম।

জু। তা সত্যি। আপনার এই সকল অনুগ্রহে আমি একেবারে হতভম্ব হয়ে গিয়েছি।

জু-স্ত্রী। (নকুলিয়ার প্রতি) লোকটা কি যাবে না?

নকু। দু জনে একত্র হলে ওঁরা বেশ থাকেন।

দৌ। যা হোক, তাঁর মন ভেজাবার জন্য তুমি বেশ উপায় ঠিক্ করেছ। স্ত্রীলোকদের জন্য খরচ-পত্র করলেই, স্ত্রীলোকেরা সন্তুষ্ট হয়; তোমার গান, তোমার ফুলের তোড়া, তোমার আতস-বাজি, তোমার হীরে—এই সকল উপহারে যেমন কাজ করেছে, এমন কাজ হাজার মুখের কথাতেও হয় না।

জু। তাঁর মন পাবার জন্যে আমি কি না খরচ করতে পারি? আমার বিশ্বাস, বড় ঘরের স্ত্রী-লোকেরা ভয়ানক সুন্দরী। ওরূপ স্ত্রী পাবার জন্য আমি সর্ব্বস্ব দিতে পারি।

জু-স্ত্রী। (নকুলিয়ার প্রতি চুপি চুপি) দু জনে না জানি এত কি কথাই হচ্ছে! যা দিকি নকু, আস্তে আস্তে একটু শুনে আয় দিকি।

দৌ। আজ তুমি মনের সাধে তাঁকে দেখ্‌তে পাবে। আর, দেখে তোমার চক্ষু জুড়িয়ে যাবে।

জু। আরও, সাফাই থাক্‌বার জন্য একটা ফিকির করেছি—আজ আমার স্ত্রীকে আমার বোনের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খেতে পাঠাচ্ছি, সমস্ত বিকেল-ব্যালাটা সেখানে সে কাটাবে।

দৌ। বেশ বুদ্ধির কাজ করেছ। তিনি থাক্‌লে আমাদের বাধা হ'ত। আর, রাঁধবার জন্য যা কিছু দরকার, আমি সব হুকুম দিয়েছি। দেখ,

এই নাটকটা আমার নিজের রচনা—আমার রচনা যে রকম, কাজে যদি ঠিক্ সেই রকমটি দেখাতে পারে, তা হলে নিশ্চয় বল্‌তে পারি—

জু। (নকুলিয়া শুনিতেছে জানিতে পারিয়া তাহার গালে এক চপেটাঘাত) আরে মাগী! তুই তো ভারি বজ্জাৎ, (দৌলতের প্রতি) আসুন, আমরা এখান থেকে যাই।

সপ্তম দৃশ্য

জুর্দ্দন খাঁর স্ত্রী, নকুলিয়া।

ন। বিবিসাহেব! শুনতে গিয়ে আমার বিলক্ষণ হয়েছে। দেখ, ভিতরে ভিতরে ওঁদের কি একটা পাক-চক্র চলেছে। একটা কিসের কথা হচ্ছিল, তাতে বুঝ্‌লুম, বিবিসাহেব, তুমি যে এখানে থাক, এ তাঁদের ইচ্ছে নয়।

জু-স্ত্রী। দেখ নকু, আজ বোলে নয়, অনেক দিন থেকে আমার স্বামীর উপর সন্দেহ হয়েছে। একটা নিশ্চয় কি প্রেমের ব্যাপার চল্‌ছে। এ যদি না হয় তো কি বলিছি। সে ব্যাপারটা কি, আমায় সন্ধান ক'রে বের করতে হবে। কিন্তু এখন তা হয়ে উঠবে না, এখন আমার মেয়ের বিয়ের বিষয়টা ভাবতে হবে। তুই তো জানিস, খেলাৎ খাঁ আমার মেয়েকে কতদূর ভালবাসে। সেই ছেলেটিকে আমার বড় মনে ধরেছে, যদি আমি পারি তো আমার রোষ্‌নীকে তাকেই দেব।

ন। বিবিসাহেব! তোমার যে এ রকম মত হয়েছে, তাতে আমিও ভয়ানক খুসী হয়েছি, কেন না, মনিবকে যদি তোমার মনে ধ'রে থাকে, তার চাকরটিকেও বিবিসাহেব, আমার মনে ধরেছে। আর আমার বড় ইচ্ছে, তাঁদের বিয়ের সময় আমাদেরও বিয়ে হয়ে যায়।

জু-স্ত্রী। আমি যা তোকে বল্লুম, এখনি তাকে গিয়ে বল্, আরও এই কথা গিয়ে বল্, যেন এখনি সে এখানে আসে। তা হ'লে যাতে সে রোষনীকে পায়, আমাতে তাতে মিলে আমার স্বামীর কাছে গিয়ে বলব।

ন। বিবিসাহেব! আমি এখনি যাচ্ছি। আমার এতে ভারি আহ্লাদ হচ্ছে। এমন মনের মত হুকুম আমি কখন পাই নি।

অষ্টম দৃশ্য

খেলাৎ খাঁ, কবলু খাঁ, নকুলিয়া।

ন। (খেলাতের প্রতি) বাঃ, ঠিক্ সময়ে দেখা হ'ল, আমি একটা সু-খবর নিয়ে এসেছি।

খে। দূর হ, তোর কথায় আমি আর ভুলি নে।

ন। আমি ভাল কথা বল্‌তে এলুম, আর তুমি কি না—

খে। দূর হ আমি বলছি, আর তোর মনিবকেও বলিস্ যে, সরল-স্বভাব খেলাৎ খাঁ আর তার কথায় ভোলে না।

ন। এ কি রকম বদল? আমার কবলু, তুমিই বল দেখি, এ সকলের মানে কি?

ক। তোর কবলু! হতভাগী কোথাকারে! দূর হ এখান থেকে—আমার চোখের সামনে থেকে দূর হ।

ন। হ্যাঁরে কবলু, তুইও এই রকম বল্‌ছিস?

ম। দূর হ বলছি—তোর কথা আমি শুন্‌তে চাইনে।

ন। (স্বগত) বাঃ! এ দেখ্‌ছি, একই বিছে দুজনকে কামড়েছে। বিবিসাহেবকে সব কথা বলি গে যাই।

নবম দৃশ্য

খেলাৎ খাঁ, কবলু খাঁ।

খে। কি! যে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে, তার সঙ্গে কি না এই রকম ব্যবহার?—তাতে আবার যে পুরুষ এমন বিশ্বাসী ও অনুরক্ত!

ক। আমাদের দুজনের সঙ্গে যে রকম ব্যবহার করেছে, তা অতি ভয়ানক।

খে। এক জনের উপর যতদূর ভালবাসা, যতদূর অনুরাগ হ'তে পারে, তা আমি দেখিয়েছি। তাকে ছাড়া আমি কাউকেই ভালবাসি নে—সে বই আমার হৃদয়ে আর কেউ নেই; আমার সমস্ত স্বপ্ন, সমস্ত বাসনা, সমস্ত সুখ, তাকে নিয়েই; আমি তাকে ছাড়া কোন কথা কই নে, তাকে

ছাড়া কোন ভাবনা ভাবিনে, তাকে ভিন্ন কোন স্বপ্ন দেখিনে—তাকে ছেড়ে নিশ্বাস পর্য্যন্ত ফেলিনে, তাতেই আমার হৃদয় বেঁচে আছে—আর এত ভালবাসার কি না শেষ এই উপযুক্ত পুরস্কার! দুদিন তাকে দেখি নি, আর এই দুদিন যেন দু শো বৎসর ব'লে মনে হচ্ছিল। তার পর, হঠাৎ তার সঙ্গে সে দিন দেখা হয়; তাকে দেখেই আমার হৃদয় উথলে উঠ্‌ল, আমার মুখে আহ্লাদ যেন ফেটে পড়তে লাগ্‌ল, আমি মনের আগ্রহে দৌড়ে তার কাছে গেলুম, আর সেই বিশ্বাস-ঘাতিনী আমার দিকে কি না একবার ফিরেও তাকালে না—যেন জন্মেও আমাকে দেখে নি, এই ভাবে চট্‌ ক'রে আমার কাছ দিয়ে চ'লে গেল।

ক। আপনার যে কথা, আমারও সেই কথা।

খে। কবলু, বিশ্বাসঘাতক অকৃতজ্ঞ রোষনীর কি আর জুড়ি আছে?

ক। আর সেই হতভাগী নকুলিয়ারও কি জুড়ি আছে মশায়?

খে। এত ত্যাগ-স্বীকার ক'রে, এত দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে শেষটা কি না এই হ'ল!

ক। এত সাধাসাধি ক'রে রান্নাঘরে তার হয়ে এত কাজ ক'রে শেষে কি না এই হ'ল।

খে। তার পদতলে কত না অশ্রু বর্ষণ করেছি!

ক। তার হয়ে পাতকুয়ো থেকে কত না জল তুলিছি!

খে। নিজেকে যত না ভালবাসি, তার চেয়ে শত-গুণে তার উপর আমার অগস্ত ভালবাসা।

ক। তার হয়ে কতবার গরম হাঁড়ি নাবিয়ে দিয়ে আমিও জ্বলে পুড়ে মরেছি।

খে। এখন আমাকে দেখ্‌লে আমায় তাচ্ছীল্য ক'রে পালিয়ে যায়।

ক। এখন আমাকে দেখ্‌লে সে-ও নাক সিট্‌কে পিছন ফেরে।

খে। এই বিশ্বাসঘাতকতার জন্য তাকে খুব শাস্তি দেওয়া উচিত।

ক। এর জন্য তাকেও আমার খুব চড় কষিয়ে দেওয়া উচিত।

খে। আমি তোকে বলছি, কবলু,—তার পক্ষ হয়ে আমাকে কখনো কিছু অনুরোধ করিস্‌ নে।

ক। আমি মশায়!—তা কখনই কোরব না।

খে। আর দ্যাখ্‌, সেই বিশ্বাস-ঘাতিনীর দোষ কাটিয়ে খবর্দার আমার কাছে কিছু বলিস্‌ নে।

ক। তার কোন ভয় নেই মশায়।

খে। দেখ্‌, তোকে আমি আগে থাক্‌তে বলছি—হাজার যদি তুই তার হয়ে আমার কাছে বলিস, তবুও কিছু ফল হবে না।

ক। তা বলবার জন্য কার এত মাথা-ব্যথা মশায়?

খে। আমার এই রাগটা কিছুতেই পড়তে দেওয়া হবে না—তার সঙ্গে আমি আর কোন সংস্রব রাখব না।

ক। আমারও মশায় তাই মত।

খে। ওর বাড়ীতে যে নবাব সাহেব আসে, সেই ওর মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে—আমি বেশ দেখছি, বড় লোক দেখেই ওর চোখ ঝলসে গেছে। কিন্তু আমাকে ত্যাগ করেছে বোলে ও যে জাঁক করবে, তা আমি ওকে কিছুতেই করতে দেব না—ও যতদূর করবে, আমিও ততদূর করব।

ক। বেশ বলেছেন। সব বিষয়েই আপনার সঙ্গে আমার মতের মিল হয়ে যাচ্ছে।

খে। দেখ্‌ কবলু, আমার এই রাগের সময় তুই আমাকে একটু সাহায্য করিস্‌। তার উপর আমার যে ভালবাসা আছে, সেই ভালবাসার দরুণ আমার প্রতিজ্ঞা না টলে যায়, আর সেই জন্যে আমাকে তোর বিশেষ সাহায্য কর্‌তে হবে;—এমন ক'রে তার শরীরের বর্ণনা আমার কাছে কর্‌, যাতে তার উপর আমার ঘৃণা হয়। আর শোন্‌, তার উপর আমার বিতৃষ্ণা জন্মে দেবার জন্য, যত কিছু তার দোষ আছে, সব খুঁটি-নাটি ক'রে আমার কাছে বল্‌।

ক। তার কথা বল্‌ছেন? সে যে রকম কদাকার, তার উপর আপনার কি ক'রে যে এত ভালবাসা হ'ল, ভেবে পাই নে। তার রূপ তো নেই বুল্লেই হয়। ওর চেয়ে আপনার যুগ্যি হাজার হাজার রূপসী মেয়ে যেখানে-সেখানে পেতে পারেন। এক তো তার চোখ ছোট।

খে। তার চোখ ছোট বটে, কিন্তু এমন জলজলে, এমন উজ্জ্বল, এমন তীক্ষ্ণ, এমন মর্ম্মভেদী যে, তেমনটি আর কোথাও দেখা যায় না।

ক। তার মুখটা বেয়াড়া রকম বড়।

খে। হাঁ। কিন্তু সে মুখেতে যে রকম একটি শ্রী দেখা যায়, সে রকম অন্য কোন মুখে দেখ্‌তে পাওয়া যায় না—আর সেই মুখ দেখলেই ভালবাসা যেন একেবারে উথ্‌লে উঠে।

ক। তার শরীরটাও একটু বেঁটে।

খে। বেঁটে হোক, কিন্তু গড়ন ভাল।

ক। তার চাল-চোল ও কথাবার্ত্তায় কেমন একটা খাতির নদারদ ভাব দেখা যায়।

খে। তা সত্যি, কিন্তু তার মধ্যেও কেমন একটি সুন্দর ভাব আছে। তার ধরণ-ধারণ এমন মিষ্টি—আর তার এমন একটি মোহিনী শক্তি আছে, চট্ ক'রে কেমন হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করে।

ক। আর তার মন—

খে। কবলু, তার মনটি বড় কোমল।

ক। তার কথা-বার্ত্তা—

খে। তার কথা-বার্ত্তায় মোহিত হয়ে যেতে হয়।

ক। কিন্তু একটু গম্ভীর ধরণের।

খে। অত খোলাখুলি আমোদ-প্রমোদ কি তোমার ভাল লাগে? যে মেয়েগুলো সব কথাতেই খিক্-খিক্ ক'রে হাসে, সে মেয়েগুলো কি ভাল?

ক। কিন্তু তার মত খাম-খেয়ালি লোক আর ভূ-ভারতে নেই, তা বল্‌ছি মশায়।

খে। হাঁ, সে খামখেয়ালি বটে—সে কথা আমি মানি; কিন্তু সুন্দরীর কি না শোভা পায়? সুন্দরীর ও সব দোষ সহ্য করা যায়।

ক। এতদূর যখন হ'ল, তখন বেশ বোঝা যাচ্ছে, এখনও আপনি তাকে ভালবাসেন।

খে। আমি? বরং ম'রে যাব, তবু ওদিকে আর না। আগে আমি তাকে যে রকম ভালবাসতেম, এখন আবার সে তেমনি আমার দু চক্ষের বিষ।

ক। তাকে যদি অত ভাল মনে করেন, তা হলে ও রকম মনে হবে কি ক'রে?

খে। এত যে ভাল, এত যে সুন্দরী, এত যে রূপসী, তবুও যে আমি তাকে ত্যাগ করছি, ঘৃণা করছি, এতেই কি আমার অনন্ত প্রতিশোধের ভাব আরও প্রকাশ পাচ্ছে না?

—

দশম দৃশ্য

রোষণীবিবি, খেলাৎ খাঁ, কব্‌লু খাঁ, নকুলিয়া।

ন। (রোষণীর প্রতি) আমি তার ব্যাপারে অবাক্ হয়ে গিয়েছি।

রো। নকু, আমি তোকে যা বল্লুম, তা ভিন্ন আর কিছুই নয়, কিন্তু ঐ যে আসছে।

খে। (কব্‌লুর প্রতি) আমি একটি কথাও কব না।

ক। আপনি যা করবেন, আমিও তাই করব।

রো। খেলাৎ! ব্যাপারটা কি? তোমার কি হয়েছে?

ন। কবলু! তোর কি হয়েছে বল্ দেখি?

রো। তোমার কিসের দুঃখ?

ন। তোকে এ রকম হাঁড়ি-মুখো দেখ্‌ছি কেন বল্ দিকি?

রো। খেলাৎ! তোমার মুখে কথা নেই কেন?

ন। কব্‌লু! তুই বোবা না কি?

খে। কি প্রতারক!

রো। আমি বেশ বুঝতে পারছি, আজ সকাল ব্যালা তুমি যে দ্যাখা করতে এসেছিলে, তার দরুণ তোমার মন খারাপ হয়ে গেছে।

খে। (কবলুর প্রতি) হুঁ! তবে ও বুঝ্‌তে পেরেছে, ও কি করেছিল?

ন। (কব্‌লুর প্রতি) আজ সকাল ব্যালাকার মুলাকাতে মনটা চটে গেছে বুঝি?

ক। (খেলাতের প্রতি) মশায়! ও বুঝেছে, কোথায় আমার ঘা লেগেছে।

রো। আচ্ছা, সত্যি ক'রে বল দেখি খেলাৎ! এই জন্যই কি তুমি রাগ কর নি?

খে। হাঁ নেমক্‌হারাম, যদি বল্‌তেই হ'ল তো বলি; তুমি অবিশ্বাসের কাজ ক'রে মনে মনে যে ভারি জাঁক করবে, তা আমি তোমাকে করতে দেব না—আমিই প্রথমে তোমার সঙ্গ ছাড়াছাড়ি করব। তুমি আমাকে যে ত্যাগ করেছ, এ কথা না তুমি বল্‌তে পার। তবে এ নিশ্চয় যে, তোমার উপর আমার যে ভালবাসা আছে, তা ভুল্‌তে আমার পক্ষে একটু কঠিন হবে—আমার তার জন্য কষ্ট হবে। কিন্তু কি করা যায়—কিছু দিনের জন্য তা আমি সহ্য করব। শেষে আমারই প্রতিজ্ঞা বজায় থাক্‌বে। এ বেশ

জেনো রোষনী! কখনই আমি এত দূর দুর্ব্বল হব না যে, তোমার কাছে আবার ফিরে আস্‌ব, তার চেয়ে বরং আমি বুকে ছুরি বিঁধিয়ে মর্‌ব, সে-ও ভাল।

ক। (নকুলিয়ার প্রতি) মনিবের যে কথা, চাকরেরও তাই।

রো। একটা তুচ্ছ বিষয় নিয়ে তোমরা কি গোলটাই করছ। আজ সকাল ব্যালায় তোমাকে যে দেখেও দেখিনি, তার কারণ কি শোন, খেলাৎ!

খে। (রোষনীর মুখ দেখিব না, এইরূপ ভাণ করিয়া) না না, আমি কিছুই শুনতে চাই নে।

ন। (কবলুর প্রতি) কোন কথা না কয়ে তোর কাছ দিয়ে কেন চ'লে গিয়েছিলুম, তার কারণ তোকে বলি শোন্‌।

ক। (নকুলিয়ার মুখদর্শন করিবে না, এইরূপ ভাণ করিয়া) আমি কিছুই শুন্‌তে চাই নে।

রো। (খেলাতকে অনুসরণ করিয়া)—শোন বলি, আজ সকালে—

খে। (রোষনীর প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া চলিয়া যাইতে যাইতে) আমি বল্‌ছি, আমি শুন্‌ব না।

ন। (কবলুকে অনুসরণ করিয়া) শোন্‌ বলি—আমি—

ক। (নকুলিয়ার প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া চলিতে চলিতে) না, নেমক্‌হারাম! আমি শুন্‌ব না।

রো। শোন বলি।

খে। আর কোন কথা শুন্‌ছি নে।

ন। আমাকে কথাটা বল্‌তে দে।

ক। আমি কালা।

রো। খেলাৎ!

খে। না।

ন। কবলু!

ক। উঁহুঁ না।

রো। একটু দাঁড়াও।

খে। তোমার মাথা!

না। আমার কথাটা শোন্‌।

ক। তোর মুণ্ড!

রো। একটু খানির জন্যে।

খে। কিছুতেই না।

ন। একটু খানি সবুর কর্‌।

ক। রস্তা!

রো। দুটি কথা।

খে। না, সে সব শেষ হয়ে গেছে।

ন। একটি কথা।

ক। না, আর কোন কথা না।

রো। (থমকিয়া দাঁড়াইয়া)—ভাল, আমার কথা শুন্‌তে যখন তোমার ইচ্ছে নেই, তখন যা তোমার ইচ্ছে, তাই কর।

ন। (থমকিয়া দাঁড়াইয়া)—ও রকম যখন করছিস্‌—তখন যা খুসি, তাই কর্‌।

খে। (রোষনীর দিকে ফিরিয়া আসিয়া) আচ্ছা, সকাল-ব্যালা ও রকম কেন কর্‌লে, তার কারণটাই শোনা যাক।

রো। (খেলাতের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া যাইতে যাইতে) সে কথা বল্‌তে আর আমার ইচ্ছে নেই।

ক। (নকুলিয়ার কাছে ফিরিয়া আসিয়া) কি ব্যাপারটা হয়েছিল, বল্‌ না?

ন। (কবলুর প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া চলিয়া যাইতে যাইতে) আর তোকে বল্‌ছিনে।

খে। (রোষনীর অনুসরণ করিয়া) বল না রোষনী—

রো। (খেলাতের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া চলিয়া যাইতে যাইতে) না, আমি কিছুই বলব না।

ক। (নকুলিয়াকে অনুসরণ করিয়া) বল্‌ না আমাকে নকু!

ন। (কবলুর প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া যাইতে যাইতে) না, আমিও বলছিনে।

খে। তোমার পায়ে পড়ি, বল।

রো। না, আমি বলব না।

ক। তোর পায়ের ধুলো খাই, বল্‌।

ন। কিছুতেই না।

খে। তোমার পায়ে পড়ি।

রো। যাও, যাও।

ক। তোর পায়ের ধুলো খাই।

ন। দূর হ এখান থেকে।

খে। রোষনী!

রো। না।

ক। নকুলি!

ন। না, না।

খে। আল্লার দোহাই!

রো। না, আমি বল্‌তে চাই নে।

ক। বল্ না আমাকে।

ন। কিছুতেই না।

খে। আমার সন্দেহটা ভঞ্জন কর।

রো। না, আমি কিছুই করব না।

ক। আমাকে একটু বুঝিয়ে বল্।

ন। না, আমার ইচ্ছে নেই।

খে। ভাল, আমার কষ্ট নিবারণ করতে যখন তোমার কিছুমাত্র ইচ্ছে নেই—আর তার কারণও কিছু বল্লে না—আমার ভালবাসার অপমান করলে, তখন বিশ্বাসঘাতিনি, আর আমাকে দেখতে পাবে না—এই শেষ দেখা। আর এখনি আমি দূরদেশে গিয়ে বিরহ-যন্ত্রণায় তোর জন্য প্রাণত্যাগ করব।

ক। (নকুলিয়ার প্রতি) আর আমিও মনিবের পিছনে পিছনে যাব।

রো। (গমনোদ্যত খেলাতের প্রতি) খেলাৎ!

ন। (গমনোদ্যত কবলুর প্রতি) কবলু!

খে। (থমকিয়া দাঁড়াইয়া) অ্যাঁ, কি বলছ?

ক। (থমকিয়া দাঁড়াইয়া) কি বল্‌ছিস্ বল্ দিকি?

রো। কোথায় যাচ্ছ?

খে। সে তো তোমাকে বলেছি।

ক। (নকুলিয়ার প্রতি) আমরা মরতে যাচ্ছি।

রো। খেলাৎ! তুমি মর্‌তে যাচ্ছ?

খে। হাঁ, নৃশংসে, তোমার যখন তাই ইচ্ছে।

রো। আমার ইচ্ছে?—আমার ইচ্ছে যে তুমি মর?

খে। হাঁ, তোমার তাই ইচ্ছে।

রো। কিসে বুঝলে?

খে। (রোষনীর কাছে আসিয়া) আমার সন্দেহ ভঞ্জন না করা, আর আমার মরণ ইচ্ছে করা কি একই কথা নয়?

রো। সে কি আমার দোষ? তুমি যদি আমার কথা শুন্‌তে, তা হ'লে কি তোমাকে বলতুম না? আজ সকালে আমার এক জন বুড়ী জেঠাইমা এসেছিলেন। তাঁর এই মত যে, এক জন পুরুষ-মানুষ কাছে এলেও স্ত্রীলোকের সম্ভ্রম নষ্ট হয়। এই বিষয়ে তিনি আমাদের ক্রমাগত উপদেশ দেন। আরও বলেন, পুরুষমানুষ মাত্রই এক একটি জল-জ্যান্তো পিশাচ। তাদের দেখলেই পালাতে হয়।

ন। (কবলুর প্রতি) আসল ব্যাপারটা কি শুনলি তো?

খে। রোষনী, আমাকে তো ভুল বোঝাচ্ছো না?

ক। (নকুলিয়ার প্রতি) নকুলে! আমাকে তো ভোগা দিচ্ছিসনে?

রো। বাস্তবিকই কথাটা এই।

ন। (কবলুর প্রতি) মাইরি বল্‌ছি, এ ঠিক কথা।

ক। (খেলাতের প্রতি) এত যুদ্ধের পর এইবার তবে কেল্লাটা ছেড়ে দিন্—আর কেন?

খে। আহা! রোষনী! তুমি কি গুণ জান, তোমার একটি কথায় আমার হৃদয়ের সমস্ত উদ্বেগ শান্ত হয়ে যায়; আর, যাকে ভালবাসা যায়, সে কত অল্প সময়ের মধ্যেই আমাদের বশ করতে পারে!

ক। এই অদ্ভুত জানোয়ার-গুলো ঝট্ ক'রে কেমন আমাদের ভ্যাড়া বানিয়ে দেয়!

একাদশ দৃশ্য

জুর্দ্দন খাঁর স্ত্রী, খেলাৎ খাঁ, রোষনী বিবি, কবলু খাঁ, নকুলিয়া।

জু-স্ত্রী। খেলাৎ খাঁ! তোমাকে দেখে বড় খুসি হলুম, ঠিক্ সময়ে এসেছ। আমার স্বামী এখনি আস্‌বেন, সেই সময় রোষনীকে বিবাহ করতে তুমি ইচ্ছুক, এই কথা তাঁকে বোলো।

খে। আহা! বিবিসাহেব! তোমার এই কথা আমার কি মিষ্টিই লাগল—আমার এখন কত আশাই হচ্ছে! তিনি কি আমার অনুকূলে উত্তর দেবেন মনে হয়?

দ্বাদশ দৃশ্য

খেলাৎ খাঁ, জুর্দ্দন খাঁ, জুর্দ্দনের স্ত্রী, রোষনী বিবি, কবলু খাঁ, নকুলিয়া।

খে। মহাশয়, আপনার কাছে একটি নিবেদন আছে। অনেক দিন থেকে আমি ভাবছি, বলব। তার উপর আমার নিজের স্বার্থ এতদূর নির্ভর করছে যে, আর না বোলে থাকতে পারছি

খে। তবে আর কোন গৌরচন্দ্রিকা না করেই আপনার কাছে এই নিবেদন করছি যে, আপনার জামাতা হতে আমার অত্যন্ত বাসনা। আমার এই বিনীত নিবেদনটি আপনি অনুগ্রহ ক'রে গ্রাহ্য করুন।

জু। তোমাকে উত্তর দেবার পূর্ব্বে আমি জান্‌তে চাই, তুমি একজন বড়লোক কি না।

খে। এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর্‌লে অধিকাংশ লোকে বড় একটা ইতস্ততঃ করে না—তখনই উত্তর দেয়। ঐ নামে পরিচয় দিতে কেউ সঙ্কুচিত হয় না। বিশেষতঃ আজ-কালের এই রকম কেমন একটা ধরণ হয়েছে। কিন্তু আমার এ সম্বন্ধে বিলক্ষণ একটু সংকোচ বোধ হয়। আমার এই মত যে, সর্ব্বপ্রকার ভণ্ডামিই ভদ্রলোকের অযোগ্য। আল্লা আমাদের যে অবস্থায় জন্ম দিয়েছেন, তা গোপন করা, অন্যের পদবী অপহরণ ক'রে লোকের কাছে আপনার বোলে পরিচয় দেওয়াটা অতি নীচ জঘন্য কাজ। যে পিতা-মাতা হতে আমি জন্মগ্রহণ করেছি, তাঁরা অবশ্য ভাল ভাল কাজই করেছিলেন, আর আমিও ৬ বৎসর ধ'রে সৈন্য-শ্রেণীর মধ্যে সম্ভ্রমের সহিত কাজ ক'রে এসেছি। আমার যে ধন-সম্পত্তি আছে, তাতেও লোকের কাছে এক রকম বেশ মুখ রাখা যায়; কিন্তু এ সকল সত্বেও আমি এমন নাম নিতে ইচ্ছে করিনে, যা আমার নিজের নয়—না মশায়, আমি স্পষ্টই বলছি, আমি বড় লোক নই।

জু। তবে বিদায় হও, আমার মেয়ে তোমার জন্য নয়।

খে। কেন?

জু। তুমি বড় লোক নও; তুমি আমার মেয়েকে পেতে পার না।

জু-স্ত্রী। তুমি যে বড় লোক বড় লোক করছ, বড় লোকের মানেটা কি বল দিকি? আমরা কি নবাব সেরাজদ্দৌলার বংশ?

জু। চুপ কর স্ত্রী; তুমি কি বলতে যাচ্ছ, আমি বুঝিছি।

জু-স্ত্রী। সামান্য দোকানদারদের ঘরে কি আমাদের জন্ম, না?

জু। সে দুষ্ট লোকের মিথ্যে রটনা।

জু-স্ত্রী। আমাদের দুজনেরই বাপ কি দোকানদার ছিলেন না?

জু। মর্ মাগী! ও কথা কি আর ফুরোবে না? তোমার বাপ যদি দোকানদার হন, তবে সেটা তাঁর পক্ষে বড় ভাল কথা নয়; কিন্তু আমার কথা যদি বল, তো লোকে যদি তাঁর বিষয় ওরকম বলে, সে না জেনে শুনেই বোলে থাকে। যাই হোক্, আমার এখন বক্তব্য এই, আমি একটি বড়লোক জামাই চাই।

জু-স্ত্রী। আমার ইচ্ছে, তোমার মেয়ের জন্য এমন একটি বর এনে দেও যে, তার উপযুক্ত হবে; একজন কদাকার ভিক্ষুক বড়লোকের চেয়ে, ভাল দেখ্‌তে, টাকা-কড়ি-ওয়ালা এক জন সামান্য ভদ্র লোকের ছেলেও ঢের ভাল।

ন। সে কথা সত্যি। আমাদের গাঁয়ে এক জন জমিদারের ছেলে আছে, তার মত কদাকার বোকা লোক আমি কোথাও দেখি নি।

জু। (নকুলিয়ার প্রতি) চুপ কর্, বেয়াদব! তুই সারা দিন তেড়ে-ফুঁড়ে আমাদের কথার মধ্যে আসিস কেন বল্ দিকি? (স্ত্রীর প্রতি) আমার মেয়ের জন্য আমার যথেষ্ট টাকাকড়ি আছে; আমার কেবল এখন মানের অভাব। তাই আমার মেয়েকে আমি নবাবের বেগম কর্‌তে চাই।

জু-স্ত্রী। বেগম?

জু। হাঁ, বেগম।

জু-স্ত্রী। হা! আল্লা যেন তা না করেন।

জু। সে আমি করবই প্রতিজ্ঞা করেছি।

জু-স্ত্রী। আমি তো ও কথায় কখনই মত দেব না। যতই বড়লোক হোক না কেন, তাদের সঙ্গে কুটুম্বিতায় অনেক রকম অসুবিধে। আমি এ চাই নে যে, আমার জামাই আমার মেয়েকে তার বাপ-মায়ের বংশ নিয়ে খোঁটা দিবে, আর তার যে ছেলে-পিলে হবে, তারা আমাকে দিদিমা বলতে লজ্জা বোধ করবে। যদি আমার মেয়ে কোন সময়ে বেগমের মত পোষাক পোরে লোক-লস্কর নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে, আর যদি দৈবাৎ পাড়ার কাউকে সেলাম করতে ভুলে যায়, তখনি লোকে কত কি কথা বলবে। তারা বল্‌বে, "এখন বেগম হয়ে ওর অহঙ্কারটা

একবার দেখেছ? ও জুর্দ্দনের মেয়ে, ও ছোট ব্যালায় আমাদের সঙ্গে গিন্নি-গিন্নী খেলা খেল্‌তে পেলে কত বোর্ত্তে যেত, ও কখনই ও রকম বড়লোক ছিল না, ওর বাপ-দাদারা তো বড়-বাজারে কাপড় বিক্রী করত। তারা ছেলেপুলে-দের জন্য অনেক টাকা জমিয়ে গেছে, আর তার জন্য এখন পরকালেও বোধ হয় জবাব দিতে হচ্ছে; কারণ, সৎপথে থেকে কখনই অত ধনী হতে পারত না"—আমি এই সব কথা শুনতে চাইনে। আমি এমন লোক চাই, যাকে আমার মেয়ে দিলে সে আমার কাছে বাধিত থাকবে, আর যাকে আমি অনায়াসে বল্‌তে পারব, "জামাই এইখানে বোসো, বোসে আমার সঙ্গে একত্র খাও।"

জু। যাদের মন অতি ছোট, তারাই ঐ রকম ক'রে বলে—তারা চিরকালই নীচু হয়ে থাকতে ভাল-বাসে।—দ্যাখো, আমার কথায় আর জবাব দিও না বল্‌ছি!—লোকে যাই বলুক না কেন, আমার মেয়ে নবাবের বেগম হবেই; আর যদি তুমি আমাকে রাগিয়ে দেও, তা হ'লে আমি তাকে বাদশার বেগম করব।

ত্রয়োদশ দৃশ্য

জুর্দ্দনের স্ত্রী, রোষনীবিবি, খেলাৎ খাঁ, নকুলিয়া, কবলু খাঁ।

জু-স্ত্রী। এখনও ভরসা ছেড়ো না। (রোষনীর প্রতি) বাছা, আমার সঙ্গে আয়; আর খুব জেদ ক'রে তোর বাপকে বল যে, খেলাৎ খাঁকে ভিন্ন তুই আর কাউকে বিয়ে করবি নে।

চতুর্দ্দশ দৃশ্য

খেলাৎ খাঁ, কবলু খাঁ।

ক। দেল্‌-দরিয়া রকমের কথা-বার্ত্তা কয়ে আপনি তো দিব্যি কাজ গুছিয়েছেন দেখ্‌ছি!

খে। আমাকে তুই কি বলাতে চাস্‌ বল্‌ দিকি? ও বিষয়ে আমার যে সঙ্কোচ, তা কারও কথায় যাবার নয়।

ক। আপনি করছেন কি? ঐ রকম লোকের সঙ্গে কি গম্ভীরভাবে কাজ করতে হয়? আপনি কি দেখছেন না ও একটা আস্তো পাগল? ওর একটু মন যুগিয়ে যদি চলেন, তা হ'লে আপনার লোক্‌সান্‌টা কি?

খে। তাও বটে—তুই ঠিক বলেছিস্‌; আমি আগে জান্‌তুম না যে, জুর্দ্দনের জামাই হতে গেলে বড়লোকের পরিচয় দেওয়া আবশ্যক।

ক। (হাসিয়া) হা! হা! হা!

খে। হাস্‌ছিস্‌ কেন?

ক। তা করলে বড় মজাই হয়।

খে। কি করলে?

ক। সম্প্রতি আমাদের একটা সঙের যাত্রা হয়ে গেছে, সেইটে এখন বেশ কাজে দেখ্‌বে। ঐ বুড়ো পাগলটাকে নিয়ে একটা রং-তামাসা করা যাক্‌। যদিও যে মৎলবটা করেছি, একটু যার বুদ্ধি আছে, সেই তা বুঝতে পারে, কিন্তু ও লোকটার কাছে যা ইচ্ছে তাই বেমালুম চালানো যায়। বেশি ফিকির-টিকির করতে হয় না। যা ওকে বুঝিয়ে দেওয়া যাবে, তাই ও বিশ্বাস করবে। সাজবার লোকও আছে, সাজও মজুত আছে; আমাকে আপনি এখন কেবল কাজটা করতে দিন।

খে। কিন্তু আমাকে আগে বল্‌—

ক। আমি এখনি সব বল্‌ছি। এখন এখান থেকে যাওয়া যাক্‌, বুড়োটা এই দিকে আবার আসছে।

পঞ্চদশ দৃশ্য

জুর্দ্দন খাঁ একাকী।

জু। এর মানে কি? বড়লোকের কথা বোলে লোকে আমাকে কেবল ঠাট্টা করে; কিন্তু আমি দেখ্‌ছি, বড় লোকদের সঙ্গে মেশার চেয়ে ভাল কাজ আর কিছুই নেই। তাদের ওখানে যেমন ভদ্রতা ও সম্মান, এমন আর কোথাও নেই; আর, রাজা কিম্বা মহারাজা হয়ে জন্মাতে গেলে, যদি আমার হাতের দুটো আঙুল কেটে ফেল্‌তে হয়, তাতেও আমি রাজি আছি।

ষোড়শ দৃশ্য

জুর্দ্দন খাঁ, এক জন পেয়াদা।

পে। হুজুর, এক জন বেগমের হাত ধ'রে এক জন নবাব এসেছেন।

জু। আ! কি সর্ব্বনাশ! আমার যে এখনও কতকগুলো হুকুম দিতে হবে। তাঁদের বল, আমি এখনি আস্‌ছি।

সপ্তদশ দৃশ্য

বেগম দেল্‌মনিয়া, নবাব দৌলৎ খাঁ,
এক জন পেয়াদা।

পে। আমাদের কর্ত্তা বল্লেন যে, তিনি এখনি আসছেন।

দৌ। আচ্ছা, বেশ।

অষ্টাদশ দৃশ্য।

দেল্‌মনিয়া, দৌলৎ খাঁ।

দেল্। দৌলত! কাজটা কতদূর সঙ্গত, আমি ঠিক বুঝতে পারছিনে; যে বাড়ীর কাউকেই আমি চিনি নে, সে বাড়ীতে তোমার সঙ্গে আসাটা আমার ভারি অদ্ভুত ঠেক্‌ছে।

দৌ। বেগম! তোমাকে খাওয়াবার জন্য তবে কোন্ জায়গাটা ঠিক্ করব বল দিকি? কারণ, গোলমাল এড়াবার জন্য, তুমি খানাটা নিজের বাড়ীতেও হ'তে দিতে চাও না—আবার আমার বাড়ীতেও দিতে চাও না।

দে। আচ্ছা, তুমি কি স্বীকার কর না, কেমন আস্তে আস্তে তোমার প্রেমের উপহারটি নিতে আমাকে রাজি করিয়েছিলে? আমি যতই নেব না বোলে বারণ ক'রে পাঠাই, তুমি ততই জেদ্ করতে লাগলে—আমি শেষে ক্লান্ত হয়ে পড়লেম! আর তোমার কি এক রকম ভদ্রতার একগুঁয়েমি আছে, যে তাতে ক'রে তোমার যা ইচ্ছে তাতেই এক জনকে আস্তে আস্তে লওয়াতে পার। প্রথমে তো ঘন ঘন আমার বাড়ী আস্তে আরম্ভ করলে, তার পরে তোমার মনের ভাব প্রকাশ করলে, তার পরে আমার নামে ভালবাসার গান বেঁধে পাঠাতে লাগলে—তার পর আমোদ-প্রমোদে নিমন্ত্রণ করতে লাগলে—তার পর উপহার পাঠাতে লাগলে—আমি ও-সব-তাতেই বাধা দিয়েছিলুম, কিন্তু তুমি তো হট্‌বার লোক নও;—আস্তে আস্তে, এক পা এক পা ক'রে এগিয়ে আমার প্রতিজ্ঞা ভেঙ্গে দিলে। আর আমার নিজের উপর কিছুই ভরসা নেই। এখন আমার এই বিশ্বাস, শেষে তোমার সঙ্গে বিবাহ করতে পর্য্যন্ত আমাকে রাজি করাবে—যা আমার আদপে ইচ্ছে নেই।

দৌ। বল কি বেগম, ও কাজটা ক'রে ফেলাই উচিত। তুমি বিধবা মানুষ; নিজেই ঘরের কর্ত্রী, আর, আমিও আমার ঘরের কর্ত্তা। স্থাখ, আমি তোমাকে প্রাণের চেয়েও ভালবাসি। তবে কেন বল দেখি আমাকে সুখী না করবে?

দে। তুমি বল কি দৌলত, দুজনে একত্রে সুখে জীবন কাটাতে গেলে, উভয় পক্ষেই ভাল ভাল গুণ থাকা চাই। পৃথিবীর মধ্যে যারা খুব সুবোধ লোক, তাদেরও মধ্যে এমন সুখের যুগল মিলন কখনই ঘট্‌তে পারে না—যাতে তারা একেবারে সুখী হ'তে পারে।

দৌ। বেগম, তুমি ক্ষেপেচ না কি, অত বাধা-বিঘ্ন কি আগে থাকতে মনে করতে আছে? আর তুমি ভুক্তভোগী হয়ে যা শিখেছ, তা যে সব অবস্থায় খাটবে, তাও তো নয়।

দে। আমি আবার সেই কথায় আস্‌ছি, আমার জন্যে তুমি যে সব খরচ কর, তাতে আমার দুই কারণে ভাবনা হয়। প্রথমতঃ আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে তোমার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছি—আর দ্বিতীয়তঃ (রাগ কোরো না) আমার জন্য খরচ-পত্র ক'রে তোমারও অনেকটা জড়িয়ে পড়তে হচ্ছে, কিন্তু আমার তা ইচ্ছে নয়।

দৌ। আ! বেগম, ও সব কোন কাজের কথা নয়—আর ও রকম ক'রে—

দে। আমি যা বল্‌ছি, তা ঠিক্ই বল্‌ছি। তা ছাড়া, যে হীরেটা জোর ক'রে আমাকে দিয়েছ, তার যে রকম দাম—

দৌ। ও জিনিসের আবার দাম কি? আমার

ভালবাসার তুলনায় ও জিনিসের এত কম মূল্য যে, আমি তোমার যোগ্য ব'লেই মনে করি নে, আর তোমার কাছে এই মিনতি—এই যে এই বাড়ীর মালিক এই দিকে আস্‌ছে।

ঊনবিংশ দৃশ্য

জুর্দ্দন খাঁ, দেল্‌মনিয়া, দৌলৎ খাঁ।

জু। (দুইবার সেলাম করিতে না করিতে, দেলমনিয়া অতি নিকটে আসিয়া পড়ায়) বেগম, আর একটু দূরে।

দে। সে কি?

জু। এক পা পিছিয়ে যেতে আজ্ঞে হয়।

দে। সে কি?

জু। তৃতীয় বারের সেলামটা নেবার জন্যে একটু পিছু হটুন।

দৌ। হাঁ হাঁ, কি রকম খাতির করতে হয়, জুর্দ্দন তা বেশ জানেন।

জু। বেগম, এ আমার বড় নসিবের কথা যে, আমার উপর আপনার এতদূর মেহেরবানি, যে মেহেরবানি ক'রে আমার বাড়ীতে শুভাগমন ক'রে এতটা মেহেরবানি দেখাচ্ছেন! আর আমার যদি এইটা গুণ থাকতো যে আপনার গুণের যোগ্য গুণজ্ঞ হ'তে পারতেম, আর যদি আল্লা—

দৌ। জুর্দ্দন, যথেষ্ট হয়েছে। বেগম বেশী প্রশংসা ভালবাসেন না—আপনি যে এক জন সুরসিক লোক, তা উনি বেশ জানেন। (দেলমনিয়ার প্রতি মৃদুস্বরে) ও এক জন ভালমানুষ গ্রাম্য দোকানদার, ওর ধরণ ধারণে ভারি হাসি পায়।

দে। (দৌলতের প্রতি মৃদুস্বরে) তা বুঝতে আমার বড় বাকি নেই।

দৌ। বেগম, ইনি আমার একজন পরম বন্ধু।

জু। ওরূপ বলায় আপনার যথেষ্ট মেহেরবানি প্রকাশ পাচ্ছে।

দৌ। ইনি খুব এক জন রসিক পুরুষ।

দে। ওঁর উপর আমার বিশেষ শ্রদ্ধা আছে।

জু। বেগম, এখনও আমি এমন কিছু করি নি, যাতে এ অনুগ্রহের যোগ্য হ'তে পারি।

দৌ। (জুর্দ্দনের প্রতি মৃদু স্বরে) দেখো সাবধান, যে হীরেটা তুমি দান করেছ, সে হীরের কথা যেন পেড়ো না।

জু। (দৌলতের প্রতি মৃদুস্বরে) কেমন তাঁর লাগল, এ কথাটাও কি তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে পারি নে?

দৌ। (জুর্দ্দনের প্রতি মৃদুস্বরে) না না—ও বিষয়ে বিশেষ সাবধান থেকো! ও কথা বল্লে ভারি চাষাড়ে রকম হবে। বড় লোকের মত কাজ করতে হ'লে এই রকম দেখাতে হবে—যেন ঐ উপহার তুমি দেও নি। (প্রকাশ্যে) বেগম, জুর্দ্দন বলেন যে, আপনি ওঁর বাড়ীতে আসায় উনি ভারি খুসি হয়েছেন।

দে। উনি আমার খুব খাতির করছেন।

জু। (দৌলতের প্রতি মৃদুস্বরে) মশায়, আমার হয়ে ওঁর কাছে এই রকম বলায় আমি আপনার কাছে অত্যন্ত বাধিত হলুম।

দৌ। (জুর্দ্দনের প্রতি মৃদুস্বরে) দেখ, অনেক কষ্টে আমি ওঁকে এখানে এনেছি।

জু। (দৌলতের প্রতি মৃদুস্বরে) এর জন্য আপনাকে বহুত বহুত সেলাম।

দৌ। বেগম, ইনি বলছেন যে, আপনার মত সুন্দরী উনি পৃথিবীর মধ্যে কাউকে দেখেন নি।

দে। আমার উপর যথেষ্ট অনুগ্রহ, আর—

দৌ। এখন তবে খাওয়া-দাওয়ার চেষ্টা দেখা যাক।

বিংশ দৃশ্য

জুর্দ্দন খাঁ, দেল্‌মনিয়া, দৌলৎ খাঁ ও এক জন পেয়াদা

পে। (জুর্দ্দনের প্রতি) হুজুর, সব প্রস্তুত।

দৌ। এসো তবে আহারে বসা যাক্; আর গাইয়ে বাজিয়েদের এখানে আস্‌তে বলা হোক্।

একবিংশ দৃশ্য

নৃত্য-নাট্য। (৬ জন গায়ক নাচিতে নাচিতে আসিয়া নানা প্রকার খাদ্য-সামগ্রী আনিয়া স্থাপন)।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

দেল্‌মনিয়া, জুর্দ্দন, দৌলৎ, তিন জন গায়ক, এক জন পেয়াদা।

দে। বাস্তবিক দৌলত, এ যে খুব জমকালো খানার আয়োজন হয়েছে।

জু। আপনি বলেন কি বেগম, আপনার যোগ্য কিছুই হয় নি।

(দেল্‌মনিয়া, জুর্দ্দন, দৌলৎ এবং তিন জন গায়ক আহারে উপবেশন)

দৌ। বেগম, জুর্দ্দন যা বলছেন, তা ঠিক, এ আয়োজন আপনার উপযুক্ত নয়। এ খানা আমি হুকুম দিয়েছিলেম, তাই তেমন ভাল হয় নি। যদি আমাদের বন্ধু এ খানার হুকুম দিতেন, তা হ'লে অনেক ভাল হ'ত। এ সব বিদ্যে আমার বড় আসে না—জুর্দ্দন ঠিক বলেছেন যে, এ খানার আয়োজন আপনার যোগ্য হয় নি।

দে। এর উত্তর আর কি দেব, যে রকম আহার কচ্ছি, তাতেই যথেষ্ট উত্তর দেওয়া হচ্ছে।

জু। আহা, হাত দুখানি কি সুন্দর!

দে। হাত এমনই কি ভাল, তবে হাতে যে হীরেটা আছে, তার কথা যদি বলেন, হাঁ, সেটা সুন্দর বটে।

জু। আমি বেগম?—আমি হীরের কথা পাড়ব?—প্রাণান্তেও না—আল্লা যেন তা হ'তে আমাকে রক্ষা করেন। তা হলে তো ভদ্রলোকের মত কাজ করা হবে না; আর হীরেটার মূল্য এমন কিছুই নয়।

দে। আপনার দেখ্‌ছি ভারি উঁচু নজর।

জু। সে আপনার মেহেরবানি—

দৌ। (জুর্দ্দনকে ইসারা করিয়া) আরে কে আছিস, জুর্দ্দনকে আর এই ভদ্রলোকদের একটু মদ দেওয়া হোক না। ওঁরা অনুগ্রহ ক'রে একটা মদের গান গাইতে আরম্ভ করুন।

দে। ভাল ভোজের সঙ্গে ভাল গানবাজনা যেমন চাট্‌নি হয়, এমন আর কিছু না—যা হোক, আমাদের আয়োজনটা বেশ হয়েছে।

জু। বেগম, এতো—

দৌ। জুর্দ্দন, এখন এসো আমরা চুপ ক'রে শুনি—আমরা যাই কথা কই না কেন, তার চেয়ে এই গায়ক মহাশয়দের কথা অবশ্যি সকলের বেশি ভাল লাগবে।

(হস্তে পেয়ালা ধরিয়া প্রথম ও দ্বিতীয় গায়ক একত্রে)

ঢাল সুরা প্রিয়ে; ওই চারু করে
মদিরার পাত্র আহা কিবা শোভা ধরে!
মদিরা প্রমদা মিলে প্রাণ করে খুন
দ্বিগুণ জ্বালিয়ে দিয়া প্রেমের আগুন।
এসো তবে তুমি আমি সুরা তিন জনে
পরস্পরে বাঁধি মোরা প্রেমের বন্ধনে।
সুধা সুধাময় মিশি অধর-সুধায়,
অধর লাবণ্য ধরে সুধার প্রভায়।
ছুঁয়েতেই তৃষা মোর, বড় হয় সুখ
দিতে যদি পারি ছুঁয়ে সটান চুমুক।
এসো তবে তুমি আমি সুরা তিন জনে
পরস্পরে বাঁধি মোরা প্রেমের বন্ধনে।

(দ্বিতীয় ও তৃতীয় গায়ক একত্রে)

সবে মিলে এস ভাই সুরা করি পান
সময় বহিয়া যায় নাহি কি সে জ্ঞান?
ঢালো সুরা ঢালো সুরা
পাত্র কর ভরপূরা,
ক'রে লও সুখ, দেহে যত দিন প্রাণ।
পার হ'তে হবে যদি, ঘোর বৈতরণী নদী,
ফেলে যেতে হবে মদ সে নদীর তটে;
এই বেলা কর পান যত দিন আছে প্রাণ,
চিরকাল পান করা কার ভাগ্যে ঘটে?
করুক না মূর্খ তত্ত্ববাগীশের দল
সুখ-দুঃখ-তত্ত্ব নিয়ে ঘোর কোলাহল,
দেখাক না নানা যুক্তি, লইয়ে নির্ব্বাণ মুক্তি,
মোদের নির্ব্বাণ মুক্তি পেয়ালার মাঝে,
আমাদের সুখ যত সেথাই বিরাজে;
ধন মান প্রিয় জন, তাদের কি প্রয়োজন,
জীবনের সুখ তারা পারে কি বাড়াতে?
সংসারে দেখ্‌ত চেয়ে, কি আছে মদের চেয়ে,
জীবনের দুখ জ্বালা ভাবনা তাড়াতে?

(তিন জনে একত্রে)

ঢাল্‌ সুরা ঢাল্‌ সাকী, সময় ত নাই বাকী,
ঢাল্‌ ঢাল্‌ আরো ঢাল্‌ ঢাল্‌ ভ্রাক্ষারস,
যতক্ষণ নাহি বলি, বস্‌ বস্‌ বস্‌।

দে। এর চেয়ে ভাল গান আর হ'তে পারে না—বড় সরেশ!

জু। কিন্তু বেগম, ওর চেয়েও যে একটি ভাল চিজ আমার সাম্‌নে দেখ্‌ছি!

দে। বাহবা! জুর্দ্দন সাহেব যে এত রসিক, তা আমি জান্‌তেম না।

দৌ। বল কি বেগম, তুমি তবে জুর্দ্দনকে কি ঠাওরে ছিলে?

জু। আমার ইচ্ছে, আমি ওঁকে যে রকমটি বলব, উনি আমাকে সেই রকমটি ঠাওরান।

দে। আবার যে একটা রসিকতা!

দৌ। (দেলমনিয়ার প্রতি) তুমি ওঁকে চেনো না।

জু। যখন ওঁর ইচ্ছে হবে, তখনি উনি চিনবেন।

দে। না, আমি হার মানলেম।

দৌ। কথায় ওঁর সঙ্গে পারবার জো কি, জবাব একেবারে হাতে হাতে। আর তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না বেগম, তুমি যে সকল খাবার জিনিস পর্শ করছ, উনি তাই খাচ্চেন।

দে। যাই হোক, জুর্দ্দন সাহেবকে দেখে আমি একেবারে মোহিত হয়ে গিয়েছি।

জু। আমি যদি আপনার হৃদয়কে মোহিত করতে পারতেম, তা হ'লে—

দ্বিতীয় দৃশ্য

জুর্দ্দনের স্ত্রী, জুর্দ্দন, দেলমনিয়া, দৌলৎ, গায়কগণ, পেয়াদা।

জু-স্ত্রী। বাঃ! বাঃ! এই যে, অনেক লোকজন নিমন্ত্রণ ক'রে আনা হয়েছে। আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি, আমি এখানে আসব ব'লে কেউ মনে করে নি। বলি ও কর্ত্তা, এই কাজটি গোছাবার জন্যই কি আমাকে আমার বোনের বাড়ীতে পাঠাতে তোমার এত মাথাব্যথা হয়েছিল? নীচে একটা নাটক হচ্ছিল—এই আমি দেখে এলুম, আবার এখানে যেন একটা বিবাহের ভোজ বোসে গেছে। এই রকম করেই তুমি টাকাগুল নষ্ট কর। আর, আমার অবর্ত্তমানে এই রকম ক'রে তুমি বাইরের অন্য মেয়েদের এনে ভোজ দেও, গান শোনাও, নাটক দেখাও, আর আমাকে কি না তুমি সেই সময় অন্য জায়গায় চালান কর।

দৌ। তুমি কি বল্‌ছ বিবিসাহেব? এ তোমার মাথায় কি ক'রে এল বল দেখি যে, তোমার স্বামীই এই সব খরচ করেছেন, আর এই বেগমকে খাওয়াচ্ছেন? আমিই এই সব খরচ করেছি। উনি কেবল আমাকে ওঁর বাড়ীটা ধার দিয়েছেন এই মাত্র—তুমি কি কথা বলছ, একটু ভাল ক'রে বিবেচনা ক'রে দেখ।

জু। হাঁ বেয়াদব, নবাব সাহেবই এই বেগমকে ভোজ দিচ্ছেন। বেগম এক জন মস্ত লোক, আর নবাব সাহেব অনুগ্রহ ক'রে আমার বাড়ী ধার নিয়েছেন আর আমাকেও এইখানে আজ থাকতে নিমন্ত্রণ করেছেন।

জু-স্ত্রী।—ও সব কোন কাজের কথা নয়—আমি যা বুঝিছি, তা ঠিক্‌ই বুঝিছি।

দৌ। বিবিসাহেব, আসল জিনিসটা কি, একবার চশমা দিয়ে ভাল ক'রে দেখ।

জু-স্ত্রী। আমার চশমার দরকার নেই—আমি বেশ পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। আসল ব্যাপারের আঁচ আমি অনেক দিন থেকেই পেয়েছি, আমি তো আর একটা জানোয়ার নই। এত বড় লোক হয়ে তুমি যে আমার স্বামীর পাগলামিতে সাহায্য কর, এ তোমার ভারি অন্যায়। আর তুমি বেগম, বড় ঘরের স্ত্রীলোক হয়ে যে একটি সংসারের মধ্যে ঝগ্‌ড়া বাধিয়ে দিচ্ছ, আর তোমার প্রেমে পড়তে আমার স্বামীকে উৎসাহ দিচ্ছ, এ তোমার মত লোকের উচিতও নয়, উপযুক্তও নয়।

দে। এ সকলের অর্থ কি? দৌলত, তোমার ভারি অন্যায় যে তুমি আমাকে এখানে এনে ঐ মুখ-কোঁড় স্ত্রীলোকের কাছে থেকে অনর্থক কতকগুল কথা শোনালে।

দৌ। (প্রস্থানোদ্যত দেলমনিয়ার অনুসরণ করিয়া) বেগম, বেগম, কোথায় যাও?

জু। যেও না বেগম—নবাব সাহেব, আমার হয়ে দু কথা বেগমকে বল, আর ওঁকে ফিরিয়ে আনবারও চেষ্টা কর।

তৃতীয় দৃশ্য

জুর্দ্দনের স্ত্রী, জুর্দ্দন, পেয়াদা।

জু। বেয়াদব কোথাকারে, বড় কাজই করেছ! সকলের সামনে আমাকে অপমান করলে, আর বড় লোকদের কি না আমার বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলে!

জু-স্ত্রী। বড় লোক না মাথা!

জু। হতভাগী কোথাকারে! তুই যে এসে এই খানার মজ্‌লিস্‌টা ভেঙ্গে দিলি, এই খানার বাকি জিনিস্‌গুল তোর মাথায় ছুড়ে মাথাটা যে এখনো ভেঙ্গে দিই নি, এই তোর পরম ভাগ্যি।

(পেয়াদার খাদ্য-সরঞ্জাম লইয়া প্রস্থান।)

জু-স্ত্রী। (প্রস্থান করিতে করিতে) ও কথা আমি গ্রাহ্যের মধ্যে আনি নে। আমার নিজের যা হক্‌, আমি তা বজায় রাখ্‌ব, আর এ বিষয়ে স্ত্রীলোকমাত্রেই আমার দিকে হবে।

জু। এখন পালিয়ে গিয়ে রক্ষা পেলি—আমার এমন রাগ হয়েছে যে—

চতুর্থ দৃশ্য

জুর্দ্দন একাকী।

কি কুক্ষণেই রায়বাঘিনীটা এসে পড়েছিল। কত মজার মজার কথা আমার মাথায় এসেছিল—এমন রসিকতার ভাব আমার মনে জন্মেও কখন হয় নি! ও আবার কি?

পঞ্চম দৃশ্য

জুর্দ্দন, ছদ্মবেশধারী কব্‌লু খাঁ।

ক। মশায়, আপনি আমাকে জানেন কি না বলতে পারিনে।

জু। না মশায়।

ক। (হস্তের ইঙ্গিতে পরিমাণ নির্দ্দেশ করিয়া) আপনি যখন এইটুকু ছিলেন, তখন আপনাকে আমি দেখেছি।

জু। আমাকে?

ক। হাঁ। আপনার মত সুন্দর ছেলে পৃথিবীতে ছিল না, স্ত্রীলোকেরা আপনাকে দেখলেই কোলে নিয়ে কত চুমো খেতো।

জু। আমাকে চুমো খেতো?

ক। হাঁ। আপনার স্বর্গীয় পিতা ঠাকুরের আমি এক জন পরম বন্ধু ছিলেম।

জু। আমার স্বর্গীয় পিতার?

ক। হাঁ। তিনি এক জন খুব বড় লোক ছিলেন।

জু। কি বোল্লে?

ক। হাঁ, আমি বলছি, তিনি এক জন খুব বড় লোক ছিলেন।

জু। আমার বাপ?

ক। হাঁ।

জু। তুমি তাঁকে ভাল রকম জান্‌তে?

ক। খুব ভাল জানতেম।

জু। আর তুমি জানতে যে, তিনি বড় লোক ছিলেন?

ক। তার সন্দেহ নাই।

জু। তবে লোকগুল কি রকমের, আমি তো কিছুই বুঝতে পারি নে।

ক। কেন?

জু। এমন কতকগুল পাগল আছে, যারা বলে যে, আমার বাপ দোকান্দার ছিলেন।

ক। তিনি দোকান্দার? সে কেবল লোকের মিথ্যা নিন্দা, তিনি কখন তা ছিলেন না। তিনি যা করতেন, সে কেবল লোকের উপকারের জন্য। তিনি কাপড়-টাপড় চিন্‌তেন ভাল, তাই তিনি নানা স্থান থেকে পছন্দ ক'রে সেই সকল কাপড় বাড়ী আনতেন, আর, কিঞ্চিৎ লাভ রেখে তাঁর বন্ধুদের দান করতেন।

জু। তোমার সঙ্গে পরিচয় হওয়ায় আমি ভারি খুসি হলুম। আমার বাপ যে বড় লোক ছিলেন, তার এক জন সাক্ষী এত দিনে পাওয়া গেল।

ক। সমস্ত জগতের কাছে আমি এর সাক্ষী দেব।

জু। তা হলে তুমি আমাকে বড় বাধিত করবে। এখন কি জন্য আসা হয়েছে?

ক। সেই বড় লোক আপনার স্বর্গীয় পিতার সঙ্গে পরিচয় হবার পর আমি ভূ-প্রদক্ষিণ করতে বেরিয়েছিলুম।

জু। কিসের দক্ষিণ বল্লে? বোধ হয়, সে খুব দূর-দেশ?

ক। হাঁ, নিশ্চয়ই। আমি সবে চারি দিন হল সেই দূরদেশ থেকে এসেছি। আর আপনাদের সংক্রান্ত সকল বিষয়েরই আমি খোঁজ রাখি কি না, তাই একটা ভারি সু-খবর আপনাকে দিতে এসেছি।

জু। কি সু-খবর?

ক। আপনি জানেন যে, তুর্কের বাদসার ছেলে এখানে আছেন?

জু। আমি?—কৈ না।

ক। সে কি! অনেক লোক-লস্কর আসবাব সঙ্গে এসেছে, সহরশুদ্ধ লোক যে তা দেখতে যায়—আর তিনি আমাদের দেশে খুব বড়লোক ব'লে মান পেয়েছেন।

জু। আল্লার কসম্, এ কথা আমি জানতেম না।

ক। আর আপনার পক্ষে সুবিধে এই যে, আপনার কন্যার উপর তাঁর মন পড়েছে।

জু। তুর্ক বাদসাজাদার?

ক। হাঁ, তিনি আপনার জামাতা হতে চান।

জু। বাদসার পুত্র আমার জামাতা?

ক। হাঁ, তুর্ক বাদসার পুত্র আপনার জামাতা। আমি যখন দেখা করতে গিয়েছিলেম,—আমি তাঁর ভাষা বুঝি কি না—তাঁর সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে কথা-বার্ত্তা হয়েছিল। অন্য অন্য কথার মধ্যে তিনি আমাকে বল্লেন—"আক্কিয়াম্ ক্রক্ সলেব অঞ্চ আলা মুস্তাফ গিদেলুম, আমানাহেম বারাহিনী উস্সেরে কার্বুলথ" অর্থাৎ একটি সুন্দরীকে কি তুমি দেখনি? তিনি হচ্চেন সহরের এক জন বড় লোক জুর্দ্দন সাহেবের কন্যা!

জু। তুর্কের বাদসা আমার কথা এই রকম বল্লেন?

ক। হাঁ। তার পর যখন আমি তাঁকে উত্তর দিলুম যে, তাঁর সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয় আছে, আপনার মেয়েকে আমি দেখেছি, তিনি তখন বল্লেন, "মারাবাবা সাহেম" অর্থাৎ আমি তার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছি।

জু। "মারাবাবা সাহেম" এই কথার মানে আমি তার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছি?

ক। হাঁ।

জু। আল্লার কসম্, তুমি এ কথা বোলে খুব ভাল করলে। কেন না, আমি কখনই বিশ্বাস করতে পারতম না যে. "মারাবাবা সাহেম" মানে হচ্ছে আমি তার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছি। বাঃ! তুর্ক ভাষাটা কি চমৎকার!

ক। ভারি চমৎকার! আপনি কি জানেন, "কাকারাকামুষেন্" কাকে বলে?

জু। কাকারাকামুষেন্?—না।

ক। তার মানে হচ্ছে আমার প্রিয় আত্মা।

জু। কাকারাকামুষেনের মানে হচ্ছে আমার প্রিয় আত্মা?

ক। হাঁ।

জু। বাঃ কি চমৎকার! "কাকারাকামুষেন্" আমার প্রিয় আত্মা। কখনো কি ও কথা কেউ বলে? আমি তো কিছুই বুঝতে পাচ্ছি নে।

ক। আমার ঘটকালি তবে শেষ করি। তিনি আপনার কন্যার পাণিগ্রহণে অভিলাষী হয়েছেন। আর তাঁর পুত্রের যোগ্য শ্বশুর করবার জন্য তিনি আপনাকে "মামামুষি" করতে ইচ্ছা করেন। এই "মামামুষি" হচ্ছে তাঁর দেশের একটা মস্ত খেতাব।

জু। মামামুষি?

ক। হাঁ, মামামুষি, অর্থাৎ আমাদের ভাষায় যাকে নবাব বাহাদুর বলে। মামামুষির মত অমন মস্ত খেতাব আর নাই—পৃথিবীর যত বড় লোক আছে, আপনি তা হলে তাদের সমকক্ষ হবেন।

জু। তুর্কের বাদসা তা হলে আমাকে তো খুব মান দিয়েছেন। এখন তোমার কাছে আমার প্রার্থনা যে, তুমি আমাকে একবার তাঁর ওখানে নিয়ে চল—আমি নিজে গিয়ে তাঁকে ধন্যবাদ দেব।

ক। ঐ যে! তিনি নিজেই এখানে এসেছেন দেখছি।

জু। তিনি এখানে এসেছেন?

ক। হাঁ! আর আপনাকে সেই খেতাব দেবার জন্য যে সব সরঞ্জামের দরকার, তাও সঙ্গে এনেছেন।

জু। বাঃ! এর মধ্যেই?

ক। তাঁর যে রকম অনুরাগ, তাতে বিলম্ব তাঁর আদপে সোচ্চে না।

জু। এখন আমার কেবল এই ভাবনা হয়েছে যে, আমার মেয়েটা বড় একগুঁয়ে, তার এই জেদ চয়েছে যে. খেলাত খাঁ বোলে একটা কে লোক

আছে, তাকে ছিন্ন সে আর কাউকে বিয়ে করবে না।

ক। দেখবেন, সেই তুর্ক বাদসার ছেলেকে দেখলেই তার মন বোদলে যাবে। আর একটা বড় মজা হয়েচে, তুর্ক বাদসার ছেলেকে খানিকটা খেলাত খাঁর মত দেখতে। আমি খেলাত খাঁকে দেখেছি। সুতরাং তার উপর যে ভালবাসা হয়েছে, তা ওর থেকে গিয়ে শাজাদার উপর অনায়াসে পড়তে পারে—বোধ হয়, তিনি এসেছেন—এই যে!

ষষ্ঠ দৃশ্য

তুর্কবেশে খেলাত ; তিন জন দাস, খেলাতের পরিচ্ছদ ধরিয়া জুর্দ্দন, কবলু।

খে। আম্বুসাহিম্ অকি বোরাফ, জদিনা, সালামালেকি।

ক। (জুর্দ্দনের প্রতি) অর্থাৎ "জুর্দ্দন সাহেব, তোমার হৃদয় সমস্ত বৎসর একটি প্রফুল্ল গোলাপের মত হোক্"। ওদের দেশে এই রকম ভদ্রতার কথা।

জু। আমি শাহেন শা শাজাদার অতি বিনীত দাস।

ক। কারিগার কাম্বোডা উস্তিন যোরাক্।

খে। উস্তিন্ইয়ক্ কাতামালেকি বাসম বাসে আল্লামোরান্।

ক। উনি বলছেন, ভগবান যেন আপনাকে সিংহের ন্যায় বলবান আর সর্পের ন্যায় চতুর করেন।

জু। শাজাদা আমাকে খুব মান দিচ্ছেন, আমি তাঁর সর্ব্বপ্রকার উন্নতি কামনা করি।

ক। ওসা বিনামেন সাউক বাবাল্লি ওয়াকাফ্ উরাম।

খে। বেল্ মেন।

ক। উনি বলছেন যে, আপনি শীঘ্র শীঘ্র ওঁর সঙ্গে গিয়ে এই অনুষ্ঠানের উদ্যোগ করুন, তার পরে উনি আপনার কন্যাকে দেখবেন—দেখে বিবাহকার্য্য শেষ করবেন।

জু। এতগুল ব্যাপার ঐ দুই কথায়?

ক। হাঁ। তুর্ক ভাষাটাই ঐ রকমের, অল্প কথায় অনেক বলা যায়—উনি যেখানে আপনাকে নিয়ে যেতে চাচ্ছেন, শীগ্‌গির আপনি সেখানে যান।

সপ্তম দৃশ্য

কবলু একাকী।

বড় মজাই হয়েছে! কি ঠকানটা ঠকেছে! সমস্ত কথা মুখস্থ থাকলেও কেউ এমন সরেশ অভিনয় করতে পারতো না। হাঃ হাঃ হাঃ!

অষ্টম দৃশ্য

দৌলৎ, কবলু।

ক। মহাশয়, আপনি অনুগ্রহ করে আমাদের এই কাজটায় একটু সাহায্য করবেন?

দৌ। (হাস্য) হাঃ হাঃ হাঃ! কবলু, কার সাধ্যি তোকে চেনে? কি চমৎকার সেজেছিস্।

ক। দেখুন—হাঃ হাঃ হাঃ!

দৌ। হাসছিস্ কেন?

ক। মহাশয়, সেটা হাসবারই বিষয়!

দৌ। কি রকম?

ক। আমার মনিবের সঙ্গে যাতে জুর্দ্দন তাঁর মেয়ের বিবাহ দেন, তার কি ফিকির হতে পারে, আপনি আন্দাজ ক'রে বলুন দেখি।

দৌ। সে ফিকিরটা আমি ঠাওরাতে পাচ্ছিনে। তবে এই পর্য্যন্ত বুঝতে পাচ্ছি যে, তুই যখন এর ভার নিয়েছিস, তখন নিশ্চয়ই সফল হবে।

ক। আপনার কাছে সে জানোয়ারটা যে অপরিচিত নয়, তা জানি।

দৌ। ব্যাপারটা কি, আমাকে বল্।

ক। আপনি কষ্ট ক'রে একটু তফাতে যান—ঐ ওরা সবাই আসছে—আপনি দেখে কতকটা বুঝতে পারবেন—বাকিটা পরে আপনাকে মুখে বলব।

নবম দৃশ্য

তুর্ক অনুষ্ঠান, মুফতি, দরবেশ, মুফতির সহকারিগণ।

(নাচিতে নাচিতে গাহিতে গাহিতে প্রবেশ)

দশম দৃশ্য *

মুফ্‌তি, দরবেশ প্রভৃতি।

জুর্দ্দন। (তুর্ক পরিচ্ছদ পরিধান, মস্তক মুণ্ডিত)।

মুফতি। (জুর্দ্দনের প্রতি)

সে তি সাবির
তি রেস পন্দির
সে নন সাবির
তাজির তাজির।

(দুই জন দরবেশ জুর্দ্দনকে একটু দূরে লইয়া গিয়া)

মুফতি। দিবে, কিষ্টার রিস্তা? আনাবাতিস্তা? আনাবাতিস্তা?

তুর্কগণ। ইয়ক্।

মুফতি। জইঙ্গিস্তা।

তুর্কগণ। ইয়ক।

মুফতি। কক্কিতা?

তুর্কগণ। ইয়ক।

মুফতি। হুমিতা? মবিসটা? ফ্রনিস্তা?

তুর্কগণ। ইয়ক, ইয়ক, ইয়ক।

মুফতি। হালাবা বালা সু বালাবা।

তুর্কগণ। হালাবা বালা সু বালাবা বালাদা।

একাদশ দৃশ্য

মুফতি। (জুর্দ্দনের মাথায় একটা প্রকাণ্ড পাগ্‌ড়ি পরাইয়া, তাকে হাটু গাড়িয়া বসাইয়া তাহার পৃষ্ঠে কোরান চাপাইয়া—উচ্চৈঃস্বরে উর্দ্ধদিকে বাহুদ্বয় প্রসারিত করিয়া—হু!)

তুর্কগণ। হু হু হু!

জু। (পৃষ্ঠ হইতে কোরান্ নামাইয়া লইলে পর) আঃ! বাঁচা গেল।—

মুফতি। (জুর্দ্দনকে তলোয়ার দান) দারা দারা বাস্তোনারা।

তুর্কগণ। দারা দারা বাস্তোনারা।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

জুর্দ্দন ও জুর্দ্দনের স্ত্রী।

জু-স্ত্রী। ও মা, এ কি! এ কি সর্ব্বনাশ! এ কি মূর্ত্তি! এ রকম ক'রে বাঁদর সাজিয়ে দিলে কে?

জু। বেয়াদব্ কোথাকারে, এক জন মামামুষিকে তুমি এই রকম ক'রে বল?

জু-স্ত্রী। সে কি?

জু। হাঁ, এখন আমাকে সকলের মান্য করতে হবে—এখন আমি মামামুষি হয়েছি।

জু-স্ত্রী। ওর মানে কি?—মামামুষিটা কি আবার?

জু। মামামুষি—মামামুষি।

জু-স্ত্রী। সে কি রকম জানোয়ার?

জু। মামামুষি অর্থাৎ আমাদের ভাষায় যাকে নবাব-বাহাদুর বলে।

জু-স্ত্রী। কি! নবাব বাঁদর?

জু। আরে মূর্খ! আমি বলছি নবাব-বাহাদুর। এই মাত্র সবাই ধরে-বেঁধে আমাকে নবাব-বাহাদুর ক'রে দিলে। তারই এতক্ষণ অনুষ্ঠান হচ্ছিল।

জু-স্ত্রী। সে কি রকম অনুষ্ঠান?

জু। দারা দারা বাস্তোনারা।

জু-স্ত্রী। তার মানে কি?

জু। সে তি সাবির, তি রেসপন্দির।

জু-স্ত্রী। সে কি?

জু। সে নন সাবির, তাজির তাজির।

জু-স্ত্রী। ও সব কি ছাই-ভস্ম বলছ?

জু। ইয়ক ইয়ক ইয়ক।

জু। ওসবের মানে কি?

জু। (গাইতে ও নাচিতে নাচিতে) হুলা বা বালাসু, বালাবা বালাহা। (ভূমিতলে পড়িয়া)

জু-স্ত্রী। ও মা! কি হবে। আমার স্বামী ক্ষেপে গেছে!

জু। (উঠিয়া ও যাইতে যাইতে) চুপ বেয়াদব, মামামুষি-সাহেবকে মান্য ক'রে কথা বল্।

জু-স্ত্রী। (একাকী) কি ক'রে পাগল হলেন? আমি দৌড়ে যাই, বাড়ী থেকে না বেরিয়ে যান। (সেলমনিয়া ও দৌলত খাঁকে দেখিতে পাইয়া)

---

* এই সকল দৃশ্য একটু সংক্ষেপে করা গিয়াছে।

যা বাকি ছিল, তাও এইবার হবে দেখছি! —চারিদিকেই বিপদ।

দৌ। হাঁ, বেগম, এমন মজার ব্যাপার তুমি কখন দেখনি—আর আমার মনে হয় না যে, দুনিয়ার মধ্যে ও লোকটার মত পাগল আর কেউ আছে। এখন খেলাতের যাতে বিবাহটা ঘটে, সে বিষয়ে আমাদের চেষ্টা করতে হবে, আর যখন ছদ্মবেশ ক'রে আস্‌বে, তখন তাতে আমাদের একটু পোষকতা করতে হবে। সে লোকটা বড় ভাল, সে সাহায্য পাবার যোগ্য।

দে। তার উপর আমার খুব শ্রদ্ধা আছে, তার মনস্কামনা পূর্ণ হলেই ভাল।

দৌ। তা ছাড়া, এখানে একটা আমাদের গীতি-নাট্য হবে—সেটাও তোমায় দেখ্‌তে হবে—আমি যেটা কল্পনায় করেছিলুম,সেটা কাজে ঠিক, হল কি না, তাও দেখা দরকার।

দে। ওখানে আমি দেখ্‌ছিলুম ভারি জমকালো রকম আয়োজন হচ্ছে—কিন্তু দৌলত, এ সকল আর সহ্য করা যায় না। হাঁ, আমি এইবার তোমার এই খরচের ছড়াছড়ি বন্ধ ক'রে দেব, তুমি আমার জন্য যে রকম অজস্র খরচ কর, তার স্রোত বন্ধ ক'রে দেবার জন্য আমি এই প্রতিজ্ঞা করেছি যে, শীঘ্রই তোমার সঙ্গে আমি বিবাহ করব।

দৌ। আ! বেগম্—এ কখন হতে পারে যে, তুমি আমার জন্য এই রকম মধুর প্রতিজ্ঞা করবে?

দে। তোমার যাতে সর্ব্বনাশ না হয়, এই জন্যই আমি বিবাহ করতে রাজি হচ্ছি—তা না হলে আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি, আর দিন কতক পরে একটি পয়সাও তোমার হাতে থাকবে না।

দৌ। বেগম, আমার টাকা বাঁচাবার জন্য যে তোমার এত ভাবনা, তাতে তোমার কাছে আমি অত্যন্ত বাধিত হলুম। আমার হৃদয় যেমন, তেমনি আমার সমস্ত ধন-সম্পত্তিও তোমার—আর তোমার যা ইচ্ছে, সেই রকম ক'রে তার ব্যবহার করতে পারবে।

দে। আমি দুয়েরই ভাল ব্যবহার করব। কিন্তু এই যে কর্ত্তা আসছেন! চমৎকার মূর্ত্তি হয়েছে যে!

দ্বিতীয় দৃশ্য

জুর্দ্দন, দেল্‌মনিয়া, দৌলৎ।

দৌ। আপনার নূতন পদের সম্মান করতে, আর তুর্করাজার ছেলের সঙ্গে যে আপনার মেয়ের বিবাহ হবে, তাতে আহ্লাদ প্রকাশ করতে আমরা দুজনে এসেছি।

জু। (তুর্ক-ধরণে বন্দেগি করিয়া) মহাশয়, আমি ইচ্ছা করি যে, আপনি সর্পের ন্যায় বলবান আর সিংহের ন্যায় চতুর হোন্।

দে। প্রথমে যার কথা বল্লেন, আমরা তারই ন্যায় আপনার এই উচ্চ পদোন্নতিতে আহ্লাদ প্রকাশ করতে এসেছি।

জু। বেগম, আমি ইচ্ছা করি, তুমি সারা বৎসর প্রফুল্ল গোলাপ হয়ে থাক। আমার পদোন্নতিতে যে আহ্লাদ প্রকাশ করছ, এজন্যে আমি অত্যন্ত বাধিত হলুম—আর তুমি এখানে ফিরে এসেছ বোলে আমি ভারি খুসি হলুম। আমার স্ত্রী যে রকম বাড়াবাড়ি করেছিল, তার জন্য মার্জ্জনা চাইতে অবসর পেলুম।

দে। সে কিছুই নয়, তাঁর ও রকম ব্যবহারে আমি কিছুই মনে করিনি। আপনার মত হৃদয় তাঁর নিকট নিশ্চয়ই খুব মূল্যবান, আর এমন রত্ন পেয়ে তাঁর যে পদে পদে হারাবার আশঙ্কা হবে, তাতে আর আশ্চর্য্য কি!

জু। বেগম-সাহেব! আমার হৃদয়, সে তুমিই অধিকার করেছ।

দৌ। দেখ বেগম, সম্পদে যারা অন্ধ হয়, সে রকম ধরণের লোক জুর্দ্দন সাহেব নন। এখন যে ওঁর এত উচ্চপদ হয়েছে, তবু দ্যাখো, উনি বন্ধুদের ভোলেন নি।

দে। ও মহৎ অন্তঃকরণেরই লক্ষণ।

দৌ। ভাল, শাজাদা এখন কোথায়? আমরা হচ্ছি আপনার বন্ধু, তাঁর সম্মান করা আমাদের কর্ত্তব্য কাজ।

জু। এই যে, উনি আসছেন! আর ওঁর সঙ্গে বিবাহ দেবার জন্য আমার মেয়েকে ডাকতে পাঠিয়েছি।

তৃতীয় দৃশ্য

জুর্দ্দন, দেলমনিয়া, দৌলত, তুর্কবেশধারী খেলাৎ।

দৌ। (খেলাতের প্রতি) আপনার শ্রীচরণে আমাদের বহুত বহুত সেলাম। আমরা আপনার শ্বশুরের বন্ধু, আমাদের বিনীত অভিবাদন গ্রহণ করুন।

জু। তোমাদের পরিচয় দেবার জন্য, আর তোমরা যা বলবে, তা বুঝিয়ে দেবার জন্য দ্বিভাষীর আবশ্যক—কোথায় সেই দ্বিভাষী? তোমরা দেখো, তোমাদের কথার উনি উত্তর দেবেন এখন—সেই লোকটি বড় চমৎকার তুর্কভাষা কইতে পারেন। ও হে! কোন্ চুলোয় সেই দ্বিভাষীটা গেল বল দিকি?

জু। (খেলাতের প্রতি) স্রূফ্ স্রূক্ স্রূক্ স্রূফ্! ইয়ে—সাহেব, বড়া সাহেব, বড়া সাহেব; ইয়ে—বেগম বড়া বেগম (বুঝাইতে পারিতেছেন না দেখিয়া) আ! (খেলাতের নিকট দৌলতকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ-পূর্ব্বক দেখাইয়া) মশায়, উনি এক জন এদেশী মামামুষী। আর উনি হচ্ছেন বিদেশী মামামুষিনী। এর চেয়ে ভাল ক'রে আমি তো আর বোঝাতে পারিনে। এই যে দ্বিভাষী এসেছে, এখন বেশ হবে।

—

চতুর্থ দৃশ্য

জুর্দ্দন, দেলমনিয়া, দৌলৎ, তুর্কপরিচ্ছদধারী খেলাৎ, ছদ্মবেশী কবলু।

জু। কোথয়ে যাচ্ছ হে? তুমি না থাকলে আমরা কিছুই কথা কোইতে পারব না। (খেলাৎকে দেখাইয়া) ভাল, ওঁকে একটু বুঝিয়ে বল দেখি যে, এঁরা হচ্ছেন বড় লোক—আর আমার বন্ধু বোলে ওঁরা ওঁকে সেলাম দিতে এসেছেন (দরিমেন ও দৌলতের প্রতি) দেখো কেমন উত্তর দেবে এখন।

ক। আমাবামা ক্রকিয়াম আককি বোরাম আলাবাসেন।

খে। কাতাজেকি তুবাল উরিন সোতের আমালুছান।

জু। (দেলমনিয়া ও দৌলতের প্রতি) দেখেছ?

ক। উনি বোলছেন সম্পদের বৃষ্টি যেন সকল সময়ে আপনার পরিবার-বাগানে জল দেয়।

জু। আমি তো তোমাদের আগেই বলেছিলুম যে, উনি তুর্ক ভাষা চমৎকার বোলতে পারেন।

দে। বাঃ! বড় চমৎকার!

—

পঞ্চম দৃশ্য।

রোষণী বিবি, খেলাৎ, জুর্দ্দন, দেলমনিয়া, দৌলৎ ও কবলু।

জু। এসো বাছা; কাছে এসো, এঁর হাতে হাত দেও—ইনি তোমার বিবাহের প্রার্থী হয়ে তোমার মান বাড়াচ্ছেন।

রো। এ কি! বাবা! এ-কি রকম অদ্ভুত সাজে সেজেছ? তুমি কি যাত্রার সং সাজ্তে যাচ্ছ না কি?

জু। না, না, এ যাত্রা নয়; এ ভারি গম্ভীর বিষয়—আর এতে বাছা তোমার যেমন মান হচ্ছে, এমন আর কিছুতে নয়। (খেলাতকে দেখাইয়া) ইনিই তোমার বর।

রো। আমার বর, বাবা?

জু। হাঁ, তোমার। এই এসো, তোমার হাতে আমি ওঁকে সঁপে দিলুম—আর এই সুখের জন্য আল্লাকে ধন্যবাদ দেও।

রো। আমার বিয়ে করতে ইচ্ছে নেই।

জু। আমি তোমার বাপ, আমার এই ইচ্ছে।

রো আমি তা কিছুতেই করব না।

জু। আঃ! কি গোলমাল! এসো আমি বলছি—হাত দেও।

রো। না, বাবা; আমি তো তোমাকে বলেছি, খেলাত ভিন্ন আর কারও সঙ্গে কেউই আমাকে জোর ক'রে বিয়ে দিতে পারবে না; আর আমি প্রতিজ্ঞা করেছি যে, বরং আমি সব অত্যাচার সহ্য করব, তবু—(খেলাতকে চিনিতে পারিয়া) সত্যি বটে, তুমিই আমার বাবা; তোমার আজ্ঞা পালন করা সম্পূর্ণরূপে আমার উচিত—এখন তোমার যা ইচ্ছে তাই করতে পার।

জু। আঃ, এত শীঘ্‌গির যে তোমার কর্ত্তব্য জ্ঞান ফিরে এসেছে, এতে বড় আমি খুসি হলুম; এমন আজ্ঞাকারী মেয়ে কখন কারু হবে না।

ষষ্ঠ দৃশ্য

জুর্দ্দনের স্ত্রী, খেলাৎ, জুর্দ্দন, রোষণী, দৌলৎ, দেলুমনিয়া, কবলু।

জু-স্ত্রী। ব্যাপারটা কি বল দেখি? এ সব কি? শুন্‌তে পাচ্ছি নাকি তুমি একজন বোবার সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দেবে?

জু। তুমি কি চুপ করবে বেয়াদব? সকল কথাতেই তোমার না থাক্‌লে চলে না কি? কিছুতেই কি তোমার একটু বুদ্ধি-শুদ্ধি হবে না?

জু-স্ত্রী। আমার বুদ্ধি হবে না, না তোমার বুদ্ধি হবে না—তোমার পাগ্‌লামি ক্রমেই দেখ্‌ছি বাড়ছে—এ সব লোকজন কিসের জন্ম?

জু। আমি তুর্ক-রাজার ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দেব।

জু-স্ত্রী। তুর্ক-রাজার ছেলের সঙ্গে?

জু। (কবলুকে দেখাইয়া) হাঁ। এই দ্বিভাষীর সাহায্য নিয়ে তুমি একটু ওঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তা কও।

জু-স্ত্রী। আমার দ্বিভাষীর দরকার নেই, আমি নিজেই ওর মুখের সামনে বলব যে, ও আমার মেয়েকে কখনই পাবে না।

জু। ফের আমি বল্‌ছি, তুমি কি চুপ করবে?

দৌ। কি! বিবিসাহেব! এমন মানের কাজে তুমি বাধা দিচ্ছ? শাজাদাকে তোমার জামাই করতে সম্মত হচ্ছ না?

জু-স্ত্রী। কি আপদ! নবাব সাহেব, তুমি আপনার চরকায় তেল দেও না।

দে। এমন সৌভাগ্যকে অগ্রাহ্য করতে নেই।

জু-স্ত্রী। বেগম-সাহেব, তোমাকেও বল্‌ছি, তোমার এতো মাথাব্যথায় কাজ নেই।

দৌ। বন্ধুত্ব আছে বোলেই তোমাদের ভাল-মন্দ দেখতে হয়।

জু-স্ত্রী। তোমার বন্ধুত্বে আমার দরকার নেই।

দৌ। তোমার মেয়েও তো বাপের মতে মত দিয়েছে।

জু-স্ত্রী। এক জন তুর্ককে বিয়ে করতে আমার মেয়ের মত হয়েছে?

দৌ। নিশ্চয়ই।

জু-স্ত্রী। খেলাৎকে কে জানতে পারে?

দৌ। বড় লোকের স্ত্রী হবার জন্ম কি না করতে পারে?

জু-স্ত্রী। ও রকম কাজ করলে আমি তার গলা টিপে মেরে ফেলি।

জু। আঃ! ভাল বকড় বকড় আরম্ভ করেছে। আমি বল্‌ছি, এই বিবাহ হতেই হবে।

জু-স্ত্রী। আমি বল্‌ছি, কখনই হবে না।

জু। আঃ! কি গোলমাল!

রো। মা!

জু-স্ত্রী। যা যাঃ! তুইও ওই দলের।

জু। (জু-স্ত্রীর প্রতি) যে মেয়ে আমার এমন আজ্ঞাকারী, তার সঙ্গে তুমি ঝগড়া কচ্ছ?

জু-স্ত্রী। হাঁ। ও যেমন তোমার মেয়ে, তেমনি আমারও মেয়ে।

ক। (জু-স্ত্রীর প্রতি) বিবিসাহেব!

জু-স্ত্রী। কি তুমি আমাকে বল্‌তে চাও?

ক। একটি কথা।

জু-স্ত্রী। তোমার কথায় আমার কাজ নেই।

ক। (জুর্দ্দনের প্রতি) মশায়, যদি উনি গোপনে আমার একটি কথা শোনেন, তা হ'লে নিশ্চয় বলছি, এই বিবাহে মত দেবেন।

জু-স্ত্রী। আমি কখনই মত দেব না।

ক। ভাল, একবারটি শুনুন।

জু-স্ত্রী। না—আমি শুন্‌তে চাই নে।

জু। উনি তোমাকে বলবেন—

জু-স্ত্রী। ওর কোন কথাই আমি শুনতে চাইনে।

জু। স্ত্রীলোকের কি ভয়ানক একগুঁয়েমি! ওঁর কথা একবারটি শুন্‌লে কি তোমার কান পোচে যাবে?

ক। একবারটি কেবল শুনুন। তার পর যা ইচ্ছে, তাই করবেন।

জু-স্ত্রী। আচ্ছা! কি?—বল।

ক। (জু-স্ত্রীর প্রতি চুপি চুপি) বিবিসাহেব, এক ঘণ্টা ধ'রে তোমাকে ইসারা কচ্ছি—এ তুমি বুঝতে পাচ্ছ না যে, তোমার স্বামীর মন যোগাবার জন্মই এ সব কচ্ছি? এই সব সং সেজে ওঁকে ভোলাচ্ছি—খেলাৎই তুর্ক-রাজার ছেলে সেজেছে।

জু-স্ত্রী। (কবলুর প্রতি চুপি চুপি) অ্যাঁ!—অ্যাঁ!

ক। (জু-স্ত্রীর প্রতি চুপি চুপি) আর আমি কবলু ভিভাষী সেজেছি।

জু-স্ত্রী। (কবলুর প্রতি চুপি চুপি) অঁ্যা! এই রকম ব্যাপার হয়েছে? তবে আর কি।

জু-স্ত্রী। (জু-স্ত্রীর প্রতি চুপি চুপি) তুমি বিবি-সাহেব যে এ সব টের পেয়েছ, যেন প্রকাশ না হয়।

জু-স্ত্রী। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা, ভাল, তাই হোক, আমি এই বিবাহে মত দিলেম।

জু। আ! সকলেরই এখন বুদ্ধিশুদ্ধি ফিরে আসছে দেখছি। (জু-স্ত্রীর প্রতি) দেখ, তুমি তখন ওঁর কথা শুনতে চাচ্ছিলে না। আমি বেশ বুঝতে পেরেছিলুম যে, তুর্ক-রাজার ছেলে যে কি চীজ, তাই উনি তখন বুঝিয়ে দিতে চাচ্ছিলেন।

জু-স্ত্রী। উনি আমাকে সব বুঝিয়ে দিয়েছেন—আমি এখন সন্তুষ্ট হয়েছি। এখন একজন মোল্লা ডাকা যাক্!

দৌ। ঠিক বলেছেন। আরও আপনি সন্তুষ্ট হবেন—যখন শুনবেন যে, আপনার স্বামীর উপর আপনার যে সন্দেহ হয়েছিল, তা ভঞ্জন করবার জন্য, সেই একই মোল্লার দ্বারা এই বেগমের সঙ্গে আমারও বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হবে।

জু-স্ত্রী। এতেও আমি মত দিলুম।

জু। (দৌলতের প্রতি চুপি চুপি) আমার স্ত্রীকে বিশ্বাস করাবার জন্য বুঝি?

দৌ। (জুর্দ্দনের প্রতি) বিবিসাহেবকে ভোগ দেওয়া যাচ্ছে।

জু। (চুপি চুপি) বেশ বেশ! (উচ্চৈঃ) কে আছিস্—শীঘ্‌গির মোল্লা ডেকে নিয়ে আয়।

দৌ। যতক্ষণ না মোল্লা আসে, ততক্ষণ একটু নাচ-গান ক'রে শাজাদাকে আমোদ দেওয়া হোক্ না।

জু। বেশ মৎলব ঠাওরেছ। এস আমরা নিজের নিজের জায়গায় বসি।

জু-স্ত্রী। এখন নকুলিয়ার কি হবে?

জু। ওকে আমি ঐ দ্বিভাষীর হাতে সঁপে দিলুম; আর আমার স্ত্রীকে? কেন, যে চায়, তারই হ'তে। হাঃ হাঃ হাঃ!

ক। মশায়ের যথেষ্ট অনুগ্রহ (জনান্তিকে) এর চেয়েও যদি কোন বেশী পাগল থাকে, সে কেবল উনোর।

—নৃত্য-গীত—

সমাপ্ত

কিঞ্চিৎ জলযোগ !

প্রহসন

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

বাবু পূর্ণচন্দ্র	...	...	একজন ডাক্তার
বিধুমুখী ঘোষ	...	...	পূর্ণ বাবুর স্ত্রী
পেরুরাম	...	...	একজন বেকার লোক
ভোলা	...	...	পূর্ণ বাবুর পুরাতন ভৃত্য

আর একজন ভৃত্য।

কিঞ্চিৎ জলযোগ!

প্রথমাঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

পূর্ণবাবুর বৈঠকখানা।—চেয়ার, টেবিল, আয়না, কৌচ, ঘড়ি প্রভৃতি দ্বারা সুসজ্জীভূত।

এই ঘরের প্রবেশ-দ্বারের সম্মুখে ভোলা শুইয়া কখন মহাভারত পাঠ করিতেছে, কখন হাই তুলিতেছে, কখনও বা ঘড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে।

ভোলা। (ঘড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) ও হরি! (হাই তুলিয়া) সবে অ্যাড্ডা, অ্যাহন পাচ্ডার মধ্যি আলি হয়? আজ কাল কত্তাডির আর গিন্নিডির এইরূপই চল্‌ছে! আ! সে এক কাল গ্যাছে, যহন কত্তাডির বিয়া হয় নাই, সে কাল আর ফিরি আস্‌বে না। কাজ নাই, কর্ম্ম নাই, খাতাম দাতাম আর দিব্যি করি ঘুম মারতাম্। গিন্নিডি ঘ্যান রায়বাঘিনী হয়েছেন; কত্তাকে ওঠ্ বল্লি ওঠেন, বোস্ বল্লি বসেন। (উঠিয়া বসিয়া, হাই তুলিয়া, সুর করিয়া মহাভারত পাঠের উদ্যোগ—পুনশ্চ হাই তুলন, তৎপরে পুস্তক নিক্ষেপ করিয়া) এ ব্যাটারা কি বোয়ে ল্যাখে, সাপ্ নাই, ব্যাং নাই; দূর কর। (নেপথ্যে পাল্কি-বেহারাদিগের উঁহুঁ উঁহুঁ শব্দ) এই যে, পাল্কিতে বুঝি তারা আলেন! দূর কর, আর পারা যায় না। যহন ডাক দেবেন অ্যানে, তহন যাব; অ্যাহন তো এক ছিলিম তামুক খাই গিয়ে।

[ভোলার প্রস্থান।

দ্বারের নিকট অতি ধীরে ধীরে ভয়ে ভয়ে পেরুরামের আগমন।

পেরু। (প্রবেশ করিয়া ও ঘরের ভিতর অনেক লোক জন আছে মনে করিয়া) গোলামকে মাপ কর্‌বেন, আমি পথ ভুলে—(তৎপরে ঘরের চতুর্দ্দিক অবলোকন করিয়া কাহাকেও না দেখিতে পাওয়ায় স্বগত) এখানে যে কাকেও দেখ্‌ছিনে? বা! এ কোথায় এসে পড়্‌লেম? এ কেবল আমার বাড়ীওয়ালার দোষে এই সব ঘট্‌লো। সেই ব্যক্তি তাহার কন্যার বিবাহ উপলক্ষে নাচ দ্যায়, সেই নাচে আমাকে নিমন্ত্রণ করেছিল; সে ব্যক্তির সহিত পাছে মনান্তর হয়, এই জন্য সেখানে গেলেম, না হলে, আমি বড় কোথাও যেতে টেতে ভালবাসিনে। সেখানে গিয়েছি, না পড়বি তো পড় একেবারে সেই পাওনাদার ব্যাটার সম্মুখে গিয়ে পড়েছি। সে ব্যাটা আমার দিকে কট্‌মট্ করে তাকাতে লাগ্‌লো। ওই যেমন তাকে দ্যাখা, আর অম্‌নি সিঁড়ি দিয়ে তড়তড় করে নীচে পিট্টান। সে ব্যাটাও পিছনে পিছনে ছুট্‌লো! আমাকে আর একটু হলেই ধরতো আর কি, যদি হঠাৎ একটা ফন্দি মনে না আস্‌তো। ঐ যে মিরজাপুরে কি স্থানের গির্জে আছে, সেইখানে দেখি, এক সার পাল্কি রয়েছে। বেয়ারাগুণ মাথায় হাত দিয়ে ঘুমচ্ছে। আমি অম্‌নি একটা পাল্কিতে পড়লেম। মনে করলেম, আর এক দরজা দিয়ে বেরিয়ে পালাব, না, ও মা! আমি যেই পাল্কির মধ্যে দিয়ে যাব, না বেয়ারাগুণ শব্দ শুন্‌তে পেয়েই, গা ঝাড়া দিয়ে উঠেই, কথা নেই বার্ত্তা নেই, পাল্কি কাঁদে করেই উঁহুঁ উঁহুঁ করে দৌড়ুতে লাগ্‌লো। আমি যত বলি থাম্ থাম্, কিছুই শুন্‌তে পায় না। চুরোটের নেশায় ভোঁ হয়ে চলেছে—একবার মনে করলেম, লাফিয়ে পড়ি, কিন্তু আবার মনে হলো, যদি পাওনাদার ব্যাটা পিছনে পিছনে থাকে; তারপর মনে করলেম, এক প্রকার ভালই হয়েছে, যেখানে ইচ্ছে নিয়ে যাক্ না কেন?—এখন্ তো পাল্কির দরজা ভাল করে বন্ধ করে গট্ হয়ে বসি, পাওনাদার ব্যাটা পিছনে পিছনে আর কত দূর ছুটবে? তারপরে তো এই বাড়ীর উঠনে এসে পাল্কি

নাবালে, কলের পুতুলটির মত আমিও তো নাবলেম, নেবেই দেখি আমার সামনে একটা সিঁড়ি উঠেছে। এই সময়ে সেই গণৎকার ঠাকুরের কথাটা হঠাৎ মনে পড়্‌লো। এই যেমন মনে পড়া, আর আমিও অমনি তড়্‌তড় করে সিঁড়ি দিয়ে উঠে পড়লেম; উঠে তো এই ঘরে এসেছি, কেউ কোথাও নেই, সেই গণৎকার ঠাকুরের কথাটা বুঝি এইবার খাট্‌লো; এই ছয় মাস ধরে কর্ম্মের চেষ্টায় ফিরছি, কোন কর্ম্মই তো জুট্‌লো না। কিন্তু সেই গণৎকার ঠাকুর, আমার কামিনীর বাড়ীতে হাত দেখে বলেছিল যে, এক দিন বেড়াতে বেড়াতে হটাত্‌ একটা বাড়ীতে তুমি গিয়ে পড়্‌বে, সেখানে যদি ভয় না পেয়ে তিষ্ঠে থাক্‌তে পার, তা হলে তোমার কর্ম্ম জুটবে।

এ বা বুঝি সেই বাড়ীই হয়, আবার দেখছি এখানে কেউ নেই, তবে কর্ম্ম দেবে কে? ও বুঝেছি,—বিধির ফের কে বুঝ্‌তে পারে—আমি শেষে হয় তো এই বাড়ীর মালিক হয়ে দাঁড়াব। কামিনী তোর কপাল মন্দ, এখন যদি তুই আমার থাক্‌তিস্‌, তা হলে কৃষ্ণ-রাধার মত যুগলমূর্ত্তিতে সুখে দুজনায় এই সোণার লঙ্কায় বাস কত্তেম। এই চিটিখানা, যা তোর ঘরে কুড়িয়ে পেয়েছি, তা দেখে তো বেশ বোধ হচ্ছে যে, আর একজনের প্রতি তোর মন গ্যাছে। (পত্র পাঠ) "প্রেয়সি! কাল তোমার সঙ্গে দেখা হবে—প।" প ব্যাটা কে? এর তো কিছুই সন্ধান পাচ্ছিনে। যা হক্‌, এর সন্ধানটা নিতে হবে। কামিনি! এই কি তোর ধর্ম্ম; এত দিন খাওয়ালাম পরালাম, শেষকালে কি না তুই আর এক জনের হলি?

(অন্যমনে গান করিতে করিতে)

গীত।

পদী রে! তবু আমি আছি তোর।
এত যে খারাবি কর্‌লি মোর॥
মেগে পেতে কর্জ্জ করে, খাওয়ালাম পরালাম তোরে,
এখন কেবল বাকি আছে, হতে সিঁদেল চোর॥

ও বাবা! এ কোথায় এসে পড়েছি, সত্যি সত্যি কি শেষে এই বাড়ীর মালিক হয়ে দাঁড়াব? কিন্তু ভিতরটা কেমন কেমন কচ্ছে যে; মন! সাহস ধর, (বুক ফুলাইয়া সাহসের ভঙ্গিমা) (নেপথ্যে হঠাৎ প্রহারের ধ্বনি ও উড়ে বেহারাদিগের "মেরে পকাই দিল, পকাই দিল" ইত্যাদি শব্দ) ও বাবা! এ আবার কি? এখানে লোক জন আছে না কি? (ভয়ে কম্পমান ও ঘর হইতে বাহিরে গিয়া এক বারান্দায় উপস্থিত) এখান দিয়ে কোথায় যাওয়া যায়, দেখা যাক। (পলাইবার পথ অন্বেষণ) এমন বিপদেও লোকে পড়ে গা; হা কামিনি! এইবার বুঝি—

[পেরুরামের প্রস্থান।

পূর্ণ ডাক্তার ও তার স্ত্রী বিধুমুখী ঘোষের প্রবেশ।

বিধুমুখী। আজ ভাই যে কি বিপদে পড়েছিলাম, তা ঈশ্বর জানেন। দৈবাৎ কখন কেউ একটু মাতাল হল, তা নয় সওয়া যায়; কিন্তু ব্যাটারা এরূপ ঘোর পাপপঙ্কে নিমগ্ন, সংসারের ঘন মোহে আচ্ছন্ন, হৃদয় এরূপ শুষ্ক, ও পাপ-তাপে অসাড় হইয়া গ্যাছে, যে মদমত্ত হয়ে, আমাকে না নিয়েই স্বচ্ছন্দে পাল্কিটা নিয়ে উড়ে বেহারাগুণ চলে গেল।

পূর্ণ। (তাঁহার টুপি ও চাপকান্‌ খুলিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া তরলভাবে) মাই ডিয়ার্‌ ডার্লিং, কি বিষয় তুমি লেক্‌চার্‌ দিচ্ছ বাবা? মদনমত্ত হয়ে এসেছ, এই বলছ? মদনমত্ত হয়েছ, বেশ কথা। আমি তোমার তো মদনমোহন রয়েছি, (আপনাকে অঙ্গুলির দ্বারা প্রদর্শন)

বিধু। ও কি তুমি পাগলের মত বক্‌ছ, ও কি সব অশ্লীল কথা মুখে আন্‌ছো?

পূর্ণ। ও বাবা! অশ্বের স্ত্রীলিঙ্গ অশ্বিনী, আবার ব্যাকরণ! ঘাট হয়েছে!

বিধু। তুমি ঈশ্বরকে সাক্ষী করে অঙ্গীকার করেছিলে যে, আর কখন মদ্যপান কর্‌বে না—আবার ফের মাতাল হয়েছ?

পূর্ণ। মাতাল! ছেলেব্যালায় ব্যাকরণ পড়েছিলেম —অ্যা? একটা সন্ধি কর্‌ব? মাতাল! মাতা ছিল আল—অর্থাৎ যে জিনিসের দ্বারা মাথা আল হয়, রোশ্নাই হয়। আর তাহাই যিনি পান করেন, তিনি কে? না মাতাল, (হাস্য) হা হা হা হা! হ্যাঁ ডিয়ার, মদ খেলে

কি কখন পাপ হয়, স্যানজার কাছে এত দিন লেক্‌চার শুনে কি শেষে এই বিদ্যে হল ?

বিধু। কি ? পাপের উপর পাপ ? একটা পাপ করে কোথায় অনুতাপ করবে, না ফের পাপ ! আমাদের পরমগুরু, পরমপূজনীয়, শ্রদ্ধাস্পদ, ভক্তিভাজন পাপীর গতি শ্রীপতিতপাবন সেন মহাশয়কে কি না তুমি স্যানজা বল্লে ?

পূর্ণ। স্যানজা বল্লুম এতেও দোষ হল ? এই ন্যাও ঘাট হয়েছে, আর আমি কথা কব না। (পার্শ্ব পরিবর্ত্তন)

বিধু। আমার কাছে ঘাট্ মান্‌লে কি হবে ?

পূর্ণ। ঘাট্ তবে আর কার কাছে মানবো ? তুমিই তো আমার সর্ব্বস্ব ধন, তুমি যা বল, আমি তাই শুনি। বল্লে, সাঁইজির গির্জেয় যাব, ভাল তাই যাও ! বল্লে রব্‌সেনের ওখানে চা খাব, ভাল তাই খাও। বল্লে, মেয়েমানুষের স্বাধীনতা আছে, আমি যেখানে খুসি উড়বো—ভাল তাই ওড় গিয়ে ! আমি কোন্ কথাটা শুনিনি বল দেখি ডিয়ার ? (বিধুমুখীর পদ ধরিয়া ক্রন্দন।)

বিধু। ওকি ওকি ! ছি ছি ছি ! আমার পায়ে পড়লে কি হবে ? একবার অনুতাপ কর, তা হলেই পাপ ক্ষয় হবে।

পূর্ণ। অনুতাপ করব ? তা হলেই মাপ করবে। তা কেমন করে অনুতাপ করব ?

বিধু। কেমন করে করবে ? ঊর্দ্ধদিকে হস্তোত্তোলন করে ক্রন্দন করিতে করিতে বল, আর এমন কর্ম্ম করব না।

পূর্ণ। ঊর্দ্ধদিকে, হস্তোত্তোলন কর্ত্তে কর্ত্তে কোঁদল— কি বল্লে ?

বিধু। না না ;—করযোড় করে এই রকম করে বল যে, আর আমি পাপ করব না !

পূর্ণ। (ক্রন্দনের ন্যায় স্বর করিয়া) আর আমি এমন কর্ম্ম করব না।

বিধু। ওঠ। এবার তোমাকে প্রভু মার্জ্জনা করলেন।

পূর্ণ। (নেশা কিঞ্চিৎ উপশম হওয়ায় স্বগত) আ ! রাম ! বাঁচলেম ! কি দৈব !

পূর্ণর ক্রন্দন শুনিতে পাইয়া, তাঁহার পুরাতন বৃদ্ধ ভৃত্য ভোলা দৌড়িয়া ঘরের ভিতর আসিয়া

ভোলা। কি হয়েছে, কি হয়েছে ? কান্না-কাটির সোর্ পড়েছে কেন ? আমার বাবুরে এই রাইবাঘিনী সারি ফ্যাল্লে ! আমার বাবুরে দেখছি কি গুণ করেছে ! হয়েছে ! আমাদের স্যাকালে স্বামীর পায়ের ধুলা পালে, ম্যায়েগুলা বর্ত্তায়ে য্যাত ! এর কি আস্পর্দ্ধা ! জগদম্বার মত মূর্ত্তি করে দাঁড়ায়ে রয়েছেন, ছ্যাহ না !

বিধু। (লজ্জিত হইয়া) ওকি, পায়ের কাছে প'ড়ে আছ, ঐখানে উঠে ব'স না।

ভোলা। ঠারণ, তোমার আক্কেল ভারি ! এতক্ষণ আমার বাবুরে পায়ের তলায় রাখিছ ?

পূর্ণ। (উঠিয়া) আমার সাম্‌নে তুই প্রেয়সীকে অপমান কল্লি, ইউ ইম্পার্টিনেণ্ট রেচ্ ? বিগন্ ! না হ'লে এখনি তোর ঘুসিয়ে হাড় ভেঙ্গে দেব। যা এখান থেকে।

ভোলা। (নিকটে গিয়া, পূর্ণ বাবুর দাড়ি ধরিয়া) আহা ! বাছার মুখখানি কাঁদি কাঁদি শুকায়ে গ্যাছে ! আহা, ল্যাঙটা হয়ে যহন ব্যাড়াতে, তহন ভোয়া ভোয়া করি আমারে কত ডাকতে, আমার কোল ছাড়ি কোথাও নড়তি চাতে না। তোমার ইস্ত্রী কি খাওয়ায়ে যে তোমারে গুণ কল্লে, তা বলতি পারি না।

পূর্ণ। আবার এখনও বক্‌চিস্ ? পালা এখান থেকে। (মারিতে উদ্যত)

বিধু। থাক্, থাক্, আর বুড় মানুষকে মাল্লে হবে ; যেতে দেও। বুড় পাগলের কথা ধর্ত্তে নেই।

ভোলা। তোমার ইস্ত্রী যে কি গুণ কল্লে, তা বল্‌তি পারি না। আহা, সোণার চাঁদেরে যেন গোলাম করি রাখেছে। ছ্যাহ, ইস্ত্রী আর কুত্তরে নাই দ্যালেই ঘাড়ে চড়ে। স্বাধীনতা স্বাধীনতা করি যে, কি মন্ত্র তোমার কাণে পড়িল, সেই অবধি তোমার ইস্ত্রী তাধিনতা তাধিনতা করি আপনিও যেহানে সেহানে নাচি বেড়ায়,তোমারেও নাচায়।

পূর্ণ। চোপ রাও, ইউ ড্যাম ফুল, ফের যদি কথা কবি, তো এই তলবার দিয়ে—

(তলবার উঠাইয়া ভয় প্রদর্শন)

ভোলা। বাপ পুই রে, মলাম রে !

(পলায়ন)

পূর্ণ। আ, বাঁচা গেল, এমন ইম্‌পার্টিনেণ্ট চাকর তো দেখিনি!

বিধু। ও অনেক কেলে পুরাতন ভৃত্য, তোমাকে মানুষ করেছে, আর বিশেষ শ্বশুর মহাশয় মৃত্যু-কালে ব'লে গিয়েছিলেন যে, চাকরটিকে ছাড়াবে না। এই জন্য ওকে কিছু বলিনে, অন্য ভৃত্য ওরকম বেয়াদবি কল্লে, তৎক্ষণাৎ আমি তাকে জুতো মেরে তাড়িয়ে দিতেম।

পূর্ণ। আমাকে কোন্ কালে মানুষ করেছিল ব'লে কি ওর এই সকল বেয়াদবি আমাকে সহ্য করতে হবে? তুমি তো ঐ রকম নাই দিয়ে দিয়েই ওর বুদ্ধি বাড়িয়েছ।

বিধু। তা তো বটেই,—যা হোক, যা হয়ে গ্যাছে হয়ে গ্যাছে; আর কেন? এস, এখন তোমার মাতায় একটু জল দিয়ে আনি, তা হ'লে নেশাটা একেবারে ছুটে যাবে।

পূর্ণ। (সচকিত হইয়া) নেশা! মাইরি কোন্ শালার আর নেশা আছে।

বিধু। আবার দিব্বি কচ্চ? দিব্বি করা ভারি পাপ তা জান?

পূর্ণ। (জিব কাটিয়া) এই! (স্বগত) এর লেক্-চারের জ্বালায় আর বাঁচিনে। কোন ছুত ক'রে এখান থেকে এখন পালাতে পাল্লে হয়।

বিধু। চুপ ক'রে যে বসে রইলে? ওঠ না।

পূর্ণ। (সভয়ে) এই যে উঠছি। (উঠিয়া পশ্চাতে পশ্চাতে গমন।) (স্বগত) তুমি এখন জল ঢাল্‌তে পার, যা খুসি তাই করতে পার, এখন তোমার একতারে আছি বাবা, আর একটু পরে শ্যামবাজারের কামিনীর কাছে যাব, সেখানে গেলে আর তোমাকে কি ভয়? সেখানে গেলে প্রাণটা জুড়োবে। [উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

পূর্ণবাবুর বৈঠকখানা।

আর্দ্র মস্তক পূর্ণবাবুকে লইয়া বিধুমুখীর প্রবেশ ও উভয়ের কৌচে উপবেশন।

পূর্ণ। আমার মদ খাওয়াটা অভ্যাস নাই; আজকের আমার বন্ধুরা ভারি অনুরোধ ক'রে ধরুলে, তাই একটু মুখে ঠেকিয়েছিলেম।

বিধু। (স্বগত) তা কেমন। (প্রকাশ্যে) যা হয়ে গ্যাছে, হয়ে গ্যাছে। অনুতাপ ত করেছ; আর কেন? আর যেন কখনও খেও না।

পূর্ণ। (স্বগত) অনুতাপ করিয়েই যে ছেড়ে দিলে, এই ঢের! (প্রকাশ্যে) আমি আবার মদ খাব, ইহজন্মে তো আর না। (কিঞ্চিৎকাল মৌন থাকিয়া হঠাৎ) হ্যাঁ মাইডিয়ার্, তুমি উড়ে বেহারাদের কথা তখন কি বলছিলে? আমার তখন মাথা ঘুরছিল ব'লে বুঝতে পারিনি।

বিধু। আমি তখন বলছিলেম কি—যে তোমারই তো দোষ;—

পূর্ণ। (সচকিত হইয়া স্বগত)—আবার কি দোষ ধরে? যত দোষ নন্দ ঘোষ!

বিধু। তোমার উড়ে বেহারাদের তুমি তো ছাড়াবে না। আজকের মন্দিরের সর্ভিস হয়ে টয়ে গেলে আমি বেরিয়ে পাল্কিতে উঠতে যাই, না দেখি, পাল্কিও নেই, বেহারাও নেই, কেউ কোথাও নেই। অন্ধকার রাত্রি, কি করি, এমন সময়ে আমাদের প্রচারক মহাশয় প্রেমনাথ বাবু আমাকে এই রকম অবস্থায় দেখতে পেয়ে বল্লেন যে, এস, আমি তোমাকে বাড়ীতে পৌছে দেব। আ! আমি তখন বাঁচলেম, তখন আমার মনে হ'ল, যেন প্রভু যীশু খ্রীষ্ট স্বয়ং এসে আমাকে এই বিপদ-সাগর হ'তে উদ্ধার কল্লেন; তারপর তিনি সস্নেহ ভাবে আমার হস্ত ধারণ করে, আমাদের বাড়ীর দরজা পর্য্যন্ত পৌছে দিলেন, তারপর "স্বর্গরাজ্য সন্নি-কট" ব'লে আমার নিকট হ'তে বিদায় ললেন, আমিও ভক্তিভাবে তাঁর পদতলে প্রণাম ক'রে বাটীর মধ্যে ঢুক্‌লেম।

পূর্ণ। (স্বগত) অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ! সন্দেহ হচ্ছে, "অন্ধকার রাত্রি!" আবার "হস্তধারণ ক'রে"? (প্রকাশ্যে) কি বিপদ্! ভারি খারাপ তো, বোধ হয় উড়ে বেহারাদের তুমি কি ব'লে দিয়েছিলে, তা তারা বুঝতে পারে নি।

বিধু। খুব সম্ভব; উড়েগুণ যে বোকা! বিশেষ যে বেহারাগুণকে রেখেছ, তারা যদি বাঙ্গালার একটা কথা বুঝতে পারে, আর তোমার যেমন বাতিক, কতকগুলু উড়ে ম্যাড়া চাকর রেখেছ, কিছুই কথা বোঝা যায় না।

পূর্ণ। কিন্তু যা বল ডিয়ার—এ তোমার স্বীকার

কত্তে হবে যে, উড়েদের মধ্যে যেমন পাল্কি-বেহারা সরেশ হয়, এমন কোন জেতে নয়।

বিধু। তার সন্দেহ কি! আর বিশেষ যার প্রতি মজে মন, কিবা হাড়ি কিবা ডোম; (অভিমান ও স্থানান্তরে উপবেশন।)

পূর্ণ। মাইডিয়ার্, বল্‌তে কি, এ সব বিষয়ে তোমারও দোষ আছে। তখন সেই ভোলা চাকরটা যে রকম ক'রে বেয়াদপি করেছিল, তা তুমি কিছু না বলে, বরং তার পোষকতা কল্লে।

বিধু। ভোলা! অবশ্য আমি তার হয়ে বলুব, তোমার কি? আমি যদি তার কথা সহ্য কত্তে পারি। সে কত দিনকার পুরন চাকর, তা জান, তার কথা কি ধর্ত্তে আছে?

পূর্ণ। তা যেন হ'ল—তাই ব'লে তার বেয়াদপি সহ্য কত্তে হবে?

বিধু। উড়ে বেহারাদের কিছু দোষ নেই, আর ভোলারই যত দোষ হ'ল। আমি ভোলাকে অবশ্য রাখব, তোমার কি?

পূর্ণ। (স্বগত) আর পারা যায় না, এইবার একটু চটিয়ে দিয়ে শ্যামবাজারে যাবার ফিকির্ দেখা যাক্, (প্রকাশ্যে) আচ্ছা বেশ, তুমি ভোলাকে রাখ, আমিও উড়ে বেহারাদের অবশ্য রাখব। (বিধুর হাই তুলন—পূর্ণ উঠিয়া বস্ত্র পরিধান করত বিধুর নিকট গমন।)

বিধু। (পূর্ণকে ধরিয়া) বুঝেছি! বুঝেছি! তোমার শ্যামবাজারের সেই লোকটির কাছে যাচ্ছ, সেখানে প্রায় তুমি তো রোজই যাচ্ছ, তবু কি তোমার আশ মেটে না?

পূর্ণ। এক জন মানুষ মরুছে, তাকে আমি দেখতে যাব না? এই কি তোমার ধর্ম্ম হ'ল, আর রোজ রোজ সেখানে কবে যেতে দেখলে ডিয়ার্?

বিধু। (অভিমানভরে) তুমি এখনই সেখানে যাও। আঁর আমি ধ'রে রাখব না। পাপ কল্লে ঈশ্বরের কাছে তুমিই দায়ী হবে, আমার কি? আর বিশেষ তিন চারি বৎসর ধ'রে যে মেয়ে মানুষের সঙ্গে ভাব, তাকে যে এখন তখন দেখতে ইচ্ছে হবে, তাতেই বা আশ্চর্য্য কি?

পূর্ণ। (টুপি পুনর্ব্বার টেবিলের উপর রাখিয়া ও বিধুর নিকট ঘেঁসিয়া বসিয়া) মাইডিয়ার, তুমি বেশ জানুবে যে, আমি তোমা ভিন্ন আর কাকেও ভালবাসিনে।

বিধু। তবে তোমার মতন ভয়ানক মিথ্যাবাদী আর দুনিয়ায় নেই! শ্যামবাজারের কামিনীর উপর তোমার যে আসক্তি ছিল, তা এমন কি আমাদের বিয়ে হবার আগে লোকে বলাবলি কর্‌ত। যা হোক্, আমি গত বিষয়ের জন্য ভাবিনে, এখন কেবল আমার এই মনে হয় যে, আমাকে বিয়ে না ক'রে যদি তাকে বিয়ে কত্তে, তা হ'লে তোমার পক্ষেও ভাল হ'ত, তার পক্ষেও ভাল হ'ত।

পূর্ণ। এ রকম ভাবনা তোমার অনুচিত ডিয়ার্; এস এস, আর কেন?

বিধু। কেন কেন? যাও না, তার কাছে যাও না, অমন সুন্দরীকে ফেলে তোমার কি এখানে থাকা উচিত? যাও না, মিছে কেন দেরি কচ্ছ?

পূর্ণ। তবে আমার উপর তোমার বিশ্বাস নেই?

বিধু। (উঠিয়া) বিশ্বাস! আমি জেনে শুনে তোমার ফাঁদে পড়তে চাইনে, এই আমার অপরাধ।

পূর্ণ। (উঠিয়া) ও! সন্দেহটা কি ভয়ানক জিনিস এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে আমার ঐক্য হয় না ডিয়ার্। এই মনে কর না কেন, আমি যদি দেখতে পাই,—একজন বেগানা লোক এসে তোমার পায়ে পড়ে আছে, তা হলে আমার হটাৎ মনে কি হয়? আমার তো মনে আর কিছু হয় না—আমার মনে হয়, বুঝি একজন মুচি এসে তোমার পায়ের জুতোর মাপ নিচ্ছে।

বিধু। (হাস্য সম্বরণ করিতে না পারিয়া) হা হা হা! বেশ যাহোক!

পূর্ণ। না না ঠাট্টা নয়, বাস্তবিক আমার মনে কোন কুসন্দেহ প্রায়ই উপস্থিত হয় না।

বিধু। (নিকটে গিয়া) দেখ, মেয়েমানুষকে ঘেঁটিও না। কখন তোমার সন্দেহ হয় না?

পূর্ণ। কখন না। আমার স্বভাবই ও রকম না, তা তুমি বল্লে কি হবে? তা কেন, সে দিন নাচ দেখতে গিয়েছি; আমি যে কাছে আছি, তা দেখতে পায় নি—একজন লোক আর একজন লোকের কাছে বলুছে যে, প্রেমবাবু সমস্ত দুপর ব্যালাটা বিধুমুখীর ওখানে কাটিয়ে এসেছে।

বিধু। যদিও বা তিনি আমার সঙ্গে সমস্ত দিনটা কাটিয়ে থাকেন—তাতেই বা দোষটা কি ? তিনি হচ্ছেন, আমাদের একজন প্রধান প্রচারক, গুরুলোক !

পূর্ণ। (তাড়াতাড়ি) তাই তো, আমিও তো তাই মনে করি। লোকে যে রকম প্রেমনাথ বাবুর বর্ণনা করে, দেখ্‌তে সুশ্রী, বেশ মিষ্টি মিষ্টি কথা—তাতে অন্য লোকের ঐ কথা শুনলে হটাৎ ভয় হতে পারে বটে, কিন্তু ঐ কথা যখন আমার কাণে এল, তখন তো আমার কিছুই মনে হল না। এমন কি, যদি তুমি এই বিষয় আগে না পাড়তে, তা হলে আমি যে কিছু কথা শুনেছিলেম, আমার তাও মনে আস্‌তো না।

বিধু। (উঠিয়া টেবিলের নিকট গমন) আহা! তাই তো গা, আমার উপর তোমার কি অটল প্রেম !

পূর্ণ। মাই ডিয়ার ! এ তুমি বেশ জেনে রেখো যে, সন্দেহ করার চেয়ে পাগলামি আর জগতে কিছুই নেই। এই যে সন্দেহটা, যে প্রথমে সৃজন করেছিল, সে নিশ্চয় কার নিকট হতে ভালবাসা পায়নি—না পেয়ে অন্যেরও ভালবাসাতে যাতে ব্যাগড়া পড়ে, এই তার চেষ্টা হল।

বিধু। মুখে মধু—হৃদে ক্ষুর ! যাও যাও, আর তোমাকে আমায় বোঝাতে হবে না !

পূর্ণ। বাস্তবিক, আমার মনে কখন সন্দেহ হয় না।

বিধু। যাও, যাও, আর মিছে দেরি কর কেন? শ্যামবাজারে গিয়ে আমোদ কর গে।

পূর্ণ। তবে নিতান্তই দেখ্‌ছি তুমি আমাকে তাড়াবে ? আমি গেলেই যেন তুমি বাঁচ? (যাইতে যাইতে, ঘড়ি খুলিয়া দর্শন) ও! অনেক রাত্রি হয়েছে, রোগীটা মল কি বাঁচল, কিছুই বল্‌তে পারিনে, এলেম বলে ডিয়ার! রাগ টাগ কোরো না।

[পূর্ণর ও পরে বিধুমুখীর প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

পূর্ণবাবুর বৈঠকখানা।

বিধুমুখীর প্রবেশ।

বিধুমুখী। যা হোক্, এত যে জারি জুরি করলেন, এখন আমায় একবার দেখ্‌তে হবে যে, আমার উপর ওঁর বাস্তবিক সন্দেহ হয় কি না? এই গহনাগুলো এই টেবিলের উপর থাক্। (ঘরে সংক্রমণ করিতে করিতে আয়নার নিকট গমন) বাস্তবিক কি আমি দেখতে এত খারাপ যে, আমাকে তাঁর মনে ধরে না। আঃ, পুরুষজাতিটাই খারাপ! সবাই সমান; রোস, আজকের একটু সাজ-গোজ করা যাক্, সারারাতটাই এই রকম করে কাটান যাক্। শুধু উপদেশ দিয়ে আর কিছু হয় না। গালে একটু আল্‌তা দি, খোঁপায় এক ছড়া মালা দি ;—পান খেয়ে ঠোঁট লাল করি। এই রকম না করলে আর মন পাওয়া যায় না। তিনি এতক্ষণে বেরিয়ে গেছেন কি না বল্‌তে পারিনে। (পূর্ণর ঘরের কাছে গিয়া কর্ণপাত) কিছুই তো শোনা যায় না।

(বাহিরে যাইবার পথ খুঁজে না পাওয়ায় ঘুরে ফিরে এই ঘরে পুনরায় পেরুরামের প্রবেশ।)

পেরুরাম। সকল দরজাগুলই বন্ধ, এ বাড়ীটা প্রকৃত গোলকধাঁধার মত দেখছি ; একবার ঢুক্‌লে আর বেরোবার যো নেই। এই বাড়ী থেকে এত করে পলাবার চেষ্টা কচ্ছি, কিছুতেই তো পেরে উঠ্‌ছিনে।—প্রথমে যে ঘরে এসেছিলেম, আবার দেখি, সেই ঘরেই এসে পড়েছি।

বিধু। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) যাই, আমার ঘরে গিয়ে শুই গে। (গহনা লইবার নিমিত্ত টেবিলের দিকে গমন ও পেরুরামের সহিত হঠাৎ সাক্ষাৎ) ওমা গো! (ভয়ে থমকিয়া দণ্ডায়মান।)

পেরু। অ্যাঁ! (ভয়ে তটস্থ) মা ঠাক্‌রুণ! (স্বগত) বা! বা! কি চেহারা!

বিধু। (স্বগত) নিশ্চয় এ চোর—তাতে আবার আমি এখানে একলা। (টেবিলের চতুষ্পার্শে ধাবমান।)

পেরুরাম। (বিধুর নিকটে গিয়া) আমি দেখছিলেম.—

বিধু। (ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায়) এই নে বাপু—এই মুক্ত, এই হীরে, এই সব নে—কেবল আমাকে প্রাণে মারিস্ নে!

পেরু। বেয়াদবি মাপ্ করবেন, আমাকে ঠিক ঠাওরাতে পারেন নি। (বুঝাইয়া বলিবার নিমিত্ত বিধুর নিকটে গমন)

বিধু। (রঙ্গস্থলের অপর পার্শ্বে দৌড়িয়া গিয়া) তোর পায়ে পড়ি বাপু—এই সব নে! তোর দল বল নিয়ে চলে যা! সব নে, আমাকে প্রাণে মারিস্ নে।

পেরু। (অত্যন্ত ভীত হইয়া বিধুর পশ্চাতে গমন ও তাহাকে তার বাস্তবিক অবস্থা বুঝাইবার নিমিত্ত নানা প্রকার চেষ্টা) দল বল, মা ঠাকরণ? আমার দল বল নেই। আমি একলা, আমার কেউ নেই; আমি অতি দুঃখী বেচারা! পথ ভুলে এই বাড়ীতে এসে পড়েছি!

বিধু। পথ ভুলে এই বাড়ীতে এসে পড়েছ, তার মানে কি? কে তুই? কোথায় থাকিস্? এ রাত্রে কি সাহসে এখানে এলি?

পেরু। অদৃষ্ট! অদৃষ্ট! ঠাক্‌রণ; আমার বাড়ী-ওয়ালার যত দোষ!

বিধু। তোমার বাড়ীওয়ালা! (পেরুর অগ্রসর ও বিধুর পশ্চাদ্গমন।)

পেরু। ঠাক্‌রণ! আমি চোর নই, আমি যে নির্দ্দোষী, তার কি প্রমাণ দেব?

বিধু। যদি তুই—

পেরু। আমাকে যদি বল্‌তে দেন, তা হলে আমি সব খুলে বলি।

বিধু। (স্বগত) লোকটা কিছু বোকা বোকা রকম দেখছি! এতে একটু সাহস হচ্ছে। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা বল্ দেখি, কেমন করে এখানে এলি।

পেরু। পাল্কি চড়ে ঠাকরণ! বেশ পাল্কিখানি!

বিধু। পাল্কিতে?

পেরু। মিরজাপুরের গির্জ্জের সামনে একটা পাল্কি ছিল, সেই পাল্কিতে চড়ে এই বাড়ীতে এসেছি।

বিধু। ও! আমার সেই পাল্কিতে? তুই কি রকমে তার ভিতর ঢুকলি?

পেরু। কেমন করে ঢুক্‌লুম? (স্বগত) বেড়ে চেহারা! ঠিক সত্যিটা বলা হবে না—সব কথা খুলে বল্লে পাছে আমাকে নীচ ঠাওরায়। (প্রকাশ্যে) কোন বিশেষ কারণ জন্য—কোন বিশেষ লোকের হাত হতে আমায় এড়াতে হল—

বিধু। তার পর?

পেরু। নিবেদন কচ্ছি! আমাকে কথাটা সমস্ত বল্‌তে দিন! তারপর সেই লোকটা আমার পিছনে পিছনে তাড়া করাতে পলাবার আর অন্য উপায় না দেখে—একটা পাল্কি সামনে পেয়েই তার দরজাটা খুলে ফেল্লুম। তার পর পাল্কির মধ্যে ঢুকে মনে কল্লেম, আর এক দিক দিয়ে নেবে পড়ব—না হঠাৎ বেয়ারাগুণ পাল্কির দরজা খোল্‌বার শব্দ শুনতে পেয়ে, পাল্কিটা কাঁদে করে নিয়ে, বোঁ বোঁ করে দৌড়ল।—আমি এত বলি থাম্ থাম্, কিছুতেই থাম্‌ল না।

বিধু। (হাস্য সম্বরণ করিতে না পারিয়া মুখে রুমাল প্রদান) হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝেছি, কি রকম ব্যাপারটা হয়েছিল।

পেরু। (স্বগত) বা! বেশ মেয়েমানুষ! এ বুঝেছে কি রকম ব্যাপারটা হয়েছিল! বা! চমৎকার মেয়েমানুষ!

বিধুমুখী। আঃ, উড়ে বেয়ারাগুণ—

পেরু। উড়ে বটে, ঠিক; আমিও তাই ঠাউরে-ছিলাম! (বিধুর কাছে যাইয়া) আমি চোর নই, এখন ঠাকরণ, ইচ্ছা হয় তো সব খুঁজে দেখুন—এই কাপড় ঝাড়া দিচ্চি। (কাপড় ঝাড়া দিতে উদ্যত)

বিধু। (হাসিয়া) না না না, আর কাপড় ঝাড়া দিতে হবে না—তুমি যা বলছ, তা আমি অবিশ্বাস কচ্চিনে।

পেরুরাম। তবে ঠাকরণ, তা যদি হয়—আমার উপর আর কোন সন্দেহ না থাকে যদি—(স্বগত) এমন সুখের আলাপ ভঙ্গ দিতেও ইচ্ছা হয় না। (ঘড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, প্রকাশ্যে) এখন বোধ হচ্চে প্রায় দুট বাজে, আর থাকাটা ভাল হয় না—অনুগ্রহ করে যদি যাবার পথটা দেখিয়ে দেন।

বিধুমুখী। (ঘড়ির নিকটে গিয়া) দুট বেজেছে; তাই তো, এক জন চাকরকে তবে ডাকি; (চাকরকে ডাকিবার জন্য দ্বারের নিকট গমন ও কি ভাবিয়া পুনর্ব্বার প্রত্যাবর্ত্তন) চাকর এলেই

বা মাথামুণ্ড তাকে কি বলব ? তাই তো, এ যে ভারি মুস্কিল দেখ্‌ছি ! তুমি আমাকে ভারি বিপদে ফেল্লে। এই দুট রাত্রে একাকী এক জন বেগানা পুরুষের সঙ্গে রয়েছি, চাকরুরা দেখে কি মনে করবে ; এ ভারি বিপদ বটে।

পেরু। তবে ঠাকুরণ, এমন একটা উপায় বলে দিন, যাতে করে আমি এই বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতে পারি, অথচ আমাকে কেউ দেখ্‌তে না পায়।

বিধুমুখী। আর তো কোন উপায় দেখিনে, তবে যদি ঐ গবাক্ষ দিয়ে ?—

পেরু। (না বুঝিতে পারায়) কি বল্লেন ঠাক্‌রণ ? ক-ক-ক অক্ষ দিয়ে ?

বিধু। (স্বগত) তোমার পেটে ক অক্ষর গোমাংসই বটে। (প্রকাশ্যে) না না না, আমি বল্‌চি, এই গবাক্ষ অর্থাৎ জান্‌লা দিয়ে যা এক পালাবার পথ আছে।

পেরু। জান্‌লা ? (জান্‌লার কাছে গিয়া ভাল করিয়া নিরীক্ষণ ও জান্‌লা খুলিয়া বাহিরে দৃষ্টি) ও বাবা ! যে উঁচু ! এ আমার কর্ম্ম নয়— শেষে কি জানটা খোয়াব ?

বিধুমুখী। তবে আর উপায় নেই ; আর এই তো দোতলা বৈ তো নয় ;—এখান থেকে স্বচ্ছন্দে ;—

পেরু। (স্বগত) ও বাবা ! এ যে দেখ্‌ছি পুরুষের ঘাড়ে হাগে ! দোতলা বৈ ত নয় ! (প্রকাশ্যে) গোলামকে মাপ করবেন, আমার লাফানটা বড় এসে না ; কিন্তু লম্ফটা শিখ্‌তে আত্যন্তিক বাসনা আছে। এখন নাকি শুনতে পাই, যে লাফাতে পারে, সেই ডিপুটী মাজিষ্ট্রেটের পদ পায়। আর যদি কোন কর্ম্ম না জোটে, ঠাক্‌রণ ! তা হলে দেখছি, সেই এককালে লাফাতে হবে।—

বিধু। এখন ম্যালা ফালত বকলে কি হবে ? হয় এই জান্‌লা দিয়ে লাফিয়ে পড়, না হয় তো দেখ্‌ছি ঐ বন্দুকের গুলী খেয়ে প্রাণটা যাবে।

পেরু। বন্দুক ? বাবা রে ! (স্বগত) যে মেয়েমানুষ, বলে কি না "দোতলা বৈ ত নয়," তার অসাধ্য কিছুই নেই,—(প্রকাশ্যে) মাঠাকরুণ ! পায়ে পড়ি, আমাকে মের না ! আমি তোমার পায়ের গোলাম।

বিধু। আমি মেয়েমানুষ, আমি তোমাকে মারতে যাচ্ছিনে,—তবে কি না আমার স্বামী ভারি ;—

পেরু। (স্বগত) ও বাবা ! আবার স্বামী আছে নাকি ?—(প্রকাশ্যে ব্যতিব্যস্ত হইয়া সকাতরে) একটা পথ আমাকে দেখিয়ে দাও মাঠাকরুণ। তোমার পায়ে পড়ি—আর এমন কর্ম্ম কখন করব না।

বিধু। ঐ গবাক্ষ ভিন্ন আর কোন উপায় নেই।

পেরু। (নিরাশ হইয়া) আচ্ছা, একবার চেষ্টা করে দেখা যাক্। (লম্ফঝম্প) ও বাবা ! প্রথমে লাফিয়ে জান্‌লাটার উপর উঠতে হবে, তার পর আবার জান্‌লা থেকে নীচে লাফিয়ে পড়্‌তে হবে ; আমার কর্ম্ম নয় ; লাফিয়ে যদি জান্‌লায় উঠ্‌তে যাই, তা হলে নিশ্চয় প'ড়ে যাব—আর জান্‌লে মাঠাক্‌রণ ! আমার একটা ভারি বদ্‌-রোগ আছে, শরীরে আমার একটু ব্যথা সয় না ; ভারি সুখী শরীর ; যদি একটু কোথাও লাগে, তা হলে আমি এমনি চীৎকার ক'রে উঠ্‌ব যে, বাড়ী শুদ্ধ লোক জেগে পড়্‌বে।

বিধু। তা বটে, তবে শীঘ্র জান্‌লাটা বন্দ ক'রে দেও। (পেরু জানালা বন্দ করিতে গিয়া অঙ্গুলী চিম্‌টিয়া যাওন ও ব্যথা প্রযুক্ত নানা প্রকার অঙ্গভঙ্গি ও চীৎকার করিতে উদ্যত।)

বিধু°। (পেরুর প্রতি) চুপ্, চুপ্ ! (স্বগত) এইবার দেখ্‌ছি বাড়ী শুদ্ধ জাগালে, আ ! কি আপদেই পড়েছি। এ পাপকে কি রকম ক'রে বিদায় করি ? আর একটা কোন উপায় ঠাওরান যাক্। (সংক্রমণ ও চিন্তা করিতে করিতে) আর তো কোন উপায় দেখিনে, তবে আমার স্বামীকে পষ্টাপষ্টি বলা যাক্ না কেন যে, এই রকম ঘটনা হয়েছে ; সত্য কথাই ভাল। আর এতে কোন ভয় নেই, কারণ, তিনি আমাকে সারাদিনই বলেন যে, তাঁর কিছুমাত্র আমার উপর সন্দেহ হয় না। (পূর্ণবাবুর ঘরের দরজার কাছে গিয়া) ওগো ! ওগো ! (চিন্তা করিয়া) না না না, একটা কথা মনে পড়েছে। তখন আমাকে তিনি আমাদের প্রচারক মহাশয় প্রেমনাথ বাবুর কথা বলে-ছিলেন—ভাল, একেই প্রেমবাবু বলে চালালে

হয় না? হাঁ হাঁ, এই বেশ কথা। (পেরুরামকে নিরীক্ষণ।)

পেরু। (স্বগত হাই তুলিয়া) আজ অদৃষ্টে কি আছে, বলা যায় না;—গণৎকার ব্যাটার মুখে আগুন। এত কর্ম্মভোগও ছিল! প্রায় তো আড়াইটে হয়েছে, আ! এতক্ষণ কামিনীর বাড়ীতে দিব্যি ক'রে নিদ্রা যেতেম!

বিধু। (স্বগত) তিনি যে বড় বলেন, তাঁর মোটেই সন্দেহ হয় না, ভাল, তাঁকে একবার পরীক্ষা ক'রে দেখতে হবে, কেমন তাঁর সন্দেহ হয় না, (প্রকাশ্যে পেরুরামের প্রতি) দেখ, আমি একটা উপায় ঠাওরেছি।

পেরু। (ব্যস্তসমস্ত হইয়া) টাওরেছেন? বেশ, কোন্ দিক দিয়ে যেতে হবে? (যাইবার পথ অন্বেষণ।)

বিধু। (একটা চৌকি দেখাইয়া) না না না, এইখানে বোসো!—এই চৌকিতে।

পেরু। (আশ্চর্য্য হইয়া) এইখানে বস্‌বো?

বিধু। হাঁ! (বিধুর কোচে উপবেশন ও পেরুরামের চৌকিতে আলুগোচে আড়ষ্ট হইয়া উপবেশন) পূর্ব্বে তুমি কি কায কত্তে?

পেরু। ও ঠাকরুণ, এককালে আমি মস্ত কাজ করেছি,—আফিসের কেরাণী ছিলেম।

বিধু। আমার একজন সরকার চাই, বোধ করি, তুমি সরকারের কর্ম্ম করতে পারবে?

পেরু। সরকার?

বিধু। মাসে আড়াই টাকা আর খাওয়া-পরা।

পেরু। (উঠিয়া) মাসে আড়াই টাকা, আবার খাওয়া-পরা। আমার এই ঢের! আজকালের বাজারে এই বা পায় কে? কত বি এ, এম্ এ কাযের জন্য হিম্‌সিম্ খেয়ে যাচ্চে!

বিধু। তবে তুমি এতে রাজি হলে?

পেরু। (পুনরুপবেশন করিয়া) তাতে আর সন্দেহ নাই।

বিধুমুখী। তবে তো এক রকম সমস্তই ঠিক হল,—তোমার এখন নামটা জানতে হবে যে?

পেরু। (উঠিয়া যোড়হস্তে বিনীতভাবে) আজ্ঞে, আমার নাম পেরুরাম।

বিধুমুখী। (হাসিয়া) ওকি বিচ্ছিরি নাম? ওনাম

পেরু। আজ্ঞে, কিছুমাত্র না। নামে কি এসে যায়? আপনি গোলামকে যা আজ্ঞা করবেন, তাতেই রাজি আছি!

বিধু। প্রেমনাথ কেমন নাম?

পেরু। প্রেমনাথ। বা! এমন সরেশ নাম তো আমি কখন শুনিনি।

বিধু। তবে ঐ নাম তোমার হ'ল। (বিধু উঠিল, পেরুও উঠিয়া অন্যমনস্ক হইয়া "আড়াই টাকা" ইত্যাদি অঙ্গুলীতে গণনা। ইতিপূর্ব্বে বিধুমুখী তাঁর স্বামীকে তাঁর নিজ কাম্‌রায় আসিয়া অলক্ষিতভাবে শুইতে দেখিয়া তাঁর মনে সন্দেহ উৎপাদন করিবার নিমিত্ত উচ্চৈঃস্বরে পেরুরামকে লক্ষ্য করিয়া) প্রেমনাথ বাবু! ও প্রেমনাথ বাবু! কিঞ্চিৎ জলযোগ করবেন?

পেরু। (প্রথমে অন্যমনস্ক প্রযুক্ত শুনিতে না পাওয়ায়) আজ্ঞে! গোলামকে বল্‌ছেন? জলযোগ? জলযোগটা হলে ভাল হয় বটে; ক্ষুধাটাও আত্যেন্তিক প্রবল হয়েছে! (স্বগত) আর পেটে খেলেও পিঠে সয়, এখন জান্‌লা থেকে পড়তে হয়, কি স্বামী ব্যাটার বন্দুকেই মারা পড়তে হয়, তার তো কিছুই ঠিক নেই।

বিধু। (স্বগত) আমার স্বামী ঘরে এসে আস্তে আস্তে শুয়েছেন, তা আমি টের পেয়েছি! এত চেঁচিয়ে প্রেমনাথ বাবু প্রেমনাথ বাবু ক'রে ডাকচি, তবু যে তাঁর মনে কোন সন্দেহ হচ্চে না? রোস্, ভোলাকে এর জন্য জলখাবার আন্‌তে ব'লে দি। ভোলা! ভোলা!

ঘুমের ঘোরে চক্ষু রগড়াইতে রগড়াইতে ভোলার প্রবেশ।

ভোলা। ঠারণ, আমায় ডাগ্‌ছেন?

বিধু। ভোলা!

ভোলা। ঠারণ!

বিধু। কিছু জলখাবার নিয়ে এস তো!

ভোলা। আজ্ঞে! (পেরুরামকে দেখিয়া অবাক্ হইয়া কিঞ্চিৎকাল দণ্ডায়মান) (স্বগত) এ রাত্তির ব্যা'লা আবার একটা কারে জোটায়েছে আনেছে! আমার বাবুরে যে কি গুণ করেছে, তা বলুতে পারিনে—সে দ্যাহেও দ্যাহবে না—

বিধু। জলখাবার নিয়ে এসো গে না! আবার দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

ভোলা। এই যাই।

[ত্যক্ত হইয়া ভোলার প্রস্থান।

পেরু। (স্বগত) আঃ! এখন খেয়ে বাঁচব—সমস্ত দিনটা আজ পেটে অন্ন পড়ে নি! (পূর্ণবাবু এই সময়ে দ্বারের নিকটে আগমন ও পেরুরামকে দেখিয়া থম্‌কিয়া দণ্ডায়মান—পরে মশারির পিছনে লুকায়িত হইলেন)—

বিধু। (পূর্ণকে দেখিতে পাইয়া আহ্লাদে স্বগত) এই যে, উনি আড়াল থেকে শুন্‌ছেন! (চৌকিতে বসিতে পেরুকে ইসারা ও আপনিও কৌচে উপবেশন। পেরুর প্রেমে বিধুমুখী পড়িয়াছে মনে করিয়া পেরুর নানাপ্রকার ভাবভঙ্গী) এইবার খুব চেঁচিয়ে এর সঙ্গে কথা কওয়া যাক (প্রকাশ্যে) প্রেমবাবু! সে দিন মন্দিরে ভাগ্যি তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

পেরু। (কিছু বুঝিতে না পারিয়া স্বগত) মন্দিরে আবার এর সঙ্গে কোথায় দেখা হ'ল? কালীঘাটের মন্দিরে এ সে দিন গিয়েছিল না কি?

বিধু। যা হোক্, এখন ধর্ম্মপ্রচারটা কেমন চল্‌ছে?

পেরু। (কিছু বুঝিতে না পারিয়া স্বগত) ও! ধর্ম্মতলার বাজারের কথা বুঝি বল্‌চে। (প্রকাশ্যে) ধর্ম্মতলার বাজার এখন খুব গুল্‌জার।

বিধুমুখী। (স্বগত) না না, এ সব বিষয়ে আর এর সঙ্গে কথা কোয়ে কায নেই—যদি এক চুপ্ কোরে থাকে, তা হলে না হয় ওকে আমাদের প্রচারক প্রেমনাথ বাবু ব'লে এক রকম দাঁড় করাতে পারি। কিন্তু এ যে রকম উত্তর দিচ্ছে, তা শুনে পাছে তিনি আর কিছু ঠাওরান। যাতে তাঁর মনে সন্দেহ না হয়, এমন কোন কথা-বার্ত্তা কওয়া যাক্ (প্রকাশ্যে) ভারতাশ্রম, কি চমৎকার জায়গা! সেখানে বেশ দুজনে সুখে থাকা যাবে।

পেরু। (আশ্চর্য্য হইয়া) ভারতবর্ষ চমৎকার জায়গা। আমি সেখানে একবার গিয়েছিলেম—ও কথা বল্‌বেন না—অমন জায়গা আর দ্বিতীয় নেই।

বিধুমুখী। মিষ্টালাপে সময়টা কেমন সুখে অতিবাহিত হয়!

পেরুরাম। (কিছু বুঝিতে না পারিয়া স্বগত)—ও! মিষ্টান্নের কথা বল্‌ছে বুঝি! এখন যে মিষ্টান্ন এলে হয়—পেট্‌টা ক্ষিদেতে চোঁ চোঁ কচ্ছে।

বিধুমুখী। আচ্ছা, একটা ব্রহ্ম-সঙ্গীত গাও দেখি?

পেরুরাম। (স্বগত) বাঃ? মেয়ে মানুষটা খুব রসিক দেখ্‌ছি, আবার গাইতে বলে! আচ্ছা, একটা গাচ্ছি।

সিন্ধু-ভৈরবী।

(গান)

প্রাণ তুমি কার হবে আমি যদি মুদি আঁখি।
অকৃতী সন্তান ব'লে আমারে দিও না ফাঁকি॥

বিধুমুখী। (লজ্জিত হইয়া) থাক্, থাক্, আর কায নেই।

পেরুরাম। (স্বগত) ও! বুঝিছি, শ্যামা-বিষয়ক গান ব'লে এর মনে ধর্‌ল না। মেয়ে মানুষটা খুব রসিক না কি, তাই একটা রসের গান শুন্‌তে চায়। (প্রকাশ্যে) আর একটা ভাল দেখে গান গাব?

বিধুমুখী। আচ্ছা, এবার একটা ভাল গান গাও।

পেরুরাম। আচ্ছা—

ভৈরবী।

ও কালাচাঁদ বাতাস কর গর্‌মিতে মরি,
গর্‌মিতে মরি কালাচাঁদ গর্‌মিতে মরি।

বিধু। থাক্ থাক্—আর কাজ নেই (পূর্ণর মশারি নড়িতে দেখিয়া—স্বগত) এইবার বোধ হচ্ছে ওঁর মনটা একটু চঞ্চল হয়েছে। যা হোক্, আমিও তো আর হাসি রাখ্‌তে পারছিনে। (প্রকাশ্যে পেরুর প্রতি) আমি চাকরটাকে জলযোগের তাড়া দিয়ে আসি—আমি এলেম ব'লে।

পেরুরাম। আঃ! তা আর আমার কাছে বল্‌তে হবে না, এ তো ঘরের কথা।

বিধু। আমি এলেম ব'লে। (স্বগত) একটু হেসে আসি গে; দমটা ফেটে যাচ্ছে।

[বিধুমুখীর প্রস্থান।

পেরুরাম। খাসা মেয়ে মানুষ বটে! কেবল ভারত-বর্ষের কথা আর ধর্ম্মতলার বাজারের কথা কেন বল্লে, আমি কিছুই বুঝ্‌তে পারলেম না। (পেরুর কৌচে আয়েস্ করিয়া উপবেশন)

(ম্লান ও ব্যাকুলভাবে পূর্ণবাবুর প্রবেশ)

পূর্ণ। (স্বগত) এ দেখ্‌ছি বড় বেশি বাড়াবাড়ি! যা হোক্, যতদূর স্থিরভাবে থাক্‌তে পারি, তার চেষ্টা করতে হবে।

পেরু। (সম্মুখে পূর্ণ বাবুকে দণ্ডায়মান দেখিয়া) আরে মর্, এ ব্যাটা আবার কে এল? (উত্থান)

পূর্ণ। আমি।

পেরু। আমি? আমি কে?

পূর্ণ। তুই ব্যাটা আমার জায়গায় কি ক'রে এসে ভর্ত্তি হলি?

পেরু। (স্বগত) ওঁর জায়গাই বটে! ও, বুঝেছি, এ ব্যাটা এ বাড়ীর পুরানো সরকার—যার জায়গায় ঠাক্‌রুণ আমাকে বাহাল করেছেন;—এ নিশ্চয় সেই ব্যাটা!

পূর্ণ। আমার কথার উত্তর দিচ্ছিস্ নে যে বড়?

পেরু। যা যা। তোর আপনার চর্‌কায় তেল দি গে যা! আমাকে ত্যক্ত করতে এসেছে!

(জলখাবার লইয়া ভোলার প্রবেশ)

পূর্ণ। (পেরুর প্রতি) হারামজাদা ভণ্ড কোথাকারে! দুক্কুর রাত্রে এখানে প্রচার করতে এসেছেন—প্রচার করবার আর জায়গা পেলেন না। (ভোলার প্রতি) এ সব কি?

ভোলা। জলখাবার।

পূর্ণ। আমার জন্যে?

ভোলা। এর জন্যে।

পূর্ণ। ওর জন্য জলখাবার! নিয়ে যা এখান থেকে।

ভোলা। ঠারণ আমায় আন্‌তি বল্লেন।

পূর্ণ। আমার কথা শুনছিস্ নে?

ভোলা। (আশ্চর্য্য হইয়া) অ্যাহন কার কথা শুনি ম্যানে! [অত্যন্ত চটিয়া ভোলার প্রস্থান।

পেরু। আমার জন্য জলখাবার এল: উনি নিয়ে যেতে বলছেন! কি সুখ! আমার যদি তোর দশা হত, তা হলে তো আমি এত গুলি কত্তেম একটা কর্ম্ম থেকে ছেড়ে যাওয়া কষ্ট বটে; কিন্তু তোরই কি একলা কর্ম্ম গ্যাছে—পৃথিবীতে কি আর কারও কর্ম্ম যায় নি, না যাবে না? তুই যদি এখন কর্ম্মের যুগ্যি না হোস্, সে তো আর আমার দোষ না।

পূর্ণ। যুগ্যি না হোস্! তার মানে কি রে ব্যাটা?

পেরু। মানে! মানে এই যে, গিন্নী তোকে আর পছন্দ করে না। মানে আবার কি হবে? মেয়ে মানুষের মন তো জানিস্—কার প্রতি কখন্ সদয় হয়, তার কি কিছু ঠিকানা আছে? আবার দিন কতক পরে আমার উপরেও ঐ রকম হতে বা আটক কি?

পূর্ণ। তুই মনে করিস্‌নে, আমি এই সকল কথা সহ্য কোরে থাক্‌ব।

পেরু। আরে বাপু—তুই করবি কি? আর কি কোন চারা আছে; মাইনেটা হাতে চুকিয়ে দিলেই ধির্ ধির্ কোরে চলে যেতে হবে!

পূর্ণ। এ ব্যাটা পাগল না কি?

পেরু। তা বল্‌বার যো নেই বাবা! পাগল হলে গিন্নীর মনে ধর্‌ত না!

পূর্ণ। আরে ন্যাকাম রেখে দ্যাও! ছোট লোকের মত কথাগুল ছেড়ে দ্যাও! ওতে আমি ভুলি নে! ইদিকে, প্রচার কর্‌বার সময় কেমন মস্ত মস্ত সংস্কৃত কথা! আবার এখন ন্যাকাম [illegible] না! (স্বগত) এ নিশ্চয় সেই প্রেমনাথ বাবু—আমি তখন আড়াল থেকে শুন্‌ছিলেম, কি প্রচারের কথা হচ্ছিল।

পেরু। ওরে ব্যাটা, আমি ছোট লোকের মত কথা কচ্ছি! তুই ব্যাটা ছোট লোক।

পূর্ণ। কি বলব, আমার হাতে এখন চাবুক নেই, না হলে তোকে একবার দেখিয়ে দিতেম!

পেরু। (ভয়ে স্থানান্তরে উঠিয়া বসিয়া) চাবুক নেই, ভালই হয়েছে! কথায় কথায় হচ্ছিল, আবার হাতাহাতি কেন বাবা?

(পূর্ণ কট্‌মট্ করিয়া পেরুর প্রতি নিরীক্ষণ।)

পূর্ণ। তুই ব্যাটা ভারী ভীতু!

পেরু। তা বটেই তো! ভীতু! আমি শুধু শুধু এই রাত্রে চাবুক খেয়ে মরি আর কি, তোর যে [illegible]

গিন্নীর কাছে এত দিনও টিকে ছিলি, এই তোর পরম ভাগ্যি বলতে হবে।

পূর্ণ। চুপ রও! ফের্ যদি একটা কথা কবি তো দেখতে পাবি! বেরো এ ঘর থেকে! তোর কথা আমি অনেকক্ষণ সহ্য করেছি, বেরো হারাম্‌জাদা! (পেরু টেবিলের চতুর্দ্দিকে ধাবমান ও পূর্ণ তাহাকে ধরিবার চেষ্টা।)

পেরু। ওঁর ভারি সুখ! "ঘর থেকে বেরো"! (দৌড়িয়া রঙ্গভূমির অপর পার্শ্বে পলায়ন) আর এক ঘণ্টা আগে যদি বেরোতে বল্‌তিস্, তা হলে আমি বত্তিয়ে যেতেম—এখন ওর জায়গায় জুত কোরে বোসে নিয়েছি—এখন বলে কি না "বেরো". (পূর্ণ ক্রুদ্ধ হইয়া ঘরের প্রবেশ-দ্বারের নিকট গমন ও দ্বার উদ্ঘাটন—পেরু ধাবমান)

পূর্ণ। এই শেষবার বল্‌ছি, বেরো ঘর থেকে, না হলে জোর কোরে ঐ জান্‌লা দিয়ে বাহিরে ফেলে দেব।

পেরু। (স্বগত) এ-ও যে আবার জান্‌লা দিয়ে বেরুতে বলে! এ বাড়ীর সকলেরই এই একটা বাতিক আছে না কি?

পূর্ণ। (পেরুর নিকটে গিয়া) আমার কথা শুনছিস্? (তলবার লইয়া আক্রমণ)

পেরু। ও বাবা! এ দেখি ঠাট্টা না! (চীৎকার) মাল্লে রে! মাল্লে রে! পুলিস্‌ম্যান! চৌকিদার! চোর! চোর! গেলুম রে! গেলুম রে!

(পূর্ণর নিকট হইতে পলায়ন চেষ্টা—পূর্ণ পশ্চাতে ধাবমান—পেরুর চৌকি বাধিয়া পতন—ও তৎক্ষণাৎ উঠিয়া পলায়ন চেষ্টা, বিধুমুখীর প্রবেশ)

বিধু। এ সব কি? কি ভয়ানক শব্দ!

পূর্ণ। বেশ সময়ে এসেছ! এখন অনুগ্রহ কোরে বল দেখি একবার, এই সকল ব্যাপারের মানে কি? এই ব্যক্তি এই বাড়ীতে কি কোরে এল? এ ব্যক্তির সঙ্গে যেরূপ মিষ্টালাপ হচ্ছিল, তাও আমি সব শুনেছি।

বিধু। ছি ছি ছি! এমন কর্ম্মও করে? দরজার আড়াল থেকে দেখছি তবে সব কথাই শুনেছ!

পেরু। (নিকটে আসিয়া) এ ভারি অন্যায়!

পূর্ণ। চোপরাও হারামজাদা, না হলে এই তলবার দিয়ে তোর মুণ্ডু দুখানা কোরে ফেলবো!

পেরু। (সরিয়া গিয়া) লোকটা ভারি বদ্‌রাগী দেখছি!

বিধু। (পূর্ণর প্রতি) যদি তুমি সব শুনেই থাক, তা হলে অধিক কিছু আর আমার বল্‌বার নেই; বোধ হয়, তা হলে তুমি এতক্ষণে জান্‌তে পেরেছ যে, এই লোকটিকে আমি সরকার রেখেছি।

পূর্ণ। এখন তোমার ঠাট্টা মস্কারাম রেখে দাও; যে রকম ব্যাপার দেখেছি, তাতে তো আর কিছু-মাত্র সন্দেহ নেই।

বিধু। সন্দেহ! সন্দেহের মানে কি বল দেখি?

পূর্ণ। সন্দেহের মানে কি, আপনি মনে বুঝে দেখ না।

বিধু। তবে দেখছি আমার উপর তোমার একটা জঘন্য সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে?

পেরু। ও ব্যাটার সঙ্গে আবার শিষ্টাচার কি? আমি যদি হতুম, তো এখনি ওকে গলাটাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দিতুম।

(পূর্ণর পুনর্ব্বার পেরুর প্রতি আক্রমণ)

বিধু। (পূর্ণর প্রতি) যে রকম তোমার ব্যবহার দেখচি—আজকের অবধি তোমার সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হ'ল।

পূর্ণ। বেশ তো! আমারও তাই ইচ্ছে! আজকে থেকে ছাড়াছাড়ি হল, আর এখন ডাইভোর্সেরও আইন হয়েছে; তোমার টাকাকড়ি তোমাকে বুঝিয়ে দিয়েই আমি স্বচ্ছন্দে চলে যাব।

বিধু। কালই আমি বাপের বাড়ী যাব—আর সেখানে যদি বাপমায়ে না স্থায়, তা হলে আমাদের ভারতাশ্রম হোটেলে গিয়ে বাস করব।

পূর্ণ। আমিও কাল্‌কে থেকে উইলসনের হোটেলে গিয়ে থাকব!

[ক্রোধভরে পূর্ণ ও বিধুমুখীর প্রস্থান।

পেরু। দুজনেই চলে গ্যাছে, আমিও আমার পথ দেখি। ও ব্যাটা যে রকম গোঁয়ার লোক দেখছি—আবার কখন্ ঠুকে টুকে দেবে। গিন্নী এ রকম মানুষকে যে ছাড়িয়ে দেবে, তাতে আর আশ্চর্য্য কি? (হুড়াহুড়িতে একটা বোতাম

ছিঁড়িয়া ইতিপূর্ব্বে পড়ায় তাহা টেবিলের নীচে অন্বেষণ।)

পূর্ণর পুনঃপ্রবেশ।

পেরু। (টেবিলের নীচে হইতে উঠিবার সময় পূর্ণকে সম্মুখে দর্শন)

পূর্ণ। (ক্রুদ্ধ হইয়া) আজ যে রকম ব্যাপার ঘটেছে, তাতে আর এ কলঙ্ক কিসে যাবে?—এই তলবার দিয়ে—

পেরু। (ভয়ে) ও বাবা রে! আমাকে মারিস্ নে বাবা! তোর পায়ে পড়ি বাবা! তোর কর্ম্ম তোকে ছেড়ে দিচ্ছি বাবা!

পূর্ণ। প্রেমবাবু! এই কি তোমার ধর্ম্ম? এই কি তোমার প্রচার? "পরিবার বন্ধন" "পরিবার বন্ধন" "পরিবারের মধ্যে শান্তি" এই রকম কতকগুলি কথা ক্রমাগত মুখে মুখে ব'লে বেড়াও, আর তুমি নিজে কি না এই রকম ক'রে এক জন ভদ্রলোকের পরিবারের শান্তি ভঙ্গ কত্তে এস; এখন আবার ধরা প'ড়ে পাগলের মত আপনাকে দেখাতে চেষ্টা করছ?—তোমাকে আমি এর সমুচিত শাস্তি দেব—(তলবার হস্তে আক্রমণ ও পেরু ভয়ে কম্পমান)

পেরু। আমি কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনে বাবা! আমি নিজে হতে এখানে আসি নি বাবা! এ বাড়ীর পাল্কি-বেহারারা আমাকে নিয়ে এসেছে।

পূর্ণ। তবে তো আরও ভাল দেখছি; আবার পাল্কি-বেহারাদের ঘুস্ দেওয়া হয়েছে; আর কথা না—(তলবার দ্বারা আঘাত করিতে উদ্যত) বাবু পূর্ণচন্দ্রকে যে অপমান করে, তার আর নিস্তার নেই। (পেরু পলাইবার চেষ্টা করিতেছিল, এমন সময়ে পূর্ণ বাবুর নাম শুনিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল)

পেরু। আপনি কি পূর্ণ বাবু?

পূর্ণ। তবে দেখছি, তুমি আমার নামও জানতে।

পেরু। না, আমি তা জানতেম না। আমি মনে করেছিলেম, আপনি এ বাড়ীর সরকার।

পূর্ণ। (আশ্চর্য্য হইয়া) তার মানে কি? বল দেখি ব্যাপারটা কি?

পেরু। আপনার নাম পূর্ণ বাবু! আপনি যে আমার মুরব্বি। আমি মহাশয়ের কাছে কত বেয়াদবি করেছি, তা বলতে পারি নে। অনুকূ[ল] বাবু আমার বিষয় মহাশয়ের কাছে সুপারি[শ] করেছেন! আমার নাম পেরুরাম!

পূর্ণ। পেরুরাম!

পেরু। অনুকূল বাবু আপনাকে একটা পত্র দিয়ে[] ছিলেন—ঐ পত্রখানা মহাশয়ের কাছে কাল[] আমার নিয়ে যাবার কথা। (পত্র প্রদান)

পূর্ণ। (পত্র পাঠ) "প্রিয় পূর্ণ বাবু! এই পত্র বাহককে কোন একটা কর্ম্ম প্রদান করি[লে] বাধিত হব। ব্যক্তিটা নিতান্ত বোকা, কি[ন্তু] আসলে লোক মন্দ নয়।"

পেরুরাম। (তাড়াতাড়ি) তিনি আমাকে বে[শ] চেনেন—এই আমার সার্টিফিকেট। (পূর্ণবাবু[কে] প্রদান)

পূর্ণ। তবে "প্রেমবাবু' নাম তোমার কি ক'রে এল[?]

পেরু। আ! রাম রাম রাম রাম! আমি কি আমার নাম প্রেমবাবু রেখেছি! এ বাড়ী[র] গিন্নী ঠাকুরণ আমাকে ঐ নাম দিয়েছিলেন[।] প্রথমে যখন তিনি আমাকে দেখেছিলেন, তি[নি] আমাকে চোর ঠাওরেছিলেন—তার প[রে] তিনি আমাকে তাঁর সরকার রাখলেন[;] তার পর তিনি এতদূর আমার উপর সদ[য়] হয়েছিলেন যে, আমাকে জলযোগ করতে পর্য্যন্ত অনুরোধ কল্লেন—যা হউক, সে জলযোগ আমার অদৃষ্টে নাই।

পূর্ণ। (স্বগত) এতক্ষণে আমি মোদ্দাখানা বুঝতে পাল্লেম! বিধুমুখী আমাকে নিয়ে রঙ্গ কচ্ছিলেন!

পেরু। গিন্নী আমাকে যে কর্ম্ম দিয়েছেন, তাতে যদি অনুগ্রহ কোরে আমাকে বাহাল রাখেন।

পূর্ণ। আচ্ছা, তা পরে বিবেচনা করা যাবে। (অগ্রে গমন)

পেরু। (পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করত) তা হলে চিরকাল মহাশয়ের পায়ের ছুঁচ হয়ে থাকব!

পূর্ণ। (স্বগত) আচ্ছা ডিয়ার! আজকে তুমি বড় এক হাত আমার উপর নিয়েছ! এইবার আমার পালা! রোসো, তোমাকে একটু তা[মাসা] দেখাই! একটা মতলব ঠাওরেছি। (চিন্তা করিয়া) বিধুমুখীর কামরার জানলা দিয়ে আমাদের বাড়ীর বাগান বেশ দেখা যায়। (প্রকাশ্যে পেরুরামের প্রতি) পেরুরাম!

তোমাকে সেই কর্ম্মে বাহাল রাখব—কিন্তু তোমার একটি কাজ করতে হবে।

পেরু। গোলাম তো হাজির আছে—যা আজ্ঞে করবেন—

পূর্ণ। এই দুটি তলবার ন্যাও, নীচে বাগানে গিয়ে যুদ্ধ করতে হবে।

পেরু। অ্যাঁ! যুদ্ধ! (দুহাত পিছনে সরিয়া দণ্ডায়মান)

পূর্ণ। সত্যিকের যুদ্ধ নয়; যেন আমরা দুজনে যুদ্ধ কচ্ছি, এই রকম আমি দেখাতে চাই।

পেরু। আর বলতে হবে না। আমি বুঝেছি। কিন্তু মিথ্যা যুদ্ধ করতে গিয়ে কার কোথায় আবার দৈবাৎ লেগে যাবে! আর বিশেষ, যখন যুদ্ধ কচ্ছি, এইটে দেখান নিয়ে বিষয়, তখন দুজনে যাবার আবশ্যক কি? আমি একলা সেখানে গিয়ে অস্ত্রগুণ ঝন্ ঝন্ কল্লেই তো হল?

পূর্ণ। (হাসিয়া) আচ্ছা, তাই ভাল; আর এখন অন্ধকারে স্পষ্ট কিছুই দেখা যাবে না! আচ্ছা, তুমি একলাই যাও, আমিও তা হলে কি হচ্ছে, তা সব এখান থেকে দেখতে পাব। (দ্বার উদ্ঘাটন) এই সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাও—নেমে গিয়ে, বাঁ হাতে একটা দরজা দিয়ে বাগানে যাওয়া যায়।

পেরু। আচ্ছা।

[তলবার লইয়া পেরুর প্রস্থান।

পূর্ণ। (স্বগত) বিধুমুখী আজকে যা হোক্ আমাকে বড় ঠকানটা ঠকিয়েছিলে—এখন দেখি, আমি তাকে ঠকাতে পারি কি না! (বিধুমুখীর ঘরের দরজার নিকট গমন ও দ্বারের ছিদ্র দিয়া দর্শন) এই যে এই দিক দিয়েই আসছে! (অন্য দ্বারের পর্দার আড়ালে লুক্কায়িত হইলেন ও যখন বিধুমুখী প্রবেশ করিল, তখন ঐ দ্বার দিয়া অলক্ষিতভাবে পলায়ন)

(বিধুমুখীর প্রবেশ)

বিধু। তারা গেল কোথা? বোধ হয়, এতক্ষণে পেরুরামের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কয়ে আসল বৃত্তান্তটা টের পেয়েছেন। আর যে তাঁর মনে কখন সন্দেহ হয় না, সে গুমরটাও বোধ হয় এতক্ষণে ভেঙ্গেছে। কিন্তু [illegible] করেন নি; যদি রাগই বা ক'রে থাকেন, তা হলে আমাকে এসে ধম্কাচ্ছেন না কেন? যা হোক, আমার ভয় হচ্ছে! কেন আমি মরতে তাঁর সঙ্গে রঙ্গ করতে গিয়েছিলেম? তাঁর সঙ্গে এখন দেখা হলে সমস্ত বৃত্তান্তটা বুঝিয়ে বলি।

পূর্ণ। (নেপথ্য হইতে ভাণ করিয়া বিকট চীৎকার) হা! বিধুমুখি!

পেরু। (নেপথ্যে) সামাল! সামাল! (তলবারে তলবারে ঝন্ঝনি শব্দকরণ)

বিধু। বাগানে কার গলা শুনতে পাই? (জানলার কাছে গিয়া—তলবারের ঝন্ঝনি শব্দ শ্রবণ)

পেরু। (নেপথ্য হইতে) মার্ ব্যাটাকে, মার্ ব্যাটাকে।

বিধু। ও মা কালী, রক্ষা কর, কি ভয়ানক শব্দ! (জানলা খুলিয়া দর্শন—বাহিরে অত্যন্ত অন্ধকার) তলবারের শব্দ! মারামারি হচ্ছে। আমারি নির্ব্বুদ্ধিতার ফল! বাঁচা রে। বাঁচা রে! থাম্, থাম্, (কৌচে মূর্চ্ছা হইয়া পতন ও পূর্ণবাবুর তাহার নিকট দৌড়িয়া আগমন)।

পূর্ণ। (ব্যস্ত হইয়া) ও কি মাই ডিয়ার!—ও কিছুই নয়—আমি তামাসা কচ্ছিলেম। মূর্চ্ছা গ্যাছে দেখছি—কে আছিস্ ওখানে? এ দিকে আয় রে! কি পাগলামিই করেছি!

তলবার লইয়া পেরুরামের প্রবেশ।

পেরু। (হাসিতে হাসিতে) পূর্ণবাবু! এখন মনের মত হয়েছে তো? আমি খুব যুদ্ধ ক'রে এসেছি।

পূর্ণ। (ভয়ে ব্যস্ত হইয়া) বেশী মাত্রা হয়ে গ্যাছে। এইখানে তুমি একটু দাঁড়াও, আমি স্মেলিং সল্ট্ নিয়ে আসি।

[পূর্ণবাবুর প্রস্থান।

বিধু। (চেতন পাইয়া) কে ও? নাথের গলার আওয়াজ শুনছিলেম না?

পেরু। (তাড়াতাড়ি) আমি ঠাকরুণ! আমি পেরুরাম।

বিধু। রে দুষ্ট নরাধম! তুই আমার প্রাণনাথকে হত্যা করিয়াছিস?

পেরু। তোমার গা ছুঁয়ে বলচি, আমি না।

বিধু। [illegible]

পারবিনে, (চীৎকার) ভোলা ! ভোলা ! খুন কল্লে ! ডাকাত এসেছে !

পেরু। (স্বগত) বাবা রে ! কি ভয়ানক মূর্ত্তি করেছে দেখ ! আমিও এই সময়ে পালাই !

[তলবার হস্তে পেরুরামের পলায়ন।

বিধু। ভোলা ! ভোলা ! খুন কল্লে ! ডাকাত এসেছে !

(ভোলা ও আর এক জন ভৃত্য আসিয়া পেরুর প্রতি আক্রমণ)

(বিধুমুখী চীৎকার করিতে করিতে দ্বারের নিকট গমন, এমন সময় পূর্ণ আসিয়া বিধুমুখীকে আলিঙ্গন)।

ভোলা ও আর একজন ভৃত্য পেরুরামকে লইয়া প্রবেশ।

পেরুরাম আড়ষ্ট ও ভয়ে কম্পমান !

ভোলা। যহন ঠারণ আমায় ডায়েলেন, তহন দ্যাকি কি না, এই ব্যাটা যমকিঙ্করের মত খাড়া হাতে বাগানের দিকি পলাক্তি যাচ্চে ! বুড়া হয়েছি বটে, তবু হাড়ে মজবুত আছি। শালা ডাকাতি কত্তি আয়েছেন। (গুঁত প্রদান)

পেরু। ও বাবা রে ! (পূর্ণবাবুকে দেখিতে পাইয়া) একি পূর্ণ বাবু ?

পূর্ণ। (হাসিতে হাসিতে) ভোলা ! ওকে ছেড়ে দে !

[ভোলা ও অন্য চাকরের প্রস্থান।

পেরু। (বস্ত্রাদি সাম্‌লাইয়া) রক্ষা কর ! বাঁচলেম। ব্যাটাদের পাঁচ মিনিট ধ'রে বোঝালেম,—বলি—ঠাকুরণ আমাকে সরকার রেখেচেন, ব্যাটারা কি কিছুতেই বুঝবে না ?

বিধু। (স্বগত) বুঝেছি, উনি আমার সঙ্গে রঙ্গ কচ্ছিলেন,—যা হোক্, এ লোকটা বড় কষ্ট পেয়েছে—এর জন্য কিছু জলখাবার আনতে বলে দি। ভোলা !

ভোলা। ঠারণ !

বিধু। জলখাবার নিয়ে এস।

ভোলা। (না শুনিতে পাইয়া) কি বল্লেন ?

বিধু। জলখাবার নিয়ে এস !

ভোলা। এই যাই, (স্বগত) এ কি হচ্ছে, আমি তো এর কিছুই ব্যাওরা পাই না।

[ভোলার প্রস্থান।

পূর্ণ। পেরুরাম ! তুমি যে সব কষ্ট আজ সহ্য করেছ,—তার পুরস্কারস্বরূপ তোমাকে সরকারের পদেই বাহাল রাখলেম। আরও যদি তোমার কোন উপকার করতে পারি, তাও বল ;—

পেরু। (স্বগত) আর কি বলি ? রোস, সেই চিঠিটার কিছু সন্ধান ব'লে দিতে পারেন কি না দেখি ; (প্রকাশ্যে) গোলামের উপর যদি এতই কৃপাদৃষ্টি হয়েছে,—তা আমাকে যদি একটা সন্ধান ব'লে দিতে পারেন, তা হ'লে আমার বড় উপকার হয়। আর আমার কোন প্রার্থনা নেই।

বিধু। আচ্ছা, বল না, কি শুনি ?

পেরু। যদি বেয়াদপি মাপ করেন তো বলি। ঠাকুরণ ! আমার মতন হতভাগা লোক আর দুনিয়ায় নেই। কামিনী ব'লে এক জন পরমা সুন্দরী মেয়েমানুষকে আমি ভালবাসতেম ; আমি ভাবতেম, সেও বুঝি আমাকে ভালবাসে, কিন্তু হঠাৎ একদিন দেখি, আর একজন আমার জায়গায় উড়ে এসে জুড়ে বসেছে। সেই লোকটাকে জানবার জন্য আমি ভারি অস্থির হয়েছি। আর কোন চিহ্ন নেই, যা দেখে আমি তার সন্ধান পেতে পারি,—কেবল এই পত্রখানা আছে ;—এর উপরে একটা 'প' লেখা আছে ;—এই চিহ্ন দেখে যদি কিছু আপনারা সন্ধান ব'লে দিতে পারেন !

বিধু। (স্বগত) এ লোকটা নিতান্ত বোকা দেখছি, এর সন্ধান আবার আমাদের জিজ্ঞাসা কর্ত্তে এসেছে। ওঁর ভালবাসার'কে আর একজন ভালবাসা আছে, তার সন্ধান কি না ওঁকে আমাদের ব'লে দিতে হবে। যা হোক্, কি বলে, শুনাই যাক্ না কেন।

পূর্ণ। (আপনার হস্তের লিপি চিনিতে পারিয়া স্বগত) কামিনীর সঙ্গে আবার এ ব্যাটারও ভাব আছে নাকি ? কামিনীকে যে পত্র লিখেছিলেম—এ ব্যাটা কোথা থেকে কুড়িয়ে পেলে ? এখন ভালোয় ভালোয় ফাঁড়াটা উত্‌রে গেলে বাঁচি। এ ব্যাটা চিঠিখানা বিধুমুখীর হাতে না দিলে বাঁচি। রোস্ ! আগু থাকতে ওর কাছ থেকে পত্রখানা চেয়ে নি।

পূর্ণ। (পেরুর প্রতি)—পত্রখানা দেখি।

পেরু। এই নিন্ (পত্র প্রদান)

(পূর্ণ যেমন এই পত্র গ্রহণ করিবে, এমন সময় বিধুমুখী তাঁর হস্ত হইতে কাড়িয়া লইলেন)

বিধু। (উঠিয়া) এ 'প' চিহ্ন আমি বেশ জানি; (পূর্ণর প্রতি) এ যে তোমার মোহর দেখছি!

পূর্ণ। (স্বগত পেরুর প্রতি) দূর বোকা! তুই ব্যাটা আমাকে মজালি!

পেরু। (স্বগত) অ্যাঁ? কি? আমি তো কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনে; অতবড় মস্ত লোক পূর্ণবাবু যে কাঙ্গালের ধন চুরি করবে, এ তো দেখ্‌লেও বিশ্বাস হয় না।

বিধু। (পূর্ণর প্রতি) হাতের লেখাও দেখছি তোমার। (পাঠ) "প্রেয়সী কাল তোমার সঙ্গে দেখা হবে" —প;—সংক্ষেপ বটে; কিন্তু অর্থ—পূর্ণ!

পূর্ণ। মাই ডিয়ার, এই চিঠি—

বিধু। অনেক দিনের চিঠি বল্‌চ? কিন্তু চিঠির তারিখটা দেখ দিকি একবার! চার দিনের কথা।

পেরু। (স্বগত) আমি তো কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনে।

(জলখাবার লইয়া ভোলার প্রবেশ)

পূর্ণ। মাই ডিয়ার!—

ভোলা। জলখাবার আনেছি ঠারণ।

বিধু। (পত্র ক্রোধে ছিঁড়িয়া ফেলিয়া) ভোলা! জলখাবার নিয়ে যাও, আর শীঘ্র পাল্কি আনতে বল।

ভোলা। কি বল্‌চেন ঠারণ?

বিধু। তুমি কি কালা না কি? জলখাবার এখান থেকে নিয়ে যাও আর শীঘ্র পাল্কি আনতে বল।

ভোলা। আগ্‌গে! (স্বগত) সবাই ক্ষ্যাপেছে না কি?

[ভোলার প্রস্থান।

বিধু। আর আমার এ বাড়ীতে থাকা হয় না। আমি এক্ষণি ভারতাশ্রমে যাব।

পূর্ণ। (আর কোন উত্তর খুঁজিয়া না পাওয়ায়) ছি মাই ডিয়ার! আবার আমার সঙ্গে রঙ্গ কচ্ছ?

বিধু। আমি রঙ্গ কচ্ছি বৈ কি!

পেরু। (স্বগত) ও! এতক্ষণে বুঝেচি! গিন্নী পূর্ণবাবুর সঙ্গে আবার তামাসা কচ্চে! কিন্তু কৈ —এবার যে পূর্ণবাবু আর পাল্‌টা মারতে পাচ্চেন না। গিন্নী প্রথমে একবার পূর্ণবাবুর সঙ্গে তামাসা করেছিলেন, পূর্ণবাবুও তার পর গিন্নীর উপর এক আড়ে হাত নিয়েছিল। এবার ফের গিন্নী পূর্ণবাবুর সঙ্গে তামাসা কচ্চে—কিন্তু কৈ, পূর্ণবাবু তো দেখ্‌ছি এবার আর কোন ফন্দি বের কত্তে পাচ্চে না। রোস্, আমি পূর্ণবাবুর হোয়ে একটা পাল্‌টা জবাব দিচ্চি! (প্রকাশ্যে) আমাকে দুট কথা বল্‌তে দেবেন? তা হলেই সব গোল মিটে যাবে।

পূর্ণ (স্বগত) আবার এ ব্যাটা বলে কি দেখ! আজ আমাকে মজালে! (প্রকাশ্যে পেরুর প্রতি) সব বোঝা গ্যাছে, আর কিছু বল্‌তে হবে না।

বিধু। (তাড়াতাড়ি) আচ্ছা, বল না, বল না কি? শুনি!

পেরু। আচ্ছা, আমি বৃত্তান্তটা বলি, শুনুন্! পূর্ণবাবুকে নিয়ে আপনি একবার রঙ্গ করেছিলেন—তাই পূর্ণবাবুও আপনার সঙ্গে একটা তামাসা করবেন, মনে করেছিলেন। তাই, আপনি যখন এই ঘর থেকে একবার বেরিয়ে গিয়েছিলেন, তখন তিনি এই পত্রখানা লিখে আমাকে বল্লেন যে, যদি কোন রকম ক'রে এই পত্রখানা তুমি গিন্নীর হাতে ফেল্‌তে পার, তা হলে তোমাকে পুরস্কার দেব।

পূর্ণ। (স্বগত পেরুর প্রতি) বেশ বলেছিস্ বাবা! বেশ জুগিয়ে বলেছিস্! মাইনে দ্বিগুণ কোরে দেব! কে বলে তোকে বোকা? বুদ্ধিতে তুই বৃহস্পতির বাবা! (প্রকাশ্যে) কেমন্ ডিয়ার, শুন্‌লে তো? সকলেরই পালা আছে!

বিধু। আমাকে তাই বোলে মিছি মিছি কি এই রকম কোরে কষ্ট দিতে হয়? সারাদিন রঙ্গ ভাল লাগে না।

(ভোলার প্রবেশ)

ভোলা। ঠারণ! পাল্কি তৈরি।

বিধু। আর দরকার নেই, যেতে ব'লে দেও। (পূর্ণবাবুর প্রতি) এক যদি তোমার শ্যামবাজারে যাবার দরকার থাকে!

পূর্ণ। ছি ডিয়ার, আর ও কথা বোলো না!

বিধু। ভোলা!

ভোলা। ঠারণ!

বিধু। জলখাবার নিয়ে এস।

ভোলা। (আশ্চর্য্য হইয়া) ঠারণ।

বিধু। জলখাবার নিয়ে এস।

ভোলা। (স্বগত) সবাই ক্ষ্যাপে গেল না কি!

[ভোলার প্রস্থান।

পেরুরাম। ঠাক্‌রণ, তবে এখন আমি বিদায় হই? ভোর হয়ে গ্যাছে!

বিধু। কি? জলযোগ না করেই যাবে?

পূর্ণ। আমাকেও কিছু জলযোগ করতে হবে,—সমস্ত রাতটাই হুটপাটি করা গ্যাছে।

(বারকোষে জলখাবার লইয়া ভোলার প্রবেশ)

ভোলা। জলখাবার আনেছি ঠারণ!

বিধু। বেশ করেছ—ঠিক সময়ে এনেছ, আমারও খিদে পেয়েছে! (একটা থাল উঠাইয়া লইয়া)

পেরু। (ঐ থাল লইবার জন্য ব্যস্ত) ওটা ঠাক্‌রণ, পেরুরামের জন্য।

পূর্ণ। (ঐ থালা লইয়া) মনিবের জন্য আগে!

পেরু। তবে দেখচি আমার অদৃষ্টে নেই!

বিধু। (ঐ থালা পূর্ণর নিকট হইতে কাড়িয়া পেরুকে প্রদান,) এখন তো হল?

পেরু। (আহ্লাদে) আ! এতক্ষণের পর! (আহার) বা! চমৎকার জিনিস! ('পূর্ণ আর এক থাল উঠাইয়া লইয়া বিধুমুখীর হস্তে প্রদান।

বিধুমুখী থাল হস্তে দর্শকগণের প্রতি।—

মিটিল ঝগড়া-ঝাঁটি আর গোলযোগ!
সুখে করে পেরুরাম এবে জলযোগ!
তারি লাগি এতক্ষণ এই কর্ম্ম-ভোগ!
এখন দর্শকগণ থ্যাটে দেও যোগ!

যবনিকা-পতন।

প্রবাসীর আত্মকথা

(পিয়ের-লোটির ফরাসী হইতে) *

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর অনূদিত

প্রাভাতিক সরকারী কাজে

২৭ আগষ্ট, ১৮৮৩

এখন প্রভাত। উপকূলের এক উপসাগরের মধ্যে আমরা "আন্নাম" † প্রদেশে; বার-দরিয়ায় আমাদের জাহাজ নঙ্গর ফেলিয়া আছে। ঐখানে কোন এক স্থানে "তুরান" নামে একটি ক্ষুদ্র নগর আছে; সরকারী কাজের আহ্বানে সেইখানে আমাকে যাইতে হইবে।

কাজটা এই:—প্রধান "মান্দারীন্‌কে" আমাদের জাহাজে আনিতে হইবে। তিনি আসিয়া আমাদের সহিত বশ্যতা-জ্ঞাপক সাক্ষাৎকার করিবেন। তাহার পর আমাদের সহিত এই প্রদেশের মৈত্রী সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইবে। পূর্ব্বেই এই প্রদেশ রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত আমাদিগকে প্রদত্ত হয়।

উপসাগরটি সুন্দর ও বিস্তীর্ণ। ইহা তিনটা কৃষ্ণবর্ণ উচ্চ পর্ব্বতের দ্বারা পরিবেষ্টিত; কেবল পশ্চাৎ সীমান্তে একটা সমতল সৈকতভূমির মেখলা; উপসাগরটি শেষ করিবার উদ্দেশে, আর কিছু বেশী ভাল খুঁজিয়া না পাওয়ায় যেন ভিন্ন দেশের এক টুকরা ওখানে আনিয়া ফেলা হইয়াছে।

মনে হইতেছে, ঐ পশ্চাদ্‌ভাগের ভূখণ্ডে, ঐ সমতল-ক্ষেত্রে, এক নদীর ধারে এই "তুরান্‌"কে দেখিতে পাইব। কিন্তু এখনও ঐ নদীর প্রবেশ-মুখ দেখা যাইতেছে না।

আমাকে বাছিয়া লইতে বলায়, আমি ৬ জন মাথালো মাথালো লোক বাছিয়া লইলাম। উহারা এই দুঃসাহসিক কাজে আমাদের সঙ্গে যাইবে।

ইহারা সদ্‌বংশজাত পাকা নাবিক, তাতে আবার অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত; এসিয়ার একটা সমগ্র নগরের উপর চাপিয়া বসিবার পক্ষে এই কয়েকটি লোকই যথেষ্ট।

দিনের আলো দেখা দিয়াছে। আমরা একটা তিমি-মৎস্যের নৌকায় উঠিয়া যাত্রা করিলাম।

---

* "পিয়ের লোটি" ছদ্ম নাম। আসল নাম Viaud ফরাসী ঔপন্যাসিক ও ভ্রমণবৃত্তান্ত লেখক। তিনি একজন impressionist; এই ক্ষেত্রে তিনি খুব কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। একটা কোন পদার্থ দেখিলে হঠাৎ মনে যে, একটা সাদৃশ্যের আভাস উপলব্ধি হয় এবং তদনুরূপ ঐ পদার্থের যেরূপ বর্ণনা করা হয়, তাহাই "আভাস-গ্রাহী"—লেখকের বর্ণনার বিশেষত্ব।—শ্রীজ্যো...

† কোচিন-চাইনার অন্তর্গত প্রদেশ। আন্নামের উত্তরে টংকিং; পূর্ব্বে চীন সমুদ্র; দক্ষিণে কোচীন-চীন ও কাম্বোদিয়া এবং পশ্চিমে শ্যামদেশ। প্রধান বন্দর "তুরান"। চীনের সহিত ১৮৮৬ সালের সন্ধিসূত্রে এই প্রদেশ ফরাসীদিগের রক্ষণাধীন হইয়াছে। জনসাধারণ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী; শিক্ষিত লোকেরা কংফুচু-ধর্ম্মাবলম্বী।—শ্রীজ্যো...

আমাদের মধ্যে কেহই "তুরান" দেখে নাই। তাই এই অজ্ঞাত দেশে আমরা এইরূপ শাসন প্রচার করিতে যাইতেছি মনে করিয়া আমাদের খুব আমোদ হইতেছে।

পর্ব্বতগুলার মাথায় কালো গম্বুজের আকারে মেঘ লাগিয়া আছে। উর্দ্ধদেশে আমাদের মাথার উপর গুরুভার অন্ধকার স্তূপাকার হইয়া আছে।

পক্ষান্তরে হোথায়, এই নিম্ন ভূখণ্ডের উপর যেখানে আমরা যাইতেছি, আকাশের একটা আলো-কোজ্জ্বল গভীর ফাঁক্ দেখা যাইতেছে। তা ছাড়া, একটা অসংলগ্ন খাপ্ছাড়া জিনিসের ছায়া-ছবি মাটীর উপর অঙ্কিত রহিয়াছে ; ইহা "মার্ব্বেল-পর্ব্বত"; ইহার সহিত আর কিছুরই সাদৃশ্য নাই ; এই গঠনটি সমতল-ক্ষেত্রের মধ্যে দূরে পৃথক্‌ভাবে একাকী মাথা তুলিয়া আছে। রঙের প্রখর উজ্জ্বলতা ; এই বালুকারাশির মধ্যে, ইহা যেন একটা সৃষ্টিছাড়া জিনিস ; খুব একটা বড় ধ্বংসাবশেষ, না, একটা এব্ড়ো-খেব্ড়ো পাহাড় ? ইহার মধ্যে, কোন্‌টা তা কে জানে। এইটের উপর সকলেরই নজর পড়ে, এটা যেন এখানকার ভূদৃশ্যের একটা অপূর্ব্ব চীনা-পুতুলের খেলনা।

ঘণ্টাখানেক যাত্রার পর, জায়গাটা অনেকটা কাছা-কাছি হইয়া পড়িল। প্রথম দৃষ্টিতে যাহা সাদামাটা সচরাচর জিনিস বলিয়া মনে হইয়াছিল, এখন তাহার সমস্ত খুঁটিনাটি নজরে পড়িল ; এক সারি সমপরিমাণ নিম্ন বালুকাস্তূপ, তাহার উপর আমাদের দেশের ন্যায় গাছপালা। নদীর মুখটা এখন দেখা যাইতেছে, দুই বালুময় বিন্দুর মাঝে একটা প্রবেশ-পথ। প্রবেশ-পথের ধারে একটা ক্ষুদ্র গৃহ। এই জায়গাটায় কতকটা "গ্যাস্কইন্" কিম্বা "স্যাস্তোঙ্গের" ভাব আছে ; এবং দূর হইতে বেশ মনে করা যাইতে পারে, যেন ফ্রান্স দেশের কোন ছোটখাটো বন্দরে আসিতেছি। যাত্রা-পথে কখন কখন এই বিভ্রমটা মনে আনিতে ভাল্ লাগে।

কিন্তু গৃহটা যখন আরও কাছাকাছি হইল, তখন উহাকে একটা অদ্ভুত আকারের বলিয়া মনে হইল, যেন মুখ-ভ্যাংচাইতেছে। উহার বক্র-রেখান্বিত ছাদের উপর নানা-প্রকার কদর্য্য দৈত্য-দানব খোঁচা বাহির করিয়া আছে, উহাদের শিং আছে, উহাদের বক্র-নখযুক্ত থাবা আছে, এবং উহার মধ্যস্থলে মন্দিরসুলভ একটা বৃহৎ পদ্ম আছে…আঃ!…এই ত বুদ্ধ! এই ত প্রান্তিক এসিয়া!…কিছু পূর্ব্বে প্রবাসের কথাটা ভুলিয়া ছিলাম, আবার সহসা প্রবাসের ভাবটা, বহু-যোজনব্যাপী ব্যবধানের কথাটা মনে পড়িল। এই নিস্তব্ধ পুরাতন মন্দিরের চতুর্দ্দিকে পাণ্ডুবর্ণ মুসব্বর-তরু সর্ব্বত্র কণ্টক উড়াইয়া রহিয়াছে ইতস্ততঃ ছোট ছোট জীর্ণ বেঞ্চের উপর ধূপাধার স্থাপিত আছে—এই বেঞ্চগুলি বৌদ্ধ চৈত্য মন্দিরের রাস্তাটা প্রচ্ছন্ন রাখিবার জন্য সম্মুখে জলের ধারে, পর্দ্দার ন্যায় একটা চৌকোণা দেওয়াল গাঁথা হইয়াছে। এই দেওয়ালের গায়ে বিকটাকার থাবা-বিশিষ্ট একটা কাল্পনিক পশুর রঙিন ঈষদুন্নত ক্ষোদাই-কাজের মূর্ত্তি রহিয়াছে—উহা ভীষণ বক্রদন্ত বাহির করিয়া হাসিতেছে। দেওয়ালের কার্ণিসের নিম্নাংশে একটা লম্বা ভীষণ বাদুড় পাথরের পাখা মেলিয়া দিয়া আমাদের দিকে রক্তবর্ণ জিহ্বা বাহির করিয়া আছে। ভূতলে, একটা চীনা-মাটীর কচ্ছপ মাথা তুলিয়া আমাদের পানে চাহিয়া আছে। ইহা ছাড়া, অন্যান্য ক্ষুদ্র বিকটাকার জীব দেখা যাইতেছে উহারা নিশ্চল ; শীকার করিবার সময় হিংস্র পশু যেরূপ লাফ্ দিবার উদ্যোগ করে, সেইরূপ ভঙ্গীসহকারে দেহ সঙ্কোচ করিয়া যেন লম্ফ প্রদান করিতে উদ্যত। এই সমস্ত মূর্ত্তি অতি পুরাতন ; কালপ্রভাবে ও ধূলার আক্রমণে ক্ষয় হইয়া গিয়াছে ; কিন্তু উহাদের মুখে একটা জীবন্ত ভাব আছে—দুষ্টামীর ভাব আছে ; যেন আমাদিগকে বলিতেছে—বহুকাল হইতে আমরা এই নদীর প্রবেশ-পথ আগলাইয়া রহিয়াছি যাহারা এই পথ দিয়া যাইবে, তাহাদের আমরা সর্ব্বনাশ করিব।

বলা বাহুল্য, ইহা সত্ত্বেও, আমরা প্রবেশ করিলাম। কোথাও জনমানব নাই। মহা নিস্তব্ধতা, এবং একটা পরিত্যক্ত ভাব বিরাজ করিতেছে।

এই দেখ, কতকগুলো কামানের গাদা (এগুলা ফরাসী ওাউইট্‌জার কামান, দেখিলেই চেনা যায়। ১৮৭৪ সালের সন্ধিসূত্রে এগুলা রাজা তু-দুক্‌কে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।) ঐখানে বালুরাশির মধ্যে, চালাঘরের নীচে উহারা উল্টাইয়া পড়িয়া আছে, কোন কাজে আসিতেছে না। তা ছাড়া কতকগুলা নোঙ্গর ও লোহার শিকল একস্থানে গাদা

হইয়া রহিয়াছে। মনে হয়, আমাদের নদীর পথ রোধ করাই উহাদের উদ্দেশ্য ছিল।

ইহার পরেই বুরুজ-ওয়ালা একটা বড় কেল্লা। বুরুজের কামান বসাইবার মাটীর রন্ধ্র স্থানগুলা বাস, বুনো আনারস ও মনসা গাছে আক্রান্ত। একটা দণ্ডের প্রান্তদেশে, গিলটিকরা একটা কাঠের বিকট জীবের মূর্ত্তি, তাহার মুখের ভিতর, আয়াম দেশীয় একটা পটমণ্ডপ;—এই মুখটা, নিশ্চল ও উষ্ণ বায়ুর মধ্যে দুলিতেছে না, শুধু ঝুলিয়া আছে। সবে-মাত্র সূর্য্য উঠিয়াছে; ইহারই মধ্যে অনলবর্ষী প্রচণ্ড উত্তাপ। এ স্থানটা বরাবরই জনমানবশূন্য। অবশ্য এখন প্রভাত, লোকেরা এখনও ঘুমাইতেছে।

কিন্তু এ কি? একজন শাস্ত্রী পাহারা দিতেছে! আমাদের একজন নাবিক আকাশের দিকে তাকাইয়া দেখিতে পাইল—ঐ লোকটা আমাদের মাথার উপর কাঠের চার-পায়াওয়ালা এক রকম ক্ষুদ্র ঘরের মধ্যে উবু হইয়া বসিয়া আছে। তাহার পাশে বিপদ-সঙ্কেত করিবার জন্য একটা ঢাক রহিয়াছে! তাহার আপাদ-মস্তক কাপড়ে ঢাকা; দেখিলে মনে হয়, যেন একটা কদাকার বুড়ী—তাহারই মত পরিচ্ছদ, তাহারই মত মাথায় ঝুঁটি খোঁপা।

লোকটা আমাদিগকে তাকাইয়া তাকাইয়া দেখিতে লাগিল—পুতুলের মত নিশ্চল; মাথা না নাড়িয়া শুধু চোখ ফিরাইয়া দেখিতে লাগিল।

নদীর মুখটা আমাদের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হইল—বেশ সিধা, বেশ একটু চওড়া। উর্দ্ধোত্থিত গলুই ও দীর্ঘ-মাস্তুল-বিশিষ্ট কতকগুলা নৌকা হোথায় নদীর দুইধারে নঙ্গর করিয়া আছে; তুরান নগর এখনও একটু দূরে দেখা যাইতেছে। টালি কিংবা পাতা-ছাওয়া ঘর গাছপালার মধ্যে ইতস্ততঃ বিকীর্ণ রহিয়াছে; একটা যষ্টির মাথায় লাগানো চীনা 'সাইন বোর্ড', কতকগুলা বাঁশঝাড়, কতকগুলা "মিরাদর" (নহবৎখানা), কতকগুলা মন্দির। এই সমস্ত আমাদের নিকট ক্ষুদ্র ও নিতান্ত দীনহীন বলিয়া মনে হইল। এ কথা সত্য, গাছপালার মধ্য দিয়া নগরটা আরও অনেক দূর পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে; কিন্তু তাতে কিছু আসিয়া যায় না—আমরা আশা করিয়াছিলাম, ইহা অপেক্ষা বড় নগর দেখিব।

নদীর উচ্চ পাড়ের উপর কে-একজন লোক আপনাকে আপনি হাত-পাখায় বাতাস করিতেছে এবং বেশ একটু দরদ দেখাইয়া হাতের ইসারা করিয়া আমাদিগকে আহ্বান করিতেছে।

হাত-পাখা নাড়িয়া এমন সুন্দর ভঙ্গীসহকারে কে আহ্বান করিতেছে? পুরুষ না রমণী? এ দেশে তাহা জানিবার জো নাই। একই রকম পরিচ্ছদ, মাথায় একই ধরণের ঝুঁটি-খোঁপা, একই রকম কুৎসিত চেহারা...

কিন্তু না। এ যে মোসিয়ো হোয়ে—উভচর-জাতীয় মধ্যবর্ত্তী ব্যক্তিবিশেষ—যিনি অনতিবিলম্বে তুরানের সহিত আমাদের সন্ধি-সম্বন্ধ স্থাপনের কাজে একটা প্রধান স্থান গ্রহণ করিবেন; পাদ্রির মত আলখাল্লা পরা, বানরের মত মুখ, মাথায় খুব উচ্চ একটা খোঁপা-ঝুটি; তাহার উপর দিয়া একটা রুমাল বাঁধা;—মনে হয়, যেন একজন বৃদ্ধ লোক বিছানায় শুইতে যাইতেছে। সে 'চিন্‌চিন্' বলিয়া নতশিরে নমস্কার করিল—তাহার পর "গাইডের" ভাব ধারণ করিয়া ফরাসী ভাষায় বলিল—"বোঁ জুর্ ম্যসিয়ু"! তখন আমার তিমি-ডিঙ্গিটা সবেগে বালির উপর আনিয়া ফেলিলাম, এবং তীরে ভিড়াইলাম।

মোসিয়ো হোয়ে আবার আমাদের প্রত্যেককে সাত বার নতশিরে নমস্কার করিয়া, উপাধি সহ নিজের নাম ঘোষণা করিলেন—"মহাশয়, আমি মোসিয়ো হোয়ে, আদ্রান্ কালেজের পুরাতন ছাত্র, এবং মহামহিম রাজশ্রী তু-ডুকের সরকারী দোভাষী।" এই কথা বলিয়া আমাদের দিকে একটা ছোট কদা-কার হাত বাড়াইয়া দিলেন—হাতটা আঁচিলে ভরা; চীনীয় সাহিত্যিকদের মত হাতের নখগুলা—যেন উহার বৃদ্ধি এখনো শেষ হয় নাই। এইবার তিনি আমাদের পাশে আসিয়া বসিলেন।

বোধ হইতেছে, "ম্যান্দারীন," ঐ ওদিকে একে-বারে প্রান্তভাগে থাকেন। আমরা আমাদের নদীপথে বরাবর চলিতে লাগিলাম।

নদীর ধার দিয়া যাইবার সময় দেখিলাম, বুনো গোলাপ-গাছে গুচ্ছ-গুচ্ছ গোলাপফুল, এবং অনেক প্রকার ফুল গালিচার মত ভূতলে বিস্তৃত—ইহার রং লাল।

বৃক্ষের শাখাপল্লব সর্ব্বত্রই উজ্জ্বল বর্ণের—চীনারা এইরূপ উজ্জ্বল বর্ণের শাখাপল্লব চিত্র করিতে ভাল-বাসে; ধুতরা, মনসা; একটু খর্ব্বকায়, কিন্তু খুব তাজা ঝোপ ঝাড়; সবুজ পালকের মত নারিকেল গাছ

ইতস্ততঃ রোপিত ; শীর্ণকায় বাঁশঝাড় অন্য বৃক্ষাদি অপেক্ষা উচ্চ—তৃণ-জাতীয় উদ্ভিজ্জসুলভ স্বীয় সৌকুমার্য্য বজায় রাখিয়া, বুনো ছোলার মত খুব হাল্‌কা ভাবে নুইয়া পড়িয়াছে।

এই সুন্দর হরিৎ-শোভার মধ্যে গৃহগুলা কদাকার, মানুষগুলা ততোধিক কুৎসিত। এইবার ঝুঁটি-বাঁধা পুরুষ দেখা যাইতে আরম্ভ করিয়াছে—আমাদিগকে দেখিবার জন্য উহারা ছুটিয়া আসিতেছে।

তুরানের কাছাকাছি স্থানগুলা সজীব হইয়া উঠিয়াছে। পাতলা খেঁকি কুকুরগুলা আমাদের পিছনে ভেউ-ভেউ করিতেছে। কালো কালো কতকগুলা শূকর মুখে বেশ একটা সজীব স্ফূর্ত্তির ভাব—মাটীতে পেট ছুঁয়াইয়া চলিয়াছে—উহাদের পিছনে কতকগুলা লাল-ককুদ-বিশিষ্ট ক্ষুদ্রকায় গরুও চলিয়াছে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মহিষ—আকারে জলহস্তীর মত—উচ্চ ঘাসের ভিতর মজ্জিত হইয়া আছে। উহাদের আর্দ্র নাসা প্রায় মাটী ছুঁইয়া আছে; উহাদের শৃঙ্গ অতি ভীষণ; আমাদের গন্ধ পাইয়া নাক তুলিয়া নিশ্বাস গ্রহণ করিতেছে—যেন আমাদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য উদ্যত।

এইবার একটা সহরতলীর মত স্থানে আসিয়া পড়িয়াছি। নদীতটের ধারে কতকগুলা পর্ণ-কুটীর।

কতকগুলি পীতবর্ণ রমণী—অতি কদাকার—কুটীর হইতে বাহির হইল এবং জলে পা ডুবাইয়া, আমাদিগকে ভাল করিয়া দেখিবার জন্য অগ্রসর হইল। উহারা প্রভাতের সাজসজ্জায় সজ্জিত। অশ্বপুচ্ছের ন্যায় কর্কশ কৃষ্ণ কুন্তলরাশি বাঁকাইয়া ধরিয়া আমাদের সম্মুখে এলোধরণের খোঁপা বাঁধিল। উহারা পাণ ও সুপারী চিবাইতেছে। ইচ্ছা করিয়াই ছোট ছোট হাই তুলিয়া উহাদের বহিষ্কদগত লম্বা দন্তপংক্তি আমাদিগকে দেখাইতেছে। দাঁতগুলা মিশ্‌কালো। (আনাম প্রদেশে ভাবুনে মেয়েরা লাক্ষার প্রলেপ দিয়া এইরূপ কৃত্রিম রঙে দন্ত চিত্রিত করে)।

স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, ইহারা তুরানের "বসন্তসেনার" দল। মুখের উপর এই সব দাগ, আহ্বানের এই সব মুচ্‌কি হাসি—একটু পরে আমরা এই-সব আরও দেখিতে পাইব ; কারণ, পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এই একই জিনিস দেখিতে পাওয়া যায়।

মোসিয়ো হোয়েকে জিজ্ঞাসা করায়, তিনি, চোখ নীচু করিয়া উত্তর করিলেন—"হাঁ, এ সেই অবলাই বটে।" এই কথা শুনিয়া আমার খালাসীরা হাসিয়া উঠিল। অর্দ্ধনিমীলিত চক্ষে সলজ্জভাবে হোয়ে মহাশয় এই কথাই পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন। "হাঁ, মশায়, তাই বটে—হাঁ মশায়, ওরা বাস্তবিকই তাই।"

তথাপি, পুরো-মাস্তলের খালাসী ঘনিষ্ঠ ধরণে তুইতাকারি প্রয়োগ করিয়া স্বীয় মনোভাব গুজ্‌গুজ করিয়া চাপা স্বরে উহাদের নিকট ব্যক্ত করিল।

—তোরা ত বাঁদরী—তোরা আবার হাবভাব দেখাচ্ছিস—রূপের বড়াই করছিস্‌···আমি যদি বাঁদর হতুম্‌, তাহলে বটে···কিন্তু যা দেখছি—না, কতকগুলা বাঁদরী। না না, কখনই না।"

তটভূমির সবুজ ঝোপঝাপের মধ্যে কোন কোনটায় সাদা ফুলের গুচ্ছ—গজদন্তের মত সাদা—কন্দমূলজাতীয় উদ্ভিজ্জের আকার। আর কতকগুলার অগ্নিশিখার মত জ্বলন্ত টক্‌টকে লাল ফুল। উহার পাপড়িগুলা শিখের মত উর্দ্ধে উঠিয়াছে। ইহা যেন চীনা আতসবাজির মত, হরিৎ উদ্ভিজ্জের মধ্যে ইতস্ততঃ জ্বলিয়া উঠিয়াছে।

বড় বড় প্রজাপতি, খুব বড় বড় মাছি এই সব ফুলের উপর বিচরণ করিতেছে—অনেকগুলা প্রজাপতি একেবারেই কালো, ডিগ্‌বাজি খাইয়া উল্টাইয়া উল্টাইয়া পড়িতেছে ; পাখা বেশী ভারী বলিয়া উহারা আপনাদিগকে সামলাইতে পারিতেছে না। দেখিলে মনে হয়, যেন মখমলের পাখা।

সমস্ত প্রান্তিক এসিয়ার ন্যায়, এ দেশে মৃগনাভির গন্ধ সর্ব্বত্র পাওয়া যাইতেছে। যতই অভ্যন্তর-প্রদেশে প্রবেশ করা যাইতেছে, ততই মৃগনাভির এই তীব্র গন্ধ আরও তীব্ররূপে অনুভূত হইতেছে। ইহার সঙ্গে এই-সব গাছপালা-নিঃসৃত সুরভিশ্বাসে, প্রখর সূর্য্যের কিরণে, উত্তপ্ত মনুষ্য-বিষ্ঠার গন্ধ মিশ্রিত হইয়াছে।

এখন আমরা উর্দ্ধোত্থিত-গলুই কতকগুলা নৌকার সম্মুখ দিয়া যাইতেছি। প্রত্যেক নৌকায় দুইটা দুইটা রং করা চোখ ; নৌকার পুরোভাগটা মাছের মাথার মত। সমস্ত মৎস্যজীবী জেলিয়া এইখানে উপস্থিত ;—নৌকার উপর ছোট ছোট মাটীর উনানে পূতিগন্ধময় ভাত ও চিংড়ির ঝোল রান্না হইতেছে। কতকগুলি নগ্ন শিশু—আপাদমস্তক পীতবর্ণ, লম্বা চুল,—সমস্ত নৌকাময় পিল্‌পিল্‌ করিয়া,

কিল্‌বিল্‌ করিয়া বেড়াইতেছে, দাঁড়ের উপর বসিতেছে, গহ্বরের মধ্যদণ্ডের উপর বসিতেছে, একটা সতর্কতা ও বৈরতার ভঙ্গীসহকারে আমাদিগকে দেখিতেছে। উহার মধ্যে সবেমাত্র জন্মিয়াছে, এইরূপ খুব ছোট ছোট শিশুও আছে; উহারা পাছার উপর স্বীয় হস্তমুষ্টি রাখিয়া পেট বাহির করিয়া "যুদ্ধং দেহি" ভাব ধারণ করিয়াছে।

নদীর দক্ষিণ তীরে, কোন দুর্লভ জীব-বিশেষ চরিয়া বেড়াইতেছিল, তাহা আমাদিগকে দেখাইবার জন্য হোয়ে মহাশয়ের বিশেষ আগ্রহ—একটা ঘোড়া। এ ঘোড়াটা শাদা; আর একটা কালো ঘোড়াও আছে (তুরানে লোকে পাল্কী করিয়াই বেড়ায়)।—"ধন্যবাদ মোসিয়ো হোয়ে; কিন্তু অন্য দেশেও আমরা এই জাতীয় জানোয়ার দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি।"

তুরানের প্রথম বাড়ীগুলা আমাদের চোখের সামনে দিয়া যাইতেছে—বেশীর ভাগ বাঁশের পর্ণকুটীর—খুবই ক্ষুদ্র, ফেরিওয়ালা দোকানের মত শুধু তাহার তিন দিক্‌ আছে। রাত্রে, সহজে নাড়ান যায়, এইরূপ বেতের কপাট দিয়া বন্ধ করা হয়; কিন্তু দিনের বেলা ওদের কাজকর্ম্ম সমস্ত দেখিতে পাওয়া যায়। এখন উহারা কালো-রং-করা দন্তের সাহায্যে প্রাতর্ভোজনে ব্যাপৃত; একটা চীনামাটীর বাটিতে উহাদের সেই চিরন্তন ভাত ও মাছ। এই বাটির গায়ে নীল রংএ দৈত্যদানব আঁকা।

সর্ব্বত্রই উহারা ভোজনে ক্ষান্ত হইয়া কৌতূহল ও উদ্বেগ সহকারে আমাদিগকে দেখিতেছে।

এখন আমরা খুব আস্তে আস্তে চলিতেছি—এই সব লোকদিগকে ভাল করিয়া দেখিবার সুযোগ পাইয়া আমাদের খুব আমোদ হইতেছে। নদীর ধার দিয়া যে সরু পথটা গিয়াছে, সেই পথে এখনই লোক চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। সকলেরই গায়ে আঁটাসাঁটা একই রকমের জোব্বা; কিন্তু রংএর বৈচিত্র্য আছে। গরীব লোকদের ময়লা ধূসর রংএর পাশে জর্দ্দা ও সবুজ রং;—শেষোক্ত এই দুই রং সুবেশী সৌখীন লোকদিগের পছন্দসই। খড়ের টুপি;—যত রকম মাপের টুপি আমাদের জানা আছে, ইহা তাহার বহির্ভূত। স্ত্রীলোকদের কানা-বাহির করা টুপি বাঙ্ক-প্রদেশের প্রকাণ্ড ঢাকের মত। পুরুষদের টুপি কোণালো ও সূচালো—যেন একটা প্রকাণ্ড বাতির ফানুস। উহারা নীল ও লাল রংএর পরিচ্ছদ পরিয়া কেজো লোকের মত মুখের ভাব করিয়া, হেলিয়া দুলিয়া গদাইলস্করী চালে নদীর ধার দিয়া চলিয়াছে—এই সাজসজ্জা ও চলিবার ভঙ্গী যে কতটা রহস্যজনক, সে বিষয়ে উহারা সম্পূর্ণ অচেতন। সকলে একই স্থানে আসিয়া সমতল "জঙ্ক" নৌকায় উঠিয়া ওপারে যাইতেছে। যাত্রাকালে আরও কতকগুলি ছোট ছোট পুরাতন জীর্ণ মন্দির দেখিতে পাইলাম। উহাদের গায়ে চিত্রিত দৈত্যদানব সমস্তই কাল-বশে ও ধূলার ঘর্ষণে ক্ষয় হইয়া গিয়াছে। তাহার পর এক জায়গায়—যেখানে তীরভূমি একটু উন্নত—একটা সবুজ গড়ানে মাটী। মোসিয়ো হোয়ে একটা সরু পথের সম্মুখে আমাদিগকে থামাইলেন; আমরা তখন একটা নৌকার গা ঘেঁসিয়া আমাদের সাদা তিমি-নৌকাটা নোঙ্গর করিলাম। নোঙ্গর করিয়া বালুর উপর লাফাইয়া পড়িলাম।

ডাঙ্গায় নামিবামাত্রই খুব গরম বোধ হইতে লাগিল; ঐ গরমটা একটু বেশী গুরুভার—ভিজা ভিজা। চীনা-পর্দ্দার হাল্‌কা বাঁশগুলা একটা চলন্ত কম্পমান ছায়া বিস্তার করিয়াছে; এই উষ্ণ ছায়ায় না পাওয়া যায় আরাম, না পাওয়া যায় বিরাম। কতকগুলা পাথরের ধাপ দিয়া আমরা উপরে উঠিলাম; "মান্দারীন" অর্থাৎ প্রধান কর্ম্মচারীর দ্বারপ্রকোষ্ঠ আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইল; ইহার ফাটক ভারতীয় ধরণের; ফাটকের মাথায় নহবৎখানার মত একটা ঘর; সেই ঘরে প্রহরীর একটা কুলঙ্গী আছে, আর একটা ঢাক আছে।

মনে হইতেছে, যেন এই গৃহের সকলেই এখনো নিদ্রাভিভূত—যদিও প্রাতঃসূর্য্য এরই মধ্যে স্বীয় দারুণ জ্বলন্ত কিরণে দিগ্‌বিদিক্‌ আলোকিত করিয়াছে।

একা আমরাই শুধু এই ক্ষুদ্র বাগানটিতে রহিয়াছি। বাগানটি একটু পুরাতন ধরণের—কিম্ভূতকিমাকার ধরণের। বাগানের মধ্যস্থলে অলঙ্কার-স্বরূপ একখণ্ড চৌকোণা দেয়াল অবস্থিত—আনাম্‌ প্রদেশে এইরূপ ইমারতি অলঙ্কারের খুব রেওয়াজ আছে। আর একটা খুব প্রাচীন "বাস্‌ রিলীফ" মূর্ত্তি পাদপীঠের উপর দণ্ডায়মান।

চীনামাটীর ফলকের উপর চিত্রহরিণ এবং অন্যান্য কাল্পনিক মূর্ত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে; চীনী ধরণের গাছের তলায় উহারা অবস্থিত, গাছের পাতাগুলা

সবুজ ঝিনুকে গঠিত। ছোট ছোট পথ আড়া-আড়ি ভাবে ঘুরিয়া ফিরিয়া গিয়াছে। বালু-মাটীর উপর পেরিউইঙ্কল্ ফুল, ডালিমের ফুল, ঘোর কালো রঙের অতি ক্ষুদ্রকায় বঙ্গীয় গোলাপ ফুটিয়া আছে। একটা নিস্তব্ধতা ও সূর্য্যের প্রখর তাপে দিগ্‌বিদিক্ অভিভূত। গুরুভার কালো কালো প্রজাপতি উড়িয়া বেড়াইতেছে। উদ্যানের পশ্চাদ্ভাগে একটা গৃহ। গৃহ একেবারেই রুদ্ধ।

হোয়ে মহাশয় স্বীয় বানর-কণ্ঠস্বরে ডাক দিতেছেন, কথাবার্ত্তা চালাইতেছেন, চীৎকার করিতেছেন। তখন কতকগুলা নীচাশয় ভৃত্য ভীতভাবে তাড়াতাড়ি আসিয়া ঘরের দরজা খুলিয়া দিল। আমরা গৃহে প্রবেশ করিলাম। এই উদ্‌ঘাটিত গৃহ এক্ষণে একটা গম্ভীর-পরিসর চালাঘরের মত মনে হইল। জনপ্রাণী নাই—অন্ধকার।

ভৃত্যেরা মান্দারীন্‌কে জাগাইতে গেল। আমরা অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। ইত্যবসরে এই স্থানটা ভাল করিয়া দেখিতে লাগিলাম। না জানি, কোন্ সুদূর অতীত যুগের কতকগুলা অকেজো স্থাবর জিনিস, রাজকীয় উৎসব-অনুষ্ঠানের জিনিস, রাজবৈভব প্রদর্শনের জিনিস, কতকগুলা চামর, কতকগুলা রাজচ্ছত্র, কতকগুলা পাল্‌কী, অন্ধকার চাঁদোয়া ছাদের গায়ে, মাকড়সার জাল ও ধূলারাশির মধ্যে ঝুলে ঝোলানো রহিয়াছে। একটা তালপাতার পর্দার আড়ালে, ঘরের একটা কোণে, তুয়ানের বিচারকার্য্য নির্ব্বাহের জন্য যাহা কিছু আবশ্যক, সমস্তই রহিয়াছে—দাঁড়িপাল্লা, কলসী, শাস্তির দণ্ড-কাষ্ঠ, পা পিষিবার জন্য শক্ত কাঠের সাঁড়াশী, প্রেতাত্মাদিগকে আবাহন করিবার জন্য ঘণ্টা, প্রহার করিবার জন্য কতকগুলা বেত।

আবাসগৃহের মধ্যস্থলে একটা সম্মানের টেবিল; টেবিলের চারিধারে ক্ষোদাই-কাজ-করা পুরাতন বেঞ্চের উপর বসিয়া আমরা মান্দারীনের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। মান্দারীনের শুভাগমন কখন্ হইবে কে জানে।

পরিশেষে একটা পিছনের দরজা দিয়া, চওড়া-আস্তিনওয়ালা নীল ক্রেপের পরিচ্ছেদ-পরিহিত একজন অতি বৃদ্ধ খুব কাঁপিতে কাঁপিতে ঘরে প্রবেশ করিলেন। থাব্‌ড়া-থোবড়া এশিয়া-খণ্ডসুলভ মুখশ্রী যেন সাদা বরফের গুঁড়া ছড়ানো এবং তাহার এব্‌ড়ো-খেব্‌ড়ো ছাগলে-দাড়ি মোঙ্গলীয় ধরণে ছাঁটা; মনে হয়, যেন একটা হলদে রংয়ের মুখসে লাগানো এক গুচ্ছ সাদা বালাঞ্চি ঝুলিতেছে।

তিনি খুব ঘাড় হেঁট করিয়া চিন্‌চিন্ অভিবাদন করিলেন; তাহার পর আমার প্রসারিত হস্ত গ্রহণ করিয়া শান্তিস্থাপনের নিদর্শনস্বরূপ, ভীতিবিস্ময়-সহকারে হস্ত মর্দ্দন করিলেন। তাহার পর টেবিলের চারিধারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া যে সব নাবিক আমার সহিত একত্র বসিয়াছিল, সকলেরই হস্ত মর্দ্দন করিলেন। তাঁহার লম্বা লম্বা নখের দরুণ এবং চওড়া আস্তিনের ভাঁজের দরুণ এইরূপ হস্তমর্দ্দন করিতে তাঁহার একটু বাধো-বাধো ঠেকিতেছিল।

এই বড় অন্ধকেরে ঘরটা ক্রমে ক্রমে লোকে ভরিয়া গেল, তাহারা নিঃশব্দে প্রবেশ করিয়া, কথাবার্ত্তা শুনিবার জন্য দাঁড়াইয়া রহিল। অনেকগুলি বৃদ্ধ 'মমি'র মত পিঙ্গলবর্ণ, পরিচ্ছদ অতি দীন ধরণের; চৌকা মাথা; হূন্‌জাতিসুলভ মুখমণ্ডল। একদল চীনা, মুখে ধূর্ত্তামীর ভাব, প্রথম শ্রেণীর মধ্যে অনধিকার প্রবেশ করিয়া আমাদের নিকট পর্য্যন্ত ঠেলিয়া আসিয়াছে। তা ছাড়া, আনাম্ প্রদেশের বিদ্রোহ-উত্তেজক অনেক বদ্‌মায়েসও উপস্থিত আছে। এই সব এসিয়া-সুলভ মুখগুলার পশ্চাতে, গৃহের শেষ প্রান্তে এখন স্পষ্টরূপে দেখা যাইতেছে—কতকগুলা ভাঙ্গা-চোরা কিম্ভূত কিমাকার জিনিস সর্ব্বত্র ঝুলানো রহিয়াছে, যথা—ঢাক, ঢোল, কতকগুলা ন্যাকড়া কাপড়, কতকগুলা পাল্কী যাহা পুরাকালে সোনার দৈত্যদানবের মূর্ত্তিতে বিভূষিত ছিল, এক্ষণে এই সমস্ত ধূলার ঘর্ষণে ক্ষয় হইয়া গিয়াছে। মৃত জগতের এই সমস্ত পুরাতন পুতুলের মধ্যে আমার নাবিকেরা বিজয়-সূচক খাতির-নদারদ্‌ভাবে বসিয়া আছে, মুখে বেশ জীবন্তভাব—গর্ব্বোন্নত ভাব, অবাধ সহজ ভাব।

যখন আমি তুয়ান-আন্‌এর খণ্ডযুদ্ধের কথা, আমাদের জয়লাভের কথা, হুয়ের রাজার সহিত আমাদের সন্ধিস্থাপনের কথা বলিতে আরম্ভ করিলাম, তখন সকলে নিস্তব্ধ হইয়া শুনিতে লাগিল। দোভাষী আমার কথাগুলা ধীরে ধীরে ভাষান্তর করিতে লাগিল; আমাদের চারিপাশে হাত-পাখা ও চামর-সঞ্চালনের শব্দ ছাড়া আর কিছুই শুনা যাইতেছিল

না। তথাপি উঁহাদের মনোযোগপূর্ণ মুখে কোন প্রকার আবেগের চিহ্ন দেখা গেল না। খুব সম্ভব, পরাজয়ের খবরটা উঁহারা পূর্ব্বেই রাজার বার্ত্তা-বাহকের মুখে শুনিয়াছিল। এখন কেবল উঁহাদের মধ্যে ইসারা বিনিময় চলিতেছে, উঁহাদের উপরদিকে-তোলা ছোট-ছোট চোখের চোখ-টেপাটেপি চলিতেছে, যেন আপনাদিগের মধ্যে এই কথা চলিতেছে—"ভালই হয়েছে; যা আমরা শুনলেম, তা ভালই মনে হচ্ছে; ওঁর বর্ণনাটা খুব ঠিক।"

অবশেষে যখন আমার দেখা-সাক্ষাতের কাজ শেষ হইল, তখন বৃদ্ধ মান্দারীন্ ভীত হইয়া পড়িল। ফরাসী জাহাজের উপর উঠিতে হইবে, এই কথা মনে করিয়া বৃদ্ধ ভয়ে কাঁপিতে লাগিল।

প্রথমে সে একটু তর্কবিতর্ক করিল, তাহার পর অনুনয় করিতে লাগিল।—যখন যাইতেই হইবে, তখন অবশ্যই যাইবে; কিন্তু বন্দীর ন্যায় আমাদের সহিত একলা, আমাদের সাদা জাহাজে উঠিবে না। এই কথা মনে করিয়াই তাহার ভয় হইতেছিল, কষ্ট হইতেছিল আপনার বাঁচোয়ার জন্য এবং জাঁকজমকের উদ্দেশে ও সুবিধার হিসাবে—যদি আমরা তাহার কথার উপর বিশ্বাস করি—আমাদের একঘণ্টা পরে অনুচরবর্গের সহিত ছত্রাদি লইয়া সবৈভবে নিজের নৌকা করিয়া যাইবে বলিল।

তাহার পলিত কেশ ও মুখের অকপট ভাব দেখিয়া আমি তাহার সমস্ত কথাতেই সম্মত হইলাম। এখন আমরা একেবারেই বন্ধুর সামিল হইয়া পড়িলাম। তখন সহকারী কর্ম্মচারীরা,—আর কিছু শুনিবার নাই দেখিয়া, নিম্নস্বরে কথা কহিতে কহিতে "চিন্‌চিন" ও নতশিরে অভিবাদন করিতে করিতে প্রস্থান করিল।

তথাপি, উঁহারা আমাদের জন্য বেশ সুস্বাদু চা প্রস্তুত করিয়াছে, যাইবার আগে এই চা আমাদিগকে পান করিতে হইবে। নীলরঙের ছোট ছোট চীনা-মাটীর পেয়ালায় মান্দারীন নিজহস্তে চা পরিবেষণ করিতে লাগিলেন। পেয়ালা খালি হইবামাত্রই আবার ভরিয়া দিতে লাগিলেন। চায়ের থালাটা প্রজাপতি ও কীট-পতঙ্গের আকারের ঝিনুকে খচিত—অতি চমৎকার; চা-দানীটা পুরাতন চীনা বাসনের; তাঁবার কাত্‌লীটা যেন চিত্রশালার কতকগুলা খণ্ড; কিন্তু আমাদের ৭ জনের জন্য কেবল একটা সীসার চামচ;—চিনি ঘুঁটিবার জন্য ঐ একই চামচ সকলের কাছে ফেরানো হইতে লাগিল; কোণালু আকারের সূচ্যগ্র সিগারেট, হাতে গুটাইয়া তাড়াতাড়ি আমাদিগকে দিল। কারণ, এই সময় বিদায় লইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়াছিলাম। আমাদিগকে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য মান্দারীন বাহির হইয়া স্বীয় সূর্য্যদগ্ধ উদ্যানের ভিতর দিয়া চলিতে লাগিলেন। আদব-কায়দার নিয়মানুসারে এক ভৃত্য তাঁহার সম্মুখে একটা কালো ছাতা ধরিল—ছাতাটা নিনিভা-নগরের একটা বাস্‌রিলীফের মত। মনে হইতে লাগিল, যেন প্রাচীন এসিয়ার না জানি কোন্ সুদূর অতীত যুগের একটা স্মৃতি সমস্ত পদার্থের মধ্যে আকাশে বাতাসে চরিয়া বেড়াইতেছে; বর্ত্তমান শতাব্দীর ধারণাটা আমাদের মন হইতে ক্ষণকালের জন্য বিলুপ্ত হইল।

বাঁশঝাড়ের নীচে একটা সরু পথে কতকগুলা লোক নিষ্ঠুরভাবে খুব ছোট ছোট গোল খাঁচার ভিতর কতকগুলা মুরগ-মুর্গী পূরিয়া আমাদিগের নিকট বিক্রয় করিবে বলিয়া অপেক্ষা করিতেছে। তার পর ডিম, কলা, পাতিহাঁস ও নেবুও বিক্রয়ার্থ রাখিয়াছে। ম্যসিয় হোয়ে আবার উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন—"কোনও জিনিস কিনিতে হইলে লোক এই বাজারে আসে।" আমরা দেখিয়াছি, নদীর অপর পারে সমস্ত লোক আসিয়া থাকে।

শীঘ্রই আমরা নদী ছাড়াইয়া গেলাম। এক্ষণে আমরা তুরানের জনতার সহিত মিশিব। আমাদের খুব আমোদ হইবে। তা ছাড়া, জাহাজের পীড়িত লোকদিগের জন্য ডিম, ফল ও অন্যান্য তাজা আহার-সামগ্রী পাঠাইতে হইবে।

কিন্তু এই দেখ, আমাদের সেই পুরোমাস্তুলের নাবিক যখন তার দাঁড়ে বসিতে যাইবে, সেই সময় হঠাৎ তার মন বদলিয়া গেল—একটু পূর্ব্বে সেই রমণীদের সম্বন্ধে তার যে মনোভাব ছিল, হঠাৎ সেই মনোভাবে একটা পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইয়াছে। এই নদীর তীর ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে আবার তাহাদের সহিত একবার দেখা করিবার জন্য আমার নিকট অনুমতি চাহিল। বড়মাস্তুলের নাবিকও তাহার সঙ্গে যাইবে বলিল।

একটা ছোট পুষ্পিত পথ দিয়া উঁহারা সেখানে শীঘ্রই উপস্থিত হইল। সেখানে খুব অল্পক্ষণ থাকিয়া

উহারা একটা ঝাপান-নৌকা করিয়া ফিরিয়া আসিল।

—"আঃ না—না—এই গ্যালান্ট্রি বড়ই বিপদ্‌জনক; এতে খুবই অনিষ্ট হবার কথা। কতকগুলি মানবাত্মা আমার হেপাজতে আছে;—আমি খুব রাগ প্রকাশ ক'রে অস্বীকার কর্‌লেম।"

এই বাজারটা অতি জঘন্য—কত পোকা-মাকড় কিল্‌বিল্‌ করিয়া বেড়াইতেছে।

একটা চৌকোণা খোলা জায়গায় বাজারটা বসিয়াছে। মাথার উপর প্রখর রৌদ্র। বাজারের প্রত্যেক ধারে ডবল-সারি চালা-ঘর; সেই-সব চালা-ঘরে বিক্রেতারা বসিয়াছে। শেষ একটা প্রান্তে মন্দির-প্রাচীর; এই প্রাচীরের উপর চীনামাটীর পুরাতন ক্ষুদ্রাকৃতি বিকট জীব-সকল উপবিষ্ট।

চা-প্রস্তুতকারীরা দৈত্যদানা-চিত্রিত নীল রঙের পেয়ালায় সকলকে গরম-গরম চা পরিবেষণ করিতেছে। তাহার পর মেঠাইওয়ালা, কিম্ভূত-কিমাকার চীনা-পুতুলের মূর্ত্তি-বিক্রেতা—ইহারাও আছে, সবুজ পাতায় রক্ষিত কিমাই করা মাংসের ছোট ছোট গুলি, মাছের ডিমে তৈরী আমলেট; ধুম-বাসিত ছাপ দেওয়া, কড-মৎস্যের ধরণে চ্যাপটা করা কতকগুলা শুকানো কুকুর; গোটা শূকর কতকগুলা বেতের ভিতর আবদ্ধ রাখা হইয়াছে—এবং ধরিবার জন্য একটা মুষ্টি-হাতল তাহাতে লাগানো আছে। যে-সব জিনিস দেবতাদের কাজে আসে;—যথা লাল চর্ব্বির বাতি ও ধূপ-কাঠি প্রভৃতি রহিয়াছে। লোকগুলা অতি নোংরা, সকলেরই দীন দশা, আর পরস্পরের মধ্যে কেবলি গালিগালাজ চলিতেছে।

মাথার উপর সূর্য্যের প্রখর কিরণ। ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীর দল হস্ত প্রসারিত করিয়া লোকদিগকে বিরক্ত করিতেছে। পাঁচড়া-গাত্র ভিক্ষুকেরা বানর-সুলভ দক্ষতা-সহকারে গা চুল্‌কাইতেছে। কতকগুলো লোকের দেহ কুষ্ঠক্ষতে আচ্ছন্ন; মুখ ঘায়ে ভরা; কতকগুলা বুড়ীর ঠোঁট নাই, চোখের পাতা নাই। এবং নাকের পরিবর্ত্তে একটা ছিদ্র মাত্র আছে—যেন মৃত্যুকে আঘ্রাণ করিতেছে।

প্রথমে যেন কি একটা ভয়ে উহারা আমাদের নিকট হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছিল; এখন আবার আমাদিগকে দেখিবার জন্য নিকটে আসিল। এই জনতার মধ্যে কতকগুলি শিশু উহাদের অদ্ভুত রকমের ছোট মুখ, সুন্দর অলুম্বলে চোখ, একেবারে নগ্ন, মাথায় উঁচু করিয়া ঝুঁটি বাঁধা; কতকগুলি তরুণী, উহাদিগকে সুশ্রী বলিলেও চলে; লম্বা চুল, গ্রীক্‌ধরণে বাঁধা, বিড়ালের মত চোখ। দাঁত সর্ব্বদাই কালো রঙে রংকরা; চুণ-দেওয়া পাণ চিবাইতেছে, তাহাতে করিয়া ঠোঁটের উপরেও একটা লালের পোঁচ পড়িয়াছে। কতকগুলি অল্পবয়স্ক যুবক; বক্ষোদেশ নগ্ন, ছিপছিপে সুবঙ্কিম গঠন; স্ত্রীলোকের মত সুন্দর কেশগুচ্ছ; কিন্তু পরে পরিণত বয়সে ইহারা কুৎসিত দেখিতে হইবে; তখন উহাদের দাড়ির চুল গজাইতে সুরু করিবে—Seal মৎস্যের ঠোঁটের লোমের মত—১০।১২টা কর্কশ লম্বা লোম ঝুলিয়া পড়িবে।

এই সকল মুখ বড় বড় টুপির ছায়ায় আচ্ছন্ন; এই টুপির প্রত্যেক পাশ হইতে, ঘণ্টি নাড়িবার দড়ির মত এক একটা ঝাপ্পা ঝুলিতেছে; এই ঝাপ্পাগুলা ঝিনুকের ফুলের দ্বারা বিভূষিত; ঝিনুকে প্রায়ই বাদুড়ের মূর্ত্তি অঙ্কিত। যখন বাতাস বহিতে থাকে, তখন উহারা দুই হাতে দুই ঝাপ্পা ধরিয়া থাকে, পাছে বাতাসে উড়িয়া যায়।

ক্রমে অল্প অল্প করিয়া, বড় বড় মুর্গী ও খুব সুন্দর সুন্দর কদলীতে আমাদের তিমি-জাহাজ ভরিয়া গেল।

আমরা সজ্জনের মত খরিদপত্র করিলাম—এমন কি, মূল্যও খুব বেশী বেশী করিয়া দিলাম। নাবিকেরা বার-দরিয়ার দীর্ঘকালব্যাপী খাদ্যের অভাব ভোগ করিবার পর, এক্ষণে পেট ভরিয়া ফল খাইতে লাগিল এবং নিকটস্থ রমণীদিগকে ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিবার জন্য টুপি উঠাইতে লাগিল। তা ছাড়া এক্ষণে নাবিকেরা ধনাঢ্য। সাপেক্‌ (এক প্রকার বিদ্ধ করা মুদ্রা;—ছিদ্রের ভিতর দিয়া রজ্জু চালাইয়া দেওয়া হয়) মুদ্রার কয়েক সারি বা নহর উহাদের কোমরে মালার মত জড়ানো রহিয়াছে। এক্ষণে ডাঙ্গায় নামিবার আনন্দে এবং এতগুলো কলা খাইতে পাইয়াছে বলিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া, যে মূল্যই উহাদের নিকট বিক্রেত্রীরা চাহিতে লাগিল, তাহাই নাবিকেরা যদৃচ্ছাক্রমে উহাদিগকে দান করিতে লাগিল; নাবিকেরা উহাদিগকেই হিসাব করিতে বলিল এবং উহাদের ইচ্ছামত উহারা নিজেই নাবিকদিগের কটিবন্ধ হইতে মুদ্রা খুলিয়া লইতে লাগিল। উহাদের মধ্যে যাহারা একটু ভাল দেখিতে

ও তরুণবয়স্কা, তাহারা এই অধিকার আরও বেশী করিয়া লাভ করিল।

আমাদের আর আধঘণ্টা সময় আছে। আমরা সকলে মিলিয়া এইবার তাড়াতাড়ি তুরান্ দেখিবার জন্য যাইতেছি।

সরু সরু বালুময় পথ; উহার ধারে ধারে খুব সবুজ ঝোপ-ঝাড় অথবা বাঁশের বেড়া। এই পথ ধরিয়া আমরা সারি বাঁধিয়া চলিয়াছি। ঝোপ্-ঝাড়ের মধ্যে কতকগুলা হৰ্ম্ম ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে এবং কুঞ্চিত-পত্র-বিশিষ্ট খুব ছোট ছোট সুপারী গাছ দেখা যাইতেছে—খাগড়ার ডাঁটার প্রান্তভাগে যেন সাম্‌রোক পাখীর পালকের গুচ্ছ। এখানে উদ্ভিজ্জের প্রাচুর্য্য, কিন্তু একটিও বড় গাছ নাই।

যতগুলা বাড়ী, ততগুলা মন্দির। অতি ক্ষুদ্রাকৃতি পুরাতন মন্দির; ভিতরের সমস্ত কদাকার মূর্ত্তিগুলি সমেত উহাতে ৫।৬ জন লোক ধরে কি না সন্দেহ। মন্দিরকে বিভূষিত করিবার জন্য মনে হয়, যেন পুরাকালে নরকের সমস্ত কল্পনা উহার উপর পুঞ্জীভূত করা হইয়াছিল। সকল প্রকার ভীষণ ও বীভৎস জিনিস উহার ছাদে ও দেওয়ালে চিত্রিত ক্ষোদিত ও উৎকীর্ণ রহিয়াছে—যথা কাঁকড়া ও বিছার মালা; বলয়াকার কীটসমূহের পরস্পর জড়াজড়ি—মনে হয় যেন কতকগুলা কেঁচো; থাবা-ওয়ালা শিং-ওয়ালা লম্বা লম্বা কতকগুলা শুঁয়া-পোকা ভীষণভাবে চোখ পাকাইয়া আছে; ছোট ছোট বিকটাকার জীব—অৰ্দ্ধ-কুকুর অর্দ্ধদানব—একই রকম অবর্ণনীয় ভাবে দাঁত বাহির করিয়া হাসিতেছে। সর্ব্বগ্রাসী সূর্য্যকিরণ, সাগরোত্থিত মলিন কুয়াসা, "টাইফুন" ঝটিকার প্রলয়ঙ্কর বাতোচ্ছ্বাস, এই সকল জিনিসকে গুঁড়াইয়া দিয়াছে, ফাটাইয়া দিয়াছে, গ্রন্থিচ্যুত করিয়াছে, তথাপি বহু শতাব্দীর ধূসর প্রলয়ভস্ম গায়ে মাখিয়া একটা তীব্র জীবন্ত ভাব এখনও উহারা বজায় রাখিয়াছে। উহারা খাড়া হইয়া আছে, বক্রভাবে নুইয়া আছে, কাঁটা খোঁচা উঁচাইয়া আছে এবং প্রবেশপথে আড়-চোখে দেখিতেছে; যেন যে-কেহ দুঃসাহসী হইয়া এখানে আসিবে, অমনি প্রচণ্ড রোষভরে তাহার উপর উহারা লাফাইয়া পড়িবে।

চারিদিকে বালুময় ছোট ছোট বাগান; এই বাগানের অদ্ভুত গাছগুলা উত্তাপে ও আলোকে মূর্চ্ছিতপ্রায়; কতকগুলা খালি ঘরের ভিতর—অন্যান্য অনির্দ্দেশ্য পশু মৃত্যুকে যেন মুখ ভেঙাইতেছে। এবং রাস্তার ধারে ধারে সেই একই রকমের প্রস্তর-যবনিকা স্থাপিত। যবনিকাগুলা অদ্ভুত রকমের মাল্যভূষণে বিভূষিত, ভীতিপ্রদ দৈত্যদানবের মূর্ত্তিতে আচ্ছন্ন।

মন্দিরের অভ্যন্তরে জরাজীর্ণ বার্দ্ধক্য মূর্ত্তিমান; ধূলা ও যবক্ষারের প্রভাবে দেয়ালের পুতুল ও ঝিনুকের উৎকীর্ণ লিপিগুলা ক্ষয় হইয়া গিয়াছে। অন্ধকার দেবালয়ের মধ্যে একটা ক্ষুদ্র প্রদীপ জ্বলিতেছে; ইহার আলোকে কীটদষ্ট-শ্মশ্রুশোভিত বিকটাকার দৈত্যদানবদিগকে ভাল করিয়া দেখা যাইতেছে না। একটা ধূপধুনার গন্ধ পাওয়া যাইতেছে, গুহা-গহ্বরসুলভ একটা ছাতা-ধরা গন্ধ পাওয়া যাইতেছে; এবং শেষ প্রান্তে, একটা বেদীর উপর, আধো-আঁধারের মধ্যে লম্বোদর, অশ্লীল বুদ্ধ, প্রতীকস্বরূপ কতকগুলা বক ও কতকগুলা কচ্ছপের মধ্যে উপবিষ্ট হইয়া আনন্দের উচ্ছ্বাসে অট্টহাস্য করিতেছেন।

২

…জাগিয়া উঠিয়া, যে তাজা শৈবালের উপর ঘুমাইয়াছিলাম, সেই শৈবালগুলা দেখিতে লাগিলাম।—আমাদের ফ্রান্‌সের শৈবালের মত দেখিতে এক রকম সূক্ষ্ম তৃণও ছিল; আমার পরিচিত বনভূমির তৃণকে মনে করাইয়া দিল—তৃণগুল্ম জন্মাইবার অনুকূল পাথুরে মাটীর উপর, বড় বড় ওক গাছের ছায়ায় এই জাতীয় তৃণ দেখা যাইত। আমার শৈশবে ঐ বনভূমিতে বাস করিয়াছি…

একটা পুরাতন ছোট প্রাচীরের পাদদেশে, একটা খুব ছায়াময় কোণ—এই জায়গায় আমি ঘুমাইয়া ছিলাম।

এই প্রাচীরের নিম্নদেশ—যাহার গায়ে আমার মাথা ঠেস্ দিয়া ছিলাম—ইহাও অপরিচিত বলিয়া মনে হইল না। উহা আমাদের গ্রামান্দির ছোট ছোট গৃহের দেওয়ালের মত; সেকালে পল্লীগ্রামের ধরণে এক পোঁচ চুণের কলি দিয়া সাদা করা হইয়াছিল—এক্ষণে সমস্ত সবুজ; গর্ত্তগুলার মধ্যে পাতা-বাহারের গাছ জন্মিয়াছে…তরুময় প্রদেশের মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত কোন এক পরিত্যক্ত কুটীরের

এই প্রাচীর সন্দেহ নাই (ইহার চতুর্দ্দিকে ঘন নিবিড় হরিৎ-পুঞ্জ)।

দুই সেকেণ্ড ধরিয়া স্বদেশের ভাব—একটা সম্পূর্ণ স্বদেশের ভাব অনুভব করিলাম—আমাদের ফ্রান্সের গ্রীষ্মসুলভ রমণীয় শোভাসৌন্দর্য্য অনুভব করিলাম। আমাদের কোন কোন বনভূমিতে সংঘটিত আমার শৈশব-জাগৃতির বিভ্রম উপলব্ধি করিলাম ··

···তথাপি বৃক্ষশাখার মধ্য দিয়া এই যে জোর বাতাস বহিতেছিল, ক্রমাগতই বহিতেছিল, এই বাতাসটা খুবই গরম, উহার সহিত অপরিচিত সুগন্ধ ভাসিয়া আসিতেছিল ··তাহার পর আমার নিকটেই সমুদ্রের গর্জ্জন শুনিতে পাইলাম—এবং আমার মাথার উপর আর একটা শব্দ,—সুদূর বেলাভূমিতে তরঙ্গাঘাত-শব্দ শুনিতে পাইলাম—এই সব শব্দ হঠাৎ আমাকে অন্যত্র এক বিমিশ্রস্মৃতির জগতে লইয়া গেল—তখন আমি উপর দিকে চাহিয়া দেখিলাম—এই আকাশের অপর্য্যাপ্ত আলোকের মধ্যে স্বকীয় দীর্ঘ বৃন্তের উপর আরূঢ় হইয়া একটা নারিকেল গাছ তাহার আলুলায়িত বড় বড় পালোকগুলা লুটাইয়া আছে···

এই বিষাদময় শব্দটা সামুদ্রিক দ্বীপপুঞ্জবর্ত্তী বেলাভূমির বিশেষধরণের শব্দ ; আবার মুহূর্ত্তের মধ্যে ওটাহিটির অনেক কথা মনে করাইয়া দিল—যে-সব কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম—স্মৃতি হইতে একেবারে মুছিয়া গিয়াছিল—আমি মনে মনে ভাবিলাম, আমি কি এখন সেইখানে আছি ?···

কিন্তু না, যে প্রাচীরটা ফ্রান্সের গ্রামের কথা মনে করাইয়া দিয়াছিল, সেই ক্ষুদ্র প্রাচীরের উপরটা আমার চোখে পড়িল ; দেখিলাম, উহা অদ্ভুতভাবে মাল্যাকারে বিভূষিত ; শিং ও বক্র নখ-থাবায় এবং কালবশে ক্ষয়প্রাপ্ত, এবড়ো-খেবড়ো নানাপ্রকার মূর্ত্তিতে গিস্‌গিস্ করিতেছে ; এবং চীনা মাটীর একটা বিকট জীব ছাদের কানার উপর বসিয়া, আমার দিকে চাহিয়া আছে ও চীনা ধরণে দাঁত বাহির করিয়া হাসিতেছে···

চীন ! দূরবর্ত্তী চীন ! তা হ'লে আমি চীনদেশে আছি ! বৃহৎ "স্বর্গীয় রাজ্যের" কোন একটা কোণে আমি তা হ'লে ঘুমাইতেছিলাম—শান্তভাবে ঘুমাইতেছিলাম—সেই গ্রীষ্মসুলভ নিদ্রায় নিমগ্ন ছিলাম···

ওঃ ! তখন আমাদের ফ্রান্সের সুরম্য গ্রীষ্মদিনের কথা, সেই সুন্দর বৎসরগুলার কথা, যাহা কিছু ভালবাসি, যাহা কিছু ভালবাসিয়াছি, তাহা হইতে বহু দূরে, যে যৌবনটা সম্ভবতঃ এখানে অতিবাহিত করিতে হইবে, সেই যৌবনের শেষ বৎসরগুলার কথা মনে করিয়া বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল।

···পুরাতন মন্দিরটার নিকটে নিদ্রা গিয়াছিলাম, এই মন্দির আমার নিকট এখন খুব পরিচিত—হরিৎ শ্যামল দ্বীপের মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত ; এইখানে মৎস্যজীবীরা যাহাতে তাহাদের জাল মাছে ভরিয়া যায়, এইজন্য বুদ্ধদেবের নিকট প্রার্থনা করিতে আসে।—এবং চোখ না খুলিয়াও আমার মনোদর্পণে দেখিতে পাইতেছি, সেই বৃহৎ উপসাগর, সেই অন্ধকারময় পর্ব্বতগুহা—যাহার দ্বারা এই হরিৎ শ্যামল দ্বীপটা পরিবেষ্টিত হইয়া আছে। ···তা ছাড়া আরও দেখিতে পাইতেছি, এই কাষ্ঠনির্ম্মিত মন্দিরের অভ্যন্তরদেশ, সেই-সব পুতুল, সেই তিন চারিটা ক্ষুদ্র বিকট মূর্ত্তি, সোরায় ভরা কতকগুলা ভূতপ্রেত—সকলেই এই আর্দ্র অন্ধকারের মধ্যে নিদ্রা যাইতেছে।

কেমন করিয়া এখানে আসিলাম ? এই তুরান্ দেশে, চৈনিক সাগরের ধারে ?···আর, এই প্রবাস হইতে না জানি আমি কখন্ বাহির হইতে পারিব ?

আমার এখন স্মরণ হইতেছে—সেটা শীঘ্রই ঘটিয়াছিল :—কোন এক রমণীয় বসন্তের দিনে, একটা বজ্রপাতের মত প্রস্থানের আদেশ আসিয়া পৌঁছিল। এই অঞ্চলে একটা যুদ্ধ বাধিয়াছে ; এখন সমস্ত ছাড়িয়া ছুড়িয়া "ব্রেষ্ট" বন্দরে গিয়া জাহাজে উঠিতে হইবে—পিছনে না তাকাইয়া বিনা আপত্তিতে প্রস্থান করিতে হইবে। আয়োজন-উদ্যোগ বিদায়-সম্ভাষণ প্রভৃতিতে এক সপ্তাহ ব্যস্তভাবে কাটিয়া গেল, তাহার পর পাড়ী দিবার দিন উপস্থিত হইল ; জাহাজের উপর প্রস্থানের গম্ভীর আহ্বান ধ্বনিত হইল ;—"ব্রেটনের" উপকূল আমাদের পশ্চাতে সুদূর অনন্তের মধ্যে বিলীন হইল।

তাহার পর সমুদ্র আরও নীল হইল, আকাশ আরও স্বচ্ছ হইল, সূর্য্য আরও উষ্ণ হইল ; আল্‌জেরিয়া সম্মুখে দেখা দিল,—আল্‌জেরিয়া পূর্ব্বের মত আমাকে মাতাইয়া তুলিল।

এসিয়ায় পীতবর্ণ নরকে পৌঁছিবার পূর্ব্বে, এই আল্‌জেরিয়ায় বিশ্রামসুখের দিনটা অতীব ক্ষণস্থায়ী, অতীব অস্থির বলিয়া মনে হইল। এই চিত্তবিমোহন

আলেক্জেন্দ্রিয়ার সহিত আমার অতীত জীবনের কত স্মৃতিই জড়িত। তা ছাড়া, এই আলোকে, বাতাসে আফ্রিকার কি এক অপূর্ব্ব সৌরভ বিচরণ করে, তাহা অবর্ণনীয়—তাহা ধরা-ছোঁয়া যায় না।

দিনের বেলা, ছায়াতলে অলসভাবে ভ্রমণ করিতাম, অথবা পূর্ব্বের মত বন্ধুবর সৈ-মহম্মদের সহিত ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়াইতাম। আর রাত্রে উচ্চদেশে জ্যোৎস্নাধবল রহস্যময় মূরজাতীয় নগরের মধ্যে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া ছোট ছোট আরবী বাঁশীতে সেই চিরন্তন বিষাদময় সুর ধ্বনিত হইতেছে আর সেই সঙ্গে খুব সজোরে ঢাক বাজিতেছে শুনিতাম। ঐ সঙ্গীত এখনও আমাকে মুগ্ধ করে। মার্জ্জিত সঙ্গীত শুনিয়া শুনিয়া আমি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি।

তাহার পর "পোর্ট সৈয়দ" পর্য্যন্ত আবার আমরা প্রশান্ত নীলজলরাশির উপর দিয়া চলিলাম—পোর্ট সৈয়দে য়ুরোপীয় সমস্ত জাতির একটা খিচুড়ি পাকিয়াছে ;—কিন্তু বনিয়াদটা ইজিপ্টের ;—অসীম বালুকার রাজ্য।

দ্রুত পার হইয়া গেলাম—সুয়েজের যোজকভূমি, মুসার দেশের ঝিক্‌মিকে বালুরাশি, মরীচিকাদি, নদীর উঁচু পাড়ের উপর সার্থবাহের দল ;—তাহার পরেই লোহিত সাগরে অবতরণ করিলাম।

উত্তাপ বাড়িয়া উঠিল, আকাশের নীলিমা বালুর সংস্পর্শে ম্লান হইয়া গেল। আমাদের শ্বাসরোধ হইয়া আসিল। তখন জুলাই মাস, উনানের তপ্ত বায়ু প্রবলবেগে পিছন হইতে আমাদিগকে ঠেলা দিতেছে। রাত্রে তারার বদল হইল, "cross of the south" নক্ষত্র আস্তে আস্তে আকাশে উঠিল ; ঐ নক্ষত্রকে আমি সুদূর স্মৃতির আবেগে অভিবাদন করিলাম।

পরিশেষে ভারত-সাগরে প্রবেশ করিলাম। বাতাস সমানভাবে বহিতেছে। হাওয়া কবোষ্ণ ও নির্ম্মল। বিদায়-বিচ্ছেদের দারুণ যন্ত্রণার পর, মনের ভিতরে এখন একটু শান্তি আসিয়াছে। দূরত্বের ব্যবধান ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে।

আকাশ কৃষ্ণবর্ণ, ঝড়ের মত বাতাস সবেগে বহিতেছে ; পরমাশ্চর্য্য সিংহলদ্বীপ উঁকিঝুঁকি মারিতেছে ···তত্রত্য বিস্তৃত বিশাল তরুমণ্ডপ হইতে রাশি রাশি পত্রপুষ্প পতিত হইয়া ঐখানকার ভূমিকে ছাইয়া ফেলিয়াছে ; এবং বৃষ্টির প্লাবনে ভিজাইয়া দিয়াছে ; ওখানকার রাত্রিগুলা উষ্ণ ও ঘোর তমসাবৃত এবং মৃগনাভির তীব্র গন্ধে বাতাস ভরপুর। ডাগর ডাগর ভারতীয় চোখ, রূপার কলসী কাঁখে, লালশাড়ী পরা রমণীরা সায়াহ্নের অন্তরে একটা গুরুভার ইন্দ্রিয়-বিক্ষোভ উৎপাদন করিয়া, দেবীর মত প্রশান্তভাবে চলিয়াছে—তাহার পর আবার সাগরসুলভ স্বাস্থ্য ও বিশ্রামদায়িনী জীবনলীলা আরম্ভ হইল ; একটা উদার শান্তি আসিয়া সমস্ত বিক্ষোভচাঞ্চল্য মুছিয়া দিল। আমরা মালাক্কার অভিমুখে যাত্রা করিলাম। প্রতিদিনই সেই একই রকম চমৎকার নির্ম্মল আকাশ, সেই একই রকম আলোকের মোহিনী মায়া।

একদিন রাত্রে একটার সময়, এই বঙ্গ-উপসাগরের মধ্যস্থলে আমাকে জাগাইয়া দিবার জন্য, জাহাজের হালধারীদের উপর আদেশ জারি করা হইয়াছিল —সেদিন আদেশ দিবার পর পোয়া ঘণ্টাও অতীত হয় নাই। আমরা হিসাব করিয়া সেই দিক্ পানে চলিতে লাগিলাম—যে-জায়গায় আমার ভাইকে সাগরজলে নিমজ্জিত করা হইয়াছিল। আমি জাগিয়া উঠিয়া আমার চারিদিকে, সাগর ও যামিনীর নীলাভ স্বচ্ছতা দেখিতে লাগিলাম।

এই রাত্রিতে সমস্তই শান্ত-প্রশান্ত ; চন্দ্রমা একটু অবগুণ্ঠিত। দক্ষিণদিকের দিগ্‌বলয়টা খুবই গভীর। পক্ষান্তরে উত্তর-দিকে, ঐ কবর-স্থানের দিকে, ঘন-নিবিড় কতকগুলা মেঘ জলরাশির উপর চাপিয়া বসিয়াছে—তাহার ছায়া বিশাল পর্দ্দার মত ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

মৌসুমের বাতাস, যাহা ইতিপূর্ব্বে আমাদিগকে ঠেলা দিতেছিল, বিষুবরেখার কাছাকাছি আসিয়াই মরিয়া গেল। তাহার পর একদিন সায়াহ্নকালে আচেম্ রাজ্যের টাঁকের মাথাটা স্বর্ণোজ্জ্বল আলোকের মধ্যে, আমাদের নেত্রসমক্ষে উপস্থিত হইল। এখন জল আরও গরম হইয়া উঠিয়াছে—এই উষ্ণ জলের উপর, বাদুড়ের কোঁচকান ডানার মত পাল তুলিয়া, কতকগুলা মাছ ধরিবার ডিঙ্গি প্রথম দেখা দিয়াছে। আমরা প্রান্তিক এসিয়ায় উপনীত হইয়াছি, আমরা পীত নরকের মধ্যে প্রবেশ করিতেছি। শিঙ্গাপুরে বিষুব-মণ্ডল-সুলভ বড় বড় গাছের নীচে, আমাদের চতুর্দ্দিকে, রগের-উপর-টানা চোখ, মুণ্ডিত মস্তক, বেণী ঝোলানো নোংরা চীনাদের জটলা ও কপি-সুলভ চাঞ্চল্য আরম্ভ হইয়াছে।

দক্ষিণ-পশ্চিমের মৌসুম বাতাসের ঠেলায় আমরা চীনসাগরে দ্রুত আসিয়া পড়িলাম।

আকাশ অন্ধকার, মুষলধারে বৃষ্টি হইতেছে, এই সময়ে কি না আমরা টংকিনে পৌছিলাম। কি ভয়ানক! ঐ দিন আমি সর্দ্দিগর্ম্মি হইতে সবেমাত্র সারিয়া উঠিয়াছি, তখনও খুব দুর্ব্বল। এই সর্দ্দিগর্ম্মি আমার জীবনের একমাত্র গুরুতর পীড়া—পূর্ব্বে এক-বার মরিতে মরিতে বাঁচিয়া গিয়াছিলাম। এখন সবেমাত্র প্রভাত হইয়াছে। আমার নাবিক সিল্‌-ভেষ্টার—যে আমাকে জাগাইয়া দিয়াছিল, সে যখন দেখিল আমি চোখ খুলিয়াছি, তখন সে আমাকে এই কথা বলিল :—"কাপ্তেন সাহেব, আমরা টংকিনে পৌছিয়াছি।" আমাদের জাহাজ বরাবর সমান চলিয়াছে, কিন্তু আমার ক্যাবিনের খোলা পার্শ্ব-ছিদ্র-পথ দিয়া, একেবারে নূতন ধরণের কতকগুলা অসম্ভব জিনিস অস্পষ্টরূপে দেখিতে লাগিলাম :—ড্রুইড যুগের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ধূসরবর্ণের প্রস্তরস্তম্ভ সমুদ্রের সকল স্থান হইতেই উঠিতেছে। এইরূপ হাজার হাজার পাথর একটার পর একটা সারি দিয়া চলিয়াছে—এই সব দাঁড়ানো পাথরে বীথি নির্ম্মিত হইতেছে, সার্কাস নির্ম্মিত হইতেছে, মেজের শান নির্ম্মিত হইতেছে। আমার মনে হইল, এখনও আমি খেয়াল দেখিতেছি, নানা প্রকার কাল্পনিক জিনিষ দেখি-তেছি। তখন আবার ঘুমাইবার চেষ্টা করিলাম।

কিন্তু না, এ যে হা-লঙের উপসাগর। এ স্থানের আকার-প্রকার পৃথিবীর মধ্যে বেশ একটু অনন্যসাধারণ। মরিবার মত বেশী না হইলে, এই সর্দ্দিগর্ম্মির আবেশ বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না তার পর দিন আবার কাজে প্রবৃত্ত হইতে পারিলাম; এই দেশটা বাস্তব বলিয়া তখন আমার প্রতীতি হইল।

তাহার পর এই নোঙ্গর স্থান ছাড়িয়া ছুয়ে নদীতে প্রবেশ করিবার জন্য যাত্রা করিলাম। এই হাড়-ভাঙ্গা সূর্য্যের নীচে, ঘটনাগুলা দ্রুত চলিতে লাগিল। তিন দিনের গোলাবর্ষণের পর, যুদ্ধের পর থুয়ান আন দখলে আসিল; এবং এই সমস্ত প্রচেষ্টার পর আমাদের প্রবাসের শাস্তি ভুরান্‌-এ আরম্ভ হইল। এই শাস্তি, বিষাদময় প্রখর উত্তাপে অভিভূত; আমাদের কোন্ এক অজ্ঞাত কোণে, অনির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য এই যে শাস্তি, ইহা নির্ব্বাসিতের শাস্তি।

বন্দরগুলাসমেত এই সমস্ত প্রদেশটা আগলাইবার জন্য আমাদিগকে দেওয়া হইয়াছে। এখন এই আব্‌হাওয়ার সহিত অভ্যস্ত হইতে হইবে; বোধ হয়, এই শীতকালটা এইখানেই কাটাইতে হইবে। হায়! এক্ষণে ইহাই আমার বহুদূরস্থ অজানা সমাধিস্থান!

যেখানে আমাদের জাহাজ নোঙ্গর করিয়াছে, এই বৃহৎ উপসাগরের চারিদিকে কতকগুলা উচ্চ কালো কালো পাহাড়। ওদিকে, দূর-পশ্চাতে একটা নদীর মুখ—উহার প্রথম বাঁকেই পুরাতন ভগ্নদশাগ্রস্ত একটি গ্রাম শীর্ণকায় বাঁশঝাড়ের মধ্যে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। বাঁশগুলা বড় বড় পুষ্পিত ছোলা-গাছের মত দেখিতে।

কিন্তু এখন এই গ্রামের সহিত আমি এত ভাল-রকম পরিচিত, উহার ভিতর দিয়া "ইস্‌পার উস্‌পার" করিয়া এতবার বেড়াইয়াছি, শেষপ্রান্ত পর্য্যন্ত সমস্ত স্থান তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়াছি, খোঁজ করিয়াছি যে, এখন আমার কাছে উহা বাসি বলিয়া মনে হয়, নিতান্ত সাদামাটা বলিয়া মনে হয়। প্রথম কৌতূহলের আগ্রহটা চলিয়া গিয়াছে, এখন আর এই দেশ আমার কখনই ভাল লাগিবে না, এই বিষণ্ণ পীতবর্ণ জাতির লোকদিগকে ভাল লাগিবে না; আমার পক্ষে বাস্তবিকই নির্ব্বাসিতের দেশ; এখানকার কিছুই আমাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না—আমাকে মুগ্ধ করিতে পারে না।

এখন আমি হরিৎ শ্যামল দ্বীপটিকে, এই মন্দি-রের ছায়ায় বরণ করিয়া লইয়াছি। নিস্তব্ধ জী[illegible] উপভোগ করিবার জন্য, তরুলতার শৈত্য উপভোগ করিবার জন্য, মধ্যাহ্নের প্রখর উত্তাপের পর, যখন সূর্য্য অস্ত যায়, সেই সন্ধ্যার সময় আমি এখানে আসিয়া থাকি। ডিঙ্গির নাবিকদের লইয়া আমি একলাই আসিয়া থাকি। উহাদের খুব আমোদ হয়। যদিও এই বনভূমে শুধু কতকগুলা লতাগুল্ম ও যুথি জড়াজড়ি করিয়া আছে, আর বাসিন্দার মধ্যে আছে কেবল কতকগুলা বানর।

এই চিরপরিত্যক্ত মন্দিরের সহিত ইহারই মধ্যে আমরা খুব পরিচিত হইয়া পড়িয়াছি। বিশেষতঃ মন্দিরটা আমোদের স্নানাগার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মন্দিরের অন্ধকারের মধ্যে যে সকল ভূত-প্রেত, যে সকল পুরাতন ক্ষুদ্র ভীষণ বিকট জীব যাহারা

দিতেছে, আমাদের কাপড়চোপড় তাহাদের জিম্মায় রাখিয়া আমরা স্নান করিতে যাই।

যাহাই হউক, এই সমস্ত সত্ত্বেও, এই বৌদ্ধ-মন্দির আমাদের একটা শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। উহার কোন জিনিসই আমরা স্থানচ্যুত করি না এবং ঐখানে আমরা খুব মৃদুস্বরে কথা কহি।

মন্দিরটা অন্ধকার; এই-সব স্থানে কত কাল ধরিয়া কত লোকে পূজা-অর্চনা করিয়াছে, কত অপরিচিত ধূপ-ধূনার সুগন্ধে চারিদিক্ আমোদিত হইয়াছে। খুব প্রাচীন কালের "ব্রেটন্" প্রদেশের গির্জ্জার মধ্যে, পৃথিবীর সমস্ত পুরাতন ধর্ম্মমন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিলেই একটা অতি প্রাকৃতের ভাব আসিয়া আমার চিত্তকে পীড়ন করে।

৩

কি গোলমালের কারখানা আমার এই জাহাজের কামরাটা। নানাপ্রকার অদ্ভুত জিনিসে, লম্বোদর বুদ্ধমূর্ত্তিতে, হাতীতে, ঝিনুকে-খচিত কবাটে, চা-য়ে, আতপত্রে ভরা। তা ছাড়া তিনটা কটকটে ব্যাং—বেশ জীবন্ত কট্‌কটে ব্যাং একটা খাঁচার ভিতরে। ইঁদুর-গুলা আমার দস্তানা ও বুটজুতা আক্রমণ করিত; ইঁদুর তাড়াইবার এই ফন্দিটা ইংরেজ নাবিকেরা আমাকে শিখাইয়া দিয়াছে। (রাত্রে সিল্‌ভেষ্টার নাবিক এই খাঁচাটা আমার কামরায় রাখিয়া দেয়। মনে হয়, ব্যাঙের ভয়ে ইঁদুর আর ঘরে ঢোকে না)।

সর্ব্বোপরি, কতকগুলা ফুল, তোড়ার আকারে, আঁটি-বাঁধা। এই সব ফুল "পারীর" সুন্দরীরা তাহাদের উষ্ণ উদ্ভিদ্‌গৃহে কখনও চক্ষে দেখে নাই, উহাদের সৌরভ কখনও আঘ্রাণ করে নাই, ওরূপ ফুলের অস্তিত্ব আছে বলিয়া সন্দেহও করে নাই; এই সকল ফুল উহাদের নিকট একটা অপরিচিত ধারণা বহন করিয়া লইয়া যাইবে। কৃত্রিম রঙের নামহীন অনেক কীটাকৃতি পরগাছা; রং যথা:—ননী-ধবল, তাহাতে একটু সবুজের আভা; ম্লান অরুণ-নীলে পর্য্যবসিত; চীনদেশের এক প্রকার ক্রেপ কাপড়ের মত। তার পর পত্রপল্লব ও কতরকম দুর্ল্লভ সুগন্ধ! এই-সব সৌরভের মধ্যে, আমার নাবিক সিল্‌ভেষ্টার কোন এক প্রভাতে যখন আমাকে জাগাইতে আসিবে, তখন আসিয়া দেখিবে, আমি মরিয়া কাঠ হইয়া পড়িয়া আছি—আমার মত কৃপাপাত্র সাগর-পর্য্যটকের অন্তিম দশাটা খুবই কবিত্বপূর্ণ হইবে সন্দেহ নাই।

আমার নাবিকেরাই মিঠা জলের ধারে গিয়া প্রতিদিন আমার জন্য এই সকল পুষ্পগুচ্ছ তুলিয়া আনে। এখানকার পাহাড়ের ঝোপঝাড়ে এই সকল ফুল ফোটে। আমাদের দোভাষী হোয়ে মহাশয় বলেন, এই পাহাড়ে অল্পস্বল্প বাঘ "মহাশয়" আছেন, অনেক কুকুর-মুখো বানর "মহাশয়ও" আছেন।

গতকল্য তুরান্-এ উপর দিয়া একটা বড় রকম "টাইফুন" ঝড় বাহিয়া গিয়াছিল; সমস্ত ওলটপালট করিয়া দিয়াছে, বৃক্ষসমেত গৃহের ছাদ প্রভৃতি নীচে আছ্‌ড়াইয়া ফেলিয়াছে। অনেক লোক মারা গিয়াছে। সমস্ত স্থান উজাড় হইয়া গিয়াছে।

অধিকাংশ গৃহই ভূপতিত হইয়াছে; বুদ্ধমূর্ত্তি ও পুতুলগুলার ভাঙ্গা টুকরা কুড়াইয়া লইয়া, লোকেরা ঘাসের উপর বাস করিতেছে। একটা বড় পাহাড়ের আড়ালে আমাদের জাহাজটা কোন রকমে টিকিয়া ছিল, কিন্তু কয়েকঘণ্টা কাল, উহার অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল; মধ্যরাত্রে ঝড়টা চলিয়া গেল; তার পর আর কিছুই দেখা গেল না। কেবল একটা ভীষণ গর্জ্জন শুনা যাইতে লাগিল; সমুদ্র বায়ুর দ্বারা বিক্ষোভিত ও চূর্ণীকৃত হইয়া তপ্ত ফুটন্ত জলের মত ধুঁয়াইতে লাগিল।

আজ আবার সব শান্ত হইয়া গিয়াছে। জলমগ্ন জীবজন্তু ও ধ্বংসাবশেষ বহন করিয়া নদী শান্তভাবে সাগরাভিমুখে চলিয়াছে।

এখন সন্ধ্যা; যখন রাত্রি হয়, তখন মনে হয়, যেন এখানে আসিয়া সবই হারাইয়াছি, চিরকালের মত নির্ব্বাসিত হইয়াছি।

হায়! এখান হইতে পৃথিবীর অবশিষ্ট দেশ কত-কত যোজন দূরে! এখানকার গোধূলিকালের রং অতি অপূর্ব্ব ও হিমপ্রধান দেশেরই মত; এই উষ্ণ দেশে এইরূপ গোধূলি হওয়াই আশ্চর্য্যের বিষয়। পীতাভ, সীসবর্ণ আকাশের গায়ে, ধূসর অথবা মসীকৃষ্ণ পাহাড়গুলা খুব উচ্চদেশে স্বীয় তীক্ষ্ণাগ্র কঠিন দন্তপংক্তির কাটা কাটা রেখা-ছবি আঁকিয়া দিয়াছে। এই সময়ে এই পাহাড়গুলাকে খুব প্রকাণ্ড বলিয়া মনে হয়।

এবং ইহা হইতে কোন-কোন চীনা-চিত্রকরের

কলা-কৌশল, তাহাদের অঙ্কিত দৃশ্যচিত্রের ভাবটা বুঝা যায়। উহাদের চিত্রের গভীর পরিপ্রেক্ষিতগুলা স্বাভাবিক রঙে চিত্রিত নহে—অন্য রঙে চিত্রিত। এবং তাহার ভিতর যে একটা আজগুবি রকমের পরিকল্পনা আছে, তাহা বিষাদময় ও ভীতিপ্রদ।

আজ প্রাতে আমার ৩টা ব্যাঙের মধ্যে একটা ব্যাং মরিয়া গিয়াছে—দেখিয়া বড় কষ্ট হইল। আমার নাবিক সিল্‌ভেষ্টার্ তার ব্রেটন প্রদেশের উচ্চারণ সহ অন্ত্যেষ্টিকালে এই সংক্ষিপ্ত স্তুতিবাদ করিল;—"এই নোংরা জীবদের মধ্যে একটা ইহলীলা সম্বরণ করিল, কাপ্তেন" এই কথা বলিয়া মৃত ভেকটাকে একটা চিম্‌টা দিয়া উঠাইয়া তাহার অন্তিম নিবাস সাগরজলে নিক্ষেপ করিল।

এই সময়টা আমাদের সকলেরই বড় খারাপ লাগিতেছে—আমাদের মধ্যে যেন একটা অবসাদের ভাব আসিয়াছে। ফ্রান্‌স হইতে যে সব চিঠিপত্র আসে, তাহা পড়িতে আমরা সকলেই উৎসুক—কিন্তু আমরা ফ্রান্‌সে এখন আর নাই—উত্তর দিবে কে? এটা আমরা জানি, এবং পূর্ব্বেও এইরূপ কষ্ট আমরা অনুভব করিয়াছি। সুদূর পদার্থসমূহের উপর আস্তে আস্তে একটা আবরণ পড়িয়া যাইতেছে; সূর্য্য, এক-ঘেয়ে জীবন, অবসাদ, ঔদাস্য—এই সমস্ত আমা-দিগকে বিনাশের অভিমুখে লইয়া যাইতেছে…

৪

আজ প্রাতে "সাওন" জাহাজখানা খুব তাড়া-তাড়ি এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। আমাদের অর্দ্ধেক সরঞ্জাম, লোকজন, কামান প্রভৃতি এই জাহাজে উঠাইয়া দিতে হইবে, এইরূপ সরকারের হুকুম আসিয়াছে। আরও যাহা কিছু ভাল জিনিস আমরা দিতে পারি, ঐ জাহাজ তাহাও লইবে। আরও এই কথা বলিয়া দেওয়া হইয়াছে—রাত্রেই এই সব লোকজন ও সরঞ্জাম এই নবাগত জাহাজে উঠাইয়া দিতে হইবে; এবং আন্নামবাসীরা এই যাত্রার কথা বিন্দুবিসর্গ যেন জানিতে না পারে, আমাদের জাহাজ এতটা খালি হইয়া পড়িয়াছে, তাহা যেন তাহাদের গোচরে না আসে। ডেক্ পরিষ্কারের কাজ হইয়া গেলে, উহারা চলিয়া গেল,—অন্ধকার রাত্রে। গম্যস্থান অজ্ঞাত। তাড়াতাড়ি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া, বোচ্‌কা-বুচ্‌কি গুছাইয়া লইয়া, খাদ্য-সামগ্রী সঙ্গে লইয়া যখন উহারা গেল, তখন উহাদিগকে দেখিয়া আমরা যার-পর-নাই ব্যথিত হইলাম।

আমার উচ্চ মাস্তুলের বেচারী নাবিকেরা, যাহারা আমার জন্য ফুল তুলিয়া আনিত, তাহারা সবাই চলিয়া গিয়াছে। তাহাদের মা-দের জন্য, বাগ্‌দত্তা প্রণয়িনীদের জন্য, তরুণী ভার্য্যাদের জন্য, আমাকে ছোটখাটো কত-কি ফরমাইস করিয়া গিয়াছে। কেহ বা টাকাকড়ি, কেহ বা ঘড়ি, কেহ বা ছোটখাটো মূল্যবান জিনিস আমার জিম্মায় রাখিয়া গিয়াছে, তাহারা জানে না, তাহাদের ভাগ্যে কি আছে।

তাহাদের সঙ্গে কেবল একজন নৌ-কর্ম্মচারী গিয়াছে, পাঠশালায় যখন পড়িতাম, তখন হইতেই আমাদের দুজনার মধ্যেই বেশ জানাশুনা ছিল; আমরা দুজনে সহৃদয় সহচরের মত একসঙ্গে থাকিতাম—আমাদের পরস্পরের উপর পরস্পরের বেশ শ্রদ্ধা ছিল। যখন তাহার নিকট হইতেও ফরমাইস পাইলাম, বিদায়-চুম্বন পাইলাম, তখন বেশ বুঝিতে পারিলাম, আমাদের মধ্যে ভালবাসার কিরূপ পাকা ভিত্তি ছিল, আমরা পরস্পরের প্রতি কতটা আসক্ত ছিলাম।

আঁধার রাতের মাঝখানে, ডিঙ্গি করিয়া যখন উহারা গেল, ডিঙ্গিগুলা ভরপূর বোঝাই হইয়া খুব গাদাগাদি হইয়াছিল। একবার অস্ত্রশস্ত্রের ঝনৎকার, তাহার পরই নিম্নস্বরে বিদায়-সম্ভাষণ। কোন চীৎকারের শব্দ নাই, কোন জয়ধ্বনিও নাই;—ইহা প্রকৃত বীরজনোচিত প্রশান্ত যাত্রা। তাহার পর বাতাসের শব্দ ও সমুদ্রের কল্লোল ছাড়া আর কিছুই নাই; এবং যাহারা এইমাত্র দূরে চলিয়া গেল, তাহারা এই ঝোড়ো রাতের ঘোর অন্ধকার মাথায় করিয়া গিয়াছে, উহারা সকলে কোথায় যাইতেছে? উহাদের মধ্যে কে-কে না জানি আর ফিরিয়া আসিবে না?…

উহাদের প্রস্থানের পর, আমি দুই ঘণ্টাকাল ঘুমাইয়াছি; জাহাজের একজন হালধারী একটা মোমবাতী জ্বালাইয়া আমার কাম্‌রায় প্রবেশ করিল এবং আমাকে বলিল,—সেই চিরন্তন বাক্য যাহা এত বৎসর ধরিয়া শুনিয়া আসিতেছি! "বারোটা (রাত) বাজ্‌তে আর পোয়া ঘণ্টা বাকি।" তখন আমি দেখিলাম, আমার সারি বাঁধা বুদ্ধমূর্ত্তিগুলা বাতির আলোয় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। জাগিবার

পর হইতে, প্রবাসের ভাব্‌টা প্রাচ্যিক এসিয়ার কথা আমার মনকে দখল করিয়া বসিল। মন বিষাদে আচ্ছন্ন, হৃদয় বেদনায় কাতর। আমার জাহাজ অর্দ্ধেক খালি হইয়া গিয়াছে—কোন প্রকারে এই পোয়া ঘণ্টাকাল জাহাজের উপর অতিবাহিত করিতেছি।

পোয়া ঘণ্টাকাল জাহাজ নোঙ্গর করিয়া আছে—আবার সব শান্ত হইয়া গিয়াছে; এখন আর কিছুই করিবার নাই।

"কর্ম্মচারীদের ডাক দাও"।—আমাকে উত্তর দিল, এখানে কোন কর্ম্মচারীই আর নাই। ঠিক কথা, আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম। কোন প্রকার যোগাযোগ করিয়া কর্ম্মচারীর অভাব পূরণ করিলাম। তাহারা যখন কাজে হাজির হইল, তখন আত্মবিনোদনের জন্য 'লৈলা হানুম' নামক এক নবপ্রকাশিত গ্রন্থ হাতে পাইলাম। ইস্তাম্বুলের কথা আছে বলিয়া আমার বন্ধুরা এই পুস্তক আমার নিকট পাঠাইয়াছিলেন।

এই গ্রন্থপাঠ করিবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না, আমি কখনই পুস্তক পাঠ করি না। কিন্তু হঠাৎ এই গ্রন্থের একটা জায়গায় আমার নজর পড়িল—এই অংশটা অতি মনোরম। ইহা পাঠ করিয়া একটা স্মৃতির যন্ত্রণা আমার মনে জাগিয়া উঠিল।

"...কোন এক বসন্তপ্রাতে 'নজিবে' অবগুণ্ঠিত হইয়া একাকী সুলতান-আখমেতের নিকটে গেল; এই সুরম্য ঋতুতে রাস্তার কোণে কোণে সৌরভপূর্ণ নার্গেশ চাঁপা বিক্রীত হইয়া থাকে..."

হাঁ, বাস্তবিকই—আমার স্মরণ হইতেছে—সেই সব ফুলের ব্যাপারীদের কথা—সেই সুরম্য বসন্ত ঋতুর কথা।—ঠিক এই সময়েই আমাকে তুর্কদেশ ছাড়িয়া আসিতে হইয়াছিল—আর এখন দেখ এই, লৈলা হানুম গ্রন্থের এই মধুর বাক্যটি দূরাগত মৃত্যু-ঘণ্টার মত আমার মাথার ভিতর ধীরে ধীরে অনুরণিত হইতেছে। ওঃ! ইস্তাম্বুল হইতে আমার সেই প্রস্থান-কাল! তখন আমার মনে যে-সব ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহা কি বর্ণনা করিব,—উহার সহিত এত রকম জিনিস মিশ্রিত রহিয়াছে; আমাদের ভালবাসার হৃদয়ভেদী ভীষণ যন্ত্রণা, এই ইসলাম মহানগরীর জন্য দারুণ মৃত্যুশোক, সেই আসন্ন নববসন্তের রমণীয় শোভা, সেই পরিত্যক্ত ছোট ছোট রাস্তার ধারে পীচগাছের লাল লাল ফুল ...জাহাজ ছাড়িবার পূর্ব্বে সেই শেষ-দিনগুলা, সেই সুন্দর সময়টা, সেই নববসন্তে যখন নার্গেশ চাঁপার মধুর সৌরভে চারিদিক্ আমোদিত হয়, যখন সেই চম্পক পুষ্প ইস্তাম্বুলের রাস্তার কোণে কোণে বিক্রীত হইয়া থাকে—এই সব কথা আমার মনে আসিল।

তার পর আমি বইটা বন্ধ করিয়া আবার ডেকের উপর উঠিলাম। জাহাজ এখন অপেক্ষাকৃত নিস্তব্ধ, রাত্রিটা পূর্ব্বাপেক্ষা আরও প্রশান্ত।

কোন এক হতভাগ্য আতুরাশ্রমে যকৃৎরোগে শয্যাশায়ী হইয়া ক্রমাগত আর্ত্তনাদ করিতেছে, এখন কেবল সেই আর্ত্তনাদের শব্দই শুনা যাইতেছে। যকৃৎবিস্ফোটক—এই পীত দেশের একটা প্রচলিত ব্যাধি।

কতকগুলা গৃহ আমাদের সম্মুখে পড়িল। গৃহের ভিতর কি হইতেছে দেখিবার জন্য আমরা গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। অধিবাসীরা বাহিরে গিয়াছে; খুব সম্ভব বাজারে। কতকগুলা বুড়া ও কতকগুলি শিশু ছাড়া বড় একটা কাহাকে দেখিতে পাইলাম না। উহাদের পিছন দিক্‌টা সমস্ত খোলা রাখিয়া উহারা লুকাইয়া ছিল; কেবল কতকগুলা শীর্ণকায় কুকুর আমাদের গা শুঁকিয়া তাহার পর লেজ নীচু করিয়া ভয়ে চীৎকার করিতে লাগিল।

এই দৈন্যদশাগ্রস্ত গৃহগুলা—সবই প্রায় এক রকমের। ইহাদের শুধু তিনটা পাশ আছে। লোকেরা একেবারে প্রান্তভাগে, এক প্রকার মঞ্চের উপর শয়ন করে; মাচান্‌গুলা নল-খাগড়ার পর্দ্দা দিয়া আড়াল করা। সকলের মধ্যস্থলে, সম্মানের স্থানে, একটা বিশেষ পর্দ্দার পিছনে পারিবারিক বুদ্ধগণ একটা কুলুঙ্গির ভিতর, গৃহের সমস্ত বহুমূল্য সামগ্রীর দ্বারা পরিবৃত হইয়া সমাসীন; এই সব সামগ্রীর মধ্যে আছে—চীনীয় বা জাপানী গামলা, পর্দ্দা, ছোট ছোট কাঁসর ও ছোট ছোট হাত-ঘণ্টি।

নাবিকেরা সব দেখিতে দেখিতে, আমোদ করিতে করিতে, কোথায় ফলাদি পাওয়া যায়, কোথায় কি আছে—এই-সব সন্ধান করিতে করিতে একবার বামে একবার ডাইনে বক্রগতিতে চলিয়াছে। উহারা হঠাৎ মুগ্ধ হইয়া কি একটা দেখিবার জন্য আমাকে ডাকিল উহারা একজন ধনীর গৃহ আবিষ্কার করিয়াছে; উহারা বলিল, গৃহটি অতি সুন্দর।

এই ধনি-গৃহের ভিতরটা অন্ধকারাচ্ছন্ন; দুর্লভ কাঠের ভারী ভারী থাম ছাদের কাঠামটাকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। থামগুলা অতি সূক্ষ্ম ক্ষোদাই কাজে আচ্ছন্ন। খুব ভিতর দিকে দেখিতে পাওয়া যায়, বড় কুকরওয়ালা কতকগুলা কার্ণিশ; চন্দন-কাঠের, আব্‌লুষ-কাঠের, মেহগনি-কাঠের জালি-কাজ—সোণা দিয়া বিভূষিত; তাহার পর লাক্ষার বড় বড় কাঠের কপাটের গিল্টি করা কতকগুলা উৎকীর্ণ লিপি। ছাদের জড়ানো পাকানো কড়ি-কাঠে কতকগুলা ভাল ভাল সামগ্রী ঝোলানো রহিয়াছে, যথা—ধূম-বাসিত শূকরের শুষ্ক মাংস, পিটাইয়া-চ্যাপটা করা কুকুর, পেটানো পাতিহাঁস, শুট্‌কী মাছ; তাহার পর কতকগুলা অস্বাভাবিক নকল পশু,—গাছের ডাল-পালা দিয়া উহাদের থাবা গঠিত হইয়াছে, গাছের শিকড় দিয়া উহাদের চোখ নির্ম্মিত হইয়াছে। এই-রূপ ধনাঢ্যের গৃহে বুদ্ধের আবাসস্থান অবশ্য খুব ভাল হইবারই কথা। নাবিকেরা ২০ মিনিটের মধ্যেই এ দেশের সমস্ত প্রথার সহিতও সুপরিচিত হইয়াছে; উহারা ঐ সব বুদ্ধমূর্ত্তি দেখিবার জন্য একেবারে সিধা গিয়া মাঝখানের পর্দ্দাটা উঠাইল। মূর্ত্তিগুলা পর্দ্দার পিছনে অবস্থিত।

এক্ষণে মূর্ত্তিগুলা আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইল। উহারা বৃত্তাকারে বসিয়া আছে। সকলের গায়ে সোনা ঝিক্‌মিক্‌ করিতেছে। ধূপদানীটা এক সুশিষ্টা ভিক্ষুণীর আকারে গঠিত।—ভিক্ষুণীর নিতম্ব-দেশ খুব উচ্চ। উহাদের চারিদিকে কতকগুলা পর্দ্দা রহিয়াছে; পর্দ্দাগুলা সবুজ ও গোলাপী রঙের ঝিলুকে আচ্ছাদিত; নীলরঙের চীনাগামলার মধ্যে কতকগুলা ময়ূরপুচ্ছ এবং পূজার সময় লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার নিমিত্ত কতকগুলা রূপার কাঁসর রহিয়াছে।

মাথার ঝুঁটিটা সমস্ত সাদা হইয়া গিয়াছে, এইরূপ এক হাব্‌লা বুদ্ধা আমাদিগকে মুগ্ধভাবে দেখিতে লাগিল;—মাটী পর্য্যন্ত অবনত হইয়া প্রণাম করিতে করিতে, একটা কোণ হইতে বাহির হইল এবং করুণধরণের কতকগুলা শব্দ উচ্চারণ করিতে লাগিল—মুখের ভাবে মনে হয়, যেন আমাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছে। এই ধনী লোকটা নিশ্চয়ই এই-সব জিনিসের অধিকারী। ৩১২ নম্বরের নাবিক, ফরাসী ভাষায় উহাকে "বোঁ-জুর" বলিয়া অভিবাদন করিল। অতঃপর আমরা সেই দেবতাদের পর্দ্দাটা আবার নামাইয়া দিলাম; এবং তাহাদের আর অধিকক্ষণ উৎকণ্ঠিত না করিয়া সেখান হইতে চলিয়া আসিলাম।

বাহিরে আবার সেই উজ্জ্বল আলোক। আমাদের মাথায় সাদা টুপি; টুপির নীচে যেন আগুন জ্বলিতেছে। আমাদের রগ পুড়িয়া যাইতেছে এবং মাঝে মাঝে একটা গভীর বেদনা সমস্ত মাথাময় অনুভূত হইতেছে। সেই মৃগনাভির গন্ধ, সেই বিষ্ঠার গন্ধ আকাশে বিচরণ করিতেছে,—নিঃশ্বাস ভারগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে।

নাবিকেরা আমরা পিছনে পিছনে চলিয়াছে—পূর্ব্বাপেক্ষা একটু ঢিলা চাল, উত্তাপে ক্রমেই উহারা অভিভূত হইয়া পড়িতেছে। যতই সূর্য্য উর্দ্ধে উঠিতেছে, ততই উত্তাপের বৃদ্ধি হইতেছে। বালুর উপর চলিয়া নাবিকদিগের নগ্ন পা পুড়িয়া যাইতেছে—এবং মোটা মোটা লতা-গুল্মের কাঁটায় পা ছিঁড়িয়া যাইতেছে।

যদৃচ্ছাক্রমে উহারা ঝোপের বেড়া হইতে মুঠা মুঠা ফুল তুলিয়া উহাদের কামিজে রাখিতেছে অথবা হাতে রগড়াইয়া তাহার পর শিশুর ন্যায় ছুড়িয়া ফেলিতেছে। কখন কখন হাল্‌কা বাখারী-বেড়ার পিছনে মহিষের ধূসরবর্ণ একটা বড় মাথা দেখা যাইতেছে—তাহারা স্কন্ধ প্রসারিত করিয়া আমাদিগকে আঘ্রাণ করিতেছে—নিশ্চল ও নির্ব্বোধ—তাহার আর্দ্র নাসারন্ধ্র হইতে একটা সাদা ধোঁয়া বাহির হইতেছে।

তাহার পর মন্দিরের কোণে কোণে, যে-সব চীনামাটীর ছোট ছোট পুরাণ বিকট-মূর্ত্তি সর্ব্বত্র অধিষ্ঠিত, তাহারা স্বকীয় কাচ-নেত্র হইতে প্রখর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে। চলিবার পথে উহারা যেন বলিতেছে, আমাদের মানুষ ও পদার্থসমূহ এবং উহাদের মানুষ ও পদার্থসমূহ—এই উভয়ের মধ্যে কি একটা গভীর অতলস্পর্শ ব্যবধান বিদ্যমান। আমরা বিভিন্ন আদিম অন্ধকার হইতে নিঃসৃত হইয়াছি—আমাদের গোড়ার উৎপত্তির মধ্যে কতই উৎকট বৈসাদৃশ্য।

আমরা আবার যখন দোকানগুলার মধ্যে, বিক্রেতাদের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলাম,—এইবার উহারা আমাদিগকে প্রত্যাগত বন্ধুর ন্যায় অভ্যর্থনা করিল। ইহা আমাদের প্রার্থনার অতীত, এবং কতকগুলা সাপেক-মুদ্রা মুক্তহস্তে বিতরণ করায় ভিক্ষুকেরাও আমাদের অনুযাত্রী হইয়া সঙ্গে সঙ্গে

চলিল। এখান হইতে প্রস্থান করিবার পূর্ব্বে, এই বাজারের অঙ্গন-ভূমির উপর তুরানের সবচেয়ে বড় যে মন্দিরটি অধিষ্ঠিত, সেই মন্দিরটি দেখিতে ইচ্ছা করিয়া ঐ মন্দিরের মধ্যে আমরা প্রবেশ করিলাম। জনতা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

মন্দিরটা প্রায় খালি,—ঠিক যেন পূর্ব্বদিকে সমস্ত দ্রব্য লুঠপাট হইয়া গিয়াছে। কতকগুলা আনুষ্ঠানিক অস্ত্র এখনো দেওয়ালে ঝুলানো রহিয়াছে; কতকগুলা পুরাকালের জটিলধরণের অস্ত্র; দুষ্টামীতে ভরা, উহাতে দাঁত আছে—হাসি আছে; এবং সমস্ত চীনীয় সামগ্রীর মত, উহাতে পশুর আকৃতি, পশুর বিকৃত অঙ্গভঙ্গী অঙ্কিত। মাটীর উপর রহিয়াছে—আতপত্র, লণ্ঠন, শব বহন করিবার নিমিত্ত দৈত্যদানব-মূর্ত্তি-সমন্বিত ডুলী; এবং হোএ মহাশয় বিশ্বস্তভাবে আমাদিগকে বলিলেন—রাষ্ট্রনৈতিক হেতুবশতঃ বুদ্ধ, গামলা, সমস্ত বিকট-মূর্ত্তিগুলা স্থানান্তরিত করিতে গতকল্য সমস্ত দিন কাটিয়াছে—বহু দূরে পল্লীগ্রাম অঞ্চলে উহাদিগকে লুকাইয়া রাখা হইয়াছে।

ঘরের কোণে একটা প্রকাণ্ড ঢাক রহিয়াছে। উহা হইতে কিরূপ শব্দ বাহির হয়, জানিতে উৎসুক হইয়া নাবিকেরা উহা বাজাইবার জন্য আমার অনুমতি চাহিল। আমিও উহার বাদ্য শুনিবার জন্য কম উৎসুক ছিলাম না। হস্তের প্রত্যেক তাড়নে শব্দ হইতে লাগিল :—বুম্! বুম্! বুম্! ভয়ানক শব্দ; কানে তালা লাগে। কি হইতেছে জানিবার জন্য সমস্ত বাজারের লোক ছুটিয়া আসিল; এবং আমাদের চারিদিকে ভয়ানক ভীড় জমিয়া গেল! এখান থেকে যাওয়া যাক্, আর না।

কিন্তু উহারা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছে। তরুণবয়স্ক সমস্ত ভিক্ষুকেরাই আমাদিগের প্রতি আসক্ত। যাহাদের মুখ ঘায়ে ভরা, যাহাদের গা পাঁচড়ায় আচ্ছন্ন, কতকগুলি রমণী যাহাদের নাক নাই—এই সমস্ত লোক আমাদিগকে অনুসরণ করিতেছে, আমাদের আস্তিন ধরিয়া টানিতেছে, তাহার পর আমাদিগকে ছাড়াইয়া যাইতেছে। এই প্রথম বার সাপেক-মুদ্রা বিতরণ করিতেই যত অনর্থ ঘটিল। এখন আমরা বিনা-গণনায় মুঠা-মুঠা পয়সা ছড়াইতে লাগিলাম। এ একটা হট্টগোল। উহারা আমাদিগকে বেষ্টন করিতেছে, স্পর্শ করিতেছে, আলিঙ্গন করিতেছে—নোংরা হাতে আমাদের গায়ে হাত বুলাইতেছে; আমরা খুব ষেঁসাষেঁসিভাবে দল বাঁধিয়া পলাইতেছি, উহাদের স্পর্শের ভয়ে আমাদের হাত লুকাইয়া রাখিতেছি। দয়া করিতেও সাহস হইতেছে না, ঘৃণা করিতেও সাহস হইতেছে না, উহাদের দিকে তাকাইতেও সাহস হইতেছে না;—আমরা কেবল "দে ছুট্ দে ছুট্"! আমাদের পিছনে কেবল চীৎকারের ঘূর্ণিপাক, আর লোকের গোলমাল।

সৌভাগ্যক্রমে এইখানেই আমাদের ডিঙ্গি-নৌকাটা আছে!—আমরা তাহার ভিতর লাফাইয়া পড়িলাম।—"ঠেলা দে"—"ঠেলা দে"। ঐ-সব জনতা তখন পিছাইয়া গেল—উহাদের গুঞ্জন নির্ব্বাপিত হইল। বাজারটা বাঁশঝাড়ের পিছনে, তীর-ভূমির পিছনে দ্রুত সরিয়া গেল। আবার আমরা প্রশান্ত জলের উপর আসিয়া পড়িলাম—স্রোতের টানে চলিলাম। যাক্, এ পালাটা সাঙ্গ হইল...

ঐ হোথায় যে সুন্দরীদিগকে প্রাতে দেখিয়াছিলাম, তাহারা এখনো তীরভূমির উপর দাঁড়াইয়া আছে। এবার উহারা, আমাদিগকে আরও বেশী আকর্ষণ করিবার উদ্দেশ্যে, কতকগুলা পাতিহাঁস ও কয়েক ছড়া কদলী আমাদিগকে দেখাইতে চেষ্টা করিতেছে;—দোকানদারের ভাব ধারণ করিয়াছে। যখন ইহাতেও কৃতকার্য্য হইল না, তখন উহারা প্রতিশোধ লইবার জন্য একটা বড় মুর্গীর ডিম্ব আমাদের উপর ছুড়িয়া মারিল; উহা ৩১৫ নম্বর প্রথম মাস্তুলের নাবিকের পিঠে পড়িয়া চ্যাপ্‌টা হইয়া গেল।—"ওঃ! মাদাম, তুমি বড় অভদ্র!"

আমরা বড়-দরিয়ার বাঁকের মাথায় আসিয়া পৌঁছিলাম; একটা মন্দির, প্রবেশ-পথটা আগলাইয়া আছে। স্থানটি একেবারে নিস্তব্ধ, আলোকে পরিপ্লাবিত। সৈকত-ভূমির উপর মুসব্বর-তরুর ঘেরের ভিতর প্রাচীন দৈত্যদানা-সকল অধিষ্ঠিত; আমাদের যাত্রা-পথে উহারা সেই একই রকম মুখভঙ্গী করিতেছে—একই রকমের ভীষণ হাসি হাসিতেছে। তাহার পর আমাদের সম্মুখে, একটা বিশাল লোঙ্গর-স্থান উন্মুক্ত হইল—ম্লান-নীল জলরাশি; দীপ্তিময়, সূর্য্যদেবের যেন একটা বিশাল দর্পণ। বায়ুশ্বাস লেশমাত্র নাই। সূর্য্যোদয়-কালে, যে মেঘজালে উহা তমসাচ্ছন্ন ছিল, সে মেঘজালের এখন চিহ্নমাত্রও নাই: আকাশের প্রখর উত্তাপে উহা উড়া হইয়া গিয়াছে, গলিয়া গিয়াছে। দূরবর্ত্তী গিরিসমূহ—

যাহা অন্তরীপ গড়িয়া তুলিবার জন্য, সমুদ্রের মধ্যে আগাইয়া আসিতেছে—উহারা এরূপ তীক্ষ্ণাগ্র ছুঁচালু, এরূপ মানানসই ভাবে কাটা-ছাঁটা যে, উহাদের মুখে যেন একটা চীনা ভাব লক্ষিত হয়। কিন্তু মনে হইতেছে, যেন এই পাহাড়গুলাও এই প্রখর উত্তাপ-প্রভাবে একটু নীচু হইয়া গিয়াছে, একটু গলিয়া গিয়াছে; আর এই নোঙ্গর-স্থানটা যেন আরও প্রবর্দ্ধিত হইয়াছে।—আমাদের জাহাজটা এখনও অনেক দূরে; হায়! উহার ধূসর ছায়াচিত্রখানি প্রায় দিগন্ত স্পর্শ করিয়া আছে,—মরীচিকার মায়া উহাকে একটু ঊর্দ্ধে উত্তোলিত করিয়াছে। এই সূর্য্য ক্রমেই আকাশের ঊর্দ্ধে উঠিতেছে; সমুদ্র উত্তপ্ত; এই পথ ধরিয়া দুঘণ্টা কাল যাত্রা করিতে হইবে। বেচারা নাবিক—উহারা তাপ-অভ্যস্ত ও বেশ মজবুৎ হইলেও, উহাদের বাহুর একটু অতিরিক্ত খাটুনী হইবে।

কিন্তু এই নোঙ্গর-স্থানটা এখন কেমন লোকাকীর্ণ; পূর্ব্বে আসিবার সময় যখন ইহা পার হইয়াছিলাম, তখন উহা একেবারে খালি ছিল। এখন দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতেছি, মাছ ধরিবার কত নৌকা, কত ডিঙ্গি, এই নীল জলরাশির উপর মাছির ঝাঁকের মত ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। না জানি উহারা কোথা হইতে বাহির হইল? লোকগুলার পীতবর্ণ বক্ষের উপর ভরপূর সূর্য্যের আলোক পড়িয়াছে, ফানুসের মত টুপির ছায়ায় উহাদের মাথা রহিয়াছে; চর্কি-কলের উপর বসানো পুতুলের মত খুব সহজভাবে চট্‌পট্ করিয়া উহারা কাজ করিতেছে। উহাদের লাল মৎস্য-জাল অবলীলাক্রমে নিক্ষিপ্ত হইতেছে; এবং লম্ফমান মৎস্যে পূর্ণ ঐ জাল ক্ষণে ক্ষণে আবার উত্তোলিত হইতেছে। দূর হইতে ঐ মৎস্যগুলা ঝিনুকের ধূলার মত ঝিক্‌মিক্ করিতেছে।

তাহার পর, "কিয়েন চা" অন্তরীপের পাদদেশে, ঐ যে বড় বড় কতকগুলা অস্বাভাবিক আকারের পশুর দল সলিল-দর্পণে মুখ দেখিতেছে—উহারা কি?—নিশ্চয়ই রাজবাড়ীর জন্য চাউল বোঝাইকরা রাজকীয় "জঙ্ক" নৌকার বহর; ঐ চাউল হৈনান্ দ্বীপ হইতে আমদানী করা হইয়াছে। উহাদের যেরূপ আকার-প্রকার, তাহাতে রাজকীয় নৌ-বহর ছাড়া আর কিছু হইতে পারে না।—উহারা বার-দরিয়ার পশু; পীতাভ লোহিত বর্ণের দীর্ঘ পক্ষবিশিষ্ট; কোন কোন নৌকার বাদুড়ের পাখা; পাখার প্রসারিত ঝিল্লী-ত্বক্ অদ্ভুত রকমে কাটিয়া ছাঁটিয়া বাহির করা হইয়াছে। আবার কোন-কোন নৌকায় সুশোভন প্রজাপতির পাখা; সাদৃশ্যটা সম্পূর্ণ করিবার জন্য মধ্যস্থলে একটা মস্ত চোখ বসানো হইয়াছে। চীনাদিগের পাশবতার ভাবটা এত প্রখর যে, উহারা যাহা কিছু করে, তাহাতে জীবজন্তুর আকার না দিয়া থাকিতে পারে না। নৌকাগুলা আসিয়া এইমাত্র নোঙর করিয়াছে; এবং খুব আস্তে আস্তে শ্রান্তভাবে পালগুলা আবার গুটাইয়া লইতেছে। উহাদের রক্তাভ বর্ণচ্ছটা সৌরকর-প্রতিবিম্বিত এই সমস্ত উজ্জ্বল নীলবর্ণকে খণ্ডিত করিয়াছে! দূরত্ব ও মায়াবিভ্রম-প্রভাবে, উহারা এক অপূর্ব্ব ভাব ধারণ করিয়াছে; উহাদিগকে বৃহৎ বলিয়া মনে হইতেছে, লঘু বলিয়া মনে হইতেছে।

আমার এই নাবিক ভায়ারা এমন ভাল!—উহাদের মুখে একটুও অশান্তি বা বিরক্তির ভাব নাই; ভয়ের চিহ্নমাত্র নাই! একটু সুরাপান করিবার জন্য, গায়ের কামিজ খুলিয়া ফেলিয়া একটু আরাম করিবার জন্য আমি উহাদিগকে ছুটী দিয়াছি। উহারা পরস্পরকে উৎসাহিত করিয়া, তাহার পর এই প্রচণ্ড তাপদগ্ধ আকাশের তলে, জলরাশি ভেদ করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। ধীরে ধীরে বালুর বিন্দুগুলা আবার রুদ্ধ হইল, আবার আচ্ছাদিত হইল এবং এই পুরাতন অদ্ভুত ধরণের নগরটা, নিম্ন বালুস্তূপের পিছনে একেবারে অন্তর্হিত হইল। বালুস্তূপগুলাও দূরে সরিয়া যাইতে লাগিল, চ্যাপ্টা হইতে হইতে ক্রমে একটা রেখায় পরিণত হইল; আমরা এখন এই বিস্তৃত জলরাশির মধ্যস্থলে;—জল ঝিক্‌মিক্ ঝিক্‌মিক্ করিতেছে; উপর হইতে প্রচণ্ড সূর্য্যের কিরণ বর্ষিত হইতেছে।

আমাদের পশ্চাতে, একটা বড় জঙ্ক-নৌকা নদী হইতে বাহির হইল; লাল রঙের ডোরা-কাটা একটা ছুঁচালো পটমণ্ডপ বহন করিয়া আনিতেছে। এই পটমণ্ডপের ভিতর দীর্ঘপরিচ্ছদবিশিষ্ট ও ছত্রসমন্বিত কতকগুলি লোক দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। স্বীয় অঙ্গীকার পালন করিবার উদ্দেশে, মান্দারীন আমাদের জাহাজে উঠিবেন বলিয়া আসিতেছেন।

চল, যাওয়া যাক্। আমাদের কাজ যেটুকু বাকি ছিল, অন্ততঃ এইবার তাহা সম্পূর্ণ হইবে।

কিন্তু ম্লাননীল সাগর-পৃষ্ঠের উপর, আরও ঘোর-নীলবর্ণের কতকগুলা মণ্ডল অঙ্কিত হইয়াছে, মনে হয়, যেন শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া ছুটিতেছে: উহারা বিড়াল-পুচ্ছের ন্যায় দীর্ঘ-প্রসারিত। আকাশের উপরেও পাতলা মেঘগুলা সটানভাবে বিস্তৃত—একটু বাতাস উঠিবে বলিয়া জানাইয়া দিতেছে। এইমাত্র একটু ফুরফুরে বাতাস উঠিল… প্রথমে কতকগুলা ছোট ছোট দমকা রকমের বাতাস উঠিয়া আমাদের সাদা চাঁদোয়াটাকে নাড়াইতে লাগিল; বাতাসটা একবার মরিয়া যাইতেছে, আবার বাঁচিয়া উঠিতেছে।

কিন্তু শীঘ্রই সমস্ত নোঙ্গর-স্থানটা এই ঘোর বর্ণের দ্বারা আক্রান্ত হইল—যেন তেলের একটা প্রকাণ্ড কালো দাগ প্রসারিত। সমস্ত নোঙ্গর-স্থানের উপর নীলরেখা পড়িল; মৃদু-মন্দ বায়ু বহিতে লাগিল, আমরা যেন আবার প্রাণ পাইলাম।

এই কিছু আগে, মাছের নৌকাগুলার ভিতরে সমস্ত জড়ভাবাপন্ন নিস্পন্দ ছিল, এখন আবার একটা চাঞ্চল্যের আবির্ভাব হইয়াছে। আবার জালগুলা আনা হইয়াছে; মন্ত্রের ন্যায় মাস্তুলের সংখ্যা সর্ব্বত্র বাড়িয়া গিয়াছে;—গাঁইটবিশিষ্ট লম্বা লম্বা থাবা; লম্বা লম্বা শিং; লম্বা-লম্বা শুঁয়া। এবং মাদুরের পাল একটার পর একটা উদ্ঘাটিত হইল,—পাখীর ডানার যত রকম আকার হইতে পারে, সেই-সমস্ত আকারেই উহা বিরচিত। দূর হইতে মনে হয় যেন কতকগুলা সমুদ্রের পাখী, কতকগুলা গুব্‌রে পোকা, কতকগুলা প্রজাপতি; যেন কোনো পরী তাঁহার মায়া-দণ্ডের এক আঘাতে, এই-সব সুপ্ত গুটিপোকাদের ফুটাইয়া তুলিয়াছেন; এবং এই-সব আশ্চর্য্যজনক লোকেরা সজীব হইয়া উঠিয়াছে, সজাগ হইয়া উঠিয়াছে, বার-দরিয়ায় মাছ ধরিবার জন্য মহানন্দে যাত্রা করিতেছে।

মৃদু মন্দ বায়ু অনবরত বহিতেছে। এই-সকল নৌকার মধ্যে কতকগুলা নৌকা স্বীয় উদ্দাম পাল-ভরে একেবারে নুইয়া পড়িয়াছে; উহাদের ভারসাম্য রক্ষা করিয়া ঝোঁক সাম্‌লাইবার জন্য, উহাদের মাঝিরা, আঘাত বাঁচাইবার উদ্গত কাঠের ফ্রেমের উপর, বাহির দিকে বানরের মত পা ঝুলাইয়া বসিয়াছে। উহারা আমাদের ডান দিক্ দিয়া বাঁ-দিক্ দিয়া, গা-ঘেঁসিয়া চলিয়াছে; উহারা আমাদের সম্মুখ দিয়া চলিয়াছে—আমাদের আড়া-আড়ি চলিয়াছে…সোঁ সোঁ শব্দে হাল্কাভাবে চলিয়াছে;—জলের উপর একটু সাদা রেখা-চিহ্নও রাখিয়া যাইতেছে না। আমরাও আমাদের দাঁড় বাহির করিয়াছি; এবং যতটা পারা যায় পাল তুলিয়া দিয়াছি। আমরা নেহাৎ মন্দ চলিতেছি না; এই ফুর্-ফুরে বাতাস আমাদিগকে বাঁচাইয়া তুলিয়াছে। তথাপি এই-সব উড়ন্ত ছুটন্ত জিনিসের মধ্যে এই রকম থপ্‌থপে চালে চলার দরুণ কেমন বিরক্তি বোধ হইতেছে…।

৫

এখনকার আকাশের ভাবটা খুব একটু বিশেষ রকমের; অতীব নির্ম্মল; উত্তাপ মৃদুমধুর। 'শুন্-আন্' প্রদেশের অন্বিসন্ধি জানিবার জন্য ডিঙ্গি-নৌকা করিয়া যাত্রা করিলাম। উপসাগরের অপর পারে, এবং যাহাকে আনামবাসীরা "মেঘ-দ্বার" বলে, সেই উচ্চ পর্ব্বতশ্রেণীর সঙ্কীর্ণ শৈলপথের পাদদেশে এই 'শুন্-আন্' অবস্থিত। সেখানে দীনদশাগ্রস্ত ধীবর-দিগের একটিমাত্র কুটীর ছাড়া আর কিছুই নাই। কিন্তু অতি সুন্দর একটি ক্ষুদ্র মন্দির আছে। তাহাতে পলাস্তারা ও চীনামাটীর সূক্ষ্ম চিকণের কাজ। দুর্গম্য ঝাড়া ও গম্ভীর বড় বড় গাছের নীচে, ছায়াময় গভীর প্রদেশে এই মন্দিরটি অবস্থিত। এই গাছগুলা "মন্দির-তরু" বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। এই সমস্ত আর্দ্র অঞ্চলে, সুকুমার ও দুর্লভ পাতাবাহার, পুরানো প্রাচীরের গায়ে যেন গালিচা বিছাইয়া দিয়াছে।

লোকগুলা কুৎসিত ও ভয়-তরাসে।

গ্রামের প্রবেশ-পথে, একটা বড় পাথরের পর্দ্দার উপর ব্যাঘ্রমহাশয়ের ঈষদ্-উদ্গত মূর্ত্তি ক্ষোদিত রহিয়াছে।

স্বাভাবিক রং-এ রং-করা; বালাখি দিয়া ওষ্ঠ রচিত, চোখ কাচের; সম্পূর্ণ চীনা-ধরণের মুখভঙ্গী। উহার পদতলে সুগন্ধি লাল মোমবাতি জ্বলিতেছে। লোকেরা বলিল, ব্যাঘ্রমহাশয়কে ঠাণ্ডা করিবার জন্য এইরূপ করা হইতেছে। কারণ, তিনি "ম্যাও-ম্যাও" করিবার উদ্দেশে আসিয়াছেন—তাঁহার ডাক রাস্তা হইতেও শুনা যায়।

ধানের ক্ষেতের মধ্যে ঐ ওদিকে মান্দারীনের একটি গৃহ। এই ধানের রং আমাদের এপ্রিল মাসের গমের সবুজ রং অপেক্ষা আরও কোমল। জলপ্লাবিত ধান্যক্ষেত্রের উপর দিয়া যে-সব সরু সরু আলের পথ গিয়াছে—সেই আল-পথের উপর দিয়া আমরা সেখানে উপনীত হইলাম। এই-সব আল আমাদের ফ্রান্সের লোণা জলা ভূমির তোলা-মাটীর মত। গৃহের দরজা বন্ধ; সম্ভবতঃ সম্প্রতি অতিবৃদ্ধ মান্দারীনের মৃত্যু হইয়াছে। উহার বিধবা স্ত্রী, শোকগ্রস্তা এক বৃদ্ধা বানরী দ্বার খুলিয়া দিল; আমরা ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলাম। ঘরটা নীচু, খুব পুরাতন। ঘরের সমস্ত ভারী ভারী কড়িগুলায় শোণিতপায়ী বাদুড় ও বিকটাকার নানা প্রকার জীবের ছবি চিত্রিত রহিয়াছে। বৃদ্ধা তাহার বল্লম, তাহার থালা-বাসন, তাহার সমস্ত কৃত্রিম সামগ্রী, তাহার ছত্রাদি বিক্রয় করিতে চাহিল।

আমাদের নাবিকেরা, মৃত মান্দারীনের এই সমস্ত ধনসম্পত্তি উঠাইয়া লইয়া আমাদের ডিঙি-নৌকা বোঝাই করিল।

সূর্য্যাস্তে আমাদের ফিরিবার সময়, চৈনিক সাগর হইতে একটা পরিস্ফীত তরঙ্গ আসিয়া আমাদিগকে দোলাইতে দোলাইতে লইয়া গেল। এই তরঙ্গ ধীরে ধীরে আইসে এবং এই উপসাগরে আসিয়া মরিয়া যায়।

সায়াহ্নের সঙ্গে সঙ্গে শরৎকালসুলভ বেশ একটা তাজা ও জীবনপ্রদ মৃদুমধুর শৈত্য এবং বিশুদ্ধ স্বর্ণ-বর্ণের গোধূলি আসিয়া আবির্ভূত হইল।

আমরা পাল তুলিয়া শান্তভাবে যাত্রা করিতেছি, এমন সময় ঐ অদূরে দিগন্ত-দেশে, আমদের জাহাজের জন্য চিঠিপত্র লইয়া ডাক-জাহাজ আসিয়া উপস্থিত। সৌভাগ্যক্রমে আমাদের আজিকার এই সুদিনের সুখের মাত্রা পূর্ণ হইল। আমাদের খুব আমোদ হইবে। কেবল পরশ্বদিন আমাদের সঙ্গীরা কোন এক্ অজ্ঞাত দেশের উদ্দেশে যাত্রা করিয়াছে, এই স্মৃতিটি আমাদের মন হইতে কিছুতেই মুছিয়া যাইবে না।

হায়! কেন, আমরা উহাদের সহিত যাইতে চাহিলাম না?

এই কথা যখন ভাবি, তখন আমরা এখানে বেশ নিরাপদে আছি বলিয়া যেন লজ্জা বোধ হয়।

অবরোধ-রক্ষকের কাজ যতই প্রয়োজনীয় হোক্ না কেন, পরিশেষে ইহা মারাত্মক হইয়া দাঁড়াইবে...

৬

আমার নাবিক সিল্‌ভেষ্টার মোয়ঁাকে আমি পূর্ব্বেই জানিতাম। তখন সে ছোট Cabin boy বা ক্যাবিনের ছোক্‌রা-চাকর ছিল এবং 'Islande'-এ মাছ ধরিত।

সে একটা বোঝার মত একটু বেশী জায়গা জুড়িয়া থাকে, শুধু এইজন্যই আমি তাকে তিরস্কার করি। কিন্তু ইহা তাহার অপরাধ নহে; আমার ক্যাবিনের দরজার পক্ষে সে বেশী লম্বা ও কাঁধে চওড়া। তার বাহু দুইটা ভীষণাকার; তাহার দাড়ির চুল খুব কালো। দূর হইতে ভীষণ দেখিতে; নিকট হইতে—মুখখানি সুন্দর শান্ত মধুর ও সরল; বয়স ১৯ বৎসর; নীল চোখ একেবারেই তরুণ; রকম-সকম, কণ্ঠস্বর, সরসতায় ঠিক শিশুর মত।

সিল্‌ভেষ্টার ও জাহাজের পোষা বিড়াল তু-তুক (ইহাকে আলজিরিয়া হইতে চুরী করিয়া আনা হয়) এই দুজন আমাকে খুব ভালবাসে। তু-তুকের গাত্রাবরণ ধূসরবর্ণ ও কালো কালো ফুটকি দেওয়া, লেজের প্রান্তদেশ ও ঘাড়ের নীচের দিক্‌টা (সাদা) সূক্ষ্ম লোমে ঢাকা। দৈহিক আয়তনের পার্থক্য সত্ত্বেও সিল্‌ভেষ্টার ও তু-তুকের মধ্যে একটা সাদৃশ্য আছে; একই রকম চাল-চলন, একই রকম আদুরে রকমের হেলে-দুলে চলা; উভয়েরই মানস-ক্ষেত্র স্বল্পকর্ষিত, উভয়েই সম্পূর্ণরূপে প্রত্যুৎপন্নমতি। আমার মুসব্বর কাঠের দোলা হইতে আমি উভয়কেই দেখিতেছি; উভয়েই নিঃশব্দ চটুলতার সহিত এক-সঙ্গে আসিতেছে কিংবা বাহির হইয়া যাইতেছে। আমার কামরায় সজ্জিত বুদ্ধ-মূর্ত্তি ও পুষ্পগুচ্ছের মধ্যে আসিয়া উভয়েই নিজ নিজ ছোটখাটো কাজে ব্যাপৃত হইতেছে। হাত বাড়াইয়া দিলেই তু-তুক লাফ দিয়া আসে, সিল্‌ভেষ্টার তাহা পারে না। কিন্তু সে তার ঠাকুরমাকে চিঠি লিখিতে বসে; এ কাজটা আরও শক্ত হইবার কথা।

এখন আমাদের তুরাণে বেশী গরম নাই; ভরা দিনের বেলা যা একটু গরম; কিন্তু সন্ধ্যার সময় শীতের নৈকট্য বেশ অনুভব করা যায়। এই হরিৎ ভূখণ্ডটি অনেকটা হৃতপল্লব হইয়াছে এবং

চারিদিক্-কার জল ঠাণ্ডা হইয়া পড়িয়াছে। ব্রেতাইঞ-এর শরৎ দিবসের মত বৃষ্টি হইতেছে; দিনগুলা অন্ধকেরে ও ছোট।

এমন একটা বিষণ্ণ সময় আসিবে, তাহা পূর্ব্বে কখনো ভাবি নাই। নিশাগমে, একেবারে নভেম্বরের ভাব মনে আনিয়া দেয়। ফ্রান্সের সহৃদয় বৃদ্ধাদের কথা মনে পড়ে, গৃহস্থের অন্তঃপুরস্থ অগ্নিকুণ্ড-সমুত্থিত হর্ষোৎফুল্ল অগ্নিশিখার কথা মনে পড়ে।

আমাদের নিজের অবিবেচনার ফলে, নানা জিনিসের অভাবে অনর্থক কষ্ট ভোগ করিতে হইতেছে। যে সকল ছোটখাটো জিনিস সচরাচর ফ্রান্স হইতে আনা হইয়া থাকে, তাহা হইতে আমরা একেবারেই বঞ্চিত; এই সকল জিনিস নিঃশেষ হইয়া গেলে, তাহার স্থান আর কিছুতেই পূরণ করা যায় না। বহির্জ্জগতের সহিত গতিবিধির অভাবে, আমাদের মনি-ব্যাগের ভিতর একটি পয়সাও নাই। জাহাজে সাবানও আর নাই; আমাদের কাপড় আমাদের নাবিকেরা লোনা জলে ধুইয়া থাকে এবং তাহা হইতে একটা চীনা চীনা গন্ধ বাহির হয়।

আমাদের জাহাজ ঘটনাচক্রে নানাপ্রকার লোকের আবাসস্থান হইয়া পড়িয়াছে। আহত, সদ্যো-রোগ-মুক্ত, দোভাষী, আনামবাসী 'মাটা', চাইনানের জলদস্যু। উত্তরোত্তর বেশী বেশী করিয়া পীত উপাদানে আমরা আক্রান্ত হইয়া পড়িতেছি। এইবার দরজা বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। কিন্তু আমাদের নাবিকেরা যেরূপ সহজ-শোভন-ভাবে উহাদের সহিত ব্যবহার করে, তাহা দেখিয়া খুব আমোদ বোধ হয়।

৭

এই দশ দিনের মধ্যে অনেক ব্যাপার হইয়া গিয়াছে—বীরত্বের ব্যাপার—অদ্ভুত রকমের ব্যাপার, আমোদজনক ব্যাপার অথবা নির্ব্বুদ্ধিতার ব্যাপার। কিন্তু উহা এত কম গভীর যে, তৎসম্বন্ধে পূর্ব্বদিনের ধারণা তাহার পরদিন আর মনে থাকে না। ঘটনাগুলা তাহার চিহ্নমাত্রও রাখিয়া যায় না।

একটা ছোটখাটো টাইফুন-ঝড় উঠিয়া আমাদের হাওয়াটা একটু ঠাণ্ডা করিয়া দিয়াছে। তার পর কত বাজে লোক মরিল, তাহাদের সমাধি হইল, কত নূতন তরজ আসিল, আমাদের জাহাজ হইতে যাহারা চলিয়া গিয়াছিল—তাহাদের মধ্যে কয়েকজন ফিরিয়া আসিল। আমাদের রাষ্ট্র হইতে আনাম-রাজ্যের নামে, সখ্য-নিদর্শনস্বরূপ দুন্ত-সমভিব্যাহারে কতকগুলা উপঢৌকন আসিয়াছে। (যাত্রা-পথে পথ হারাইয়া যাওয়ায় এখন গ্রামে গ্রামে তাহাদের পশ্চাতে ছুটিতে হইতেছে)।

আজ বেশ সমুদ্রের শান্ত—থমথমে ভাব। আজ শনিবার, জাহাজ ধুইবার দিন; দ্বিপ্রহর দিবানিদ্রার সময়; কিন্তু দৈবক্রমে আজ ঘুমাই নাই। আমার কামরায় চীনা-চীনা গন্ধ; এই গন্ধে ক্রমশঃ আমাদের কাপড়চোপড়, আমাদের টুকিটাকি জিনিসগুলাও পরিষিক্ত হইয়াছে। আমার বুদ্ধ, আমার হাতি, আমার "তান্ত্রিক" বক-পক্ষী—এই-সব মূর্ত্তি, আমার নাবিক তাকের উপর এমনভাবে গুছাইয়া রাখিয়াছে —যেন এখনই কেহ আসিয়া উহা পরিদর্শন করিবে।

আমার সন্নিকটে "বুড়ো খোকা" সিল্‌ভেষ্টার মন্দিরের একটা প্রদীপ মন দিয়া খুব ঘষামাজা করিতেছে; যে জায়গা ঘষামাজা শক্ত, সেই জায়গায় একটু জিব বাহির করিয়া কাজ করিতেছে। আমার কামরায় কামান-ছিদ্র পথ হইতে, কিয়েনচা-র উত্তুঙ্গ কোণালু পর্ব্বতগুলা দেখা যাইতেছে—বরাবর একই রকম; সেই চীনা-খেলনার ভাব।

সমুদ্রের নীল আস্তরণের উপর শুভ্র সূর্য্য প্রতিভাত হইয়াছে; এবং এই দর্পণের উপর লোকাকীর্ণ "জঙ্ক" নৌকাগুলা, কদাকার মরা মাছির মত আজ নিশ্চল হইয়া রহিয়াছে। যে-জাহাজ পূর্ব্বে একটু কিছু শব্দ হইলেই বড় গীতার-যন্ত্রের মত অনুরণিত হইত—আজ সেই জাহাজের কোন শব্দ নাই। আমার কামরায় কামান-রন্ধ্র পথ দিয়া আমার গভীর প্রদেশে নিমজ্জিত। চীনা-চীনা গন্ধ আরও যেন বেশী পাওয়া যাইতেছে; জমির উপর কতকগুলা অদ্ভুত পদার্থ, অসঙ্গত পদার্থ, শুরু দিবা-নিদ্রায় সব মিলিয়া মিশিয়া গিয়াছে। সৈনিকদিগের থলিয়া, চাউলের বস্তা, কতকগুলা কটোরা, কতকগুলা পা'ল; একটা "গং"-ঘণ্টার ভিতর "তু-ছুক্" বিড়াল ঘুমাইতেছে। কয়েকজন নগ্ন নাবিক স্বীয় পেশীবহুল বাহুর উপর মাথা রাখিয়া ঘুমাইতেছে, কতকগুলা চীনা, ফকীরের মত শীর্ণকায়, কালো রেশমী পরিচ্ছদ পরিয়া সোজা সটানভাবে ঘুমাইতেছে; কয়েক জন তরুণ আনামবাসী গুলি-বাজ—নারীসুলভ

স্থিতিভঙ্গী, বন্ধনী আকারে মাথায় চিরুনী গোঁজা, গ্রীবাদেশে "অ্যাপলো" ধরণে ঝুঁটি বাঁধা ; মাথায় একটা রাখালী টুপী, ঝুঁটির নীচে একটা লাল ফিতা দিয়া বাঁধা ; হৈনান দ্বীপের কয়েকজন জলদস্যু হাঁ করিয়া ঘুমাইতেছে, উহাদের সাদা দাঁত দেখা যাইতেছে ;—ইহারা এসিয়াবাসীর সুন্দর আদর্শ—উহাদের কালো দীর্ঘ কেশগুচ্ছ উহাদের মাথায়, পাগ্‌ড়ীর মত জড়ান রহিয়াছে ;—তাহার পর, বেচারী কতকগুলি সৈনিক, বন্দুকের গুলীতে আহত, কিংবা আমাশয় রোগে নিতান্ত ক্ষীণ বেচারী কতকগুলি গোলন্দাজ জ্বরের ঘুম-ঘোরে হাঁপাইতেছে···

এই-সব লোকই জাহাজে কাজ করে ; অবশ্য পীড়িত লোক ছাড়া—আমাদের অর্দ্ধেক নাবিকের অভাব উহাদের দ্বারাই পূরণ হইয়া থাকে। আজ প্রাতে আমার হুকুমে, উহারা আমার পদতলস্থ নোঙ্গর তুলিবার চক্রযন্ত্র ঘুরাইবার জন্য সমবেত হইয়াছে।—এই যন্ত্রটা যেন একটা প্রকাণ্ড লাটাই ;—মেলার কাঠের ঘোড়াগুলার মত ইহাকে ঘুরানো হইয়া থাকে। ইহাকে ঘুরাইতে লাগিল নাবিকেরা, ঘুরাইতে লাগিল রাখালী টুপীধারীরা ; ঘুরাইতে লাগিল বেণীঝোলানো চীনারা, ঘুরাইতে লাগিল 'মাটারা', কয়েদীরা, জলদস্যুরা ! এই মানব খিচুড়ী যাহা ডাঙ্গার উপর একেবারেই অনির্দেশ্য ও একাকার বলিয়া মনে হয়—প্রান্ত-এসিয়ায় এই সাগর-পৃষ্ঠে সেই মানব-খিচুড়ীর বেশ একটা ছবি পাওয়া যায়।

৮

এই উপসাগরের একটা অধ্যুষিত অঞ্চলে, একটি বিষাদময় ময়দান আছে, আমরা সন্ধ্যার সময় মাঝে মাঝে ঐখানে যাই। ঐখানে ১৮৬১ অব্দের মৃতেরা নিদ্রা যাইতেছে, এই লোহিতাভ ভূখণ্ডে ১২'১৪ জন ফরাসী নাবিক কিংবা সৈনিক অন্তিম শয্যায় শয়ান রহিয়াছে। যখন এই দেশ দখলের প্রথম চেষ্টা আরম্ভ হয়, সেই সময় সান্নিপাতিক জ্বরে উহারা ভবধাম হইতে অপসৃত হইয়াছিল। এখনও কাঁটা গাছের ঝোপঝাড়ের নীচে উহাদের গরীবী রকমের ছোট-ছোট ক্রুশ পড়িয়া আছে—অতিকষ্টে লক্ষ্য করা যায়। উষ্ণ বৃষ্টিপাতের সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত এখানে শীঘ্রই বিনষ্ট হয় ; এখানকার হরিৎ প্রকৃতি অন্যস্থান অপেক্ষা বেশী সর্ব্বগ্রাসী।

তুরাণের লোকদিগের সহিত আমাদের ব্যবহারে বাহ্যত বেশ একটা সখ্যভাব রক্ষিত হইয়া থাকে। প্রাতে বাজারের জনতার মধ্যে গিয়া যদি কখন দৈবক্রমে আমরা ক্রুদ্ধ হই, উহারা তাড়াতাড়ি 'চিন্‌চিন্' করিয়া অতি বিনীতভাবে আমাদিগকে অভিবাদন করে। তখন না হাসিয়া থাকা যায় না ;—তখন আমাদিগকে হার মানিতে হয়। এরূপ বুড়োটে ধরণের ও শিশুপ্রকৃতির লোকদিগের উপর আমরা সত্যিকারভাবে কখনও রাগ করিতে পারি না।

সময়ে সময়ে পার্শ্ববর্ত্তী উপসাগরে আমরা সন্ধান লইতে যাই ; অথবা ডিঙ্গিতে করিয়া কোন সন্দেহজনক নৌকার পশ্চাতে ছুটিয়া চলি। ইহা ছাড়া এই অবরোধ রক্ষার দিনগুলায় একটুও সজীবতা লক্ষিত হয় না। আমাদের সকলেরই মধ্যে যেন একটা অবসাদ আসিয়া পড়িয়াছে ; এখন আমাদের নাবিকদিগের গানও প্রায় শোনা যায় না।

৯

এখানকার স্বপ্নগুলা বড়ই অদ্ভুত, বিশেষতঃ দ্বিপ্রহরে যখন গভীর দিবানিদ্রায় আমরা মগ্ন হই। সেই স্বপ্নের পর, নিতান্ত বিসদৃশ, অসংলগ্ন, গূঢ়-রহস্যময় কতকগুলা ছবি পশ্চাতে থাকিয়া যায়। সেই-সব ছবি সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আমাদিগকে অনুসরণ করে।

আজ এক প্রাচীন পল্লীভবনস্থ অলিন্দের স্বপ্ন দেখিলাম ; আমি যখন শিশু ছিলাম, সেই জায়গাটা আমার খুব ভাল লাগিত। স্বপ্নে দেখিলাম, রাত্রি খুব গরম গ্রীষ্মরাত্রি ; অলিন্দ হইতে ঝোপঝাড়ের মাঠ দেখা যাইতেছে। আমার নিকটে কতকগুলি তরুণী রহিয়াছে। সকলেই সমবয়স্কা হইলেও, উহারা বিভিন্নযুগের পরিচ্ছদ পরিয়াছে। একটু ইতস্তত: না করিয়াই বেশ চিনিতে পারা গেল, উহারা আমার মা, আমার পিতামহী, আমার খুল্লপিতামহী ; তাহাদের বয়স ১৬ বৎসরের মধ্যে ; যদিও তাহাদের পরিচ্ছদ সেকেলে ধরণের। এমন কি, উহাদের মধ্যে আমাদের পরিবারের শেবাগত অভ্যাগতটিও ছিল—আমার খুবই ছোট্ট। লম্বা লম্বা কটা চুল। একসঙ্গে থাকার দরুণ কিংবা আমাকে তাহাদের মধ্যে দেখিয়া তাহার কিছুমাত্র বিস্ময় হয় নাই—সে খুব উল্লাসের সহিত সেকালের গল্প করিতেছিল।

সুদীর্ঘ পদ-কণ্ঠ-ফ্লামিঙ্গো নামক রক্তবর্ণ জলচর পাখীর ঝাঁক প্রায় তাবৎ উচ্চ আকাশে উড়িতেছে, তখন আকাশ ঘনঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। গ্রীষ্মসুলভ অতি মধুর সুগন্ধের আঘ্রাণ পাওয়া যাইতেছে। এই অলিন্দের পাথরগুলা অসংলগ্ন হইয়া পড়িয়াছে, ভগ্নাবশেষের ন্যায় উহাতে শেওলা ধরিয়াছে, জুঁইগাছের ডালপালা চারিদিক্ হইতে বাহির হইয়াছে। সেকালে মহিলারা এই জুঁইএর ডাল তাহাদের আঙ্গিনায় গুঁজিয়া রাখিত—এ ঢংটা এখন বাতিল হইয়া গিয়াছে।

সুগভীর ও অন্ধকারময়, গুল্মপূর্ণ খোলা মাঠের উপর আকাশটা নিছক কৃষ্ণবর্ণ শোকবস্ত্রের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। এখন, কি একটা বদ-রকমের জিনিস, একরকম পাণ্ডুবর্ণ চাক্‌তি, দিগন্তের প্রান্তদেশ হইতে ধীরে ধীরে উত্থিত হইল। ঐ সব মেয়েরা বলিল—"ওটা চাঁদ; আমরা ওরই প্রতীক্ষায় ছিলাম" এই বলিয়া উহারা খুব হাসিতে লাগিল, এ হাসিটা বেশ তাজা রকমের হাসি—উপছায়ার মত হাসি নহে। কিন্তু আমার মনটা এই চাঁদ দেখিয়া বিচলিত হইল, কৃষ্ণবর্ণ আকাশে উঠিয়া চাঁদটা বে-পরিমাণ বর্দ্ধিত হইল, এবং ক্রমাগত ম্লানাভ হইতে লাগিল; তার পর একটা স্বচ্ছ বৃহৎ প্রভামণ্ডলের আকারে, বলয়-রেখার আকারে, আস্তে আস্তে আকাশে মিলাইয়া গেল।

তার পর ঐরকম আর একটা চাঁদ ভূতল হইতে যেন বাহির হইয়া ঐ একই জায়গায় উত্থিত হইল। তখন আমার ভয় হইল। মনে হইল, যেন আমি জগতের মহাপ্রলয় প্রত্যক্ষ করিতেছি। উহারা সকলেই বলিল—

—"না, তা নয়! জ্যোতিষীদের পঞ্জিকায় এটা পূর্ব্বেই গুণে বলা হয়েছিল, এই রকম আরও দুইটা চাঁদ উঠ্‌বে।"

ফলতঃ আর দুইটা চাঁদ একসঙ্গে উদয় হইল এবং উহারাও বড় বড় প্রভামণ্ডলের আকারে আকাশে মিলাইয়া গেল; পশ্চাতে শুধু একটা কম্পমান ম্লান আলোকচ্ছটা রাখিয়া গেল। আমার সত্যই খুব ভয় হইল।

উহারা আমার ভাব দেখিয়া হাসিতে লাগিল:—"চল এখান থেকে যাওয়া যাক্—ওর ভাল লাগ্‌ছে না। কিন্তু ছি! পুরুষ মানুষের এত ভয়!" তার পর আমরা একটা সরু পথ দিয়া চলিতে লাগিলাম। পথের মাথাটা উচ্চ লতামণ্ডপে আচ্ছাদিত। জায়গাটা ক্রমশই গরম ও অন্ধকার বলিয়া মনে হইতে লাগিল। যতটা দেখিতে পাওয়া গেল, তাহাতে মনে হইল, যেন বৈশাখ মাসের মত 'হর্ষণ' ফুটিয়া আছে।

মেয়েরা আগে আগে চলিয়াছে সবাই—সেই রকম তরুণবয়স্কা। সবচেয়ে যে ছোট, তার কটা চুলের গুচ্ছ হঠাৎ কাঁটা গাছে আটকাইয়া গেল।

উহাকে সাহায্য করিবার জন্য আর সকলেই দাঁড়াইল। কোঁকড়া চুলগুলা কতকগুলা ডালপালার গায়ে সাপের মত জড়াইয়া গেছে। চুল এত লম্বা যে, কাঁটাগাছ হইতে ছাড়ান মুস্কিল। আমরা পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম, তবু কোন ফল হইল না। আরও গরম বোধ হইতে লাগিল। এই অন্ধকারের মধ্যে চুলের জট্ কিছুতেই ছাড়ান গেল না—যতই ছাড়ান হয়, আবার ততই নূতন করিয়া জট্ পাকাইয়া যায়। পরিশেষে সকলে বন্দুকের মত একটা আওয়াজ করিয়া কোথায় কে জানে—একটা নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিল।

অদ্ভুত রকমের এক তরুণী বলিল:—

—"কাট্‌তে হবে, কাট্‌তে হবে, নৈলে আবার গজিয়ে উঠ্‌বে। (আমার খুল্লপিতামহী—যাহাকে ৮০ বৎসরের বৃদ্ধা বলিয়া জানিতাম—তাঁরই এখন এইরূপ চটুলতা।)

তিনি গাছটা মুড়াইয়া কাটিলেন,—কচাৎ, কচাৎ, কচাৎ! তাঁর কোমরের সিকলিতে একটা বড় কাঁচি ঝোলানো ছিল—সেই কাঁচি দিয়া কাটিলেন। তার পর সমস্ত দলকে দল আবার লাফাইয়া লাফাইয়া চলিতে আরম্ভ করিল, এবং বলিল:—"আর আমরা বনে যাব না।"

আমরা উদ্যানের প্রান্তদেশে, একটা পুরাতন চতুষ্কোণ গৃহে (kiosque) আসিয়া পৌঁছিলাম—দেওয়ালের জাফ্রির উপর যেন গোলাপের গালিচা বিছান রহিয়াছে। তরুণীরা গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল। সেখানে মাত্র দুই তিনখানা কেদারা ছিল, অপেক্ষাকৃত বেশী বয়সের মেয়েরা, একটু ভদ্রতার কথা বলিয়া ঐ কেদারায় বসিয়া পড়িল।

গ্রীষ্ম-গোধূলিসুলভ, সেই একই উত্তাপ, সেই একই ঘাসের সুগন্ধ, সেই একই ফুলের সৌরভ। কিন্তু ঐ তরুণীরা আর গান গাহিতেছে না; হঠাৎ যেন তাহারা গম্ভীরভাব ধারণ করিয়াছে।

যাহারা দাঁড়াইয়াছিল, তাহারা একটা আলমারি খুলিল; আলমারিটা দেওয়ালের ভিতর প্রচ্ছন্ন ছিল; সেই আলমারি হইতে একটা শিশুর পরিচ্ছদ টানিয়া বাহির করিল…মৃত্যুর অবশেষ, না জীবনের পূর্ব্ব-সূচনা?—রহস্যময় ও নীরব হাস্য-সহকারে, ঐ ছোট পোষাকটি উহারা আমাকে দান করিল; আর আমিও যেন সব বুঝিতে পারিলাম। ঐ পোষাকটি যখন দেখিতেছিলাম, তখন একটি মধুর কোমলভাব অন্তরে অনুভব করিতেছিলাম—সেই অনুভূতিটা এত তীব্র ও প্রবল যে আমি জাগিয়া উঠিলাম…

সব শেষ হইয়া গেল; স্বপ্ন মন্ত্রমোহে ছুটিয়া গেল, ভাঙ্গিল—আবার তাহাকে ধরা অসম্ভব—সেই গ্রীষ্ম-সুলভ গোধূলি, সেই সব তরুণী, সেই পুরাকালের গন্ধ, সেই সমস্ত এক মিনিটের মধ্যেই, অস্থায়ী তমসাচ্ছন্ন স্বপ্নরাজ্যের মধ্যে বিলীন হইল। আবার দিবা দ্বিপ্রহরে আসিয়া পড়িলাম—আবার আমার সেই জাহাজের কামরায়, সেই প্রবাসদেশে আসিয়া পড়িলাম।

'তু-তুক্' বিড়ালটা আমার পদতলে ঘুমাইতেছে; আরও দেখিলাম, সিল্‌ভেষ্টার তাহার চওড়া কাঁধ দিয়া আমার জানালা ঢাকিয়া রাখিয়াছে। 'চাঁদের' নিকট হইতে এইমাত্র সে কতকগুলা কদলী সওদা করিয়াছে। 'চাঁদ' তাহার ডিঙ্গিতে দাঁড়াইয়া আছে, তাহার গোল-গাল ট্যাবাটোবা মুখখানা দেখা যাইতেছে। এই চাঁদ (আমার সেই স্বপ্নের চাঁদ নহে) একজন আনামবাসী দোকানদার রমণী, বয়স ১৮ কিংবা ২০ বৎসর, প্রতিদিন সে আমাদের জাহাজের ধারে আসিয়া ফল বিক্রয় করে; 'চাঁদ' বলিয়া ডাকিলে সে উত্তর দেয়, নিছক গোলাকৃতি বলিয়া নাবিকেরা তাহার এই নাম দিয়াছে।

একটু ভাবুনেপনার সহিত সে তাহার স্থূল বাহু তাহার হলুদে হাত বাড়াইয়া দিল এবং সিল্‌ভেষ্টারের কষ্ট বাঁচাইবার জন্য যেন সে নিজেই একশো মুদ্রা গণিয়া লইতে চাহিল। কিন্তু সিল্‌ভেষ্টার পাছে আমার ঘুম ভাঙ্গে, এই ভয়ে সে নিম্নস্বরে তাহাকে উত্তর করিল—"না, না, না; আমি জানি, তুই ভারি বজ্জাত, তুই চোর, তোর গুণতে হবে না…" এই কথা বলিয়া সিল্‌ভেষ্টার, যে শেষযুনসিসূত্রে তাম্রমুদ্রা গাঁথা ছিল, সেই সূত্র হইতে অতি কষ্টের সহিত কতকগুলা মুদ্রা খুলিয়া লইল—কারণ, উহাই এখন আমার যথাসর্ব্বস্ব।

উহাদের পশ্চাতে দূর-দৃশ্যটি অতি সুন্দর। শুভ্র-স্বচ্ছ আলোকের মধ্যে ঐ উচ্চ পর্ব্বতটা দেখা যাইতেছে। উহাই হুয়ের যাত্রাপথ, উহারই নাম "মেঘদ্বার"; লোকলোচনের অগোচর রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য হুয়ে নগরে আসিতে হইলে ঐ পর্ব্বত লঙ্ঘন করা আবশ্যক; তাহার পর আবিল সমুদ্রের উপর, "জঙ্ক" নৌকার ভীড়—

—সেই ক্ষুদ্র শিশুর পরিচ্ছদ দেখিয়া আমার মনে যে মধুর, গভীর, ব্যাখ্যাতীত, অনির্ব্বচনীয় একটা ভাব আসিয়াছিল, তাহা রাত্রি পর্য্যন্ত ছিল…

৮০

রাত্রি ১টা। আগষ্ট মাসে যেখানে আমরা প্রখর উত্তাপে দগ্ধ হইয়াছিলাম, সেই থুয়ান্-আনের সম্মুখে হুয়ে-নদীর প্রবেশ-পথে আমরা নোঙ্গর করিয়া আছি। সেই চিরন্তন ভাঙ্গা-ভাঙ্গা তরঙ্গের উপর দিয়া দুর্গরক্ষী সৈন্যদলের নিকট খাদ্যসামগ্রী পাঠাইবার জন্য, আমরা দুই দিন ধরিয়া শান্ত সমুদ্রের অপেক্ষায় আছি।

কিন্তু সেই নিস্তব্ধ শান্ত সমুদ্র আর আসেই না! যাই হোক, সমুদ্র একটু শান্ত হইয়াছে, নৈশ গগনে তারা উঠিয়াছে; কিন্তু সেই একই রকম মন্থরগামী প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তরঙ্গ ক্রমাগত ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে, উহাদের ক্লান্তি নাই। আমরা জাহাজের উপর দোল খাইতেছি, অবিরাম দোল খাইতেছি, এবং বেলাভূমির দিক্ হইতে বীচিভঙ্গের গর্জ্জন ক্রমাগত শুনা যাইতেছে।

এই হুয়ে নগরের ভিতর—এখন এই নগরটা আমাদের খুবই কাছে—আজ রাত্রে একটা শোক-নাট্যের অভিনয় হইতেছে;—প্রাসাদ-প্রাচীরের শেষ বেষ্টনের মধ্যে এখনই তাহা হইতেছে। যে রাজদরবার দর্শন নিষিদ্ধ, যাহা দেখিলে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হয়, সেই রাজদরবারের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ তাহাদের উপর-তোলা খুদে খুদে চোখ ভীষণ রোষে বিস্ফারিত করিতেছে। যে রাজা সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিয়াছিল, সেই রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করা হইতেছে—খুব সম্ভব উহারা তাহার শিরশ্ছেদ করিতেছে…

আজ সায়াহ্নে রাজপ্রাসাদের নহবৎখানা আমরা দূর হইতে দেখিতেছিলাম। উহা অস্তমান সূর্য্যের

কিরণে উদ্ভাসিত। ঐ দুষ্প্রবেশ্য গৃহে ঐ-সব লোক-লোচনের অগোচর দৃশ্যের মধ্যে গিয়া উপস্থিত হইতে আমাদের খুবই কৌতূহল হইল।

যাহারা যুদ্ধের পক্ষপাতী, তাহাদেরই জয় হইয়াছে; শেষ খবর পাওয়া গেল,—বিশপ্‌কে, ফরাসী দূতকে রাস্তায় লোকেরা শাসাইতেছে। এই সব গভীর তরঙ্গের উপর দিয়া এখন ডাঙায় একটি লোকও পাঠাইবার জো নাই। এই সমস্ত জনতার মধ্যে—যেখানে আমাদের লোকেরাও আছে—জাহাজ হইতে যদৃচ্ছাক্রমে গোলাবর্ষণ করিবারও জো নাই। তাই আমরা চুপ করিয়া এখানে বসিয়া আছি—অবসাদক্লান্ত ও শক্তিহীন।

১১

আবার সমস্তই নূতন বন্দোবস্ত হইয়াছে; নূতন রাজার সঙ্গে সঙ্গে, প্রাচীর-বেষ্টিত নগরে আবার শান্তি ফিরিয়া আসিয়াছে। আমরাও আমাদের গৃহে—সেই প্রবাসের উপসাগরে প্রত্যাগমন করিয়াছি।

আজ তুরাণে ফরাসী ভাষায় লেখা একটা সাইন্‌-বোর্ড্‌ এই প্রথম খাড়া করা হইয়াছে:—"শাংহু, সামুদ্রিক দ্রব্যসামগ্রীর সরবরাহকারী।" একটা লম্বা ছড়ির আগায় লাগানো একটা তক্তির উপর এই কথাগুলি লেখা আছে। ইহা প্রায় নগণ্য। মন্দির ও ধূলায় আচ্ছন্ন এই ক্ষুদ্র নগরটির মাঝখানে এই জিনিষটা ইহারই মধ্যে বেসুরা বলিয়া মনে হইতেছে।

আমাদের জাহাজে, আমাদের নাবিকেরা শাংহুর নাম দিয়াছে—"সবুজ চীনা"; কারণ, শাংহু সচরাচর সবুজ পরিচ্ছদ পরিধান করে। আমাদের অধিষ্ঠানে আকৃষ্ট হইয়া শাংহু তাহার শোভন ভাবভঙ্গীর অলক্ষিত প্রভাবে ক্রমশঃ আমাদের অপরিহার্য্য অন্তরঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে। সে সব-জিনিষেরই জোগান দিয়া থাকে, লোকের সুবিধা করিয়া দিতে খুব তৎপর, খুব চতুর, খুব তরুণবয়স্ক, খুব মজার ধরণের লোক; তাহার শরীরের উপর, তাহার বাহারে বেণীর উপর তার খুবই যত্ন; সে বাঁশের মত সরু ও তার গায়ে চন্দনের গন্ধ।

উপস্থিত-মত কাজ চালাইবার জন্য এই-সব দোকান-ঘর—কতকগুলা খাগ্‌ড়ার চালা, নদীর ধারে উঠানো হইয়াছে। রেশমী-কোমল বেণী ঝোলানো, খুব স্থূলকায়, খুব লম্বা-মোজা-পরা, লম্বোদর দোকানীরা বেশ প্রসন্নবদনে তাহাদের পুত্তলী-সদৃশ দেহের স্থূলতা সকলের সমক্ষে অনাবৃত করিয়া দেখাইতেছে। দেওয়ালের একটা বুদ্ধমূর্ত্তি—মূর্ত্তিটিও লম্বোদর—ক্রয়বিক্রয়ের অধ্যক্ষতা করিতেছে। উহারা কয়লা বিক্রয় করিতেছে, জীবন্ত গরু বিক্রয় করিতেছে, পয়সার মালা বিক্রয় করিতেছে, বস্তা-ভরা চাউল বিক্রয় করিতেছে, সাম-চৌর বুয়েম বিক্রয় করিতেছে। আমাদের নাবিকেরা যেরূপ বলিয়া থাকে—উহার ভিতর "চীনা চীনা" গন্ধ খুবই পাওয়া যাইতেছে। শীর্ণপত্রপল্লবভূষিত বাঁশ-ঝাড় ইতস্ততঃ হেলিতেছে দুলিতেছে;—এবং বাঁশ-ঝাড়ের মধ্যে মশার ঝাঁক নৃত্য করিতেছে।

মাদাম্‌ শাংহু সম্প্রতি কান্টন হইতে আসিয়াছেন। তাঁর খাতির-নদারদ ভাব; ভাবুনেপনাও আছে; তাঁহার চোখ এতটা উপর দিকে তোলা যে, চোখের তারা—যাহা তাঁহার হাতপাখার মতনই চঞ্চল—মনে হইতেছে যেন উপর হইতে নীচে ক্রমাগত ঘুর-পাক দিতেছে। মাদাম্‌ তাঁহার পুতুল-পায়ের উপর ভর দিয়া হেলিয়া-দুলিয়া বেড়াইতেছেন।

উহাদের দুই মুখের যোগাযোগে, ক্ষুদে শাংহুর মুখখানি না-জানি কিরূপ আকার ধারণ করিবে। আগামী মাসে নব অভ্যাগত পৃথিবীতে আবির্ভূত হইবেন, এইরূপ ঘোষণা করা হইয়াছে।

১২

...এক বর্ষার দিনে, কোন এক পর্ব্বতের চূড়ায়। খানিকটা ফাঁকা আকাশ, খানিকটা নিস্তব্ধতা। আমার পায়ের নীচে হরিদ্বর্ণ ঢালু ভূমি গভীর সমুদ্রের দিকে নামিয়া গিয়াছে।

ঐ গিরিশিখরের উপর আমি একটা কাজে নিয়োজিত হইয়াছিলাম। জাহাজের প্রধানাধ্যক্ষ ত্রিকোণমিতি-সংক্রান্ত জরিপ করিবার জন্য, একটা উপসাগরের দিঙ্‌নির্ণয় করিবার জন্য আমাকে পাঠাইয়াছিলেন। আমাদের ঘড়ি ফিরাইবার মিস্ত্রী এই কাজে আমার সাহায্য করিয়াছিল। একটা শৈলখণ্ডের উপর আমাদের তাম্র-যন্ত্রগুলা সযত্নে বসাইয়াছিলাম—শৈলগাত্র সূক্ষ্ম পাতাবাহার গুল্মে আচ্ছাদিত—যেন গালিচা বিছাইয়া দিয়াছে। আরও

কতকগুলা উচ্চতর পাহাড়, তাহাদের উদ্ভিজ্জপূর্ণ তমসাচ্ছন্ন গুরুভার দেহপিণ্ড লইয়া, আমাদের মাথার উপরে ঝুলিয়া রহিয়াছে। কখন কখন ধূসর মেঘ নামিয়া আমাদিগকে প্লাবিত করিয়া চলিয়া যাইতেছে। বর্ষণের সময় নিস্তব্ধ হইয়া নিশ্চলভাবে মাথা নীচু করিয়া, কখন্ দিগন্ত আবার আলোকে উদ্ভাসিত হইবে, দূরস্থ অন্তরীপগুলা আবার দৃষ্টিগোচর হইবে, তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছি। এই অন্তরীপগুলা প্রায়ই কুয়াসায় আচ্ছন্ন থাকে।

যখন আমরা এইরূপ প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতাম, তখন আমাদের মন সুদূরে চলিয়া যাইত। একজন "Lande"-বাসী নিশ্চয়ই তাহার দেবদারু-বনের কল্পনায় বিভোর হইত। আর আমার কথা যদি জিজ্ঞাসা কর, আমি কল্পনা করিতাম, যেন আমি দাল্‌মাসিয়ায় আছি। এই সব উচ্চ পর্ব্বতের চম্‌চমে হাওয়া, এই সব তরুময় বিশাল ঢালুভূমি, আর এই দূরস্থ সমুদ্র—এই সমস্ত হইতেই একটা মায়াবিভ্রম স্বতই উৎপন্ন হইতে আরম্ভ করিয়াছে।

কাত্তারো-প্রদেশের সহিত, এড্রিয়্যাটিকের ঢালু দেশের সহিত, এসিয়ার এই কোণটুকুর বাস্তবিকই একটা সাদৃশ্য আছে।

একটা অবগুণ্ঠনের ভিতর দিয়া দেখিবার জন্য, আধো চোখ বুজিয়া, সেই গভীর স্বপ্নরাজ্যের মধ্যে আস্তে আস্তে ক্রমশঃ আপনাকে নিমজ্জিত করিলাম। ঐ-সব দেশের খুব স্পষ্ট, খুব জটিল, খুব জীবন্ত ধারণা আমার মনে আবার জাগিয়া উঠিল। যে-সব জিনিষ চলিয়া গিয়াছে, তৎসম্বন্ধে সুতীব্র একটা বিষাদের ভাব —নিষ্ঠুর বলিলেও হয়—আবার আমার মনকে অধিকার করিল। সেই-সব অতীতের জিনিষ আর কখন ফিরিয়া আসিবে না···আহা কত্তারোর সেই উপসাগর—একটু বিষাদময় সেই কবোষ্ণ শরৎকাল —সেই বন-প্রান্তে বসিয়া ধ্যান-চিন্তায় মগ্ন থাকা— সেই মেদী গাছের তলায় নিদ্রা যাওয়া—আর,— হের্জেগোভিনিয়ের একটি ক্ষুদ্র বালিকা, ঐ শান্ত বিজন দেশে ভেড়া চরাইবার জন্য যে প্রতিদিন আসিত, তাহাকে দেখা···

এই পর্ব্বত ও আকাশের নিস্তব্ধতার মধ্যে, হঠাৎ একটা সর্‌-সর্‌ শব্দ! সরু সরু হাত যেন ধূসর-রংএর দস্তানা পরা—সেই হাত দিয়া ডালপাতা সরাইয়া দিয়া আমাদিগকে দেখিতেছে:—দুইটা বড় বানর। ···বনমানুষ-জাতীয়; মানুষের মত মুখ—সমস্তটাই গোলাপী রংএর; দাড়ীর চুল সাদা। উহারা নিশ্চয়ই আমাদের পিছনে অনেকক্ষণ ধরিয়া ছিল; যখন দেখিল, আমরা কোন অনিষ্টকর কার্য্যে লিপ্ত নই, তখন উহারা বানর-সুলভ তীব্র কৌতূহল সহকারে উহাদের স্বচ্ছ চোখ খুব দ্রুতভাবে মিট্‌মিট্‌ করিতে করিতে আমাদিগকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

এক নাবিক গম্ভীরভাবে উহাদিগকে অভিবাদন করিল এবং হাত নাড়িয়া বন্ধুত্বের একটা ভঙ্গী করিয়া বলিল—সকল ভাষাতেই যাহার অর্থ এই:— "মহাশয়গণ, একটু কষ্ট করিয়া যদি···ইত্যাদি··· আমরা তাহা হইলে খুবই খুসী হইব—"

এই হস্তভঙ্গীতে উহারা ভয় পাইল। তখন উহারা সাধারণ পশুর মত চার পায়ের উপর ভর দিয়া ছুটিয়া পলাইল। উহাদের পলায়নের সময়, আমাদের চক্ষু জুঁইগাছ ও অন্যান্য হরিৎ গুল্মের মধ্য দিয়া, উহাদিগকে অনুসরণ করিল।

ছুটিয়া যাইবার সময়, উহাদিগকে বড় খরগোসের মত দেখাইতেছিল। মানুষের মত মাথা ও বৃদ্ধলোকের মত শ্মশ্রু ছাড়া, মানুষের সাদৃশ্য আর তাহাদের কিছুই ছিল না।

১৩

ঘরের শানের উপর দিয়া হেঁচ্‌ড়িয়া চলিবার শব্দ— একটা ফোঁপানির শব্দ।—এই মন্দিরের একটা আঁধার কোণে অনেকক্ষণ ধরিয়া শান্তভাবে ছিলাম; খিলান মণ্ডপের গায়ে যে সব বিরাট্‌ মূর্ত্তি, কাল্পনিক মূর্ত্তি ছিল, তাহারই ছবি আঁকিতেই ব্যাপৃত ছিলাম,— এমন সময় ঐ শব্দ শুনিতে পাইয়া, কে প্রবেশ করিতেছে জানিবার জন্য দরজার দিকে মুখ ফিরাইলাম।

একটি বৃদ্ধা রমণী দীনদশাপন্ন ও প্রায় উলঙ্গ। তাহার হাতে আছে চাউল ও মৎস্যপূর্ণ ছোট তিনটা কটোরা এবং ছোট তিনটা গোলাপী রংয়ের মোমবাতী। নিশ্চয়ই দূর হইতে আসিয়াছে; দেহ যেন শ্রান্তিতে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, মনে হইল, কি একটা দারুণ দুঃখে অভিভূত। এই সর্ব্বজনপরিত্যক্তা বেচারী বৃদ্ধা সম্ভবতঃ তাহার যথাসর্ব্বস্ব বেচিয়া এই নৈবেদ্য-সামগ্রী,—এই হাস্যময়, প্রকাণ্ডকায়, সোনা-ঝক্‌মকি দেবতার সম্মুখে যজ্ঞ-বেদীর উপর অর্পণ করিতে আসিয়াছে। তাহার পরেই সে কাঁসর পিটিতে

লাগিল, এবং প্রেতযোনিদিগকে ডাকিবার ঘন্টা বাজাইতে লাগিল।—যেন সে এই কথা বলিতে চাহে,—বাবা বুদ্ধ! তুমি এখানে একবার এসে দেখো, তোমার জন্য আমি কি জিনিষ নিয়ে এসেছি; আমার যথাসাধ্য এই উপহার সংগ্রহ করেছি; আমার উপর দয়া করো, কৃপা করো, আমি যা প্রার্থনা কর্‌ছি, তা আমাকে দাও...”

ছোট মোমবাতিগুলা পুড়িয়া গেল; মাছিরা ছোট তিনটা বাটির উপর নামিয়া নৈবেদ্য-সামগ্রী খাইতে লাগিল;—বেচারী বৃদ্ধা চলিয়া গেল।

একটা মর্ম্মভেদী চীৎকার করিয়া বৃদ্ধা হঠাৎ আবার সেই বেদীর নিকট ফিরিয়া আসিল। তাহার অন্তরে কে যেন বলিল, এখনও তার “ভূত” ছাড়ে নাই; অথচ সে যথাসাধ্য দেবতাকে উপহার দিয়াছে। তাই সে ছুটিয়া আসিয়া ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে আত্তরব করিতে করিতে আবার প্রচণ্ডভাবে “গং” পিটিতে লাগিল, ঘন্টা বাজাইতে লাগিল;—বুম্! বুম্! বুম্! ডিং! ডিং! ডিং! তাহার তাৎপর্য্য এই:—

“বাবা বুদ্ধ! তুমি আমার কথা শুনলে না, আমার দিকে একবার চেয়েও দেখলে না; আমি যে একজন গরিব বৃদ্ধা রমণী—অতি অভাগিনী—তুমি কি এত নিষ্ঠুর হবে,—আমার কথায় কর্ণপাতও করবে না—এ কখনই সম্ভব নয়।”—তাহার পর, হলদে পার্চমেন্টের মত তাহার মুখের উপর দিয়া অশ্রু গড়াইতে লাগিল।

সিল্‌ভেষ্টার,—ব্রেতাঞ্-প্রদেশে যাহার খুব-গরিব এক বৃদ্ধা পিতামহী আছে—সেই সর্ব্বপ্রথমে উঠিয়া তাহার কছে যাহা ছিল—৫ ফ্র্যাঙ্ক মূল্যের “সাপেক” মুদ্রা—সমস্তই তাহাকে দিল। আমিও আমার থলে ঝাড়িয়া তাহাকে সমস্তই দিলাম। সে ভ্যাবাচাকা খাইয়া, খুব নতশিরে “চিন্ চিন্” করিতে করিতে আমাদিগকে ধন্যবাদ জানাইল। এই অনপেক্ষিত ধনলাভ করিয়া নিশ্চয়ই তার বেশ একটু উপকার হইল। সে ইসারা-সঙ্কেতের দ্বারা আমাদিগকে বুঝাইয়া বলিল:—সে আর-একটা ভিক্ষার জন্য এখানে এসেছিল—সে ভিক্ষা দেওয়া মানব-দয়ার সাধ্যাতীত...

১৪

আজ দিনটা খুবই বিক্ষুব্ধ। পুবের জোর বাতাস, আকাশ অন্ধকার, দুই দিন ধরিয়া আমরা থুয়ান্‌আনের সম্মুখে আছি। আজ প্রাতে সূর্য্যোদয়-কালে জাহাজ আর নোঙর মানিতেছে না; কাজেই নোঙরটা মাটী হইতে একটু উপরে উঠানো গেল (এই কৌশলটা বিপদজনক); তাহার পর, আমরা আমাদের অভ্যস্ত আশ্রয়স্থান তুরানে গিয়া আশ্রয় লইলাম।

আর আমি,—নির্দ্দিষ্ট পোয়া ঘন্টা কালের পাহারার কাজে নিযুক্ত হইলাম—বেশ একটু কড়া পাহারা, কিন্তু সেই-সঙ্গে একটু বাৎসল্য ভাবও ছিল বরং সচরাচরের চেয়েও বেশী। আমি বিষণ্ণচিত্তে মনে মনে ভাবিতেছিলাম, এই পাহারাটা কি আমার শেষ পাহারা হইবে?

গতকল্য একটা ডাকের জাহাজ যখন এখান দিয়া চলিয়া যায়,—তখন একটা হুকুমনামা আমাকে দিয়া গিয়াছিল। এই হুকুমটা একেবারেই অনপেক্ষিত; পারীতে ফিরিয়া যাইতে হুকুম হইয়াছে। সৈন্যবাহী “করেজ” নামক জাহাজে আমাকে ফ্রান্সে লইয়া যাইবে। হা-লং হইতে ফিরিয়া আমাকে লইবার জন্য জাহাজটা তুরানে আসিয়া থামিবে—আর কাল আমাদের যাত্রাকাল জানানো হইবে। সকল সময়েই এই নৌ-বিভাগের ব্যাপারে তাড়াতাড়ি ও হুরুদ্দুম্!

দুইটার সময় আমাদের সেই তুরানের উপসাগরে প্রবেশ করিলাম—সেখানে সমুদ্র বেশ শান্ত। এখন খুব তাড়াতাড়ি আমাদের তোরঙ্গগুলা গুছাইয়া লইতে হইবে। আমার কাম্‌রায় সমস্তই বিশৃঙ্খল ও ওলট-পালট হইয়া রহিয়াছে। যে-সকল বাক্‌সো তাড়াতাড়ি “সবুজ চীনা”কে অর্ডার দেওয়া হইয়াছিল, তাহা একটা “ঝাঁপান” নৌকা করিয়া আসিয়া পৌঁছিয়াছে। যে গরম,—সিল্‌ভেষ্টার হাঁসফাঁস্ করিতে করিতে কাজে চলিয়া গেল। এই জটিল গাঁঠরি বাঁধা কাজে আরও তিন জন সিল্‌ভেষ্টারের তাঁবে খাটিতে লাগিল। আরামে কাজ করিবার জন্য সকলেই বিবস্ত্র হইল।

রাত্রি হইল। আমিও প্রস্তুত হইলাম। আমার গম্যস্থানের অনুসরণ করিতে, বেচারী প্রবাসসঙ্গীদিগের সহিত বিদায়-সম্ভাষণ করিতে প্রস্তুত হইলাম। আমার সকলের জন্যই কষ্ট হইতে লাগিল...আমার জীবনের এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনে এতই বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, আজ, ঘুমাইতে বেশ একটু দেরী হইয়া গেল।

একজন উচ্চ-মাস্তুলের নাবিক, আমার কাম্‌রার পোর্ত-ছিদ্রের নীচে সেকালের বিষাদময় খুব একঘেয়ে

একটা বেতাঞ প্রদেশের সুর গাহিতেছিল, তাহা শুনিয়া খুব ভোরে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। দিনটা শান্ত নির্ম্মল, সুন্দর;—এই মেঘ-বৃষ্টির দেশে, এই ঋতুতে এইরূপ দিন খুবই বিরল। পাহাড়গুলা রামধনুর মত বিচিত্রবর্ণে রঞ্জিত; সমুদ্র গাঢ় নীলবর্ণ; একটা ম্লানমধুর দীপ্তিচ্ছটা, গ্রীষ্মমণ্ডলসুলভ একটা গভীর স্বচ্ছতা চারিদিকে বিরাজ করিতেছে; এই সব তুমুল ঝড়-বৃষ্টির পর, সমস্ত প্রকৃতি যেন আরামে বিশ্রাম করিতেছে। আর কিছুই করিবার নাই; আমার কাজ ছাড়িয়া দিয়াছি, আমার তোরঙ্গগুলা বন্ধ রাখা হইয়াছে। সিলুভেষ্টার আমার বুদ্ধমূর্ত্তি ও আমার পুতুলগুলাকে এইমাত্র কাপড়ে জড়াইয়া গুছাইয়া রাখিয়াছে;—ইহারা আমার সহযাত্রী।

আমার বিশ্বাস,—আমার শ্রমক্লান্ত জীবনে, কোন স্থান হইতে এমন শান্তভাবে প্রস্থান করা কখনও ঘটে নাই। সমস্ত দিন আমি দিগন্তের পানে চাহিয়া আছি, সমুদ্রের উপর চাহিয়া আছি—"করেজ" জাহাজখানা কখন্ না জানি আমাকে লইতে আসিবে। কিন্তু সাদা-পাল-ওয়ালা কতকগুলা "জঙ্ক" নৌকা ছাড়া আর কিছুই নেত্রগোচর হয় না।

সেই "সবুজ-চীনা" শাংহ ফুল-কাটা রেশমের একটা জাঁকালো পোষাক পরিয়া, সন্ধ্যার সময় আমাদের নিকট বিদায় লইতে আসিল। শীত ঋতুর জন্য এই পোষাক সে কান্টন হইতে আনাইয়াছে।

সূর্য্যাস্ত-সময়ে প্রায় শীতকালের মত ঠাণ্ডা; মনে হয় যেন ডিসেম্বর মাস। কৈ, "করেজ" জাহাজের ত দেখা নাই; আর-এক রাত্রি এই উপসাগরে, এই অন্ধকারময় পাহাড়গুলার মধ্যে কাটাইতে হইবে। পাঁচমাস কাল উহাদের মধ্যে আমি বন্দী ছিলাম। আবার উহাদিগকে দেখিতে আসিব না, ইহা নিশ্চয়। আজ শেষ-রাত্রি, তাই আজ রাত্রে উহাদিগকে একটু বিষণ্ণচিত্তে দেখিতেছি···কি অদ্ভুত, শেষে সকলেরই প্রতি কেমন একটু মমতা জন্মে···সূর্য্যাস্তের ম্লান পীত আভার উপর এই-সব পাহাড়—এমন কি, দূরস্থ পাহাড়গুলাও নিছক্ কালো বলিয়া মনে হইতেছে; আর দূরত্বের ব্যবধান অনুভূত হয় না; মনে হয় যেন একটিমাত্র শ্লেট-পাথরের খাঁজ-কাটা দেওয়াল, শীত-আকাশের নীহারশীতল গায়ে ছায়াচিত্রের আকারে খাড়া হইয়া আছে।

এই "করেজ" জাহাজখানা আমাদের গণনানুসারে অন্ততঃ আজ পৌঁছনো উচিত ছিল; উহার আসিতে খুবই বিলম্ব হইয়াছে! কাল প্রাতে নিশ্চয়ই আসিয়া পৌঁছিবে।

সন্ধ্যার "ডেক্-পরিষ্কার"এর পর, আমার "পাহারা-ঘরে"র বন্ধুরা আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আমার কাম্‌রায় আসিল;—তাহারা নানাপ্রকার কর্ম্মর্শ করিল, বিদায়-সম্ভাষণ করিল।—সবশেষে যে আসিল, সে হইতেছে সিলুভেষ্টার—কিছু গুছাইবার আছে কি না, তাহাই দেখিবার জন্য সে স্বতই আসিয়াছে। সে ভয়ে-ভয়ে একটি ক্ষুদ্র মূর্ত্তি আমাকে দিল। এই মূর্ত্তিটি সে তার প্রথম "Communion" অনুষ্ঠানের সময় পাইয়াছিল। এটি কতকটা তাহার রক্ষাকবচের মত:—"স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ এটি কি নিয়ে যাবে কাপ্তেন?"—সে আরও মনে করে—এটি আমাকে আপদে বিপদে রক্ষা করিবে।

আমাকে কেন আবার ফ্রান্সে তলব হইল, এ কথা আমার নাবিকেরা ঠিক বুঝিতে পারিতেছে না; তাহারা কল্পনা করিতেছে,—আমার কি দশা হইবে, আমার প্রতি কর্ত্তৃপক্ষেরা কিরূপ আচরণ করিবে, আমি যেন তাহা নিজেই জানি না···

উহার এই ক্ষুদ্র উপহারটি বহুমূল্য জ্ঞানে বুকে চাপিয়া ধরিলাম। মূর্ত্তির বিষয়টি এই:—ঘোর তমসাচ্ছন্ন ঝটিকার মধ্যে একটি শিশু নতজানু হইয়া আছে। তাহার সহিত এই পৌরাণিক কাহিনীটি আছে:—"বিপুল জলরাশি আমাকে ঘিরিয়া ছিল, কিন্তু হে ভগবান্, তুমিই আমাকে রক্ষা করিয়াছ।"

তাহার পর, সিলুভেষ্টারও যেন আমার সহিত দস্তুরমত মুলাকাৎ করিতে আসিয়াছে—এই ভাবে তাকেও আমার কাছে একটু বসাইলাম; এবং ব্রেতাঞ সম্বন্ধে বাক্যালাপ করিলাম। তাহার গোয়েলো প্রদেশে আমার কখন কখন কাজ পড়ে, সেই সময় তাহার পিতামহীর কুটীরে গিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিব—এইরূপ স্থির হইল।

তখন, সে যেন কি একটা চিন্তার বিভোর হইল:—এই ব্রেতাঞ এখান হইতে কত কত যোজন দূরে!···তাহার গ্রামে ফিরিয়া গিয়া আবার কি আমার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইবে?—তাহা কি কখনও ঘটিবে? এই আনামে বসিয়া তাহা কল্পনা করাই যায় না—তাহার সাধের দেশের সম্মুখে যেন একটা দুর্ভেদ্য যবনিকা রহিয়াছে···

তাহার পর, তাহার ভাবনা হইল,—তাহাদের কুটীরে গেলে কি করিয়া আমার যথাযোগ্য আদর অভ্যর্থনা করিবে। সে মাথা নীচু করিয়া আমাকে বলিল :—"জানেন, আমাদের বাড়ী,…সেটা একটা খোড়ো চালাঘর"—বেচারী নেহাৎ শিশু! খোড়ো চালা-ঘরের কথা বলিবার পর, আমি তাহার হস্ত-মর্দ্দন করিয়া তাহাকে শুইতে যাইতে বলিলাম। সে যদি জানিত, এই সব খোড়ো চালাঘর—ব্রেতাঞ্-প্রদেশের এই সব পুরাতন চালা-ঘর আমি কত ভালবাসি…

আজ রাত্রে "করেজ" জাহাজ আসিয়া পৌঁছিয়াছে। আমাদের জাহাজের পাশ দিয়া যাইবার সময় যেরূপ কোলাহল উঠিইল—যেরূপ জল মাপিবার বুলি বলিতে লাগিল, তাহাতে আমি জাগিয়া পড়িলাম। যাক্—এইবার তবে প্রস্থানের সময় আসিয়াছে, আমার জীবন-পথের এই শেষ যাত্রা ; সব অবসানই বিষাদময়—এখন দেখা যাইতেছে, এই প্রবাসের অবসানটাও বিষাদময়।

আজিকার দিনটাও বেশ উজ্জ্বল মনোরম। প্রাতঃকাল হইতেই যাত্রার জন্য শেষ-উদ্যোগ-আয়োজনের চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে ; ৯ টার সময় "করেজ্‌কে" সজ্জিত হইতে হইবে। আমার অনুরক্ত ভক্ত সিল্‌ভেষ্টার ও অন্যান্য নাবিকেরা আমার বোচ্‌কাবুচ্‌কি বাঁধিবার জন্য, ঐখানে জমা হইয়া পরস্পরের গায়ে ঠেলাঠেলি করিতেছে। তাহার পর বিদায় লইবার জন্য এক-লাইন হইয়া উহারা আমার কামরার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। এই সকল সরলমতি নাবিকদের বিদায়সম্ভাষণ বাস্তবিকই মর্ম্মস্পর্শী।

আমার "পাহারা-ঘরে"র সহচরেরা আসিয়া আমাকে বিদায়-চুম্বন করিল ; সুনিদ্রা-বিরহিত—যা-তা কাপড় পরা—এইরূপ কতকগুলা নাবিক আমাকে তাহাদের জাহাজে লইতে আসিল। একটা ডিঙ্গি আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল—আমাদের জাহাজ হইতে এই ডিঙ্গিতে নামিবার সময় আমার বুক যেন ফাটিয়া যাইতে লাগিল।

"করেজ" সজ্জিত হইয়াছে, যাত্রা করিতে উদ্যত, এমন সময় একটা জল-নৌকা—মান্দারীনের—নানা-রকম ইসারা-সঙ্কেত করিয়া তাড়াতাড়ি আমাদের নিকট আসিল।—সেই "সবুজ চীনা," আমার যাত্রাপথের জন্য একরকম খুব মিহি চা বাক্সোবন্দী করিয়া পাঠাইয়াছে!

আমাদের জাহাজের পাশ দিয়া আমরা চলিয়া গেলাম—রবিবারের প্রাভাতিক পরিদর্শনের জন্য, জাহাজের সরঞ্জামসকল ডেকের উপর দস্তুরমত সারি সারি সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। আমাকে বিদায়-সম্ভাষণ করিবার জন্য উপরিতন কর্ম্মচারীরা শিরস্ত্রাণ এবং টুপি নাড়িতে লাগিল। যখন সব দূরে সরিয়া গেল—যখন সেই-সব পরিচিত গিরি-মালার পিছনে তুরানের উপসাগর ধীরে ধীরে আবার রুদ্ধ হইয়া পড়িল—যখন আমাদের পূর্ব্বজাহাজের মাস্তুলগুলা একেবারে দৃষ্টির বহির্ভূত হইল, তখন আমি আর চোখের জল রাখিতে পারিলাম না।

১৫

সমস্তই যেন ছুটিয়া পলাইল, নীলিমার মধ্যে বিলীন হইল। মধ্যরাত্রির পূর্ব্বেই আমরা "বার-দরিয়া"য় আসিয়া পড়িয়াছি।

তখন সেই সমুদ্রের শান্তি আবির্ভূত হইল—সেই সমুদ্র যাহার দ্বারা সমস্তই পরিবর্ত্তিত ও বিধ্বস্ত হইয়া থাকে। একটা সময়ের অবসানে, চিরকালের মত যেন একটা দাঁড়ি পড়িয়া গেল ; এবং এই শান্তির মধ্যে, আমাদের পূর্ব্ব-জাহাজ ও তুরানের উপসাগর চট্ করিয়া যেন দ্রবীভূত হইল।—কোন্ সুদূরে যেন বিলীন হইল—আমার মনে একটা স্মৃতিও রাখিয়া গেল না। আমি জানিতাম, উহার স্মৃতি চলিয়া যাইবে, কিন্তু এত শীঘ্র যাইবে বলিয়া মনে করি নাই—আমি ইহাতে বিস্ময়বিহ্বল হইলাম। মোট কথা, প্রেমের বন্ধন ছাড়া আর কোন বন্ধন পৃথিবীর কোন স্থানেই আমাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে নাই।

সমাপ্ত

ঘণ্টা-তিনেকের আত্মবিনোদন

(চীন হইতে ফ্রান্সে যাইবার যাত্রাপথে)

(পিয়ের-লোটির ফরাসী হইতে)

...রাত্রি ৯টা। কাফি-গৃহের অভ্যন্তরে। সমস্ত খোলা। তবু ঘরের ভিতরে বিষম গরম। কতকগুলা টেবিল পাতা; টেবিলগুলা একটু সন্দেহজনক। মহুরী ও ব্র্যাণ্ডির গন্ধ ছাড়িতেছে। একটা সাদা ঘর; রাণী ভিক্টোরিয়া ও তাঁহার পরিবারবর্গের প্রস্তর-মুদ্রাঙ্কিত রঙ্গীন ছবির দ্বারা ঘরের দেওয়াল বিভূষিত। দুটি ফর্সা-রং বালিকা, দুইজন সুরাপরিবেষণের পরিচারিকা, কতকগুলা রোদে-পোড়া সাহেবের চারিদিকে কতই হাবভাব দেখাইয়া ঘোরাফেরা করিতেছে। সাদা হাত-কাটা-জামা-পরা—সাহেবরা বিভিন্ন য়ুরোপীয় ভাষায় কথা কহিতেছে।—ভয়ানক গরম, ভয়ানক গরম; চাঁদোয়া-ছাদে ঝুলানো, পিট্রোলদীপগুলার চারিধারে মশক ও পতঙ্গবৃন্দ বোঁ বোঁ শব্দ করিতেছে একটি ইংরেজ বালক একটা যান্ত্রিক পিয়ানোর হাতল ঘুরাইয়া দিল আর অমনি তাহা হইতে "অপেরা"-নাটিকার একটা পরিচিত সুর বাহির হইয়া পড়িল। এই সময় বাহির হইতে একটা কোলাহলশব্দ আসিয়া উহাকে অনেকটা বেসুরো করিয়া তুলিল।

একটা সোজা রাস্তার সম্মুখস্থ একটা বড় গোছের খোলা জায়গা হইতে, যান-বাহনের তরঙ্গহিল্লোল ও শতসহস্র লণ্ঠন সমেত, একটা জন-স্রোত ঠেলিয়া আসিতেছে।

মনে হয়, যেন কোন গ্রীষ্ম-সায়াহ্নে প্যারীনগরের "বুল্‌ভারে'র (Boulevard) দৃশ্য।—দেখিতে পাওয়া যায়, এবং দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়—পুতুলের পরিচ্ছদ পরিয়া লোকগুলা চলিয়াছে, গাত্র হইতে আফিম ও মৃগনাভির গন্ধ বাহির হইতেছে; তার পর পৃষ্ঠদেশ অনাবৃত, গায়ের রং হলদে, বেণী ঝুলিতেছে...যাহারা বাস্তুতঃ য়ুরোপের অভিনয় করে,—খুব নিকট হইতে তাহাদিগকে নোংরা চীনার ঝাঁক বলিয়া বেশ বুঝা যাইতেছে।—এই দ্রুতগামী অধিকাংশ গাড়ীতেই ঘোড়ার মতো ধাবমান মানুষকে জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। যাহারা গাড়ী টানিতেছে, তাহারা চীনা, নগ্নকায়, বেণীটা খোঁপার মত মাথায় জড়ানো, ফানস্ আকারের টুপী-পরা; উহারা যাহাদিগকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে, তাহারাও চীনা; মাথার বেণী বাতাসে দুলিতেছে, হাত-পাখা হাতে লইয়া গট্ হইয়া বসিয়া আছে। দোকান—চীনা; রঙ্গীন লণ্ঠনগুলা—চীনা; কণ্ঠস্বর, কোলাহল, বাদ-বিসম্বাদ—চীনা।—সমস্তই পীতবর্ণ, ব্যস্তসমস্ত, অতিলোভী, বাঁদুরে-ধরণের ও অশ্লীল।—ঝটিকা-গর্ভ একটা ভিজে গরম; মানুষের গায়ে ঘামের গন্ধ, গাঁজিয়া-উঠা ফলের গন্ধ, মাটীর উপর সাজানো বীভৎস খাদ্যদ্রব্য, পুড়াইবার ধূপ ও পুরীষের স্তূপ; আর সকলকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে মৃগনাভির গন্ধ—উহা বড়ই তীব্র, স্নায়ুপীড়ক, বমন-উদ্দীপক ও অসহ্য...

এই নগরই—শিঙ্গাপুর। এই জনতার মধ্যে চলিয়াছে দেবতার মত সুন্দর কতিপয় ভারতবাসী, কতকগুলা মালাবারী, কতকগুলা মালাই, কতিপয় পার্সি, শিরস্ত্রাণ মাথায় কতিপয় ইংরেজ, সকল জাতীয় নাবিকবৃন্দ, এবং জাপানের আমদানী কতকগুলি রঙ্গিণী রমণী; কিন্তু এই চীনারূপ পিঁপড়ার ঢিবির মধ্যে উহারা যেন ডুবিয়া গিয়াছে—হারাইয়া গিয়াছে।

মধ্যকার বড় রাস্তার ধারে ধারে, বাষ্পভারাক্রান্ত চিরন্তন আকাশের নীচে, সকল রকম মন্দির উত্থিত হইয়াছে; রহস্যময় মূর্ত্তিবিশিষ্ট হিন্দুমন্দির; ভীষণ দৈত্যদানবসমন্বিত চীনামন্দির; মুসলমান মসজিদ; প্রটেষ্টাণ্ট ও রোম্যান-সম্প্রদায়ের খৃষ্টগির্জ্জা—সমস্তই পাশাপাশি ভ্রাতৃভাবে অবস্থিত—এই চিত্তসুখকর ভ্রাতৃভাব রক্ষা করিবার ভার ইংরেজ পাহারাওয়ালাদের উপর...

রাত্রি দশটা।—একটা কাফির আড্ডায় সঙ্গীত হইতেছে। গৃহটা কাঠের, কিন্তু উহার গঠনাদি

গুরুভার ও প্রকাণ্ড পরিমাণের এবং গ্রীক-দেব-মন্দিরকে উপহাস করিয়া যেন উহার স্তম্ভশ্রেণী নিরলঙ্কার কঠোরতার সহিত নির্ম্মিত হইয়াছে। ইয়ুরোপীয় নারী-বাদকের একটা দল ষ্টাউস্ রচিত একটা নাচের সুর খুব কোলাহলসহকারে বাজাইতেছে; তাহার পর এক Bardlai রমণী সঙ্গীতমঞ্চের উপর উঠিয়া "বেড়ার" গান গাহিল। পক্ষি-বিক্রেতা কতিপয় ভারতীয় দোকানদার ময়না লইয়া, আশ্চর্য্য-রকমের টিয়া লইয়া, হীরামন লইয়া বিয়ার-পায়ীদের ...গুলার ভিতর দিয়া ঘুরিয়া-ফিরিয়া বেড়াইতেছে। হীরামনগুলা বহুবর্ণ, মনে হয় যেন রং দিয়া চিত্রিত। ৪০০ হাত দূরে কোলাহলহীন শান্ত একটা চতুষ্কোণ পরিসর ভূমি; মিসি-বাবারা একখণ্ড শ্যামল শাদ্বল-ভূমির উপর পায়চালি করিতেছে। ঐ ভূমির ঘাস ইংরেজ ধরণে একেবারে মুড়িয়া ছাঁটা। উহার মধ্যস্থলে স্যাক্সন্ ধাঁচায় কালো-চূড়াওয়ালা একটা বড় গির্জ্জা—কিন্তু বাতাসটা গুরুভারাক্রান্ত—এবং জোনাকি ঝাঁকে ঝাঁকে উড়িতেছে…

রাত্রি ১১টা। গাড়ী ও জনতার দুই-কদম দূরে হিন্দুমন্দিরের অঙ্গনটা একেবারে খালি ও নিস্তব্ধ। জ্যোৎস্না ফুটিয়াছে—সেই বিষুব-রেখা-প্রদেশসুলভ জ্যোৎস্না—যেন সোনালি রংএর দিনমান। এই অপূর্ব্ব আভাবিশিষ্ট আলোকের জমির উপর, মন্দিরটা স্বকীয় সারিবদ্ধ চূড়াগুলার ছবি আঁকিয়াছে। মন্দিরের নীলাভ বিশাল ছায়ার দরুণ মন্দিরকে যেন যাদুমন্ত্রবদ্ধ একটা লঘুধরণের জিনিস বলিয়া মনে হইতেছে—যেন এখনই অন্তর্হিত হইবে। যেন উহা একটা অতিপ্রাকৃতিক রসে সর্ব্বতোভাবে পরিষিক্ত এবং উহার চতুর্দ্দিকে একটা ধর্ম্মজনিত শান্তি বিরাজ করিতেছে। বাহিরে যে জবন্ত চীন-জগৎ অবস্থিত, মনে হয় যেন সেখান হইতে আমরা বহুদূরে রহিয়াছি। দেবালয়ের উন্মুক্ত দ্বারের ভিতর দিয়া দেখা যাইতেছে, কতকগুলা ঝুলানো দীপ জ্বলিতেছে। খুব পিছনে বড় বড় মাথাওয়ালা কতকগুলা দুষ্টবুদ্ধি দেবতাও দেখা যাইতেছে—তাহাদের চারিদিকে কতকগুলা অজানা বিগ্রহ; উহাদের সম্মুখে বৃন্তহীন কতকগুলা ফুল ছড়ানো রহিয়াছে—মল্লিকা ও গন্ধ-রাজের গন্ধে চারিদিক্ আমোদিত।

৩।৪ জন ভারতবাসী নবীন যুবক ঐখানে পাহারা দিতেছে; খাটো ধুতি-পরা; বালিকার মত চুল কাঁধ পর্য্যন্ত ঝুলিয়া পড়িয়াছে; মুখের ভাবটা বুনো ধরণের, চোখের সাদাটা দেখিতে কতকটা মিনার মত। উহাদের মুখ সুশ্রী এবং উহাদের গণ্ডদেশ শ্মশ্রুহীন; কিন্তু উহাদের গোলাকার বক্ষের উপর, ঘৃণাজনক কালো রোঁয়া গজাইয়া উঠিয়াছে, সর্ব্বশুদ্ধ ধরিতে গেলে, উহারা যেমন বিস্ময়-উদ্দীপক, তেমনি বীভৎস; মনে হয় যেন উহারা নারী, বানর ও হরিণ হইতে প্রসূত।

দেবতাদের নিকটবর্ত্তী স্থানে, উহারা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মত খুব খোলাখুলিভাবে কথাবার্ত্তা কহিতেছে, হাসিতেছে।

উহাদের মধ্যে একজন, কতকগুলা জুঁইফুলের মালা হাতে লইয়া গোলাপী জ্যোৎস্নার আলোকে, অঙ্গন পার হইয়া একটা অতিক্ষুদ্র নির্জ্জন দেবালয়ের নিকট আসিল। এই মন্দিরের পুতুলটা খুব প্রাচীন বলিয়া মনে হইল। এই দেবতার ৬টা বাহু, মাথায় একটা উচ্চ মুকুট; কাচের বড় বড় চোখ, মুখের ভাবটা অ-শিব ও ভীষণ; অঙ্গভঙ্গী জীবন্তের ন্যায়, বাঁকানো, দোমড়ানো, যন্ত্রণাব্যঞ্জক; দেবতা একাই আছেন—সন্ধ্যার মধ্যে একটি ক্ষুদ্র দীপ;—উহার সম্মুখেই জ্বলিতেছে।

কোন পশুর সম্মুখে যেরূপ তাহার খাদ্য আনীত হয়, সেইরূপ দেবতার দিকে একবারও না তাকাইয়া, সেই জুঁইফুলের থালাটি ঐ নবীন যুবক দেবতার পদতলে রাখিয়া দিল।

দ্বিপ্রহর রাত্রি। সিঙ্গাপুরের শেষ বাড়ীগুলা ও শেষ আলোকচ্ছটা আবড়ো-খাবড়ো একটা মাটীর পিছনে অন্তর্হিত হইল;—একটা খোলা ময়দান—উদ্ভিজ্জে পূর্ণ। নগরের দ্বারদেশ হইতেই হরিৎশ্যামল সতেজ দুর্গম জটিল জঙ্গল আরম্ভ হইয়াছে—"মালাই" প্রায় দ্বীপের প্রায় সমস্ত স্থানই এই জঙ্গলে আচ্ছন্ন।

কি চমৎকার রাত্রি—কি সুন্দর। আমাদেরই মতন ওক গাছ, পপলার গাছ, ম্যাগনোলিয়া গাছ—কিন্তু সবই যেন পরিবর্দ্ধিত আকারে; এবং সমস্তই বড় বড় সুরভি ফুলে আচ্ছাদিত।

আর—পাতাবাহারেরই বা কি বাহার, তাল-জাতীয় বৃক্ষেরই বা কি শোভা!—এই জাতীয় গাছগুলা সকল প্রকার আকার ধারণ করিয়া জ্যোৎস্নার আলোকে, ধূসর পত্র-পল্লবের মত ঝিক্‌মিক্ করিতেছে; প্রথমে, বিশাল পক্ষসমন্বিত নারিকেল,

তারপর সুপারী গাছ—খুব উচ্চ, জলাভূমির থাম্‌ তার মত সূক্ষ্ম ও সোজা, পল্‌কা বৃক্ষের অগ্রভাগে কুঞ্চিত পালকের গুচ্ছ। সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়জনক—"পর্য্যটকের তরু"। উহার বড় বড় পাতা; পেক্র পাখীরা যেরূপ প্যাখম মেলিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, সেইরূপ প্যাখমের ন্যায় উহার পাতাগুলা বেশ সুসমভাবে নিজ বৃক্ষের চারিদিকে যেন প্যাখম ছড়াইয়া আছে—মনে হয় যেন চীনের প্রকাণ্ড পর্দ্দাগুলা বনের মধ্যে পুতিয়া রাখা হইয়াছে। এই সমস্ত শ্যামল উদ্ভিজ্জের রং এতটা সবুজ যে, এই দ্বিপ্রর রাত্রিতেও এই গোলাপী রংএর জ্যোৎস্নালোকে আরও যেন বেশী সবুজ বলিয়া মনে হইতেছে।

রাস্তাটা খুব নির্জ্জন। কিন্তু এ কি! পল্লবমণ্ডপের প্রান্ত হইতে গাড়ীর লণ্ঠন দেখা যাইতেছে—দীর্ঘ-সারি বাঁধিয়া গাড়ী আসিতেছে—কিন্তু ঘোড়ার সাড়াশব্দ নাই।

আমাদের পাশ দিয়া চলিয়া গেল। গাড়ীগুলা খুবই ছোট; প্রত্যেক গাড়ীর আরোহী সাদা পোষাক-পরা একজন ইংরেজ নাবিক; নগ্নকায় এক চীনা গাড়ীতে যোতা;—ক্লান্ত হইয়া হাঁপাইতেছে।

স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, এই নাবিকেরা একটা বাজির খেলা খেলিতেছে। যে প্রথমে পৌছিবে, সেই বাজির টাকা পাইবে। এই নাবিকেরা বেশ কায়দা-দুরস্ত ও গম্ভীর; মুখের কথায় বাহবা দিয়া, হাততালি দিয়া ধাবকদিগকে উহারা উত্তেজিত করিতেছে।

উহারা চলিয়া গেল—অন্তর্হিত হইল। আবার এই দ্বিপ্রহর রাত্রিসুলভ রহস্যময়ী নিস্তব্ধতা আসিয়া উপস্থিত হইল। একটা মৃদু আলোকচ্ছটা তরুমণ্ডপের ভিতর দিয়া যেন ছাঁকিয়া আসিতেছে; তরুমণ্ডপের তলায়, সবুজ কাদা অস্পষ্ট দেখা যাইতেছে; কিন্তু সময়ে সময়ে, উজ্জ্বল চাঁদের কিরণ পত্রপল্লবের ফাঁক দিয়া উপর হইতে নামিতেছে,—তাহাতে করিয়া লতাবাহারগুলা অথবা বড় বড় সুন্দর তাল-জাতীয় বৃক্ষগুলা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে। এই গাছগুলা পরী উদ্যানের গাছের মত নিশ্চল।

ওঃ! এই নীরবতা, এই উজ্জ্বল আলোকচ্ছটা, এই ঝিঁঝি পোকার লঘু সঙ্গীত, এই মাটীর গন্ধ, গাছ-গাছড়ার সুগন্ধ, ফুলের সৌরভ—কি চমৎকার!

কিন্তু সকলকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে সেই তীব্র মৃগনাভির গন্ধ—এমন কি, এই বনভূমির মধ্যেও। এই মালাই দেশে সবই মৃগনাভিগন্ধা; এমন কি, মূষিকের মত একপ্রকার নৈশ জীব—পাখীর মত হর্ষোৎফুল্ল মৃদুস্বরে—"কুইক্‌"! "কুইক্‌"! "কুইক্‌"! করিতে করিতে যাহারা রাস্তার উপর দিয়া প্রতি মিনিট খুব দ্রুত চলিয়া যায়—তাহারাও তাহাদের পিছনে তাহাদের মৃগনাভিসিক্ত গায়ের গন্ধ রাখিয়া যাইতেছে…

ভারতের উপকূলস্থ "মাহে * নগর"

(পিয়ের লোটির ফরাসী হইতে)

১

একটি প্রশান্ত ক্ষুদ্র দেশ,—মাথার উপর তাল-বৃক্ষের খিলান-মণ্ডপ। এই খিলান-মণ্ডপটি অব্যবচ্ছিন্ন-ভাবে সটান চলিয়াছে। নীচে মানুষ ও পদার্থসমূহ। অতিকায় তালবৃক্ষপুঞ্জের রন্ধ্রের মধ্য দিয়া অতিকষ্টে একটু আকাশ দেখা যাইতেছে এবং সেখান হইতে আলোক-কিরণ নামিয়া আসিতেছে। তালগাছগুলা জড়াজড়ি করিয়া আছে—ঘেঁসাঘেঁসি করিয়া আছে। কতকগুলি গাছ যেন প্যাখোম ছড়াইয়া আছে; আর কতকগুলি গাছ কুঞ্চিত পালকগুচ্ছের মত যেন সাজানো রহিয়াছে এবং খুব নীচে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। এই তরুমণ্ডপটি উচ্চ আকাশে মাথা তুলিয়া আছে—দীর্ঘ ও ভঙ্গুর বৃন্তগুলা উহাকে ধারণ করিয়া আছে। এই বৃন্তগুলা থাগড়ার মত নমনীয়। একটা চিরন্তন ছায়ার মধ্যে, একটা স্বচ্ছ হরিৎ রাত্রির মধ্যে, লোকেরা চলাফেরা করিতেছে।

সন্ধ্যা প্রায় ৫টার সময়, জাহাজ হইতে বালুরাশির উপর নামিয়া পড়িলাম। একটা শীর্ণকায় নদীর মুখ। আমি সুদূর হইতে—শেষপ্রান্তিক এসিয়া হইতে আবার ফিরিয়া আসিয়াছি। ভারতের এই মোহিনী শোভা, এই উজ্জ্বল প্রভা আমি প্রায় ভুলিয়াই গিয়া-ছিলাম। এইসমস্ত অনন্যসাধারণ ও অতুলনীয় সামগ্রী আবার পাইয়া আমি মুগ্ধ হইলাম। যে নদী দিয়া আমি আসিলাম, সূর্য্য অস্তগামী হইলেও সমস্ত নদীকে কিরণে মণ্ডিত করিয়াছে; কতকগুলি তালবৃক্ষ সূর্য্যের করস্পর্শে আশ্চর্য্যরকম সোনালি হইয়া উঠিয়াছে এবং মনে হইতেছে, আকাশ যেন সোনার ধূলায় সমাচ্ছন্ন। আমার ডিঙ্গি তীরে ভিড়িতেছে দুই নদীর তটদেশে, বিশাল সবুজ পর্দার মত এই সব তালগাছের নীচে, কতকগুলি লোক দাঁড়াইয়া তাহাই দেখিতেছে।

উহারা সাদা লাল অথবা হলুদে বসনে আচ্ছাদিত হইয়া দেবতার মত চমৎকার ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া আছে। তাহারা এবং তাহাদের গাছপালা, তাহাদের দেশ, তাহাদের আকাশ, সমস্তই মনে হয় যেন একটা দেব-দ্যুতিতে পরিস্নাত।

একটা বারান্দাওয়ালা গৃহ—সাদা ধপ্‌ধপে,—সবুজ-জানালা-খড়খড়ি-বিশিষ্ট—জলের ধারে, অন্ত-রীপের মত একটা শৈলখণ্ডের উপর স্থাপিত। সুন্দর বাড়ীটি, খুব পুরাতন,—ইষ্ট্‌ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলের; এই ছায়া-নিবিড় উপনিবেশটি এই কোম্পানীর শাসনাধীনে ছিল।

বালুভূমির উপর দিয়া কয়েক পা গিয়াই একটা নিম্ন উদ্যানে প্রবেশ করিলাম—এই উদ্যান এই গৃহেরই সংশ্লিষ্ট। উদ্যানের মাথার উপরে—যেমন সর্ব্বত্র—সবুজ গাছপালার খিলান-মণ্ডপ প্রসারিত। এই মধুর ছায়াতলে আসিয়া মনে হয় যেন এক পরীর উদ্যানে আসিয়াছি;—নানাপ্রকার অজ্ঞাত ফুল, ফুলের মত পাতা-পল্লবও সমুজ্জ্বল ও নেত্রাকর্ষক; বেগুনী, লাল, সাদা ও হলুদে-ফুটকি-দেওয়া—বিচিত্র বর্ণের; যেন চিত্রকরের স্বেচ্ছানুসারে নানা বর্ণে চিত্রিত। সেকালের ধরণে বাগানের ভিতর ছোট ছোট গলি-পথ, পাথরের বেঞ্চি শেওলা পড়িয়া সবুজ হইয়া গিয়াছে! ভূসম্পত্তির মালিক মরিয়া গেলে কোন পল্লী যেরূপ হয়—এই উদ্যানটি যেন সেইরূপ জীর্ণ ও পরিত্যক্ত আকার ধারণ করিয়াছে।

বাগানে প্রবেশ করিয়া, ফটকের দরজাটা আবার বন্ধ করিয়া দিলাম। রাস্তার মত একটা কিছু যেন আমার সম্মুখে; এই রাস্তাটা অতিকষ্টে তালীবন ভেদ করিয়া চলিয়াছে; দেখিলে মনে হয়, যেন দক্ষিণ-ফ্রান্সের আমাদের কোন গ্রামকে স্থানান্তরিত করিয়া এখানে বসানো হইয়াছে এবং বিষুব-রেখাবর্ত্তী প্রদেশ-সুলভ শক্তিশালী রস ইহাকে একেবারে পিষিয়া ফেলিবে; বড় বড় তালগাছ ছায়ার মধ্যে অবস্থিত;

---

* Mahe (উচ্চারণ মাহে) ফরাসী উপনিবেশ—মান্দ্রাজ উপকূলে—কালীকটের উত্তরে।

কিন্তু উহাদের মাথা এখনও অস্তগামী সূর্য্যের দ্বারা কনক-রঞ্জিত; এবং এই ছোট ছোট গৃহগুলি, উহাদের ঊর্দ্ধোত্থিত দীর্ঘ বৃন্তগুলার কাছে কি নীচুই মনে হয়!... এখানে একটি ছোট নগর-দালান আছে; উহার উপর তে-রঙা নিশান উড়িতেছে, লাল জামা গায়ে, তাম্রবর্ণ সিপাহীরা ফটকের সম্মুখে পাহারা দিতেছে; এখানে অদ্ভুত রকমের একটা ছোট হোটেল আছে—কোন্ মুসাফীরদের জন্য কে জানে; একটি ছোট পাঠশালা আছে, ছোট ছোট কতকগুলি দোকান আছে; এই দোকানে ভারতবাসীরা কলা ও গরমমশলা কেনে। তাহার পর আর কিছুই নাই; উহারই জেরস্বরূপ কতকগুলা দীর্ঘ তরুবীথি বরাবর প্রসারিত হইয়া হরিৎপুঞ্জের গভীর দেশে বিলীন হইয়া গিয়াছে; মাটীর রং রক্তাভ, উহাতে পড়িয়া শাখা-পল্লবের রং যেন আরও উজ্জ্বল ও অলৌকিক আকার ধারণ করিয়াছে। উপরে যেখানে মধ্যে মধ্যে তালীবন একটু বিরল হইয়া পড়িয়াছে, সেইখানকার আকাশের ফাঁকগুলা আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে এবং খুব গভীর বলিয়া মনে হইতেছে। রাস্তার দুইধারে যে-সব তাল-গাছের পালকগুচ্ছ দুলিতেছে, সেই নমনীয় গাছগুলার মধ্যে, বাজপাখীর ঝাঁক কর্কশস্বরে চীৎকার করিতে করিতে ক্রমাগত যাওয়া-আসা করিতেছে। সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে, জীবজন্তুদের মধ্যে, উদ্ভিদদিগের মধ্যে, একটা জীবন-তরঙ্গ যেন উথলিয়া উঠিতেছে; কিন্তু উহার মধ্যে নিমজ্জিত ক্ষুদ্র নগরটি যেন মৃত।

এই সব ছায়াময় পথে যে সকল লোক দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা সকলেই সুশ্রী শান্ত উদার-প্রকৃতি; উহাদের বড় বড় মখ্‌মলের চোখ—সেই কালো রহস্যময় চিত্তবিমোহন ভারতীয় চোখ। বক্ষো-দেশ অর্দ্ধনগ্ন; উহাদের শরীর প্রাচীন গ্রীসীয় ধরণে সাদা কিংবা লাল মস্‌লিন-কাপড়ে আচ্ছাদিত। রমণী-গণ দেবীর ন্যায় সাজসজ্জায় বিভূষিত; উহাদের পীতাভ সুন্দর কণ্ঠদেশ দেখা যাইতেছে,—গ্রীক্ মার্বেলের যেন প্রায়-অতিরঞ্জিত তাম্র-প্রতিরূপ বলিলেও হয়। পুরুষদের ফোলানো বুক, শরীরের গড়ন রমণীদিগেরই মত পাত্‌লা, কেবল কাঁধ অপেক্ষাকৃত চওড়া; নীলকৃষ্ণ শ্মশ্রু, প্রাচীন গ্রীক্ ধরণে কুঞ্চিত। আমাদের চাষাদের মত উহারা ফরাসীতে "বোঁ জুর" বলে' এবং ঐ কথা বলিবার সময়, তাহারা আমাদেরই নিজের লোক এই মনে করিয়া, উহাদের মুখে একটা গর্ব্বের ভাব প্রকাশ পায়। উহাদের ইচ্ছা একটু দাঁড়াইয়া আমাদের সহিত কথাবার্ত্তা কহে। যাহারা আমাদের ভাষায় একটু কথা কহিতে পারে, তাহারা একটু হাসিয়া যুদ্ধের সম্বন্ধে, চীন-দেশের ব্যাপারাদি সম্বন্ধে কথা আরম্ভ করিয়া দেয়। বলে—"আমাদের নাবিক, আমাদের সৈনিক"...ইহা অনপেক্ষিত ও অদ্ভুত! হাঁ, উহারা যেন এইখানে ঠিক্ ফ্রান্‌সেই আছে। তখন আমার মনে পড়িল, একবার (Saigon) সাইগোঁর আদালতে কি একটা অপরাধে অপরাধী একজন ভারতবাসীর বিচার চলিতেছিল। বিচারক কর্সিক্যান্ মেজিষ্ট্রেট, অসভ্য জ্ঞানে সেইভাবে তাহার সহিত ব্যবহার করায় সে উত্তর দিয়াছিল:—"তোমাদের দুইশত বৎসর পূর্ব্বে আমরা ফরাসী হইয়াছি..."

এখানে একরকম ঢাকা শকট দেখা যায়—উটের মত ককুদ-বিশিষ্ট দুইটা সাদা গরুতে টানিয়া লইয়া যায়; উহাদের অদ্ভুতরকম নিষ্প্রভ লম্বা মুখ! এ প্রদেশের ইহাই একমাত্র যান-বাহন; উহারা টেলি-চারি কিংবা কেনানোরে চড়নদার লইয়া যায়। ঐ দুইটি সবচেয়ে নিকটবর্ত্তী ইঙ্গ-ভারতীয় নগর। সহরের রাস্তার মত, অনেকগুলা চওড়া চওড়া রাস্তা, তালী-বনের ভিতর দিয়া আড়া-আড়ি ভাবে চলিয়া গিয়াছে। প্রায় সব রাস্তাই মাটীর ভিতরে নিমজ্জিত, তাই আরও আর্দ্র ও ছায়া-নিবিড়। উহাদের দুই ধারে যে মাটীর ঢিপি আছে, তাহা সুন্দর পাতা-বাহারে ও সুন্দর শৈবালে মণ্ডিত। এখানকার ঐ নিবিড় অরণ্যের মধ্যে,—"মাহে" যে সময় একটা বড় নগর ছিল, সেই সময়ে তাহার চারিদিক্ বেষ্টন করিয়া যে প্রাচীর ছিল, সেই প্রাচীরের চিহ্ন সকল দেখিতে পাওয়া যায়। চৌদ্দ লুই আমলের ফটকের ভগ্নাবশেষ, টানা-পুলের ভগ্নাবশেষ। ফলতঃ এই উপনিবেশের মধ্যে যাহা কিছু পুরাতন—সাবিকার দিনে,—সমস্তই পরিত্যক্ত। আমাদের পাশ্চাত্য নগরদিগের ন্যায় উহারও একটা অতীত আছে। উহার গৌরবান্বিত শতাব্দীর স্মৃতিগুলি,—যাহা এক্ষণে উদ্ভিজ্জশ্যামল শব-আচ্ছাদনে আবৃত হইয়া চির-নিদ্রায় নিমগ্ন,—মনের মধ্যে একটা বিষাদের ভাব আনিয়া দেয়।

পথ-চল্‌তি লোকেরা বিভিন্ন জাতের ও বিভিন্ন বর্ণের; কেহ কেহ শুধু শ্যামবর্ণ; তাদের বড় বড় চোখের সাদাটায় একটু নীলিমার আভা দেখা যায়;

আর কতকগুলি লোক প্রায় কৃষ্ণবর্ণ, মুখে একটা বুনো ভাব; কিন্তু তারাও দেখিতে সুশ্রী,—সেই অতুলনীয় ভারতীয় সৌন্দর্য্য তাহাদের মুখেও লক্ষিত হয়। এই দেখ কতকগুলি লোক (নিশ্চয়ই দেশের গণ্যমান্য) য়ুরোপীয় পোষাক-পরা; আমরা যখন তাদের সম্মুখ দিয়া যাইতেছিলাম, তখন তাহারা একটু ঢিমা চালে চলিতে লাগিল—শিশুদের মত তাদের ভাবটা এই যে—আমরা তাহাদিগকে একবার চাহিয়া দেখি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ঐ পোষাকে উহাদিগকে আদৌ মানাইতেছিল না। বিশেষতঃ স্ত্রীলোকেরা যেরূপ সাজসজ্জা করিয়াছিল, তাহা দেখিলে না হাসিয়া থাকা যায় না; কিন্তু তাদের যে সুন্দর চোখের দৃষ্টি—সেই দৃষ্টির খাতিরে আমরা হাস্য সম্বরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম—এবং আমাদের মনে হইল, যেন আমাদের যাত্রা-পথে কতকগুলি রহস্যময় অন্ধকারের ফুল কুড়াইয়া পাইলাম। সেই চিরন্তন-সবুজ তালীবন-মণ্ডপের ছায়াতলে দেশীয় লোকদের গৃহ, গৃহের চারিদিকে কলাগাছ, পুষ্পিত "লান্তানা", লাল "হিবিস্কস্" ;—যে-সকল উদ্ভিজ্জ কোন উদ্যানকে মনোমুগ্ধকর করিতে পারে, তাহা সমস্তই আছে। এই ছোট ছোট গৃহের সাদা দেওয়াল, শার্সি-হীন জানালা,—চওড়া-চওড়া গরাদে দিয়া বদ্ধ; নিবিড় শাখাপল্লবের দরুণ গৃহের ভিতরটা অতি কষ্টে দেখা যায়; ভিতরটা নগ্ন ও প্রায় খালি। কিন্তু সব সময়েই একটা টেবিলের উপর একটা ঝিনুকের দোয়াত ও কতকগুলা কাগজ থাকে;—সেইখানে বসিয়া উহারা লেখে—কতকগুলা সাদামাটা চলতি বিষয়ের কথা; কিন্তু সেই কথার পুরাতন শব্দগুলি পৃথিবীর আদিম কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে; এবং আমাদের পাশ্চাত্য ভাষাসমূহের মূল অনুসন্ধান করিবার জন্য আমাদের মহোপাধ্যায় পণ্ডিতেরা এক্ষণে উহার অনুশীলনে ব্যাপৃত রহিয়াছেন।

…দিবস চলিয়া যাইতেছে, দিনের আলো স্পষ্ট নামিয়া পড়িয়াছে। এখনো কিছু স্বর্ণরাশি ইতস্ততঃ তালগাছের মাথায় গড়াইয়া চলিয়াছে; তাহার পর এই শেষ প্রতিবিম্বচ্ছটা যখন নিবিয়া গেল, তখন আবার "হরিৎরাত্রি" সর্ব্বত্র ঘনাইয়া আসিল—তখন এই বিজন-স্তব্ধ তরু-বীথির মধ্যে কেমন একটা বিষাদের ভাব আসিয়া পড়িল। আমার কাছ দিয়া একটি বালিকা চলিয়া গেল—তার গাল দুটি ঈষৎ তাম্রাভ, নীল রং-এর য়ুরোপীয় পরিচ্ছদ পরিয়াছে। তাহার যেরূপ অপ্রচলিত ঢং-এর সাজসজ্জা, ছিপ্‌ছিপে পাত্‌লা গড়ন, কোঁকড়া কোঁকড়া কালো চুল, তাহাতে সেকালের উপন্যাসের পীতবর্ণ "ক্রেওল" রমণীদের ভাবটা আমার মনে আসিল,—যেন কোন "ভর্জিনী", যেন কোন "কোরা"। তাই একটা বিষাদময় ঔৎসুক্য সহকারে তাহাকে আমি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। এই ভারতীয় বালিকাটি নিশ্চয়ই খুব গরিব; কেন্‌না, সে নিবিড় গাছপালার ভিতরে প্রবেশ করিয়া ঘন পল্লবে ঢাকা একটা কুটীরের মধ্যে সুবুসুবু করিয়া ঢুকিয়া পড়িল এবং লোকালয় হইতে বিচ্ছিন্ন সেই বিজন আকাশের নিস্তব্ধতা ও অন্ধকারের মধ্যে অন্তর্হিত হইল…

পথের আলো ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে; এই সময় একজন পুরুষ, মৃগ-সুলভ নিস্তব্ধ লঘুতা সহকারে, প্রায় আমার গা-ঘেঁসিয়া আমার সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। এ আর এক জাতের লোক, আরও আদিম কালের মানব-জাতির কোন এক শাখার লোক। প্রায় নগ্ন, কোমরে ছুরী ঝোলানো, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, ভালুকের মত শক্ত ঘন লোমে তার বক্ষোদেশ আবৃত। জাহাজের মাস্তলের চেয়েও লম্বা ও সোজা একটা প্রকাণ্ড তালগাছের কাছে আসিয়া সে থামিল; এবং হাত-পা চালাইয়া খুব তাড়াতাড়ি গাছ বাহিয়া উঠিতে লাগিল—যেন ঐ গাছের উপরে একটা কি জরুরি কাজ রাতারাতি শেষ না করিলে চলিবে না।—আশ্চর্য্যরকম বানরের মত চটুল লোকটা। এরই মধ্যে খুব অন্ধকার হইয়া পড়িয়াছে—এই অন্ধকারে তালীবনের মধ্যে সে আমার দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া পড়িল…

শেষ গোধূলিতে, আমার ডিঙ্গিতে উঠিবার জন্য যখন আমি ফিরিয়া আসিলাম, তখন কতকগুলি বালক, এক প্রকার ঘাসে-বোনা হাতপাখা, কমলা-লেবু, তীব্রগন্ধা রজনীগন্ধা ফুলের তোড়া বিক্রী করিবার জন্য অসিয়া আমাকে ঘিরিয়া ফেলিল। তাহাদের লম্বা চুল, আঁটা-সাঁটা ধুতি কোমরে জড়ানো।

দাঁড়ের কএক আঘাতেই, আমরা নদীর এই ক্ষুদ্র নমুনাটিকে অতিক্রম করিয়া, সাগরে আসিয়া পড়িলাম। তখন সমুদ্র আমাদের সম্মুখে হরিৎ-ঝিনুকের বিজনতার মত প্রসারিত হইল—এই ঝিনুকের প্রতিবিম্বচ্ছটা অতীব পরিবর্ত্তনশীল—

যাত্রাপথের জাহাজদিগকে কয়লা সরবরাহ করিত। এখানে ঐ একটিমাত্র গৃহ, এই লক্ষ্মীছাড়া দেশের ভিতরে, এই গৃহের একটা সুখস্বচ্ছন্দতার ভাব, একটা নিরাপদ নির্ব্বিঘ্নতার ভাব দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়।

তাহার পর, শুষ্ক মৃত্তিকার একটা দেয়ালের ঘের, সেই ঘেরের ভিতর একটা অষ্টচুড়ার শৃঙ্গদেশের ভগ্নাবশেষ। দেখিলে মনে হয়, যেন খুব প্রাচীন কোনো একটা মস্‌জিদের ধ্বংসাবশেষ; কিন্তু আসলে গণনায় উহার অস্তিত্বকাল তিন বৎসরের মাত্র। উহা ফরাসী রেসিডেন্টের প্রথম আবাস-গৃহ; আরব কারাগৃহের ধরণে নির্ম্মিত হয়। বিগত বৎসর এক সুন্দর রাত্রিতে আবিসিনিয়ার পাহাড়-পর্ব্বত হইতে হঠাৎ একটা বন্যা নামিয়া উহাকে ভূমিসাৎ করিয়া দেয়।

একটা ক্ষুদ্র গ্রাম, তাহার পরেই একটা আফ্রিকা-দেশীয় পল্লী; ওখানকার মাটীও বালির মতনই, উহার লালচে ধূসর রং, সূর্য্যের উত্তাপে একই রকম হাজা-পোড়া। উহার কুটীরগুলা দরমার, খুব নীচু, দেখিতে পশু-আবাসের মত; দূর হইতে দেখিতে পাওয়া যায়, অদ্ভুত পুতুলের মত ৪।৫ জন নড়াচড়া করিতেছে, উহাদের লাল হলদে কিম্বা সাদা রংএর খুব উজ্জ্বল পোষাক—সেই পোষাকের মধ্য হইতে লম্বা লম্বা কালো হাত বাহির হইয়াছে—আবার, আর কতকগুলা লোক একেবারে উলঙ্গ, তাহাদের ছায়া-ছবি বানরের মত।

পরিশেষে ঐ অদূরে, একপ্রকার অন্তরীপের উপর কতকগুলা ছোট ছোট নূতন বাড়ী;—লাল টালির ছাদ; সবসুদ্ধ ১০।১২টা বেশ সুসমভাবে শ্রেণীবদ্ধ; চেহারাটা একটা কারখানার মত, কিংবা মজুরসহরের মত। ইহাই সরকারী ওবক্—শাসনকর্ত্তার ওবক্—সেনানিবাসের ওবক্। চারিদিক্কার বিরাট মরুর উপর ইহা যেন একটা অবস্ত বেখাপ্পা জিনিস বলিয়া মনে হয়।

যে জায়গাটাকে "ওবক্-বন্দর" বলে, সেইখানকার প্রশান্ত জলের উপর আমরা নোঙ্গর করিলাম। বস্তুতঃই ইহা একটা বন্দর; বারদরিয়ার উত্তাল তরঙ্গ ওখানে আসিতে পারে না; উহা বেশ একটু সুরক্ষিত আশ্রয়স্থান। কিন্তু প্রথম দৃষ্টিতে তাহা মনে হয় না; কেন না, যে প্রবালের ঘেরের দ্বারা উহা সংরক্ষিত, সেই ঘেরটা একেবারেই জলের সমতল; সমুদ্রের সমস্ত নিশ্চল নীলবর্ণের উপর ঈষৎ সবুজ রঙের একটা গোল রেখা অতিকষ্টে দৃষ্টিগোচর হয়।

আমরা খুব একটা গরম জায়গায় আসিয়া পৌছিয়াছি। এই প্রভাতকালে সবে আটটা বাজিয়াছে, ইহারই মধ্যে যেন একটা বৃহৎ অগ্নিকুণ্ডের খুব কাছে আছি বলিয়া মনে হইতেছে; আমাদের গাল, রগ, যেন পুড়িয়া যাইতেছে, এইরূপ অনুভব করিতেছি। এবং সমুদ্রের উপরে নিকটবর্ত্তী জ্বালাময়ী বায়ুরাশির উপরে সূর্য্যরশ্মি কি ভীষণ-ভাবেই প্রতিক্ষিপ্ত হইতেছে। কিন্তু কোচীন-চীনে ও আনামে যে "বয়লারের" আর্দ্র উত্তাপ আমরা পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছি, তাহার তুলনায় এখানকার এই উষ্ণতা শুষ্ক ও অনেকটা স্বাস্থ্যকর; এখানে যে বায়ু বহিতেছে—যেখান হইতেই আসুক না—উহা আফ্রিকা ও আরবের জলহীন বড় বড় মরুভূমির উপর দিয়া আসিতেছে সন্দেহ নাই। বেশ অনুভব করা যায়—এই বাতাসটা বিশুদ্ধ, এমন কি, জীবনপ্রদ বলিলেও বলা যাইতে পারে।

কবোষ্ণ জলের উপর, ডিঙ্গিযোগে যাত্রা করিয়া অল্পসময়ের মধ্যেই ডাঙ্গায় পদার্পণ করিলাম; লাল মাটী যেন আগুনে পুড়িতেছে। তাহার পর, একটা বালির সরু পথ দিয়া একটা কেল্লা ময়দানের মত জায়গায় আসিয়া পড়িলাম; এই ময়দান সমুদ্রের উপর আধিপত্য করিতেছে। ময়দানের চারিদিকে লাল টালি-বিশিষ্ট ছোট ছোট বাড়ী। এই স্থানটা য়ুরোপীয় ওবকের অন্তর্ভূত।

মধ্যস্থলে শাসনকর্ত্তার আবাস-গৃহ; পলাস্তারা-করা একটা সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে হয়। সিঁড়িটা শুষ্ক কর্দ্দম ও ঈষৎ ধূসরবর্ণের পলাস্তারা দ্বারা নির্ম্মিত; কৃষ্ণবর্ণ কাফ্রি-সর্দ্দারদিগের অভ্যর্থনারই উপযুক্ত। এই ধাপগুলার উপরেই আবাস-গৃহ; ফাঁক-বিশিষ্ট গরাদে ছাড়া উহার আর কোন দেয়াল নাই; গৃহটি মুর্গির খাঁচার মত খাড়া হইয়া আছে; উহার ভিতর দিয়া সমস্ত বাতাস প্রবেশ করিতে পারে। উহার সম্মুখে চারিটা ক্ষুদ্র কামান—এই তোপসজ্জা একটা হাস্যকর ব্যাপার—আর একটা মাস্তুলের ডগায় একটা ফরাসী পতাকা উড়িতেছে। অন্য গৃহগুলা একই-রকমে নির্ম্মিত, এই শাসনকর্ত্তার জাঁকালো আবাস-গৃহের প্রত্যেক দিকে সৌসাম্য-সহকারে শ্রেণীবদ্ধ। এই সব গৃহে ৬০ কি ৮০ তোপখানার

লোক এবং নৌবিভাগের পদাতিকেরা বাস করে। ইহারাই ওবকের দুর্গরক্ষী সৈন্য।

এই গোরা-অঞ্চলের রক্ষণার্থ একটা সামান্য বেড়া; আতপত্র-ছাতার আকার কতকগুলা ঝোপ-গাছ সারি সারি ও পাশাপাশি জমির উপর শ্রেণীবদ্ধ করিয়া এই বেড়া প্রস্তুত হইয়াছে। যেন বড় বড় কণ্টকময় ফুলের তোড়া।

এই ঘরের ভিতর কতকগুলি সতর্ক ও ব্যস্ত সৈনিক ঘোরা-ফেরা করিতেছে। এক্ষণে উহারা প্রাতর্ভোজনের আয়োজনে ব্যাপৃত। কোচিন-চাইনা ও টন্‌কিনে যেরূপ দেখিতাম, এখানে সৈনিকদিগের মুখ সেরূপ টানা-টানা ও ফ্যাকাশে দেখিলাম না। ইহাদের ভাল চেহারা; সাদা শিরস্ত্রাণ মাথায়, হাতাহীন একটা জামা গায়ে;—সৌর উত্তাপের প্রভাবে, উহাদের মুখে একটা স্বাস্থ্যের ভাব লক্ষিত হয়। বেদুইন্ আরবদিগের মত উহাদের নগ্ন বাহু শ্যামল হইয়া পড়িয়াছে।

উহারা রান্না করিতেছে; প্রকৃত শাক, প্রকৃত সব্জি তুলিয়া আনিয়াছে: এই নিছক মরুর মাঝে এই সব শাকসব্জি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়। মনে হয়, উহারা একটা বাগান তৈয়ারী করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছে; এবং উহাতে প্রচুর জলসেক করায় এই সমস্ত শাক-সব্জি গজাইয়া উঠিয়াছে। উহাদের মধ্যে নিগ্রো-শিশুরা খেলা করিতেছে। এই ক্ষুদ্র জীবগুলা আরব ও ভারতবাসীর যৌন-মিলন হইতে উৎপন্ন। উহাদের টানা টানা চোখ, ওষ্ঠযুগল বেশ পাৎলা, পার্শ্বমুখ বেশ সুন্দর। এই ওবকের বেশ একটা জীবন্তভাব আছে।

একটা বালুময় গভীর গিরি-পথ, কাফ্রি-গ্রাম হইতে এই সৈনিক-অঞ্চলটাকে পৃথক্ করিয়াছে; মনে হয়, এক বৎসরের মধ্যে এই গ্রামটা খুব বাড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু যাই হোক, এই লোকগুলা কোথা হইতে আসে? অনতিদূরেই যখন মরুভূমি চারিদিকে বিস্তৃত, তখন কোন্ রাস্তা দিয়া, কোন্ বিজন পথ দিয়া উহারা এখানে আসিয়া সম্মিলিত হয়?

ইহা নিশ্চিত, ওবকে বাণিজ্যব্যাপারের একটি অতীব ক্ষুদ্র কেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছে। এক্ষণে ইহা একটি ছোট রাস্তা মাত্র—আমাদের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হইয়া লম্বা চলিয়া গিয়াছে—সৌরকর-কবলিত এই রাস্তাটি—সারি-সারি ২০।৩০টা গৃহের মধ্য দিয়া প্রবেশ করিয়াছে। এমন কি, প্রবেশ-পথে, প্রস্তর দেয়ালবিশিষ্ট একটা ক্ষুদ্র গৃহ অবস্থিত, মুরদিগের ধরণে গঠিত; এদেশে "অ্যাব্‌স্যাঁত" মদের ইহা একমাত্র দোকান। একটি য়ুরোপীয় উপনিবেশ ইহারই মধ্যে আমাদের সৈনিকদের ব্যবহারের জন্য এই দোকান খুলিয়াছে। বাদবাকী সমস্তই দেশীয়দিগের কুটীর—এত নীচু যে, উহার চাল হাত দিয়া স্পর্শ করা যায়; কতকগুলা গাঁঠ-ওয়ালা কাষ্ঠের দ্বারা পরিবৃত, কাষ্ঠখণ্ডগুলা দেখিতে পুরাতন অস্থির মত, দোমড়ানো বৃদ্ধের জঙ্ঘার মত (যে ঝোপ্‌ঝাড়ে শাসনকর্ত্তার গৃহের বেড়া নির্ম্মিত—সেই একই ঝোপঝাড়); এবং একটার সঙ্গে আর-একটা শেলাই-করা কতকগুলা দর্মা দিয়া আচ্ছাদিত।—যেন কতকগুলা-জোড়া-তাড়া-দেওয়া ছিন্নবস্ত্র। মাটী পদদলিত, দুর্মূল্য-করা; পরিত্যক্ত ময়লা জিনিসের সহিত মিশ্রিত; এই সব জঞ্জাল পচিতেছে—শুকাইয়া যাইতেছে। অগণ্য মাছির পাল বাতাসে উড়িতেছে।

আমাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য দুইটি কৃষ্ণবর্ণা তরুণী আসিয়া উপস্থিত হইল।—পাত্‌লা পাত্‌লা ঠোঁট—মুখে কপট দুষ্টামির হাসি; একজন পথচল্‌তি কাফ্রি-বালক, পরিচয় করিয়া দিবার ভাবে বলিল, "এঁরা 'দাকালি' মাদাম"। এই রমণীরা টাট্‌কা-ছাড়ানো বাঘের চামড়া আমাদের নিকট বিক্রয় করিতে আসিয়াছে। উহাদের মধ্যে এক জনের কাঁধের উপর একটা চামড়া ঝুলিতেছে। এই "মাদাম-দাকালিদের" অদ্ভুতরকমের মাথা; উহারা উহাদের জ্বল্‌জ্বলে চোখ ঘুরাইতে ঘুরাইতে, আমাদের নিকট কত বর্ব্বরধরণের মুখভঙ্গি করিতে লাগিল। সূর্য্যের আলোয় মনে হইতে লাগিল, তেলে-মাজা আব্লুস কাঠের মত যেন উহাদের গাত্রচর্ম্ম চিক্‌চিক্ করিতেছে।

বরাবর এই রাস্তার ধারে ছোট ছোট কাফি-ঘর, ছোট ছোট দোকান। এই সব দর্মা-ঘরে কিছু-না-কিছু পান করিবার থাকে, কিছু-না-কিছু কেনা-বেচা হয়। এই সমস্তের মধ্যে একটা উপস্থিত-মত করিয়া তুলিবার ভাব, পান্থশালার ভাব রহিয়াছে—যেন ভাবী কাফ্রি-বাজারের এইখানে সূত্রপাত হইয়াছে।

আরব-ধরণের কাফি-ঘর; এইখানে, বড় বড়

তাঁবার গড়্গড়ায় ধূমপান করিতে করিতে, ছোট ছোট পেয়ালায় পানীয় দ্রব্য পান করা হয়; এই সব পেয়ালা এডেন হইতে আনীত। এইখানে গোলাপী রঙের তর্মুজ ও আক্ দেদার পার হইতেছে।

দোকানগুলা যার-পর-নাই ক্ষুদ্র; খাপ্-ওয়ালা একটা টেবিলের উপর জিনিসপত্র সাজানো রহিয়াছে;—একটা খোপে কিছু চাল, আর-একটা খোপে একটু লবণ; কিছু দারচিনি, কিছু জাফ্রান, কিছু আদা; তার পর উদ্ভট-রকমের ছোট ছোট পেয়ালা। ঐ একই দোকানদার, কাপড়ের পাগ্ড়িও বিক্রী করে, কাফ্রি-ব্যবহৃত ধুতিও বিক্রয় করে।

ক্রেতা ও বিক্রেতা (সবসুদ্ধ হদ্দ ২০০ জন) সকল জাতিরই অন্তর্গত লোক। খুব কৃষ্ণবর্ণ কাফ্রি, চিক্চিকে কোঁক্ড়া চুল, নগ্ন গাত্র, বেশ উন্নত দেহভঙ্গী। আরব—রং-করা বড় বড় চোখ, সাদা কিংবা উজ্জল সবুজ কিংবা সোনালি জর্দা রঙের পরিচ্ছদ। কপিশবর্ণ মুখের রং; লম্বা ও পাত্লা গড়ন; রাজহংসের মত গ্রীবা, ছাগলের মত পার্শ্বমুখ, লাল-রং-করা লম্বা চুল, কাঁধের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছে। ব্রন্জ্ ধাতুর উপর যেন মেরিনো-মেষের গাত্র হইতে ছাঁটা পশম। দাঁকালিরা শামুকের হার গলায় পরিয়াছে। আর দুই তিন জন মালাবার যেন পথ ভুলিয়া এখানে আসিয়া পড়িয়াছে—এই জটলার মধ্যে পার্শ্ববর্তী ভারতের একটা স্মৃতি জাগাইয়া তুলিয়াছে।

কাফ্রি-ঘরগুলা ছোট ছোট খড়ের খোপের মত; উহার পশ্চাদ্ভাগে লোকগুলা বিশৃঙ্খলভাবে একসঙ্গে বসিয়া জুয়া খেলিতেছে কিংবা সুরা পান করিতেছে। কেহ কেহ বা পাশা খেলিতেছে।

আবার কেহ কেহ মরুভূমির একটা অপেক্ষাকৃত সাধাসিধে খেলা বাছিয়া লইয়াছে। এই খেলা হইতেছে—বালির উপর নানা-প্রকার সম্মিলিত রেখা কাটা। দুই জন কাফ্রি একেবারে উলঙ্গ—রক্ষা-কবচের অলঙ্কারে বিভূষিত, খুব উৎসাহের সহিত তাস খেলিতেছে, মধ্যে মধ্যে তাসের পিটগুলা টেবিলের উপর সজোরে আছড়াইয়া ফেলিতেছে। উহাদের বুনো হাতে সত্যিকার তাস দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়।

উহাদের পাশে, আর তিন জন উর্মিমৈ (দশ-পঁচিশ?) খেলিতে বসিয়া গিয়াছে। ইহারা কপিশবর্ণ ও পাত্লা-গঠনের একজাতীয় লোক—উহারা চুলে সাদা রং দেয়। এখন উহাদের চুল, একটা ভিন্ন রঙের প্রস্তুত মশলার দ্বারা আচ্ছাদিত, কাল উহা উঠাইয়া ফেলিয়া আবার সুশ্রী হইবে; এ মশলাটা একটা ঘন জমাট শক্ত ছালের আকারে মাথার উপর রহিয়াছে। দেখিলে মনে হয় "মমির" গায়ে যে শক্ত চুণের প্রলেপ থাকে, সেইরূপ চুণের প্রলেপ।

এই খেলুড়েদের মাথার উপর যে দর্মার চাল আছে, তাহাতে কষ্টেসৃষ্টে একটু ছায়া হয়। সূর্য্যের কিরণ,—ভীষণ সূর্য্যের কিরণ, ছাঁকুনীর শত ছিদ্রের মত, উহার ভিতর দিয়া প্রবেশ করে; এবং উহার চারিদিকে যে সব অতিতপ্ত কুটীর দৃষ্টির বহির্ভূত—তাহারাও এই অসীম আফ্রিকার মধ্যে জ্বলিতেছে, পুড়িতেছে……

শীঘ্রই এই গ্রামের শেষপ্রান্তে আসিয়া পড়া গেল। শেষের দিকের চারিটা গৃহ অন্যগুলা হইতে একটু বিচ্ছিন্ন হইয়া একটা বালুকাস্তূপের উপর অবস্থিত:—ইহা বিলাসিনীদের নকল; উহারা দেখিতে মন্দ নহে; এইসব হাব্সি, সোমালি, কিংবা দাঁকালি-জাতীয় রমণী, উহাদের দর্মার কুটীরে অপেক্ষা করিতেছে। উহাদের লাল দীর্ঘ পরিচ্ছদ, উহাদের পদ-গুল্ফে ও মণিবন্ধে ভারী ভারী রূপার বলয়; যেন শিকারের সন্ধানে বসিয়া আছে; মুখের ভাবটা আধো রহস্যময়, আধো হিংস্র-ভীষণ। এই কৃষ্ণবর্ণ নির্লজ্জতার মধ্যে খুব একটা গাম্ভীর্য্য আছে। উহারা ধর্ম্মের অনুষ্ঠানের মতো উহাদের ব্যবসা চালাইতেছে এবং একটা সাদা চক্চকে মুদ্রার জন্য কি ফরাসী সৈনিক, কি বেদুইন, কি রক্ষা-কবচ-ধারী কাফ্রি—যে-কেহ রাস্তা দিয়া চলিতেছে, তাহাকেই উহারা ব্যাঘ্রিণীর মিষ্টি হাসি হাসিয়া আহ্বান করিতেছে।

এই অঞ্চলটা শেষ হইয়া গেলেই, সুগভীর ঝিক্মিকে, মরীচিকা-সঙ্কুল, সূর্য্যদীপ্ত, করাল মৃত্যুরূপী মরুভূমি আরম্ভ হয়।

এখানেও ভূমির একটা নকলের মতো, উহৎ সবুজ রঙের একটা জিনিস রহিয়াছে:—বাগান, সেই প্রখ্যাত বাগান—যাহা সৈনিকেরা, জলসেকের দ্বারা সযত্নে তৈয়ারী করিয়াছে ও বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। ইহা ছাড়া আর কিছুই নাই। আমাদের সম্মুখে এই শূন্যপ্রদেশটা প্রসারিত—মানচিত্রে যাহা "মৃগয়াভূমি" নামে নির্দ্দেশিত হইয়াছে।

দিক্‌চক্রবালের শেষ প্রান্তে, ভূমির পার্শ্বদেশে সেই চিরন্তন একই জলদজাল ও গিরিমালা এই উজাড় বিস্তারটাকে সীমাবদ্ধ করিয়াছে। কতকটা আকাশের অন্ধকারের সহিত মিশিয়া, দূরত্বের সঙ্গে সঙ্গে আরও কৃষ্ণবর্ণ হইয়া গিয়া এই উচ্চ পর্ব্বতগুলা একটা স্তূপাকার ছায়াচিত্রের মত সর্ব্বত্রই অঙ্কিত হইয়াছে। এই সব অভ্যন্তর অঞ্চলে "সাদা" লোক-দিগের গতিবিধি নাই। এই অভ্যন্তরপ্রদেশ যাহা আজ এরূপ তমসাচ্ছন্ন, উহা হইতে আবার বালুরাশির স্বর্ণরঞ্জিত দীপ্তিচ্ছটা বাহির হইবে, অনন্ত আলোকে নিঃসৃত হইয়া আবার চোখ ঝল্‌সাইয়া দিবে।

এই "মৃগ-মালভূমির" উপর দিয়া যতই আমরা অগ্রসর হইতেছি, ততই লাল টালি ও তিনটি গৃহসমেত এই ক্ষুদ্র "ওবক্" দূরত্বের মধ্যে নামিয়া পড়িতেছে, মুছিয়া যাইতেছে, অন্তর্হিত হইতেছে; ভাস্বর ও বিষাদময় সমতলভূমি আমাদের চতুর্দ্দিকে নিয়তই বাড়িয়া চলিয়াছে।

সমুদ্রও দৃষ্টিবহির্ভূত হইয়া পড়িয়াছে। তবুও মাটীর উপর প্রবালের শাখা-প্রশাখা ও শামুক দেখিতে পাওয়া যায়। ইতস্তত: কতকগুলা লোহিতী-কৃত তৃণগুচ্ছ; কতকগুলা অদ্ভুত চারা গাছ; উহার সবুজ রং এরূপ ম্লান হইয়া গিয়াছে যে, মনে হয়, সূর্য্য বুঝি উহার রং উদরস্থ করিয়াছে। তার পর, একটু দূরে দূরে, যেন ইংরেজি বাগান তৈরী করিবার জন্যই এই সব চক্রাকৃতি শীর্ণ ঝোপঝাড়। উহাদের সরু ও উজ্জ্বল পত্রপল্লব স্বকীয় শীর্ণ বৃন্তের উপরে দক্ষিণে ও বামে হেলিয়া রহিয়াছে। ইহা একটা বিষণ্ণ "লজ্জাবতী"—আফ্রিকা দেশের এই চিরন্তন লজ্জাবতী যাহা অভ্যন্তর প্রদেশের সমস্ত অনুর্ব্বর ভূমিতে জন্মায় —সেনেগালের বালুরাশির মধ্যে বড় মরুভূমির ওধার পর্য্যন্ত; এই লজ্জাবতী গাছ হইতে কিছুই উৎপন্ন হয় না, উহা কোন্ কাজে আসে না—এমন কি, একটু ছায়াদানও করে না......

কাহারা এই রকম জমি পোষণ করে? এই কিছু পূর্ব্বে আমরা ওবক গ্রামের আদিম নিবাসী পাতলা ও কপিলবর্ণ, বিড়াল-মুখী, বুনোরকমের দৃষ্টি, যে "দাঁকালি"দিগের কথা বলিয়াছিলাম, নিশ্চয় তাহারাই। এই সব লোক এই দেশের সঙ্গে বেশ খাপ খাইয়াছে। উহারা এখানে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া জীবন যাপন করে: বালির মধ্যে—জঙ্গলের মধ্যে উহারা বিরলভাবে অবস্থিতি করে; এবং এখানকার চিরন্তন উত্তাপ, মনে হয়, উহাদিগকে শুকাইয়া ফেলিয়াছে, উহাদের শরীরকে হরিণের মত পাৎলা করিয়া দিয়াছে।

আমাদের যাত্রাপথে কতকগুলি লোকের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইল: উহারা অভ্যন্তর প্রদেশ হইতে আসিতেছে, পিঠে হাল্কা বোঁচকা-বুঁচকি; আগেকার মত "মাদাম দাঁকলিদের" আর এক দল, শুভ্র সুন্দর দন্তপংক্তির ভিতর হইতে সেই একই রকম কপট হাসি হাসিতে-হাসিতে আমাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। আর-একটা ব্যাঘ্র-চর্ম্ম উহারা আমাদের নিকট বিক্রয় করিবার নিমিত্ত সম্মুখে বিছাইয়া দিল।

এই সমতল ভূমির মধ্যে, দূর হইতে দূরান্তরে, উত্তপ্ত মাটীর উপর লোকেরা আড্ডা গাড়িয়াছে। উহারা পশুর মতো মাথা নোয়াইয়া উহাদের কুটীরে প্রবেশ করে। ঐখানে উহারা বসিয়া থাকে—উহাদের সঙ্গে রহিয়াছে কতকগুলা গাধার বাচ্চা, কতকগুলা চামড়ার বোতল, কতকগুলা রক্ষা-কবচ এবং খুন-খারাপিধরণের কতকগুলা তলোয়ার ও ছোরা। নিশ্চল, অলস,—উহারা ব্যবসার উদ্দেশে, কিংবা শুধু দর্শনের জন্য ওবকের অভিমুখে আসিয়াছে। উহাদিগকে কেহই বড় একটা সাদর অভ্যর্থনা করে না, বরং উহাদিগকে দেখিয়া লোকে ভয় পায়। এখানকার বাসিন্দা এবং উহারা উভয়ের মধ্যে সাক্ষাৎকার ঘটিলে উভয়েরই মন বিস্ময় ও অবিশ্বাসে পূর্ণ হয়।

এখন বেলা ১১টা। এই সব মরীচিকার মধ্যে এই সব বালুরাশি হইতে প্রতিক্ষিপ্ত কিরণের মধ্যে, সমস্তই ঝিক্‌মিক্ করিতেছে, সমস্তই কম্পিত হইতেছে। মাটী হইতে একটা নেত্রান্ধকারী প্রভা সমুত্থিত হইতেছে।

আমরা দূর হইতে দেখিতে পাইতেছি, কতকগুলা খুব সাদা জিনিস, মাঠের উপর স্তূপাকারে অবস্থিত। কোনো অলৌকিক শক্তি-যোগে ওখানে একটু বরফ পড়িল নাকি? কিংবা কতকটা চূর্ণ, কিংবা কতকগুলা পাথর? কিন্তু না, উহা যে নড়িতেছে।—তবে বোধ হয়, আরব ধরণের মাথা-ঢাকা কতকগুলা লোক?—কিংবা কতকগুলা পশু? হরিণ?—ঘোড়া? যাই ইচ্ছা তাহারই সহিত সাদৃশ্য আছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে, এমন কি, সাদা

হাতীরও সহিত ; কেন না, কি দূরত্ব, কি বৃহত্ব—সে সম্বন্ধে একটা সম্পূর্ণ ধারণা আর হয় না। একটু দূরস্থ সব জিনিসই বিরূপ ও পরিবর্ত্তনশীল হইয়া পড়িয়াছে।

উহা কতকগুলা ভেড়া বই আর কিছুই নহে। ভেড়াগুলা একটু মজার-রকমের,গায়ের রং খুব সাদা, মাথা বেশ কালো এবং ইজিপ্টের মেষের মতে পুচ্ছ হাতপাখার মতো চারিদিকে ছড়ানো। না-জানি কি প্রকার তৃণ চর্ব্বণ করিবার জন্য এই সব দুর্লভ-জাতীয় মেষগুলাকে দিনের বেলা এখানে পাঠান হইয়া থাকে ; এবং সূর্য্য অস্ত হইলে—হিংস্র জন্তুদের বাহির হইবার পূর্ব্বেই উহাদিগকে তাড়াতাড়ি আবার ওবক্ গ্রামের দিকে লইয়া যাওয়া হয়।

এই অসীম মরুভূমির মধ্য দিয়া চলিতে চলিতে এই শেষ জীবন্ত প্রাণী আমাদের নয়নগোচর হইল। একটু পরেই মধ্যাহ্ন আসিয়া পড়িল। এই সময়ে সাদা লোকেরা কখনই ঘরের বাহির হয় না। আমরা সব দেখিবার জন্যই এখানে আসিয়াছি—আমাদের অবিবেচনার ফল আমাদিগকে ভোগ করিতেই হইবে। সাদা কাপড়ের ভিতর দিয়া আমাদের কাঁধের উপর একটা অনল-দহন-জ্বালা অনুভব করিতে লাগিলাম। চলিবার সময়,মাটীতে আমাদের আর ছায়া পড়িতেছে না, পায়ের নীচে একটা ছোট্ট কালো চক্র মাত্র—আমাদের পায়ের নীচে আসিয়া থামিতেছে! সূর্য্য উচ্চ গগনে, ঠিক্ আমাদের মাথার উপর ;—সেখান হইতে সোজাভাবে অনল-কণা পৃথিবীর উপর বর্ষণ করিতেছে।

কোথাও কিছু নড়িতেছে না ; উত্তাপে সমস্তই মরিয়া গিয়াছে ; অন্যান্য দেশে, এই গ্রীষ্ম-মধ্যাহ্নে যাহারা অবিরাম শব্দ করে, সেই কীটদিগেরও সঙ্গীত আর শোনা যায় না। সমস্ত মরুভূমির মধ্যে কম্পন ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে—কেবলই কম্পন, কম্পন, কম্পন—ইহার গতি অবিরাম, দ্রুত ও জ্বরভাবাপন্ন ; কিন্তু কল্পনার সামগ্রীর মতো—স্বপ্নের মতো একেবারেই নিস্তব্ধ।

খুব সুদূর পর্য্যন্ত, কি-একটা অনির্দ্দেশ্য জিনিস প্রসারিত,—মনে হয় যেন, এমন একটা চলমান জলপ্রবাহ কিংবা একটা ফিন্‌ফিনে "গজ" কাপড়, হাওয়ায় নড়িতেছে—যাহার অস্তিত্ব মাত্র নাই, যাহা মরীচিকা বই আর কিছুই নহে। দূরস্থ লজ্জাবতীর গাছগুলা অদ্ভুত আকার ধারণ করিয়াছে ; এই প্রবঞ্চক জলরাশির মধ্যে প্রতিবিম্বিত হইয়া মাঝের দিকে উহারা দ্বিগুণিত হইয়া পড়িয়াছে ; এই প্রবঞ্চক জলরাশি নিঃশব্দে সমস্ত বালুরাশিকে আক্রমণ করিয়াছে, একটি নিঃশ্বাস না ফেলিয়াও নড়া-চড়া করিতেছে ; এবং তৎসমস্ত হইতেই স্ফুলিঙ্গ নিঃসৃত হইয়া চোখ ঝল্‌সাইয়া দিতেছে, শরীরকে ক্লান্ত করিতেছে।

এই মরুভূমির বিষাদময় বিরাট্ দীপ্তিচ্ছটা কল্পনাকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলে।

দূর পশ্চাতে সেই একই অন্ধকেরে পাহাড়পর্ব্বত, পর্ব্বতের মাথার উপর গুরুভার জলদস্তূপ, পর্ব্বতের এইদিকে একপ্রকার অপরিস্ফুট তমসাচ্ছন্ন উজাড় ভূমিতে আসিয়া সমস্ত পর্য্যবসিত হইয়াছে, সুগভীর কৃষ্ণবর্ণের মধ্যে দৃষ্টি হারাইয়া যায় ; ইহাই আফ্রিকার অভ্যন্তর-দেশ ; ইহা সমস্ত অন্ধকার ও ঝড়-ঝটিকার পশ্চাতে অবস্থিত।

সমাপ্ত